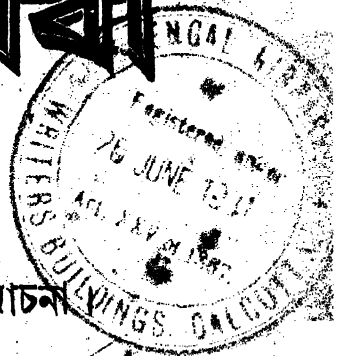
Registered No. C 1583

২৬শ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল। [২য় সংখ্যা।





মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

13 P
6.31

বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কার্য্যালয়, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "ভারত প্রেসে"
শ্রীশশিভূষণ প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন "উৎসব" অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৲। ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৲ স্থলে ২৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

আলাপন।

সংসার দাবদাহ প্রজ্জ্বলিতের পবিত্র শান্তিসুধা।

"ভাই-ও-ভগিনী" এবং "নির্ম্মাল্য" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

এই "আলাপন" অনর্থক গাল গল্পমুলক সংসার সর্ব্বস্ব বিষয়ী ব্যক্তির আলাপন নহে,—ইহা পরমার্থ প্রেমিক মুমুক্ষু সাধকের প্রাণারাম "আলাপন" ইহা অনিত্য সুখলিপ্সুর "আলাপন" নহে—ইহা সুখান্বেষী নিত্যানন্দধাম শান্তিসুধা রক্ষিত আলাপন। "কে জানে কাহাকে" "সাবধান" "অন্তিমে অবসর" "জীবন মরণ" "রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী" এবং "যদি নির্ম্মম হইতে" ইত্যাদি আঠারটী অতীব সুমধুর "আলাপন" এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লিখিবার প্রণালী কথোপকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া আঘাত দিতে থাকে। সব ক'টী "আলাপনেই" গ্রন্থকারের পবিত্র অন্তঃকরণের পবিত্র ভাবপ্রবাহ যেন স্বতএব উচ্ছসিত হইতেছে। সংসারের নিদারুণ ক্লেশে প্রাণ যখন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, প্রাণ যখন বিষম দাবদাহে প্রজ্জ্বলিত হইয়া শান্তি অন্বেষণে কাতর হইয়া উঠিবে তখন এই "আলাপন", তাহার প্রিয় সুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে। ইদানীং এত অশ্লীল সাহিত্য-পরিপ্লাবিতকালে এরূপ সুপবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল ভাবে পঠন পাঠন সবিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইহা পারিতোষিক পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া একান্তবাঞ্ছনীয়। ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর মূল্য মাত্র এক টাকা চারি আনা—১।০

প্রাপ্তিস্থান—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "উৎসব" অফিস।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৬শ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল। { ২য় সংখ্যা

শ্রীগুরু চরণে নিবেদন।

মানস মধুপ ওপদ কমলে
করুক অমৃত পান।
রসনা আমার রটুক সতত
তোমার পাবন নাম॥
প্রীতি হেতু তব আমি করি যেন
আমার সকল কর্ম্ম।
কায়মনো বাক্যে তোমার অর্চ্চনা
হউক আমার ধর্ম্ম॥
বিষের মতন বিষয় নিকর
ত্যজিতে দাও গো শক্তি।
সকল বাসনা দূর করে দিয়ে
দাও গো সুদৃঢ়া ভক্তি॥
এ পুণ্য তীর্থে পুণ্য দিবসে
তোমার চরণ স্পর্শে।

সুপ্ত পরাণ উঠুক জাগিয়া
স্বরূপ লভিতে হর্ষে।
অবিদ্যা আঁধার এ ঘোরা যামিনী
আজি হ'ক অবসান।
জ্ঞান দিবাকর হয়ে সমুদিত
করুন আলোক দান॥
(সে) আলোক পরশে হারান "আমির"
সন্ধান আমি লভিয়া।
তিনটী দেহের অভিমান ত্যজি
তাহারে লইব খুঁজিয়া॥
ঘুচুক আমার সংসার ভ্রান্তি
থেমে যাক সব গান।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তোমারে স্মরিয়া
তুলি গো মধুর তান॥
অনল অনিল অবনী সলিল
সকল সাজে সাজিয়া।
একা তুমি আছ এ ধরার মাঝে
অনেক রূপ ধরিয়া॥
সকল রূপেতে তোমায় দেখিয়া
ডুবুক আমার চিত্ত।
পারি যেন দেব বুঝিতে সহজে
তোমার পরম তত্ত্ব॥
তোমার করিয়া লওগো আমায়
কি বলিব সখা আর।
করহ গ্রহণ হে প্রিয় আমার
এ বন্দন উপহার॥

রামাশ্রম।

বালিকা মুখে গীত।

আমার জীর্ণ জীবন তরণী
হ'য়ে পথ হারা, ছুটে যায় তারা,
তায় গভীর তিমির রজনী।
আশা নেশা মাগো দাঁড়ি মাঝি দুটি
সকলি আমার নিয়ে গেছে লুটি—
কি আছে শঙ্করি! পারে গিয়ে উঠি
কোলে তুলে নাও তারিণি!



স্বরূপ সন্ধানে।

যদি বুঝিয়া থাক আপনি আপনি সকল করায় সুখ—কথা কওয়ায় সুখ, কথা শোনায় সুখ, দেখায় সুখ, দেখনায় সুখ, সাজায় সুখ, সাজানায় সুখ, পূজা করায় সুখ, পূজা নেওয়ায় সুখ, পূজা অন্তে সেবা করায় সুখ, সেবা নেওয়ায় সুখ, যদি বুঝিয়া থাক মানস পূজার পর আপনাকে আপনি বুঝায় সুখ, আপনার সহিত আপনি বিচার করায় সুখ, যদি ঠিক বুঝিয়া থাক আপনাকে আপনি প্রশ্ন করায় বড় সুখ—জিজ্ঞাসা করা হাঁগা আমি কে, তুমিই বা কে, এই লইয়া হাসাহাসিতে বড়ই সুখ—যদি বুঝিয়া থাক আপনি আপনি স্তব করায় বড় সুখ, বিচারবান্ হওয়ায় বড় সুখ—যদি এই সব বুঝিয়া থাক, তবে আর তুমি ব্যভিচার করিতে পার না—আর তুমি লোকসঙ্গ করিতে পার না—তবে তুমি সর্ব্বদা বলিবে "অব সব বিষ সম লাগই"!

এ অবস্থায় তুমি নির্জ্জনে থাকিতে চাহিবে—নির্জ্জনে আসিয়া আপনার সহিত আপনি কথা কহিয়া যেন জুড়াইবে। আপনার আদর আপনি পাইয়া শীতল

অন্তঃকরণে এমন একটা আহ্লাদ ভোগ করিবে যাহার আর তুলনা নাই। পাখী বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়া যখন প্রাণভয়ে উড়িতে থাকে—যখন এলো-মেলো ভাবে উঠিয়া পড়িয়া তাহার পাখার পালক যেন এবড়ো থেবড়ো হইয়া যায়, তার পরে সে যেমন খুব বড় নদীর মধ্যবর্ত্তী কোন নির্জ্জন চরে গিয়া আপনি আপনি বসিয়া আরাম পায়, আর আপনার পালকগুলি ঠোঁট দিয়া গুছাইয়া লইতে থাকে—তুমিও সেইরূপ লোকসঙ্গে নানা কথা শুনিয়া, নানা কথা কহিয়া যখন দেখ মনের পালক—মনের কথা কওয়া এবড়ো থেবড়ো হইয়া গিয়াছে, তখন নির্জ্জনে আপনি আপনি বসিয়া, আপনার সঙ্গে আপনি কথা কহিয়া তবে সুস্থ হও। শ্রুতি এই আপনি আপনি বসিয়া কথা কওয়া, আপনি আপনি সাজা সাজান্, আপনি আপনি বিচারবান্ হওয়াকেই বলেন আত্মরতি, আত্মক্রীড় হওয়া। ইহা অপেক্ষা সুখ আর কোথাও নাই।

প্রকৃত সুখ বলে তাকে যেখানে বাহিরের কোন কিছুই নিজের সুখের জন্য আবশ্যক হয় না। আপনার ভিতরে আপনার মোহনরূপ, আপনার ভিতরে আপনার মাধুর্য্য, আপনার ভিতরে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেখিয়া আরও দেখিতে ইচ্ছা করে—আপনাতে আপনি থাকিয়া থাকিয়া আরও থাকিতে ইচ্ছা করে—আপনাকে আপনি দেখিয়া দেখিয়া জগতের সব জিনিষকে আপনি ভাবে দেখা হইয়া যায়। যেখানে গাছ দেখিয়া কথা হয়, আকাশ দেখিয়া কথা হয়, সূর্য্য দেখিয়া কথা হয়, বায়ুস্পর্শে আদর পাওয়া যায়, পাখীর ডাকে আপনার কি যেন অব্যক্ত কথা শোনা হয়—যেখানে জগৎ-ভ্রমণটাতে রমণসুখ অনুভব হয়, আত্মরমণ হয়—প্রভাত রমণীয়, দিন রমণীয়, রাত্রি রমণীয়। মানুষ পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ সব আপনি আপনি—বলনা ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ কি কখন ধারণা করিয়াছ? এস এস, লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একটু আপনি আপনি থাকি, আপনি আপনি কথা কই, আপনি আপনি মানস পূজা করি, আপনি আপনি গল্প করি, আপনি আপনি হাঁসি কাঁদি, আপনি আপনি বিচার করি। এতদিন ত লোকসঙ্গের সুখ ভোগ করিলে—এখন একবার আপনি আপনি সুখ ভোগ কর। দিন কতক অভ্যাস কর না, কতকি দেখিবে।

দেখিবে—থাকি থাকি নির্জ্জনে যাইয়া আপনি আপনি কথা কহিতে ইচ্ছা করে। আপনি আপনি কথা না কহিলে প্রাণ যেন অস্থির হয়। আপনি আপনি ফুলের মালা গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া থাকি। আপনি আপনি আপনাকে আপনি স্তব শোনাই ও শুনি। বিচার শোনাই ও শুনি। আপনি আপনি যষ্টিনষ্টি করি—কি

যেন কি দেখিয়াছি, কি যেন কি চিনিয়াছি, কি যেন মনের মানুষ পাইয়াছি—দেখিয়াও আশা মেটে না, কথা কহিয়াও সাধ ফুরায় না, যেন এই মানুষের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে ইচ্ছা করে, যেন ইহার কাছে গেলে সব ফুটিয়া উঠে; হরিনাম আপনি ফুটে। আবার সকলেরই এই আপনি আপনি আছে, তবে মানুষের দুঃখ কি? তবে মানুষ শোক করে কেন? এই কথা কওয়া, এই মানস পূজা করা, এই স্তব স্তুতি করা, এই প্রণাম প্রদক্ষিণ করা, এই সেবা করা, এই সেবা নেওয়া, এই আপনি আপনি স্ত্রী পুরুষ সাজা, সত্য সত্য অনুরাগ অনুরাগিণীর সুখ ভোগ করা—এত সকলেরই আয়ত্ত। এখানে পতিপুত্রহীনা নাই, পিতৃ মাতৃহীন নাই, সধবা বিধবা নাই, ধনী দরিদ্র নাই, এযে সবাই পারে, কেন সবাই করে না?

কেন সবাই করে না? একটু কথা আছে।

যাহারা বাহিরে আপনার জন পাইয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহারা আপনা আপনি কথা কওয়ায়, আপনা আপনি আলিঙ্গনে কি সুখ পাইবে? মনে হয় এইটিই মানুষের ভুল। বাহিরে পাওয়াটা পাওয়াই নয়। যতই কেন হৃদয়ে টানিয়া লও কিন্তু তবু যেন ঠিক হয় না। যেন কিসের একটা অন্তরায় থাকিয়া যায়। গলার হার খুলিলে হইবে কি? এত সবাই খুলে। তবু কি মিলন হয়? শ্রীভগবানই শ্রীসীতার শোকে বলিয়াছিলেন—

হারে নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরা॥

হিয়ায় রাখিয়াও বিশ্লেষ থাকে—সরিৎ, সাগর, ভূধর ব্যবধান থাকে। তাই প্রিয় বস্তু যাহারা পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও ঠিক পান না—যতক্ষণ না প্রিয়জনকে আপনি আপনি করিতে পারেন।

নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি॥ ইত্যাদি শ্রুতি।

তার পরে ঠিক ঠিক প্রিয় বস্তু পাইয়াছেন, সত্য সত্য মনের মানুষ পাইয়াছেন বা মনের মানুষী পাইয়াছেন এমন ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী কয়জন? তাই বলি যাহারা পান নাই তাঁহারা আপনি আপনি পান এই ভাল।

এই আপনি আপনি সব সময়ে পাওয়া যায়। কেবল ব্যভিচার করিলে পাওয়া যায় না। তাহার কাছে প্রিয়া অপরের কথা ভাবিলে সে চলিয়া যায়।

"পড়্তা লোকের সাড়া পেলে রাম থাকে না"। তাই ব্যভিচারশূন্য হইয়া আর কিছু না ভাবিয়া আপনি আপনি পাও।

কিন্তু মানুষ পায় না, সব সময়ই পাইতে পারে তবু পায় না। বুঝিয়া উঠিতে পারে না—আপনি আপনি পাওয়াটা কি ?

আমি বলি বুঝিলেই বুঝা যায়। তবে কিছু দিন অভ্যাস করিতে হয়। বিনা সাধনায় কোন সিদ্ধিই হইতে পারে না।

তুমি বল, হে ভগবান্—"আমার হৃদয়ে এস"। এই বলিলেই উপাসনা হয় না। ভগবান্ বলেন আগে হৃদয়টাকে পুষ্পসজ্জা কর—হৃদয়ে আর আঁইস ছড়াইয়া রাখিও না। অমিষগন্ধশূন্য হৃদয় করিয়া তাহাকে সুগন্ধি পুষ্পগন্ধে আমোদিত কর, আমি তোমার হৃদয়ে আসিব।

বেদ সবাই পড়ে। গায়ত্রী মন্ত্র চণ্ডাল, বাগ্দি সবাইকে শিখাইতে চাও। এটা কর গায়ের জোরে। এতে কিছু হয় না। গায়ত্রী বেদমাতা। বেদ পড়িতে হইলে হৃদয়কে পবিত্র করিতে হয়। তার জন্য সংযম শিক্ষা আগে চাই। তাই ঋগ্বেদ শান্তি-পাঠ মন্ত্রে পাই—বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং আবিরাবির্ম এধি। হে আবিরাবি। হে স্বপ্রকাশ। তুমি এস আমি তোমার জন্য হৃদয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন তোমার পবিত্র বাক্য যাহা শুনিয়াছে, বাক্যে তাহাই উচ্চারিত হইতেছে। কথায় একরূপ বলিতেছি আর মনে অন্যরূপ ভাবিতেছি—এই নব্য সভ্যতারূপ কপটতা আমার হৃদয়ে নাই। আর আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার মধুময়, আনন্দময় বাক্য শুনিয়া, শ্রুতির রসময় বাক্য শুনিয়া মন তাহাকেই বড় আদর করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি মনে মুখে এক সমান হইয়াছি, মনে মুখে পবিত্র হইয়াছি। তুমি এস। এই প্রার্থনা তিনি শুনেন। নতুবা শুধুই প্রার্থনা।

তাই বলি ব্যভিচার ছাড়ার অভ্যাস একটু কর। কেমন করিয়া করিবে ?

কথা ত কতই কও। কেহ কাছে থাকিলে ত বৈখরীতে নতুবা অন্য রকমে। যাহা হউক একাই থাক বা লোকসঙ্গে থাক সর্ব্বদাই কথা কহিতেছ। এই কথাটা আপনার সঙ্গে কও। প্রথমে যদি আপনাকে ধরিতে না পার, তবে বিশ্বাস কর যাঁহার নাম সবাই করিয়া থাকে, সবাই ভগবান্ বলে, যিনি দয়াময়, যিনি কাঙ্গালের হরি, যিনি পতিতের পাবন,—সেই প্রেমময়, সেই দয়াময়, সেই

দীন দয়াল, সেই প্রণতপাল সর্ব্বত্র আছেন—বাহিরে আছেন, ভিতরে আছেন। তোমার ভিতরেও আছেন। আগে এইটি বিশ্বাস করিয়া লও। শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে ইহাই দৃঢ় কর। করিয়া নির্জ্জনে থাকিতে চেষ্টা কর। লোকসঙ্গে থাকিতে হয় কিন্তু ফাঁকি দিয়া নির্জ্জনে যাইতে চেষ্টা কর। গিয়া স্থির হইয়া ব'স। বসিয়া লক্ষ্য কর, মন কি কথা কয়। তখন তাঁহার কাছে মনের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতে থাক। দয়াময়! আমি পতিত সত্য। কিন্তু এখন আমি বুঝিয়াছি আমি পতিত। তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। আমিত কিছুই দমন করিতে পারি না। তুমি কৃপা কর। তুমি আমার দিকে একবার তাকাও। তুমি আমার মন ঠিক কর। কিছুদিন এই ভাবে মনের উপর লক্ষ্য কর, আর মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ তাঁহার কাছে জানাও, তিনি সত্য সত্যই দীনবন্ধু। তিনি আপনি বলেন—দুঃখী দুঃখ দিয়া আমার পূজা করুক, রোগী যাতনা দিয়া আমার পূজা করুক—সে পূজাও আমি গ্রহণ করি। পূজার সময়ে ব্যভিচারীর হৃদয়ে ফুল, চন্দন, প্রণাম, প্রদক্ষিণ ত আসে না—আসে দুখের কথা, আসে টাকাকড়ির কথা, আসে কুটনো বাটনার কথা। পামর জন উহা দিয়াই আমার পূজা করুক। আমি তাহাদের দুঃখ খণ্ডাইয়া পবিত্র করিয়া লইব। তাই বলি বিশ্বাস কর। এই আপনি আপনিকে সকল সময়ে পাওয়া যায়—শুধু তুমি তাহার কাছে গেলেই দেখিবে যে সে আছে। এটা অশাস্ত্রীয়ও নহে—শাস্ত্রে বলেন "আত্মা ত্বং গিরিজা মতি॥ ইত্যাদি।

তবে কেন বৃথা দুঃখ করিবে বল। আপনি আপনি সবারই আছে। সব সময়েই আছে। শুধু তার কাছে যাও, দেখিবে সে কত মধুর। আবার বলি তাঁহাকে লইয়া জগৎভ্রমণ—জগৎ ভ্রমণটাই আত্মরমণ।

অধ্যয়ন।

(১)

(বেদের কিছু।)

[সংস্কৃত ভাষার মাধুর্য্য তরজমাতে আনা যায় না বলিয়া মূল সংস্কৃত দেওয়া] হইল।

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌যাস্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি। [উদ্-উর্দ্ধস্থিত আশ্রমং] হন্ত-সম্মতি যাচনে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন অরে! মৈত্রেয়ি আমি এই গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে উর্দ্ধ আশ্রম যে সন্ন্যাস তাহাতে যাইতে চাই। অতএব তুমি যদি সম্মতি প্রদান কর তবে কাত্যায়নীর সহিত তোমার ধনসম্পদ বিভাগ করিয়া দিতেছি।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী—যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃত স্যামিতি? যৎ=যদি॥ নু=বিতর্কে

মৈত্রেয়ী—ভগবন্ ধন ধান্য পূর্ণা পৃথিবী যদি আমার হয় তবে কি আমি তদ্দ্বারা জরামরণ হইতে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। নাশাস্তি=ন আশা অস্তি॥

যাজ্ঞবল্ক্য—না—তাহা হয় না। তবে ধনী লোকের জীবন যেমন লৌকিক সুখভোগে কাটে সেইরূপ তোমার জীবনও কাটিবে কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা করিও না।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।

মৈত্রেয়ী—যাহাতে জরামরণ হইতে মোক্ষ না হইবে—আমি অমৃত না হইব তাহা লইয়া আমার কি হইবে? অতএব আপনি অমৃতত্বের উপায় যাহা জানেন তাহাই আমাকে বলুন।

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যা

স্যামি তে ব্যাচক্ষণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্যেতি। বতারে=বত (অনুকম্পা)+ অরে—মৈত্রেয়ি॥ সতী=ভবন্তি॥

যাজ্ঞবল্ক্য—অরে মৈত্রেয়ি! তুমি বরাবর আমার চিত্তবৃত্তানুসারিনী প্রিয়া। এখনও আমার মনের মত কথা বলিতেছ। এস—কাছে ব'স। আমি তোমাকে মোক্ষের সাধন উপদেশ করিতেছি। আমার বাক্যে তুমি ধ্যান দাও।

স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি॥

ন বা অরে পুত্রানাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি॥

ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবন্তি॥

ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবন্তি॥

ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি॥

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি॥

ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি॥

ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি॥

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি॥

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্॥

যাজ্ঞবল্ক্য— অরে মৈত্রেয়ি—তুমি ভাবিতেছ পতি চলিয়া গেলে তুমি বাঁচিবে কিরূপে? ইহা তোমার ভ্রম। কারণ

পতির সুখের জন্য কেহ পতিকে ভালবাসেনা, আপনার আত্মার সুখের জন্য পতিকে ভালবাসে।

স্ত্রীর সুখের জন্য লোকে স্ত্রীকে ভালবাসেনা, আপনার সুখের জন্য স্ত্রীকে ভালবাসে।

পুত্রদিগের সুখের জন্য লোকে পুত্রদিগকে ভালবাসেনা, আপনার সুখের জন্য পুত্রদিগকে ভালবাসে।

ধনের জন্য লোকে ধনকে ভালবাসেনা, নিজের সুখ সাধন জন্য লোকে বিত্ত ভালবাসে।

ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোক কেহ ব্রাহ্মণকে ভালবাসেনা, নিজের সুখের জন্য ব্রাহ্মণ ভালবাসে।

ক্ষত্রিয়ের সুখের জন্য লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসেনা, আপনার আত্মার সুখের জন্য লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসে।

লোকের সুখের জন্য কেহ লোককে ভালবাসেনা, আপনার জন্য লোককে ভালবাসে।

দেবতার সুখের জন্য লোকে দেবতাকে ভালবাসেনা, নিজের সুখের জন্যই দেবতাকে ভালবাসে।

প্রাণিগণের সুখেব জন্য লোকে ভূতসমূহকে ভালবাসেনা, নিজের সুখের জন্যই ভূতসমূহকে ভাসবাসে।

সকলের সুখের জন্য লোকে সকলকে ভালবাসেনা, নিজের সুখের জন্যই সকলকে ভালবাসে।

অরে মৈত্রেয়ি আত্মাকেই দেখিতে হইবে—দেখার জন্য আত্মার কথা শুনিতে হইবে, শুনিয়া মনন করিতে হইবে, মনন করিয়া করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন শ্রবণ মননের দ্বারা এবং জ্ঞানদ্বারা জগতের সমস্তই জানা হয়।

(২)

(পুরাণের কিছু।)

অম্বরীষ—মুনে! বেদবাদী মহর্ষিগণ যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলেন, পুণ্ডরীকাখ্য দেব নারায়ণইত সেই পরব্রহ্ম। যিনি নিরাকার হইয়াও মায়ামূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্, অব্যক্ত হইলেও যিনি মায়াবশে ব্যক্ত, যিনি চিন্তার বহিভূর্ত সেই সব ভূতময় সনাতন ঈশ্বর হরিকে কিরূপে ধ্যান করিতে হয়? মুনিবর! আমি সেই শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত জীবগণের পাপসমূহ বিনাশী উত্তম প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুই দেখিতে পাই না।

নারদ—রাজন্ [যেষাং ন প্রবণং চিত্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে। কিং তেষাং জীবিতেনেহ পশুবচ্চেষ্টিতেন কিম্] যাহাদের চিত্ত জগন্ময় বাসুদেবে আসক্ত নহে তাহাদের জীবনেই বা কি আবশ্যক আর তাহাদের পশুর মত কর্ম্মেই বা কি প্রয়োজন? রাজন্ এক্ষণে আমি তাঁহার ধ্যানের কথা বলিব। কৃষ্ণধ্যায়ী মানব দোষ বিহীন, নিরাময়। তিনি শোক দুঃখ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, ভ্রম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বদা মুক্ত।

দীপ যেমন জলন্ত শিখাদ্বারা তৈল শোষণ করে সেইরূপ কৃষ্ণধ্যায়ী মানব ধ্যানবলে কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকে।

শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ কৃষ্ণের ধ্যানকে দুই প্রকার বলিয়াছেন নির্গুণ ও সগুণ। [তদ্ধ্যানং দ্বিবিধং তস্য প্রোক্তং শঙ্কর পূর্ব্বকৈঃ—নির্গুণং সগুণং বাপি ইত্যাদি।

নির্গুণ ধ্যানের কথা প্রথমে শ্রবণ কর।

যাঁহারা যোগবলে পরমাত্ম সাক্ষাৎকারে নিয়ত যত্নবান্, কেবল তাঁহারাই জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা নির্গুণ ধ্যান তৎপর হয়েন। হে ভূপতে! তাঁহারা দেখেন পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ হস্তপদবিহীন হইলেও (হস্তপদ বিহীনশ্চ) সমস্ত বস্তু গ্রহণ, সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন। মুখ নাসিকা না থাকিলেও তিনি আহার করেন ও গন্ধ গ্রহণ করেন। সর্ব্বসাক্ষী জগৎপতি কর্ণহীন হইয়াও সমস্ত শ্রবণ করেন, রূপবিহীন হইলেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া রূপবান্ রূপে প্রতিভাত হয়েন।

সকল লোকের প্রাণ বলিয়া তিনি এই নিখিল চরাচর কর্তৃক পূজিত হয়েন। অজিহ্বো বদতে সর্ব্বং, জিহ্বাশূন্য হইয়াও বেদশাস্ত্রানুগত সকল কথা বলেন! হে নরাধিপ! ত্বগ্‌বিহীন হইলেও তিনি নিখিল শীতোষ্ণাদি স্পর্শ করিতে পারেন। তিনি "সদানন্দ, সদাজাগ্রত, একরূপ, তাঁহার কোন আশ্রয় নাই—তিনি সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন, গুণাতীত, মমতাতীত, সর্ব্বব্যাপী, সগুণ, নির্ম্মল তেজোরূপী, কাহারও বশীভূত তিনি নহেন; সকলেই তাঁহার বশ, সকল বস্তু তিনিই দান করেন, সর্ব্বজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠও তিনি। তাঁহার মাতাপিতা নাই, তিনিই সর্ব্বময় বিভু। যে ব্যক্তি ধীশক্তি দ্বারা এইরূপ ধ্যানে সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখেন তিনি মূর্ত্তিবিহীন, মরণশূন্য পরমপদকে প্রাপ্ত হয়েন।

এক্ষণে সগুণ ধ্যানের কথা শ্রবণ করুন।

রাজন্! দ্বিতীয় ধ্যানের বস্তুটি সাকারমূর্ত্তি; সে মূর্ত্তির কোন অবলম্বন নাই, উহা নিরাময়—সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধি শূন্য—সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নশূন্য। "যস্য বাসনয়া সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং বাসিতং নৃপ!" হে নৃপ! সেই বাসনায় এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বাসনাময়। এই কারণে সকল লোকে তাঁহাকে বাসুদেব বলে।

স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্‌ঘনশ্যামং সূর্য্যতেজ সম প্রভম্।

স্নিগ্ধ সজল জলদের ন্যায় তিনি শ্যামবর্ণ কিন্তু সূর্য্যকিরণের ন্যায় তাঁহার শরীরচ্ছটা। তিনি চতুর্ব্বাহু—দক্ষিণ বাহুযুগলে মহামণি বিচিত্রিত শঙ্খ, এবং মহাসুরবিমর্দ্দিনী কৌমোদকী গদা। বাম বাহুযুগলে জগৎপতি পদ্ম ও চক্র। সেই সুরেশ্বর কমলাপতির সার্ঙ্গধনু, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা, সুবর্ত্তুল মুখমণ্ডল, পদ্মপলাশ লোচন, হৃষীকেশের কুন্দোপম দশনগুলি অতি সুন্দর। হে নৃপতে! গুড়াকেশের অধরযুগল প্রবালতুল্য; নাভিদেশে তাঁহার পদ্ম তাঁহার কিরীট অতিশয় দীপ্তিশালী। তিনি বিলাসী—ভৃগুপদচিহ্ন ও কৌস্তুভ ধারণ করিয়াছেন। কেশি নামক দৈত্যকে বধ করিয়া তিনি কেশব, দুষ্টের উৎপীড়ন করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে জনার্দ্দন বলে। দুই কর্ণে তাঁহার সূর্য্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল দুই কুণ্ডল। হার, কেয়ূর, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গুরী দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত। তিনি সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বসন পরিধান করেন—গরুড় তাঁহার বাহন। রাজন্! ভক্তগণের পাপরাশিনাশী ভগবান্ হরিকে এইরূপে গুণময় ধ্যান করিবে।

বেদের কিছু এবং পুরাণের কিছু এই দুই অংশে যাহা বলা হইল তাহার সার সঙ্কলন করিয়া আমরা দর্শনের কিছু—এই তৃতীয় অংশ আরম্ভ করিব।

প্রশ্ন—মানুষকে করিতে হইবে কি ?

উত্তর—দুঃখ নিবৃত্তিই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিতে কিছুই হইবে না—দুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি করা চাই। ইহাই মোক্ষ—ইহাই চিরতরে ভগবানের সঙ্গে থাকা বা স্বরূপ স্থিতি।

প্রশ্ন—দুঃখ নিবৃত্তিতে কত প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি করিতে হইবে ?

উত্তর—যতপ্রকার দুঃখ আছে বা হইতে পারে—আধ্যাত্মিক দুঃখ অর্থাৎ মনের কাম ক্রোধ লোভাদি—রাগ দ্বেষাদি এবং শরীরের যত ব্যাধি সমস্ত; এবং মৃত্যুর দুঃখ। আধিদৈবিক—অর্থাৎ অগ্নি, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, মড়ক ইত্যাদি এবং আধিভৌতিক অর্থাৎ ব্যাঘ্র সিংহ সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি হিংস্রজাতি জনিত দুঃখ—মনুষ্যের হিংসাজনিত দুঃখ, নিন্দা চর্চ্চা, অপবাদ কলঙ্ক, ইত্যাদি দুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই মানুষ চিরতরে শান্তিতে থাকিতে পারে, চিরতরে আনন্দে ডুবিতে পারে। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি।

প্রশ্ন—ইহা কিরূপে হইবে ?

উত্তর—আত্মাকে দেখিতে পারিলে। ছোট আমিই যে বড় আমি ইহা জানিলে।

প্রশ্ন—উপায় ?

উত্তর—যাহাকে দেখিলে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে তাহার কথা শ্রবণ কর—শুনিয়া শুনিয়া নিরন্তর মনের মধ্যে রাখ—তখন ইহার ধ্যান বা নিদিধ্যাসন হইবে। তখন মানুষ স্বরূপে যাহা—প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহার দর্শন হইবে। "বেদের কিছুতে" এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে।

পুরাণের কিছুতে এই ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে—এই ধ্যান মূর্ত্তি অবলম্বনেও হয় এবং মূর্ত্তি অবলম্বন না করিয়াও হয়। এইজন্য সগুণ ও নির্গুণ ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন—ছোট আমিতে এবং বড় আমিতে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কি ভেদ আছে, না ইঁহারা অভেদ ?

উত্তর—পরমাত্মা ও আত্মায়—বড় আমিতে ও ছোট আমিতে যে ভেদ আছে তাহা বলা যায় না—যদি ইহাঁরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইতেন তবে ইহাঁদের

একত্ব কখনও স্থাপিত হইতে পারে না। তবে শ্রুতির একমেবাদ্বিতীয়ং—নেহনানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি উপদেশ মিথ্যা হইয়া যায়।

প্রশ্ন—তবে কি ইঁহারা অভিন্ন?

উত্তর—ইহারা যে অভিন্ন তাহাও বলা যায় না। যদিও অভিন্নই হন তবে চিরদিন তাহাই আছেন—তবে আবার অভিন্ন প্রমাণ করিবার কি আবশ্যক আছে?

প্রশ্ন—আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় ভেদ আছে তাহাও বলা যায় না—ছোট আমি ও বড় আমি অভেদ—তাহাও বলা যায়না—ভেদও নাই—অভেদও নাই তবে কি বলা যাইবে?

উত্তর—পরমাত্মায় ও জীবাত্মায়—বড় আমিতে ও ছোট আমিতে একটা কাল্পনিক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। যেটা কাল্পনিক সেটা বাস্তবিক নাই বলিয়া মিথ্যা—সেটা অজ্ঞান জনিত—সেটা অবিদ্যা জনিত—সেটা মায়ার কার্য্য। এই মায়ার কার্য্যে এই অবিদ্যার কার্য্যে এই অজ্ঞানের কার্য্যেই মানুষের যত দুঃখ। জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ নিত্যবস্তুই একমাত্র সত্য। ইনি সত্যেরও সত্য। আর যাহা কিছু তাহাই মায়িক—তাহাই অজ্ঞান। তাই বলা হইয়াছে "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। মানুষের দুঃখ অজ্ঞান হইতেই হয়। অজ্ঞান দূর করাই কর্ত্তব্য। সত্যবস্তুত আছেনই—আত্মাই সত্য—তিনিত লব্ধবস্তু তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে করা ধরা কিছুই আবশ্যক নাই। অজ্ঞান দূর করিবার জন্যই যত কিছু করিতে হয়।

প্রশ্ন—অজ্ঞান বা অবিদ্যা—বা মায়া বা প্রকৃতি—ইনিই জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ স্বরূপ—সৎবস্তুকে ঢাকিয়া আছেন! মানুষের আত্মাকেও এই প্রকৃতি আবরণ করিয়া আছেন?

উত্তর—আছেন বৈকি। সর্ব্বব্যাপী আত্মা যেমন দেহ উপাধি দ্বারা ছোটমত কল্পিত সেইরূপ অখণ্ড প্রকৃতিও জীবের মধ্যে চিত্ত রূপ ধরিয়া খণ্ডমত হইয়া যত উৎপাৎ সৃজন করেন। আত্মার কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন—সগুণ ধ্যান ও নির্গুণ ধ্যান যে মানুষ করিতে পারে না তাহা এই চিত্তের প্রবল উৎপাতের জন্য। সেই জন্য চিত্ত কি—চিত্তের বৃত্তি কি—চিত্ত অশুদ্ধ হয় কিরূপে, চিত্তকে শুদ্ধ করা যায় কিরূপে—ইহাই নর নারীর কার্য্য। চিত্তকে অশুদ্ধ রাখিয়া—চিত্তকে রাগ দ্বেষে কলঙ্কিত রাখিয়া—চিত্তকে ভাল লাগা মন্দ লাগায় ব্যাকুল রাখিয়া—আত্মাকে জানাও যায়না—আত্মার ধ্যানও হয় না। বস্তু গুণে যাহাও হয় তাহাও ক্ষণিক—পরক্ষণেই চিত্ত ভগবানকে ছাড়িয়া—বিষয় লইয়া উৎপাৎ করিবেই।

প্রশ্ন—ইহার নিবারণ কিরূপে হইবে ?

উত্তর—ইহার জন্যই দর্শন শাস্ত্রের কিছু বলা হইতেছে।

(দর্শন শাস্ত্রের কিছু।)

আমরা ভগবান্ পতঞ্জলির যোগসূত্রের প্রথম তিনটি সূত্র আলোচনা করিব। ভগবান্ পতঞ্জলির যোগসূত্র বা পাতঞ্জল দর্শন অত্যন্ত দুরূহ গ্রন্থ বলিয়া ভগবান্ ব্যাস যোগ সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। ভাষ্য না হইলে সূত্রের অভিপ্রায় ধরা কঠিন। এই জন্য এই তিন সূত্রের ভাষ্য সহিতই আমরা আলোচনা করিতেছি।

প্রশ্ন—১ম সূত্র কি ?

উত্তর—অথ যোগানুশাসনম্।

প্রশ্ন—সূত্রের অর্থ কি ? এবং ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় কি ?

উত্তর—যোগের অনুশাসন—বা শাসন বাক্য—বা শিক্ষা বা উপদেশ আরম্ভ করা হইতেছে। অথ শব্দ মঙ্গল বাচক, অথ শব্দের অনন্তর অর্থেও প্রয়োগ হয়, অথ শব্দ আরম্ভ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। এখানে আরম্ভ অর্থই ব্যাস ভাষ্যে করা হইয়াছে। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোগানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। অথ = অধিকার বা আরম্ভ। যোগের অনুশাসন বা শাসনবাক্যরূপ শাস্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে।

প্রশ্ন—শাসন বাক্য কোথা হইতে আসিল ? ভগবান পতঞ্জলি কি অন্য কিছু অবলম্বন করিয়া তাহারই অনুসরণে যোগ শাস্ত্র লিখিলেন ? তিনি কি যোগের আদি বক্তা নহেন ?

উত্তর—ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ" হিরণ্যগর্ভই যোগের আদি বক্তা—যোগ সম্বন্ধে ইঁহা অপেক্ষা পুরাতন কেহ নাই। যোগবিদ্যা হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাচীন মহর্ষিগণের শাসন বাক্য অবলম্বনে রচিত। ভগবান্ পতঞ্জলি প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

প্রশ্ন—ভগবান্ পতঞ্জলি কে ?

উত্তর—যোগশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভগবান্ অনন্তদেবের অংশে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। বৈদ্যকশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক চরকাচার্য্য ও যোগশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভগবান্ পতঞ্জলি ভগবান অনন্তদেবের অবতার। ভগবান অনন্তদেব যোগদর্শন, পানিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য বা ফণিভাষ্য এবং চরক নামক বৈদ্যকশাস্ত্র রচনা করিয়া-

ছেন। যেমন ব্যাকরণ বা ফণিভাষ্য দ্বারা বাক্যের মল দূর হয়, বৈদ্যকশাস্ত্র দ্বারা শরীরের মল বা ব্যাধি দূর হয় সেইরূপ চিত্তের মল দূর করিবার জন্য যোগশাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্রে পাওয়া যায়—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাহরৎ পন্নগ রাজএষঃ……ইত্যাদি—

ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীলক্ষ্মণই এই ফণীশ্বর। আধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় "লক্ষ্মণো ভুবনাধারঃ সাক্ষাচ্ছেষঃ ফণীশ্বরঃ" আরও পাওয়া যায়—

যাবন্ত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়ায়াঃ সম্ভবন্তি হি॥
তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
মায়াশক্ত্যা ভবেৎ কিং বা শেষাংশস্য হরেস্তনোঃ॥

*　　*　　*　　*

সর্ব্বস্য জগতঃ সারং বিরাজং পরমেশ্বরম্।
কথং লোকাশ্রয়ং বিষ্ণুং তোলয়েল্লঘু রাক্ষসঃ॥

প্রশ্ন—ভগবান্ পতঞ্জলি যে শেষনাগের অবতার তাহা কিরূপে জানা যাইতেছে ?

উত্তর—ভাষ্যকার ব্যাসদেবের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে। কিন্তু এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক ভাষ্যের সকল পাঠে নাই। আর বাচস্পতি মিশ্রে রেতচ্ছ্লোকস্য ব্যাখ্যা ন কৃতা বিজ্ঞান ভিক্ষুণা তু ব্যাখ্যানং কৃতম্। বাচস্পতি মিশ্র এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষু করিয়াছেন।

প্রশ্ন—শ্লোকটি কি ?

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধাঽনুগ্রহায়
প্রক্ষীণ ক্লেশরাশির্বিষমবিষধরোঽনেক বক্ত্রঃসুভোগী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং
দেবোঽহীশঃ স বোঽব্যাৎসিতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ॥

আদ্যরূপং=সর্পকলেবরং॥ জগতঃ অনেকধা অনুগ্রহায়=শব্দযোগভেষজ-শাস্ত্র প্রণয়নেন বাঙ্মনঃ কায়মলক্ষালনায়॥ প্রভবতি=সমর্থোভবতি॥ ক্লেশরাশিঃ=অবিদ্যাদীনাং রাশিঃ সমূহঃ॥ বিষম বিষধরঃ=ভীষণসর্পঃ॥ অনেকবক্ত্রঃ=সহস্রবদনঃ সুভোগী=সুন্দরফণাশালী॥ সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতিঃ= সকলবিদ্যানামাকরঃ॥ ভুজগপরিকরঃ=সর্পসমূহঃ॥ যস্যপ্রীতয়ে নিত্যং বর্ত্ততে॥ যোগদঃ=যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ যোগযুক্তঃ=স্বয়ং যোগী॥ সিতবিমলতনুঃ=শুভ্রনির্ম্মলমূর্ত্তিঃ॥ সঃ অহীশঃ=ফণীশ্বরঃ॥ বঃ=যুষ্মান্॥ অব্যাৎ=রক্ষেৎ॥

প্রশ্ন—যোগানুশাসনং—এখানে যে যোগশব্দ আছে তাহার অর্থ কি ?

উত্তর—১ম সূত্র ভাষ্য—

যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনী ভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ, অস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধেতু অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥১॥

যোগ হইতেছে সমাধি। ইহা চিত্তের সমস্ত ভূমিকার বা অবস্থার ধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তের সকল অবস্থাতেই সমাধি হইতে পারে কিন্তু ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত অবস্থার সমাধিতে মুক্তি হয় না। ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র ও নিরোধ এই হইতেছে চিত্তের ভূমিকা বা অবস্থা। ইহার মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্তে বিক্ষেপের উপসর্জ্জন থাকায় অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তে উৎপন্ন সমাধি, বিক্ষেপ সংস্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকায় ঐ সমাধি যোগপক্ষে বর্ত্তায় না—অর্থাৎ ঐ সমাধিকে যোগ বলা যায় না। কিন্তু যে সমাধি একাগ্রচিত্তে উৎপন্ন হইয়া সৎস্বরূপ অর্থকে অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপকে প্রকাশ করে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশকে ক্ষীণ করে, কর্ম্ম বন্ধন বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার সকলকে শিথিল করে, নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখ করে অর্থাৎ যে একাগ্র সমাধির পরেই নিরোধ সমাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত এই সমস্ত সমাধির কথা পরে সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন করা যাইবে।

আর চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

প্রশ্ন—যোগ শব্দের অর্থ কি ?

উত্তর—যোগ শব্দ বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়—যেমন প্রাণ বায়ুকে অপাণ বায়ুতে যোগ করা যোগ ; আত্মাকে পরমাত্মাতে যোগ করা যোগ ; পুরুষ হইতে প্রকৃতিকে বিয়োগ করা যোগ. [পুম্প্রকৃত্যোবিয়োগোঽপি যোগ ইত্যভিধীয়তে] বিষাদ দ্বারাই হউক বা কর্ম্ম দ্বারাই হউক বা ভক্তি দ্বারাই হউক বা জ্ঞানদ্বারাই হউক চিত্তকে ভগবানে যুক্ত করাকে বিষাদ যোগ, কর্ম্ম যোগ, ভক্তি যোগ,

জ্ঞান যোগ ইত্যাদি বলা যায়—এখানে ঐ সমস্ত অর্থ ধরা হয় নাই। এখানে যোগ অর্থে বলা হইতেছে সমাধি। যে সমাধিতে চিত্তবৃত্তির আংশিক নিরোধ হয় তাহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ আর সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতেছে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ দ্বিতীয় সুত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

প্রশ্ন—চিত্তের সমস্ত অবস্থায় ধর্ম্ম হইতেছে যোগ ইহার অর্থ কি ?

উত্তর—চিত্তের সকল অবস্থা হইতে যোগ উৎপন্ন হইতে পারে—কিন্তু সকল ভূমিকা জাত যোগে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না।

প্রশ্ন—চিত্তের অবস্থা বা ভূমিকা কত প্রকার ?

উত্তর—পাঁচ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরোধ।

প্রশ্ন—চিত্তের ক্ষিপ্ত অবস্থা কিরূপ ? চিত্তই বা কি ?

উত্তর—মানুষের চিত্ত হইতেছে খণ্ড প্রকৃতি—প্রকৃতি যেমন সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের দ্বারা চালিত হয়, মানুষের চিত্তও সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তও হয়।

সত্ত্বগুণের বৃত্তি হইতেছে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, শরীর ও মনের লঘুতা ইত্যাদি। রজোগুণের বৃত্তি হইতেছে বিষয় বাসনা, ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি আর তমোগুণের বৃত্তি হইতেছে শ্রম, তন্দ্রা, মোহ এবং শরীর ও মনের গুরুত্ব।

নির্ম্মল, দীপ্তিবিশিষ্ট, প্রকাশক, শান্ত সত্ত্বগুণ চিত্তকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তিতে বদ্ধ করে। অনুরাগাত্মক রজোগুণে মানুষের চিত্তে তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপন্ন করে এবং কর্ম্মাসক্তি দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞান জনিত। ইহা জীবের ভ্রান্তি জন্মায়। এই তমঃ প্রমাদ, অবিচার, অনবধান, আলস্য, অনিচ্ছা ও নিদ্রা দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে। এখন চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হইতেছে।

(১) চিত্তের ক্ষিপ্ত অবস্থা—যখন চিত্তের রজোভাগ প্রবল হয় তখন চিত্ত চঞ্চল হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পাগলের মত ছুটাছুটি করে—ইহাই ক্ষিপ্ত চিত্তের অবস্থা। এইরূপ অবস্থাতেও মানুষ প্রতিহিংসা লইবার জন্য দেবতার আরাধনা করিয়া বর লাভ করে। ইহাতে কিন্তু মোক্ষ হয় না।

(২) চিত্তের মূঢ় অবস্থা—আলস্য, অনিচ্ছা, তন্দ্রা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চিত্ত যখন সকল প্রকার কর্ম্মে অক্ষম হয় তখন মূঢ়াবস্থা।

(৩) বিক্ষিপ্ত অবস্থা—ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে বিক্ষিপ্ত অবস্থা কিছু পৃথক্। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল থাকিয়াও সময়ে সময়ে স্থির হয়। যেমন

তুল দাঁড়ির কাঁটা ওজন করিবার সময় এপাশ ওপাশ করিয়া এক একবার মধ্যস্থলে লাগে সেইরূপ। ঐ যে সাময়িক স্থির ভাব তাহাতে ঈশ্বর চিন্তা হইতে পারে বলিয়া ইহাও সমাধি বটে কিন্তু এ সমাধি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। জপ তপঃ পরায়ণ প্রায় সাধকই বিক্ষিপ্ত চিত্ত।

(ক্রমশঃ)

কতদূর বলিতে পার ?

যদি নিকটে অনেক কিছু পাও তবে বহুদূর জানিও। যদি তাহা না হয় কিন্তু অতিদূরেও কিছু পাও তাহা হইলেও বিলম্ব আছে। আর যখন নিকটে বা দূরে কিছুই থাকে না তখন জানিও পাইয়াছ।

নিকটে বা দূরে কিছুই থাকিবে না—ইহাত আমার সাধ্যে কুলাইতেছে না তবে কি হইবে ?

সেই জন্য আমার কৃপা চাই। কিন্তু কি করিলে কৃপা পাওয়া যায় ?

বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস—ইহাই পাইবার প্রথম বস্তু। বিশ্বাস কর—কাতর হইয়া বিশ্বাস কর—আর কেহ তোমার কিছুই করিয়া দিতে পারে না—শুধু আমি পারি—আর আমি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছি তাহারাও আমার কথার সংবাদ দিতে পারে—ইহাদের কাছে শুনিয়া শুনিয়া বিশ্বাস কর—যা তা শুনিয়া বিশ্বাস টলাইও না—এদিক ওদিকে টলিও না—ক্রমে হইবে।

আর ?

আর—বিশ্বাস করিয়া—কাতর হইয়া—প্রার্থনা করিতে করিতে আমার আজ্ঞা পালন করিয়া যাও—ইহা ছাড়িওনা—ইহা শিথিল করিওনা—ক্রমে আমায় লইয়া যাঁহারা আছেন—বা আমায় যাহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের লিখিত রহস্য কথা শ্রবণ করিয়া—মনন করিয়া—উহাকেও আজ্ঞা পালনেরও নিত্য অঙ্গ করিয়া ফেল বেশ চলিবে।

কিছুই ত হইতেছে না—ইহা বলিওনা। আজ্ঞাপালনের কার্য্য করিতেছ—অন্ততঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ—জানিও ইহা কৃপার প্রথম অংশ। ক্রমে করিতে করিতে কৃপার অন্য অংশও অনুভব করিতে পারিবে।

আর কিছু?

সাবধান হইয়া লোকের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিও। একা একা আজ্ঞা-পালন লইয়া থাকিতে চেষ্টা কর—এখানে ওখানে ছোট—দেরী হইবে।

আর?

সর্ব্বদা মনকে কাজ দাও। সর্ব্বদার কাজ তোমার বিশ্রাম করিবার জন্য হউক। এই ভাবে যদি চলিতে পার তবে আপনিই বুঝিবে কতদূরে বা কত নিকটে।

ইহার প্রকাশ হইবে তখন যখন মন আর এটা ওটা সেটা আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিবে না—আর মনের চিরদিনের স্বভাবে এটা ওটা মনের মধ্যে ঢুকিতে আসিলেও—সব কিছুকে মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া ভাবিবে—সব বাহির করিয়া দিলে তবে আমাকে লইয়া থাকা হয়—নতুব অন্য কোন কিছু রাখিলে আমি আবরণে আবৃত থাকিয়া যাইব—দর্পণে অন্য কিছুর ছায়া পড়িলে আমাকে আর দেখিবে না।

যতদিন সংসারে থাকিতে হইতেছে ততদিন এটা ওটার সঙ্গত হইবে—তখন?

আর সবই মুখোস ভাবিয়া মুখোসের ভিতরে আমি আছি সেই আমিকে স্মরণ করিয়া, কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে সর্ব্বদার কাজ ঘন ঘন করিতে থাকিবে। প্রথমে তার স্বরে করিতে করিতে সব দূর করিয়া দিয়া পরে ভিতরে আমাকে রাখিবে।

ইহার জন্য অনেক কিছু করিতে হয়। সব গেলে যে থাকে সেই আমি। কোন কিছু থাকিতে আমি ঢাকা। ঢাকার প্রকাশই হইতেছে কিছু নাই, আমিই আছি এই ভাবনা।

যতদিন এই ভাবনা দৃঢ় না হইতেছে ততদিন তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—সব ছাড়িয়া আমাকে লইয়া ভোগ কর। ভোগের বস্তু আমিই—প্রথমে আমাকে লইয়া ভোগ—তখন "অত্যন্ত সুখমশ্নুতে" তার পরে আর ভোগ নাই—এক এক একে স্থিতি।

বুঝিলে? কর হইবে—না কর—যা হয় তাহাত দেখিতেছ। তাই বলি—তোমাকেই বলি—তোমাদিগকেও বলি—তোমরাও আমার আপনার—কারণ তোমাদের ভিতরেও আমার তিনিই আছেন—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, দেহ—তোমরা সকলেই আমার মত পুরুষ—তোমরা তাঁহারই উপাধি—তাই বলি—সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও আর বল আমাকে লইয়া চল—সেই যে একজন—যেমন বন গমনের নিষেধ শুনিয়া—তুমি নানা কষ্টের কথা বলিলেও—বড় কাতর হইয়া করযোড়ে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, আমায় লইয়া চল—মিনতি করি—চরণে ধরি—আমায় লইয়া চল—আমায় লইয়া চল—সকল কাজে—সকল সময়ে বৈদিক লৌকিক সকল কাজ করিবার সময় এই বলিতে বলিতে কর—আমায় লইয়া চল—আর কি বলিবে বল? মায়ের আঁচল ধরিয়া, মায়ের আচরণ ধরিয়া শিখিয়া মায়ের সঙ্গে বল আমায় লইয়া চল—আমায় লইয়া চল—এইভাবে চল—কর—হইবে।



রাবণের অন্তঃপুরে বৈদেহী।

প্রথম অধ্যায়।

রাবণঅপহৃতা সীতা নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন কিরূপে? তাঁহার উপর উপদ্রবের ত শেষ ছিল না। সর্ব্বদা বিকটাকার চেড়ী সকল তাঁহাকে যন্ত্রণা দিত। যিনি জীবনে আদর ভিন্ন কোন কিছুই জানিতেন না, মা কৌশল্যা যাঁহাকে পৃথিবীতে পা ফেলিতে দিতেন না, পৃথিবীর কঠিন মাটীতে পা ফেলিয়া যিনি হাঁটিতে পারিতেন না, শাশুড়ী মাতা এই জন্য যাঁহার চলিবার পথ পুষ্পাকীর্ণ করিয়া দিতেন, শ্রীভরত যাঁহাকে বনবাসিনী শুনিয়া নন্দিগ্রামে সেই কুটীরে থাকিয়া নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন আর সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেন—

উদ্যন্তং যঃ সবিতরং নমস্কৃত্য ব্রবীতি চ॥
জগন্নেত্র সুর স্বামিন্ হর মে দুষ্কৃতং মহৎ।
মদর্থে রামচন্দ্রোঽপি জগৎপূজ্যো বনং যযৌ॥

সীতয়া সুকুমারাঙ্গ্যা সেব্যমানোঽটবীং গতঃ।
যা সীতা পুষ্পপর্য্যঙ্কে বৃন্তমাসাদ্য দুঃখিতা॥
যা সীতা রবিসন্তাপং কদাপি প্রাপ নো সতী।
মদর্থে জানকী সা চ প্রত্যরণ্যং ভবত্যহো॥
যা সীতা রাজাবৃন্দৈশ্চ ন দৃষ্ট নয়নৈঃ কদা।
সা সীতা দৃশ্যতে নূনং কিরাতৈঃ কালরূপিভিঃ॥
যা সীতা মধুরং স্বন্নং ভোজিতা ন বুভুক্ষতি।
সা সীতাত্ব বনস্থানি ফলানি প্রার্থয়ত্যহো॥
ইত্যেবমন্বহং সূর্য্যমুপস্থায় বদত্যদঃ।
প্রাতঃ প্রাতর্মহারাজ্যো ভরতো রামবৎসলঃ॥ ইত্যাদি

ভরত জানিতেন না এই সুকুমারী রাবণের অন্তঃপুরে সর্ব্বদা চেড়ী পিড্যমানা। অত্যন্ত নিবিড়চ্ছদ শিংশপা বৃক্ষমূলে অশোক কাননে রাক্ষসী মধ্যে সীতা নিরন্তর "হা রাম রামেতি বিলপ্যমানা—দেবতামিবভূতলে—একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিমাম্বর ধারিণীং" আর "ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রাম রামেতি ভাষিণীং" "উপবাস কৃশাং দীনাং" হইয়া থাকিতেন। চক্ষুজলের বিরাম নাই। তাহার উপরে বিশ্বলম্পট রাবণের কামবাক্য তাঁহাকে কি করিত—ইহাত বলিবার কথাও নহে। রাবণ সীতার সমক্ষে রামনিন্দা করিত "নরাধমং তদ্বিমুখং কিং করিষ্যসি ভামিনি" রামটা নরাধম—রামটা তোমার প্রতি বিমুখ—সেটাকে ভজিয়া তুমি কি করিবে? অসুরোত্তম আমি—তুমি আমার শয্যায় আইস—আমাকে ভজনা কর—তোমার সকল সুখ হইবে—তুমিই স্বর্ণময়ী লঙ্কার অধিশ্বরী হইবে। সীতা এই সকল লাম্পট্য বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না—ক্রোধে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইত—তিনি এই বিশ্বলম্পটকে নানা প্রকারে গালি দিতেন—রাবণ সহ্য করিতে না পারিয়া "খড়্গামুদ্যম্য সত্বরঃ। "হন্তুং জনকরাজস্য তনয়াং তাম্রলোচনঃ" ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কাটিতে আসিত—কিন্তু নানা কারণে পারিত না। শেষে দুষ্টা চেড়ীগণকে বলিয়া যাইত—"যথা মে বশগাসীতা ভবিষ্যতি সকামনা" তোমরা তাহাই কর। বিকৃতাননা রাক্ষসী দিগকে বলিত—তোরা কখন তর্জ্জন কখন আদর—সকল প্রকারে সীতাকে আমার প্রতি অনুরাগিণী করিয়া আমার শয্যায় আনিয়া দে। ইহাতেও যদি না হয় তবে "তদা মে প্রাতরাশায় হত্বা কুরুত মানুষীম্"-তবে এই মানুষীকে বধ করিয়া আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য আনায়ন করিস্।

আহা—মায়ের দুঃখের ত শেষ ছিল না। রাক্ষসীরা কত ভয় দেখাইত কত তর্জ্জন করিত—জানকি! তোমার যৌবন বৃথাই যাইতেছে—রাবণকে ভজিয়া যৌবন সফল কর—কেহ বলিত এটা যখন কাহারও কথা শুনিতেছে না তখন "ইদানিং ছেত্ত্বতামঙ্গং বিভজ্যচ পৃথক পৃথক" ইহার প্রতিঅঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া এখনই এটাকে কাটিয়া ফেল—আর কোন করাল বদনা খড়্গামুত্থম্য জানকিং হন্তমুত্থতা" কোন করালবদনা খড়্গ উদ্যত করিয়া জানকীকে বধ করিতে আসিত। হরি! হরি! সদা সুখ লালিতা মাতার একি ভীষণ যাতনা! আহা! মাতা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেন—কখনও "আলম্ব্য শাখাং কৃতনিশ্চয়া মৃতৌ"—কখন সেই শিংশপা বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিতেন—মরিতে যাইবেন—কিন্তু তাহারও অধিকার ছিলনা—চেড়ী সকল মরিতে দিত না।

এই নিদারুণ যাতনা—মা তথাপি জীবন রাখিয়াছিলেন কাহার বলে? কেন মরিলেন না? মা জানিতেন—প্রথমতঃ ত্রৈলোক্যাধিপতি অতি দুর্দ্ধর্ষ রাবণ—তাহাতে তাঁহার অতি গোপনীয় অন্তঃপুরের অশোক কাননে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে,—এখানে তাঁহার সন্ধান কে করিবে—কেইবা তাঁহার রামকে তাঁহার সংবাদ দিবে—দুল্লঙ্ঘ্য সাগর অতিক্রম করিয়া কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে?

তথাপি মা আশা রাখিতেন—সেই পরমপুরুষের অসাধ্য কি আছে? নিশ্চয়ই তিনি আমায় উদ্ধার করিবেনই। তিনিই একমাত্র সকল জীবের উদ্ধার কর্ত্তা—সকল শক্তি তাঁহাতেই আছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলই জানিতেছেন। হউক না অপার সমুদ্র—হউক না ত্রিলোক কণ্টক রাবণের অন্তঃপুর? তিনি উদ্ধার করিবেনই। আমি নিরন্তর রাম রাম করিব আর সহ্য করিব। এই অবস্থায় ইহাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

এই যদি তুমি ও আমি করি তবে এই দুষ্পার সংসার সমুদ্র পার করিবার একমাত্র কাণ্ডারী তিনি—তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেনই। এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া যিনি সব সহ্য করিয়া রাম রাম করিতে পারেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্ধার হইবে—তবে অন্য সব ছাড়িয়া সর্ব্বদা উদ্ধার কর বলিয়া রাম রাম করাই দুর্ব্বল জীবের একমাত্র উদ্ধারের পন্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায় লঙ্কাপুরে স্থিতি।

শ্রীসীতার চরিত্র আলোচনা করিলে নারী জাতির কোন্ উপকার হইতে পারে আমরা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সীতার সহিত রাবণের ব্যবহার বিবৃত করিতেছি।

রাবণের মত সুরনরপ্রপীড়ক ত্রিলোক কণ্টক বিশ্ব-লম্পট দুরাত্মার হস্তে পড়িয়া সংসার ললামভূতা ত্রিলোক সুন্দরী শ্রীসীতা আপনাকে রক্ষা করিলেন কিরূপে, প্রথমে আমরা ইহাই দেখাইব।

যদা হ্যকামাং কামার্ত্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্।
মূর্দ্ধা তু সপ্তধাতস্য শকলী ভবিতা তদা॥ ৫৫।

উত্তরকাণ্ড ৩১ সর্গঃ

কাম পীড়িত হইয়া যখন এই রাবণ কোন অকামা স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করিবে তখন তাহার মস্তক সপ্তখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে—তখনই তাহার মৃত্যু হইবে। রাবণের ভ্রাতষ্পুত্র নলকুবের আপনার প্রতি অনুরাগিণী রম্ভার ধর্ষণ সংবাদ শুনিয়া রাবণকে এই অভিসম্পাৎ প্রদান করিয়াছিলেন। রাবণের প্রতি আরও অভিসম্পাৎ ছিল। পুঞ্জিকস্থলী নামক অপ্সরা একদিন পিতামহ ব্রহ্মার ভবনে গমন করিতেছিলেন। সেই রূপলাবণ্যবতীকে অগ্নিশিখার মত আকাশে গমন করিতে দেখিয়া রাবণ তাহাকে বিবসনা করিয়া ভোগ করিয়াছিল। পুঞ্জিকস্থলী লোলিতা নলিনীর মত স্বয়ম্ভূভবনে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রোধে রাবণকে অভিসম্পাৎ করিলেন। বলিলেন—

অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদাতে শতধা মূর্দ্ধা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৪॥ লঙ্কাকাণ্ড ১৩ সর্গঃ

অদ্য হইতে যখন তুমি অন্য নারীতে বল পূর্ব্বক গমন করিবে তখনই তোমার মস্তক শতধা বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। সেই শাপে ভীত হইয়া রাবণ বলাৎকার করিতে সাহস করে নাই।

আজকালকার দিনে কি হইয়াছে কি হইতেছে তাহা আমরা সকলেই জানি, তখন কিন্তু রাবণের মত অতিশয় বলগর্ব্বিত বিশ্বলম্পটও অভিশাপের ভয় করিত। দেবী জনকনন্দিনীর রক্ষার প্রধান সহায় ইহাই। সীতা কিন্তু ইহা জানিতেন কিনা আমরা জানি না। সতীধর্ম্মে অবস্থিতা রাম মহিষী রাবণের মুখে লাম্পট্যের কথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া সতীত্বের তেজে

রাবণকে নিতান্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। সতীর প্রতাপ ত ইহাই।

সীতার দুর্ব্বাক্য রাবণ সহ্য করিল কিরূপে? যে ব্যক্তি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম কাহাকেও ভয় করে না, সে ত সীতাকে বিনাশ করিতে পারিত, রাক্ষস রাক্ষসী দ্বারা সীতাকে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করাইতে পারিত—রাবণ তাহা করে নাই কেন?

কেন করে নাই? কারণ আছে।

রাবণ বলিতেছেন—সচরাচর দেখা যায়, পুরুষ স্ত্রীলোককে যত যত মিষ্টবাক্য বলে স্ত্রীলোক তত ততই পুরুষের বশীভূত হয় কিন্তু তুমি সীতা তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ। আমি যতই তোমাকে প্রিয়বাক্য বলিতেছি তুমি ততই আমাকে পরাভূত করিতেছ। তোমার উপর—ত্রিলোক বিজয়ী আমি—আমার ক্রোধ হইতেছে তথাপি আমি সুসারথি অপথে ধাবিত অশ্ব সকলকে যেমন সংযত করিয়া রাখে তোমার প্রতি সংজাত কাম তেমনি আমার ক্রোধকে সংযত করিতেছে।

বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে।
জনি তস্মিং স্তনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে॥ ৪॥

সুন্দরকাণ্ড ২২ সর্গঃ।

মনুষ্যদিগের পক্ষে কাম অতি উৎকট শত্রু—অতি ক্রূর—অত্যন্ত নিদারুণ। যাহার উপর কাম স্থাপিত হয়, সে ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহাতে স্নেহ আনিয়া দেয়।

রাবণের এই বাক্য যথার্থ। মানুষদিগের জীবনে ইহার প্রয়োগ করিলে মানুষ বুঝিতে পারে ভোগ লম্পট শরীরের প্রতি যাহার যত অনুরাগ, যাহার যত কাম প্রবল সে ততই দেহকে ভৃত্যবৎ ব্যবহার না করিয়া, দেহের জন্য শত শত কুৎসিৎ কর্ম্ম করে। দেহের প্রতি কোন কিছু নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারে না। কামুক কোন ক্রমে দেহকে ক্লেশ দিতে পারে না। দেহের প্রতি কাম থাকায়—অত্যাসক্তি থাকায় দেহকে ফিট্‌ফাট্ রাখিতেই চায়, দেহের প্রতি ক্রোধ করে না। এই জন্য যাহারা কপট সাধক তাহারা দেহকে ক্লেশ দিয়া কোন কিছু সাধু কার্য্য করিতে চায় না। দেহের অসুখ হইবে বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা পালনেও আলস্য ও অনিচ্ছা করে।

রাবণ এই কারণে সীতার প্রতি ক্রোধ দমন করিয়া কৌশলে সীতাকে তন্ময়গতা করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিল।

দুরাত্মা রাবণ মায়া বিস্তার করিয়া রাম লক্ষণকে আশ্রম ছাড়াইয়া দূরে লইয়া গেল, এবং রক্ষকশূন্যা একাকিনী সীতাকে হরণ করিল। পথে জটায়ু বাধা দিলেন, রাবণ তাহার পক্ষচ্ছেদ করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইল। রাবণ রামগতপ্রাণা সীতাদেবীর কেশে ধরিয়া, তাঁহার উরুদ্বয় হস্তে ফেলিয়া সীতাদেবীকে ক্রোড়দেশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। রাবণের ক্রোড়ে সীতা কতই ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। দেবতাগণ সীতাদেবীর এই কেশাকর্ষণ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "কার্য্য সিদ্ধ হইল"। মতঙ্গ পর্ব্বতের শিখর দেশে পঞ্চ বানরকে উপবেশন করিতে দেখিয়া মা হা রাম! হা লক্ষ্মণ করিতে করিতে নিজের অঙ্গের অলঙ্কার আপন উত্তরীয় খণ্ডে বন্ধন করিয়া বানরগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। অভিপ্রায় এই যদি রামের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয় তবে তিনি সংবাদ পাইবেন। রাবণ যখন সমুদ্র পার হইতেছিল তখন জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্পাতি তনয় সুপার্শ্ব আকাশ হইতে নামিয়া সমুদ্রের উপরি ভাগে আহার অন্বেষণ করিতে ছিলেন। সুপার্শ্ব রাবণ ও সীতাকে নখাগ্রে গ্রহণ করিয়া পিতার আহারের জন্য লইয়া যাইবেন স্থির করিয়া রাবণকে আক্রমণ করিলেন। তিনি যদি জানিতেন যে রাবণ তাঁহার পিতৃব্য জটায়ুকে বধ করিয়া আসিয়াছে তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিলনা। তিনি কিন্তু তাহা জানিতেন না। সমুদ্রের উপরে এই প্রবলপরাক্রমশালী সুপার্শ্বের সহিত সংগ্রাম করিলে সীতাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না জানিয়া রাবণ করযোড়ে জীবন ভিক্ষা করিল, করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

রাবণ এখন নিরাপদ। আত্ম পরিত্রাণের নিমিত্ত বিচেষ্টমানা সীতাকে আপনার সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক রাবণ লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করিল। রাক্ষস শোকসমন্বিতা কুটিলাপাঙ্গী সীতাকে একেবারে আপনার সুবর্ণ ভূষিত সুন্দর প্রাসাদের অন্তঃপুরে স্থাপন করিল। রাবণ ঘোরদশনা পিশাচী দিগকে আদেশ করিল—কোন স্ত্রী বা পুরুষ আমার বিনানুমতিতে সীতাকে যেন দেখিতে না পায়। মুক্তা, মণি, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি যে যে বস্তু সীতা ইচ্ছা করিবে আমি আজ্ঞা করিতেছি তৎসমস্তই ইহাকে প্রদান করিবে। জ্ঞানবশতঃ বা অজ্ঞান বশতঃ সীতাকে কোন প্রকার অপ্রিয় কথা বলিলে, তাহার জীবন আমার প্রিয় হইবে না।

অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া রাবণ আটজন মাংস ভোজী মহাবীর রাক্ষসকে জনস্থানে প্রেরণ করিল—তাহাদিগকে আজ্ঞা করিল তোমরা জনস্থানে অবস্থান করিয়া, রাম কখন কি করিবে সর্ব্বদা এবিষয়ের যথাযথ সংবাদ আমায় আনিয়া দিও।

আর সীতা? কিরূপে রামশূন্য অতি কুৎসিত সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন? "হা রাম রামেতি বিলপ্যমানা। স্থিতা সীতা রাক্ষসবৃন্দ মধ্যে"। হা রাম! রাম! সর্ব্বদা এই নাম জপই ছিল মায়ের সাধনা! আপনি আচরণ করিয়া দুঃসঙ্গপীড়িত নর নারীকে জগন্ময়ী জগদম্বা এই শিক্ষাই দিয়া ছিলেন—তিনি ভিন্ন জীবকে শিখাইবে কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(লঙ্কায় দুর্নিমিত্ত।)

সোণার লঙ্কায় আগুণ লাগিল। যে অবধি রাবণ সীতার কেশাকর্ষণ করিয়া লঙ্কায় আনিল সেই অবধি লঙ্কায় বহু উৎপাৎ আরম্ভ হইল। বহুলোকে রাবণকে উৎপাতের সংবাদ দিল, রাবণ স্বচক্ষেও নানা প্রকার উপদ্রব দেখিল। কিন্তু 'আসন্ন কালে ঘটে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি'। অতি প্রতাপশালী দানব রাক্ষসেরও ইহা হয়। কিন্তু মোহে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে তাহা দেখিয়াও দেখে না।

বিভীষণ রাবণকে জাগ্রত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন দেখুন যে কাল পর্য্যন্ত জানকী লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়াছেন তদবধি এখানে বহু দুর্নিমিত্ত দেখা যাই-তেছে। এখন অগ্নিদেব মন্ত্রপূর্ব্বক আহুতি প্রাপ্ত হইলেও উঁহার তেজ বর্দ্ধিত হইতেছেনা। অধিক কি জ্বলন কালে উনি ধূমময়, তদনন্তর স্ফুলিঙ্গ বিশিষ্ঠ ও ধূমপূর্ণ। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলী সরীসৃপ পরিপূর্ণ. হব্যে পিপীলিকার প্রাদুর্ভাব। গাভী দুগ্ধহীন, হস্তী মদস্রাব শূন্য, অশ্বগণ নবগ্রাসাভিলাষী হইয়াও দীন ভাবে হ্রেষারব করিতেছে। খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত কলেবরে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, তাহাদের এরূপ প্রকৃতি বিপর্য্যয় দাঁড়াইয়ছে যে চিকিৎসা করিলেও তাহারা পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে না।

বালকেরা একত্র দলবদ্ধ হইয়া, উপবিষ্ট থাকিয়া' নিয়ত রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে। গৃধ্রগণ তাপিতমনে প্রাসাদাগ্রে বসিতেছে। প্রাতঃ ও সন্ধ্যা-

কালে শিবাগণ অশিবরূপে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতেছে। মৃগ ও হিংস্র জন্তুগণ নিয়তই পুরোদ্বারে বজ্রনির্ঘোষবৎ শব্দ করিতেছে।

মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান রাক্ষস রাবণকে নানা প্রকার দুর্নিমিত্তের কথা বলিল। বলিল আমি দেখিতেছি গর্দ্দভগণ বিকট চীৎকার করিতেছে, অশ্ব গজ প্রভৃতি বাহন সকল বিকট রব করিতেছে। তাহাদের চক্ষুজলের বিরাম নাই। ভীষণাকার গোমায়ুগণ অশুভ ভৈরব রব করিতেছে। কিন্নরে, রাক্ষসে, মানুষে একত্র মিলিত হইতেছে। কাল প্রেরিত হইয়া পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ বিহগ সকল সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। কপোতগণ ভয় ভীত হইয়া সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। সারিকাগণ গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া চিটীকুটী শব্দ করিতেছে। অপরাপর পক্ষী ও মৃগগণ সূর্য্যাভিমুখে রোদন করিতেছে। পুরুষের মূর্ত্তি করাল, মুণ্ড বীভৎস ও বর্ণ কৃষ্ণ পিঙ্গল হইতেছে। কাল সকলের সমস্তই যেন গ্রাস করিতেছে।

সাগরে সেতুবন্ধন হইয়া গেল—রাম লক্ষ্মণ বানর সেনা লইয়া লঙ্কা অবরোধ করিলেন। ভগবান রামচন্দ্র নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে আমি লোকক্ষয়কর ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতেছি। চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসগণের বিনাশ ঘটিবে। বায়ু প্রতিকুল ভাবে প্রবাহিত, পৃথিবী প্রকম্পিত ও পর্ব্বতাগ্র বিচলিত-প্রায় এবং ভূধরগণ পতিত হইতেছে। মেঘ সকল অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, লোক পরুষ ভাষা প্রয়োগ করিতেছে। সন্ধ্যার মূর্ত্তি রক্ত চন্দনের ন্যায় হইতেছে। সূর্য্য হইতে অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতেছে। ক্রূর মৃগ পক্ষী সকল দীনভাবে চীৎকার করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে আদিত্যাভিমুখে উচ্চরব করিয়া লোকের অন্তরে ভয় উৎপাদন করিতেছে। রজনীতে চন্দ্র উঠিতেছেন না বলিয়া লোকে সন্তাপিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে লোকক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। নির্ম্মল সূর্য্য মণ্ডলে নীলবর্ণ সংলক্ষিত হইতেছে, উহার বহির্ভাগ লোহিতবর্ণ এবং তেজ উগ্রতর। প্রবল রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া তারকা মণ্ডল বিলুপ্ত প্রায়। কাক, শ্যেন, গৃধ্রগণ উপরি হইতে পতিত হইতেছে, শিবাদি জন্তুগণ ভয়াবহ অশুভ রব করিতেছে। এক কথায়—রাবণের হিতাকাঙ্ক্ষী যাহারা তাহারা সকলেই রাবণকে বলিলেন—

শৃণু রাজন্ বচো মেঽদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্॥
যদা প্রবিষ্টা নগরী জানকী রামবল্লভা।
তদাদি পুর্য্যাং দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি দশানন॥

ঘোরাণি নাশহেতূনি তানি মে বদতঃ শৃণু।
খরস্তনিত নির্ঘোষা মেঘা অতিভয়ঙ্করাঃ॥
শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেণ সর্ব্বদা।
রুদন্তি দেবলিঙ্গানি স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ॥
কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতা।
খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষকা নকুলৈঃ সহ॥
মার্জ্জারেণ তু যুধ্যন্তি পন্নগা গরুড়েন তু।
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণ পিঙ্গলঃ॥
কালো গৃহাণি সর্ব্বেষাং কালে কালে হ্ববেক্ষতে।
এতান্যন্যানি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যুদ্ভবন্তি চ॥

——

নববর্ষে সংসারযাত্রা।

সামান্য সংসারনির্ব্বাহে তুমি কত কি কর, কেমন হইয়া যাও কিন্তু ভগবান এই জগৎ সংসার নির্ব্বাহ করেন কিরূপে? সমস্ত পৃথিবীর মানুষ গুলিকে একবার কল্পনায় আনয়ন কর। সেখানে কি দেখিবে? কি অধিক দেখিবে? সদাচার না ব্যভিচার? সুখ না দুঃখ? ধর্ম্ম না অধর্ম্ম? পাপ না পুণ্য? সুকর্ম্ম না কুকর্ম্ম? ব্যভিচারই অধিক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাই বলিতেছিলাম কিরূপভাবে আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিলে—নর নারীর এই উলঙ্গিত ব্যভিচারপ্রসূত সর্ব্ব প্রকার স্বেচ্ছাচার, এই গলাবাজী, এই হাহা হুহু, এই মাতলামি, এই পাগলামি এই দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার, এই সরলের উপর কুটিলের প্রতারণা, এই শুধু শুধু ভাবনা, এই শুধু শুধু দুঃখ করা, এই শুধু শুধু মন লুকাইয়া মুখে আদর দেখান, এই কপট খাতির, আমার মতন কে আছে এই ডঙ্কানিনাদ, এই টাকার গরমে ছট ফট করা—ধরাকে সরা বোধ করা, এই দৈহিক সৌন্দর্য্যের গরবে সকল বিষয়ে নাকসিট্‌কান—এই অজ্ঞান প্রভাবে কিছুই গ্রাহ্য না করা, এই কামের তাড়নায়

প্রেমের অভিনয় করা, এই ঘোর সংসারাসক্ত হইয়াও অনাসক্তের ঢং করা অজ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানী সাজা, অসাধু হইয়াও সাধুর ভান করা, রাজা না হইয়াও রাজার চাল ধরা,—এক কথায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের ক্রীতদাস হইয়া কোথাও খোলা ভাবে তাণ্ডব করা, কোথাও চাপা দিয়া লোক প্রতারণা করিয়া আপন স্বার্থ সাধন করা—তাই বলিতেছিলাম কিরূপ ভাবে সংসারে থাকিলে এই সমস্ত দেখিয়াও ঠিক থাকা যায়? ভগবান্ কিরূপে এই সমস্ত দেখিয়াও আপন ভাবে আপনি থাকেন অথচ জগৎ-শাসনও হয়?

এই কথার আলোচনায় কথা উঠে ভগবান কিরূপ? শুনিয়াছি তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা। আচ্ছা—এই আকাশত সর্ব্বব্যাপীর মত বোধ হয়। মনে করা হউক এই সর্ব্বব্যাপী আকাশ জীবন্ত। ভগবান যদি জীবন্ত আকাশের মত হয়েন—যদি জীবন্ত "গগন সদৃশ" হয়েন, তবে তাঁহাকে কত কি দেখিতে হয়? আকাশের তলে কত কি ঘটিতেছে?

কত প্রকার চক্ষে ধূলা দেওয়া চলিতেছে, কত প্রকারে ছাঁকিয়া ছানিয়া, আত্মপ্রতারণা করিয়া অন্যায়কে অধর্ম্মকে বিকৃত যুক্তি দ্বারা মনে মনে ন্যায় প্রমাণ করিয়া, গর্হিতকে কর্ত্তব্য করিয়া লইয়া মানুষ পাপ করিতেছে। যে রকমটী করিয়া মানুষ ব্যভিচার করে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গোপনে নির্লজ্জ ব্যবহার করে, অধর্ম্মে গা ঢালিয়া দিয়া কত উলঙ্গ জঘন্যতা, পশুত্ব, প্রেতত্ব মানুষ পবিত্র গৃহ মধ্যে এবং অপবিত্র কুৎসিৎ স্থানে সর্ব্বদা করিতেছে, শুধু ভারতে নহে সমস্ত জগতের নরনারী এই আকাশের তলে কি না করিতেছে আর আকাশের মত সীমাশূন্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ সেই সমস্তই দেখিতেছেন?

পশুকে পশুত্ব করিতে দেখিলে কেহ সত্য সত্য ঘৃণা করে, কেহ ভীত হইয়া চক্ষু ফিরায়, কেহ ঘৃণার ভাব দেখায়, কিন্তু মানুষ গোপনে পশু অপেক্ষা জঘন্য পশুত্ব করিয়া কেমন ভদ্র লোকের মত জামাজোড়া পরিধান করিয়া মুখে কতই চরিত্রের কথা বলে, আপনাকে উদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টাবর্জ্জিত হইয়া অপরকে উদ্ধার করিবার জন্য বড় বড় তেজের বক্তৃতা করে, স্ত্রীর নিকটে কতই আবার তাহারই জন্য গর্ব্ব আস্ফালনের কথা বলে। মানুষ কত কি করে আর ভগবান সব জানিয়া, সব দেখিয়া কিরূপ ভাবে থাকেন?

সংসারের একটু গোলমাল, স্বামীর একটু বদচাল, পুত্র কন্যার একটু 'নৈরাকার', স্ত্রীর একটু মুর্খতার সবিলাপ অশ্রুজল, দাসদাসীর একটু অবাধ্যতা, নিতান্ত অধীনের একটু পান হইতে চুন খসা দেখা—এই

দেখিলে মানুষ রাগে দন্তে দন্ত লাগাইয়া, মাটীতে পা ছুড়িয়া, ভূমিতে যষ্টির আঘাত করিয়া, কতই না অসন্তোষ, বিরক্তি ক্রোধ প্রকাশ করে, তাই আবার কতই না যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ায়, আর ভগবান্ জগতের অসাধু জনের ভিতর বাহিরের ব্রণাস্বাদনে কখন গুঁড়ি সুঁড়ি, কখন চীৎকার আস্ফালন দেখিয়া কিরূপ আচরণ করেন ?

পাপ করিয়া মানুষ ভগবানকে দোষ দেয়—তিনি পাপের সৃষ্টি করিলেন কেন ? পাপ সৃষ্টি করিয়া পাপ করান "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"ইহার অর্থ না জানিয়া শাস্ত্রের বচন তুলিয়া মানুষ নিজের পাপ সমর্থন করে। কিন্তু ভগবান্ কি পাপ সৃষ্টি করেন ? বড়ই দরকারী এই কথা। কোথা হইতে পাপ আসিল ? পাপ ছাড়াইবার জন্য পাপের উৎপত্তি আলোচনা করা, পাপের উৎপত্তির জন্য দায়ী কে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা মন্দ কি ?

ভগবান্ মানুষকে সর্ব্বশক্তি দিয়াছেন। আবার স্বাধীনতাও দিয়াছেন। স্বাধীনতা না দিলে মানুষ জড়ের মত এক পথেই চলিত। সৃষ্টির ও কোন প্রয়োজন থাকিত না। তিনি নিজে সর্ব্বশক্তিমান সকলকে সৃষ্টি করিতে গেলে সকলে তাঁহারই মত হইয়া যাইত। আপনার সহিত অপনার খেলা হয় না—এই জন্য সৃষ্টিও অনাবশ্যক। সৃষ্টি হওয়া কিন্তু মণির ঝলক হওয়ার মত স্বাভাবিক। তিনি আপনি স্বাধীন, তিনি আপনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার সৃষ্ট জীবকে—আদি সৃষ্ট মনুষ্যকে তিনি সর্ব্ব শক্তি দিয়াছেন—সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা ও দিয়াছেন।

মানুষ সমস্ত শক্তি পাইয়াছে—শক্তির ব্যবহার বা অপব্যবহার করিবার সামর্থ্য পাইয়াছে। ইহাই তাহার স্বাধীনতা। মানুষকে ভগবান জানাইয়া দিয়াছেন ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি ? পাপ কি, পুণ্য কি ? ন্যায় কি, অন্যায় কি ? সুকর্ম্ম কি কুকর্ম্ম কি ? মানুষ ইহা জানে—নিতান্ত বিকৃতও যদি হইয়া যায় তথাপি মানুষ ইহা জানিতে পারে।

আর মানুষ ইহাও জানে যে পাপে ক্লেশ পুণ্যে সুখ, ধর্ম্মে সুখ অধর্ম্মে দুঃখ, সদাচারে কল্যাণ পথে গতি, কদাচারে অকল্যাণ পথে পতন। মানুষ জানে যে শক্তি সে ভগবানের নিকট হইতে পাইয়াছে তাহার সৎব্যবহার করিলে সে ভগবানের সমান হইতে পারে, অসৎব্যবহার করিলে সে শয়তান হইয়া যায়। ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া, সদ্ব্যবহার করা বা অসৎ ব্যবহার করা—ইহা মনুষ্যের নিজের ইচ্ছাধীন—মানুষের ইহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

ভগবান আপনি বলিয়াছেন "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" অত্যন্ত দুরাচারও তাঁহাকে অনন্যচিত্তে ভজনা করিতে পারে। যদি না পারিত তবে তিনি বলিতেন না "দুরাচারও যদি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করে।" মানুষের যে সর্ব্বশক্তি আছে ইহাও তাহার পরিচয়।

সব জানিয়া শুনিয়াও মানুষ পাপ করে কেন? মানুষ বলে ভগবান্ পাপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাই পাপ করি। যদি না করিতেন তবে করিতাম না— ইহাতে আমাদের দোষ কি?

এই বিচার কি ঠিক? ইহার আলোচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ভগবান্ পাপ সৃষ্টি করেন নাই। সেই নির্ম্মল পরম পবিত্র, পরম শান্ত ভগবান্ হইতে পাপ সৃষ্টি হইতে পারে না। তাঁহার স্বভাব অলোচনা করিলে মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে সেই পুণ্যময় পরম সুন্দর ভগবানে কোথাও অপবিত্রতা নাই, কোথাও পাপ নাই। আলোকে অন্ধকার থাকিতে পারে না। আতপে ছায়া থাকে না। সেই পরম আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান হইতে নিরানন্দ, পাপ, অধর্ম্ম, অকর্ম্ম প্রসূত হইতে পারে না।

তবে পাপ সৃষ্টি কে করিল ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন শক্তির অপব্যবহার হইতে পাপ সৃষ্টি হইয়া যায়। জীব কিরূপে শক্তির অপব্যবহার করে? ব্যবহার বা অপব্যবহার করা সম্বন্ধে জীব সম্পূর্ণ স্বাধীন। জীব সমস্তই জানে বা জানিতে পারে—জানিয়াও প্রথম প্রথম কৌতুকবশে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে শক্তির অপব্যবহার করিতে থাকে। প্রতি অপব্যবহারে সে প্রথম প্রথম ধরিতে পারে অন্যায় যে সে করিতেছে, জানিতে পারে যে একর্ম্ম তাহার ভাল হইতেছেনা, ইহাতে তাহার মন প্রসন্ন হইতেছেনা, ইহাতে তাহার আত্মগ্লানি আসিতেছে। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিয়া ভগবানকে অবিশ্বাস করে। ভগবৎ-বিশ্বাসীকে তিনি সর্ব্বদা রক্ষা করেন জানিয়াও সে ভগবানকে বিশ্বাস করে না—বিশ্বাস করে আপনার কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদিকে।

কে না ভগবানের নিয়ম অন্তরে অনুভব করে—অন্তরে অনুভব করিতে পারে? কে না জানে—কে না জানিতে পারে "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ। কে না জানে সরল ব্যবহারের শেষ ফল উন্নতি, কে না জানে কপটতার শেষ ফল ধ্বংস? নিয়ম জানিয়া শুনিয়াও যখন জীব অন্যায় করিতে উদ্যত হয় তখন শ্রীভগবান আপনি অন্তরে উদিত হইয়া, আপনি কৃপা করিয়া জীবের হৃদয়ে কথা কহিয়া বলিয়া দেন, "দেখ অন্যায় করিও না"। জীব তাঁহার কথা শুনিতে

পায়, তাঁহার বাক্যে অন্তরে ভয়ে কম্পিত হয় তথাপি মনকে চক্ষু ঠারিয়া পাপ করে। তিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন, তিনি জীবকে সদাচার কদাচারের মধ্যে রাখিয়াছেন, ভাল মন্দ দেখাইয়া দিতেছেন, বলিয়া দিতেছেন ন্যায় কর আমার সমান হইবে, অন্যায় কর নরকে যাইবে। সমস্তই বলিয়া দিতেছেন কিন্তু জীবের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তাই জীব ইচ্ছা করিয়া তাঁহার ইঙ্গিত লঙ্ঘন করে, জানিয়া শুনিয়া পাপ করে, পাপ না করিবার সমস্ত শক্তি থাকিতেও, সমস্ত উপায় থাকিতেও ইচ্ছা করিয়া পাপ করে। ইহা জীবের স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফল।

এই মুহূর্ত্তে যে নিতান্ত পাপী সেও পাপত্যাগ করিতে পারে। পাপ-ত্যাগের জন্য তাহার সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ক্লেশ টুকু স্বীকার করিলেই সেই চিরতরে কল্যাণ পথে চলিতে পারে, কল্যাণ পথে প্রতি পাদক্ষেপে সে ভগবৎসঙ্গ অনুভব করিয়া নিরন্তর নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতে পারে। যাহারা পথ ধরিয়াও সুখ পায় না তাহাদের বহু পাপ আছে, তাহাদের কেহবা বহুবিধ পাপ এখনও আচরণ করে, কেহ বা পূর্ব্বকৃত গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মন নির্ম্মল করে না, কেহ বা অহঙ্কারবলে গুরুকেও যথার্থ গুরুত্বদিতে পারে না; কেহ বা গুরুর প্রদর্শিত পথে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না—এই সমস্তই তাহাদের সুখ না পাইবার কারণ। কেহ বা এমন হতভাগ্য যে গুরুদত্ত বস্তু দ্বারা একটু বল লাভ করিয়াই আবার পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া ভগবানের বাক্য অমান্য করিতে ভয় করে না—ভগবানকে ভাল বাসিতে প্রাণপণ করে না—তাই ইহাদের দুঃখ দূর হয় না।

জীব নিজ হৃদয়ে ভগবৎ বাক্য তুচ্ছীকৃত করিয়াও যখন নিতান্ত মন্দ হইয়া যায়—সম্পূর্ণ পশুর মত কামের দাস, লোভের দাস হইয়া পড়ে—সদসদ্ বিচারহীন হইয়া—লোভের বশীভূত হইয়া—যে দিকে লোভের বাতাস বয়, যে দিকে স্বার্থের গন্ধ উঠে সেই দিকে নাসিকা বিস্তারিত করিতে করিতে ছুটিতে থাকে, এরূপ দাসভাবাপন্ন মানুষকেও সেই সুন্দর ভগবান্ পরিত্যাগ করেন না।

বলা হইতেছিল নিতান্ত অধম হইয়া গেলেও ভগবান জীবকে পরিত্যাগ করেন না।

সত্যযুগকে যদি একটি মানুষ বলিয়া আমরা কল্পনা করি আর সত্যযুগের মানুষের এই কলি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি—সত্যের সহিত ত্রেতার,

দ্বাপরের এবং সর্ব্ব শেষে সত্যযুগের মানুষের সহিত এই কলি যুগের মানুষের তুলনা করি তবে সেই সত্যযুগের মানুষই যে পরিবর্ত্তিত হইয়া কলিযুগের মানুষ হইয়াছে ইহা ধারণাও যেন করা যায় না। শুধু ভারতে নহে পৃথিবীতে এখন কলিই প্রবল। সভ্য অসভ্য সকল জাতিই এখন কলির দাস। এই কালে সভ্য অসভ্য সকলেই অজ্ঞানের চেলা।

বলিতেছিলাম কলির জীবকেও ভগবান ত্যাগ করেন না। কাহাকেও স্বামীহারা করিয়া, কাহাকেও পুত্রহারা করিয়া, কাহাকেও স্ত্রীপুত্রহারা করিয়া, কাহাকেও সম্পত্তিহারা করিয়া, কখন কোন দেশকে অন্নপীড়িত করিয়া, কখন কোন জাতিকে নানাপ্রকর ক্লেশের অবস্থায় ফেলিয়া তিনি তাঁহার জীবকে স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকেন "আমার দিকে চাহিতে চাহিতে পুরুষার্থ কর—আমি ভিন্ন জীবের কোন গতি নাই—আমাকে অমান্য করিয়াই জীব সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ভোগ করে"—জীব শারীরিক মানসিক বহুবিধ যাতনা ভোগ করিয়া, বড় কাতর হইয়া—বড় নিরাশ্রয় হইয়া পরে তাঁহার দিকে ফিরিতে থাকে—পাপের তাড়না হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পুরুষার্থ করে— দুঃখে পড়িয়া দুঃখ হইতে ভগবৎ কৃপায় রক্ষা পাইয়া জীব ক্ষণকালের জন্য ভগবানের নিকটে কৃতজ্ঞ হয়—ক্ষণিকের তরে বিষয় বৈরাগ্য তাহাতে উদয় হয়—সেই শুভ মুহূর্ত্তে জীব ভগবানের জন্য তপস্যা করিতে প্রস্তুত হয়। ভগবানে নিকটে যাইবার জন্য উদ্যমই প্রকৃত পুরুষার্থ। ভগবান্ আপনি বলিতেছেন "পৌরুষং নৃষু" এই পুরুষকারই পুরুষার্থ। অন্য সমস্ত চেষ্টাই উন্মত্ত চেষ্টা। মহাভারতাদি শাস্ত্রে দেখা যায় দুঃখের অবস্থায় তপস্যাই কর্ত্তব্য। ভারতের এই দুঃখের দিনে লোকে যাহা করে করুক কিন্তু তাহার সঙ্গে তপস্যা আরম্ভ করুক। তপস্যাশূন্য হইয়া যাহাই করুক না কেন—তাহাই বহ্নির মত ক্ষণিক আলো দিয়া পরক্ষণে কৃষ্ণ চিহ্ন ও ছাই ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না! তপস্যাশূন্য সুখের ধর্ম্মও ভারতে উঠিয়াছিল, ইহার পরিণাম এখনই আমরা দেখিতেছি কৃষ্ণচিহ্ন আর ছাই।

যখন তপস্যা করিবার জন্য ভগবান আদেশ করেন তখন জীবের বিশেষ দৃঢ়তা আবশ্যক, বিশেষ ধৈর্য্য প্রয়োজন। পাপ করিয়া করিয়া জীব আপনার সমস্ত যন্ত্রগুলিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে—

জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রীষু মনোদগ্ধং কথং সিদ্ধির্বরাননে॥

পরের অন্ন খাইয়া জিহ্বা দগ্ধ হইয়াছে, এ দগ্ধ জিহ্বা সহজে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া রস পায় না! প্রতিগ্রহ করিতে করিতে হস্ত দগ্ধ হইয়াছে এ হস্ত ভগবৎ সেবার জন্য ইচ্ছা করিয়াও তাঁহার সেবার্থ বস্তুতে লোভ করিয়া প্রতিগ্রহ করিয়া ফেলে—পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া মন দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, পরস্ত্রীর দিকে লালসা-কটাক্ষ পাতে চক্ষুও দগ্ধ হইয়াছে—এই মন, এই চক্ষু ভগবৎ ধ্যান করিতে বসিয়াও পরস্ত্রী ধ্যান করিয়া ফেলে—পরস্ত্রী দর্শন করিয়া ফেলে—কোন কিছু কথা শুনিয়াই—কোন কিছু শব্দ পাইয়াই পরস্ত্রী চিন্তা করিয়া ফেলে।

যদিও পাপীর এই সমস্ত বিপদ আছে তথাপি সে পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ রাখিয়া যদি পুরুষার্থ প্রয়োগ করে তখন সে ভগবানের আহ্বান ভগবানের আশ্বাস শুনিতে পায়। এই কালে যদি সেই ব্যক্তি আপন পুরুষার্থ অপেক্ষা পূর্ব্বকৃত পাপের বল অধিক দেখে—ভাল হইবার ইচ্ছা জাগিয়াছে—কিন্তু ভাল হইবার কার্য্য করিতে গেলে আলস্য ও অনিচ্ছা শারীরিক ব্যাধি আসিয়া তাহাকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দিতেছে না—এই সময়ে তাহার উচিত প্রবল পুরুষার্থশীল, প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা।

বীজ মধ্যে বৃক্ষ আছে। কিন্তু মৃত্তিকা জল ইত্যাদি সহকারী কারণ না জুটিলে বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিবে কিরূপে? সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রই পাপী জীবকে ভাল করিবার সহকারী কারণ। গুরুদত্ত বীজ যখন সহকারী কারণ পাইয়া অঙ্কুরিত হইতে থাকে তখনই সে যে কল্যাণপথে চলিতেছে প্রতিপাদক্ষেপে সে তাহা অনুভব করিতে পারে।

মন্দ অবস্থার হাত এড়াইয়া জীব তখন সাধক হইয়া যায়। সংসারের বহু দুষ্ট লোকের সঙ্গে থাকিয়াও সে তখন কল্যাণ পথ ত্যাগ করে না। সে ভগবানের দিকে তাকাইয়া ধৈর্য্য ধরিতে শিক্ষা করে। ভগবান তাঁহার হতভাগ্য কুসন্তানদিগের কদাচার, অহংকার, দাম্ভিকতা, লজ্জাহীনতা উৎপীড়ন, পাশব ব্যবহার যেরূপ ভাবে দেখিয়াও সময় অপেক্ষা করেন, সাধক ভগবানের এই স্বভাব আলোচনা করে—তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে তখন সহিষ্ণু হয়—সে তখন ধৈর্য্য ধরিতে শিক্ষা করে। মঙ্গলময় নারায়ণের স্বভাব আলোচনা করিয়া সে তখন তাঁহার মত আচরণ করিতে প্রাণপণ করে—সে তখন আপন হৃদয়ে ভগবানের কৃপা অনুভব করে, আপন চরিত্রে ভগবানের বল প্রত্যক্ষ করে। আর বাহিরের তাণ্ডবে সে আত্মহারা হয়

না। বাহিরের তাণ্ডব দেখিয়া সে কখন আকাশের মত দেখিয়াই যায়—কখন বা বিদ্যুৎ চমৎকান মত নিজে ঠিক থাকিয়া লোকশিক্ষার জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আপদ শান্তি করে। কখন বা অন্তরের কামনা-চণ্ডীর প্রচণ্ড উৎপাৎ দেখিয়া আকাশে মেঘের খেলার মত, ঝড়ের চীৎকারের মত সমস্ত সহ্য করিয়া যায়।

আর কি বলিব তুমি প্রসন্ন হও। তোমার মধুর স্বভাব অনুকরণ করিয়া তোমার মধুর প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া আমার মস্তকের জ্বালা একবার জুড়াই, তোমার চরণে শিরলুণ্ঠন করিয়া আমি জনমের তরে শান্ত হইয়া যাই। তুমি প্রসন্ন হও। আকাশের মত তোমায় দেখিয়া দেখিয়া আমি ভিতরে বাহিরে শান্ত হইয়া জীবন্ত গগন সদৃশ হইয়া যাই।

ঐ শোন আবার কিসের ইঙ্গিত। একটি বালক অপূর্ব্ব ভাষায়, অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে ছুটিয়া ছুটিয়া একটি গানের একটি মাত্র পদ পুনঃ পুনঃ অবৃত্তি করিতেছে—সব একবারে শোনা যাইতেছে না—একবারে শোনা গেল "কুন দ্যাশে বা যাবরে"—আবার গাহিতেছে "এ হ্যান ছাওয়াল নিয়ে আমি কুন দ্যাশে বা যাবরে।" (কোন দেশে বা যাবরে, এ হেন ছেলে নিয়ে আমি কোন দেশে বা যাবরে) কি জানি ইহা কিসের ইঙ্গিত। সত্যই মানুষের এই অকর্ম্ম-প্রসূত চিত্ত-বালক নিতান্ত শিশু অবস্থায় বড় নিরাশ্রয়—আর একটু বড় হইলে নিতান্ত দুরন্ত। যাঁহারা সাধক তাঁহারাও বলিয়া থাকেন, "কোন দেশে বা যাবরে।" কেহবা এই বালককে ক্ষণিক নিবৃত্তি করিয়া মনে করেন আমার সব হইয়াছে, মনের ক্ষণিক নিবৃত্তিতে ডগমগ হওয়া কিছুই নয়। এই কি ইঙ্গিত? হইতেও পারে।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা একটি অবশ্যকীয় কথার অলোচনা করিব। কথাটি এই:—

বিনা তপস্যায় কখন দুঃখ দূর হইবে না। অভ্যাসই তপস্যার প্রাণ। যতক্ষণ না ভিতরে ভগবানকে বসাইতে পারা যায়—যতক্ষণ না সকল অবস্থাতে অন্তরে ভগবৎ স্মরণ অভ্যাস হইয়া যায়, যতক্ষণ না চক্ষু, কূটস্থ-বিহারী বা হৃদয়-বিহারী বা মণিপুর-বিহারী অথবা সহস্রার লীলাকারী পরমপুরুষের দিকে নিরন্তর চাহিতে অভ্যস্ত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে শান্তি পাওয়া যাইবে না। এই অভ্যাসই তপস্যা। বশিষ্ঠদেব বলেন "রাগদ্বেষক্ষয় ব্যতীত যে তপস্যা তাহা অজ্ঞান ও দুঃখের আশ্রয়" আর "আপনার অন্তরস্থ দেবতাকে সর্ব্ব বস্তুতে

দেখার অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত রাগদ্বেষক্ষয়েরও অন্য উপায় নাই। সেই জন্যই আপন প্রিয় বস্তুকে অন্তরে, সূর্য্যে, অগ্নিতে, চন্দ্রে, আকাশে, নক্ষত্রে সমুদ্রে, নদীতে, পুষ্পে, গীতে, পুস্তকে, কুমারীতে সমস্ত প্রধান প্রধান বস্তুতে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা। গৃহস্থাশ্রমে যে সাধনার আরম্ভ, সন্ন্যাসাশ্রমে সেই সাধনার শেষ। গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ; সন্ন্যাস আশ্রমে সকলই ব্রহ্ম" ইত্যকার ধারণাই ব্রহ্মার্পণ। ইহার বৈপরীত্যে ফলও বিপরীত। গন্তব্য স্থানে গিয়া সংসার করা না করা উভয়ই সমান।

৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী।

ব্রাহ্মণের দুইটি নাম বেদসম্মত; নামতত্ত্ব।

জিঃ রমা—সন্ন্যাসীরা যে জন্য নাম পরিবর্ত্তন করেন, তাহা বুঝিয়াছি, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আপনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেন?

বক্তা—বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশধারী না হইলেও, ব্রাহ্মণের জন্মকালে মাতা পিতা যে নাম রাখেন, সেই নাম থাকিলেও, দীক্ষিত হইবার পরে গুরু (উপাধ্যায় বা আচার্য্য) হইতে প্রাপ্ত অগ্ন্যাদি (অগ্নি, জাতবেদা প্রভৃতি) পরমাত্মার বাচক কোন নামের ব্যবহার করিবার বিধি আছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে 'জাতবেদ' 'অগ্নি' ইত্যাদি পরমাত্মার নাম ধারণ করিলে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত একীভূত করিতে পারিলে, আর কোন ভয় থাকে না, আর এই ভবসাগরে আসিতে হয় না। আমি ভবভীত, তাই বেদ-শাস্ত্রের এবং আমার নিত্য পিতৃদেবের আদেশানুসারে দীক্ষার পর

ভবভয়নিবারণ, গুরুদেবপ্রাপ্ত 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নামের ব্যবহার করিয়া থাকি। অহরহ এই নামের অর্থ চিন্তা করিয়া থাকি।*

জিঃ রমা—দাদা! ব্রাহ্মণদিগের কি, এখন মাতা পিতার দেওয়া এবং দীক্ষার পর উপাধ্যায় বা গুরু হইতে প্রাপ্ত এই দ্বিবিধ নাম হইয়া থাকে? দীক্ষিত হইবার পর আবার যে নামকরণ হয়, তাহার কারণ কি?

বক্তা—নামতত্ত্ব তথ্যবহুল, দুরবগাহ; অল্প কথায় নামতত্ত্বের সমীচীন ব্যাখ্যা অসম্ভব। নামই রূপ গ্রহণ করে, এবং রূপ নামভাবে অবস্থান করিয়া থাকে ("নামেদং রূপত্বেন বৃত্তরূপং রূপং চেদং নামভাবেন তস্থে।"—বাক্যপদীয়টীকাধৃতশ্রুতি)। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, যাদৃশ রূপাভিব্যক্তিতে যাদৃশ সাধনের প্রয়োজন, যে ভাবসিদ্ধির জন্য যেরূপ পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব পরিস্পন্দনের (Vibratory motion) মেলন—সংঘাত (Aggregation) আবশ্যক, তাহা নিয়ত—স্থির আছে ("নিয়তং সাধনে সাধ্যং ক্রিয়া নিয়তসাধনা। সন্নিধানমাত্রেণ নিয়মঃ সন্ প্রকাশতে।"—বাক্যপদীয়)। ভর্তৃহরিদেবের এই কথা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর আনন্দপ্রদ হইবে, অত্যন্ত সারগর্ভরূপে প্রতীয়মান হইবে। শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই পরমসত্যের রূপ যথার্থভাবে দেখিতে হইলে, ভর্তৃহরির উক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতেই হইবে। ঐতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, বিশেষ, বিশেষ নামসকল মূলরজ্জু সম্বন্ধ পৃথক পৃথক বন্ধন হেতু শাখারজ্জুস্থানীয় একটি বিশেষ নাম বা শব্দ যথাবিধি উচ্চারিত সম্যগ রূপে জ্ঞাত হইলে পরিশেষে শব্দসামান্য বা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিতে পারা যায়, সাধুশব্দমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্মবাটী, সকল ভাববিকারই শব্দব্রহ্ম, বিশ্বপ্রাণ বেদ হইতে আবির্ভূত। 'শব্দ' কাহাকে বলে যথার্থভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, এই বেদোপদেশের মূল্য কত, তাহা উপলব্ধি হইবে। স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব বিশেষ বিশেষ নামরজ্জু দ্বারা বদ্ধ, অভিধেয়রূপ (যাহা নামদ্বারা অভিহিত—উক্ত হয়) জগৎ অভিধায়ক

* "মম নাম প্রথমং জাতবেদঃ পিতা মাতা চ দধতুর্যদগ্রে। তত্ত্বং বিভৃহি পুনরামদৈতোস্তবাহং নাম বিভরাণ্যগ্নে। মম নাম তব চ জাতবেদ বাসসো ইব বিবমানৌ যে চরাবঃ॥"—তৈত্তিরীয় সংহিতা।

"ব্রাহ্মণস্য নামদ্বয়ং বিদ্যতে দেবদত্তযজ্ঞদত্তাদিকমেকং উপাধ্যায় দীক্ষিতাদিকমপরং। অতএব শ্রূয়তে তস্মাদ্বিনামা ব্রাহ্মণোহর্ধুক ইতি।"—তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্য।

(বাচক) নামসমূহে ব্যবস্থিত আছে। যথাবিধি স্বাধ্যায় (মন্ত্র জপ, বেদপাঠ) করিলে, ইষ্টদেবের, ঋষি ও সিদ্ধ পুরুষদিগের দর্শনলাভ হয় কেন, যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তোমরা তাহা বুঝিবার সূত্র পাইবে। 'নাম' সামান্য ও বিশেষ এই দ্বিবিধ। সামান্য নাম সামান্য ভাবের এবং বিশেষ, বিশেষ নাম বিশেষ, বিশেষ ভাবের বাচক। যে কোন বিশেষ নাম হোক তাহা সামান্য নামের সহিত মূলতঃ সম্বন্ধ। বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহের মধ্যে সামান্যভাবের আবিষ্কার হইতে বিজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। যদ্দারা জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ হয়, যদ্দারা পাপরাশি ক্ষীণ হয়। তাহার নাম 'দীক্ষা'। অতএব বলা যাইতে পারে, যথার্থভাবে দীক্ষিত হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও পাপরাশির ক্ষয় হইয়া থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদয় ও পাপরাশির ক্ষয় হইলে যে উৎকৃষ্টতর জন্ম হয়, তাহা বলা বাহুল্য। যে জন্মে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয়, যে জন্মে জীব পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, সে জন্মে যে পূর্ব্বনামের, পূর্ব্বরূপের পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কি দুর্ব্বোধ্য? প্রকৃতদীক্ষা দিলে, আন্তর ও বাহ্য রূপের পরিবর্ত্তন হইবেই। দীক্ষার পর নামপরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক।

জিঃ নন্দ—বাবা! আপনি দীক্ষিত হইবার পর "ভার্গব শিবরামকিঙ্কর" গুরু বা নিত্যপিতৃদত্ত এই নামের ব্যবহার করেন বলিয়া, যাঁহারা আপনাকে উপহাস করিয়াছেন, আপনার নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা (বুদ্ধিপূর্ব্বক না করিলেও) আমাদের যে কত উপকার করিয়াছেন, এখন তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি। যে সকল অমৃতময় উপদেশ শুনিতেছি, আপনার নাম পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সাধু নহে, যাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়াছেন, আপনাকে উপহাস করিয়াছেন, তাঁহারা যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে, আমাদের হয়ত এই সকল উপাদেয় কথা শুনিবার শীঘ্র অবসর আসিতনা। অতএব অহিতকরও হিতকর হয়, মন্দ হইতেও যে ভাল ফল পাওয়া যায়, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে।

বক্তা—দীক্ষিত হইবার পরে যে কারণে নামের পরিবর্ত্তন করা হয়, বিশেষ-ভাববাচক নাম ত্যাগপূর্ব্বক সামান্য ভাববাচক নামের ব্যবহার করা হয়, তাহা বোধ হয় এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে। এখন প্রায়ই যথার্থ দীক্ষা হয় না, অতএব এখন নামপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ না হওয়া বিস্ময়াবহ নহে।

———

শ্রী শ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

একদিন আমরা কৈলাস পাহাড়ে উপস্থিত হইয়া সাধুবাবার নিকট বসিয়া একটী তাঁহার কাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি এই গল্পটী আমাদের বলিয়াছিলেন :—

একস্থানে মণিরাম নামক এক শেঠ বাস করিতে। একদা তিনি তাঁহার বিবেক নামক কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া একটী পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বিবেককে প্রশ্ন করিলেন—"কিসের বাণিজ্য করিলে লাভবান হওয়া যায়?" বিবেক পরামর্শ দিলেন যে "আপনি কস্তুরী, কেশর ও চন্দনের ব্যবসা করুন, তাহা হইলে খুব লাভবান হইবেন। ঐ দ্রব্যগুলি অতি মূল্যবান এবং প্রায় সকল ব্যক্তিরই আদরণীয়। পরামর্শ শুনিয়া মনিরাম শেঠ খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যে স্থানে ঐ সকল সামগ্রী সুলভে পাওয়া যায় সেখানে গিয়া সামগ্রীগুলি ক্রয় করতঃ তাঁহার জাহাজ পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ঐ মূল্যবান বস্তুগুলি দেশে আনিবেন। কিন্তু পাঁচজন ঠগ সে সংবাদ অবগত হইয়া উহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত একটী চক্রান্ত করিল। তাহারা সাধুর মত বেশ ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধুনি প্রজ্জ্বলিত করিয়া পথিমধ্যে বসিয়া রহিল। উহারা সব সময় গঞ্জিকা সেবন করিতে লাগিল এবং যে ব্যক্তি সাধু দর্শনাকাঙ্খায় উহাদের নিকট আসিতে লাগিল তাহাদের ও আগ্রহ সহকারে গঞ্জিকা সেবন করাইতে লাগিল। তাহাতে উহাদের নাম আরও বেশী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেঠের জাহাজ গুলি আসিয়া যখন সেই দেশের বন্দরে উপনীত হইল তখন সাধুবেশধারী পঞ্চ ঠগের খ্যাতিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মনিরাম শেঠ উহাদের সুখ্যাতি শুনিয়া সাধু দর্শন মানসে রওনা হইলেন। সাধুগণকে উপহার দিবার জন্য তিনি কয়েক ভরি কস্তুরী, কেশর ও চন্দন সঙ্গে লইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া মনিরাম শেঠ সেই মূল্যবান সামগ্রীগুলি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করতঃ সাধুজ্ঞানে পাঁচজনকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু উহারা তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ অগ্নিতে উহা নিক্ষেপ করিয়া পরমানন্দে পূর্ব্ববৎ গঞ্জিকা সেবনে নিযুক্ত রহিল। তদ্দর্শনে মনিরাম শেঠ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

আশা পিশাচিকা মানুষের মনকে যেরূপ দূষিত করে, অব্দলেখা অর্থাৎ মেঘরাজি চন্দ্রকে, কজ্জল সুধাধবলিত গৃহভিত্তিকেও সেরূপ দূষিত করেনা। চিত্তবৃক্ষ আশাশাখাদ্বারা দিগন্ত আচ্ছাদিত করে। শাখাচ্ছিন্ন কর, চিত্ত মহাদ্রুম আপনার স্বরূপত্ব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইবে। চিত্তের তৃষ্ণা মহাশাখা ছেদন করিলে, চিত্ত স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হইলে চিত্ত একরূপে থাকিয়া যে ধৈর্য্য লাভ করিবে তাহা শতশাখা বিস্তার করিবে। ধৈর্য্য অনস্তমিত হইলে—বৈরাগ্য, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাদি চিত্তে বিরাজ করিবে—তখন চিত্তক্ষয় হইয়া যাইবে—তখন চিত্ত সেই পদ প্রাপ্ত হয়—যাহার আর নাশ নাই। এই সমস্ত আশা নাম্নী চিত্তবৃত্তিকে যদি তুমি অঙ্কুরিত হইতে না দাও—তাহা হইলে জন্মাদি ভয় আর তোমার নাই জানিও।

চিত্তং বৃত্তি বিহীনং তে যদা যাতমচিত্ততাম্।
তদা মোক্ষময়ীমন্তঃ সত্তামাপ্নোষি তাং ততাম্॥ ২৬

যখন তোমার চিত্ত বৃত্তিবিহীন হইয়া অচিত্ততা প্রাপ্ত হইবে তখনই তুমি পরিপূর্ণ অন্তঃসত্তা প্রাপ্ত হইবে---এই পূর্ণা অন্তঃসত্তাই মোক্ষময়ী। বুঝিতেছ চিত্তকে বৃত্তিশূন্য কর। বৃত্তিই হইতেছে চিত্তের উপজীবিকা। চিত্তের সম্মুখে যখন যাহা আসিবে চিত্ত তখনই তদাকার কারিত হইয়া যায়—ইহাই চিত্তের বৃত্তি। চিত্ত যখন আর কোন আকারে আকারিত হইতে পায়না তখন ইহা আত্মার দিকে ফিরিয়া চায় আর এই পরিপূর্ণ আনন্দ ও জ্ঞান স্বরূপে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া মুক্ত হইয়া যায়। চিত্তে একটা কৌশিকপক্ষী প্রবিষ্ট হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্র বলিতেছেন যদি কাহারও গৃহে উলুকী অর্থাৎ পেচকী প্রবিষ্ট হয় তখন মৃত্যু দারিদ্র্যাদি উপপ্লব বা অমঙ্গল ঘটে। এই উলুকী যদিনিরন্তর চিত্ত কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব ব্যবহারে ইহাকে চঞ্চল করিয়া স্থিতিলাভ করে তখন যে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ঘটিবে ইহাতে আর বলিবার কথা কি আছে?

চিন্তনং বৃত্তিরিত্যুক্তং বর্ত্ততে চিত্তমাশয়া।
চিত্তবৃত্তিমতো হ্যাশাং ত্যক্ত্বা নিশ্চিত্ততাং ব্রজ॥ ২৮

চিন্তা করাটাই চিত্তের বৃত্তি। চিন্তা ব্যাপারে চিত্ত আশার সহিত প্রকাশ পায়। চিত্তে বিষয় চিন্তা দেখিলে বুঝিবে আশা চিত্তকে আক্রমণ করিয়াছে। অতএব আশারূপিণী চিত্তবৃত্তি ত্যাগ কর। কোন কিছুর আশা রাখিওনা তবেই চিত্ত শূন্য হইয়া পরিপূর্ণ আত্মানন্দ স্বরূপে থাকিতে পারিবে।

যো যয়া বর্ত্ততে বৃত্ত্যা স তয়ৈব বিনা ক্ষয়ী।

অতশ্চিত্তোপশান্ত্যর্থং তদ্বৃত্তিং প্রক্ষয়ং নয়॥ ২৯

যে যে বৃত্তিতে জীবিত থাকে, তাহার সেই উপজীবিকা। বৃত্তি বা উপজীবিকা বিনষ্ট হইলেই চিত্ত ক্ষয় হইয়া যাইবে। অতএব যদি চিত্তের উপশম ইচ্ছাকর তবে চিত্তের বৃত্তি সমুদায়কে ক্ষয় কর।

প্রশমিত সকলৈষণো মহাত্মন্

ভব ভববন্ধমপাস্য মুক্তচিত্তঃ।

মনসি নিগড়রজ্জবঃ কদাশাঃ

পরিগলিতাসু চ তাসু কো ন মুক্তঃ॥ ৩০

হে মহাত্মন্ তুমি পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা ইত্যাদি সকল কামনা প্রশমিত কর, করিয়া সংসারে বদ্ধ করে যে আশা তাহা ত্যাগ কর, করিয়া মুক্ত চিত্ত হও—জীবন্মুক্ত হও। যেহেতু কুৎসিতা আশা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিলে সেই আশাই আত্মাকে বন্ধন রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করে। মন হইতে সকল চিন্তা, সকল আশা পরিগলিত করিলে কে না মুক্ত হয়?

উপশম ২২ সর্গঃ।

বলি-আখ্যান।

বশিষ্ঠ—হে রঘুবংশ পূর্ণচন্দ্র! বাসনাত্যাগ-তৃষ্ণাত্যাগ-আশাত্যাগ-ইত্যাদি মোক্ষোপায় তোমাকে বলিলাম; অথবা তুমি বলিবৎ অকস্মাৎ বিচারোদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ কর।

রাম—হে ভগবন্—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! ত্বৎপ্রসাদে আমার হৃদয় প্রাপ্তব্য সমস্তই পাইয়াছে, অমল পদে হৃদয় বিশ্রাম করিতেছে। শরতের মেঘশূন্য আকাশের ন্যায় আমার চিত্তের তৃষ্ণা অন্ধকার দূর হইয়াছে। আমার আর কোন প্রকার বিষয় তৃষ্ণা নাই, তজ্জন্য চিত্তে আর কোন চিন্তা উঠে না। আমি এখন সায়ংকালীন অমৃতে বা জোৎস্নায় আপূরিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বস্থ, সুশীতল, কান্তিসম্পন্ন হইয়া ভিতরে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছি। হে গুরো! আপনি আমার অশেষ সংশয় রূপ মেঘপটলের শরৎ সময়। কিন্তু "কথাপীযূষমাস্বাদ্য তৃষ্ণা মেহতীব বর্দ্ধতে" আপনার কথামৃত আস্বাদনে আমার তৃষ্ণা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে "তৃপ্তিমেষাং ন গচ্ছামি বচসাং বদতস্তব" বদতস্তব এষাং বচসাং শ্রবণবিষয়ে তৃপ্তিং অলং বুদ্ধিং ন গচ্ছামি" —আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। বলির বিজ্ঞান প্রাপ্তির প্রণালী—আমার পুনরায় বোধবৃদ্ধির জন্য বলুন। হে বিভো! প্রণতশিষ্যকে উপদেশ করিতে সাধুগণ ক্লেশ বোধ করেন না।

বশিষ্ঠ—রাঘব শ্রবণ কর—বলির উত্তম বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি। বিচার পূর্ব্বক এই তত্ত্ব অবধারণে তোমার শাশ্বত আত্মস্বরূপের বোধ স্থায়ী হইবে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন এক দিকে ভূমির অধোভাগে পাতাল লোক। ঐ পাতাল লোকের কোন এক দেশ ক্ষীরোদ সমুদ্র জাতা অমৃতরসে

লিপ্তাঙ্গার ন্যায় শোভমানা দানব কন্যা পূর্ণ। লোলজিহ্ব সহস্রশত মস্তক নাগগণ জিহ্বাদ্বারা উদ্দামরবে কোন স্থানকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা চলন্ত সুমেরুতুল্য বৃহদাকার দানবগণ অবস্থান করিতেছে—কোথাও বা দিগ্‌হস্তিগণ স্তরে, গৃহচ্ছদ ধারণের ন্যায় পৃথিবী ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, পাতাল লোকের কোন স্থানে নারকী জীব স্বকৃত কর্ম্ম ফলের দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে. আর নরকের কট্‌কটাশব্দ শ্রবণে প্রাণিগণ ভয়ে আকুল হইতেছে। কোথাও ভূতল হইতে অধঃস্তন সপ্ততল পর্য্যন্ত সুমেরু প্রভৃতি মহাগিরির পাদ সমূহ পরিব্যাপ্ত, কোথাও বা ত্রৈলোক্য বন্দিত কপিল দেবের পবিত্রস্থান। কোথাও বা অসুর রমণী পরিপূজিত পুরাণ প্রসিদ্ধ স্বর্ণলিঙ্গ হাটকেশ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন।

বিরোচন পুত্র দানবরাজ বলি এই প্রদেশের রাজা। দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত যে বলি রাজার পাদ সংবাহন প্রার্থনা করিতেন. সর্ব্বজীবের রক্ষা কর্ত্তা শ্রীভগবান শ্রীহরি যে বলিরাজাকে রক্ষা করিতেন—যে বলিরাজার নাম শ্রবণে ত্রিভুবন কম্পিত হইত—সে বলিরাজা দশ কোটি বৎসর পাতাল লোক শাসন করেন। বহুযুগপর্য্যন্ত ত্রৈলোক্য ভোগ করিয়া বলিরাজার সহসা ভোগবিরক্তি জন্মিল।

অজস্রমতিভুক্তেষু ত্রৈলোক্যোদার বৃত্তিষু।
ভোগেষ্বভজদুদ্বেগং বলির্দ্দানব নায়কঃ॥ ২৬

রাম! এই অতি উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মশাস্ত্র যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে আমার প্রধান উপদেশ হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তি বৈরাগ্য জাগাইয়া—বৈরাগ্যের নিত্য অভ্যাসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন না করে সে ব্যক্তি কর্ম্মী বা যোগী বা ভক্ত বা জ্ঞানী কোন পথেই স্থির থাকিতে পারিবে না অর্থাৎ যাহার বৈরাগ্য নাই তাহার ধর্ম্মে বা ঈশ্বরে অনুরাগই হইতে পারে না—আর সে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার যোগ্যপাত্র নহে। শাস্ত্রে যেখানে যাঁহাকে ভক্তি জ্ঞানাদির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেখানে সেই সেই ব্যক্তির বৈরাগ্য প্রথম আসিয়াছিল—তৎপরে উপদেশ। গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনের বৈরাগ্য হইয়াছিল, চণ্ডীশাস্ত্রে সুরথ

রাজা ও সমাধি বৈশ্যের বৈরাগ্য প্রথম আসিয়াছিল, ভাগবতে রাজা পরীক্ষিতের বৈরাগ্য আর এই যোগবশিষ্ঠে রাম! তোমার বৈরাগ্য —এই বৈরাগ্য অবলম্বনে কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশ। উপশম প্রকারণে জনক রাজার বৈরাগ্য কিরূপে জন্মিল লক্ষ্য কর— কিরূপেই বা জনকরাজা কতদিন ধরিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিলেন তাহা লক্ষ্য কর—তৎপরে এই বলিরাজার যে ভাবে বৈরাগ্য আসিল— লোকে সেইরূপে নিত্য বৈরাগ্য অভ্যাস করুক—আর দেখুক তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় কিনা—তাহারা আপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতিলাভ করে কিনা। নিশ্চয়ই হইবে—আমি তাহাদের উপর আশীর্ব্বাদের জন্য রহিলাম—শুধু আশীর্ব্বাদ নহে আমি জামিন রহিলাম। এখন শ্রবণ কর বলিরাজার ভোগ বিরক্তির কথা বা বৈরাগ্যের কথা।

মেরুশৃঙ্গশিখারত্নকৃতবাতায়নস্থিতঃ।
একদা চিন্তয়ামাস স্বয়ং সংসারসংস্থিতিম্॥ ২৭।

সুমেরু পর্ব্বত শৃঙ্গের শিখাতে—অগ্রভাগে কনক ভবন। তাহার গবাক্ষ প্রদেশে বলিরাজা একাকী। রাজা স্বয়ং সংসারগতির বিষয় ভাবিতেছেন।

আমার শক্তিকে কুণ্ঠিত করিতে পারে, ত্রৈলোক্যে এমনত কেহই নাই। কিন্তু আমি আর কত কাল এইরূপ অক্ষুণ্ণ শক্তি থাকিয়া সাম্রাজ্য করিব, কতকালই বা জগত্ত্রয়ে বিহার করিব? ত্রিলোকে এমন অদ্ভুত রাজ্য আর কার আছে? অতিশয় মনোহারী এই ভূরিভোগ —এই রাজ্যভোগ করিয়া আমার কি হইতেছে? ভোগ আপাতমধুর হইলেও অবশ্যই ইহার ক্ষয় হয়—ত্রিলোকের সম্পূর্ণ উপভোগে সুখ কি? পুনঃ পুনঃ দিন আসে, রাত্রিরও স্থিতি হয়, পুনঃ পুনঃ শয়ন ভোজনাদি একই কর্ম্ম, অহো! ইহাতে সন্তোষের বিষয় কি?—প্রত্যুত ইহাতে ত লজ্জাই হওয়া উচিত। পুনঃ পুনঃ কান্তালিঙ্গন। পুনঃ পুনঃ কান্তা ভোগ—একি অদ্ভুত শিশুজনের মত ক্রীড়া। ইহাত মহা লজ্জার বিষয়। পুনঃ পুনঃ একই ভুক্ত বিরস ব্যাপারের কার্য্য দিন দিন একই

কর্ম্ম করিয়া বুদ্ধিমান মানুষ ইহাতেও লজ্জা বোধ করে না? আবার দিন আবার রাত্রি পুনঃ পুনঃ একই কার্য্য। বুদ্ধিমান মানুষের একি অদ্ভুত বিড়ম্বনা। জলে তরঙ্গ উঠিল আবার তরঙ্গ মিলাইয়া গেল। মানুষের কর্ম্মও ত এইরূপ!

স্নান ভোজন শয়নাদি একই উন্মত্ত চেষ্টা পুনঃ পুনঃ—বাললীলার মত এই সব উন্মত্ত চেষ্টা প্রাজ্ঞজনের উপহাস জনক। দিন দিন এই সকল কার্য্য চলিতেছে ইহার ফল কি? এমন কার্য্য কি আছে যাহা করিলে এসব কার্য্য আর করিতে হয় না? কতকাল এই বৃথা কার্য্য চলিবে—আমাদের এই সব অনুষ্ঠানের শেষ কবে হইবে? এই শিশুক্রীড়ার অন্ত কোথায়? বস্তুতঃ ইহা বস্তুশূন্য—ইহা নিরর্থক। পুনঃ পুনঃ মানুষ এই ব্যর্থ ক্রিয়ার আবৃত্তি করিতেছে! কেবল দুঃখ পরম্পরা প্রাপ্তির জন্যই মানুষ এই সব করিতেছে। ইহার পরিণাম— সুখপ্রদ, ফলত কিছুই দেখিতে পাইনা—ইহা শেষ করিয়া সব কর্ত্তব্য করিলাম, ইহা হইল কোথায়? ক্ষণিক তুচ্ছ বিষয় ভোগ ভিন্ন ইহাতে আর কি আছে? যাহা অবিনাশী নিত্য সেই সুখ ইহাতে আছে কি? নাই। কোথায় সেই সুখ পাওয়া যায়—বলি এইরূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান নিমগ্ন হইলেন—ক্ষণকাল পরে তিনি উঠিলেন এবং বলিলেন—আঃ আমার মনে পড়িয়াছে। এই বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন। আমার আত্মতত্ত্বজ্ঞ পিতা বিরোচণকে পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম পিতঃ! যাহাতে সকল দুঃখের শান্তি হয় ও সকল সাংসারিক সুখের শান্তি হয়, যেখানে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক ভ্রমের নিবৃত্তি হয়—যাহা সংসার সীমার অন্ত এরূপ বস্তু কি? মনোমোহের উপশান্তি কোথায়? কোন্ বস্তু, সকল এষণা বা বাসনার অতীত, কোথায় গেলে পুনরাবৃত্তি রহিত হওয়া যায় হে তাতঃ! কাহাতে চির-বিশ্রান্তি লাভ করা যায়? কি পাইলে এই দেহে সমস্ত প্রাপ্তির তৃপ্তি লাভ হয়? কি দেখিলে আর কিছুই দেখার ইচ্ছা থাকেনা? অত্যন্ত—বহু এই ভোগ সকল কি পাইলে আর সুখাবহ হয় না, কেন হয় না? মনোমোহে পড়িয়া সৎ লোকে ইহাতে ক্ষোভপ্রাপ্ত হন। যাহা সুন্দর,

যাহা আনন্দদায়ক, যাহাতে আমি চির বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি—তাহাই আমাকে বলুন। পিতা কল্পবৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া মদীয় অজ্ঞান ভ্রম নিবারণের জন্য সে সমস্ত মধুর বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ হইতেছে।

উপশম ২৩ সর্গ।

বিরোচনের উপদেশ।

রাম—আপনি বলিতেছেন চিত্ত যখন বৃত্তি বা উপজীবিকা অথবা ক্ষণে ক্ষণে বিষয় আকারে আকারিত হওয়া—ইহা না হয় তখন চিত্তই অচিত্ত হইয়া যায়। তখন ইহা মোক্ষময়ী অন্তঃসত্তা প্রাপ্ত হয়। তবেই হইল মোক্ষলাভ করিতে হইলে চিত্তজয় করিতে হইবে। চিত্ত জয় করিতে হইলে চিত্ত হইতে সর্ব্বপ্রকার আশা দূর করিয়া দিতে হইবে। আশা দূর কিছুতেই হইবেনা—যতক্ষণ না রমণীয় আত্মার দর্শন হয়। আবার আত্মদর্শন হয় মনোজয় করিলে—এই ক্ষেত্রে এই যে অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব ইহাত নিতান্ত কঠিন সাধনা। মনোজয় না করিলে আত্মদর্শন হয় না আবার আত্মদর্শন না করিলেও মনোজয় হয় না। এক্ষেত্রে কি উপায় হইবে ?

বশিষ্ঠ—যুগপৎ উভয়ই অভ্যাস করিতে হইবে। এই জন্য বলির উপাখ্যানে বিরোচন মুখে রাজমন্ত্রীর উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর।

রাম—বলুন।

বশিষ্ঠ—অতি বিস্তৃত এক দেশ আছে—তাহার বিপুল কোটরে সহস্র সহস্র ত্রৈলোক্য সূর্য্যকিরণে এসরেণুর মত ভাসিয়া বেড়ায়—

যত্র নাম্ভোধয়োনাপি সাগরা বা ন চাদ্রয়।
ন বনানি ন তীর্থানি ন নদ্যো ন সরাংসি চ ॥ ২
ন মহী নাপি চাকাশং ন দ্যৌ ন পবনাদয়ঃ।
ন চন্দ্রার্কৌ ন লোকেশা ন দেবা ন চ দানবাঃ ॥ ৩
ন ভূতযক্ষরক্ষাংসি ন গুল্মা ন বনশ্রিয়ঃ।
ন কাষ্ঠতৃণভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪

নাপো ন জ্বলনো নাশা নোর্দ্ধং নাধো ন বিষ্টপম্।
ন লোকো নাতপো নাহং ন হরীন্দ্র হরাদয়ঃ॥ ৫

সংক্ষেপে ভাবার্থ এই—সে দেশে কিন্তু সাগর, পর্ব্বত, বন, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মা, হরি হরাদি, তুমি, আমি, উৰ্দ্ধ, অধঃ, স্বর্গ, মর্ত্ত কোন কিছুই নাই। বুঝিতেছ ইহা কোন দেশ? ইহাই মোক্ষদেশ।

এই দেশে এক রাজা থাকেন। মহাদ্যুতিঃ এই রাজা সব করিতে পারেন, সর্ব্বত্র গমন করেন, তিনিই সব। কিন্তু তিনি তূষ্ণিং ব্যবস্থিতঃ—তিনি কূটস্থ।

তেন সঙ্কল্পিতো মন্ত্রী সর্ব্বসন্মন্ত্রণোন্মুখঃ
অঘটং ঘটয়ত্যাশু ঘটং বিঘটয়ত্যলম্॥ ৭
ভোক্তুং ন কিঞ্চিচ্ছক্নোতি ন চ জানাতি কিঞ্চন।
রাজার্থং কেবলং সর্ব্বং করোত্যজ্ঞোপি সন্ সদা॥৮
স এব সর্ব্বকার্য্যৈক কর্ত্তা তস্য মহীপতেঃ।
রাজা কেবলমেকান্তে স্বস্থ এবাবতিষ্ঠতে॥ ৯॥

এই রাজা এক মন্ত্রী কল্পনা করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সৎ মন্ত্রনায় সর্ব্বদা উন্মুখ। মন্ত্রী অতি সত্বরে অঘটন ঘটান (যাহার সংসার আদৌ নাই তাহাকে সংসারী করেন) এবং ঘটনকে অঘটন করেন। নিজে কিছুই ভোগ করিতে সমর্থ নহেন এবং ভোগ করিতে জানেনও না। নিজে অজ্ঞ হইলেও জড় হইলেও রাজার জন্য তিনি সর্ব্বদা সব করেন। তিনিই সেই রাজার সর্ব্ব কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা। রাজা কেবল একান্তে আপনাতে আপনি অবস্থান করেন। রাজা তথাপি লোকের চক্ষে হইতেছেন কর্ত্তা—কিন্তু "কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ" কর্ত্তা নিকটে থাকেন বলিয়া।

বলি বলিতে লাগিলেন—হে মহামতে আধি বা মনের পীড়া এবং ব্যাধি বা দেহের পীড়া—এই আধি ব্যাধি শূন্য সেই দেশ কি? কিরূপে সেই দেশ পাওয়া যায়? কেই বা সেই দেশ পান? সেই মন্ত্রীই বা কে? সেই মহাবল রাজাই বা কে? অবলীলাক্রমে এই জগজ্জালছিন্ন করিতে পারিলেও এই রাজাকে ও মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিনা কেন? হে অমরগণের ভয়প্রদ আপনি আমাকে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান বলুন, বলিয়া আমার হৃদাকাশের সংশয় মেঘ জাল ছিন্নভিন্ন করুন।

ব্রাহ্ম্যদিনের অবসানে যে প্রলয় হয় তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে, ব্রহ্মার রাত্রির অবসানে আবার সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়।

প্রশ্ন—কল্প কাহাকে বলে ?

উত্তর—ব্রহ্মার এক অহোরাত্রে মনুষ্য মানের কত বৎসর হয় তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মার এক বৎসরকে শতগুণিত করিয়া পুনরায় শত গুণিত করিলে যে সংখ্যা হয় তাহার নাম পর। ঐরূপ পঞ্চাশৎ বর্ষে পরার্দ্ধ হয়।

ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। ইহার অবসানে পাদ্মনামক মহাকল্প হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ চলিতেছে। ইহার নাম বারাহ কল্প। ইহাই প্রথম কল্প বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—চতুর্দ্দশ মনুর নাম কি কি ?

উত্তর— স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং ততঃ স্বারোচিষো মনুঃ।
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষ স্তথা॥
ষড়েতে মনবোঽতীতা অথ বৈবস্বতোঽধুনা।
সাবর্ণাঃ পঞ্চরৌচ্যশ্চ ভৌত্যশ্চাগামিনস্ত্বমী॥

তত্র সবর্ণায়াঃ সম্বন্ধিনঃ সুতাঃ পঞ্চাপি সাবর্ণাঃ সাবর্ণয়ো মনবঃ কথ্যন্তে। ততশ্চ স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ ষট্, সপ্তমো বৈবস্বতঃ অষ্টমঃ সাবর্ণিঃ, নবমো, দশম, একাদশো, দ্বাদশশ্চ সাবর্ণয় এব, ত্রয়োদশো মনুরৌচ্যঃ। চতুর্দ্দশস্তু মনুর্ভৌত্যঃ ইতি চতুর্দ্দশ মনবঃ। তত্রাষ্টমস্য মনোঃ সাবর্ণেরুৎপত্তিং স্বশিষ্যায় বেদয়িতুং প্রস্তৌতি মার্কণ্ডয়ো ভগবান্॥ ইতি শান্তনবী॥

প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব, পরে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস রৈবত, চাক্ষুষ। এই ছয় মনু অতীত হইয়াছেন। অধুনা বৈবস্বত মনুর অধিকার। ইহার পরে অষ্টম মনু হইবেন সাবর্ণি বা পূর্ব্বজন্মের সুরথ রাজা। বৈবস্বত মনুর পরে যে পঞ্চ সাবর্ণি হইবেন তাহার প্রথম সাবর্ণি সুরথ রাজা। নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ—ইহাদের নামও সাবর্ণি। অর্থাৎ দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি ও রুদ্র সাবর্ণি। ত্রয়োদশ

মনুর নাম রৌচ্যঃ বা দেব সাবর্ণি, চতুর্দ্দশ মনুর নাম হইবে ভৌত্য বা ইন্দ্রসাবর্ণি। মার্কণ্ডে পুরাণে মন্বন্তরের পরিমাণ, দেব ও দেবর্ষিগণ এবং নরপতিবর্গ ও যিনি ইন্দ্রপদে' অধিষ্ঠিত ইঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন -- সুরথ একজন রাজা মাত্র। তিনি মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন—৭১ বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগ ঘুরিয়া আসিলে যত বৎসর হয় তত বৎসর রাজত্ব করিলেন, ইহা যেন গল্প কথা বলিয়া মনে হয়। এক কলিযুগে ৪লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর (মনুষ্যমানের), কলির দ্বিগুণ দ্বাপর, কলির ৩গুণ ত্রেতা এবং কলির ৪গুণ সত্য। এই ভাবে ৭১ বার সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ফিরিয়া আসিবে এক মন্বন্তরে। এত বৎসরের ধারণাই করা যায় না। এত কাল ধরিয়া রাজত্ব কি সম্ভব ?

উত্তর—তুমি ক্ষুদ্র বলিয়া বৃহতের ধারণা করিতে পার না। কিন্তু সুরথ রাজা কাহার উপাসনা করিয়া মন্বন্তরাধিপতি হইলেন—এই জগৎজননী—এই জগদম্বা কে—কত বড়, কত ক্ষমতা মায়ের, ইহার ধারণা যদি মাতার প্রসাদে কতক কতকও করিতে পারিতে তবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইতে না। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে কত জীব আছে তাহার সংখ্যা কি মানবে করিতে পারে ? এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অনন্ত জীবের কর্ম্ম যাঁহার হস্তে, তিনি কত বড় তাহার ধারণা কে করিতে পারে ? এই জগদম্বার উপাসনা করিয়া এই জগৎজননীকে প্রসন্ন করিয়া রাজা রাজত্ব ভিক্ষা করিলেন। অনন্ত কোটি জগতের ধারয়িত্রী কি আর পাঁচ শাতশত বৎসরের জন্য ইয়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার মত ক্ষুদ্র পৃথিবীর রাজত্ব দিবেন ? মায়ের দান, মায়ের বিশাল হৃদয়েরই মত। জগন্মাতা প্রসন্ন হইলে ইহা অসম্ভব কেন হইবে ? তুমি মাতাকে ভাবনা করিতে পার না—যদি পারিতে একজন রাজার মাতার অনুগ্রহে মন্বন্তরাধিপ হওয়া অসম্ভব কেন হইবে ? এখন অন্য প্রশ্ন কর।

প্রশ্ন—"নিশাময়" কথার অর্থ কি ?

উত্তর—"শম লক্ষ আলোচনে" ইতি। নিশাময়—চক্ষুষা পশ্য।

চক্ষুদ্বারা দেখ—এই অর্থে ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণে নিশাময় পদের ব্যবহার করিয়াছেন।

স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দ্দম্॥
নিঃশর্করমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা॥

"নিশাময়" অর্থে দত্তাবধানঃ সন্ চক্ষুষা পশ্য। অতএব শমোদর্শন ইতি মিত্ত্বাভাবাৎ অহ্রস্বত্বম্। "নিশাময় তদুৎপত্তিং" ইত্যত্র নিশামনং চক্ষুঃ সাধনং জ্ঞানমিতি। অতএব নিশাময় অর্থ এখানে হইতেছে শুধু "শ্রবণ কর" ইহা নহে কিন্তু ইহা আমি তোমাকে ভিতরে দেখাইয়া দিব—অনুভব করাইয়া দিব এইরূপ।

প্রশ্ন—মার্কণ্ডেয় উবাচ—এখানে মার্কণ্ডেয় ভগবান্ কাহাকে বলিতেছেন ?

উত্তর—ভগবান্ মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন দ্বিজপুত্র ক্রৌষ্টুকিকে। ইঁহারই অন্য নাম ভাগুরি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ক্রৌষ্টুকি প্রশ্নকর্ত্তা এবং ভগবান মার্কণ্ডেয় বক্তা।

প্রশ্ন—নম শ্চণ্ডিকায়ৈ—ইহাতে বলিবার কিছু নাই ?

উত্তর—বিলক্ষণ আছে। নম অর্থে ন মম—আমার কিছুই নাই, সকলই মায়ের—ইহা উপনিষদে বলা হইয়াছে।

চণ্ডিকা—চণ্ডতে কুপ্যতে চণ্ড' চণ্ডী চ। চণ্ডৈব চণ্ডিকা কোপনা। কুৎসিতা শত্রুভির্নিন্দিতেতি সংজ্ঞায়াং কন্। অথবা হ্রস্বা দীর্ঘবিলক্ষণাকারা সূক্ষ্মরূপ তয়াদুরধিগম্বাৎ। সংজ্ঞায়াং কন্। অথবা চণ্ড উগ্রঃ তস্য স্ত্রী চণ্ডী পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞায়াং কন্।

শত্রুপক্ষের অসুরেরা ইঁহাকে কুৎসিত বলিয়া নিন্দা করেন, কখন হ্রস্বা, কখন দীর্ঘা কখন অতি সূক্ষ্মা—ইঁহার রূপ নিরূপণ করা যায় না বলিয়া ইনি চণ্ডী। উগ্র মহাদেবের এক নাম চণ্ড—তাঁহার স্ত্রী বলিয়া ইনি চণ্ডী।

প্রশ্ন—এই পুস্তকের নাম চণ্ডী, সপ্তশতী, দেবীমাহাত্ম্য কেন ?

উত্তর—চণ্ডী দেবীর সহিত এই পুস্তককে অভিন্ন ভাবনা করা হয় বলিয়া পুস্তকের নামও চণ্ডী।

ইহাতে সাত শত শ্লোক আছে বলিয়া ইহা সপ্তশতী। দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে বলিয়া পুস্তকের নাম দেবীমাহাত্ম্য।

প্রশ্ন—দেবী মাহাত্ম্যকে ষট্‌সংবাদ কথা বলা হয় কেন ?

উত্তর—

মেধাস্তু কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতাপশ্চান্মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ॥
তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি।
এষা ষট্‌সংবাদ কথা সপ্তশত্যাঃ পুরাতনী॥

এই দেবীমাহাত্ম্য কথা—

প্রথমে মেধামুনি সুরথ ও সমাধিকে বলেন।
পরে এই কথা মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরি বা ক্রৌষ্টুকিকে বলেন।
পরে এই কথাই পক্ষীরা জৈমিনিকে বলেন।
এইজন্য ইহাকে ষট্‌সংবাদ কথা বলা হয়।

প্রশ্ন—চণ্ডীর একরূপ পাঠ, তিনরূপ পাঠ ও শত রূপ পাঠ এইরূপ বলা হয় কেন ?

উত্তর—চণ্ডীর এক এক অধ্যায়কে এক এক মাহাত্ম্য বলে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করাকে এক রূপ বা আবৃত্তি বলা হয়।

প্রশ্ন—চণ্ডী পাঠের ফল কি ?

উত্তর—একরূপ পাঠে কার্য্য সিদ্ধি, তিনরূপ পাঠে উপসর্গ শান্তি, পাঁচরূপ পাঠে গ্রহশান্তি, সাতরূপ পাঠে মহাভয় শান্তি, একাদশরূপ পাঠে ঐশ্বর্য্য, ইত্যাদি শতরূপ পাঠে অসাধ্য রোগ, আয়ুঃক্ষয়, ধনক্ষয় ইত্যাদির শান্তি হয়। অষ্টোত্তর শত পাঠে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি এবং সহস্ররূপ পাঠে সর্ব্ববিধ সুখভোগ ও অন্তে মুক্তি লাভ হয়। বারাহীতন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে।

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।

স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥ ২

মহাভাগঃ = মহানসাধারণো ভাগো ভগসমুদায়ো ঐশ্বর্য্য সমদায়ো যস্য সঃ।
সঃ = প্রসিদ্ধঃ সাবর্ণিঃ —
মহামায়ানুভাবেন = মহামায়া প্রভাবেন
রবেস্তনয়ঃ সন্ = রূয়তে স্তূয়তে রবিঃ তস্য তনোতি কুলং তনয়ঃ সন্

যথা = যেন প্রকারেণ
মন্বন্তরাধিপঃ = মন্বন্তরস্য অধিপো
বভূব = ভাবিনি রাজা ভূতত্বারোপঃ।
[তথা তং প্রকারং নিশাময়েতি সম্বন্ধঃ]

মহামায়া + অনুভাবেন ॥ মন্বন্তর + অধিপঃ ॥ সঃ + বভূব ॥ সাবর্ণি + তনয়ঃ + রবেঃ ॥

মহা-ঐশ্বর্য্যশালী সেই সাবর্ণি মহামায়ার প্রভাবে সূর্য্য পুত্র হইয়া যে প্রকারে মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন [তাহা আমার নিকট হইতে অবগত হও]

প্রশ্ন —মহাভাগ ইহার অর্থ কি ?

উত্তর —মহান্ অর্থাৎ অসাধারণ,ভাগ অর্থাৎ ভগ সমুদায় যাঁহার তিনি মহাভাগ। ভগ সমুদায় হইতেছে "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা" বিষ্ণুপুরাণ।

ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—ইহা ভগ সমুদায়--এই সমস্ত যাঁহাতে অসাধারণ ভাবে অবস্থিত তিনি মহাভাগ। ইঙ্গনা অর্থ সূচনা।

প্রশ্ন— মহামায়ানুভাবেন—এখানে মহামায়া ও অনুভাব-ইহাদের অর্থ কি ?

উঃ— যাঁহার মায়া জগতের সকলকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে, তিনি মহামায়া "মহতী চাস্তা মায়া যস্যাঃ সা মহামায়া" মহামায়া হইতেছেন পরমেশ্বরের শক্তি। এই শক্তি কখন শিবের সহিত এক

হইয়া থাকেন কখন বা বহির্ম্মুখী হইয়া চৈতন্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাঁহারই উপরে জগৎ ভাসাইয়া থাকেন। মহামায়া আপন অনুভাবে অর্থাৎ প্রভাবে সুরথ রাজাকে মন্বন্তরাধিপ করিয়াছিলেন। অনুভাবঃ ইদমিত্থং ভবত্বিতীচ্ছা—ইহা এইরূপ হইবে এই ইচ্ছাই অনুভাব।

প্রশ্ন--মায়া কাহাকে বলে ?

উত্তর--বিসদৃশ প্রতীতি সাধনং মায়া। স্বরূপ না দেখাইয়া স্বরূপকে অন্যরূপে দেখাইতে পারেন যিনি তিনিই মায়া। যাহা নাই তাহাকে আছে বলিয়া দেখান যিনি তিনি মায়া। যিনি রজ্জুর উপরে সর্প না থাকিলেও সর্প ভাসান তিনি মায়া। মায়া অঘটন ঘটনা পটীয়সী। এই মায়া সর্ব্বব্যাপিকা বলিয়া ইনি মহামায়া।

যথা হরি র্জগদ্ব্যাপী তস্যশক্তিস্তথানঘ।
দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ইতি নারদীয়ে

চৈতন্য বা শ্রীহরি বা শিব জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। হরি যেমন জগদ্ব্যাপী সেইরূপ তাঁহার শক্তিও জগদ্ব্যাপিকা। দাহশক্তি যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যাপিয়া থাকে সেইরূপ মায়াও আপন আশ্রয় যে সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরি তাঁহাকে ব্যাপিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—মহামায়া ঈশ্বরের শক্তি বুঝিলাম। আরও বুঝিলাম এই শক্তি কখন ঈশ্বরী হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন কখন বা বহির্মুখে নাচিতে নাচিতে জগৎ বিস্তার করিয়া সর্ব্বপ্রাণীকে মোহে বা অজ্ঞানে অভিভূত করেন। "তস্যাশ্চ মহত্ত্বং সর্ব্ববিষয়ত্বমিতি মহামায়েশ্বর শক্তিঃ। সৈব হি প্রাণিনো মোহয়তি। মোহকারিণী এবং মুক্তিদায়িনী এই দুই বিরোধী ভাব এক শক্তিতে থাকে কিরূপে ?

উত্তর—শক্তির দুইটি বিরুদ্ধ স্বভাব দৃষ্ট হয় বলিয়া ইঁহাকে সদসদাত্মিকা বলা হয়। "সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা" ইতি নারদীয় বচনে। মহামায়া কখন অস্পন্দ স্বভাবা, কখন স্পন্দ স্বভাবা। এই স্পন্দ স্বভাবা শক্তিই অস্পন্দস্বভাবা শক্তির উপরেই ক্রীড়া করেন। স্থিতির উপরেই গতি ভাসে। অবরণীয় ভর্গ বরণীয় ভর্গের উপরেই ভাসিয়া জগৎ বিস্তার করেন।

প্রশ্ন—ইঁহাদের সম্বন্ধ আরও একটু বিশদরূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

উত্তর— নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময়পদোন্মুখী।

শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাস্মৃতাঃ॥

ইতি প্রয়োগসাগরে।

শক্তি যখন অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিতে থাকেন তখন তিনি নাদ বা শব্দরূপা। ইনি যখন ব্রহ্মমুখী হয়েন তখন ইনি চলনরহিতা। এই অবস্থায় শিব ও শক্তি অভেদ। আনন্দশক্তিরূপিণী মহামায়াও যিনি আর "অনেজৎ একং" স্বরূপাবস্থাও তিনি। মহামায়াই তখন নির্গুণা-শক্তি বা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মরূপিণী। এই স্বরূপ চিন্তা করিয়া বলা হইতেছে শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতাঃ॥ শক্তি শিবোন্মুখী হইয়াই পুরুষরূপা বা শিবরূপা। শিবের উপরে কালী সমকালে ত্রিলোক উদ্ধার কারিণী এবং ত্রিলোকমোহকারিণী।

প্রশ্ন—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কি ইহার স্পষ্ট ধারণা করা যায়?

উত্তর—যায়।

এক ব্যাঘ্রিনী সন্তান লইয়া খেলা করিতেছে। কতকগুলি মানুষ ব্যাঘ্রিনী দেখিতে গিয়াছে। মানুষ দেখিবামাত্র ব্যাঘ্রিনীর চক্ষু কঠোর ভাব ধারণ করিতেছে, সেই সময়ে ব্যাঘ্রশিশু মায়ের গলা জড়াইয়া মায়ের চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিল। আশ্চর্য্য! যে চক্ষু মানুষ দেখিয়া কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছিল—এক মুহূর্ত্তেই সেই চক্ষু স্নেহভরিত হইয়া শিশুর দিকে চাহিল। অসুর স্বভাব দেখিলে মায়ের দৃষ্টি অতি কর্কশ হইয়া উঠে—সে দৃষ্টির দিকে চাওয়া যায় না কিন্তু দেবসন্তানের প্রতি মায়ের দৃষ্টি করুণাভরা—মা তখন দয়মান দীর্ঘ নয়না। অসিমুণ্ড যেমন মায়ের হস্তে সেইরূপ মা আবার বরাভয়দায়িণী। এই বিচিত্ররূপা মা জগজ্জননী জগদম্বা। অসুরেরা মাকে দেখে মা অতি কোপনা—মা কুৎসিতা, কখন হ্রস্বা কখন দীর্ঘা কখন সূক্ষ্মা—কিন্তু দেবতার নিকটে মা আনন্দময়ী একরূপা।

প্রশ্ন—মায়াকে ত প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ কি এক?

উত্তর—প্রকৃতি যখন পুরুষোন্মুখী হন তখন প্রকৃতিই পুরুষ হইয়া যান।

সমুদ্র বক্ষ না পাইলে যেমন তরঙ্গের ভাঙ্গা ভাসা হয় না সেইরূপ শিবের বক্ষ না পাইলে শিবার নাচাও হয় না। যিনি এই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন তিনি দেখেন শিবই শিবারূপ ধারণ করেন কিরূপে? শৈবাগমে পাওয়া যায়—

"আনন্দচিদনস্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃগিতি॥"

আনন্দ জ্ঞান ঘন জগৎপ্রভু ঈশ্বরই প্রকৃতিরূপ ধারণ করেন।

প্রশ্ন—মন্বন্তরাধিপঃ—একমন্বন্তরে যুগ সংখ্যা কত?

উত্তর—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সত্য ত্রেতা দ্বাপরও কলি এই চারি যুগ একাত্তর বারেরও কিঞ্চিৎ অধিক কাল ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলে এক মন্বন্তর হয়।

মন্বন্তরং কিঞ্চিদধিকৈক সপ্ততিচতুর্যুগাত্মকঃ কালঃ।

প্রশ্ন—"স বভূব" এইরূপ প্রয়োগ কেন?

উত্তর—সুরথরাজা এখনও সাবর্ণি হয়েন নাই, এমনও মন্বন্তরাধিপ হন নাই তথাপি অতীতে প্রয়োগ যে হইতেছে তাহার কারণ "ভাবিনী ভূতবদুপচারঃ" "ভাবিনা ভূতত্বারোপঃ"। ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়া অতীতের প্রয়োগ করা যায়। যেমন "পাচক' কথাটি পাকের অধিকারী যে তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়—সে তখন পর্য্যন্ত পাক করুক বা না করুক তথাপি পাচক।

প্রশ্ন—"সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ" প্রথম শ্লোকে বলা হইল সাবর্ণি হইতেছেন সূর্য্যতনয়। দ্বিতীয় শ্লোকে সাবর্ণি স্তনয়োরবেঃ এখানে এক সঙ্গে বলা হইতেছে সাবর্ণি অর্থাৎ সূর্য্যতনয় এবং রবিতনয়। এস্থলে পুনরুক্তি দোষ ত হইতে পারে?

উত্তর—পূর্ব্ব শ্লোকে অষ্টমো মন্বন্তত্তরধিপঃ সাবর্ণিনামো সূর্য্যতনয়ঃ ইত্যুক্তম্; ইহতু রবিতনয়াত্বে মন্বন্তরাধিপত্বে চ মহামায়া প্রসাদ এব কারণমিতি ন পৌনরুক্তম্। সাবর্ণি সূর্য্যতনয়—ইনি যে মন্বন্তরাধিপ হইলেন তাহার কারণ মহাহামায়ার প্রসাদ—এজন্য রবিতনয় বলায় পুনরুক্তি হয় নাই।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৸০ আবাধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১।০ বাধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখাসম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ॥০ আনা

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভায় সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরং দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৬শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল। [৩য় সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন "উৎসব" অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৲। ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৲ স্থলে ২৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

আলাপন।

সংসার দাবদাহ প্রজ্বলিতের পবিত্র শান্তিসুধা।

"ভাই-ও-ভগিনী" এবং "নির্ম্মাল্য" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

এই "আলাপন" অনর্থক গাল গল্পমূলক সংসার সর্ব্বস্ব বিষয়ী ব্যক্তির আলাপন নহে,—ইহা পরমার্থ প্রেমিক মুমুক্ষু সাধকের প্রাণারাম "আলাপন' ইহা অনিত্য সুখলিপ্সুর "আলাপন" নহে—ইহা সুখান্বেষী নিত্যানন্দধাম শান্তিসুধা ব্রক্ষিত আলাপন। "কে জানে কাহাকে" "সাবধান" "অন্তিমে অবসর" "জীবন মরণ" "রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী" এবং "যদি নির্ম্মম হইতে" ইত্যাদি আঠারটী অতীব সুমধুর "আলাপন" এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লিখিবার প্রণালী কথোপকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া আঘাত দিতে থাকে। সব ক'টী "আলাপনেই" গ্রন্থকারের পবিত্র অন্তঃকরণের পবিত্র ভাবপ্রবাহ যেন স্বতঃএব উচ্ছসিত হইতেছে। সংসারের নিদারুণ ক্লেশে প্রাণ যখন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, প্রাণ যখন বিষম দাবদাহে প্রজ্বলিত হইয়া শান্তি অন্বেষণে কাতর হইয়া উঠিবে তখন এই "আলাপন', তাহার প্রিয় সুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে। ইদানীং এত অশ্লীল সাহিত্য-পরিপ্লাবিতকালে এরূপ সুপবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল ভাবে পঠন পাঠন সবিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইহা পারিতোষিক পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া একান্তবাঞ্ছনীয়। ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর মূল্য মাত্র এক টাকা চারি আনা—১।০

প্রাপ্তিস্থান—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "উৎসব" অফিস।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৬শ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল। { ৩য় সংখ্যা

হরি হ'য়ে হরি ভজন গান।

হরি— তোমার কৃপায় তোমায় পাওয়া যায়
নাই আর উপায় এই কলিতে।
যোগ যাগ জপ নহেত সম্ভব
মলিন এই কালে তোমায় পাইতে॥
তথাপিও কর যেবা যাহা পার
থাক হরি হ'য়ে হরি ভজিতে।
এই শিক্ষা ধর এই চেষ্টা কর
সুন্দর হইয়া সুন্দরে ভজিতে॥
তবে— হরির কৃপা পাবে পরাণ জুড়াবে
হরিই যে সব পার্‌বে বুঝিতে।
নীলাকাশ হরি, পত্র পুষ্প হরি
হরি ওই সাগর লহরীতে॥
সুখ দুখ হরি তোমার দেহ হরি
মন প্রাণ হরি থাক স্মরিতে।

অন্তরে বাহিরে সদা স্মর হরি
মরণ মঙ্গল হরি হরিতে॥
দুর্গা কালী হরি রাম কৃষ্ণ হরি
হরি বিনা কিছুই নাই জগতে।
যে জন এ ভবে এ ভাবে স্মরিবে
সদা হরি হ'য়ে রবে কৃপাতে॥
অকিঞ্চন কয় হরি কৃপাময়
অনুগ্রহ মূর্ত্তি হরি গুরুতে।
পিতা মাতা হরি শত্রু মিত্র হরি
আর সব মিছা ছাড় হরিতে॥

মা আমায় নিয়ে চল।

মা তুমি যা কিছু লীলা করিয়াছ সকলই কি আমাদের মত দুঃখী জীবকে শিখাইবার জন্য, আমাদের মত কলিপতিত নরনারীর উদ্ধারের জন্য ?

এই যে করজোড়ে ভগবানকে জানাইতেছ—বন গমন কালে ভগবান্ বনের দারুণ ক্লেশ দেখাইয়া—বনের ভয় দেখাইয়া—তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চান না—যাইতে নিষেধ করিতেছেন আর তুমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিদ্যুৎমণ্ডিত নবীন জলধর মুর্ত্তি যে তিনি—করজোড়ে তাঁহাকে বলিতেছ—

ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ দুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ! সমানসুখদুঃখিনীম্॥

আমি তোমার ভক্ত—পতি তুমি তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তোমার সুখে দুঃখে আমার সমান আর বা কে আছে ? হে কাকুৎস্থ—আমাকে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত আমি যে সুখে দুঃখে তোমার একমাত্র সঙ্গিনী—আমাকে লইয়া চল। সকল প্রকারের গায়ত্রী মন্ত্রের "আমায় লইয়া চল" এই প্রার্থনাই জীবন স্বরূপ।

গোরক্ষপুর হইতে কল্যাণ মাসিকপত্রে প্রকাশিত রামায়ণাঙ্ক পুস্তকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলার বহুচিত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর চিত্র—এমন ভাব ব্যঞ্জক চিত্র বড় একটা দেখা যায় না। সেইখানে সীতারামের অতি প্রাণস্পর্শী একখানি চিত্রে—এই ভাবটি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। এই চিত্র অবলম্বনে পরে কিছু বলিব, এইক্ষণে কল্যাণ পত্রের প্রাণস্বরূপ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই সুন্দর প্রতিকৃতি দিয়া—যিনি কিছু সাধনা করিতে ইচ্ছুক তাঁহার তিনি বড় উপকার করিয়াছেন—উপকার অর্থে উপ—সমীপে, কার—করিয়া দেওয়া ইহাই যথার্থ উপকার—এই চিত্র দর্শনে তপস্যা করিয়া যদি কিছু লাভ হয়—সে পুণ্য যেন সম্পাদক প্রভৃতি কল্যাণ পত্রের অনুষ্ঠাতৃগণকেই বর্ত্তায়। আর কি বলিব—আমাদের অন্য সম্বল নাই। তজ্জন্য দুঃখিতও নহি। কারণ সাধুদিগের মুখে শুনি—

চিড়িয়া না করে চাক্‌রী অজগর না করে কাম।
যেহি জিনকো মিলনা হায় দেনেওলা রাম॥

"হিন্দীভাষা শিক্ষা কখন ভাগ্যে ঘটে নাই—কাজেই কোন কিছু লিখিতে গেলে তেড়া বাকা হইয়া যায় এইজন্য ক্ষমার্হ। বলিতেছি—রাম না দিলে কে কোথায় কি পায়? কলিকৌতুক ভরা এই বিষম কালে পরম রামভক্ত গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন—

জলচর স্থলচর নভচর নানা* যে জড় চেতন জীব জহানা॥
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাই* জব যেহি যতন জহা জেহি পাই॥
সো জানব সৎসঙ্গ প্রভাউ* লোকহ বেদ ন আন উপায়॥
বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই* রাম কৃপাবিনু সুলভ না সোই॥

জলে স্থলে আকাশে, জড় ও চেতন যেখানে যত জীব আছে তাহারা বুদ্ধি, কীর্ত্তি, সৎগতি, ঐশ্বর্য্য, শোভা যেখানে যাহা যত্নদ্বারা পায় তাহা সৎসঙ্গের প্রভাবেই পায়। লোকমধ্যে উত্তম বস্তু প্রাপ্তির আর অন্য উপায় জানা যায় না। সৎসঙ্গ বিনা জ্ঞান জন্মে না আবার রামের কৃপা না হইলে সৎসঙ্গও লাভ হয় না।

ঐ যে বলিতেছিলাম কল্যাণ মাসিকের প্রচারকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ইহা তাঁহারা বহুপ্রকারে এই সৎসঙ্গের এবং রামকৃপা লাভের সুবিধা করিয়া

দিতেছেন বলিয়া। আবার বলি ইহাতে যে পুণ্য সঞ্চিত হইবে তাহা তাঁহাদেরই প্রাপ্য আর তাহা যেন তাঁহাদেরই উপরে বর্ষিত হয়।

জগজ্জননী এই যে জোড় করে জগদেকনাথ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন আমাকে লইয়া চল—সাধক মাত্রেরই মায়ের কাছে প্রার্থনার বস্তুই এই "লইয়া চল"। মা নিজে আচরণ করিয়া যাহা দেখাইতেছেন তাহা তাঁহার সন্তানগণের জন্য। আহা! ত্রিতাপ তাপিত তাঁহারই পুত্র কন্যা সকলকে তিনি বলিয়া দিতেছেন—তোমরাও আমার নিকট প্রার্থনা কর—মা আমাদিগকে লইয়া চল। রাম রাম যে জপ কর—আমায় লইয়া চল—আমায় লইয়া চল বলিয়া জপ কর।

কতখানি কাতর হইলে প্রার্থনার সহিত এই জপ চলিবে বল? আহা! আজকালকার এই ভীষণ ব্যভিচারের দিনে—এই জগৎব্যাপী হাহাকারের দিনে কেই বা কাতর নয় তাই বল? তথাপি আমাদের হৃদয় যে কাতর হয় না—তাহা আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

বাহিরের দুঃখ ত প্রচুর—তার পরে সাধকের ভিতরের দুঃখ আরও ভয়ানক। সংসারে বড় আবদ্ধ—উদ্ধার কর। মনের গোলামী ছাড়িতে পারি না—উদ্ধার কর। রোগ শোক ভরা দেহ কারাগারে বড় আবদ্ধ, উদ্ধার কর। আর সত্যসত্যই এখানে যেন থাকিতে পারিনা—মা আমাকে তোমার কাছে লইয়া চল। আমি তোমাকে পাইলাম না—তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও—আমাকে লইয়া চল। শ্রুতিও এই প্রার্থনার কথা বলিতেছেন "ব্রহ্মমেতি মাং মধুমেতি মাং"—ইহা প্রার্থনারই মন্ত্র।

এই সুন্দর ছবির দিকে চাহিয়া চাহিয়া রাম রাম করিতে করিতে মাকে যদি বলা যায়—মা লইয়া চল- মা লইয়া চল, তবে কি প্রাণ সরস হয় না? হয় কিনা করিয়া দেখ আপনিই বুঝিবে। আর কি বলা যাইবে—হে কৃপাসিন্ধো! হে দয়ানিধে—হে অধম তারণ—আমরা নিতান্ত অধম—মায়ের মত তোমাকে বলিতে পারি না আমরা একনিষ্ঠ—আমরা দীন—আমাদের যোগ্যতা কোন বিষয়েই নাই—তথাপি তোমার স্বভাব যখন আলোচনা করি তখন দেখি তুমি আমাদের মত অগতির গতি। আর কি বলিব এই মাত্র বলি।

পরস্য যোগ্যতাপেক্ষারহিতা নিত্য মঙ্গলম্।
দদাত্যেব নিজৌদার্য্যাৎ যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্॥

তোমার পুত্র কন্যার যোগ্যতা আছে কি নাই তাহা না দেখিয়াই নিজের উদারতা গুণে নিত্য মঙ্গল দান কর—তোমার মত কৃপাসার—তোমার মত ভদ্র আর কে আছে, তোমাকে নমস্কার—নমস্কার! শুধু দুঃখে নয় সুখকালেও যদি দুঃখ বোধ হইয়া আমায় লইয়া চল প্রার্থনা বহির হয়—সকল অবস্থাতেই যদি ঐ প্রার্থনা চলে তবেই হয়, নতুবা নয়।

তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো!

১৩৩৮ এর বৈশাখ মাস শেষ হয় হয় হইতেছে। দারুণ গ্রীষ্ম-অবসাদ যেন যখন তখন আক্রমণ করিতেছে। রাত্রি কালরাত্রির মত কত ছট্‌ফটানি আনিয়া দেয়।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দুর্গা দুর্গা করিতে যাই, দেখি প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল। কোনরূপে প্রাতঃস্মরণ কার্য্য করিলাম—ভয় গেল না। শয্যা-কৃত্যের পরে শৌচ কৃত্য শেষ করিলাম ভয় সেইরূপই আছে। ব্যথিত হইলাম—প্রাতঃকৃত্যের প্রথম অঙ্গ শেষ করিলাম—আরও পরের কার্য্য করিলাম। ভয় যায় নাই। কিসের ভয় ইহা? বলিতেছি।

যে সমস্ত ক্লেশ চিত্তকে সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ করে—তাহার মধ্যে সর্ব্বশেষের ভয় ইহা। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ—সর্ব্বদা চিত্তকে ক্লেশ দিতেছে—শেষের ক্লেশ অভিনিবেশ! অভিনিবেশ হইতেছে মৃত্যুভয়। এই ভয় আজ পাইয়া বসিয়াছে।

যখন মৃত্যু অতি করাল মূর্ত্তি ধরিয়া তোমায় লইতে আসিবেন তখন? তখন কি করিবে? এখন ত বলিতে পারিতেছ—মা লইয়া চল—তখন মৃত্যুকে কি মা বলিয়া বলিতে পারিবে মা লইয়া চল? এখন ত বিচার করিয়া বুঝিতেছ সিংহ শিশু সিংহিনীর ভীষণ মূর্ত্তি দেখে না—মায়ের মূর্ত্তি শিশুর কাছে কখনও ভীষণ হয় না—তোমার তাহা হইবে ত? মায়ের মূর্ত্তি সদা

প্রসন্ন—মা সর্ব্বদা স্মেরমুখী—মা সর্ব্বদা আনন্দময়ী। তোমার ভীষণ কর্ম্মগুলি মায়ের মধুর মূর্ত্তিকে আবরণ করিয়া মায়ের করাল মূর্ত্তি আনয়ন করে নতুবা মা "সর্ব্বদাই শিরসি পদনখাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্য সারা"—মা সর্ব্বদাই "সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরা"। নিদান কালে—শেষের মুহূর্ত্তে বলিতে ত পারিবে, মা আসিয়াছ লইয়া চল? মায়ের কৃপা ভিন্ন ইহা হইবে না—তখন এই কৃপা পাইবে ত? কৃপা লাভের জন্যই আজ্ঞা পালন চেষ্টা—তাহা কি ঠিক হইতেছে? হইতেছে না—তবে শেষ মুহূর্ত্তে ঐ কৃপা লাভ হইবে কি?

হরি! হরি!—সবই যে অন্ধকার। ভয় ত হইল—তথাপি ইহা শেষের ভয় নয়। এখনও মৃত্যুচক্র তোমার হৃদয়ে আসিয়া ঘুরিতেছে না। এখনও এই জীবনের সকল কুৎসিৎ কর্ম্ম—শত শত জীবনের ভীষণ পাপ কর্ম্ম মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে না—মৃত্যু সময়ে ত ইহাই হইবে—অজ্ঞাত জ্ঞাপক শ্রুতি এই ছবি আঁকিয়া দেখাইয়া দিতেছেন—লোকের মৃত্যুকালে যে ইহা হয়—মৃত্যুকালে রোগীকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর—শ্রুতির কথার চিহ্ন সমস্তই দেখিতে পাইবে—বলিতেছি এই ভয়, সেই ভয় নহে—এখনও ইহা কল্পনায় আসিতেছে, তখন আসিবে সত্য সত্য। কি করিবে তখন?

নিত্য ক্রিয়ার প্রথম কার্য্য প্রথমেই শেষ করিয়াছি—অন্য সমস্ত করিবার পূর্ব্বে এখন একবার সকল ভয়ের অপহর্ত্তা শাস্ত্র গ্রন্থ হস্তে লইয়া কাতর প্রাণে প্রণাম করিলাম। ইনি তাঁহারই শাসন বাক্য—ইনি শাস্ত্র। বনে বা অন্ধকারে ভয় পাইলে যে মন্ত্রপাঠে ভয় দূর হয়—যে সমস্ত শ্লোক বিষ্ণুপঞ্জর মন্ত্র বলিয়া মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ—যে শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পরে পরে একাদশটি শ্লোক একাদশ ইন্দ্রিয়ের শোধক তাহাই প্রথমে পাঠ করিলাম। তাহার পরে "তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো" শরণাপত্তির স্তবে চক্ষু পড়িল। সমস্ত স্তবটি পাঠ করিয়া দ্বিতীয় প্রকার বিষাদ যোগের কথা পাঠ করিয়া প্রথম বিষাদ যোগ হইতে আবার পড়িলাম। সমস্ত শেষ করিয়া ভাবিলাম হায়! আজকালকার মানুষ ত দীন হয় না—তুমি কিন্তু মানুষকে ত্যাগ কর না—নর নারীকে দীন হীনা করিয়া বন্ধু হও তুমি—দীনবন্ধু নাম ধর তুমি—দীনবন্ধো! আমি তোমারই শরণ লইলাম। মায়ের মূর্ত্তি ত সম্মুখেই রাখিয়া বসিয়াছি। ব্যাকুল হইয়া মায়ের দিকে আজ কাতর প্রাণে বলিতে পারিলাম—মা লইয়া চল। এখন প্রাণ শান্ত হইয়াছে—ইহা তোমারই

কৃপা। শত শত প্রণাম মা করিতেছি—শেষকালে মৃত্যু দেখিয়াও যেন বলিতে পারি "মা শিরসিপদ নখাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্য সারা"—মা "সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরা তুমি"—যে মূর্ত্তিতেই মা তুমি আগমন কর—কোথাও ভয় না পাইয়া যেন তোমার এই মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া তখনও বলিতে পারি—মা লইয়া চল—ইহাই প্রণাম করিতে করিতে করজোড়ে তোমার কাছে শেষ প্রার্থনা।

আর লিখিয়া কি হইবে—যাঁহাদের আবশ্যক তাহারা ঐসব দেখিয়া লইবেন। নিত্য পাঠের জন্যই ঐসব।

শেষে বলি—মা তুমিই ত গর্ভধারিণী মা হইয়া আসিয়াছিলে—তোমার মুখোস দেহ ছাড়িয়া এখন তুমি সেই মাই। কাশীধামে নশ্বর মুখোস ছাড়িয়া এখন ত স্বরূপ মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা সম্মুখে উপাসনার বস্তু হইয়া আছ। মা আবার প্রার্থনা করি শেষে যেন ফাঁকি না পড়ি—এখন হইতে এখনকার কাজ প্রতিনিয়ত করাইয়া লইয়া এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করিয়া দাও। সত্যই বুঝিতেছি তুমি ভিন্ন আর কেহ শেষের মুহূর্ত্তে কাছে দাঁড়াইবে না—কেহ লইয়াও যাইতে পারিবে না।

অধ্যয়ন।

বেদের কিছু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রুতি একথা বলিলেন কেন?

কি?

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মাকে দেখিতে হইবে তজ্জন্য আত্মার কথা শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং ধ্যান করিতে হইবে। এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ ধারণা করিবার পূর্ব্বে শ্রুতি ইহা বলিলেন কেন ইহাই আলোচনা করিতে চাহিতেছ?

হাঁ—তাহাইত আবশ্যক বোধ করি। কারণ এই বিশাল বিশ্বে কতই ত দেখিবার আছে, কতই জানিবার আছে, কতই শুনিবার আছে শুধু আত্মাকে দেখিলেই কি মানুষের সব সাধ মিটিয়া যাইবে?

অনন্ত জীবন যদি পাও তাহা হইলেও সব দেখিয়া, সব শুনিয়া, সব জানিয়া শেষ করিতে পারিবেনা। শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন এমন কোন বস্তু আছে যাহা দেখিলে সব দেখা হয়, যাহা জানিলে সব জানা হয়, যাহার কথা শুনিলে সব শুনা শেষ হইয়া যায়, যাহা পাইলে আর পাইবার কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"।

শ্রুতিই বলিতেছেন, "মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্"। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে জানিলে সব জানা হয়।

ইহাত ভাল করিয়া বুঝিবার কথা! এককে জানা হইলে সব জানা হয় কিরূপে, ইহা এমন করিয়া উপদেশ করুন যাহাতে আমার মত হস্তিমূর্খও কিছু ধরিতে পারে।

শ্রবণ কর। সকল বস্তু ভাসিয়াছে এই আত্মারই উপরে। সকল বস্তুর মূলে এক অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন—যিনি না থাকিলে বিশ্বের কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না।

চৈতন্য না থাকিলে সৃষ্টির কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না—এই উপদেশের মর্ম্ম পরে বুঝিব কিন্তু অগ্রে বলুন সকল সৃষ্ট বস্তু ভাসিয়াছে এই আত্মারই উপরে ইহা বুঝি কিরূপে?

সমুদ্রের অগাধ জলরাশি না থাকিলে তরঙ্গ ভাসিবে কাহার উপরে? সুনীল আকাশ না থাকিলে মেঘমালা ভাসিবে কাহার উপরে? সেইরূপ সকলের মূলে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য না থাকিলে সৃষ্টি ভাসিবে কাহার উপরে? শিব না থাকিলে কালীর নৃত্য করিবার স্থান কোথায়? আত্মা না থাকিলে মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিবে কাহার উপরে? স্থিতি না থাকিলে গতি হইবে কাহার উপরে? বুঝিতেছ এই জগতে গতিশীল যাহা কিছু, তাহাই চলা ফেরা করিতেছে এক "অনেজদেকং" এক সর্ব্ববিধ কম্পনশূন্য—পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ—জ্ঞান স্বরূপ—একমাত্র আত্মারই উপরে।

শাস্ত্র কি ইহাই বলিতেছেন?

হাঁ—সৃষ্টিতত্ত্ব না বুঝিলে অধিষ্ঠান চৈতন্যের কথা বুঝিবে কিরূপে?

অল্প কথায় সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস কি পাওয়া যাইতে পারে?

পাওয়া না যাইবে কেন? যায়।

বলুন।

সদানন্দে চিদাকাশে মায়া মেঘ তড়িৎ মনঃ।
অহংতাগর্জ্জনং তত্র ধারাসারোহি যত্তমঃ॥

সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত আনন্দ স্বরূপ—চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ—আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী অলেপক আত্মার উপরে—চিদাকাশের উপরে—সুনীল সর্ব্বব্যাপী আকাশে মেঘ উঠিল—মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ ছুটাছুটি করিতে লাগিল——তার পরে ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল—তাহার পরেই মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

আকাশের মত আত্মা—সৎ-চিৎ-আনন্দ। আকাশের গায়ে যেমন মেঘ—সেইরূপ আত্মাকে যেন আবরণ করিয়া মায়া মেঘ ভাসিলেন। মায়া মেঘে মহামন তড়িৎরূপে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন সেই বিদ্যুৎরূপী মনের অহং অহং গর্জ্জন হইতে লাগিল—মহামন অহং অহং করিতে করিতে গর্জ্জন করিতে লাগিল—মন হইতে অহংকার জন্মিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—তামস সৃষ্টি ধারা অজস্রভাবে পতিত হইতে লাগিল। এক শ্লোকে সংক্ষেপে সৃষ্টির কথা শাস্ত্র বলিলেন।

আহা! এখানে বুঝিবার কথা অনেক আছে। এখন তাহা থাক কিন্তু সদানন্দ চিদাকাশ আত্মার কথা বলুন। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য—আত্মা না থাকিলে সৃষ্টির কোন কিছুরই কি অস্তিত্বই থাকে না?

অস্তিত্বই ত "আছে" লইয়া। "আছে" বাদ দিয়া সৃষ্টির কোন কিছু কি ভাবিতে পার?

তাইত? আছে বা অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোন কিছুইত ভাবা যায় না। সকলের মূলে দেখিতেছি এই "আছে" আছে।

হাঁ—ইহাহ সৎ—ইহাই আত্মা। সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ আত্মার এই সৎভাব আছে—এই অস্তিত্ব বিনা আয়াসে সকলেই অনুভব করিতে পারে। "আমি আছি" এই কথা অনুভব না করে এমন লোক কোথাও কি দেখিয়াছ?

না—তাহা নাই সত্য। কিন্তু আমি স্বরূপ—ইহাত সকলের অনুভবে আসেনা।

না—তা আসে না। "সৎ" কে কেহই আবরণ করিতে পারে না বলিয়া "আছে"র অনুভব সকলেই করিতে পারে কিন্তু জ্ঞানকে আবরণ করে অজ্ঞান—আনন্দকে আবরণ করে ক্লেশ ও নিরানন্দ—তাই জ্ঞানানন্দের অনুভব হয় না।

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান যে সর্ব্বত্র আছেন—জ্ঞান যে সর্ব্বব্যাপী ইহা আচ্ছন্ন—সেই জন্য জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়—শোক করে। আবৃত হইলে আনন্দও আচ্ছন্ন থাকেন কারণ জ্ঞানই আনন্দ—অজ্ঞানই নিরানন্দ—অজ্ঞানই দুঃখ।

মূল পদার্থই এই আত্মা—এই ব্রহ্ম। যেমন পট না থাকিলে ছবি আঁকা যায় না—ছবি ভাসেনা, সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্য না থাকিলে জগচ্চিত্র ভাসিবে কাহার উপরে?

জগৎটা ছবির মত?

তা নয় কি? জগৎ ছবি আঁকিয়াছেন—আঁকিতেছেন—আঁকিবেন—মায়া—ঈশ্বরের শক্তি। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি যখন ব্রহ্মে লীন থাকেন তখন ইনি অস্পন্দশক্তি—তখন ইনি ব্রহ্মই। আবার যখন ইনি স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহিরে আগমন করেন তখন ইনি জগৎজীব মোহকারিণী মহামায়া। শক্তিকে প্রকৃতিও বলা হয়। অনাদি শুদ্ধ ব্রহ্ম বিষয়ে অনাদি কল্পিত প্রকৃতি রহিয়াছে। এই প্রকৃতি ভাসিয়াছেন অধিষ্ঠান চৈতন্যেরই উপরে। এই প্রকৃতিই সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন কাজেই চৈতন্য না থাকিলে সৃষ্টির অস্তিত্বই থাকেনা। চৈতন্যের শক্তি চৈতন্য ভিন্ন জগদাকার ধারণ করিবে কোথায়? এই প্রকৃতি তিন ভাগে বিভক্ত। মায়া—অবিদ্যা—আর তমোপ্রধান প্রকৃতি। যিনি মায়া তিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ যুক্তা—যিনি মলিন সত্ত্বগুণ যুক্তা তিনি অবিদ্যা—আর তমোগুণ প্রধানা যিনি—তাঁহার নাম তমঃ প্রধান প্রকৃতি।

ব্রহ্ম পরিপূর্ণ পদার্থ। মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য যিনি তিনি মায়াধীশ ঈশ্বর। ইনি জগৎকর্ত্তা—ইনি সর্ব্বজ্ঞ।

অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য যিনি তিনি জীব চৈতন্য। জীব ও ঈশ্বর—উভয়েই কল্পিত। শ্রুতি বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি।" অধিষ্ঠান চৈতন্য বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—পরম সত্য।

জীবত বহু দেখা যায়—চৈতন্য আত্মাও কি বহু? আত্মা বহু নহেন। আত্মা একটিই। পরিপূর্ণ যিনি তিনি বহু হইবেন কিরূপে? প্রকৃত আমি যিনি তিনি একটিই।

তবে যে প্রতি মানুষ আমি আমি করে—সমস্ত আমিই কি এক আমি? ভিন্ন ভিন্ন আমি হইয়াছে—আমি ভুলিয়া মানুষ যখন দেহটাকে আমি বলে।

দেহটাই প্রকৃতি। প্রকৃতি সর্ব্বদাই বহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন—এই বহুতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও সেই জন্য বহু আমি হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহারা সেই এক বিম্ব চৈতন্যেরই প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব চৈতন্য বা ছোট আমিকে বিম্ব চৈতন্য বা বড় আমি দেখানই দুঃখ নিবৃত্তি!

বুঝিলাম—এখন বলুন আত্মদর্শন কিরূপে হয়? আত্মদর্শন করিতে হইলে "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহাই শ্রুতির একমাত্র সিদ্ধান্ত। আত্ম-দর্শনের উপায় এই তিনটির অভ্যাস। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহার কি বিশেষ অর্থ আছে?

আছে। শ্রোতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ॥

শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ বলা হয়; যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করার নাম মনন এবং সর্ব্বদা চিন্তনকে বলে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান!

কি ভাবে নিদিধ্যাসন বা সর্ব্বদা চিন্তন করিতে হয়?

আমি আমি যাহাকে করি—সেই আমি দেহ নহি—সেই আমি মনও নই আমি সেই পূর্ণ চৈতন্য—এই ভাবনাকে নিদিধ্যাসন বলে।

এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য কিন্তু ইন্দ্রিয় গোচর নহেন—এই জন্য ইনি কৃপা করিয়া যখন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন তখন ইহাকে ধ্যান করা যায়। নিদিধ্যাসন—আমিই সেই। ধ্যান—আমি তোমার বলিয়া ইষ্টমূর্ত্তির শরণাপন্ন হওয়া।

আমি আত্মা—আমি আত্মা—ইহা কি সকলেই বলিতে পারে, বা বুঝিতে পারে—বা অনুভব করিতে পারে?

আত্মার অনুভব করা সকলে পারেনা, অপরোক্ষানুভূতির জন্য সাধনা না করিলে ইহা হয় না। কিন্তু আত্মার পরোক্ষজ্ঞান সকলেরই হইতে পারে। আত্মার পরোক্ষজ্ঞানের অধিকার আচণ্ডাল সকলেরই আছে। ইহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতা বিশেষ ভাবে উপদেশ করিতেছেন। জগৎকে প্রকৃত পক্ষে উন্নত করিতে হইলে এই পরোক্ষজ্ঞানের প্রচারই প্রকৃষ্ট উপায়।

ইহাতে কি হয়?

সকলেই যদি ধারণা করে আমরা আত্মাই—আবার সকল আত্মাই মূলে সেই এক পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী আত্মাই—মানুষ যখন সকল মুখোসের মধ্যে এক আমিকেই স্মরণ করিতে পারে—যখন আমাকে আমি অন্যের মধ্যে দেখি তখন রাগ দ্বেষ করিব কাহার উপর? তখন আমাকে আমি যেমন দুঃখ দিতে পারিনা, সেইরূপ অপরকেও দুঃখ দিতে পারিনা। আমার সুখ ও দুঃখে যেমন

আমি সুখী ও দুঃখী, সেইরূপ সকলের সুখে ও দুঃখে আমি সুখী ও দুঃখী ত হইবই। সকলের মধ্যে আমাকে স্মরণ করিতে আমি যখন অভ্যস্ত হই—তখন সকল ভূতে ছড়াইয়া পড়ি—তখন আর ক্ষুদ্র খাঁচায় আবদ্ধ থাকিয়া একটা দেহকে আমি বলিনা—সকল দেহই আমার দেহ হইয়া যায়—সূক্ষ্মদেহ যে মন—এই একটা মনে আমি আবদ্ধ থাকিনা সকল মনই আমার মন হইয়া যায় তখন আর আমার সহিত মিলিতেছেনা বলিয়া—কাহারও সমালোচনা আমি করিতে পারিনা। ইহাতে সংসারের শৃঙ্খলা ও বেশ থাকে। যে মন্দ পথে চলে তাহাকে ও ফিরাইবার জন্য বিশেষ যত্ন থাকে—যেমন আমার মনকে কুপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা আমার হয় সেইরূপ। আমার মনকে শাসন করার মত অন্যকেও শাসন করি—কিন্তু রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া নহে। প্রকৃত অহিংসার সাধনা ইহাই।

আত্মার পরোক্ষজ্ঞানে যদি জগতের এত উপকার হয় তবে অপরোক্ষজ্ঞানে না জানি কত কি হইতে পারে?

হাঁ—অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই শ্রুতি "শ্রোতব্য" ইত্যাদি উপায় দিতেছেন। শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ বলিতেছেন। আত্মার শ্রবণের কথা শ্রুতি কিরূপ বলিতেছেন—একটু বলিবেন?

শ্রবণ কর। নিখিল বিশ্বে এমন কোন কিছু নাই যেখানে আত্মা নাই বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে এই উপদেশ পাইবে।

সংক্ষেপে কিছু বলিবার অনুরোধ করি।

আচ্ছা—শ্রবণ কর।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরম্ভ করিলেন পৃথিবী হইতে।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত অ আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে যিনি পৃথিবীতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক, যাহাকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা জানেন না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি পৃথিবী দেবতাকে প্রেরণ করেণ। ইনি তোমার আমার সকলের আত্মা, ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম বর্জ্জিত অবিনাশী আত্মাই ইনি।

শ্রুতি এই ভাবে বলিতেছেন এই আত্মাই জলরাশিতে, অগ্নিতে অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, স্বর্গে, সূর্য্যে, দিক্‌সকলে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, সমস্তভূতে, প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, ত্বগিন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে, বীর্য্যে—

ওতপ্রোত ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াও—এই সমস্ত উপাধি হইতে ভিন্ন—যাহাকে এই সকলের কেহই জানেনা—যিনি সকলের ভিতরে থাকিয়া সকলকে প্রেরণা করেন সেই এই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত।

শ্রুতি আরও বলিতেছেন এই অন্তর্যামী আত্মা সর্ব্বপদার্থের দ্রষ্টা হইয়াও অসঙ্গ স্বভাব বলিয়া নিজে স্বভাবতঃ কাহারও দৃষ্টি গোচর হননা, ইনি সমস্ত শব্দ শ্রবণ করেন কিন্তু ইহাকে কেহ শুনিতে পায় না, ইনি সকল বিষয়ের মনন করেন ইহাকে কেহ মনন, চিন্তা, তর্ক দ্বারা ইহার স্বরূপ অবধারণ করিতে পারে না, ইনি সমস্ত জানেন কিন্তু ইহাকে কেহই জানিতে পারে না। কেননা এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। যখন কেহই আর তাঁহাকে জানিতে পারেনা, তখন অন্তর্যামী আর কাহারও দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত হননা।

উদ্দালক! তোমার, আমার এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতের অন্তর্যামী এই কথিত পুরুষই অমৃত—নিত্য—অবিনাশী। এতদ্ভিন্ন আর যাহা আছে বলিয়া বোধ হয় তাহাই মিথ্যা, নশ্বর। এত কথা শুনিয়া অরুণ তনয় উদ্দালক উপশম প্রাপ্ত হইলেন।

আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্য তবে কি করিতে হইবে?

ইহা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য অবলম্বনে আত্মাভিন্ন চিত্ত যাহা প্রত্যক্ষ করে, অনুমান করে, শব্দ প্রমাণ করে, বিপর্য্যয় বা মিথ্যা জ্ঞান করে, বিকল্প বা বস্তু শূন্য শাব্দ জ্ঞান করে, নিদ্রাবৃত্তিতে যাহা হয়, যাহার স্মৃতিজ্ঞান করে—এই সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য আনিয়া চিত্তকে বৃত্তি শূন্য করিতে পারিলে তবে চিত্ত প্রবৃত্তি পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তি পথে আসিবে, আসিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিবে। ইহাই মুক্তি।

শ্রুতি ইহার সাধনের বহু উপায় দিয়াছেন। তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাৎ। আরও বলিতেছেন। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া, ন বহুনাশ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ইত্যাদি।

(দর্শনের কিছু)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে শান্তি লাভ হয় না এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। চিত্তের একাগ্র ও নিরোধ অবস্থা দ্বারা শক্তি লাভ হয় ও সর্ব্ব দুঃখ দূর করা যায়। এখন এই দুই অবস্থার কথা বলা যাইতেছে।

(৪) একাগ্রভাব—একটি অবলম্বন অগ্রে যে চিত্তের তাহাই একাগ্রচিত্ত। কবিতা লেখা বা বই লেখা বা বক্তৃতা দেওয়া এই সকলে ক্ষণ কালের জন্য একটু শান্ত অবস্থা আসিলেও ইহাদিগকে চিত্তের প্রকৃত একাগ্র অবস্থা বলে না। ইহাতে বহু চিন্তা থাকে। যিনি চিত্ত হইতে অন্য সমস্ত চিন্তা বাহির করিয়া দিয়া শাস্ত্রানুমোদিত একটির উপরে ধ্যান রাখিতে পারেন—আর যখন এক লইয়া থাকাই চিত্তের স্বভাব হইয়া যায় তখন চিত্তের একাগ্র অবস্থা লাভ হয়। একাগ্র অবস্থাতে চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ভাব প্রাপ্তি ঘটে। চিত্ত যখন একটি বস্তু লইয়াই স্থির হয়, অন্য কোনও বস্তু গ্রহণ করেনা—একমাত্র অবলম্বনের বস্তু লইয়াই তদাকারকারিত হয়—এই অবস্থায় যে সমাধি লাভ হয় তাহাকে বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাও কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধের অবস্থা নহে। এখানেও চিত্তে সত্ত্বগুণ থাকে। তাহা হইলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতেছে মুক্তির গৌণ সাধন। ইহার পরেই নিরোধ সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রাপ্তি ঘটে।

(৫) নিরোধ ভাব—চিত্তের সমুদয় বৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয়—চিত্ত যখন আত্মাতে ডুবিয়া যায়—কোন সঙ্কল্প আর উঠে না—কোন স্বপ্ন সংস্কারও কার্য্য করে না তখন চিত্তের নিরোধ অবস্থা লাভ হয়।

একাগ্র অবস্থাতে মধুমতী, মধুপ্রতিকা এবং অশোকা সমাধি লাভ হয় আর নিরোধ অবস্থাতে সংস্কারাশেষা সমাধি লাভ হয়। একাগ্র সমাধিকে বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং নিরোধ সমাধিকে বলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। "সম্প্রজ্ঞায়তে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ধ্যেয় স্বরূপমত্র" অর্থাৎ যে সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধিতে যে বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হয় সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। চিত্তকে এই সমাধিতে যতদিন ইচ্ছা ততদিন রাখা যাইতে পারে। ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির জনক।

প্রশ্ন—বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধী ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে —ইহা আর একবার বুঝাইলে ভাল হয়।

উত্তর—বিক্ষিপ্ত চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল কিন্তু সময়ে সময়ে ক্ষণিক স্থির ভাব ইহাতে দেখা যায়—কিন্তু তখনও চিত্তের ভিতরে সকল প্রকার বিক্ষেপ থাকে। বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ ইহার অর্থ হইতেছে বিক্ষেপের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত। সহজ অর্থ হইতেছে এই যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত যখন ক্ষণিক স্থৈর্য্য লাভ করে তখন ইহার অস্থির ভাবটা চাপা থাকে। যেমন শীতের শেষে যখন বৃক্ষ পত্র শূন্য হইয়া যায় তখন যে দেখিতে জানে সে দেখে পত্রশূন্য

অবস্থার ভিতরে বহু নূতন পত্র সমূহ আবার আসিবে। সেইরূপ বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্ষণিক স্থিরতা লাভ করিলেও এই স্থৈর্য্য স্থায়ী হয় না। সমাধিন´ যোগপক্ষে বর্ত্ততে" ইহার অর্থ হইতেছে বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধি যোগ পক্ষে অর্থাৎ মুক্তিপক্ষে বর্ত্তায় না অর্থাৎ মুক্তি আনিতে পারেনা।

প্রশ্ন—সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কি লাভ হয় ?

উত্তর—(১) সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি—সকল বস্তুর স্বরূপ হইতেছে সৎ-চিৎ-আনন্দ। চিত্তকে এ কে একাগ্র করিতে পারিলে সকল বস্তুর মূলে যে সৎ স্বরূপ রহিয়াছেন তাঁহার প্রকাশ হয়। ইহা ধ্যেয় বস্তুর যথার্থরূপ প্রকাশ করে।

প্রশ্ন—একাগ্র সমাধিতে আর কি কি হয় ?

উত্তর—ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্—কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি-নিরোধভিমুখং করোতি —অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ ক্ষয় করে, (পঞ্চ ক্লেশের কথা পরে আসিবে)—কর্ম্মবন্ধন হইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষা—ইহা শ্লথ হইয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বরই সমস্ত করিতেছেন—কিসে কি হইবে আমার তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই—কোন কিছু ভাবিবার কিছুই প্রয়োজন নাই আমি ঈশ্বরকেই ডাকিব—যাহা হইবার তাহা হউক—এই ভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম আর বাঁধিতে পারে না। শেষে একাগ্র সমাধি পরিপক হইলে যখন দ্রষ্টা ও ভুল হয় দৃশ্যও ভুল হব, কেবল দর্শন জ্ঞানে স্থিতি লাভ করা যায় তখন চিত্ত ক্ষয় হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানে স্থিতি—ইহাই মোক্ষ।

প্রশ্ন—একাগ্র সমাধি কত প্রকার ?

উত্তর—(১) বিতর্কানুগত (২) বিচারানুগত (৩) আনন্দানুগত (৪) অস্মিতানুগত।

প্রশ্ন—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সমূহের কথা বোধ হয় পরে আসিবে ? এখন অতি সংক্ষেপে ইহাদের বিষয় জানাইলে ভাল হয়।

উত্তর—শ্রবণ কর।

(১) বিতর্কানুগত—স্থুল মূর্ত্তি ধরিয়া চিত্তকে একাগ্র করা।

(২) বিচারানুগত—সূক্ষ্ম কারণে ,, ,, ,,

(৩) আনন্দানুগত—ইন্দ্রিয়ে সমাধি করা

(৪) অস্মিতা—আত্মা বিষয়ে সমাধি—আর কিছুই নাই—শুধু অহমস্মি —আমিই আছি—এই সমাধি।

সমাধি পাদের সপ্তদশ সূত্র ভাষ্যে ইহাদের বিশেষ বিবরণ আসিবে।

প্রশ্ন—অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানিতে চাই।

উত্তর—যেখানে চিত্তের কোন বৃত্তির উদয় হয় না—সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হয় কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই নিরোধ সমাধি। ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে কারণ ইহাতে কিছুই সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

সূত্র ২—যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ:॥ ২ ॥

ভাষ্য—সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তংহি প্রখ্যা প্রবৃত্তি স্থিতি শীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্য বিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যো-পগং ভবতি। রজোমাত্রয়া তদেব প্রক্ষীণ মোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানং অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যৈ শ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেশম-লাপেতং স্বরূপ প্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতিমাত্র ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি, তৎপরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্য প্রতি সংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধাচানন্তা চ সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ং। অতোবিপরীতা বিবেকখ্যাতি-ধিত্যতস্তস্যাং বিরক্তংচিত্তং তামপি খ্যাতি নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ ইতি।

যোগ হইতেছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ।

সর্ব্ব চিত্তবৃত্তি নিরোধ না বলিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ বলা হইয়াছে বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও যোগ বলা হইয়াছে।

চিত্ত, প্রখ্যা বা প্রকাশশীলত্ব, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া শীলত্ব, এবং স্থিতিশীলত্ব বা বৃত্তিরূপ গতির অভাব—এই ত্রিবিধ স্বভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাও সত্ত্ব রজঃতমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। চিত্ত যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে প্রখ্যা বা প্রকাশ স্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন ইহা রজঃ ও তমোগুণেও মিশ্রিত থাকে বলিয়া ঐশ্বর্য্যে অর্থাৎ অনিমাদি সিদ্ধিতে এবং রূপরসাদি বিষয়ে অনুরাগী হয়। চিত্ত তমোগুণে অনুবিদ্ধ হইলে অর্থাৎ রজোগুণকে হটাইয়া যখন তমোগুণ ইহাতে প্রবল হয় তখন অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই সমস্ত তামস বিষয়ে আসক্ত হয়। এই চিত্ত হইতে যখন তমোগুণজাত মোহরূপ আবরণ সরিয়া যায় তখন চিত্ত সর্ব্বতোভাবে প্রকাশশীল হইয়া রজোগুণের স্বল্পমাত্র ধরিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিষয়ে অনুরাগী হয়। চিত্তে যখন রজোগুণের লেশমাত্র চঞ্চলতাও থাকে না তখন

ইহা আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাতে কি এই বিচার আইসে যে সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট চিত্তও পুরুষ বা আত্মা হইতে ভিন্ন। যখন প্রকৃতি বা চিত্ত হইতে আত্মা ভিন্ন—এই বিচার চিত্তে উদিত হয় তখন ইহার যে সমাধি হয় তাহার নাম ধর্ম্মমেঘ সমাধি। ধ্যানশীল মুনিগণ চিত্তের এই অবস্থাকে পরপ্রসংখ্যান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান বলেন।

চিতিশক্তি অপরিনামিনী—এক অবস্থার তিরোধান হইয়া অন্য অবস্থার উদয় রূপ পরিণাম বা বিকার রহিত; ইহা অপ্রতি-সংক্রমা অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি ইহার সংক্রম বা সঞ্চার বা গমন নাই, ইহা দর্শিত বিষয়া অর্থাৎ চিতিশক্তিতে বিষয় সকল দর্শিত হয়—অর্থাৎ চিত্তদর্পণে বিষয় সকল প্রতিফলিত হইলে চিত্তই তদাকারকারিত হইয়া চিতিশক্তি বা পুরুষকে বিষয় দর্শন করায়, ইহা শুদ্ধা—বিকারাদি দোষ রহিতা; ইহা অনন্তা—ইহা সীমাশূন্যা—সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া বৃদ্ধিক্ষয় শূন্যা; চিত্তের এই বিবেকখ্যাতি অবস্থা সত্ত্বগুণাত্মিকা—বিবেকখ্যাতি অবস্থা সত্ত্বগুণের কার্য্য এবং ইহা সত্ত্বগুণ প্রধানা। ইহাতেও কিন্তু দোষ থাকে বলিয়া ইহা সর্ব্বদা প্রকাশশীলা চিতিশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। চিত্ত যখন বিবেকখ্যাতিতেও বিরক্ত হইয়া উহাকেও নিরোধ করে তখন চিত্ত উহারই সংস্কার মাত্র রূপে অবস্থান করে। এই সমাধিতে কোন প্রকার ক্লেশ থাকেনা বলিয়া ইহা নির্ব্বীজ সমাধি, ইহাতে কোন কিছুই প্রকাশ পায় না বলিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ এই জন্য দুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। প্রথমটিতে সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের মধ্যে রজঃ ও তমঃ আবৃত থাকে কিন্তু সত্ত্ববৃত্তি থাকে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সর্ব্ববৃত্তিই নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

প্রশ্ন—যোগকে চিত্তবৃত্তির নিরোধ বলা হইতেছে। সর্ব্বচিত্তবৃত্তির নিরোধ কি যোগে হয়?

উত্তর—সর্ব্বচিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যদি যোগ বলা হইত তাহা হইলে যোগ অর্থে কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই হইত। কিন্তু যে অবস্থাতে চিত্তে রজঃ ও তমঃ থাকে না কেবল সত্ত্বগুণ মাত্র কার্য্য করে সে অবস্থাতেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়। এই জন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ যোগ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত—এই দুই প্রকার।

প্রশ্ন—চিত্ত কি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কিন্তু বৃত্তি কি?

উত্তর—বৃত্তি বলে উপজীবিকাকে। চিত্ত যখন যাহা পায় তাহাতেই তদাকারকারিত হইয়া যায়। চিত্ত সত্ত্বগুণে প্রকাশশীল, রজোগুণে ক্রিয়াশীল এবং তমোগুণে স্থিতিশীল—এই ত্রিবিধ স্বভাব বিশিষ্ট। এই জন্যই চিত্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক।

প্রশ্ন—সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের সত্ত্বিক বৃত্তি থাকে কিরূপে?

উত্তর—চিত্ত ধ্যেয় বস্তুর আকারে আকারিত হয় বলিয়া ইহাতে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে।

প্রশ্ন—প্রখ্যা বা প্রকাশ রূপ চিত্তসত্ত্বে কি রজস্তমঃ একেবারেই থাকে না?

উত্তর—চিত্তসত্ত্ব যখন প্রখ্যারূপ প্রাপ্ত হয় তখনও ইহা রজস্তমঃ দ্বারা সংসৃষ্ট বা অনুবিদ্ধ থাকে। চিত্ত সত্ত্ব হইতেছে চিত্ত আকারে আকারিত সত্ত্বগুণ। বৃত্তির স্বভাব হইতেছে এক বৃত্তির কার্য্য আরম্ভ হইলে অন্যবৃত্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে। প্রখ্যা বা প্রকাশ রূপে পরিণত হইলেও চিত্ত যখন রজস্তমের বা চাঞ্চল্য ও আবরণের প্রলেপ দ্বারা আত্মার ধ্যানে সমর্থ হয় না তখন ইহা "ঐশ্বর্য্য বিষয়প্রিয়ং ভবতি" অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধিতে ও রূপরসাদি বিষয়ে অনুরক্ত হয়। এইরূপে তমোগুণানুবিদ্ধ থাকিলে অজ্ঞান অধর্ম্ম অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য এই সকলে চিত্ত অনুরক্ত হয়।

আবার মোহাবরণ ক্ষীণ হইলে চিত্ত সর্ব্বতঃ প্রকাশমান হয়—বিষয়ের ছায়া গ্রহণটাই প্রকাশ বা খ্যাতি—তখন ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য এই সমস্তই চিত্তের প্রিয় হয়। এই সমস্ত না থাকিলে চিত্ত স্বরূপে বা আত্মায় প্রবিষ্ট হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন—বুঝিলাম চিত্তের ক্ষিপ্তাদি অবস্থা যে হয় তাহা চিত্তের স্বভাবে যে সত্ত্বরজস্তমোগুণ আছে তদ্দ্বারা ইহা কখন প্রখ্যা—কখন প্রবৃত্তি—কখন স্থিতি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। চিত্ত সত্ত্বরজস্তম এই তিনগুণ দ্বারা না জন্মিলে, প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ এই তিন ধর্ম্ম চিত্তে আসিতেই পারিতনা। অর্থাৎ চিত্ত গুণত্রয়ের কার্য্য বলিয়া উহা কখন প্রসন্ন কখন দুঃখী কখন আচ্ছন্ন ইত্যাদি সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এখন বলুন কি করিলে চিত্ত স্থির হইবে—জীব মুক্তি লাভ করিবে?

উত্তর—পুরুষ বা চৈতন্য যে প্রকৃতি বা চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ইহার অনুভব ভিন্ন মুক্তি কিছুতেই হইবে না। "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" ইহা হওয়া চাই।

প্রশ্ন—এই বিচার করিতে হইবে কিরূপে?

উত্তর—নিত্য কর্ম্মাদি করিয়া পুরুষের গুণ ও চিত্তের দোষ সমস্ত নিত্য দেখা চাই—নতুবা পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহা শতবার বলিলেও হইবে না। তাহার পরে চিত্তকে স্থূল অবলম্বনে প্রথমে একাগ্র করার অভ্যাস চাই—এই শক্তি জন্মিলে সূক্ষ্ম বিষয়ে স্থির করা চাই, শেষে সকল স্থূল সূক্ষ্ম ত্যাগ করিয়া নিরালম্বে স্থিতিলাভ করিতে হয়।

একাগ্র অবস্থায় চিত্তে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, রজোগুণের অংশ অল্প থাকে বলিয়া চিত্তে তখন প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের স্ফুরণ হয়। শেষে নিরোধ অবস্থায় স্থিতি লাভ হয়।

প্রশ্ন—ভাষ্য—তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাৎ বুদ্ধি বোধাত্মা পুরুষঃ কিং স্বভাব ইতি।

চিত্ত বৃত্তিহীন হইলে কোন বিষয়ের স্ফুরণ আর হয় না তখন বুদ্ধিবোধাত্মক অর্থাৎ বুদ্ধির সাক্ষী চৈতন্য পুরুষের স্বভাব দেখা যায়।

উত্তর—সূত্র—তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্॥ ৩॥

ভাষ্য—স্বরূপ প্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তিঃ যথা কৈবল্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তি ন তথা।

উত্তর—বৃত্তি নিরোধে যখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তখন দ্রষ্টার বা আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়—অর্থাৎ চেতন পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া আপন নির্লিপ্ত স্বভাবে স্থিতি লাভ করেন—তখন আর আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদির জ্ঞান থাকে না।

প্রশ্ন—তখন কি চিত্তিশক্তি বা পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন?

উত্তর—হাঁ—পুরুষ বা চিতিশক্তি আপনি-আপনি ভাবে থাকেন। যেমন কেবল অবস্থায় থাকেন সেইরূপ।

প্রশ্ন—আপনি-আপনি অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে যখন ব্যুত্থান হয় অর্থাৎ চিত্ত যখন আবার বিষয়াকার ধারণ করে তখন পুরুষ কিরূপ হন?

উত্তর—চিতিশক্তি ভিতরে স্বরূপ প্রতিষ্ঠ থাকিলেও ব্যবহারে নির্ম্মল থাকেন না।

প্রশ্ন—ভাল করিয়া বুঝাইলে ভাল হয়।

উত্তর—পুরুষ চিত্তকেই দেখেন—আর চিত্ত বিষয়মুখী হইয়া বিষয় আকারেই আকারিত হয়েন। অতএব বিষয় আকারে পরিণত চিত্তকে প্রকাশ

করাই পুরুষের স্বভাব। স্বভাব ত্যাগ করিয়া কেহ কখন থাকিতে পারে না —যেমন দগ্ধ করা ত্যাগ করিয়া অগ্নি থাকেন না বা অগ্নিকে অগ্নি বলা যায় না সেইরূপ পুরুষের যে স্বভাব চিত্তকে প্রকাশ করা—নিরোধ অবস্থায় বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সে স্বভাবও থাকে না। কারণ চিত্তবৃত্তিই থাকে না, তা আবার চিত্তবিকৃতিকে প্রকাশ করা কিরূপে থাকিবে?

প্রশ্ন—সেই জন্য কি ভাষ্যে বলা হইয়াছে "কিং স্বভাবঃ"?

উত্তর—হাঁ তাহাই।

প্রশ্ন—বস্তুর স্বভাব কি কখন ত্যাগ হইয়া যায়?

উত্তর—নৈসর্গিক স্বভাব ত্যাগ হয় না কিন্তু আগন্তুক স্বভাব ত্যাগ হয়। শুদ্ধ স্ফটিক শিলায় পার্শ্ববর্ত্তী তরুলতার ছায়া পড়িয়া স্ফটিককে চিত্রিত করে —ইহা আগন্তুক কিন্তু বৃক্ষলতা না থাকিলে স্ফটিক আপন স্বভাবে স্বচ্ছ। চিত্ত থাকিলে পুরুষে তাহা প্রতিফলিত হয় ইহা কিন্তু পুরুষের আগন্তুক স্বভাব। পুরুষের নৈসর্গিক স্বভাব হইতেছে পুরুষ নির্ম্মল।—চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করা পুরুষের নৈসর্গিক স্বভাব নহে। চিত্তবৃত্তি হীন হইলে পুরুষ আরোপিত সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনি আপনি ভাবে নির্ম্মল চিতিশক্তি রূপে স্থিতিলাভ করেন।

ভাষ্য—কথংতর্হি? দর্শিত বিষয়ত্বাৎ

সূত্র—বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

ভাষ্য—ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তদবিশিষ্ট বৃত্তিঃ পুরুষঃ; তথাচ সূত্রম্ "একমেবদর্শনং, খ্যাতিরেবদর্শনম্" ইতি। চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ। তস্মাৎ চিত্তবৃত্তি বোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন—চিত্তবৃত্তি নিরোধে চেতন পুরুষ আপনি-আপনি ভাবে থাকেন— ইহাই পুরুষের স্বরূপে স্থিতি বা স্বচ্ছভাবে অবস্থান। জবা পুষ্প যখন থাকে না তখন স্ফটিকে আর ছায়া পড়িবে কার? কিন্তু আবার ব্যুত্থান কালে রূপরসাদি বিষয় চিত্তে প্রতিফলিত হয় তখন চিত্ত তদাকারকারিত হয়। কথংতর্হি অর্থাৎ কি ভাবে তাহা হইলে পুরুষ থাকেন?

উত্তর—দর্শিত বিষয়ত্বাৎ—বৃত্তিসারূপ্য মিতরত্র। চিত্ত থাকিলেই তাহার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে। ব্যুত্থান অবস্থায় বিষয় আকারে

আকারিত চিত্ত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইলে পুরুষকে বিষয়দর্শন করায়—আর পুরুষ তখন মানিয়া লয়েন যে আমি শান্ত আমি মূঢ় আমি দুঃখী। ব্যুত্থান কালে এইরূপ মানিয়া লওয়া ভ্রম মাত্র ইহাতে আত্মা পতিত হন না। জবা কুসুমের সমীপে, স্ফটিক লোহিত বর্ণ দেখায় ইহাতে স্ফটিকের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া যায় না।

প্রশ্ন—চিত্তের প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ পুরুষে পড়িলে পুরুষ আপনাকে শান্ত মূঢ় দুঃখী এই মনে করিয়া লয়েন কেন?

উত্তর—পুরুষ দর্শিত বিষয় হইলে ইতরত্র অর্থাৎ নিরোধ হইতে ভিন্ন যে ব্যুত্থান সেই অবস্থার চিত্তবৃত্তির সহিত ইঁহার সারূপ্য প্রতীত হয় অর্থাৎ, অজ্ঞান বশতঃ চিত্তের ধর্ম্ম পুরুষেরই ধর্ম্ম যেন হইয়া যায়—তাই পুরুষ আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করেন।

প্রশ্ন—পুরুষ ত স্বস্বরূপে আনন্দময়, জ্ঞানময়, অতি স্বচ্ছ, অতি নির্ম্মল সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম তাঁহাতে নাই। সুখ দুঃখ, জ্ঞান ইত্যাদি সমস্তই চিত্তের ধর্ম্ম। কোথা হইতে পূর্ণ জ্ঞানময় পরমাত্মাতে অজ্ঞান ভাসে? কেমন করিয়া তিনি আপনা হারাইয়া, আপনা ভুলিয়া চিত্তের ধর্ম্মে রঞ্জিত হইয়া আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করেন? অতি প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য পঞ্চশিখ যে সূত্র করিয়াছেন "একমেবদর্শনম্ = খ্যাতিরেব দর্শনম্" অর্থাৎ ব্যুত্থান কালে চিত্ত ও পুরুষ অভিন্ন হইয়া যান এবং উভয়ের একরূপ দর্শন প্রকাশ হয়, একরূপ খ্যাতি বা জন্য জ্ঞান হয়—তাহা কেন হয়? একমেবদর্শনম্ ইহার অর্থ হইতেছে খ্যাতিরেব দর্শনম্—খ্যাতি = প্রকাশ।

উত্তর—চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বংভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ—চিত্ত অয়স্কান্তমণির মত—অয়স্কান্তমণিচুম্বক পাথর লোহের নিকটে আসিলে লোহকে আকর্ষণ করে—লোহের সহিত সংযোগ না হইলেও এই আকর্ষণ হয়—সন্নিধিমাত্রে এই লোহশলাকা আকর্ষণরূপ উপকার করে—করিয়া অয়স্কান্তমণিকে ভোগের বস্তু আনিয়া দেয় বলিয়া আপন স্বামীর "স্ব" অর্থাৎ স্বকীয় বা আত্মীয় হয় সেইরূপ চিত্তও বিষয়রূপ লোহকে নিজের মধ্যে আনিয়া পুরুষের দৃশ্য দর্শন রূপ উপকার করে, করিয়া আপন পতির ভোগ সাধন করিয়া স্বামীর স্ব বা আত্মীয় হয়।

প্রশ্ন—পুরুষ ত স্ব স্বরূপে আপনি আপনি পূর্ণ—প্রকৃতি বা চিত্ত, নির্লিপ্ত পুরুষকে ভোগ করায় কিরূপে?

উত্তর—তস্মাৎ চিত্তবৃত্তি বোধে পুরুষস্য অনাদি সম্বন্ধোহেতুঃ—পুরুষের আত্মবিস্মৃতি রূপ অজ্ঞান তখন আসিয়া যায়—প্রকৃতিকে বা চিত্তকে দেখিয়া সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত পুরুষ—"স্বয়মন্যইবোল্লসন্"—আমিই আছি আমি অন্য হইলাম এই উল্লাস প্রাপ্ত হন—অজ্ঞান বশতঃ চিত্তবৃত্তি বোধ বা দৃশ্যদর্শন পুরুষের হয়, পুরুষ বা আত্মা চিত্তকেই দর্শন করেন—কারণ চিত্তের সহিত—বা প্রকৃতির সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ—পুরুষ ভোক্তা—চিত্ত বা প্রকৃতিই ভোগ্য।

প্রশ্ন—প্রকৃতিকে দেখিয়া পুরুষ স্বয়মন্যইবোল্লসন্ হইয়া আপনাকে ভুলিয়া চিত্ত বা প্রকৃতির অতি আত্মীয় হইয়া চিত্তের মত আমি সুখী, আমি দুঃখী হয়েন কেন—ইহাত ভাল করিয়া বুঝিতেছি না।

উত্তর—অজ্ঞান বা মায়া বা অবিদ্যা কেমন করিয়া পুরুষে ভাসে—যিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনি অজ্ঞানী হয়েন কেন, এই "কেন" অতি দুরূহ "কেন"। ভক্তগণ বলেন ইহা তাঁহার ইচ্ছাতে হয়—রাজা কল্পনাতে আপনাকে দরিদ্র ভাবনা করিয়া রঙ্গ করেন। যিনি পূর্ণ—যাহার কোন অভাব নাই—কাজেই যিনি আপনাতে আপনি সর্ব্বদা তুষ্ট—আনন্দ ভিন্ন যাহাতে আর কোন কিছুই নাই—তিনি অজ্ঞানী সাজিয়া লীলা করেন, রঙ্গ করেন মাত্র। জগৎটা লীলার জন্য। জ্ঞানী বলেন মায়া তাঁহারই শক্তি—মায়া বা শক্তি স্বভাবতঃ তাঁহাতে উঠিয়া থাকে।

"মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্" আপমি-আপনি পূর্ণ যিনি তিনি অচিন্ত্যমূর্ত্তি—তিনি মায়ার আশ্রয়—মায়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে কিন্তু তিনি বিগত মায়—মায়া তাঁহার কিছুই করিতে পারেন না—মায়া দ্বারা তিনি আত্মবিস্মৃতও হয়েন না—আপনাকে আপনিও হারাইয়া যাননা—তিনি সর্ব্বদাই আপন স্বচ্ছস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, জবার ছায়া স্ফটিকে পড়িলেই স্ফটিক ছায়াবৃত স্থানে লোহিত বর্ণ হয় বটে কিন্তু জবা না থাকিলে স্ফটিক যেমন স্বচ্ছ সেই রূপই থাকেন—ইহাতে আত্মার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয়না, "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং"—তিনি আপন মহিমাতে মায়ার কুহক সমস্তই নিরস্ত করিয়া সদা "সত্যং পরং" পরম সত্য রূপেই আছেন, থাকিবেন, চিরদিনই থাকেন; আবার বলেন "সুরনরাসুরতির্য্যগাদি দেহ" তিনই ধারণ করেন সত্য কিন্তু "দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহ গুণৈর্বিলিপ্তস্বতো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া"—তুমি দেহ ধারণ

কর সত্য কিন্তু তুমি দেহগুণে লিপ্ত হইয়া পড়না—কারণ অখিল মোহকরী মায়া তোমাকে দেখিয়া ভয় পান। যদি বল তবে দেহগুণে বিলুপ্ত হয় কে? আমি সুখী আমি দুঃখী মনে করে কে?—ইনি পরমাত্মা নহেন—ইনি জীব। জীবের মধ্যেই অজ্ঞানের উদয় হয়—অজ্ঞান ভাসিলেই জীবের দৃশ্য দর্শন জ্ঞান হয়—এই জীব কিন্তু চিত্তের বা প্রকৃতির প্রতিবিম্ব তাঁহাতে ভাসিয়া—স্বয়ং জ্যোতি যিনি তাঁহার দ্বারাই চেতন মত হইয়া—ঐ প্রতিবিম্ব চৈতন্যকে খণ্ড মত করে—ছায়াটা চেতন হইয়া মনে করে আমি তাঁহা হইতে পৃথক্ আমি সুখী আমি দুঃখী ইহা তিনি মনে করেন না—তাহার ছায়া চেতন মত হইয়া মনে করে আমি সুখী আমিই দুঃখী—জীবটা ছায়া মাত্র—জীব ভাবটাও কল্পনা মাত্র—এমন কি ঈশ্বর ভাবটাও মায়া মাত্র—প্রভেদ এই ঈশ্বর মায়াধীশ আর জীব মায়াধীন-উভয়ই ছায়া—উভয়ই কল্পনা। শ্রুতিও বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতোনহি" আমাতে যে ঈশ্বর ভাব ভাসে তাহা কল্পিত—বাস্তব নহে—আমি সর্ব্বদাই আপনি আপনি পূর্ণ স্বচ্ছ জ্ঞান স্বরূপ—আনন্দ স্বরূপ। জ্ঞানী বা বেদান্তী এইরূপ বহুভাবে এই মায়ার—এই অজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেন। গীতাতে ও ঈশ্বর বলিতেছেন—দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া—আমার মায়া দৈবী—অপ্রাকৃত—চাক্ষুষ কোন বস্তুর মত নহে—ইহা মোহময়ী—ইহাকে অতিক্রম করিতে কেহই পারে না—কিন্তু "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" —যে, আমি যে ঈশ্বর— আমি যে মায়াধীশ—যে আমার শরণাপন্ন হয়—কর্ম্মে —বাক্যে—ভাবনায় আমাকেই আশ্রয় করে সেই এই মহা মোহকরী মায়াকে—আমার কৃপায় অতিক্রম করিতে পারে—ভক্তই হউক বা জ্ঞানীই হউক সকলকেই সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয় "আবৃণোতু ন মাং মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী" প্রভো! তুমি এই কর যেন তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়া আর আমাকে আবরণ না করেন—আবার বলেন তুমি যে স্বয়ং জ্যোতি, অনন্ত, আদ্য পরম পুরুষ পরমাত্মা হইয়াও মায়াতনু ধারণ কর তাহাও জীবের প্রতি তোমার অনুগ্রহ—"মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো ধত্তে পরানুগ্রহ এষ রামঃ"। তুমি "নিত্যশ্রী নির্ব্বিকারো নিরবধি বিভবো নিত্য মায়া নিরাসো। মায়া কার্য্যানুসারী মনুজ ইব সদা ভাতি দেবোঽখিলেশঃ॥" তুমি নিত্য, তুমি পরাশক্তি সম্পন্ন নির্ব্বিকার—তোমার বিভবের—তোমার ঐশ্বর্য্যের—মাধুর্য্যের —তোমার বিভূতির অন্ত নাই—নিত্যই তুমি মায়া হইতে নিরস্ত হইয়াই থাক তথাপি মায়ার কার্য্য অনুসরণ করিয়া—তুমি অখিল জগতের ঈশ্বর হইয়াও

দ্যুতিশীল—ক্রীড়াশীল হইয়াও মানুষের মত সর্ব্বদা আপনাকে প্রকাশ কর। "মনুষ্যইব লোকেঽস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া"—তুমি যখন অবতার গ্রহণ কর তখন তুমি—

অন্তর্য্যামী জগদ্‌যাত্রা বাহক স্তমগোচরঃ।
শুদ্ধ সত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বা; স্বাধীন সম্ভবম্॥

তুমি অন্তর্যামী, লোকযাত্রার নির্ব্বাহক এবং সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও এবং ইচ্ছানুসারে শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ করিয়াও এই জগতে যোগমায়া বলে মানুষের মত প্রতীয়মান হও—তাই বশিষ্ঠদেবের মত জ্ঞানীও বলেন—

ত্বদধীনা মহামায়া সর্ব্ব লোকৈক মোহিনী।
মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘুদ্বহ॥

সর্ব্বলোকের একমাত্র মোহ কারিণী মায়া তোমারই অধীন—ইনি আর আমাকে যেন মোহযুক্ত না করেন হে রঘুদ্বহ! তুমি কৃপা করিয়া তাহাই কর—এই গুরু নিষ্কৃতি ভার তোমারই উপর।

প্রশ্ন—শাস্ত্র বাক্যত শুনিতেছি তথাপি ত সন্দেহ যায় না—জ্ঞানী বা ভক্ত এই মায়াতত্ত্ব কিরূপে বুঝিয়া থাকেন—সেই তত্ত্বকথাও শুনিতে ইচ্ছা হয়। (ক্রমশঃ)

চিত্তস্পন্দন।

বর্ষারম্ভে একটি শুভ সঙ্কল্প, বর্ষ ধরিয়া অনুষ্ঠান করিবার জন্য হে জগন্মাতঃ! তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে আসিলাম। মা অনন্ত শক্তিময়ী, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি! ছন্দজননি! আমাকে সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ করিবার শক্তি দিতে হইবে। তুমি জগতের জননী। আমিত মা, জগৎ ছাড়া নহি তবে তুমি আমারও জননী। আমি আর কার কাছে মা প্রার্থনা করিব?

আমি হতভাগ্য—আমার গর্ভধারিণী মা বহুদিন গত হইয়াছেন। আজ জগন্মাতাকে পূজা করিবার সাধ জন্মিয়াছে। হায়! মা আমার যখন প্রত্যক্ষ ছিলেন তখন যদি এক দিনের জন্যও তাঁহাকে পূজা করিয়া রাখিতাম—যদি তাঁহাকে নিরক্ষর বলিয়া অবজ্ঞা না করিয়া তাঁহার পূজাতে তাঁহার সেবাতে লজ্জা বোধ না করিয়া, সুন্দর খাদ্য, সুন্দর বস্ত্র তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিতাম আর মা আমার প্রসন্ন হইয়া তাহাই হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিতেন তবে আজ আমার এই পূজা সহজ হইত। মা! আমি আজ পবিত্র হইয়া মনে মনে সেই পূজা করিলাম তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। আমার শত অপরাধ হইয়া গিয়াছে তুমি আজ আমার হইয়া তোমার স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দদায়িনীর কাছেআমার অপরাধের ক্ষমা চাহিও। আমি আমার উভয় মাতার শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি—আর যদি কেহ আমার মত হতভাগ্য হইতে ইচ্ছা না করেন তবে মা জীবিতা থাকিতে থাকিতে যেন সকল লজ্জা ত্যাগ করিয়া এ সাধ মিটাইয়া রাখেন। সন্তানের এত অধিক মঙ্গল আর কিছুতেই হয় না।

মা কি? একটু বুঝিলেই এই মাতৃপূজায় কাহারও আপত্তি থাকে না। প্রথমেই বলি মাত! এমন কৃতঘ্ন কে আছে মা! যে তোমার স্মরণ করা অনাবশ্যক মনে করে, এমন জঘন্য কে আছে মা! যে তোমার উদ্দেশে কিছু করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে?

কি তুমি—তোমার পূজায় জগদম্বার পূজা কিরূপে হয় এ কথা তুমিই বুঝাইয়া দাও।

মা যাহাকে বলে সেইটি নিত্য। চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে। যিনি রক্ষা করেন তিনিই মা। যিনি লালন পালন করিয়া এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন তিনি জগতের মা, আর যিনি নিজ শরীরের রক্ত দিয়া আমার শরীর গঠনের সহায়তা করিয়াছেন, যিনি নিজে আহার বিহারে অনাস্থা দেখাইয়া রোগকালে, অসহায় অবস্থায় আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি নিজে নিদ্রা ত্যাগ করিরা আমাকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তিনিই মা। আবার বলি—যিনি এই মাতার জন্য কিছু করা অনাবশ্যক মনে করেন তাঁহার মত কৃতঘ্ন আর কে আছে? তাহার মত পাপী আর কে আছে? বিদ্বান যদি মাতৃভক্ত না হয়েন তাঁহার বিদ্যাকে ধিক্। যদি বুদ্ধিমান মাতার গুণ গান

করিতে লজ্জা বোধ করেন—মাতার সেবা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিতে ত্রুটি করেন তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিকে ধিক্।

আত্মা রসময়। ত্রিভুবনস্থ জল, গব্যদুগ্ধাদি, সমুদ্র জাত লবণাদির অন্তরে যিনি রসরূপে অনুভূত হয়েন তিনিই আত্মা। যিনি রসরূপে পৃথিবীকে পুষ্ট করিতেছেন তিনি জগতের আত্মা, তিনিই জগতের জননী। যিনি স্তন্যরস দিয়া শিশুকে রক্ষা করেন বা রক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই শিশুর মাতা। জগন্মাতাই এই মাতা। মাতা ভিন্ন রস দিয়া আর কেহই রক্ষা করেন না। এই মাতাই অন্নের মধ্যে রসরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুধা নিবারণ করেন, জলের মধ্যে রসরূপে থাকিয়া পিপাসা দূর করেন। মাতৃসেবায় মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অনন্ত শক্তিময়ী জগজ্জননীই মাতৃমুখে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া রমণীয় দর্শন সেই মঙ্গলময়ের পরম পদে স্থিতি দিয়া, জীবকে সংসার সাগর পার করিয়া দিয়া থাকেন। মাতার আশীর্ব্বাদেই সন্তানের দূরিত ক্ষয় হয়, মঙ্গল সাধিত হয়। মাতাই জীবকে মা নাম উচ্চারণ করাইয়া রক্ষা করেন। তাই পশু পক্ষীও মা নাম উচ্চারণ করে। মাই আপনার মা নাম জীবের মুখ দিয়া আপনি গান করেন এবং গান করিয়াই ত্রাণ করেন, তাই মার নাম গায়ত্রী।

তাই মা বর্ষারম্ভে বর্ষ ভরিয়া নিরন্তর চেষ্টা করিবার জন্য তোমার কাছে একটা প্রার্থনা করিতেছি। মা সর্ব্বমঙ্গলা। আমাদের মঙ্গল কর, জগতের মঙ্গল কর।

(জগতের দুঃখ)

"কিসে লোকের দুঃখ দূর হইবে?"

যাহাতে তোমার দূর হয়, তাহাতেই।

"কিসে আমার দুঃখ যাইবে?"

তুমি যাহা, তাহা থাকিলেই তোমার দুঃখ যায়।

"আমি কি? আমি যাহা, তাহাতে কি আমি নাই?

না, তাহাতে নাই বলিয়াই তোমার দুঃখ।

"আমি কি, কে আমায় বুঝাইয়া দিবে?" শুন। বেদপ্রমুখ শাস্ত্র সকল মানুষকে ডাকিয়া সগর্ব্বে ডঙ্কানিনাদ করিতে করিতে বলিতেছেন—মনুষ্য তুমি যে জাতি হও, যে বর্ণ হও, যাহাই হওনা কেন, তুমি আমার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া অনুভব কর—

"আমি দেহ নহি, আমি আত্মা। আত্মার দুঃখ নাই, আত্মার রোগ নাই, শোক নাই, মরণ নাই, মরণ ভীতি নাই। আমার সংসার ক্লেশ নাই, আমার কোন প্রকার দুঃখ নাই, আমি নিত্য, আমি আনন্দ স্বরূপ, আমি জ্ঞান স্বরূপ।"

আমি নিত্য আনন্দ স্বরূপ আত্মা, আমার দুঃখ নাই, ভয় নাই, মরণ নাই, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত। আমি দেহ নই, আমিই আত্মা। আমি জড় নই, আমি চেতন। আবার বলি, বেদ সগর্ব্বে বলিতেছেন—চেতনের কোন দুঃখ নাই, কোন আধি নাই ব্যাধি নাই। মানুষ! তুমি যাহাতে পার এই সত্য বেদ বাক্য অনুভব কর—তোমার কোনরূপ দুঃখ থাকিবে না। তোমার সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি হইবে—তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। ইহাই জীবের একমাত্র করণীয় কার্য্য। এই লক্ষ সিদ্ধি করিবার জন্য যাহা করিতে হয় কর—ইহার জন্য দেহ রক্ষা কর, সংসার কর, রাজ্যপালন কর, অর্থ উপায় কর, ইহা বাদ দিয়া যাহাই কেন করনা তাহাতেই তুমি পাপী। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, ভক্তি কর, যোগ কর। যাহা কেন উপায় কর না তাহাই তুমি, "আমি চেতন, আমি জড় নহি" ইহার অনুভবের জন্য কর। যতদিন "আমিই আত্মা, আমিই ব্যাপক" ইহা নিশ্চিত অনুভূত না হইবে ততদিন তোমার ভয় আর কিছুতেই যাইবে না। ভগবানের নিকটে গিয়াও যদি এই জ্ঞান তোমার লাভ না হয় তবে তোমার পতন হইবে, তুমি নিত্য ভগবৎ সেবা করিতে পারিবে না।

বেদ এই সত্য প্রচার করিতেছেন "আমি আত্মা, আমি দেহ নই" এই সত্য যদি কেহ পার খণ্ডন কর—করিয়া বেদ মিথ্যা কর।

মা! এই বর্ষারম্ভে আমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির জন্য তুমি আমার এই আত্মজ্ঞান লাভে সদা উদ্যোগী করিয়া দাও। আমি যেন "আমি চেতন, আমি জড় নহি" এই তত্ত্ব অনুভবের জন্য জপ, ধ্যান, আত্মবিচার লইয়াই সর্ব্বদা থাকিতে পারি। এই আত্মতত্ত্বলাভের জন্য যেন জপকালে সর্ব্বদা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি। ইহা যতটুকু পারিব ততটুকু উৎসবই যেন আমার হয়। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুর জন্যই যেন আমার উৎসব না হয়।

(যুক্তি)

"আমি চেতন, আমি জড় নহি।" দুঃখ যাহা কিছু তাহাই জড়ে "অহং" অভিমান করা হয় বলিয়া—এই চৈতন্যতত্ত্ব বুঝিবার যুক্তি কি?

শাস্ত্র নানা কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু এই মূল কথা কখনও ছাড়িতেছেন না! এই অংশে সর্ব্ব শাস্ত্রের সমন্বয় আছে।

যখন জিজ্ঞাসা করি, কি হইলে আমার হয়? যদি উত্তরে বলি ভগবান পাইলে, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে নিরন্তর ভগবান লইয়াই থাকা যাইবে ত? আর এই থাকাই বা কিরূপে সম্ভবে? অবশ্য এই স্থূলদেহ লইয়া কেহ ভগবানে নিত্য থাকিতে পারে না। অমরের কাছে থাকিতে হইলে অমর হইয়া থাকিতে হয়। আত্মা ভিন্ন অমর আর কিছুই নাই। আমিই আত্মা ইহা অনুভব করিয়া, দেহ আত্মা নহে—ইহা অনুভব করিয়া, দেহাত্মবোধ ত্যাগে তবে নিত্য ভগবৎসঙ্গ হইবে। ইহাই মুক্তি। আত্মজ্ঞান ভিন্ন প্রকৃত প্রেম নাই—আত্মজ্ঞানী ভিন্ন যিনি প্রেমের অভিনয় করেন তিনি প্রেমিক নহেন, তিনি কামুক।

যখন এই আত্মতত্ত্ব বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে তখন একবার শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আলোচনা করায় দোষ কি?

ধর্ম্ম ভিন্ন যখন সুখ নাই, তখন যাহা করা উচিত তাহা বুঝিয়া করাই কর্ত্তব্য।

আমি দেহ নহি, আমি আত্মা। দেহ যাহা দেখিতেছি তাহা এক বস্তু আর আত্মা আর এক বস্তু। একটি স্থূল জড়, অন্যটি সূক্ষ্ম জ্ঞানময়। জড়ের সহিত চেতনের কোন সম্বন্ধ নাই—এইটুকু শাস্ত্রযুক্তিতে বুঝিতে হইবে।

ভগবান বশিষ্ঠ বলেন—সজাতীয় পদার্থের একীভাবকে সম্বন্ধ বলে। অ-সজাতীয় জড় ও চেতনের কোন সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ সমান সমান বস্তুরই হইয়া থাকে। সকলেই অনুভব করিয়া ইহা স্পষ্ট দেখেন। দেহ যাহাকে বলি, জড় যাহাকে বলি, তাহা অবিদ্যা। অবিদ্যা ও আত্মতত্ত্ব সমান বস্তু নহে। অবিদ্যার সহিত আত্মতত্ত্বের, দেহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই।

যদি বল দেহ ও আত্মা সমান পদার্থ না হইলেও একটা সম্বন্ধ ত দেখিতেছি—তবে হয় বল দেহই আত্মা, নয় বল আত্মাই দেহ। আত্মা দেহ—যেমন চুণ ও খয়ের একত্র করিলে একটা নূতন রং হয় সেইরূপ দেহের বস্তুগুলি এক সঙ্গে মিলিয়া যাহা হইয়াছে, তাহাই আত্মা—যদি ইহা বল, তবে অবিচার করিয়া ইহা বলিতে পাইবে না। বিচার কর।

এক সময়ে এ দেহটা ছিল না—দেহ যখন ছিল না তখন আত্মাও ছিল না ইহা তোমার মত।

আবার মৃত্যুর পরে যখন দেহটা পোড়াইয়া ফেলিবে তখন দেহের চূর্ণ খণ্ডের পৃথক হইয়া যাইবে, কাজেই আত্মাও থাকিবে না।

যতদিন তবে দেহ থাকিবে, ততদিন ধরিয়া যাহাতে এটার তৃপ্তি দিতে পার, তাহাই কর। চুরি করিয়া তৃপ্তি হয়, তাহাই কর—সুন্দরী পরস্ত্রী দেখিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই কর—ধন পাইলে সুখী হও, তাহাই পাও—কাহারও ভাল জিনিষ দেখিলে তোমার উহা লইতে ইচ্ছা করে, লও। সকলেই ইহা করুক—এক স্ত্রীর জন্য সকলে মারামারি করুক—পৃথিবীর ধনরত্নের জন্য সকলে মারামারি করুক—তবে তুমি কোন্ রাজ্যে উপনীত হইলে? যাহার বল বেশী, সেই বেশী ভোগ করিবে? ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্ব্বল ও যে ভোগ করিতে চায়—সেও যে নিজের সুখের জন্য যখন বলে পারে না তখন চুরি করিয়া কৌশলে তোমাকে বঞ্চিত করিতে চায়। যখন তাহাও না পারে তখন নিরন্তর "তুমি মর, তুমি জাহান্নামে যাও" এই বলে। আবার তুমি একটু অসাবধান হইলে বহু দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইয়া যুক্তি করিয়া তোমাকে বিষ প্রদান করিতে পারে, তুমি যেখানে চলা ফেরা কর সেখানে সর্প ছাড়িয়া দিতে পারে; তুমি যে জল পান করিবে তাহাতে বিষ মিশাইয়া দিতে পারে। তুমি যে স্ত্রীদেহ ভোগ করিতে চাও সেই স্ত্রী তোমাকে চায় না অন্য একজনকে না পাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না। তুমি যাহাকে বিশ্বাস কর সে তোমাকে সংহার করিতে চায়—তোমার ভোগদ্বারা, তোমার দাস দাসীর তৃপ্তি হয় না, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তুমি গাড়ী ঘোড়া যদি চড়, তাহারাও তোমাকে ফাঁকি দিতে পারে, কৌশল করিয়া তোমার প্রাণসংহার করিতে পারে—দেহটা গেলেই ত সব ফুরাইয়া গেল। কাহারও প্রাণ সংহার করিলে আর পাপ কি? যখন এইরূপ রাজ্যে তুমি বাস কর তখন সে কিসের রাজ্য? বল দেখি এই দৈত্যরাজ্যে, এই শয়তানের রাজ্যে, এই সন্দেহের রাজ্যে, এই দেহাত্মবাদীর রাজ্যে, তুমি দেহের সুখ চাহিয়া কি হইলে? যদি দেহের সংযোগে আত্মা হইয়াছে মান তবে পাপ পুণ্য আবার কি? ভয় আবার কি? গরু যখন যাহার বাগানে যাইবে, তাহাই খাইবে। সিংহ ব্যাঘ্র আজ না "তুমি মারিবে" এই ভয়ে তোমায় খাইতে আসিতে পারে না? তোমার দাস দাসী, স্ত্রী পুত্র তোমাকে যে বিষ দেয় না ইহা কিসের ভয়ে? বিষ দিয়া ধরা পড়িলে না হয় মরিল তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু ধরা না পড়িতে যাহাতে পারে সেই কৌশল সে অবশ্য করিবে কেননা তাহার প্রাণ যাহা চায় তুমি তাহাকে তাহা

করিতে দাও না। কাজেই তুমি সকলের শত্রু। দেহাত্মবাদী জগতকে শয়তানের জগত করে। যদি বল জগৎ বাস্তবিক শয়তানেরই জগৎ। এখানে ধর্ম্ম ঈশ্বর ইত্যাদি চতুর লোকের ভয় দেখাইয়া কাজ হাসিল করিবার কৌশলমাত্র। যদি এই বল তবে রাজার প্রজা শাসন, স্বামীর স্ত্রী শাসন ইত্যাদি বিষম ফল উৎপন্ন করিবে। সকলেই দেহের সুখ সচ্ছন্দতা যখন চায় তখন শঠ লম্পট ইত্যাদি ভিন্ন জগতে কিছুই থাকিবে না। কেননা শুধু বলে যদি কার্য্য হইত তাহা হইলে কথা ছিল না। পশুরাও ইহা পারে না তাহারাও দলবদ্ধ হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভগবান আবার কে— যাহার জোর আছে যাহার কৌশল আছে—সেই শ্রেষ্ঠ। এরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও কিন্তু স্ত্রী পুত্রের সঙ্গেও সংশয়ে থাকে। বল তাহার ভোগ কিরূপ? বল এই জগৎ তখন নরক নয় কি?

যখন চুন খয়ের বিচ্ছেদ হয় তখনকার যুক্তি ধরিয়া দেখা গেল তোমার এই জগৎ নরক।

আরও একদিক আছে। যখন দেহটা জন্মে তখনকার কথা বিচার কর। দেহের সমস্ত বস্তু ত একবারে গড়া হয় না, অল্পে অল্পে দেহটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আত্মাটা তবে কোন সময়ে জন্মে? চুন খয়েরের যোগটা কখন হয়? যদি বল মাতৃগর্ভেই এটা হয় তবে সকল শিশু একরূপ কার্য্য করে না কেন? কেহ ভোগ চায় কেহ ভোগ চায় না! কেহ লাল ভালবাসে কেহ সাদা ভালবাসে। এরূপ হইবে কেন? যদি বল পিতামাতার সংস্কারবশে হয়—ইহাও বলিতে পার না কারণ অনেক পিতামাতার একরূপ রুচি আবার তাহাদের পুত্রকন্যার অন্যরূপ রুচি! একই প্রকার চুন খয়েরের যোগে বিভিন্ন রং হইবে কিরূপে? বিভিন্ন মনোবৃত্তি কিরূপে আসিবে? চুন ও খয়ের যোগে কেহ সুন্দর কেহ কুৎসিৎ, কেহ কাল, কেহ গোরা, কেহ স্ত্রী, কেহ পুরুষ কেন হইবে? আমরা দেহাত্মবাদী নাস্তিকের কথা কেন আলোচনা করিলাম জানি না। বোধ হয় মন যে আত্মার কথা না ভাবিয়া দেহের সুখের ফিকিরে ঘুরিয়া বেড়ায় তাই মনটাকে তিরস্কার করিবার জন্য ইহা চিন্তা করিলাম। রে বিষয়াসক্ত মন! তোমার সমস্ত যুক্তিই অসার। তুমি যে বিষয় ভোগের জন্য আমাকে পরামর্শ দাও তুমি যে সর্ব্বদা দেহ চিন্তা, অর্থ চিন্তা—অর্থোপার্জ্জনের ফিকির আমাকে করিতে বল, তোমার এই সমস্ত উপদেশ শয়তানের উপদেশ মাত্র। দেহ তুমিই শয়তান—আমি তোমার ভোগের জন্য কিছুই করিতে ইচ্ছা করি না

—আমি সংসারের লোকের দেহের সুখের জন্য কিছুই করিব না—পুত্র কন্যার দেহ মরে মরুক—এ দেহ রক্ষার জন্য আমি কুপথে যাইতে পারিবনা। আমি আত্মা, আমি দেহ নহি, ইহাই বুঝিতে চাই, ইহাই পুত্র কন্যাকে বুঝাইতে চাই। ইহাই একমাত্র প্রচারের বস্তু। যদি তাহারা ইহা না বুঝিতে চায় তাহাদের উপর আমার কোন দায়িত্ব নাই। আমি ইহাদিগকে দূরে ফেলিয়া আত্মাই ব্যাপক, আত্মাই অজর অমর, আত্মার কোন দুঃখ নাই, আত্মার সংসার নাই, যেখানে ইহা জানিতে পারিব সেখানে চলিয়া যাইব! যে কার্য্যদ্বারা ইহা পাইব তাহাই করিব। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির পথ ইহাই মুক্তির পথ। ইহা ছাড়িয়া শুধু দেহ রক্ষার জন্য আমি কিছুই করিব না। দেহ রক্ষা করিব কেন? যদি আত্মাকে জানিতে হইবে, কেবল ইহার জন্য দেহ রক্ষা করিতে হয়, আবার দেহ রক্ষার জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা পারি সত্য কিন্তু আত্মাকে জানিতে হইবে এই লক্ষ্য বাদ দিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া খাই দাই থাকি ভাল, এ শয়তানিত্ব, এ পশুত্ব আমি করিব না, কাহাকেও করিতে অনুরোধ করি না—যে এরূপ করে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাই। যদি স্ত্রীপুত্র এপথে না যায় তাহাদের সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই, যদি কেহই ইহা না করে, তবে কাহাকেও আমার প্রয়োজন নাই, সেই আমার ভাল। পুত্র কন্যা খাইতে পাইবে না এ দুর্ব্বলতা দেখাইয়া আমি অনন্ত নরকে ডুবিব না। হরি। হরি! বিচার করিয়াই আর্য্যঋষি ধর্ম্মের জন্য সংসার করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন—এই ব্রহ্মচর্য্য যে পালন করে নাই তাহার বিবাহে অধিকার নাই বলিয়া গিয়াছিলেন, সহধর্ম্মিনী যদি না হইল সে স্ত্রীতে প্রয়োজন নাই বলিয়া গিয়াছিলেন, পুত্র যদি ধার্ম্মিক না হইল সে পুত্রের জীবন মরণ পশুর জীবন মরণ তুল্য। ধর্ম্ম শূন্য স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য আমি কিছুতেই দায়ী নই—এরূপ সংসার করাতে আমার নরক হইবে! এ সংসার আমার ত্যাগ করাই উচিত। দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিয়া অনন্ত নরক ভোগ করা কিছুই নহে। তোমার পুত্র কন্যা না খাইয়া মরিয়া যাইবে তোমার দয়া হওয়া উচিত? কেন একটা কুকুর বিড়াল না খাইয়া মরিয়া যায় ইহাতে দয়া না হয় কেন? যদি স্ত্রীপুত্রের ধার্ম্মিক হইবার আশা না থাকে তবে তাহারা কষ্ট পাইয়া মরাও যাহা, শৃগাল কুকুরের না খাইতে পাইয়া মরাও তাই। দেহাত্মবাদ বিচার করিতে গিয়া আমরা মনের দুর্ব্বলতা মনের অবিচারে, আমার কি অনিষ্ট হয় তাহাই দেখিলাম।

দেখা গেল চুন খয়েরের যোগ করার মত একটু বস্তু আত্মা নহে। দেহের

সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। যদি দেহাত্মার একত্রাবস্থান দেখিয়া কোন সম্বন্ধ আছে বলিতে চাও তবে বল দেহটা বাস্তবিক অবিদ্যা মাত্র। ইহা নাই। শুধু দেহ কেন জগতের নিখিল বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ। জড়ত্ব বলিয়া কিছুই নাই সমস্তই চেতন।

যদি বলা যায় সবই যদি চেতন তবে কাষ্ঠ পাষাণাদি অনুভব হয় কেন?

অবিদ্যাবশে ইহা হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ব কথা ধারণা করিয়া, জড় যাহা দেখিতেছ, তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহা চেতন, ইহা স্বীকার কর, সমস্তই চেতন বলিয়া অনুভূত হইবে। যেমন সমস্তই জড় ইহা স্বীকার কর বলিয়া আত্মাকেও দেহ প্রমাণ করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ কর—সেইরূপ অসত্য দেহাত্মবাদ ত্যাগ করিয়া—সত্য কথা, বেদের কথা, সমস্তই চেতন, ইহা স্বীকার কর "ঈশাবাস্য মিদংসর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—যদি ইচ্ছা কর, অনন্ত সুখলাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

কিরূপে সমস্ত চৈতন্য অনুভূত হইবে দেখ? যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে সেই একজাতীয়ত্বই অনুভবের কারণ। জিহ্বার সহিত আস্বাদ্য বস্তুর যোগ হইলে যে অনুভবটা হয়, তাহার কারণ, জিহ্বার রস ও আস্বাদ্য বস্তুর রসের এক জাতীয়ত্ব। উহারা সদৃশবস্তু। অথচ জিহ্বা একরূপ দেখিতে এবং মিষ্টান্ন অন্যরূপ দেখিতে। কেবল রস অংশে ইহাদের সাদৃশ্য। দুইই এক। সেইরূপ আত্মা যখন জড় পাষাণাদি অনুভব করেন, তখন কাষ্ঠ পাষাণের নামরূপ যাহাই কেন অবিদ্যা দেখাক্ না, কাষ্ঠ পাষাণাদি জড় পদার্থ নহে, একমাত্র আত্মাই একমাত্রই চিৎই, কাষ্ঠ পাষাণাদিরূপিণী। ইহার অনুভব হইতে পারে। ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে দৃঢ় কর। সমস্তই চেতন—জড় নাই। সমস্তই যদি চেতন না হইত, সদৃশ বস্তু না হইলে অনুভব হইত না। চৈতন্যের সহিত জড় এক হইয়াও অবিদ্যা দ্রষ্টাদৃশ্যরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। অবিদ্যাই এই ভ্রমের কারণ। তুমি পুনঃ পুনঃ একদিকে সমস্তই চেতন ইহা অভ্যাস কর, অন্যদিকে আত্মা ব্যাপক ইহা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন কর। জ্ঞান যজ্ঞের জন্য দ্রব্য যজ্ঞ কর, তুমিই আত্মা ইহা অনুভব করিয়া মুক্ত হইবে।

শ্রীহনুমানের বাণী

পাঠ্যাবস্থায় শ্রীগুরুমুখে একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম, গুরু বলিয়াছিলেন উহা শ্রীহনুমানের বাণী ; শ্লোকটী এই—

"রামং চিন্তয় চিত্ত বর্ব্বর ! চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্ ?
কিং মিথ্যাশত জল্পনেন সততং রে বক্ত্র ! রামং বদ ।
কর্ণ ! ত্বং শৃণু রামচন্দ্র চরিতং কিং গীতবাদ্যাদিনা ?
চক্ষু ! রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎপরং ত্যজ্যতাম ॥"

শ্লোকটি শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন ইহার অর্থ তেমন ভাবে ভাবি নাই, কারণ সে সময়ে দেহে যৌবন তরঙ্গ ছিল। আজ শ্রীভগবানের বিধানে যৌবনের সে বিষম উচ্ছাস হ্রাস হওয়ায় শ্রীরামভক্তের ঐ বাণীটি প্রায়ই ভাবিয়া থাকি।

শ্রীরামগত প্রাণ হনুমান বলিতেছেন "রে মূঢ় মন ! বৃথা শত শত চিন্তায় লাভ কি ? সর্ব্বদা রামকে চিন্তা কর। রে বদন ! মিথ্যা বাক্যব্যয়ে আয়ুক্ষয় কর কেন ? সর্ব্বদা "রাম রাম" বল। কর্ণ ! গীতবাদ্যাদি শুনিয়া কি লাভ হইবে ? শ্রীরামচন্দ্র চরিতকথা সতত শ্রবণ কর। চক্ষু ! নিখিলবিশ্ব রামময় দর্শন কর, রাম ভিন্ন এ জগতে কিছুই নাই, সবই আমার প্রাণারাম প্রভুরামের মূর্ত্তি এই সত্য ধারণা দৃঢ় কর।" ইহাই এই বাণীর সার অর্থ—

ভক্তের ঐ মহীয়সী সত্যবাণীতে আমার ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে।

১ম—প্রমাথি দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিয়া পথে আনিতে না পারিলে প্রভুর কৃপা হয় না তাই মহাবীর বিষম হুঙ্কারে আদেশ করিতেছেন—"বর্ব্বর চিত্ত ! রামং চিন্তয়। রে বক্ত্র ! সততং রামং বদ ! কর্ণ ! ত্বং রামচন্দ্র চরিতং শৃণু। চক্ষুঃ ! সকলং রামময়ং নিরীক্ষ।" এইভাবে বীর্য্যপ্রকাশ পূর্ব্বক বিষম হুঙ্কারে ইন্দ্রিয় শাসন "মহাবীরেরই" উপযুক্ত সন্দেহ নাই। শ্রীহনুমানের এই ইন্দ্রিয় শাসনবাণী দ্বারা নিম্নলিখিত শ্রুতি সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহু র্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্য যুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণ্য বশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।
যস্তুবিজ্ঞান বান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ তদাহশুচিঃ
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধি গচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদ মাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥
বিজ্ঞান সারথি র্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদবিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠ উপনিষৎ। ১ম অধ্যায়, ৩য় বল্লী, ৪-৯

দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে অসংযত ইন্দ্রিয়গণের এবং বশ্য শিক্ষিত অশ্বের সঙ্গে সংযত ইন্দ্রিয় গ্রামের তুলনা করিয়া সংযমশীল সাধকই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুতি এই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

সাধক ঐ সব শাস্ত্র বাক্যের সঙ্গে এই ভক্ত বাণী মিলাইয়া প্রতিদিন ভাবনা করিলে নিশ্চতই পরম উপকার এবং আনন্দ পাইবেন।

২য়—শিখিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিষয়বিতৃষ্ণা (১) বাসনাক্ষয় (২) ইষ্টদেবতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রভৃতিও এই ভক্ত বাণীতে বর্ত্তমান। তাই শ্রীহনুমান্ তাঁহার বরদ প্রভুকে একদিন বলিয়াছিলেন—

ভববন্ধছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভু রহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

ভক্তজীবনে মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কিরূপ ব্যাপার তাহা অনুভবগম্য সন্দেহ নাই। ব্রহ্মর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্। মূকাস্বাদনবৎ!"
নারদভক্তি সূত্র, ৫১।৫২।

এই দুইটি সূত্রদ্বারা শ্রীহনুমৎকথিত ঐ অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন কিনা সাধু সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন। শাস্ত্রে ঈদৃশ নিশ্চলা ভক্তিকেও "মুক্তি"

নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং তাদৃশভক্তিমান্ পুরুষগণ "মুক্ত" বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়াছেন ; যথা—

"নিশ্চলা ত্বয়ি যা ভক্তিঃ সৈব মুক্তিৰ্জনার্দ্দন !
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণোর্যতো হরে !"
হরিভক্তিবিলাস। ১০।৭৩ বচন।

শাস্ত্রে ইহাও আছে যে শ্রুতিকথিত মুক্তি দুই প্রকার, ১ম হরিভক্তিরূপা ২য় নির্ব্বাণরূপা। বৈষ্ণবগণ হরিভক্তি স্বরূপা মুক্তি, এবং অন্য সাধুগণ নির্ব্বাণরূপা মুক্তি প্রার্থনা করেন—

"মুক্তিস্তু দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা চ যা।
হরিভক্তি স্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছতি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণ রূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড ২২ অধ্যায়ে। শব্দকল্পদ্রুমে মুক্তিশব্দ দ্রষ্টব্য। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণেও শ্রীহনুমানের এইরূপ প্রার্থনা ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"স্নেহো মে পরমো রাজন ! ত্বয়ি তিষ্ঠতু সর্ব্বদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ! ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥
যাবদ্ রামকথা বীর ! চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তি প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন !
তন্মমাপ্সরসো রাম ! শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ !
তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর ! তব চর্য্যামৃতং প্রভো !
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখা মিবানিলঃ॥
উত্তরকাণ্ড। ৫০ সর্গ। ১৬—১৯ শ্লোক।

ভক্তের এই প্রার্থনা সর্ব্বদা চিন্তা করা আবশ্যক। ভক্ত বলিতেছেন—"রাজন্ রাম ! আমার অটুট ভালবাসা ও নিশ্চলা ভক্তি যেন সর্ব্বদা তোমাতেই থাকে, আমার ভাব যেন তোমা ভিন্ন অন্যত্র না যায়। হে বীর ! যে পর্য্যন্ত জগতে রামকথা প্রচারিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। রঘুনন্দন ! নরশ্রেষ্ঠ ! রাম ! তোমার এই নরলীলা

যেন অপ্সরাগণ আমাকে গান করিয়া শ্রবণ করায়। বীর! প্রভু! রাম! ঐ বায়ু যেমন মেঘরাশিকে দূর করে আমিও তেমনি তোমার এই লীলামৃত শুনিয়া তোমার বিরহ জ্বালা দূর করিব।" আহা! এই প্রার্থনা কত মধুর তাহা বুঝান যায় না, ইহা সর্ব্বদা ধ্যান করিবার বস্তু।

ভক্ত ভগবান্‌কে "রাজন" (১) "বীর!" (২) "রঘুনন্দন" (৩) "নরশ্রেষ্ঠ" (৪) এই সব ভাষায় সম্বোধন করিয়াছেন কেন ভাবুকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিলে আপ্যায়িত হইবেন সন্দেহ নাই।

এই কথা রামায়ণে আরও আছে; ভগবান্ নরলীলা অপ্রকট করিবার কালে ভক্তকে বলিতেছেন—

"জীবিতে কৃতবুদ্ধিস্ত্বং মা প্রতিজ্ঞাংবৃথা কৃথাঃ।
মৎকথা প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বর!
তাবদ্ রমস্ব সুপ্রীতো মদ্বাক্যমনুপালয়ন্॥"
বাল্মীকিরামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। ১২১ সর্গ।৩০।৩১।

"কপীশ্বর! তুমি দীর্ঘজীবন বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা যেন অন্যথা না হয়। যতদিন পৃথিবীতে আমার কথা প্রচারিত থাকিবে ততদিন তুমি সুখ ভোগ করতঃ আমার আদেশ প্রতিপালন কর।"

রঘুনন্দন মহাত্মা রামের ঐ কথা শুনিয়া হনুমান্ পরম আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন যে—

"যাবৎ তবকথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যানি মেদিন্যাং তবাজ্ঞা মনুপালয়ন্।"
বাল্মীকিরামায়ণ উত্তরকাণ্ড। ১২১ সর্গ। ৩৩।

"যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে তোমার এই পবিত্র কথা প্রচলিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত আমি পৃথিবীতে থাকিয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব সন্দেহ নাই।" ইহাই ভক্ত ও ভগবানের সংবাদ। সুতরাং আমিও "রাম" "রাম" করিলে এই রামভক্ত তাহা শুনিবার লোভে আসিয়া থাকেন, আসিয়া "কৃতমস্তকাঞ্জলি" "বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচন" হইয়া রামনাম সুধা পান করেন। বিশ্বাসী ভক্ত! এই মধুর দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দর্শন কর, দেখিয়া প্রণাম কর—

যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনম্
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনম্
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥

আহা! এই পরম রমণীয় দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে ধন্য হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। দৃঢ়তার সঙ্গে অবিরাম রাম রাম নাম করিলে এ দৃশ্য আমারও নয়নগোচর হইবে এই আশায় কাল কাটাইতেছি—

"অমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাংমন্যেত দুর্লভাম্।" (মনু)

শ্রীহনুমানের "রামংচিন্তয়"—ইত্যাদি বাণীর শেষকথা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই বাণীর শেষ পঙ্ক্তি এই—

"চক্ষু! রামময়ংনিরীক্ষ সকলং রামাৎপরং ত্যজ্যতাম্।"

ভক্তবাণীর উদ্ধৃত অংশে মহামন্ত্র গায়ত্রীর অর্থ, বিশ্বরূপরহস্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "ভূবাদি সমগ্রবিশ্ব তাঁহারই পূজনীয় জ্যোতীরূপ, অথবা সেই পূজনীয় জ্যোতীরূপই এই দৃশ্যাদৃশ্য নিখিলবিশ্ব— "এই গায়ত্রী মন্ত্রার্থের সঙ্গে রামময়ং নিরীক্ষ সকলম্"—ইহার কোনই ভেদ নাই। সাধক! ইহার সঙ্গে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" (১) ইত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্র এবং "অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরামি।" ইত্যাদি দেবীসূক্ত মন্ত্র মিলাইলে অধিক আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই।

"ত্বমেব সর্ব্বকৈবল্যং লোকাস্তেঽবয়বাঃ স্মৃতাঃ।
পাতালং তে পাদমূলং পার্ষ্ণিস্তব মহাতলম

* * * *

* * * *

মহিমা জ্ঞান শক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব।"
আধ্যাত্মরামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড ৯ম অধ্যায়।

এই গন্ধর্ব্ব কথিত শ্রীরামস্তবে সাধক "রামময়ং নিরীক্ষ সকলম্"— অনুসন্ধান করিবেন। অধিকন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে শরশয্যা শায়িত পুরুষপ্রবরঃ শ্রীভীষ্মদেব কথিত—

"তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ। তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ।
তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ। তস্মৈ হোমাত্মনে নমঃ।

* * * * *

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্ব সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥”

ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণস্তবে, এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত শ্রীচণ্ডীগ্রন্থে দেবগণ কথিত—

“যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

* * * * *

চিতি রূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।”
মার্কণ্ডেয়চণ্ডী—৫ম অধ্যায় বিষ্ণুমায়া স্তব।

ইত্যাদি মাতৃস্তবে, এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ের
পাতাল মেতস্য হি পাদমূলম্

* * * * *

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা
দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম্মবিতান যোগঃ।

এই মহাপুরুষ অনুসংস্থা বর্ণনে—“রামময়ং সকলম্”—অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শেষকথা এই যে দুর্ব্বলের পক্ষে “রামং চিন্তয় চিত্ত বর্ব্বর ! চিরম্”—ইত্যাদি মহাবীরের বাণী পরম বীর্য্যকর ঔষধ। ইহা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীশরৎকমল ন্যায়তীর্থ।

৺ ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী।

(‘আমি এই জন্মেও ভার্গব’ এই কথার অভিপ্রায়, ‘গোত্র’ ও ‘প্রবর’ তত্ত্ব।)

জিঃ রমা—আপনি যে নিমিত্ত মাতা-পিতা হইতে প্রাপ্ত নামের ব্যবহার না করিয়া ‘ভার্গব শিবরামকিঙ্কর’ এই নামের ব্যবহার করেন, তাহা সুন্দরভাবে

বুঝিতে পারিলাম। আপনি প্রায়ই বলেন, আমি এ জন্মেও 'ভার্গব;' আপনার এই কথায় অভিপ্রায় কি?

বক্তা—দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেও আমি 'ভার্গব' ছিলাম, কারণ আমার বর্ত্তমান দেহও ভৃগুবংশজ। বোধায়ন বলিয়াছেন, 'বিশ্বামিত্র,' 'জমদগ্নি,' 'ভরদ্বাজ,' 'গৌতম,' 'অত্রি,' 'বশিষ্ঠ', এই সপ্ত এবং অষ্টম অগস্ত্য ঋষি, ইহাদের যে অপত্য, তাহাকে 'গোত্র' বলা হয়। এখানে 'অপত্য' শব্দ কেবল পুত্রাপত্যপর নহে। 'অপত্য' শব্দ এ স্থলে পৌত্রাদিরও বাচক, বুঝিতে হইবে। ভগবান্ পাণিনিদেব বলিয়াছেন, 'অপত্যং পৌত্র প্রভৃতি গোত্রম্' অর্থাৎ 'অপত্য' পৌত্র প্রভৃতি গোত্রবাচক। গোত্র সহস্র, প্রযুত বা অর্বুদসংখ্যক, তন্মধ্যে ঊনপঞ্চাশৎ ইহাদের প্রবর ("গোত্রাণাং তু সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ। ঊনপঞ্চাশদেবৈষাং প্রবরা ঋষিদর্শনাৎ॥"—বোধায়ন)।

জিঃ নন্দঃ—'প্রবর' শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—প্রবৃত হন, হোতৃ ও অধ্বর্যু কর্ত্তৃক অগ্নির বিশেষণরূপে উৎকীর্ত্তিত হন যাহারা, তাঁহারা 'প্রবর', অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিব্যাবর্ত্তক (গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিভিন্ন) মুনিগণকে 'প্রবর' এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'প্রবর' শব্দ 'সন্ততি' অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, আর্ষেয় অবশ্যকীর্ত্তনীয়, আর্ষের কীর্ত্তিত হইলে, আমি অমুক দেবপ্রসিদ্ধ ঋষির অপত্য, এই কথা বলিলে. দেবতারা সেই পুরুষকে ইনি অমুক ঋষির অপত্য, অতএব ইনি ভোজ্যান্ন, ইহার প্রদত্ত অন্ন ভোজনীয়, এইরূপ বুঝিয়া থাকেন ("আর্ষেয়মন্বাচষ্ট ঋষিণা হি দেবাঃ পুরুষমনুবুধ্যন্ত ইতি বিজ্ঞায়তে॥"—)। মহর্ষিললামভূত ভৃগুদেব যে, বাসুদেবের বংশাবতার, মহাভারতে, মোক্ষধর্ম্মে তাহা উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণ পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর অংশাবতার ভৃগুপুত্র বাল্মীকি (যিনিই ভাগবতের বক্তা শুকদেব) রামায়ণের প্রবক্তা। বিষ্ণুর অংশাবতার ভৃগুপুত্র বাল্মীকি স্বয়ং শুভ—কল্যাণজনক স্বচরিত্র (রামায়ণ) রচনা করিয়াছেন। অতএব ভার্গব ও 'শিবরামকিঙ্কর' যে সমানার্থক তাহা সুখবোধ্য।

প্রবর গণণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রবরসূত্রকৃৎ বলিয়াছেন, "তত্রাদৌ ভৃগবঃ", অর্থাৎ প্রবর গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি প্রথমে ভৃগু প্রবরগণের ব্যাখ্যা করিব ("ভৃগূনেবাগ্রে ব্যাখ্যাস্যামো জামদগ্ন্যা বৎসাস্তেষাং পঞ্চার্ষেয়ো ভার্গব চ্যবনাপ্নবানৌর্ব্বজামদগ্নেতি।"—সংস্কাররত্নমালা)। 'বৎস' জামদগ্ন্য ও

অজাবদথ্য এই পঞ্চ আর্ষের প্রবর। আমি বাৎস্য গোত্র এই নিমিত্ত আমার ভার্গবাদি পঞ্চ আর্ষের প্রবর। আমি যে ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নামের ব্যবহার করি, তাহার কারণ কি, যথাপ্রয়োজন তাহা বলিলাম ("ভৃগোঃ প্রাধান্তং তু মহর্ষীণাং ভৃগুরহম্' ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ মোক্ষধর্ম্মেষু ভৃগোর্ব্রহ্মদেবাংশতা শ্রবণাদাধানমন্ত্রেষু ভৃগূনামেবাদৌ পার্থক্যেন মন্ত্রকথনাচ্চ।" সংস্কার-রত্নমালা)।

জিঃ নন্দঃ—প্রবরতত্ত্বসম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়াই আপাততঃ বিশেষ তুষ্টিলাভ করিলাম যাবৎ বিস্তারপূর্ব্বক প্রবরতত্ত্বের বিবরণ না শুনিতেছি, তাবৎ পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবনা। প্রবরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তদ্দ্বারা প্রতীতি হইল, আমরা কত নিম্নে পতিত হইয়াছি।

জিঃ রমা—দাদা! আমি অল্পমতি, জড়বুদ্ধি, তথাপি আজ আমার হৃদয় অননুভূত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। করুণাসাগর, জ্ঞানময়, প্রেমময়, বিষ্ণু-রূপ ভৃগুদেব কেন আপনাকে এত স্নেহ করেন, আপনার প্রতি তাঁহার এত দয়া কেন, কিয়দংশে তাহা বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম, বুঝিতে পারিলাম, অকিঞ্চন হইলেও, কেন আমাদিগকেও ভগবান্ এত দয়া করেন। এখন জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনি স্থূলদৃষ্টিতে গৃহস্থ হইলেও, ভৃগুদেব যে আপনাকে 'যতি' বলিয়াছেন, 'জীবন্মুক্ত' বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি? গৃহস্থ কি যোগী হইতে পারেন? যতি বা জীবন্মুক্ত হইতে পারেন? 'যোগী' কাহাকে বলে? 'যতি' এবং 'জীবন্মুক্ত' এই শব্দদ্বয়েরই বা অর্থ কি তাহা আমি জানিনা, তথাপি যে, এইরূপ প্রশ্ন করিতেছি, তাহার কারণ কি আপনি স্বয়ংই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনি নামপরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেন, যে কারণবশতঃ আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বলা বাহুল্য, ভৃগুদেব আপনাকে 'যোগী', 'যতি' ও 'জীবন্মুক্ত' বলিয়াছেন কেন, তাহা জানিবার তাহাই প্রধান কারণ।

(ক্রমশঃ)

পণ্ডিতপ্রবর ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রী।

(বঙ্গবাসী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

পণ্ডিতপ্রবর লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, সাধক সাধনোচিতধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার কাল পূর্ণ হওয়াতে আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য। তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা পাণ্ডিত্য, তেজ, ধর্ম্মপ্রাণতা, সুবিমল চরিত্র, ত্যাগ, কোন দিক্ দিয়া দেখিব? শেষ জীবনে যে বিরাট পুরুষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা এই ভারতবর্ষ কেন, অনেক দেশেই দুর্ল্ভ। এই সেদিন পণ্ডিতপ্রবর বামাচরণ অকালে এই দেশকে ফেলিয়া গিয়াছেন। দুইমাস না যাইতে যাইতে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ও চলিয়া গেলেন। বোধ হয় ভারতের নিজস্ব মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিবার ও মর্য্যাদা দান করিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি, তাই আমাদের অক্ষমতার ও অপদার্থতার চেতনা জাগাইতে এই রকম দুই দিক্‌পাল পাত হইল। চেতনা কি কি জাগিবে? জাতির হৃদয় কি সত্য সত্যই প্রাণস্পন্দনে সে বেদনা বোধ করিবে? যে অনুভূতি থাকিলে দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের, বিদ্যার যথাযোগ্য শক্তিবোধ থাকে, সেই অনুভূতিকে কি হিন্দু বুঝিতে পারিবে, যে আজ কি বিরাট শূন্যতায় আমরা নিপতিত। নাই, নাই, সে অনুভূতি নাই—কে যেন আকাশবাণী করিতেছে।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী বড় পণ্ডিত ছিলেন—সেটাই বড় কথা নহে ও রকম পণ্ডিত সংস্কৃতের বিরাট সাহিত্যে কোথায় কি আছে, কোন বিষয়ে কোন ঋষি মুনির কি মত, এ সমস্তই তাঁহার নিকট নখদর্পণে ছিল। কিন্তু এহেন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল বালকোচিত সরলতা ও বিনয়—এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ আজকালকার দিনে বড়ই বিরল। তাঁহার "বিদ্যার্থী ভবনে" বাঙ্গালা দেশে বেদ প্রচারের চেষ্টা তাঁহার আজীবন সৎসঙ্কল্পের একটী বিশিষ্ট উদাহরণ। তাঁহার অলোকসামান্য চরিত্র যেন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমলদলের মতন শুভ্র। যেদিন বুঝিলেন যে ব্রাহ্মণের পক্ষে 'চাকরি' করিলে আত্মসম্মান রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে, সেই দিনই 'চাকরি' ত্যাগ করিতে এক মুহূর্ত্ত কালও দ্বিধা বোধ করিলেন না। পেন্সনের লোভও তাঁহাকে কোনও সঙ্কোচ বা সংশয়ান্দোলিত করে নাই এবং স্বচ্ছন্দে 'পেন্সনং' ত্যাগ করিলেন। সারা জীবনের কর্ম্মের পর জীবনের সায়াহ্ন যখন কাশীধামে অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় আসিল পাপ সর্দ্দা আইন। ভারতের পারম্পর্য্য ধারার রক্ষক যেন ভূমিকম্পে কম্পমান। ধরিত্রীর মতন চঞ্চল

হইয়া উঠিলেন। সরকারের দরবারে সকল প্রকার সম্মানের সহিত তিনি ঐ পাপ আইন পাশ না হইবার জন্য দরবার করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ধর্ম্ম-রক্ষার প্রতিশ্রুতিও ঐ আইন পাশের কোনও বাধা হইল না, এমন কি কোনও বিবেচনার বিষয়ও হইল না, তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়াই সরকারী মহামহোপাধ্যায় পদবী বর্জ্জন করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে ভারতের দিকে দিকে পাঁচ পাঁচটী সম্মেলন অনুষ্ঠানে তিনিই অগ্রণী। দিল্লী, মাদ্রাজ, প্রয়াগ, বোম্বাই ও জলগাঁও সর্ব্বত্রই সনাতন পন্থী হিন্দুকে জাগাইবার জন্য তাঁহার কি বিরাট আত্মভোলা পরিশ্রম। অপর দিকে নিজকে প্রতিষ্ঠার লোভ হইতে লুকাইয়া রাখিবার কি স্বচ্ছন্দ সদানন্দশীলতা। যাহার কথায় কলিকাতার ক্রোরপতিরা উঠিত বসিত, যাহার ইঙ্গিতে গুজরাটী ক্রোরপতিরা তহবিল উন্মুক্ত করিত, সেই মানুষটী নিজের জন্য কোনও দিন কিছুই চাহেন নাই,এমন কি নাম যশও তাঁহার প্রার্থিতব্য ছিল না। এই দেড় বৎসরের পরিশ্রমে ও আন্দোলনে নিজে কিঞ্চিদধিক আট সহস্র টাকার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর এ কথা বলিবার সময় আসিয়াছে।

একটি ঘটনা বলা হইতেছে। জলগাঁও সম্মিলনীতে অস্পৃশ্য বলিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, একটা মিথ্যা কথা সাংবাদিকরা প্রচার করে। একটা দল সভার সভাপতির কর্ত্তৃত্ব মানিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বেলা এগারটার সময় দ্বারদেশের একশত ফিট দূরে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার একজন ইংরেজীনবিশ শূদ্র প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--বাবু আপনার খাওয়া হয়েছে? যখন শুনিলেন যে হয় নাই,তৎক্ষণাৎ নিজের সঙ্গে বসাইয়া নিজের আত্মীয়দের পাকঘরে আহার সমাধা করেন। বাঙ্গালার সেই প্রতিনিধি অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের নেতা, মহোদয়ের নিকট যে আতিথেয়তা লাভ করিয়াছিলেন, আর এই গোঁড়া সনাতনী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের নিকট যে আতিথেয়তা লাভ করিলেন, তাহার তুলনা এই প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ভব্যতার মর্য্যাদা নষ্ট করে। এই সকল ব্রাহ্মণকে যাহারা উদারতা শিখাইতে আইসে, তাহাদের মূর্খতা বড় কি ধৃষ্টতা বড়, তাহা নির্ণয় করা যে এক বিষম সমস্যা!

আবার আর একটী ঘটনা। অত্যধিক পরিশ্রমে রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। ২০ শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার কবিরাজ মহাশয় নাড়ী দেখিয়া চিন্তিত হন। শাস্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন আমাকে "কাশী লইয়া

চল"। বৈদ্য বলিলেন—"যদি ট্রেণে প্রাণত্যাগ হয়", রোগী সহাস্যে বলিলেন,—"তাহা হইলেও কাশী যাইব।" পরদিন কাশী পৌঁছিয়া—গঙ্গা স্নান করিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণ নরধাম ত্যাগ করিলেন। মানুষের ইচ্ছাশক্তির সহিত বিশ্বশক্তির কতটা যোগ সাধনা থাকিলে এইরূপ সম্ভব আজ এই নাস্তিকতার দিনে সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব!

তাঁহার জীবনে এরূপ কত ঘটনা আছে। কিন্তু এই আড়ম্বর ও আত্মশ্লাঘার দিনে সে সব কথার উল্লেখ হয়ত তিনিও ভালবাসিবেন না। তাঁহার নিকট, তাঁহার আরাধ্য দেবতার নিকট তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের অধিদেবতার নিকট প্রার্থনা রাজেশ্বর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জননীকে কৃতার্থ করুন, কুল পবিত্র করুন. দেশ ধন্য করুন।

শ্রীশ্রীহংসমহারাজের কাহিনী।

তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে নিশ্চয়ই এই সকল ব্যক্তি এই দ্রব্যগুলির উপযুক্ত মূল্য জানেনা। তাহা জানিলে কদাচ এরূপ সুন্দর সুগন্ধি উত্তম পদার্থগুলি এমন অবহেলায় নষ্ট করিতে পারিত না। যখন মলিন মুখে শেঠ এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন তখন ঐ সাধু বেশধারী ঠগ্‌গণ বলিল, "তুমি এইটুকু সামান্য সামগ্রী অগ্নিমধ্যে দেওয়া দেখিয়া দুঃখিত হইতেছ? আমরা প্রত্যহ কত এইরূপ পদার্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া থাকি। এসব পদার্থের এখানে কোন মূল্যই নাই? এসকল বস্তু এই স্থানে তৃণ মূল্যে বিক্রীত হয়।" উহাদের ঐ প্রকার বাক্য শুনিয়া মণিরাম শেঠ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কারণ তাঁহার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবেকের পরামর্শ মত কয়েকখানি জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য তিনি ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। যদি এই অল্প দিনের মধ্যে ঐ সকল সামগ্রীর মূল্য এত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়া থাকে তবে কি উপায় হইবে? হতাশ প্রাণে তখন তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া চিন্তা করিতে না পারায় ঐ সাধুবেশধারীদের নিকটই এসম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "এই জাহাজগুলি আমাদের দিয়া যাও।" তৎপরিবর্ত্তে উহারা কি দিবে জিজ্ঞাসা করায় উহারা বলিল, "আমাদের নিকট নানরূপ উত্তম উত্তম মূল্যবান সামগ্রী পরিপূর্ণ বহু বস্তা রহিয়াছে।" এই কথা

বলিয়া ঠগগণ স্বর্ণ, রৌপ্য পরিপূর্ণ বিচিত্র বর্ণের উজ্জল চাকচিক্য বিশিষ্ট দুই চারটি বস্তা শেঠকে দেখাইল এবং তাঁহাকে বলিল যে এই সকল বস্তার মধ্যে যাহা এক ব্যক্তি উঠাইতে সমর্থ হয় সেইরূপ যে কোন সামগ্রী পরিপূর্ণ একটী বস্তা তাহারা তাঁহাকে প্রদান করিবে। শেঠ তখন কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন আগে দেশে যাই সেখানে গিয়া আমার বিবেক কর্ম্মচারীর সহিত এসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া পরে যাহা হয় তাহা স্থির করিব। কেবল তিনি তাঁহাকে জাহাজ গুলির পরিবর্ত্তে একটী দলিলে লেখা পড়া করিয়া উহাতে তাহাদের দ্বারা দস্তখৎ করাইয়া লইলেন। উহাতে লেখা থাকিল যে এই জাহাজগুলির পরিবর্ত্তে শেঠ যে কোন সামগ্রী পূর্ণ একটী বস্তা চাহিবেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ উহাদের তাঁহাকে দিতে হইবে। আর যদি সেই সামগ্রী উহারা না দিতে পারে তবে জাহাজগুলিত তিনি ফিরিয়া পাইবেনই এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক জাহাজেই উহাদের শাস্তি স্বরূপ যে কোন দ্রব্য পূর্ণ এক একটী বস্তা তুলিয়া দিতে হইবে। ঠগগণ কিন্তু কি মনে করিয়া এইরূপ বন্দোবস্তই সন্তোষের সহিত সম্মত হইয়া গেল। তখন মণিরাম শেঠ বিষাদিত চিত্তে, মলিন মুখে, রিক্তহস্তে স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলেন। এদিকে প্রভু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন সংবাদ পাইয়া বিবেক কর্ম্মচারী তাঁহার অভ্যর্থনার্থে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। পথে বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মণিরাম শেঠ তাহাকে অত্যন্ত গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু রাগান্বিত হইয়াছেন দেখিয়া বিবেক বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যখন প্রভু, তখন আপনি পিতা মাতা তুল্য, সুতরাং আমাকে ভৎর্সনা করিতে পারেন, কিন্তু আমার কি অপরাধ তাহা আমাকে পূর্ব্বে বলুন।" মণিরাম শেঠ তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন এবং বিবেককে বলিলেন যে তোমার বাক্য শুনিবার ফলেই আমি সর্ব্বস্ব হারাইলাম। বিবেক প্রভুর কথা শুনিয়া ঘটনাটী বেশ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং প্রভুকে বলিলেন, উহারা দুষ্ট বদমাইস ব্যক্তি। উহারা আপনাকে প্রতারিত করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। এখানে ঐ বস্তুগুলির মূল্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।" বিবেকের বাক্য শ্রবণে মণিরাম শেঠ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে পুনর্ব্বার সামগ্রীগুলির উদ্ধার সাধন হইতে পারে তাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিবেক তখন পরামর্শ দিলেন যে স্থানে

ঐ মন্দ ব্যক্তিদের গুরু রহিয়াছে আপনি সেইস্থানে গিয়া পাগল সাজিয়া পড়িয়া থাকুন। কারণ নিশ্চয়ই উহারা এখন গুরুর নিকট যাইবে। তথায় উহাদের যাহা পরামর্শ হয় আপনি গিয়া পূর্ব্বে শ্রবণ করুন। উহারা আপনাকে যতই তাড়াইবার চেষ্টা করুক না কেন আপনি কোনমতে ঐ স্থান হইতে উঠিবেন না। উহাদের পরামর্শ শুনিয়া তৎপরে যুক্তি স্থির করিলেই হইবে।

বিবেকের পরামর্শানুসারে মণিরাম শেঠ দীনভাবে পাগলের মত বেশে ঠগদের গুরুর স্থানে গমন করতঃ একপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেখানে ঠগগণ উপস্থিত হইয়া প্রথমেই পাগলকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে যখন তথা হইতে কিছুতেই উঠিল না তখন উহাকে বাস্তবিকই পাগল মনে করিয়া উহারা গুরুর নিকট গিয়া উপবেশন করিল। উহারা কিরূপ ভীষণ ফাঁকি দিয়াছে তাহা গুরুর নিকট সমস্তই সবিস্তারে বলিল। গুরু যখন সেই সামগ্রীর অংশ চাহিল তখন ঠগগণ তাহাতে সম্মত হইল না। তাহারা বলিল "আমরা বুদ্ধিবলে উহা সংগ্রহ করিয়াছি আপনাকে তাহার অংশ দিব কেন?" গুরু বলিল, "যদি তোমরা আমাকে অংশ না দাও তবে আমি শেঠকে জাহাজগুলি ফিরাইয়া লইতে শিখাইয়া দিব।" তাহা শুনিয়া একজন ঠগ বলিয়া উঠিল, আপনি তাহা পারিবেন না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই দলিলে লেখাপড়া উত্তমরূপে করিয়া লইয়াছি যে ঐ জাহাজ গুলির পরিবর্ত্তে একজন লোক বহিতে পারে এইরূপ একটী কোন সামগ্রী পূর্ণ বস্তা শেঠকে দিয়া দিব। ঠগগণের গুরু বলিল, "আমি শেঠকে গিয়া এই কথা বলিব যে, তুমি মশার হাড়ের একটী বস্তা চাও। অবশ্যই তাহা তোমরা দিতে পারিবেনা, তাহা হইলেই শেঠ পুনরায় পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে তাহার জাহজগুলি ফেরত লইয়া যাইবে।"

এদিকে পাগলের বেশ ধারণ পূর্ব্বক মণিরাম শেঠ সকল কথাই শুনিতে ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া উঠিয়া গেলেন। পরে সাধুবেশধারী ঠগগণের নিকট ভদ্রবেশ ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাদের নিকট কয়েকটী বস্তা চাহিলেন। উহারা প্রতিশ্রুতি অনুসারে বস্তা দিতে সম্মতই আছে জানাইলে শেঠ বলিলেন তাঁহার পিতার বড় কঠিনপীড়া হইয়াছে। রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত কবিরাজ নিযুক্ত করা হইয়াছে। কবিরাজ ব্যবস্থা দিয়াছেন কয়েক বস্তা মশার হাড় প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে উহা তিনি লইতে আসিয়াছেন। মশার হাড়ের বস্তা উহারা দিতে অপারগ বলায় দলিলে লিখিত মত কস্তুরী, কেশর ও চন্দন পরিপূর্ণ জাহাজগুলি শেঠ ফেরত পাইলেন। এছাড়া প্রত্যেক জাহাজে উহারা শাস্তি স্বরূপ নিজেদের এক একটী বস্তা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইল। জাহাজ গুলি ফেরত পাওয়ায় শেঠ মহা আনন্দিত চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিবেক কর্ম্মচারী সংবাদ পাইয়া প্রভুর সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসহ প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন।

নাম রসায়ন।

রাম রাম সীতারাম আমি এ নাম রসায়ণ অহরহঃ পান করতে চাই, আমি নিশ্চয় বুঝেছি নাম করলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হবেই, আমার ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের নাম ভিন্ন অন্য পথ নাই, এপথ ধরেছি এপথে চলেছি যাতে পথ ভ্রষ্ট না হই তার জন্য শক্তি প্রার্থনা করতে শিখেছি। তথাপি হে প্রাণারাম! আমি সর্ব্বক্ষণ ডুবে থাক্‌তে পারিনা জানিনা, আমার কোন কর্ম্ম নাম হ'তে সরিয়ে দিতে চায়। তুমি কৃপাকর, তুমি আমায় নামে ডুবিয়ে রাখ আমি যেন সর্ব্বদা নাম নিয়ে থাক্‌তে পারি। হে যদুনাথ! হে রঘুনথে হে ব্রজনাথ! হে সীতানাথ! হে দীননাথ! হে প্রাণনাথ! আমায় তোমার করে নাও।

সর্ব্বে নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ।
নমে ভক্তাঃ প্রনশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদঃ॥

ভয় কিরে—আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না, সব যাবে আমার ভক্ত নিঃশঙ্ক ও নিরাপদে অবস্থান্ করবে। দেখ জীবকে কতক্ষণ ভাবতে হয় জানিস্, সে যতক্ষণ না আমায় দৃঢ় রূপে আশ্রয় করে, তোমার আমি বলে আমার শরণাপন্ন হ'লে চির দিনের জন্য তাহার সকল ভাবনা ঘুচে যায়, একবার মাত্র প্রসন্ন হয়ে তোমার আমি বলে শরণ নিলে আমি সর্ব্বভূতকেই অভয় দিয়া থাকি। ভয় কি রে—তোর কোন ভয় নাই, আমি তোর পথ পরিষ্কার করতে করতে আগে আগে চলেছি, তুই নাম নিয়ে আমায় দেখতে দেখতে পিছু পিছু আয়, আমার ভক্ত মানুষত দূরের কথা যমকে পর্য্যন্ত ভর করে না!

ভর্জ্জনং ভব বিজানাম্ অর্জ্জনং সুখসম্পদাম্।
তর্জ্জনং যমদূতানাম্ রাম রামেতি গর্জ্জনম্॥

চলে আয়—রাম রাম গর্জ্জন করে তুই চলে আয়,তোর রাম রাম গর্জ্জনে যে কর্ম্ম বীজে বার বার যাতায়াত ঘুচেনা সে কর্ম্ম বীজ ভর্জ্জিত হয়ে যাবে, তুই না চাহিলেও রাম রাম গর্জ্জনে সংসারের সুখ সম্পদ তোর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। আরও কি হবে জানিস্ রাম রাম গর্জ্জনে যমদূতগণকে তিরস্কার করা হবে, তারা ভীত হয়ে তোর ত্রিসীমানায় আস্‌তে পারবে না। তুই রাম নাম কর, কেবল নাম কর,হেলায় নাম কর, শ্রদ্ধায় নাম কর,ভক্তিতে কর, অভক্তিতে কর, তুই দাঁড়ায়ে নাম কর, তুই বসে নাম কর, শুয়ে নাম কর, তুই চলতে চলতে নাম কর, তুই খেতে খেতে নাম কর, তুই সুখে নাম কর, তুই দুঃখে নাম কর নাম কর, তুই হর্ষে নাম কর, তুই বিষাদে নাম কর, তুই অভাবে নাম কর, তুই স্বাচ্ছন্দ্যে তুই রোগে নাম কর,তুই নীরোগে নাম কর,তুই শোকে নাম কর, তুই বিশোকে নাম কর, তুই চঞ্চলে নাম কর, তুই অচঞ্চলে নাম কর, তুই সজনে নাম কর, তুই বিজনে নাম কর, তুই আলোকে নাম কর, তুই আঁধারে নাম কর, তুই বিক্ষেপে নাম কর, তুই অবিক্ষেপে নাম কর, তুই লয়ে নাম কর, তুই

অলয়ে নাম কর আজ যে দ্বন্দ্ব দেখছিস নাম করলে ও সব কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু নাম আর কি আরম্ভ কর।

তাই করব, তোমার নামই করব, রাম রাম জয় রাম।

নিন্দন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্যজন্তু স্ত্রী সুতাদয়ঃ।
জনা হসন্তু মাং দৃষ্টা রাজানো দণ্ডয়ন্তু বা॥
সেবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেবতে।
তৎ কর্ম্ম নৈব মুঞ্চামি মনোবাক্ কায়কর্ম্মভিঃ॥

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পাতকী পাবন সীতারাম॥

রামাশ্রম।

স্থূলদেহের দার্শনিক চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ জীবগোস্বামী উক্ত পুস্তকের দশমস্কন্ধের ত্রিশ অধ্যায়ে এই তুলসী বৃক্ষকে স্ত্রীজাতীয় সর্ব্বসুখকরিণি বৃক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"এষা তু তুলসী স্ত্রী স্বভাবাৎ কোমল হৃদয় গোবিন্দ চরণ প্রিয় সর্ব্বসুখকারিণি।" আবার এই জন্যই হয়ত শ্রীকৃষ্ণ তুলসীদামে ভূষিত হইতেন :—"বৃন্দাবনান্তসঞ্চারী তুলসীদাম ভূষণ।" তুলসীপত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়াই ঐ পত্রে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীবিষ্ণুর পূজা প্রশস্ত।

বর্ত্তমান কালের তুলসী বৃক্ষ ত্রিবিধ। প্রথম প্রকারের বৃক্ষ, বাবুইতুলসী বা সুরসা নামে অভিধেয়, দ্বিতীয় প্রকারের বৃক্ষ কৃষ্ণ তুলসী বা কুটেবক নামে অভিধেয় এবং তৃতীয় প্রকারের বৃক্ষ রক্ত তুলসী বা ফণি জনক নামে অভিধেয়। এই ত্রিবিধ জাতীয় বৃক্ষের পত্র, শাখা ও মূল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বদেশের মানবগণের ব্যাধি প্রশমনার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই ভারতক্ষেত্রের অগ্নিবেশ, যামদগ্নি প্রভৃতি ভিষকরাজগণ এবং নারদ ভরদ্বাজ প্রভৃতি ভক্তিমান মুনিগণও দেশান্তরের ডাইয়স কোরাইডিস (Dios corides) থিয়োফ্রেসটাস (Theos phrastus) প্লিনী, (Plney) প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ এই বৃক্ষকে নানাবিধ কারণে সমাদর করিতেন। এই বৃক্ষের পত্র শাখা ও মূল, দেহে ধারণ করিলে কি গূঢ় বৈজ্ঞানিক কারণে মানব হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তি জন্মাইয়া ও জাগাইয়া দেয় বা সূক্ষ্মশরীরের হিতসাধন

করে, তাহার তথ্য নিরূপণ করা আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির অসাধ্য। তবে ইহা সত্যকথা যে ভারতের অতীত একযুগে রাজরাজেশ্বরগণ হইতে সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণবগণ পর্য্যন্ত ইহার মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া দেহকে পবিত্র করিতেন ও ধন্য হইতেন। দেহীর স্থূল শরীরের যে যে ব্যধি ইহা প্রথমন করে তাহার অতি সংক্ষেপে আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ ঈঙ্গিত করিলাম মাত্র।

(১) ইহার পত্রের রস সামান্য পরিমাণে সেবন করিলে সর্দ্দিজ্বর উপশম হয়।

(২) ইহার মূল পেষণ করিয়া গুড়িকা নির্ম্মাণ করিয়া উহা বৃশ্চিক দংশিত স্থানে লাগাইলে জ্বালা আশু নিবারণ হয়।

(৩) ইহা বর্ত্তমান কালের ম্যালেরিয়া নামক জ্বর নিবারক।

(৪) ইহার পত্রের রসে বোলতা, ভীমরুল দংশন জনিত জ্বালা নিবারণ করে।

(৫) ইহার পত্রের রস ভক্ষণে বজ্রাঘাত জনিত হতচেতন ব্যক্তির চেতনা হয়।

(৬) ইহার পত্রের রসে উৎকট হৃদরোগ আরোগ্য হয় ও আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির যন্ত্রণা নিবারণ হয়। এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের প্রার্থনা যেন প্রত্যেক গৃহী, সূত্র নির্ম্মাণ যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃক্ষকে আপনা আপন পল্লীতে ও গৃহে স্থান দান করেন। স্ব স্ব গৃহে ও স্ব স্ব পল্লীতে এই বৃক্ষ আরোপিত হইলে পল্লীগ্রামের অনেক ব্যাধি কমিয়া যাইবে ও গৃহীর হৃদয়ে হরিভক্তি জাগাইয়া দিবে।

তুলসী দল মাত্রেণ জনস্য চলুকেন চ।
বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসল॥

আমাদের আরও প্রার্থনা মৃত ব্যক্তির শব শয্যায় গোলাপ ফুলের তোড়ার পরিবর্ত্তে যেন সর্ব্বসাধারণে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করেন। শব শয্যায় তুলসী বৃক্ষ স্থাপন প্রথা দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে! কথিত আছে কলিকাতা শোভা বাজারের ভক্ত প্রবর রাজা সার রাধাকান্ত দেব জীবনের শেষাংশে শ্রীবৃন্দাবন তীর্থে বাস কালে অনেকগুলি তুলসী বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় ভৃত্যকে ঐ তুলসী বৃক্ষে তাঁহার মৃতদেহ যাহা দগ্ধকরা হয় তজ্জন্য আদেশ দিয়া রাখিয়া ছিলেন।

তুলসী পত্র যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পত্র সেই মত বিল্লপত্র মহাদেবের প্রিয় পত্র। বিল্ব পত্রে মহাদেবের গাত্র মার্জ্জনা করিয়া মহাদেবের পূজা নিসিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী।

বিরোচন বলিতে লাগিলেন হে পুত্র! সেই রাজার মন্ত্রী এতই বলবান্ যে লক্ষ লক্ষ দেবতা ও অসুর মিলিত হইলেও তাহাকে ঈষৎ মাত্রও আক্রমন করিতে পারে না। সেই মন্ত্রী সহস্র চক্ষু ইন্দ্রও নয়, যমও নয়, কুবেরও নয়, অমরও নয়, অসুরও নয়—যে তুমি তাহাকে জয় করিবে। সেখানে অসি, মুসল, প্রাস, বজ্র, চক্র, গদা হেতি প্রভৃতি অস্ত্র পাষাণে আহত উৎপলের ন্যায় বিফল হইয়া যায়। অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঐ মন্ত্রীকে জয় করা যায় না, যোদ্ধাগণ প্রচণ্ড কর্ম্মদ্বারা উহার কিছুই করিতে পারেনা; দেবাসুর সকলকেই ঐ মন্ত্রী বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয় বায়ু যেমন মেরুকল্প অতি বৃহৎ বৃক্ষাদি পাতিত করে সেইরূপ এই মন্ত্রী হিরণ্যাক্ষাদি অসুর সকলকে বিষ্ণু না হইয়াও বিষ্ণুদ্বারা পাতিত করিয়াছেন। নারায়ণাদি দেবতাগণ সকলের বিবেকোপদেষ্টা হইলেও এই মন্ত্রী তাঁহাদিগকেও ভৃগুশাপাদির নিমিত্ত উপস্থিত করিয়া গর্ভগর্ত্তে প্রবেশ করাইয়াছে। পঞ্চশর কামদেব এই মন্ত্রীর প্রসাদে ত্রিলোকবাসী জনগণকে সগর্ব্বে আক্রমণ করিয়া একচ্ছত্র সম্রাটের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুর ও অসুর সকলেই যাহার অধীন সেই গুণহীন দুর্ম্মতি অতি কদর্য্য আকৃতি ক্রোধও এই মন্ত্রীর প্রসাদে সগর্ব্বে বিহার করে। পুনঃ পুনঃ দেবাসুর সহস্রের যে যুদ্ধ তাহাও এই মন্ত্রণাপটু মন্ত্রীর ক্রীড়ামাত্র। হে পুত্র! সেই মন্ত্রী কেবল তাহার প্রভু দ্বারা যদি জিত হয় তবেই সে সুজেয়—নতুবা অন্যের কাছে সে পাষাণবৎ অচল অটল। যে কালে তাহার প্রভুর ইচ্ছা হয় যে তিনি তাহার নিজমন্ত্রীকে জয় করিবেন সেইকালে সে অনায়াসে (জ্ঞানমাত্রে) বিজিত হয়। ত্রৈলোক্যে যাহারা অতি বলবান্ এই মন্ত্রীকে সকলের প্রধান মল্ল—জেতা। ত্রিজগৎকে উচ্ছাসিত করিতেছে যে তাহাকে যদি জয় করিবার শক্তি তোমার থাকে তবে বলিব তোমার ক্ষমতা আছে। এই মন্ত্রীরূপ সূর্য্যের উদয়ে ত্রৈলোক্যরূপ পদ্ম সরোবর বিকশিত হয় এবং তাহার অস্তগমনে বিলীন হয়। তুমি যদি মোহ কলিলশূন্য নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পার তবে হে সুব্রত তুমি ধীর পদবীবাচ্য হইবে। ঐ মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিলে

জয় করা যায় না এমন লোকও জিত হয়; যদি উহাকে জয় করিতে না পার তবে তিন লোক জয় করিলেও তোমার কিছুই জয় হইল না।

তস্মাদনন্তসিদ্ধ্যর্থং শাশ্বতায় সুখায় চ।
তজ্জয়ে যত্নমাতিষ্ঠ কষ্টয়াপি হি চেষ্টয়া॥ ২৮

শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ঐ মন্ত্রীকে জয় করিতে চেষ্টা কর। তবেই অনন্তসিদ্ধি অর্থাৎ মৃত্যুজয়রূপ সিদ্ধিলাভ করিবে এবং স্থায়ীসুখ পাইবে। জানিয়া রাখ যে ঐ মহাবল মন্ত্রী সুর অসুর নর কিন্নর, দিগ্‌গজ, শেষাদি নাগ সকলকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন।

উপশম ২৪ সর্গঃ।

দুর্ম্মন্ত্রীর জয়োপায়—বৈরাগ্য ও রাজসন্দর্শন সমকালে অভ্যাস।

বলি— কেনোপায়েন বলবান্ স তাত পরিজীয়তে।
কোসাবতি মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বং প্রকথয়াশু মে॥ ১

তাত! কোন্ উপায়ে সেইবলবান মন্ত্রীকে জয় করা যায়, অতি বীর্য্য সেই মন্ত্রীই বা কে আমাকে শীঘ্র সমস্ত বলুন।

বিরোচন—পুত্র! এই দুর্ম্মন্ত্রী হইতেছে মন এবং রাজা হইতেছেন আত্মা।

পুত্র! যুক্ত্যা গৃহীতাসৌ ক্ষণাদায়াতি বশ্যতাম্।
যুক্তিং বিনা দহেত্যেষ আশীবিষ ইবোদ্ধতঃ॥ ৩

পুত্র! যুক্তিদ্বারা গ্রহণ করিলে এই মন্ত্রী এক্ষণেই বশীভূত হয় কিন্তু যুক্তিত্যাগ করিলে সে তোমাকে অতি উগ্র সর্প বিষের ন্যায় দগ্ধ করিবে। শুন কি করিতে হইবে।

ইহাকে বালকের মত লালন করিতে হয় এবং যুক্তিদ্বারা নিয়মে

রাখিতে হয়, তবেই তাহার রাজাকে দেখা যায় এবং রাজপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বলি—ইহা ভাল করিয়া বলুন।

বিরোচন—প্রথমে মনকে অল্প বিষয় দিয়া ভুলাও কিন্তু মুহুর্মুহু বিষয় দোষ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে বঞ্চনা করিতেও থাকে। ইহাতেই রাজদর্শন হইবে তখন মন্ত্রী বশীভূত হইবে। বুঝিতেছ।

দৃস্টে তস্মিন্ মহীপালে স মন্ত্রী বশমেতি চ।
তস্মিংশ্চ মন্ত্রিণ্যাক্রান্তে স রাজা দৃশ্যতে পুনঃ॥ ৫
যাবন্ন দৃষ্টো রাজাসৌ তাবন্মন্ত্রী ন জীয়তে।
মন্ত্রীচ যাবন্ন জিত স্তাবদ্রাজা ন দৃশ্যতে॥ ও

রাজাকে দেখিতে পারিলে মন্ত্রী বশীভূত হয় আবার মন্ত্রীকে লালনও বঞ্চনা দ্বারা বশীভূত করিলে রাজার পুনরায় দর্শন হয়। যাবৎ রাজার দেখা না পাওয়া যায় তাবৎ মন্ত্রীকে জয় করা যায় না আবার মন্ত্রী যত দিন জিত নয় ততদিন রাজাকেও দেখা যায় না।

রাজদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই দুর্ম্মন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখ ফল প্রদান করে আবার মন্ত্রীজয় না হইলে রাজাও দুর্ল্লভদর্শন।

বলি—তবে কি উপায় হইবে?

বিরোচন—অভ্যাসে নোভয়ং তস্মাৎ সমমেব সমারভেৎ।
রাজসন্দর্শনং তস্য মন্ত্রিণশ্চ পরাজয়ম্॥ ৮

রাজদর্শন ও মন্ত্রীর পরাজয় সমকালে অভ্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ মুহুর্মুহু বিষয় দোষ দর্শন এবং আত্মার শ্রবণ মনন সমকালে অভ্যাস করিতে হইবে। পুরুষকারে প্রযত্ন কর আর অল্পে অল্পে অভ্যাস কর তবে সেই মোক্ষ দেশ পাইবে। উভয় অভ্যাসে যখন ফলপ্রদান করিবে তখন তুমি সেই দেশে যাইতে পারিবে। তখন তোমার মনে কোন শোক থাকিবে না। সে দেশে যে সকল সাধু বাস করেন তাঁহাদের কোন আয়াস নাই—তাঁহাদের অন্তর নিত্য আনন্দে পূর্ণ এবং অশেষ সংশয় স্থান এই সংসার তাঁহাদের নিকট উপশম প্রাপ্ত। হে পুত্র! সে কোন্ দেশ শুনিবে? সর্ব্বদুঃখ বিনাশক মোক্ষই সেই

দেশ। সেই রাজা হইতেছেন ভগবান্ আত্মা। এই রাজা সর্ব্বপদাতীত। মানুষের আনন্দ হইতে হৈরণ্যগর্ভানন্দ পর্য্যন্ত সকল পদের অতীত যিনি। সর্ব্ব বাঙ্মনের অগোচর তিনি। সর্ব্ব প্রজ্ঞার সমষ্টিস্বরূপ মনই সেই মন্ত্রী।

মনো নিষ্ঠতয়া বিশ্বমিদং পরিণতিং গতম্।
ঘটত্বেনেব মৃৎপিণ্ডো ধূমোম্বুদতয়ৈব চ ॥ ১৪

মৃৎপিণ্ড যেমন ঘটাদিতে পরিণত হয়, ধূম যেমন মেঘরূপে পরিণত হয় এই বিশ্বও সেইরূপ বাসনারূপে সূক্ষ্মভাবে মনেই স্থিত হইয়াই স্থূলে পরিণত হইয়াছে। অতএব এইমনকে জয় কর দেখিবে সমস্তই জিত হইয়াছে। পরন্তু মনকে দুর্জ্জয় বলিয়া জানিও তবে "যুক্ত্যৈব পরিজীয়তে" যুক্তি দ্বারা ইহাকে জয় করা যায়।

বলি— যা যুক্তির্ভগবংস্তস্য চিত্তস্যাক্রমণে স্ফুটম্।
তাং মে কথয় তত্ত্বাবৎ যথা জেষ্যামি দারুণম্ ॥ ১৬

ভগবান্! এই দুর্জ্জয় মনকে জয় করিতে হইলে যে যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা আমাকে পরিস্ফুট করিয়া বলুন—আমি ইহাকে জয় করিবই।

বিরোচন— বিষয়ান্ প্রতি ভোঃ পুত্র সর্ব্বানেব হি সর্ব্বথা।
অনাস্থা পরমা হ্যেষা সা যুক্তি র্ম্মনসো জয়ে ॥ ১৭

সমস্ত বিষয়ের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে যে অনাস্থা—সেই পরমা অনাস্থাই মনকে জয় করিবার যুক্তি।

এষৈব পরমাযুক্তিরনয়ৈব মহামদঃ।
স্বমনোমত্তমাতঙ্গে! দ্রাগিত্যেবাবদম্যতে ॥ ১৮
এষা হত্যন্ত দুষ্প্রাপা সুপ্রাপাচ মহামতে।
অনভ্যস্তাতি দুষ্প্রাপা স্বভ্যস্তা প্রাপ্যতে সুখম্ ॥ ১৯

বিষয়ের প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনাস্থা—ইহাই মনোজয়ের পরমাযুক্তি; ইহা দ্বারাই মদোন্মত্ত মত্তমাতঙ্গ তুল্য নিজের মনকে দ্রাগিত্যেব—

ঝটিত্যেব ঝটিতি অবদম্যতে অবমত্যদম্যতে—অগ্রাহ্য করিয়া দমন করা যায়। এই যুক্তি কিন্তু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য আবার সুপ্রাপ্যও বটে—অভ্যাস প্রতিদিন না করিলে বিষয়ে অনাস্থা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য আবার অভ্যাস করিলে ইহাই সুখ প্রদান করে।

বুঝিলে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বিষয়ের সহিত যুক্ত হইতেছ—সকল সময়ে বিষয় মিথ্যা—বিষয় মিথ্যা এই ধারণা অভ্যাস কর আর সত্য আত্মার শরণাপন্ন হও। হে আত্মজ! প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক অভ্যাস করিলে বিষয়ে অরতি বিষয়ে বিরক্তি সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত, পুষ্পিত, ও ফলিত হয়; যেমন জলসেকে লতা বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হয় সেইরূপ।

যদি মৃত্যু সংসার সাগর পার হইতে চাও, যদি সেই নিত্য সুখের রাজ্যে বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা কর, যদি এই দুরন্ত মনকে শান্ত করিতে চাও তবে মন যাহাতে সুখ পায়, রূপরসাদি যে বিষয়ে সুখের আস্বাদন করে তাহাই অনাত্মার প্রলোভন, আত্মার সুখ নহে বিচার করিয়া—তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করিয়া আত্মার নাম, রূপ, লীলা বা স্বরূপে মনকে ফিরাও। ইহাই মুক্তির পথ। যাহারা শঠ—যাহারা ভোগলোলুপ—যাহারা বিষয় লম্পট—তাহারা এই বিষয় নিস্পৃহতা—ঠেকিয়া ঠেকিয়া বচনে আকাঙ্ক্ষা করিলেও অনভ্যাসে ইহা লাভ করিতে পারেনা, যেমন সুন্দর কর্ষিত ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপন না করিলে শস্য জন্মেনা সেইরূপ। "তস্মাদেনাং সমাহর" এইজন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা বিষয় বিরতি অতিশয় তীব্রকর।

তাবৎ ভ্রমন্তি দুঃখেষু সংসারাবটবাসিনঃ।
বিরতিং বিষয়েষ্বেতে যাবন্নায়ান্তি দেহিনঃ॥ ২২
অভ্যাসেন বিনা কশ্চিন্নাপ্নোতি বিষয়ারতিম্।
অপ্যত্যন্তবলোদেহী দেশান্তরমিবাগতিঃ॥ ২৩
ধ্যেয়ত্যাগ মতোজস্রং ধ্যায়তা দেহধরিণা।
ভোগেষ্বরতিরভ্যাসাৎ বৃদ্ধিং নেয়া লতা যথা॥ ২৪

সংসার অবট (গর্ত্ত) বাসী মানুষ ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখে ভ্রমণ করে যত দিন না তাহারা বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য আনিতে পারে। অগতি

অর্থাৎ গমন শূন্য পুরুষ অত্যন্ত বলবান হইলেও যেমন দেশান্তরে যাইতে পারে না সেইরূপ বিনা অভ্যাসে বিষয় বিরতি কিছুতেই পাওয়া যায় না। যাহার তীব্র বাঞ্ছা জন্মিয়াছে এমন মানুষ অজস্র ধ্যান দ্বারা বাসনা ত্যাগ করিবে। লতাকে জলসেকে যেমন বর্দ্ধিত করা যায় সেই রূপে ভোগে অরতি অভ্যাস করিতে পারিলে তবে ঐ বৈরাগ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

বলি—একবারে সমস্ত বিষয় বাসনা কি মানুষ ত্যাগ করিতে পারে?

বিরোচন—না তা পারে না কিন্তু ক্রম অনুসারে একটি বিষয় চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া—কখন কখন এক আধবার সেবা করিলে তবে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য পরিপাকে সমস্তই ত্যাগ করা যায়। কিন্তু পুত্র! প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ না করিলে সুখদুঃখ বিবর্জ্জিত ক্রিয়া ফল পাইবার অনুকূল শুভ সাধনা পাওয়া যাইবেনা অর্থাৎ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মকরা এই যে সাধনা ইহা প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ না করিলে হইবে না।

বলি—পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে গেলে যাহারা নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন পায়, তথাপি অভ্যাসটা ছাড়ে না ইহাদিগের দৈব কি কিছুই করে না।

বিরোচন—যাহাকে লোকে দৈব বলে তাহা কখন কোন মূর্ত্তিমান পদার্থ নহে, অবশ্য যাহা হইবে অর্থাৎ ভবিতব্য, যাহা নিয়তি তাহাই দৈব। ইহা কিন্তু হটাৎ হয়না। নিয়তি প্রযুক্তা যে শুভাশুভ ক্রিয়া তাহাই মনুষ্য দৃষ্টিতে দৈব বলিয়া কথিত। বিনাকারণে দৈবাৎ কাহারও সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইতে দেখা যায় তাহাকেই লোকে দৈব বলে কিন্তু দিব্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে ইহা দৈব নহে। হর্ষামর্ষাদির হেতু যে কর্ম্ম তাহা ক্ষয় হইয়া গেলে যাহা হর্ষাদির বিনাশক হইয়া উপস্থিত হয় তাহাই দৈব। ঐ দৈবই নিয়তি উহা পুরুষকারেরই ফল। বৈরাগ্যের দৃঢ় অভ্যাস ভিন্ন ইহা হয়না।

দৈবং নিয়তিরূপঞ্চ পৌরুষেণোপজীয়তে।
সম্যক্‌জ্ঞানবিলাসেন মৃগতৃষ্ণাভ্রমো যথা॥ ২৮

যদা সঙ্কল্প্যতে যৎযৎ পৌরুষেণ তথৈবতৎ।
ফলবত্তা গৃহীতত্ত্বে ফলবত্তা সুখপ্রদম্ ॥ ৩০

নিয়তি রূপ যে দৈব দৃঢ়বৈরাগ্য অভ্যাসাদি পুরুষকার দ্বারা উপজীয়তে-উপ সমীপে অল্পকালেনৈব জীয়তে—অল্পকালেই জয় করা যায় যেমন মরীচিকা ভ্রম যেমন মরুভূমির তত্ত্ব উপলব্ধি দ্বারা দূর হয় সেইরূপ। পুরুষকারের প্রভাব দেখ—

"যদা সঙ্কল্প্যতে যদ্যদ্ পৌরুষেণ তথৈবতৎ"। প্রবল পুরুষকার দ্বারা যাহা যাহা সঙ্কল্প করা যায়, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা হইলে তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে এই ফল দিবেই—ইহা নিশ্চয় করিলেই ইহা তদনুযায়ী ফল প্রদানে সুখী করিবেই। [আমি দেহী আমি দেহ নই—দেহ যে বিঘ্ন ঘটায় ঘটাক—তাহা গ্রাহ্য না করিয়া—স্বরূপের চিন্তা নিরন্তর দৃঢ় করিতে থাক—নিশ্চয়ই আত্মারূপেই সুখময় আনন্দময় রূপেই স্থিতি লাভ করিবে—বুঝিলে সঙ্কল্প দৃঢ় করিলে কি হয় ?]

আমাদের মতে কর্ত্তা অর্থাৎ জীবই হইতেছে মন। মন দৃঢ় সঙ্কল্পে যাহা কল্পনা করে তাহাই হয়। অমুক কর্ম্মের অমুক ফল—এই নিয়মের নামই না নিয়তি ? এই মন যেমন নিয়তির সঙ্কল্প করে সেই রূপই ফল হয়।

মনই কর্ম্ম নিয়তি ও ফল নিয়তির সৃষ্টি করে। চিত্তই এইজন্য স্বসঙ্কল্পানুসারে ফল নিয়তির উৎপাদক। সঙ্কল্প পারমার্থিক বিষয়ে দৃঢ় কর তাহাই হইবে। চিত্ত বা মনই জীব। মোক্ষলাভের জন্য ইহা সদা একরূপ স্বভাব পরমাত্মার সাক্ষাৎ করিব—এই ভাবে স্ফুরিত হইলে তাহাই হইবে। ফলে এই জগৎ কোশে আকাশে বায়ুর স্ফুরণের ন্যায় চিত্তই স্ফুরিত রহিয়াছে। তাহারই উপার্জ্জিত নিয়তি তাহাকে বিহিত কর্ম্ম করায় কখন বা নিষিদ্ধ কর্ম্মও করায়। মন যতদিন আছে ততদিন নিয়তই বল বা দৈবই বল থাকিবেই। মন অস্তমিত হইলে দৈবও নাই আর নিয়তিও নাই।

জীবোহি পুরুষো জাতঃ পৌরুষেণ স যদ্ যথা।
সঙ্কল্পয়তি লোকেস্মিংস্তত্তথা তস্য নান্যথা ॥৩৬

যে সকল জীব ইহলোকে কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের অধিকার লইয়া শরীর ধারণ করিয়াছে অর্থাৎ কৰ্ম্ম ও জ্ঞানাধিকারি শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা যেমন সংকল্প করিবে তাহাই হইবে। তাহাদের সঙ্কল্প অব্যাহত বলিয়া তাহারা পুরুষকার দ্বারা বৈরাগ্যাদির সাধনা করিয়া পরম পুরুষার্থক ব্রহ্মাত্ম ভাবেরই সঙ্কল্প করিবে—আমি দেহ এই ভাব কখন সঙ্কল্প করিবে না।

পুরুষার্থাদৃতে পুত্র ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে।
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য ভোগেস্বরতিমাহরেৎ ॥৩৭

হে পুত্র! পুরুষার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই নাই। "সংসার মিথ্যাত্বং শিবাত্মতত্ত্বং"সংসার মিথ্যা—জীবআত্মাই পরমাত্মা—ইহাই পরম পুরুষকার। আমিই পরমাত্মা ইহার শ্রবণ মননে ভোগে অরতি ইহাই উপার্জ্জন কর।

ন ভোগেস্বরতি র্যাবৎ জায়তে ভবনাশনী।
ন পরা নির্ব্বৃতিস্তাবৎ প্রাপ্যতে জয় দায়িনী ॥৩৮

ভোগে অনাস্থা যতদিন না জন্মিতেছে ততদিন সংসারের নাশ হইবে না। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত পরা নির্ব্বৃতিরূপা বিজয়লক্ষ্মী লাভ হইবে না।

বিষয়েষু রতির্যাবৎ স্থিতা সংমোহকারিণী।
তাবৎ ভব দশালোলা বিলোলাং দোলনস্থিতিঃ ॥৩৯

যতদিন রূপরসাদি বিষয় ভাললাগা মন্দলাগা আছে ততদিন অশোচ্য বিষয়ে শোক মোহ থাকিবেই—ততদিন সংসার দোলায় দুলিতেই হইবে।

অভ্যাসেনা বিনাপুত্র ন কদাচন দুঃখদা।
ভোগভোগিভর প্রোতা কদাশা বিনিবৰ্ত্ততে ॥৪০

অভ্যাস দৃঢ় না করা পর্য্যন্ত কখন এই দুঃখদায়িনী ভোগরূপ সর্প বেষ্টিতা কুৎসিৎ আশার নিবৃত্তি হইবে না।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া ব'লতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪৷৷০ টাকা, মোট ১৩৷৷০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৸০ আবাধা ১৷০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি ক'রলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১৷০ বাধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০ আনা

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভায় সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীচন্দ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২৬শ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

ভাই ও ভগিনী।

উপন্যাস

মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত

"ভাই ও ভগিনী" সম্বন্ধে বঙ্গীয়-কায়স্থ—সমাজের মুখপত্র "কায়স্থ সমাজের" সমালোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—প্রকাশক।

"এই উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, আধুনিক উপন্যাসে সামাজিক বিপ্লব সমর্থক বা দূষিত চরিত্রের বর্ণনাই অধিক দেখা যায়। এই উপন্যাসে তাহা কিছুই নাই, অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। নায়ক ও নায়িকায় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। ছাপান ও বাঁধান সুন্দর, দাম অল্পই। ভাষাও বেশ ব্যাকরণ-সম্মত বঙ্কিম যুগের। *** পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আফিস।

অনুরাগ।

শ্রীমতি মৃণালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুন্দর ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

ভারত সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত। মহাভারতের চরিত্র গুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন।

মূল্য আবাঁধা ২৲ বাঁধাই—২।০

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে !

২৬ বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা

লক্ষ্মণ প্রয়াণে।*

১

বজ্রধ্বস্তং হিমগিরিশিরঃ স্রস্তমাশান্তরালং
ভূমৌ ভ্রষ্টং বিবুধমুকুট শ্রেষ্ঠমাঙ্গল্যরত্নম্।
লুপ্তো দীপ্তো দিনকরকরঃ প্রাপ্তবানপ্তকালং
সান্দ্রশ্চান্দ্রো বিমলকিরণো জ্ঞানসিন্ধুর্বিশুষ্কঃ।

২

ব্রাহ্মণ্যনির্ম্মলরুচিঃ শুচিমর্ম্মসারো
মানোন্নতো বহুমতো মহিমাবদাতঃ।
জ্ঞানাচলঃ স বিপুলঃ কিল লক্ষ্মণাখ্যো
হা লোকলোচনপথাৎ ক তিরোহিতোঽদ্য॥

---

* পণ্ডিতপ্রবর লক্ষ্মণশাস্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের বিরাট শোকসভায় পঠিত।

৩

নিস্তব্ধশব্দনিবহা সহসাদ্য বাণী
বীণা বিভাতি বিকলা চ গুণৈর্বিহীনা।
বজ্রাবলী দিশি দিশি জ্বলতীব তীব্রং
তাপং তনোতি ধরণী চ জনৈরসহ্যম্।

৪

সৌজন্যজন্যবিনয়ঃ সরলঃস্বভাব-
স্ত্যাগক্ষমাশমদমা দৃঢ়ধর্ম্মতা চ।
ফুল্ল প্রসূন ফলপল্লবতুল্যরূপা
স্তে তে গুণাঃ কমিহ পাদপমাশ্রয়ন্তু॥

৫

তস্মিন্ যথোক্তগুণগৌরব যুক্তগৌর
চ্ছায়ে স্বধর্ম্মসুহিতায় চ মুক্তকায়ে,
সত্যৈকরক্ষণ বিলক্ষণ লক্ষ্মণে হৃদ্য
দূরং গতে বিঘটিতং ন হি কিং জগত্যাম্॥

৬

কাশীতটে সুরসরিথিকটে শয়ানঃ
সদ্যো যদদ্য পরনির্বৃতিমেষি দেব!
শোকানলজ্বলিত লোকমিমং বিবিচ্য
সংসিচ্যতাং সুমধুরা করুণাম্বুধারা॥

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ।

"ত্বাস্মীতি চ যাচতে"।

আমি—পরাণে পরাণে বিশেষে বুঝিনু
জুড়াইতে কেহ নাহিক আমার।
তোমার চরণে তাইগো আসিনু
দিতে সব ভার শ্রীপদে তোমার॥
তব প্রিয় কার্য্য করিতে বাসনা
জীবে জীবে তুমি আমাতেও তুমি।
কখন তা হয়, কখন হয় না
তুমি না করালে পারিব কি আমি?
করণীয় যাহা ধরাইলে তুমি
আমার যতন, সফল তখন।
আমি—জাগিয়া থাকিতে, করিব প্রয়াস
এস প্রিয় তুমি করাও এখন॥
বাধা বিঘ্ন পাই, প্রতি পদ ক্ষেপে
ইহাও তোমার, অবিদিত নাই।
বাধা দিয়ে তুমি, হাসিয়ে দাঁড়াও।
স্মরি বা বিস্মরি দেখিতে তাই॥
সুখ দুঃখ সবই তোমার করুণা
কর্ম্ম ক্ষয় তরে তোমার দান।
সব স'য়ে আমি তোমায় স্মরিয়া
থাকি যেন এই ক'রো ভগবান॥

মরম কথা।

তোমার যদি দয়া না হ'ল তবে আমার জীবনে—

কিছুই কি হয় নাই?

তা তুমি জান। আমার অন্য কিছু ভাললাগে না সত্য কিন্তু তোমার জন্ত আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাতর কৈ হইল? তোমার কাছে বসিতে সব দিন তেমন উৎসাহ কৈ আসিল? কোন দিন কিছু, কোন দিন কিছু না—এইত চিরদিন ধরিয়া চলিল। সবই যেন সখের। জ্বলিত মস্তিষ্ক পুরুষ যেমন জল দেখিয়া ঝাপাইয়া পড়ে সেইরূপ উৎকণ্ঠা স্ফুটিত প্রাণে আমি তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িলাম কৈ? তুমি সর্ব্বদা আছ—সকলকে আলিঙ্গন করিয়া আছ কিন্তু আমি তোমায় দেখিলাম কৈ? না দেখিতে পাই তার জন্যও না হয় দুঃখ না করিলাম কিন্তু তেমন তীব্র বিশ্বাস কোথায়? তুমি আমার সবার সব, তুমিই আমার সঙ্গে সর্ব্বদা—তবে আমি আমার মনে তোমার কথা ছাড়া অপর কথা উঠিতে দেখি কেন? জীবনে মরণে তুমি আমার সাথী—তবে আমি আমার মধ্যে তোমায় ভুলি কিরূপে—সবার মধ্যে তোমার বিস্মরণে থাকি কিরূপে? কত আর বলিব—তোমায় পাইলে—তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে—তীব্র বিশ্বাস জন্মিলে যে প্রাণ সর্ব্বদা জুড়াইয়া যায় তা আমার হইল কৈ? যদি তাহাই হইত তবে কি কোন অবস্থায় আমার অবসাদ আসিত? না তোমার নাম করিতে গিয়াও মন এত শুষ্ক বোধ হইত? বল তবে আমার জীবন লইয়া আমার—

দুঃখত করিতেছ—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর দিবে?

একি কথা? তোমার কথার উত্তর দিব না? যা জানি তা নিশ্চয়ই বলিব।

একটু ভাবিয়া বলিও।

আচ্ছা—বল।

আমাকে কেহই দেখিতে পায় না?

শুনিত শুনি সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর তুমি। চক্ষু দিয়া তোমায় দেখা যায় না, তুমি বাক্য ও মনেরও অগোচর।

আমি যখন আপনি-আপনি থাকি তখন। স্বরূপে যখন থাকি তখন ন প্রকৃতি ন তিষ্ঠতি নানু শোচত্যা কাঙ্ক্ষতে—ন কল্মোত্তি কিঞ্চিৎ, তখন আমার গতিও নাই, শোকও নাই আকাঙ্ক্ষাও নাই—তখন আমি কিছুই

করিও না। সকলের দেহে থাকিয়াও আমি কিছুই করি না। "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"। ।৫।১৩ গীতা।

চল ফির না—কোথাও থাকনা—কিছুই করনা—সে বা কেমন?

যখন সৃষ্টি থাকে না—স্থান নাই—কাল নাই—বল তখন কোন্ স্থানে থাকিব—তখন কি করিব?

তখন কি তুমি শূন্য?

শূন্য নই পূর্ণ। তখন আমাকে আছি মাত্র বলা যায়—আমি সন্মাত্র। শুধু সৎ নই কিন্তু তখনও আমি পূর্ণজ্ঞান—পূর্ণ আনন্দ। কিছু নাই আমি আপনি আপনি জ্ঞানে আনন্দে পূর্ণ। আপনাতে আপনি বিভোর। কেহ নাই—কে আমায় দেখিবে? এই যখন আমি তখন আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর—বাক্য মনের অগোচর। স্বরূপে আমি কি তাহা কেহ জানেনা জানিতেও পারে না।

তবে? তবেইত তুমি আপনিই বলিতেছে তোমাকে কেহ দেখিতে পারে না—কেহ জানিতেও পারে না—জানেনও না।

আমি কিন্তু শক্তি শূন্য নই। সকল শক্তি আমাতে আছে। স্বরূপে সকল শক্তি আমাতে থাকিলেও—আমি আপনি আপনি থাকার অবস্থায়—কোন শক্তির স্ফুরণ হয় না। শক্তি তখন আমার সঙ্গে এক হইয়াই থাকেন। আমি ব্রহ্ম—আমার শক্তি—আমি-ময়—আমার শক্তিও ব্রহ্ম। যখন স্বভাবতঃ অথবা আমার ইচ্ছায় শক্তির স্ফুরণ হয় তখন আমি স্বরূপে থাকিয়াও শক্তির সঙ্গে ব্রহ্মময়ী। "মায়ানুগতো হি তথা বিভাতি" আমার মায়া বা শক্তিকে যখন আমি জাগাই জাগাইয়া মায়াকে স্বীকার করি—করিয়া মায়ার সঙ্গে যেন আমিও স্ফুরিত হই—আমিও চলি ফিরি—তখন আমি মায়ারই মত প্রকাশ পাই। সদানন্দে চিদাকাশে যখন মায়া মেঘ উঠে তখন মেঘ দ্বারা আকাশের খণ্ড হওয়ার মত—নিগুর্ণ আমি—পরিপূর্ণ আমি—আমি সর্ব্বদা আপনি আপনি পূর্ণ থাকিয়াই যেন খণ্ডিত হই—যেন নির্গুণ হইতে সগুণে আসি। ক্রমে অসীম আমি—যেন সসীম হইয়া সৃষ্টিতে ভাসি।

কিরূপে?

আমার শক্তি আমাতে থাকিয়া বহুভাবে স্পন্দিত যখন হয়—তখন শক্তির সহিত আমিও শক্তিরূপে বহু হই। শক্তি বহুরূপে ভাসিলে

আমি জগদাকার ধারণ করি আবার "সুর মানুষ তীর্য্যগাদীন্ দেহান্ বিভর্ষি" দেবতা; মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বৃক্ষ লতা, আকাশ, বায়ু, সূর্য্য, সাগর চন্দ্র, তারা, পর্ব্বত, অগ্নি—সমস্ত দেহ আমিই ধারণ করি। বল দেখি তখন আমাকে কি কেহ দেখিতে পায় না।

অসীম হইয়াও যখন সসীমে ধরা দাও—তখন ত দেখা দিবার জন্যই তুমি নির্গুণ থাকিয়াও সগুণ হও—নিরাকার থাকিয়াও সাকার হও—নিরবয়ব হইয়াও মুর্ত্তি ধারণ কর—তখন তোমাকে লোকে দেখিবে না কেন? সকলরূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার থাকিয়াও দেখা দিবার জন্যই তুমি অরূপ হইয়াও রূপ ধারণ কর। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ তারা, পর্ব্বত সমুদ্র, এই সব রূপে আমার প্রাণ জুড়ায় না। এই সব ত নিত্য দেখি—তথাপি,

তথাপি তোমার হয় না এইত বলিতেছ?

তাইত বলিতেছি।

দেখ এ সব আমার বিভূতি। এ সব আমার—সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির ঐশ্বর্য্য। এ সকলেও তোমার হয় না?

কৈ হয়—এ সব ত নিত্য দেখি?

সর্ব্বত্র শক্তি জড়িত আমি—ইহা কি ভাবনা কর?

তা করি কৈ? শক্তি দেখিয়াই—শক্তির বিচিত্ররূপ দেখিয়া শক্তির বিচিত্র খেলা দেখিয়া তোমাকে ভাবিবার অবসর থাকে না যে?

মুখোস দেখিয়া আমাকে দেখিতে ভুলিয়া যাও—আমাকে স্মরিতে ভুলিয়া যাও।

তাইত ভুলি?

সেই জন্যইত আমার মাধুর্য্য ধরিয়া তোমার মত হইয়া—তোমার কাছে আপনি আচরণ করিয়া তোমাকে আমার মত আচরণ করিতে বলি। আমি সর্ব্বাঙ্গে মনোহর হইয়া—আমি শিরসি পদ নখাৎ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যসার হইয়া তোমার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করি—তোমার বাহিরেও সাধুর পরিত্রাণের জন্য—অসাধুর বিনাশের জন্য—অবতার হইয়া বহু লীলা করি। তুমি আমার রূপ আমার গুণ আমার লীলা ভাবনা করিয়া মুখোসের ভিতরে আমাকে খেলা করিতে দেখিয়া—রাগ দ্বেষ অবিদ্যা অস্মিতা মৃত্যুভয় ছাড়িয়া আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিবে বলিয়া—আমাকে লইয়া সর্ব্বদা থাকিয়া আমার আজ্ঞা মত আমার

প্রীতির জন্যই কেবল কর্ম্ম করিবে বলিয়া আমি অবতার হইয়া খেলা করি। ইহাতেও তোমার হয় না কেন?

তোমার সেই সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহর রূপ—সেই শিরসি পক্ষ নখাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসার মূর্ত্তি—সেই সজীব মূর্ত্তি যদি দেখিতাম তবেত আমি কাহারও পানে চাইতাম না—তবেত তোমার গান ছাড়া কোন গান আর গাইতাম না—তোমার রূপের দোদুলদোলা ভিন্ন আর কোন দোলায় দুলিতাম না। কিন্তু তোমার অবতারের ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি মাত্র দেখি—তোমার অবতার ত সকল কালে থাকে না?

থাকে না?

হয়ত থাকে। কোন কোন ভাগ্যবান্ হয়ত তাহা দেখেন। আমার সে ভাগ্য বুঝি নাই?

আছে। সকলেরই আছে। তুমি প্রত্যক্ষে না দেখিলেও বিশ্বাসে দেখিতে সর্ব্বদা যত্ন কর—দেখিবে।

এই বিশ্বাসটি দৃঢ় করিতে পারি কিরূপে তাই বল।

আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্বন্ধ দৃঢ় ভাবে পাতাইতে পার?

মা, বাবা, সখা, প্রাণেশ্বর এই সব ত সম্বন্ধ?

হাঁ—কোন্ সম্বন্ধ তোমার ভাল লাগে তাই বল?

আদি সম্বন্ধই ত মা—

তাই। আমাকে মাই বল। ক্রমে বুঝিবে আমি মা—আমি প্রাণেশ্বর—আমি সখা—আমি পিতা—সকল সম্বন্ধই এক আমিতে স্ফুরিত হইতেছে।

আহা! আমি এইত চাই। কিরূপে হইবে?

আগে "মা" বল। যে মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছ সেই "মাই" কিন্তু আমি। আমিই যে "সুরমানুষ তীর্য্যগাদীন্ দেহান বিভর্ষি"—তবে কেন বিশ্বাস করিবে না—আমিই গর্ভধারিণী মায়ের মূর্ত্তি ধরিয়া আসি। "মাতৃদেবোভব" ইহা ত আমিই বলিয়াছি। মাকে কখন সেবা করিয়াছিলে? মাকে তৃপ্তি দিবার জন্য কখন কিছু করিয়াছিলে? প্রাণ ভরিয়া?

আহা! মাত এখন গত হইয়াছেন। তখন ত ইহা জানিতাম না। এ শিক্ষা ত কখন পাই নাই। এখন "খেল্যার সাথী যে যার মত গিয়াছে চলে—আর তোমার শিক্ষা পাইয়া বলিতেছি "এখন—মায়ের কথা মনে হ'ল নয়ন জলে"।

...করিতে পার নাই বলিয়া—নয়ন জল একটু পড়ুক—শুধু গান গাহিয়া ...ঠাণ্ডা করিয়া দিওনা—প্রাণকে কাতর কর—তবে নয়নের জল আসিবে —...যাহা হইতে আসিয়া—ঘোর সংসার সাগর পার হইবার সুবিধা পাইলে—যিনি তোমা জন্য কত কি করিলেন—তাঁহার জন্য কিছু কর নাই—ইহাতেও যদি চক্ষে জল না আইসে—ইহাতেই যদি কাতর না হও—তবে আর কিসে হইবে তাই বল? এত কঠিন হৃদয় কেহই হয় না—শুধু ভাবেনা বলিয়া মনুষ্যত্ব জাগাইতে পারে না। তুমি জাগাও।

কি করিব বল—সব সুবিধা যে হারাইয়া বসিয়া আছি।

কিছুই হারাও নাই; এখনও সব আছে—এখনও কর।

এখন এই বয়সে যদি মাকে পাইতাম?

মা গিয়াছেন কোথায় যে পাইবে না? মাই যে আমি। আমি মা হইয়া মায়ের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিলাম—এখন মুখোস ফেলিয়া আমি সকল মূর্ত্তিতেই আছি—আবার আপনি—আপনিও আছি। রূপ ধরিয়াও আছি। তুমি বিশ্বাস দৃঢ় কর—আমিই মা।

মায়ের গর্ভ হইতে আমি জন্মিয়া ছিলাম। তুমি কি আমায় গর্ভে ধরিয়াছিলে? তুমি আমার প্রসব করিয়াছিলে? তুমি আমায় স্তন্য দুগ্ধ দিয়া জীবন দিয়াছিলে? আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন মা মা করিয়া ডাকিতাম তখন কি তোমার বক্ষের রক্ত আমার জন্য স্তন্য ধারায় আসিয়া আমার প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিত? গণেশ জননী তুমি—কার্ত্তিকের মা তুমি, লব কুশকে স্তন্য দিয়াছিলে তুমি—তোমার গর্ভ হইতে যে আমি জন্মিয়াছি তাহাত আমি মনে করিতে পারিনা।

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" এই জগতে আমিই যে একা আছি—অপর দ্বিতীয় আর কে আছে? ইহা কি বিশ্বাস করিতে পার না? আমিই নিরন্তর তোমার সঙ্গে এখনও চলি ফিরি ইহা কি বিশ্বাস করিতে পার না? শাস্ত্রে আত্মার স্বভাবটি পুনঃ পুনঃ দেখ—পুনঃ পুনঃ ভাবনা কর। পারিবে?

তাইত দৃঢ় করিতে চাই। আবার বল।

তোমার ইষ্ট দেবী আমি—তোমার উপাস্যা গায়ত্রীই আমি—আমি মা হইয়া আসিয়া তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলাম—তোমায় লালন পালন

আমিই করিয়াছিলাম—এখন সেই মায়ের দেখা পাওনা কিন্তু আমি আছি—চিরদিন সঙ্গে আছি—চিরদিন তোমার সব অপরাধ ধুইয়া পুঁছিয়া তোমাকে বুকে করিয়া আছি। তুমি আমার ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি দেখিয়া—পটের ছবিতে আমার মূর্ত্তি দেখিয়া—আমিই তোমার গর্ভধারিণী মা—তোমার গর্ভধারিণীরই এই মূর্ত্তি—এই সজীব ভাবে আমাকে দেখ—আমাকে ধ্যান কর—আমার সঙ্গে কথা কও—সর্ব্বদা কথা কহিবার অভ্যাস করিয়া ফেল—যখন যাহার সঙ্গে কথা কও, মনে করিও আমার সঙ্গেই কথা কহিতেছ, কেমন এই অভ্যাস করিতে পারিবে ত? করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা কর হইবে।

আর?

আরও কিছু করিতে হইবে। আমিই সর্ব্বভাবে তোমার সঙ্গে আছি—সকলের সঙ্গে আমিই আছি—কেবল ব্যবধান ঐ মুখোসটা—তুমি মুখোসটা অগ্রাহ্য করিয়া—আমাকে স্মরণ কর—একান্তে আমাকে বিশ্বাসে স্মরণ কর—বড় সুখ পাইবে, সর্ব্বদা আমি তোমায় আলিঙ্গন করিয়া আমার বুকের ধনকে সর্ব্বদাই আমি ধরিয়া আছি—সর্ব্বদা এই স্মরণে আমার প্রীতি জন্য তোমার লৌকিক এবং বৈদিক সকল কর্ম্ম কর—আমার প্রীতি ক্রমে অনুভব করিয়া আমার কাছে চিরদিন আছ—মুখোস ছাড়িয়া চিরদিনই আমার সঙ্গেই থাকিবে।

তুমি সর্ব্বভাবে আমার সঙ্গে আছ?

আছি—আছি—আছি। তুমি যা দেখিবে—যা শুনিবে—যা ভাবিবে—সব আমি ভাবিয়া আমাকে নমোনমঃ কর—বল—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্॥

দ্যোতনশীলা আমি—কোটিসূর্য্য প্রতিকাশ আমি—আবার কোটি চন্দ্র সুশীতল আমি আমাকে নমঃ কর—ব্রহ্মাদি হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সকলের ব্যবহারিক কার্য্য আমি মহাদেবীই করিয়া থাকি আমাকে নমঃ কর—কল্যাণময়ী আমি আমাকে নমঃ কর, সতত কর, মূল প্রকৃতি রূপ সৃষ্টিশক্তি আমি আমাকে নমঃ কর—চিৎপ্রকৃতিরূপা স্থিতিশক্তি আমি—ভদ্রায়ৈ নমঃ কর, আমাকে স্মরণ করিতে করিতে প্রণিহিতচিত্ত হইয়া আমাকে নমঃকর। ভীষণ রূপা আমি—নিত্যা আমি—গৌরীরূপা—নির্লেপা আমি—জগদাধাররূপা জগদ্ধাত্রী আমি আমাকে নমোনমঃ কর। স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোৎস্না আমি, চন্দ্ররূপিণী আমি, সুখরূপিণী আমি আমাকে নমোনমঃ কর। কল্যাণ, সম্পদ, সিদ্ধি,

অলক্ষ্মী, লক্ষ্মী, শিবশক্তি সব আমি আমাকে নমঃ কর। দুর্গা আমি, সংসারত্রাণকারিণী আমি, ব্রহ্মরূপা আমি, সকলের জননী আমি, প্রতিষ্ঠা আমি, তামসী শক্তিও আমি,ধূম্রবর্ণা আমি,আবার বিদ্যারূপিণী ও আমি, আমাকে নমঃ কর। সংসার তাপহারিণী অতি সৌম্যা—অতি মনোহারিণী আমি—আবার সংসার হেতু বলিয়া অতি রৌদ্রা—অতি ভীষণা আমি—সদা প্রণত হইয়া আমাকে নমঃ কর। জগতের প্রতিষ্ঠা আমি—জগতের ক্রিয়াশক্তিরূপা আমি—আমাকে নমোনমঃ কর।

সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া—অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি—আত্মায় অনাত্মবুদ্ধি মহামায়া আমি আমাকে নমোনমঃ কর—সমস্ত প্রাণীতে চেতনারূপে আমি, সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে আমি, সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে আমি, সকল প্রাণীতে ক্ষুধারূপে আমি, সর্ব্বভূতে ছায়া—সংসার তাপের অভাবরূপে আমি, সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে আমি, তৃষ্ণারূপে আমি, ক্ষমারূপে আমি, সর্ব্বভূতে জাতিরূপে আমি, লজ্জারূপে আমিই সকল জীবকে পাপ করিতে লজ্জা দিয়া থাকি। আমিই, শান্তি, শ্রদ্ধা, শরীরের কমনীয়তা, লক্ষ্মী বা ধন, বৃত্তি বা উপজীবিকা, স্মরণ শক্তি, দয়া রূপে আমি আছি, আমাকে নমোনমঃ কর।

সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা আমি, সন্তোষ, ভ্রান্তি,—সবরূপে জীবের সঙ্গে আমি আছি—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে—ব্যাপ্তিরূপে—বিশ্ব ব্যাপিনী শক্তিরূপে আমি, চিতি—কূটস্থ চৈতন্যরূপা আমি—সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আমিই আছি—সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর—মনে মনে লোকসঙ্গে আর একান্তে সাষ্টাঙ্গে আমাকেই নমোনমঃ কর—তোমার ভয় কি? আমি তোমার আছি—তথাপি তোমার ভয় কি জন্য থাকিবে? মৃত্যুভয়—সেও ত আমি—মৃত্যুরূপে আমিই আসি কিন্তু যে আমাকে এই ভাবে সর্ব্ব বাক্যে সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ব ভাবনায় ভাবনা করে—মৃত্যুতে সে আমারই স্মেরানন দেখিয়া আমার কোলে আসিতেছে ভাবিয়া কেন আর ভয় করিবে? সর্ব্বদা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ—

তয়াস্মাকং বরোদত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥

আমি যে সকলকে বর দিয়াছি "আপৎকালে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তোমাদের মহা বিপদসমূহকে দূর করিয়া দিব—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সর্ব্ব

কর্ম্মে সর্ব্ববাক্যে সমস্ত ভাবনায় আমার আশ্রয়ে থাক—সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে—শান্তিতে থাকিবে—সুখে থাকিবে। সর্ব্বদা বল—

নমঃপুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্ব এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

অধ্যয়ন।

দর্শনের কিছু।

উত্তর—পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি "অনাদি সম্বন্ধ হেতুঃ—এই যে মায়া বা শক্তির সহিত পুরুষ বা চৈতন্যের অনাদি সম্বন্ধ—ইহা অপেক্ষা কঠিন তত্ত্ব আর দ্বিতীয় নাই। বেদান্ত এই প্রশ্নের যাহা উত্তর করেন—শৈবাগমও সেইরূপ উত্তর করেন। তত্ত্ব যাহা তাহা শ্রবণ কর।

পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। যেখানে যত কিছু শক্তির বিকাশ হয় সমস্ত শক্তির আধার হইতেছেন পরমব্যোম পরমাত্মা পরমপুরুষ। শক্তি যখন পরম পুরুষে থাকেন তখন কি তিনি তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকেন, না তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াই থাকেন? তখন শক্তি ও শক্তিমান্ এক হইয়াই থাকেন বলিয়া বলা হয় শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। শক্তিমান্ যিনি তিনি বেদান্ত শাস্ত্রে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর শৈবাগমে—তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিই পরমাত্মা—শক্তিই ব্রহ্ম। এই শক্তি দুই প্রকারে প্রকাশ পান। যেমন মানুষের মন একটিই কিন্তু তাহার গতি প্রবৃত্তি পথেও হয় আবার নিবৃত্তি পথেও হয় সেইরূপ শক্তি স্পন্দ ও অস্পন্দ স্বভাব বিশিষ্টা। পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ নিত্য পদার্থ—তাঁহার অস্পন্দশক্তি তাঁহাতেই মিশ্রিত থাকেন—ইনিই তিনি হইয়া থাকেন কিন্তু স্পন্দশক্তি, তাঁহাকে লইয়া—অস্পন্দশক্তিকে লইয়া, যেন তাঁহা হইতে পৃথক

হইয়া বাহিরে নৃত্য করেন—করিয়া সর্ব্বব্যাপী তাঁহাতে বহু জগচ্চিত্র ভাসাইয়া থাকেন। তিনিই ত সর্ব্বব্যাপী—তবে স্পন্দরূপিণী তাঁহার বক্ষ ভিন্ন আর স্থান কোথায় পাইবেন যে নৃত্য করিবেন? ইহাই শিবের বক্ষে মহাকালীর নৃত্য।

স্পন্দশক্তি যখন নৃত্য করেন তখন অস্পন্দশক্তি বা ব্রহ্ম—ব্রহ্মমুখীই থাকেন—ইনিই বরেণ্যং ভর্গ—ইনিই গায়ত্রী আর যিনি গায়ত্রী তিনিই ব্রহ্ম! স্পন্দশক্তিই মহামায়া—সর্ব্বলোকৈকমোহিনী আর তাঁহার কোলে কোলে অস্পন্দশক্তিরূপিণী যিনি—চৈতন্যরূপিণী—ব্রহ্মরূপিণী যিনি—তিনি জীবের উদ্ধারকারিণী।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় জীব কোথা হইতে আসিল? জীবও অনাদি—সমস্ত জীব স্পন্দশক্তিতেই লীন থাকে। মহাপ্রলয়ে জীব তাহার অনাদি বাসনা—অনাদি কর্ম্ম সংস্কার লইয়া যখন জগদম্বার ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকে—আর সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন জগজ্জননী আপনাতে লীন জীব-পুঞ্জকে দর্শন করেন তখন তিনি দয়মান দীর্ঘ নয়নকে কর্ম্ম সংস্কার সঞ্চিত জীব পুঞ্জকে দেখিয়া তাহাদের জন্য যেন নিতান্ত ব্যথিতা হয়েন। তিনি দেখেন পুনঃসৃষ্টিতে এই সমস্ত জীব বহু কষ্টে পড়িবে—আর কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া জুড়াইয়া যাইবে না। তখন করুণাময়ী জগজ্জননী জীবের কর্ম্মক্ষয়ের জন্য আপনাকে জগদাকারে বিবর্ত্তিত করেন। জগৎ এই জগদাকারধারিণীই। অন্ন বল, জল বল, বায়ু বল, অগ্নি বল, আকাশ বল, চন্দ্র সূর্য্য বল, পর্ব্বত সমুদ্র বল তিনিই মায়া মুখোস পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—বাহিরে মায়া ভিতরে তিনি। যে মানুষ সর্ব্ব বাক্যে, সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব ভাবনাতে উপরে মায়া দেখিয়া ভিতরে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে অভ্যাস করে—এই স্মরণ যাহার একক্ষণের জন্যও ভুল হয় না সেই সাধকই সমস্ত কর্ম্ম—তাঁহাকে স্মরিয়া ক্ষয় করিয়া মায়ের কোলে চিরস্থিতি লাভ করেন। বুঝিতেছ জীবকে সংসারে আনিয়াছেন মাই—আনিয়াছেন—তাহাদের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয়েরই জন্য। কর্ম্মের সংস্কার ক্ষয় হইলেই জীব শিবরূপে স্থিতি লাভ করেন। শক্তির সঙ্গে চিত্তের সঙ্গে বা প্রকৃতির সঙ্গে—বা স্পন্দরূপিণীর সঙ্গে পুরুষের এই জন্য নিত্য সম্বন্ধ। অশুভ সৃজন করেন প্রকৃতি—নির্ম্মল স্বচ্ছ পরম পুরুষ হইতে জগতের অশুভ সৃষ্টি হইতেছে না—তাঁহা হইতে কোন মলিনতাও আসিতেছেনা—তিনি সমস্ত অশুভ নাশ করেন—সমস্ত মলিনতা ধুইয়া দিয়া

জীবকে আপন স্বরূপে—আপনার আপনি-আপনি ভাবে মিলাইয়া দিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—শিব স্বরূপে অজ্ঞান নাই। জীবও শিব। তবে জীবে অজ্ঞান আসিল কোথা হইতে—ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চাই।

উত্তর—মনোযোগ কর। জবা যেমন স্ফটিকের নিকটে আসিয়া স্বচ্ছ স্ফটিককে লোহিত বর্ণ করে সেইরূপ স্পন্দরূপিণী শক্তি স্বচ্ছ স্ফটিক সদৃশ পরম চৈতন্যের একদেশে ভাসিয়া তাঁহার একদেশ আবৃত করেন।

স্বষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীন্নির্বিকল্পোহনুপাধিকঃ।
তদাশ্রয়া তদ্বিষয়া মায়া তে শক্তিরুচ্যতে॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তুমিই ছিলে—কোন উপাধি তোমার ছিল না—কোন সঙ্কল্প বিকল্প তোমাতে ছিল না। তোমার শক্তি তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন আর তোমাকে বিষয় করিয়া ক্রীড়া করেন। এই স্পন্দরূপিণী শক্তিই তোমার মায়া। নিগুর্ণ তুমি—গুণাতীত তুমি, শক্তি যখন তোমার এক দেশ আবরণ করেন—বেদান্ত তাহাকে অব্যাকৃত বলেন—কেহ বলেন ইহাই মূল প্রকৃতি, কেহ বলেন অবিদ্যা বা সংসার বন্ধন ইত্যাদি। বুঝিতেছ মায়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান এই প্রকৃতি বা চিত্ত।

প্রকৃতি পুরুষের উপরে নৃত্য করেন। তখন পুরুষ প্রকৃতির প্রতিবিম্বে যেন খণ্ডিত মত বোধ হয়েন। ফলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন—প্রকৃতি আবৃত ব্রহ্মাভাস—প্রকৃতি যত যত খণ্ডিত হয়েন তত ততই সেই আভাসও খণ্ডিত হয়েন। সমষ্টি চৈতন্য যে ঈশ্বর তিনি মায়াকে স্ববশে রাখিয়া কার্য্য করেন কিন্তু খণ্ড চৈতন্য যে জীব তিনিই মায়ার অধীনে আসিয়া কার্য্য করেন। এই খণ্ড চৈতন্যই জীব।

যদি জিজ্ঞাসা কর—খণ্ড হয়েন কিরূপে—ইহার উত্তর মায়া বা প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী। মায়াতে বা স্পন্দশক্তিতে খণ্ড হইবার বীজ আছে। শক্তির স্পন্দনে খণ্ড ভাব আসিলে উহা আপনার অধিষ্ঠান চৈতনকেও খণ্ড করিয়া স্ববশে আনয়ন করে। কিন্তু "আভাসস্তু মৃষা বুদ্ধিরবিদ্যা কার্য্য মুচ্যতে"—আভাস যাহা তাহা স্বরূপ ব্রহ্ম নহেন, শিব নহেন—শিবাভাস, ইহা মিথ্যা—ইহাই অজ্ঞান। এই আভাস চৈতন্যই জীব, ইনিই অজ্ঞানে আবৃত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করেন—করিয়া মায়ার বশে সংসার করেন,

সুখী দুঃখী হয়েন। জীব যখন প্রকৃতির রজস্তমকে বা প্রবৃত্ত মার্গকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধনা দ্বারা সত্বগুণে নিবৃত্ত মার্গে উঠিতে পারেন তখনও জীব বদ্ধাবস্থাতেই থাকেন—সে বন্ধন সুখসঙ্গে—সে বন্ধন জ্ঞান সঙ্গে—

তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥ গীতা ১৪।৬

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের রজোস্তম গুণজ বৃত্তি নিরোধ হইলেও সত্বগুণজ-বৃত্তি থাকে কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হইলে চিত্ত ব্রহ্মেই লয় হইয়া যায়। ইহাই মোক্ষ। পুরুষ হইতে প্রকৃতির বিয়োগই এই জন্য যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমি পুরুষ আমি চৈতন্য আমি চিত্ত নহি, আমি প্রকৃতি নই—ইহা শত বার বলিলেও ব্রহ্ম ভাবে স্থিতি লাভ হয় না—অহং ব্রহ্মাস্মি হয়না—ইহার জন্য চিত্তের দোষ এবং চৈতন্যের গুণ সর্ব্বদা বিচার করা চাই—করিয়া একদিকে বিষয় বৈরাগ্য অভ্যাস করা চাই অন্যদিকে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করা চাই—তবে আত্মাকে দর্শন করা যায় নতুবা নহে।

ভাষ্য—তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য।

সূত্র—বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ॥ ৫॥

ভাষ্য—ক্লেশ হেতুকাঃ কর্ম্মাশয় প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকার-বিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহ পতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ, ক্লিষ্টছিদ্রেষু অপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারাবৃত্তি-ভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তি-সংস্কার-চক্রমনিশমাবর্ত্ততে। তদেবম্ভূতং চিত্তং অবসিতাধিকারং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ॥ ৫॥

প্রশ্ন—চিত্ত যতদিন থাকিবে ততদিন জীবের দুঃখের অন্ত হইবে না। চিত্ত একক্ষণও শান্ত থাকে না। ইহা নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিষয় সম্মুখে আসিলে ইহা বৃত্তিরূপে ভাসে—অর্থাৎ বিষয়াকারে আকারিত হয়। আবার সেই বিষয়াকারকারিত চিত্তের প্রতিবিম্ব পুরুষে আত্মাতে বা স্বচ্ছ চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া—এক সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে যেন খণ্ডিত করিয়া আভাস চৈতন্য বা জীবরূপে উৎপন্ন করে। এই জীব চিত্তের ধর্ম্মে সুখী দুঃখী হয়েন। সেই জন্য চিত্তবৃত্তি সকলকে নিরোধ করিতে হইবে। যাহা নিরোধ

করিতে হইবে তাহার সংখ্যা কত জানা না থাকিলে নিরোধ হইবে কাহার? বৃত্তিত অসংখ্য—একটি একটি করিয়া বৃত্তিকে শেষ করিবে কে? ঐ সকল বৃত্তি অসংখ্য হইলেও উহাদিগকে পাঁচ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় বলিতেছেন। এখন সূত্রের অর্থ বলুন।

উত্তর—কি জিজ্ঞাসা করিবে বল।

প্রশ্ন—সূত্রে বলা হইয়াছে বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ—পঞ্চতয্যঃ অর্থ কি?

উত্তর—সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্"—পঞ্চশব্দের উত্তর অবয়বঅর্থে তয়প্ প্রত্যয় করিয়া পঞ্চতয্যঃ পদ হইয়াছে—ইহার অর্থ হইতেছে পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট।

প্রশ্ন—ক্লিষ্টা অর্থ কি?

উত্তর—ক্লেশ দ্বারা উৎপন্ন যে চিত্তবৃত্তি তাহা ক্লিষ্টা।

প্রশ্ন—ক্লেশের কি সংখ্যা করা যায়?

উত্তর—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশের কথা সাধন পাদের তৃতীয় শ্লোক হইতে নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন—ভাষ্যে যে বলা হইতেছে ক্লেশ হেতুকা ইহার অর্থ ত ক্লেশ হইতে উৎপন্ন যাহা।

উত্তর—হাঁ—কোন প্রকার ক্লেশ হইতে জন্মে যে চিত্তবৃত্তি তাহাই হইতেছে ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি। ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তির উদয়ে চিত্ত প্রবৃত্তি মার্গে ছুটাছুটি করিবেই।

প্রশ্ন—কর্ম্মাশয় প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ কি?

উত্তর—কর্ম্মাশয়=ধর্ম্মাধর্ম্ম॥ প্রচয়=ফল জনন। ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি, দ্বারা ধর্ম্মও অধর্ম্ম জন্মে। মানুষ যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আচরণ করে তাহা ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি জন্মে বলিয়া। তবেই হইল ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মাইবার ক্ষেত্র। ঐ চিত্ত ভূমিতে ঐ ফল জন্মে। ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি সংসারে জীবকে বদ্ধ করে।

প্রশ্ন—অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি কি?

উত্তর—চিত্ত রূপরসাদি বিষয়ের দিকে চাহিয়া থাকে বলিয়া ইহা সর্ব্বদা ক্লেশ পায়। ইহাই চিত্তের পাপ পথ—ইহাই প্রবৃত্তি মার্গ। যখন ইহা শুদ্ধ হইতে থাকে তখন ইহা বিষয় সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আত্মার দিকে চলে। ইহাই ইহার নিবৃত্তি মার্গ। ইহাই ইহার কল্যাণ পথ। কল্যাণ পথে চলিলে ইহা ক্রমে ক্রমে সত্ত্বরজস্তম গুণ ছাড়াইতে থাকে। তখন কোন ক্লেশ ইহার

থাকে না। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সংস্কারাবশেষ থাকে বলিয়া ইহাকে অক্লিষ্টবৃত্তি বলা হয়। চিত্ত ক্লেশ শূন্য অবস্থায় যখন থাকে তখন ইহা চৈতন্যাভিমুখী হইতে থাকে—ক্রমে চৈতন্যে ডুবিয়া ক্ষয় হইয়া যায়। অক্লিষ্ট বৃত্তিতে পৌঁছিতে পারিলে চিত্তক্ষয় হইয়া আত্মারূপেই স্থিতিলাভ করে। যেমন প্রকৃতি পুরুষের দিকে ফিরিতে থাকিলে প্রথমে ইহার স্পন্দশক্তি, অস্পন্দ শক্তিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে পরে অস্পন্দশক্তিও আত্মাতে মিশিয়া এক অদ্বৈত জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ মা, থাকে সেইরূপ।

প্রশ্ন—যদি ও স্পষ্ট হইয়াছে তথাপি বলুন "খ্যাতি বিষয়া গুণাধিকার বিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ কি ?

উত্তর—খ্যাতি বলে প্রকাশকে। কিসের প্রকাশ? চিত্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন পদার্থ। অক্লিষ্টবৃত্তি যখন জাগে তখন চিত্ত যে পুরুষ হইতে ভিন্ন এই ভেদজ্ঞানের প্রকাশ হয়। এই ভেদ জ্ঞান হইতে থাকে অক্লিষ্টবৃত্তির উদয়ে সেই জন্য ইহা খ্যাতি বিষয়। আর এই অক্লিষ্টবৃত্তি গুণাধিকার বিরোধিন্যঃ"। গুণ =সত্ত্বরজস্তম ইহাদের অধিকার=ইহাদের কার্য্যারম্ভ। সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা প্রকৃতির কার্য্য যে বিষয়াকারে চিত্তকে আকারিত করা অর্থাৎ সংসার লোলুপ করা অক্লিষ্টবৃত্তি ইহার বিরোধী। ইহা চিত্তকে বিষয়াভিমুখী হইতে দেয়না বলিয়া আর চিত্তে কোন ক্লেশ থাকে না।

প্রশ্ন—বুঝিতেছি। "ক্লিষ্ট-প্রবাহ-পতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ—ক্লিষ্টছিদ্রেষু অপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্ট ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি—ইহার অর্থ কি ?

উত্তর—চিত্তের ক্লিষ্ট প্রবাহের মধ্যে পতিত থাকিলেও চিত্তের অক্লিষ্টবৃত্তি স্বরূপতঃ অবস্থান করে. যেমন অন্ধকার পূর্ণ গৃহে গবাক্ষমধ্যদিয়া সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেও অন্ধকার স্বরূপতঃ নষ্ট হয় না সেইরূপ, অথবা গতির অন্তস্তলে যেমন স্থিতি থাকে সেইরূপ ক্লিষ্টবৃত্তির প্রবাহের অন্তস্তলে অক্লিষ্টবৃত্তি থাকে। ক্লিষ্টবৃত্তির প্রবাহ চলিলেও অক্লিষ্টবৃত্তির স্বরূপ হানি হয় না। আবার ক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্রে—একটি ক্লিষ্টবৃত্তি লয় হইতেছে আর একটি আসিতেছে ইহাদের ফাঁকে অক্লিষ্টবৃত্তি জন্মিতে ও পারে যেমন একটি শ্বাস ফুরাইয়া গেল আর একটি শ্বাস উদিত হইবে—ইহার মধ্যে একবার স্থিতিও থাকে সেইরূপ। ক্লিষ্ট বৃত্তির ছিদ্র হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। ক্লেশ প্রবাহ মধ্যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যও দেখা দেয় তখন চিত্তের অক্লিষ্ট বৃত্তি ও উৎপন্ন হয় এইরূপ অক্লিষ্ট ছিদ্রেও ক্লিষ্টবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন—প্রচলিত কথাদ্বারা ইহা বুঝাইলে ভাল হয়।

উত্তর—একটি মানুষ প্রবৃত্তিমার্গে সংসার করিতেছে—হটাৎ সংসারে কষ্ট পাইয়া উহার বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, তখন চিত্ত স্থির হয়, ইহাই অক্লিষ্ট বৃত্তির উৎপাদক ; আবার অক্লিষ্ট বৃত্তিতে বা নিবৃত্তি মার্গে তপস্যা করিতেছে হঠাৎ রিপুর আক্রমণে ক্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিতেও দেখা যায়। প্রবৃত্তি মার্গ শিথিল হইলে নিবৃত্তি মার্গ দেখা দেয় আবার নিবৃত্তি মার্গ শিথিল হইলেপ্রবৃত্তি মার্গ অতি বেগে আক্রমণ করে। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টের বা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের সংগ্রাম দেবাসুরের সংগ্রামের মত নিরন্তর জীবচিত্তে চলিতেছে। নিবৃত্তিমার্গের কার্য্য হইতেছে সৎসঙ্গ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান ইত্যাদি আর প্রবৃত্তি মার্গের কার্য্য হইতেছে কাম ক্রোধাদির আক্রমণ!

প্রথমে প্রবৃত্তি মার্গে ক্লেশ পাইয়া যখন বিষয়ের দোষ পুনঃ পুনঃ চক্ষে ভাসিতে থাকে তখন নিবৃত্তিমার্গে চিত্ত স্থির হইতে চায়—পরে বৈরাগ্য অতিশয় দৃঢ় হইলে যখন অক্লিষ্ট বৃত্তিরও গতিরোধ হয় তখন চিত্তক্ষয় হয় ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

প্রশ্ন—অক্লিষ্ট বৃত্তির অনুভব কি করা যায়?

উত্তর—অনুভবের আভাস সকলেই পাইতে পারে। অতি অল্প কালের জন্য হইলেও সকলেই জানিতে পারে চিত্তের ক্লেশ শূন্য অবস্থা কিরূপ।

প্রশ্ন—কিরূপে?

উত্তর—আত্মার কথা চিন্তা কর—ক্ষণকালের জন্য হইলেও ভিতরে একটা যে অপূর্ব্ব অবস্থা আছে তাহার আভাস পাইবে।

প্রশ্ন—বলুন—

উত্তর—ভাবনা কর আমি আত্মা—আমি দেহ নই—আমি চিত্তও নই। আমি পূর্ণ—আমার কোন অভাব নাই—আমার কোন সঙ্কল্প নাই—আমার কোন ক্লেশও নাই—আমার কোন ভয়ও নাই। আমার মৃত্যুও নাই—আমার জন্মও নাই—আমি জ্ঞান স্বরূপ—আমি আনন্দ স্বরূপ—আমি চিরদিন জ্ঞানানন্দে ভরিত হইয়াই আছি, থাকিব ও ছিলাম। এই স্বরূপের ভাবনা করিতে করিতে আমি পূর্ণ—অতি ক্ষণকালের জন্য ইহাতে চিত্ত শান্ত হইলে—একটা ক্লেশ শূন্য অবস্থার আভাস পাওয়া যায়—ইহাই অক্লিষ্টবৃত্তি।

প্রশ্ন—করিয়া দেখিলে সত্যই ত আভাস পাওয়া যায়। কি সুন্দর অবস্থা। প্রতিদিনত মানুষের সুষুপ্তিতে এই ক্লেশ শূন্য অবস্থা আইসে এবং ঐ অবস্থার পরে চিত্তক্ষয়ের অবস্থাও লাভ হয়—নতুবা সে সময়ে এত শান্তি কিরূপে হয়?

উত্তর—হাঁ—সুষুপ্তির অবস্থা ধরিয়া মানুষ একটা ক্লেশশূন্য অবস্থা অনুমান করিতে পারে কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষের কি হয় তাহাত অনুভব করিতে পারে না। তবে একটা যে ক্লেশ শূন্য অবস্থা লাভ হয়, জাগ্রত হইয়া মানুষ তাহা বেশ স্মরণ করিতে পারে। নিদ্রাভঙ্গের পরেই যে প্রত্যহ ভাবনা করে আর চিত্তকে কথা কহিয়া বলিতে অভ্যাস করে—এইত বেশ ছিলে—চিত্ত ঐ অবস্থা স্মরণ কর—যেন তুমি ধীরে ধীরে সব ফেলিয়া সেই সুখময়ী আনন্দময়ী মায়ের ক্রোড়ে যাইতেছ—যেখানে তুমি পূর্ণ—তোমার কোন অভাব নাই—মাকে পাইয়া তুমি জুড়াইয়া গিয়াছ—প্রতিদিন চিত্তের এই অবস্থা এক এক বার ভাবনা করিও কিছুদিন অভ্যাস করিলে আপনিই বুঝিবে—চিত্তের অক্লিষ্টবৃত্তি কিরূপ।

প্রশ্ন—এখন বলুন—তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারবৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তি-সংস্কার—চক্রমনিশমাবর্ত্ততে—ইহার অর্থ কি?

উত্তর—ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট বৃত্তি—লয় হইয়া গেলে যে চিত্তে কিছুই রাখিয়া যায় না তাহা মনে করিও না।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব।

যত দিন মানুষ পাপ ছাড়িতে না পারে, ততদিন মানুষ আপনার জীবনকে ঠিক মত চালাইতে পারে না। শরীর, বাক্য ও মন যত দিন ছন্দমত স্পন্দিত না করিতে পারিল ততদিন মানুষ নিজেও সুখ পায় না, অন্যকেও সুখী করিতে পারে না। কাজেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বিফল, সমাজ ও জাতীয় জীবন দুঃখময়।

পাপই তাপ। দুর্ব্বলতাই পাপের ভিত্তিভূমি। দুর্ব্বল চিত্তকে সবল কর, তখন আর পাপ হইবে না। তখন মনুষ্যজীবন পবিত্র হইবে, সমাজ ও জাতি পবিত্র হইবে।

মনুষ্যের চিত্ত সবল কিরূপে হইবে? আজ পর্য্যন্ত জগতে যতগুলি উপায় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মানুষকে ধার্ম্মিক করাই চিত্ত সবল করিবার একমাত্র উপায়। ধার্ম্মিক না হইতে পারিলে পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই আর পবিত্র হওয়া যাইবে না। যে জীবনে পবিত্রতা নাই, সে জীবন প্রার্থনীয় নহে।

সকল মানুষের চিত্ত একরূপ নহে, কাজেই এক উপায়ে সকল মানুষের চিত্ত সবল হইবে না। যে যাহা পারে তাহা ধরিয়াই তাহাকে পুরুষার্থ করিতে হইবে! শরীর, মন ও বাক্য ছন্দমত স্পন্দিত করিতে পারিলেই চিত্ত ঈশ্বরমুখী হইল। যাহার চিত্ত যত ঈশ্বরমুখী তাহার চিত্ত তত সবল; সে তত বিষয়কে ভালবাসিতে পারেনা। অপবিত্রকে ভালবাসা যায় না—অনেক ঠকিয়া ইহার ধারণা মানুষ করিতে পারে।

কাজেই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন কিছুই ভালবাসা যায় না। অনেক ঠকিয়া ইহা বুঝিলাম—কিন্তু কাহাকেও ভাল না বাসিয়া ত থাকিতে পারি না। প্রাণ ত ভালবাসিতে চায় অথচ কি ভালবাসিব, কাহাকে ভালবাসিব তাহা ত দেখিতে পাই না।

এই অবস্থায় তোমার নাম শুনিলাম, তোমার গুণের কথা শুনিলাম। সাধু সজ্জন সবাই তোমার কথা বলেন। শাস্ত্রে তোমার নাম, তোমার গুণ বর্ণনা—শুনিয়া বিশ্বাস করিলাম—তুমি আছ। না করিয়া যে পারি না—প্রাণ যে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না অথচ ভালবাসার আর কেহ নাই। কাজেই আপনা হইতে তোমার প্রতি মন ছুটিল। তোমার নাম শুনিয়া তুমিই ভালবাসার বস্তু বুঝিলাম। বুঝিয়া বিশ্বাস করিলাম তুমি আমার আছ, তুমিই সকলের আছ।

বিশ্বাস করিলাম—তুমি আছ—করিয়া জানিলাম তোমার আজ্ঞাপালনই ধর্ম্ম।

কোথায় তোমার আজ্ঞা আছে—কি তোমার আজ্ঞা তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। বেদ তুমি—বেদে তুমি তোমার আজ্ঞা জানাইয়াছ শুনিতে লাগিলাম। শ্রুতি স্মৃতিতে তোমার আজ্ঞা আছে জানিলাম। ব্যভিচারী হৃদয় যে তোমার

আজ্ঞা ধরিতে পারে না তাহাও বুঝিলাম, কারণ ব্যভিচারী হৃদয় স্বার্থপর, নিজের সুখের জন্য ব্যভিচারকে তোমার আজ্ঞা মনে করিয়া লইয়া বহু বিপদ ঘটায়, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভিন্নতা সৃজন করে, পৃথিবীতে শান্তি না আনিতে পারিয়া মতভেদ সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে অশান্ত করিয়া তুলে। তাই শাস্ত্র বলেন :—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

নিশ্চয় হইয়া গেল—বেদ গীতা, মনু ইত্যাদিতে তোমার আজ্ঞা আছে।

ক্রমে শ্রীগুরু মিলিল। শ্রীগুরু-তত্ত্বে শ্রদ্ধা জন্মিল। কারণ শ্রীগুরু শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিয়া—আপনি আচরণ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। গুরু ও বেদান্তে যাহার যত দৃঢ় বিশ্বাস সে তত নিষ্পাপ, সে তত জীবের উপকার করে। যে পাপী সে নিজের অপকার করে এবং অন্যের অপকার ত করিবেই।

জগৎকে সুখী করিতে যদি ধর্ম্মই একমাত্র উপায় হয়, ধর্ম্ম ভিন্ন যদি জগতের পাপ নিবারণের আর অন্য উপায় না থাকে, ধর্ম্ম ভিন্ন যদি পাপ আর কিছুতেই না যায়, তবে জগতের পূর্ণ ধর্ম্মটি কি তাহার আলোচনা করা বৃথা হইবে না।

গীতা পূর্ণধর্ম্মের যে যে অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে তাহাই দেখাইতেছি। সকল জাতির ধর্ম্ম ইহারই অঙ্গ। আমরা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা হইতে সর্ব্বনিম্ন অবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছি।

(১) অক্ষর, অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা।

(২) সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা।

(৩) অভ্যাসযোগে বিশ্বরূপের উপাসনা।

(ক) যোগীর উপাসনা।

(খ) ভক্তের উপাসনা।

(৪) মৎকর্ম্ম পরম হইবার সাধনা।

(৫) মৎযোগ আশ্রয়ে সাধনা।

এই পঞ্চাঙ্গে যে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ, তাহাই জগতের পূর্ণ ধর্ম্ম। পূর্ণ ধর্ম্মের মুখ যিনি না দেখিয়াছেন তিনি এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের বিরোধ দেখিবেনই।

বহু অন্ধের হস্তিদর্শনে যেমন কোন অন্ধের কাছে হস্তী কুলার মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী থামের মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী সম্মার্জ্জনীর মত,

সুতরাং অন্ধদিগের মতভেদ ও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকটে সকল অন্ধের মতের মধ্যে যেমন সত্য অংশটি দৃষ্টিগোচর করা সহজ, সেইরূপ পূর্ণ ধর্ম্মটি যিনি দেখিয়াছেন তিনি জানেন সকল জাতির ধর্ম্মে সত্য অংশ কোনটি আর কোথায় বা অন্ধদিগের বিরোধ হইতেছে।

পূর্ণ ধর্ম্মটি দর্শন করাতে জগতের প্রভুত মঙ্গল আছে বলিয়াই মনে হয়। গীতা সেই পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখাইতেছেন বলিয়াই গীতা সকল জাতির আদরের ধর্ম্মগ্রন্থ।

প্রথম—অক্ষর অব্যক্ত বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম উপাসনা।

নিগুর্ণব্রহ্মোপাসকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসক। ধার্ম্মিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা এই নিগুর্ণ উপাসনা দ্বারা অর্জ্জিত হয়।

উপাসনার অর্থ (১) সমীপে থাকা। উপ-সমীপে, আসন-বসা।

(২) স্থিতিলাভ করা।

নিগুর্ণ উপাসনায় যে "উপাসনা" শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ স্থিতি। নিগুর্ণ নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করাই নিগুর্ণ উপাসনা। এই শ্রেণীর উপাসক সদ্যোমুক্ত। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে'। নিগুর্ণ উপাসকের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। এই খানেই প্রাণ বিলীন হইয়া যায়। জীব মৃত্যুকালে শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্বস্বরূপেই অবস্থান করে।

দেখা যায় মৃত্যুকালে সকল জীবেরই প্রাণ উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে জীব নিদারুণ যাতনা ভোগ করে। নিগুর্ণ উপাসক হইলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না—এই ভাবিয়া যাহারা নিগুর্ণ উপাসক শ্রেণীভুক্ত হয়েন—তাঁহারা ঐ উপাসনার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে কিনা যদি ইহার বিচার না করেন, তবে একটা আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া বিড়ম্বিত হন কি না তাহা সুন্দররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদের দেশে আজকাল অনেক স্ত্রীলোক ও অনেক পুরুষ বিশেষ কিছু তপস্যা না করিয়াই বলিতে চাহেন "আমি ব্রহ্ম"। আর কিছুই নাই - আমিই আছি। জগৎও মিথ্যা, দেহও মিথ্যা, মনোজগতও মিথ্যা।

প্রকৃত জ্ঞান যখন এইটি—অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—যখন আমি এই জ্ঞান শুনিলাম, তখনই আমার বিশ্বাস জন্মিল একমাত্র সত্যবস্তুই ব্রহ্ম অন্য সমস্তই মিথ্যা—এই হইলে সোহং জ্ঞান আমার জন্মিল। এইরূপ যাহাদের

বিচার, তাঁহারা যে নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি ও নিতান্ত ভ্রান্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা এই মূঢ়বুদ্ধি মানুষকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছেন :—

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

যাঁহারা অব্যক্তাসক্তচিত্ত তাঁহাদের সাধনক্লেশ শুধু অধিক নহে, অন্য অপেক্ষা অধিকতর। যতদিন "আমার দেহ" এইরূপ বোধ আছে ততদিন নির্গুণব্রহ্ম বা অব্যক্তপদ প্রাপ্তি অতি ক্লেশেই লাভ হয়।

ভাবার্থ এই যে যাহাদের দেহাভিমান দূর হয় নাই, দেহের সুখ দুঃখবোধ যাহাদের আছে, তাহাদের নিঃসঙ্গ ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করা নিতান্ত ক্লেশকর। নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। কঠোর সাধনা দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ করা যায়—যদি কঠোর সাধনা কেহ করে তবে। কঠোরতা ত দূরের কথা—যৎসামান্য সখের চিন্তা ভিন্ন কোনরূপ সাধনাই নাই অথচ আমি সোহহং হইয়া গিয়াছি এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি। জগতের অনিষ্টের জন্যই ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন।

নির্গুণ উপাসনায় ভয়ানক আত্মপ্রবঞ্চনা থাকে বলিয়া আমরা নির্গুণ উপাসনার আরও কিছু আলোচনা করিব।

"আত্মা অসঙ্গ, উদাসীন ইহা পরোক্ষ জ্ঞানে জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না"। যে ব্যক্তি ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান তাহাকে কিরূপে বদ্ধ করিবে" ?

ইহা ভগবান্ বশিষ্ঠের উক্তি। মূল শ্লোক এই :—

সদেহা বাস্তদেহা বা মুক্ততা বিষয়ে ন চ।
অনাস্বাদিত ভোগস্য কুতো ভোজ্যানুভূতয়ঃ ॥

বাক্সে টাকা আছে এই বিশ্বাস করিলে একটা নিশ্চিন্ত ভাব আসিতে পারে সত্য কিন্তু যতক্ষণ না বাক্সের টাকা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হয় না। অপরীক্ষিত বিষয়ে আত্মপ্রতারণা থাকাই সম্ভব।

সেইরূপ আমি আপনিই আপনি এইটি শুধু বিশ্বাস করিয়া রাখিলেই চলিবে না।– অন্য কিছুই নাই ইহাও নিশ্চয় করিতে হইবে। যতক্ষণ আত্মা ব্যতীত বস্তু আছে ততক্ষণ ভোগও আছে। যদি বল আত্মা ব্যতীত কিছু যদি থাকে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, তখন আর ভোগেচ্ছা থাকিবে

কিরূপে ? মিথ্যা বিষয়ের ভোগে কি রুচি হয় ? সত্য। সেইজন্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে আমি আপনিই আপনি এই ভাবে কতক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে পারি। আপনিই আপনি এইভাবে স্থিতিলাভ করিলে যদি দেহটা না থাকে প্রকৃত জ্ঞানী এই ভয়ে কখন স্থিতিলাভে সঙ্কুচিত হইতে পারেন না। দেহ যখন মিথ্যা,প্রারব্ধ ভোগাদি সমস্তই যখন মিথ্যা—তখন দেহটা যাইবে বা প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে এই মিথ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া স্বস্বরূপ হইতে দূরে অবস্থান করা বুদ্ধিমানের কথা নহে। স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে গেলে দেহ থাকে না—এই আশঙ্কা প্রকৃত জ্ঞানীর হইতে পারে না। দেহ থাক্ বা না থাক্ উভয়ই যখন মিথ্যা তখন দেহ রাখার দিকে যত্ন যখন আছে তখন আত্ম-প্রবঞ্চনা একটু আছে, আসক্তি একটু আছে—ইহাই নিশ্চয়। একটু ভোগের ইচ্ছাও তবে রহিল! তাই বলা হইতেছিল যতদিন পর্য্যন্ত ভোগত্যাগ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিঃসঙ্গ উদাসীন ভাবে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না।

মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ভোগ করায় কোন দোষ হইতে পারে না, ইহাও কাহারও কাহারও যুক্তি। এ ভোগটা যথাপ্রাপ্ত বস্তুর ভোগমাত্র। ভোগ আসিলেও যাহা, ভোগ না আসিলেও তাই। তিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী। দেহটি রক্ষা করিবার জন্য নিত্য ঔষধটি সেবন আছে—ফুরাইয়া গেলে আবার সংগ্রহটিও আছে—অথচ বলা হইতেছে ভোগটি মিথ্যা—এইরূপ ব্যবহারে আত্মপ্রতারণা আছেই। ভোগ করাও যা ভোগ না করাও যখন তাই—তখন ভোগত্যাগের দিকেই না হয় রুচি হউক তবেইত শাস্ত্র মান্য করা হইল।

ফলে যিনি যথার্থ জ্ঞানী তাঁহার ঐশ্বর্য্যগুলিরও বিকাশ হইবে। তিনি বিভূতি আকাঙ্ক্ষা করেন না সত্য, কিন্তু বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করিবেই। এতদ্ভিন্ন যে জ্ঞান সেটা জ্ঞান নহে জ্ঞানের অভিমান মাত্র অথবা সেটা কপট জ্ঞান। যতদিন না দেহে আত্মবোধ বিগলিত হয়, যতদিন না বহির্জ্জগৎ মন হইতে মুছিয়া যায়, যতদিন না দেহ হইতে, জগৎ হইতে, সংস্কার হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া এ সমস্ত ভূমিকায় না থাকা যায়, ততক্ষণ আপনাতে আপনি থাকা যায় না; ততক্ষণ নির্গুণ উপাসনার অধিকারও জন্মে নাই। এই কারণে সাধনবর্জ্জিত দেহাত্মাভিমানীর নির্গুণ উপাসনা হইতেই পারে না। যে ভাবে স্থিতিলাভ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই তাহা বিনা সাধনায় লাভ হইতে পারে না। জগৎ নাই, জগৎ নাই, কোটিকল্প ধরিয়া চিৎকার করিলেও মন হইতে জগৎ মুছিয়া যাইবে না অথবা জগৎ মিথ্যা এই বোধ হইবে না!

সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ. বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করিতে হইবে! আর বিনা ভক্তিতে ও বিনা বৈরাগ্যে জ্ঞান কিছুতেই জন্মিবে না অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ কিছুতেই হইবে না। শ্রীভগবান্ বলেন—

মদ্ভক্তি বিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্ম শতৈরপি ॥

দ্বিতীয় সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। বেদে ব্রহ্মের দুইটি রূপের উল্লেখ আছে। কিছুই আর নাই, এই জগৎও সৃষ্ট হয় নাই; কেবল ব্রহ্মই আছেন এই একরূপ; দ্বিতীয় রূপটি হইতেছে জগতে যাহা আছে তাহাই ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অস্তি ভাতি প্রিয়টিই সর্ব্বত্র আছেন; নাম রূপের আবরণটি ইন্দ্রজাল মাত্র। নামরূপটি মায়া মাত্র। এই ব্রহ্মকে বলে সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাধিগত ভেদ ভিন্ন মূলে কোন ভেদ নাই। অবিজ্ঞাত স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া আশ্রয়ে সগুণ হয়েন। সগুণ হইলেও তিনি আপনাতে আপনিই থাকেন; তাঁহার স্বস্বরূপের বিচ্যুতি ক্ষণতরেও হয় না। কেহ বলেন স্বস্বরূপে থাকিয়াও সগুণ হওয়াও—এই উক্তিতে আত্মনাশকর আত্মবিরোধ আছে। আমরা বলি ইহা আদৌ অসম্ভব নহে। বৃদ্ধ বৃদ্ধ থাকিয়াও যেমন বালক সাজিতে পারে; নাট্যাভিনয়ে ভদ্রলোক ভদ্রলোক থাকিয়াও যেমন চামার সাজিতে পারে; যাত্রারদলের বালক, যাত্রার বালক থাকিয়াও যেমন কৃষ্ণ সাজিতে পারে সেইরূপ তুরীয় ব্রহ্ম তুরীয় অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে অভিমান করিয়া খেলা করিতে পারেন। সগুণ ব্রহ্মের অবতার হওয়াটাও অভিনয় মাত্র। আবার যে অভিনয়ে যত আত্ম বিস্মৃতির প্রাবল্য থাকে সেই অভিনয়ই তত স্বাভাবিক হয়। কুকুর অভিনয় করিয়া চিরদিন ঘেউ ঘেউ করা থাকিলে, শৃগাল অভিনয় করিয়া চিরদিন ফেউ ফেউ করা থাকিলেই তবে অভিনয় স্বাভাবিক হইল।

এই গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" আবার তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন "ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইত্যাদি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া যিনি গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদির বিচার শ্রবণ করেন,—করিয়া যিনি সগুণ ব্রহ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়া "আমি সমস্ত" এই ভাবে স্থিতলাভ করিতে পারেন, তিনিই বিশ্বরূপের উপাসক। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ইহাই।

তৃতীয়—অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা। যিনি বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ

করিতে না পারেন তিনি কোন একটি অবলম্বনে চিত্ত একাগ্র করিয়া সেই অবলম্বনটিকে বিশ্বরূপে ভাবনা করিবেন। অভ্যাসযোগের অবলম্বনটি দুই প্রকারের হইতে পারে। (১) ভিতরের অবলম্বন, (২) বাহিরের অবলম্বন। ভিতরের অবলম্বনটি জ্যোতিও হয়, প্রণবও হয় অথবা ভিতরের মূর্ত্তিও হয়। বাহিরের অলম্বনটি স্থূল মূর্ত্তি বা প্রতিমা। যাঁহারা যোগী তাঁহারা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহাররূপে বহিরঙ্গের সাধনা দ্বারা মনকে বিষয় শূন্য করেন। তৎপর ধারণা, ধ্যান সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনা দ্বারা অন্তর্জ্যোতিকে বিশ্বরূপে ভাবনা করেন। যাহারা ভক্ত, তাঁহারাও ভিতরের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বা বাহিরের স্থূল মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপের আরোপ করিয়া উপাসনা করেন। মূর্ত্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও যিনি ভাবনা করিতে পারেন এই মূর্ত্তিই সেই অব্যক্তের মূর্ত্তি। ইনিই অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিদ্যমান আছেন। ইনিই অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং হইয়া আছেন। ইনিই মূলে অবিজ্ঞাতস্বরূপ, ইনিই আবার সগুণ বিশ্বরূপ—ইনিই মহত্তত্ত্ব, ইনিই অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, ইনিই মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি, ইনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, ইনিই অন্তর্যামী পুরুষ, ইনিই জীবের কর্ম্মফল প্রদাতা, ইনিই মোক্ষদাতা। ইহারই সম্বন্ধে বলা হয়—

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥

ইনিই স্বরূপে সচ্চিদানন্দ, তটস্থ লক্ষণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা—মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এই ভাবে যিনি অভ্যাসযোগ সাধনা করেন, তিনিও সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। তৎপূর্ব্বে দেহত্যাগ হইলেও শ্রীভগবান্ তাঁহাকে মৃত্যুসংসার-সাগর পার করিয়া দিয়া থাকেন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ" ইতি।

চতুর্থ মৎকর্ম্ম পরম হইবার সাধনা। যিনি অভ্যাসযোগও না পারেন, তিনি ভগবৎভক্তি-উৎপাদক কর্ম্ম করিবেন। এই সাধক প্রথমে নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম এবং অবতারের কথা শ্রবণ করিবেন,—করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া শ্রবণ হইতে আত্ম নিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির কর্ম্মগুলি করিয়া যাইবেন।

শ্রীভগবান আছেন এই বিশ্বাসে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার কর্ম্মে ভক্তি জন্মে। একাদশী ব্রত, শ্রীমন্দির মার্জ্জন, বিগ্রহের নিকটে দীপদান, পূজার দ্রব্য আয়োজন, পুষ্প-বাটিকা প্রস্তুতকরণ, তুলসীমঞ্চে জলদান, পূজা, ভোগ, আরত্রিক, মন্দির প্রদক্ষিণ, প্রেমভরে নৃত্যগীতাদি কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তি জন্মে। সর্ব্বজীবে শ্রীভগবান্ আছেন—সর্ব্বক্ষণের জন্য ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বজীবের সেবা, কোনরূপে জীবের অবমাননা না করা—এই সমস্ত দ্বারা ক্রমে অভ্যাস যোগে সামর্থ্য জন্মে এবং তদ্দ্বারা বিশ্বরূপের উপাসনাতে পৌছান যায়।

যে সাধক ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার জন্য ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্মগুলি শাস্ত্র অন্যভাবেও নির্দ্দেশ করেন।

(১) সৎসঙ্গ

(২) মৎকথালাপ—ভক্তিগ্রন্থ চর্চ্চা।

(৩) ভগবানের গুণ স্মরণ।

(৪) উপনিষদাদিতে ভগবৎ-বাক্যের ব্যাখ্যা।

(৫) আচার্য্যকে অকপটে ঈশ্বর ভাবনা করিয়া তাঁহার সেবা।

(৬) পুণ্য কর্ম্ম করা, যমনিয়মাদি সেবা, ভগবানের পূজায় নিষ্ঠা।

(৭) ভগবানের মন্ত্রজপ ও প্রার্থনা।

(৮) মদ্ভক্তের সেবা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, শম বা অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, দম বা বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ সাধনা।

(৯) তত্ত্ববিচার।

এই সাধনা দ্বারা "ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেম লক্ষণা শুভ লক্ষণে" হে শুভ লক্ষণে! এই সাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তির বিকাশ হইবে।

মানস পূজা, স্বাধ্যায়, যোগ, ভিতরে প্রণাম প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ব্যাপারেও ভক্তি জন্মে।

পঞ্চম—মৎযোগ আশ্রয়ে ফলসন্ন্যাস করিয়া কর্ম্ম করা।

যিনি মৎকর্ম্মপরম হইতেও পারেন না;—ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্ম করিতে গেলে যাহার মনে হয় "আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিবারের উপর কর্ত্তব্য আছে, হাটবাজার আছে, পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, রোগীর সেবা আছে; প্রবন্ধ লেখা আছে, সভাসমিতি করা আছে, বক্তৃতা করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া আছে, সভাসমিতি করা আছে, চাকুরী বজায়

রাখা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কর্ত্তব্য যাহার আছে এইরূপ ব্যক্তি "মৎকর্ম্ম পরম" হইতে পারিবে না। এইরূপ ব্যক্তিও তাহার কর্ম্মগুলিকে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস করুক। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বর প্রীতির জন্য—দাস যে ভাবে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, সেই ভাবে "তুমি প্রসন্ন হও" স্মরণ রাখিয়া, অহং অভিমান না রাখিয়া, তাহার সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া করুক—ইহাতেও ফলসন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মসন্ন্যাসের অধিকার জন্মিবে; তখন মৎকর্ম্মপরমের উপাসনা দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইবে, পরে অভ্যাস যোগ দ্বারা চিত্ত একাগ্র করিয়া এই সাধক বিশ্বরূপের উপাসনা করিতে পারিবেন; পারিয়া নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করিয়া উপাসনার চরম ফল যে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি পরমানন্দ প্রাপ্তি তাহাই লাভ করিতে পারিবেন।

সমগ্র ধর্ম্মটি এই। যে কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাই করুক না কেন—সমগ্র ধর্ম্মটির কোন না কোন অঙ্গ লইয়া তিনি থাকিবেনই।

যদি কেহ সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া দেখিতে পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, পারসীর ধর্ম্ম ইত্যাদি এই সমগ্র ধর্ম্মেরই অঙ্গ। পূর্ণটি দেখা হয় নাই বলিয়াই বিরোধ। হিন্দুধর্ম্ম এই জন্য কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন না। পূর্ণ অংশের নিন্দা করিতে পারেন না, কিন্তু অংশগুলি পূর্ণটি না দেখা পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিবেই। কবে জগৎ পূর্ণধর্ম্মটি দেখিবে?

রথযাত্রা।

সহস্র শীর্ষ বিরাটপুরুষ,—সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ; বেদ এই বিরাট পুরুষের নিঃশ্বসিত বাণী, অখিল জগৎ ইহার স্বেদরাশি স্বরূপ, বিশ্বভূতসমূহ ইঁহার পাদদেশ, দ্যুলোক ইহার শীর্ষ, অন্তরীক্ষ নাভিদেশ, বনস্পতিসকল ইহার লোমরাশি, জগৎ প্রকাশক সবিতা ইহার চক্ষুঃস্বরূপ। সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান, এই বিরাটপুরুষ সমস্তই পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যা

মৃতং দিবি”—এই সমস্ত ভূত ইহার পাদমাত্র, আর অমৃত দিব্যলোক—ইহার ত্রিপাদ স্বরূপ।

ভগবতী শ্রুতি এই যে বিরাটপুরুষের সংবাদ দিতেছেন, তিনিই জগন্নাথ,—আর এই বিশ্বজগৎরূপে তাঁহার যে বিবর্ত্তন,—তাহাই ত জগন্নাথের রথযাত্রা। স্বরূপে তিনি নিষ্ক্রিয়, অচঞ্চল, পরমশান্ত। তিনি যখন আত্মমায়ার আবরণ পরিয়া সক্রিয় গতিশীল হয়েন, তখনই তাঁহার রথযাত্রা আরম্ভ হয়। কালরূপী চক্রকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড আবর্ত্তিত করিতে করিতে জগন্নাথের রথ চলিতে থাকে; আর প্রতি চক্রের আবর্ত্তনে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়া উঠে বিশ্বের যত বিপুল কর্ম্মরাশি,—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের যত বিচিত্র বর্ণের বুদ্বুদ।

শাস্ত্র বলিতেছেন,“রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে,”—রথে বামনরূপী জগন্নাথকে দর্শন করিতে পারিলে মানব জন্ম মরণ হইতে চিরনিবৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। বাস্তবিক মানুষের সমগ্র সাধনাই ত এই জগন্নাথ দর্শন। মানুষের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি অবিরত শুধু জগৎকেই দর্শন করিতেছে, জগন্নাথ চিরদিনই চক্ষুর অন্তরালে রহিয়া যাইতেছেন। তাইত মানুষের হাহাকার ঘুচে না; তাইত তাহাকে জন্ম মরণের তরঙ্গে অবিরত তাড়িত হইতে হয়, তাইত “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি”—মৃত্যুর পর মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে থাকে। কিন্তু এই জগন্নাথ দর্শন কেমন করিয়া হইবে? জীবত্বের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ, অল্পপ্রাণ মানব সেই জগন্নাথকে, সেই ভূমাকে আপনার ক্ষুদ্র দৃষ্টির মধ্যে আনিতে পারে না। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। বিষ্ণুর সেই পরমপদকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাঁহারই আছে, যিনি জীবত্বের বন্ধন অতিক্রম করিয়া জ্ঞানস্বরূপে, শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বরূপহারা বদ্ধজীব কেমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবে? ন তত্র বাক্ গচ্ছতি, ন মনো গচ্ছতি,—যেখানে বাক্য যাইতে পারে না, মন যেখান হইতে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে সেই অবাঙমনসোগোচরকে কেমন করিয়া সাধারণ মন ধারণা করিবে?

তাইত মানবের জন্য জগন্নাথের এই বামনমূর্ত্তি। বিরাটকে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তিনি আমার জন্য অণু হইয়াছেন, নিত্য জগন্মূর্ত্তি, নিত্য বিশ্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও আমারই দেহরথে তিনি রথী সাজিয়া বসিয়া আছেন। এম্‌নি করিয়া অসীম আপনাকে সীমার মধ্যে ধরা দিয়াছেন, আপনাকে আমারই মধ্যে প্রকাশ করিয়া বিচিত্র মধুর লীলারসের প্রস্রবণ বহাইয়া দিয়াছেন। যিনি

জগন্নাথ তিনি আমারই জন্য "মন্নাথ" হইয়াছেন; শ্রুতির সেই সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষ আমাকে দর্শন দিবার জন্য আমার দেহরথে বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি "মহতো মহীয়ান্" তিনি আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই "অণোরণীয়ান" বামনমূর্ত্তিতে আমার হৃদয়-মন্দিরে আমারই পূজার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অন্ধ, ভ্রান্ত জীব এই বামনদেবকে চিনে না। আপনার মধ্যে যিনি আত্মদেব সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বহির্ম্মুখী দৃষ্টি শুধু বাহিরেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকে। কিন্তু এ অন্বেষণ শুধু ব্যর্থ বেদনায় ভরিয়া উঠিবে। শ্রুতি বলিতেছেন, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেন।" এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তর পুরুষ সর্ব্বদা প্রাণীদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট মুঞ্জতৃণ হইতে ঈষিকার ন্যায় ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া জানিতে হইবে। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিনন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। এই হৃদয়রূপ ব্রহ্মপুরে যে ক্ষুদ্র পদ্ম রহিয়াছে, যাহা ব্রহ্মের ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত যে ব্রহ্ম তাঁহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ভাবে শ্রুতি তাঁহার অন্বেষণের পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। তোমারই অন্তরের অন্তস্তলে সেই গুহাশায়ী পুরুষ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, হে মূঢ়! শুধু বাহিরে তুমি কোন্ দেবতার ব্যর্থ উপাসনা করিবে?

এম্‌নি করিয়া হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মপুরে যেদিন সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের দর্শন পাইব, সেইদিন আমার রথেতে বামন দর্শন সম্পূর্ণ ও সত্য হইবে। যে দিন আমার দৃষ্টির উপর হইতে মোহ যবনিকা সরিয়া যাইবে, আমার সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় জাল ছিন্ন হইয়া যাইবে, সে দিন আমি দেখিব এই বিশ্ব চরাচরে শুধুই আনন্দ নির্ঝর বহিয়া যাইতেছে, আর আমার সমগ্র চেতনামাত্র তাঁহাতেই জাগ্রত হইয়া উঠিবে যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে বিভাত,—"আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি।"

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ।

হিন্দু আচারানুষ্ঠান যে আধ্যাত্মিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ।

(সত্য ঘটনা)

বিদেশে কোন বড়লোকের বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পাশকরা খ্যাত নামা দুই জন ডাক্তার আহুত হন। দুই জনেই যথা সময়ে গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য রেলে রওনা হইলেন। দুইজনের মধ্যে একজন সাহেবীখানা প্রিয় সুতরাং রেলে তাঁহার খানার বন্দোবস্ত তদনুরূপই হইল; তাঁহার বন্ধু ঐরূপ খানায় অভ্যস্ত না থাকিলেও অনুরোধে ও সঙ্গের প্রভাবে বন্ধুর আচারের অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে দৈব দুর্ঘটনায় রেল পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইল; খানা কিন্তু ঠিক নিয়মে চলিতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেন। বড় লোকের বাড়ী,কোন জিনিষের অভাব নাই সুতরাং সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতা হইতে আগত চিকিৎসকদিগের জন্য তাঁহাদের ইচ্ছামত সেখানেও সভ্য সাহেবী খানার ব্যবস্থা হইল। চিকিৎসানুরোধে কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া, পরে দুইবন্ধু একসপ্তাহ পরে বাটীতে ফিরিলেন।

দুইজনের মধ্যে যিনি বন্ধুর অনুরোধে বা সঙ্গের প্রভাবে সাহেবীখানা খাইয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে যে অলৌকিক ঘটনা পরে ঘটিয়াছিল এবং যাহা তিনি নিজে আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই পাশ্চাত্য জড়বিদ্যার মোহে যাঁহারা ঋষি প্রবর্ত্তিত সনাতন হিন্দু আচারানুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ, তাঁহাদের ও সাধারণের অবগতি ও প্রণিধানের জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

ডাক্তার বাবু সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে আহারান্তে শয়ন করিলেন কিন্তু ভাল ঘুম হইল না। রাত্রি অবসানে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময় প্রত্যুষে বাহিরের দরজায় যেন কেহ তাঁহাকে ডাকিতেছে এইরূপ শুনিলেন ও অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেন না কিন্তু বারম্বার ডাকায় উঠিতে বাধ্য হইলেন; দেখিলেন তাঁহার প্রতিবেশী জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আজ আমার বাটীতে মধ্যাহ্নে

ঠাকুরের ভোগ প্রসাদ পাইবার জন্য আপনার নিমন্ত্রণ রহিল"। ডাক্তার বাবু মনে মনে আরও অধিক বিরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে না জানাইয়া বলিলেন "এইজন্য আপনার এত প্রত্যুষে আসিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইবার আবশ্যকতা ছিল না,একটু বেলায় বলিলেই হইত। আমার রাত্রে ঘুম হয় নাই—সকালে যেমন একটু ঘুম আসিয়াছিল অমনি আপনি আসিয়া ডাকিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ডাক্তার বাবু! আমার সকালে আসিবার একটু কারণ-হইয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমার ভগ্নী গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে আপনি আমার বাটীতে যাইয়া বলিতেছেন—"দিদি! এক সপ্তাহ আমি উপবাসী আছি, আমার বড় কষ্ট হইয়াছে; বেটারা সাত দিন ধরিয়া অখাদ্যে উদরপূর্ত্তি করিয়াছে তাহা আমি খাই নাই। আমি সাত দিন উপবাসী আছি; দিদি! তুমি আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও।

এই বাস্তব ঘটনা মূলক স্বপ্নের বিষয় শুনিয়া ডাক্তার বাবু যুগপৎ বিস্ময়ে অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "ডাক্তার বাবু! এইরূপ অভিভূত হইলেন কেন?" ডাক্তার বাবু বলিলেন এত স্বপ্ন নয়—এ যে সত্য ঘটনা!! আমি সাত দিন ধরিয়া সঙ্গের প্রভাবে এইরূপ অখাদ্য খাইয়াছি তাহা কেহই জানে না। আপনার ভগ্নী কি করিয়া এই সত্যঘটনার স্বপ্ন দেখিলেন তাহাই ভাবিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ডাক্তার বাবু আপনি উদর পূর্ত্তির জন্য যে আহার করিয়াছিলেন তাহাতে আপনার অন্তরাত্মা তৃপ্ত হন নাই। তিনি উপবাসী আছেন এবং আপনার মূর্ত্তি ধরিয়া স্বপ্নাবস্থায় আমার ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া পবিত্র আহার চাহিয়াছেন। ডাক্তার বাবু তদবধি অসৎ আহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোন ঘটনাসূত্রে নিজের জীবনের এই সত্যঘটনা আমাকে বলায় সাধারণের উপকারার্থে তাঁহার অনুমতি লইয়া ইহা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর আশা করি সদাচারে লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিবে এবং হিন্দু আচারানুষ্ঠান কিরূপ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা উপলব্ধ হইবে।

পাশ্চাত্য জড় বিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা সূক্ষ্মজগতের কোন খবরই রাখিনা; শুধু রাখিনা তাহা নহে,তাহার অস্তিত্বে—তাহার জীবন্ত অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস হারাইয়াছি। হে জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ত্রিকাল ও ত্রিলোকদর্শী অধ্যাত্ম-বিদ্যার্ণব আর্য্য ঋষিগণ! বিপথগামী ভারতবাসী আর্য্যসন্তান আবার কবে আপনা

দের পদাঙ্ক অনুসরণে সূক্ষ্মের আলোক ধরিয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিবে!

শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ।
শিবপুর, কৈপুকুর।

ভক্ত ও ভগবান।

সংসারে অভাব অভিযোগের অবধি নাই; আর তাহার অবশ্যাম্ভাবী ফল ক্লেশেরও অন্ত নাই। দুর্ব্বিসহ সাংসারিক অশান্তির ভয়াবহ তীব্রতা মানুষকে কেমন করিয়া আমরণ অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া থাকে সে কথা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। অথচ এ জ্বালার শেষ এই জীবনেই হইবে না—জন্মদুঃখং জরাদুঃখং জায়াদুঃখং পুনঃ পুনঃ আমাদের ভোগ করিতে হইবে। এইজন্য আমরা এখানে আবার ফিরিয়া আসিব। ঠিক এইবারের মতই কাঁদিয়া কাটিয়া শোক করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবার পথপ্রশস্ত করিয়া এই রকম ভাবেই আবার চলিয়া যাইব। শুকদেব তাই কাতরভাবে বলিয়াছিলেন—

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসারবর্ত্মসু।
গর্ভবাসে মহৎ দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

আমরাও যদি ঠিক তেমনই সকাতরে ভগবানের শরণ লইতে পারি, ঠিক তেমনি অকপট চিত্তে নিজেদের আত্ম অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার চরণের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে সমর্থ হই, তবে তিনি এই দুর্ব্বিসহ অথচ নিশ্চিত যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করিবেন। ঈশ্বরে সেই ভক্তি, যাহাকে 'সা পরাঽনুরক্তিরীশ্বরে' বলিয়া মহর্ষি শাণ্ডিল্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমাদের যদি তাহা থাকে তবে এই দুঃখদৈন্য পূর্ণ সংসারে শান্তি পাইবার আশা আমাদের নিশ্চয়ই আছে। জগতের সকলকে শুনাইবার জন্য স্বয়ং নারায়ণ ভক্তশিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, পার্থ! প্রতিজানীহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, এই অভয়বাণী যখন নারায়ণ নিজেই বলিতেছেন তখন আর ভক্তের ভয় কি?

আমরা বিপদে পড়িলেই, 'কেন আমাকে এমন বিপদ দিলে ঠাকুর?' এই বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করি কিন্তু যেমন তিনি বিপদ দিয়া

থাকেন, বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার পথও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে আমাকে অনন্যভাক্ হইয়া ভজনা করে, তাহার সমস্ত বিপদ আমি দূর করি। তাহার যোগক্ষেম আমিই বহন করি; আহা! এমন আশ্বাস বাণী পাইয়াও তাঁহার চরণে আমরা আমাদিগকে বিলাইয়া দিতে পারি না। কি দুর্ভাগ্য আমাদের! এমন করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়াই পাণ্ডব মহিষী প্রাতঃস্মরণীয়া দ্রৌপদীর লজ্জা তিনি নিবারণ করিয়াছিলেন।

জ্বালা অনেক হইলেও তাহা জুড়াইবার স্থান একটি। তাই আমাদের সকলেরই ভগবানের আশ্রয় লওয়া উচিত। যে যতটুকু তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারে তিনি তাহাকে ততটুকু কৃপা করিয়া থাকেন। এক জন্মের চেষ্টায় সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে না পারিলেও তিনি তাঁহার ভক্তকে 'শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে পাঠাইয়া দেন। ভক্তের জন্য ভগবানের কি অপার করুণা।

ছোট হইতেই বড় হওয়া যায়। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ভক্ত হইয়াই একদিন তাঁহারই কৃপায়, তাঁহার প্রিয় জ্ঞানীভক্ত হওয়া যায়। আর নিম্নস্তরের হইলেও, তিনিই বলিয়াছেন বহু জন্মের সুকৃতি আছে বলিয়াই, ইহারা আমাকে ডাকিতে পারে।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

তাই সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরে ঠেলিয়া দিয়া, আমাদের সেই সকল বিপদের ত্রাণ কর্ত্তা, সকলশরণ শরণ শ্রীমধুসূদনের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে হইবে। যদি তাঁহার পায়ে লুটাইতে পারিলাম, তবে আর মাভৈঃ। তিনিই বলিয়াছেন।

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥'

সমস্ত শোক দুঃখ (মন, ইন্দ্রিয়, দেহ ইত্যাদির ধর্ম্ম) ছাড়িয়া দিয়া একবার তাঁহার শরণ লইতে পারিলেই আর ভয় নাই; তাঁহার 'সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ' অভয়বাণী আমাদের অক্ষয় কবচ হইয়া সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিবে।

মানুষের মন বড়ই চঞ্চল! আর সমস্ত দুঃখ কষ্টের হেতুই এই মন। ইহাকে সংযত করিতে না পারিলে, শান্তি শান্তি করিয়া যতই আমরা মাথা খুঁড়ি না কেন, শান্তি পাইবার কোনই আশা নাই। মন শান্ত করিবার উপায় ও ভগবানে অচলা ভক্তি। সকল কাজে, সকল কর্ম্মে 'তুমি প্রসন্ন হও প্রভু' বলিয়া যদি তাঁহার তৃপ্তির জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের মন নিযুক্ত রাখি, তবে আমরা শান্তি পাইব। ভগবান স্বয়ংই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন।

'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে প্রিয়োঽসি মে॥

ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ কত সুন্দর, কত মধুর তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থে রহিয়াছে। ভক্তের করুণ আহ্বানে ভগবানের বৈকুণ্ঠের আসন টলিয়া উঠে। তিনি তাঁহার চির সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীকেও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হন। ভক্তের কাছে ভগবান চিরদিনই বাঁধা। তাই দেবর্ষি নারদ আদি জীবন্মুক্ত ঋষিগণও চিরদিন ভক্ত, আর সেইজন্যই—দীন ভিখারীর ক্ষুদের জন্য ভগবান ভক্তের কুটির দ্বারে বাঁধা।

সকাতরে তোমার পায়ে এই প্রার্থনা প্রভু, তুমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাকে তোমার পায়ে অচলা ভক্তি দাও আমাকে দীন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু ভক্তি দিও নারায়ণ, যেন আমিও বলিতে পারি—

করগো ভিখারী মোরে, সে যদি বিদুর সম চিরতৃপ্ত প্রাণ।
মধুর ক্ষুদের লাগি যার দ্বারে ফিরে ভগবান॥

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (নেপাল)।

৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী।

গৃহস্থ কি যোগী হইতে পারেন? 'গৃহস্থ', 'যতি' 'সন্ন্যাসী' ও 'জীবন্মুক্ত' এই পদ চতুষ্টয়ের অর্থ, এবং তাহা হইতে ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায়, সংক্ষিপ্ত সন্ন্যাস তত্ত্ব; 'নিত্য-পিতৃদেব শব্দের অর্থ।

বক্তা—ভৃগুদেব আমাকে, (আমি গৃহস্থ হইলেও), যোগী বলিয়াছেন কেন, কখন কখন 'যতি' 'জীব-ন্মুক্ত' বলিয়াছেন কেন, তাহাত আমি বলিতে পারিব না। আমি যে, আমার পূর্ব্বনাম ছাড়িয়া 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নামের ব্যবহার করি, তাহা অনেকেই জানিয়াছেন, এবং তাহা জানিয়া স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ কেহ আমাকে এই জন্য উপহাস করেন, আমার নাম পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সাধু নহে, এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমি এই নিমিত্ত যে বিশেষ বাধা অনুভব করি নাই, করি না, 'প্রশংসা' ও নিন্দাসম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মনন করিলে, তোমরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আমি কি কারণে 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নামের ব্যবহার করি, তাহা তোমাদিগকে যথা প্রয়োজন বুঝাইয়াছি। কোনরূপ জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধি আমার নাম পরিবর্ত্তনের কারণ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদিগকে 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' এই নামের ব্যাখ্যা শুনাইবার, জগদ্‌গুরু, মনুষ্যমাত্রের পরমবন্ধু, অবিকৃত কৃতজ্ঞ বৈদিক আর্য্যজাতির নিত্যপূজ্য ভৃগুদেবে একটু পরিচয় দিবার সন্ন্যাসীর নামপরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা বুঝাইবার, ব্রাহ্মণের দুইটী নাম হওয়া বেদ সম্মত, ইহা জানাইবার চেষ্টা করি নাই। 'নামকরণ' বৈদিক আর্য্যের সংস্কারবিশেষ। গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহের মধ্যে আমাদের এখন যে কোন সংস্কারই যথাবিধি হয় না, তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহের যে, কোন কার্য্য-কারিতা আছে, এতদ্দ্বারা যে, কোন উপকার হয়, আমরা সাধারণতঃ তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। গর্ভাধানাদি সংস্কার যদি যথাযথভাবে নিষ্পাদিত হইত, তাহা হইলে কোন বৈদিক আর্য্য সন্তান সর্ব্বধর্ম্মের মূল, ঐহিক ও

আমুষ্মিক কল্যাণের একমাত্র হেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মুলোৎপাটন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন না। একটা নাম রাখিতে হয়, তাই যদৃচ্ছাক্রমে নাম রাখা স্বধর্ম্মপরায়ণ বৈদিক আর্য্যোচিত রীতি ছিলনা। 'ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' নামের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, কেবল অধিকৃত বৈদিক আর্য্যজাতির নহে, সত্যানুসন্ধিৎসু প্রকৃত আত্মোন্নতি-প্রার্থী মনুষ্যমাত্রের সেই সেই বিষয় শ্রোতব্য, সন্দেহ নাই। গৃহস্থ যোগী হইতে পারেন কিনা, মননশীল মানুষমাত্রের তদবধারণের প্রয়োজন আছে। 'যোগ' ব্যতিরেকে কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, কি ঐহিক উন্নতি, কি পরমার্থিক উন্নতি, যোগ এই উভয়বিধ উন্নতিরই মূল কারণ। 'যোগ' কোন্ পদার্থ, যিনি যথার্থভাবে তাহা অবগত হইয়াছেন, গৃহস্থ যোগী হইতে পারেন কিনা, এই প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান কি, তাহা জানিবার জন্য তিনি সমুৎসুক হইবেন। আমি গৃহস্থ, তথাপি ভৃগুদেব আমাকে 'যোগী' বলিয়াছেন কেন, তাহা বুঝাই-বার জন্য আমার উৎসাহ হইতে পারেনা, তবে গৃহস্থ যোগী হইতে পারেন কিনা তাহা জানিবার ও যথার্থ জিজ্ঞাসুকে তাহা জানাইবার প্রবৃত্তি হইতেছে। আমি তাই গৃহস্থ যোগী হইতে পারেন কিনা, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গৃহস্থ শব্দের অর্থ।

শ্রাদ্ধকালে কাঁহারা ভোজনীয়, তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, হেমাদ্রি পুরাণাদি-শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে বলিয়াছেন, যোগীকে অতিক্রম করিয়া, যাঁহারা শ্রাদ্ধে গৃহস্থকে ভোজন করান, তাঁহাদের শ্রাদ্ধের ফলপ্রাপ্তি হয় না, কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা স্বর্গস্থ স্বপিতৃবর্গকে পাতিত করেন।* জিজ্ঞাস্য হইবে,'গৃহস্থ' শব্দ এইস্থলে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? যোগীকে অতিক্রম করিয়া গৃহস্থকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে, স্বর্গস্থ স্বপিতৃবর্গকে পাতিত করা হয়, এই কথা শুনিয়া প্রায় সকল শ্রাদ্ধকর্ত্তারই ভয় হইবে, সন্দেহ নাই কারণ এখন শ্রাদ্ধে গৃহস্থকেই নির্ব্বিশেষে ভোজন করান হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রশাসনকে অর্থবাদ বলিয়া সন্দিগ্ধ ও সন্ত্রস্ত চিত্তকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেও, ব্যক্তিমাত্রেই নিঃস-ন্দেহ ও উদ্বেগরহিত হইতে পারিবেন না।

(ক্রমশঃ)

---

* "যোগিনং সমতিক্রম্য গৃহস্থং যদি ভোজয়েৎ। ন তৎফলমাপ্নোতি স্বর্গস্থমপি পাতয়েৎ॥"—চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, পরিশেষখণ্ড।

দৈববাণী—সমালোচনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পুকস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রত্যেক উপদেশটী অতি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং সরল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যাহাতে প্রত্যেক নরনারী মানব জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে। প্রত্যেক উপদেশটী পড়িয়া মনে হয় যে গ্রন্থকার যেন নিজে অনুভব করিয়া লিখিতেছেন। স্থানাভাব বপতঃ আমরা এই পুস্তক খানির বিস্তারিত সমালোচনা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে সাধ্য ও সাধনার অনেক কথাই আছে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম দেখিলাম না। গ্রন্থকারের নাম দিলে যেন ভালই হইত বলিয়া মনে করি।

প্রকাশক—শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী। আর্ষবিদ্যা নিকেতন। ৺কাশীধাম। মূল্য ।৵৹ প্রাপ্তিস্থান উৎসব আফিস।

পরশ দিয়ে ব্যথা নাশো।

দিবস ভ'রে আঁধার রেখে বেলা শেষে
আলো ছড়াও।
জীবন প্রাতে ভরিয়ে আলোয় অবশেষে
সাঁঝে ভরাও।
একি তোমার লীলা প্রভু বুঝতে নারি কিছুই আমি।
মানব জীবন দুঃখে ভাসে কি সুখ তাতে পাওগো তুমি?
সারা বিশ্বে খেলা ঘরে পুতুল মোদের সাজিয়ে প্রভু
দিবারাত্র ভাঙ্গো গড়ো মহিমা তোমার বুঝিনে কভু
তর্কে তুমি দূরে থাকো বিশ্বাসেতে কাছে এসো
প্রাণ দিয়ে যে ডাকে তোমায় পরশ দিয়ে ব্যথা নাশো॥

৮ই শ্রাবণ — শ্রীমতী রমারাণী দেবী
শ্যামপুকুর।

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই কাহিনীটী বলিয়া সাধুবাবা ইহার অর্থ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে মণিরাম অর্থাৎ মণি শব্দের অর্থ মানব মন ? এই মনই হইল প্রভু এবং বিবেক হইল তাহার মন্ত্রী। মন যখন বিবেককে প্রশ্ন করিল 'কিসের বাণিজ্য করিলে লাভবান হওয়া যায় ?' তদুত্তরে বিবেক পরামর্শ দিলেন 'কস্তুরী' কেশর এবং চন্দন এই দ্রব্য ত্রয়ের বাণিজ্য করুন। 'কস্তুরী' অর্থে 'ভগবানের ভক্তি," 'কেশর" অর্থে 'বৈরাগ্য' এবং 'চন্দন' অর্থে 'মনের সন্তোষ।' অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় চিত্তের প্রসন্নতা। বৈরাগ্য অর্থে ভোগ ঐশ্বর্য্যাদি যাবতীয় রাজসিক বাসনা শূন্যতা। কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কার রূপী পঞ্চ ঠগ্ উহাদের বিনাশ সাধনার্থ বদ্ধ পরিকর হইল। অর্থাৎ মন যাহাতে ঐ ভাল সামগ্রীগুলি গ্রহণ না করে এই নিমিত্ত মনকে উহা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া তাহাকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে উহারা সাধু সাজিয়া বসিয়া রহিল। মন উহাদের প্রকৃত পরিচয় না জানিয়া সাধুজ্ঞানে যখন কিছু ভক্তি, বৈরাগ্য এবং সন্তোষ উপহার প্রদান করিল, তখন দুষ্টগণ ঐ সব মূল্যবান পদার্থ সানন্দে অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভস্ম করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে মন দুঃখিত হইল। তখন উহারা সাধুভাবে হিতোপদেশ দেওয়ার ছলে বলিল যে ঐ সকল দ্রব্য উহারা প্রত্যহই এইরূপ ধুনি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভস্ম করে। উহা এইস্থানে অর্থাৎ ইহ সংসারে ঐরূপ ভাবেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংসারে ঐ সকল দ্রব্যের কোন মূল্যই নাই, ঐ সকল দ্রব্য এস্থানে তৃণমূল্যে বিকায়। উহাদের ঐরূপ বাক্যে মন ভাবিল তবে বুঝি বাস্তবিকই এই সকল দ্রব্য অল্পমূল্যের। ইহা মনে হওয়ায় সে ভয়ানক ঠকিয়াছে ভাবিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। বিবেকের বুদ্ধিতেই ত এই সকল দ্রব্য মূল্যবান মনে হইয়া ঠকিতে হইয়াছে, এই নিমিত্ত প্রথমে বিবেককে মন খুব ভর্ৎসনা আরম্ভ করিল। পরে যখন বিবেক উত্তম রূপে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন অর্থাৎ মন স্থির হইলে যখন সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইল তখন আবার ভক্তি, বৈরাগ্য ও সন্তোষের নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তাই বলিতেছেন যে তখন

বিবেক বুদ্ধি দিল, "তুমি পাগল সাজ।" অর্থাৎ দীন হীন কাঙ্গাল ভাবে নিরভিমান হইয়া পড়িয়া থাক। বিবেকের পরামর্শানুসারে ঐরূপ পড়িয়া থাকিতে থাকিতে মনে উদয় হইল যে বিষয় হইতে ক্ষণস্থায়ী সাময়িক কিছু সুখ লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু উহাতে কখনই আত্মানন্দ লাভ হয় না। তাই মন বলিতেছে "আমি মশার হাড়ের বস্তা চাই।" অর্থাৎ মশার হাড়রূপ যে দুষ্প্রাপ্য আত্মানন্দ তাহাই লাভ করিতে চাই। পঞ্চরিপুর প্রেরণায় চলিলে বিষয়ানন্দরূপ অকিঞ্চিৎকর সুখ মিলিতে পারে বটে কিন্তু আত্মানন্দ লাভ করিতে হইলে ভক্তি, বৈরাগ্য, তিতিক্ষার সাহায্যে এবং আত্মধ্যান দ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারা যায়। দীনহীন কাঙ্গাল ভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে যখন এই কথাগুলি বেশ পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল তখন মন বিশেষ ভাবে আত্মানন্দের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। কাম, ক্রোধ আদি পঞ্চরিপু হইতে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া এবং কস্তুরী, কেশর এবং চন্দন যে প্রকৃতপক্ষে তৃণমুল্য নয় তাহা উপলব্ধি করায় রিপুগণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে মন ভক্তি, বৈরাগ্য ও সন্তোষরূপ অমুল্য সম্পদ্‌গুলিই গ্রহণ করিল। তাই সাধুবাবা বলিতেছেন যে মণিরাম শেঠ কস্তুরী, কেশর এবং চন্দনের জাহাজগুলি পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইলেন ও তাহার সাহায্যে অবশেষে যে আত্মানন্দরূপ দুষ্প্রাপ্য সম্পদ্ তাহাও লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। আর যে বলিতেছেন বিবেক কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত অগ্রসর হইয়া প্রভুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, ইহার অর্থ যে যখন মনে ভক্তি, বৈরাগ্য ও সন্তোষের আবির্ভাব হইল, তখন আপনা হইতেই তথায় করুণা, মৈত্রী, মুদিতা, উপেক্ষা এবং বস্তু বিচার আদি স্বভাবতঃই উদয় হইল। এইরূপ ভাবে গল্পটীর মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, ভক্তি বিশ্বাস ই হইল সকলের মুল। ভক্তি ধন সঙ্গে লইয়া বিবেকের সাহায্যে জীব চলিলেই ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

এই গল্পেরই অনুরূপ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আমাদিগকে একদা একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, বোধ ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত নানা উপায় রহিয়াছে, কিন্তু যেরূপ বিনা অগ্নিতে পাক সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ জ্ঞান বিনা মোক্ষ লাভ হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যেরূপ পুষ্পের মধ্যে সূক্ষ্ম অবস্থায় ফল থাকে, সেইরূপ জ্ঞানও ভক্তির মধ্যে গুপ্তভাব রহিয়াছে। যদি জ্ঞানই না থাকিবে, তবে ভক্তি আসিবে কোথা হইতে? হায়

জ্ঞান, হায় ভক্তি, কি করিলে তোমাদের সন্ধান পাইব? শরণাগতকে কি দয়া হইবে না?

সাধুবাবা যেরূপ উপদেশ পূর্ণ সুন্দর সুন্দর কাহিনী বলিয়া শুনান তেমনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিজ ভাষায় বেশ চমৎকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোঁহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সবগুলি সকল সময় সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বাবার অভ্যস্ত মধুর কণ্ঠে সেগুলি শুনিতে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—

"করুণা মৈত্রী মুদিতা ঔর উপেক্ষা জান।
চার বহিন্ হাম জীবকি সদা করে মলহান॥"

অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী, মুদিতা এবং উপেক্ষা এই চারটী জীবের ভগ্নী স্বরূপা। ইহারা সর্ব্বকাল জীবের কল্যান সাধন করে। ইহাদিগকে সঙ্গী করিতে পারিলে জীবের মনের ময়লা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মোহকে নাশ করিবার ইহাই উপায়। সাধুবাবা আর একটী দোহা বলিয়াছিলেন—

"জাগ জাগ নর জাগতুঃ তব ন স্বপন কসং।
শুদ্ধ সনাতন রূপ্ মে চড়ে ন দুজো রং॥
য্যায়সা নিদ্রা দোষকর স্বপন পুরুষ বহুতান্।
ভোক্তা ভোগ্যাকার সো জাগে দ্বৈত ন শান্॥"

অর্থাৎ হে নর তুমি জাগ্রত হওয়া এরূপ তোমার স্বপনের সঙ্গ শোভা পায় না। একই শুদ্ধ সনাতন রূপ, তাহাতে আর কোনও দ্বিতীয় রূপ নাই অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ! তোমরা মায়া মুক্ত হও, তোমরা মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠ। এই যে সংসার ও চতুর্দ্দিকের যাবতীয় পদার্থ নিচয় দর্শন করিতেছ ইহা অলীক স্বপ্ন। লোকে যেরূপ নিদ্রার সময় বহুবিধ স্বপ্ন দর্শন করে, সেইরূপ এই যে ভোক্তা ভোগ্য ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে ইহা মিথ্যা। যেরূপ নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্ন মিথ্যা বুঝিতে পারা যায় সেইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে ভোক্তা ভোগ্য এই দ্বৈত ভাবের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। মোহ নিদ্রা হইতে জীব উত্থিত হইলে তখন এক চৈতন্যই যে সর্ব্বব্যাপী এ জ্ঞান স্থির নিশ্চয় হইয়া যইাবে।

(ক্রমশঃ)

———

বলি—

ভোগেম্বরতিরেবান্তঃ কথং সর্ব্বাসুরেশ্বর।
স্থিতিমায়াতি জীবস্য দীর্ঘ জীবিতদায়িনী ॥৪১

হে সর্ব্ব অসুরের ঈশ্বর! দীর্ঘজীবনদায়িনী এই ভোগে অনাস্থা কিরূপে জীবের অন্তরে স্থিতিলাভ করে তাহাই বলুন।

বিরোচন—মোক্ষফলপ্রদায়িনী আত্মাবলোকনরূপিণী লতাই জীবের ভোগে অনাস্থা রূপ ফল প্রসব করে, যেমন শরৎকালে দ্রাক্ষালতা ফল দেয় সেইরূপ।

আত্মাকে দেখ তবেই বিষয়ে অরতি হৃদয়ে স্থায়ী হইবে—যেমন পদ্মগর্ভে লক্ষ্মী স্থিতিলাভ করেন সেইরূপ। অতএব আত্মজ্ঞানরূপ মণিকে অতি সূক্ষ্ম বিচার শানে নিরন্তর শান দিতে থাক তবেই সমকালে আত্মদেবদর্শন ও ভোগে অরুচি লাভ হইবে।

কিরূপভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

চিত্তস্য ভোগৈর্দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রেণৈকং প্রপূরয়েৎ।
গুরু শুশ্রূষয়া চৈকমব্যুৎপন্নস্য সংক্রমে ॥৪৫
কিঞ্চিদ্ব্যুৎপত্তিযুক্তস্য ভাগং ভোগৈঃ প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া ভাগৌ ভাগং শাস্ত্রার্থ চিন্তয়া ॥৪৬
ব্যুৎপত্তিমনুযাতস্য পূরয়েচ্চেতসোম্বহম্।
দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্র বৈরাগ্যে দ্বৌ ধ্যান গুরুপূজয়া ॥৪৭

যাহার চিত্ত ঈশ্বর লইয়া থাকিতে চায় না সেইরূপ ব্যক্তির অব্যুৎপন্ন চিত্তকে সৎমার্গে লইতে হইলে যেরূপভাবে কর্ম্ম করা উচিত সেই কর্ম্ম তালিকা এখানে প্রদত্ত হইতেছে; অর্থাৎ যতদিন চিত্ত শাস্ত্রোক্ত নিয়ম মত নিষ্ঠা করিতে না পারিতেছে ততদিন এইভাবে চল :—

দ্বাদশ ঘণ্টায় একদিন। দিনমানকে চারিভাবে বিভক্ত কর। প্রথমতঃ দিনের দুই ভাগ অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা সংসার যাত্রার জন্য রাখ, তিন ঘণ্টা শাস্ত্রাদি শ্রবণ এবং আর তিন ঘণ্টা গুরু সেবাতে রাখ। গুরু সন্নিধানে থাকিয়া আপন সন্দেহ মিটাইয়া লইতে হয়।

এইরূপ করিতে করিতে শাস্ত্র নিয়ম পালনে কিছু বুৎপত্তি জন্মিলে দেহধারণোপযোগী বিষয় ভোগের জন্য তিন ঘণ্টা ; ছয় ঘণ্টা গুরুসেবা এবং তিন ঘণ্টা শাস্ত্রচিন্তা দ্বারা চিত্তকে পূর্ণ কর।

এইরূপ করিতে করিতে যখন ব্যুৎপত্তি জন্মিল তখন ছয় ঘণ্টা শাস্ত্র ও বৈরাগ্য অভ্যাস এবং অপর ছয় ঘণ্টা ধ্যান ও গুরু পূজায় পূর্ণ কর।

এই ক্রমে চিত্ত সাধুতা প্রাপ্ত হইবে এবং জীব জ্ঞানকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করিবে। নির্ম্মল বস্ত্রে কুঙ্কুমাদি রঞ্জনা যেমন পরিস্ফুট হয় সেরূপ চিত্তও তখন শুদ্ধ হইয়া ঈশ্বর লইয়া থাকিতে পারিবে। বুঝিতেছ শাস্ত্রচিন্তা ও বৈরাগ্য অভ্যাসের জন্য পৃথক সময় রাখিতে হয় এবং ধ্যানের জন্যও পৃথক্ সময় নিদ্ধারিত থাকা উচিত।

শনৈঃ শনৈর্লালনীয়ং যুক্তিভিঃ পাবনোক্তিভিঃ।
শাস্ত্রার্থ পরিণামেন পালয়েচ্চিত্তবালকম্ ॥৪৯

ধীরে ধীরে চিত্তকে শাস্ত্র ও গুরুর পবিত্র যুক্তির দ্বারা লালন করিবে এবং শাস্ত্রের অর্থের দিকে চিত্তের গতি ফিরাইবে—এইভাবে চিত্ত বালককে পালন করিবে।

পরে পরিণতং জ্ঞানে শিথিলীভূত দুগ্রর্হম্।
জ্যোৎস্নাংহীন স্ফটিকবৎ চেতঃ শীতং বিরাজতে ॥৫০

পরমজ্ঞানে পরিণত হইলে অর্থাৎ আমি পরমাত্মা—আমি পূর্ণ এইরূপ জ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ হইলে দুগ্রর্হ অর্থাৎ বাহ্য মলিন জড়াকার বস্তুর গ্রহণে ইহা শিথিলীভূত হইবে। চিত্ত তখন জোৎস্না হইতে অভিন্ন স্ফটিকের

মত শীতল তাপশূন্য হইয়া বিরাজ করিবে। চিত্ত ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া স্বরূপের দিকে ফিরিলেই দেখিতে পাইবে ভোগসমূহ, ইহাদের ভোক্তা জীব এবং এই ভোগায়তন দেহ এই সমস্তই সেই একজন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। হে পুত্র! জ্ঞান বিচার দ্বারা তুমি সমকালে আত্মাবলোকন ও তৃষ্ণা সন্ত্যাগ আহরণ কর। পরমাত্মার দর্শনে তৃষ্ণা নাশ হয় আবার তৃষ্ণা নাশে পরমাত্ম দর্শন হয়—যেমন প্রদীপের শিখা এবং দশা বা পলিতা একসঙ্গে থাকা চাই—পরস্পর পরস্পরের সহায়ক সেইরূপ। ভোগের আস্বাদ আর পাওয়া যায় না পরমাত্মারও দর্শন লাভ হইয়াছে—এই দুইয়ে স্বরূপ বিশ্রান্তি, অনন্ত যিনি তাঁর নিত্য উদয়—ইহা হইবেই। জীবের স্বরূপ বিশ্রান্তি ভিন্ন কখনও ভোগাস্বাদন লাম্পট্য দূর হইয়া নিবৃত্তি লাভ হইবেই না। নিবৃত্তি বা অনন্তসুখ যজ্ঞ দান তপস্যা তীর্থ সেবাদ্বারা হয় না;—এই সকলে বিষয় সুখই জন্মে কিন্তু ভোগে বিরতি জন্মে না; বিনা আত্মজ্ঞানে ভোগে অরুচি হইবে না। ভোগে বৈরাগ্যাভ্যাসরূপ পুরুষের নিজের প্রযত্ন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আত্মদর্শন হয় না। ভোগত্যাগ ভিন্ন—(সেইজন্য নিত্য বৈরাগ্য অভ্যাস ভিন্ন) কখনও আমি পরমাত্মা ইহা অনুভবে আসিবে না—এবং স্বরূপ বিশ্রান্তি ভিন্ন পরমসুখও লাভ হইবে না। তাই বলি পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে দূর কর। জ্ঞানী বলেন ভোগই মোক্ষদ্বারের দৃঢ় অর্গল। তাই এত ভোগনিন্দা। ভোগে দৃঢ় নিন্দা জন্মিলে সদ্‌সৎ বিচার জন্মে। যেমন বর্ষাবৃদ্ধির পরেই শরতের উদয় হয়, সেইরূপ।

বিচারো ভোগগর্হাতো বিচারাদ্ভোগ গর্হণম্।
অন্যোন্যমেতে পূর্য্যেতে সমুদ্রজলদাবিব ॥৬২

ভোগ অতি ক্ষণস্থায়ী—ভোগ বহুদুঃখ উৎপন্ন করে—ইহাত সকলেই অনুভব করে। তবে ভোগকে ঘৃণা করিবে না কেন? ভোগকে ঘৃণা করা অভ্যাস কর, ইহা হইতে নিত্য কি অনিত্য কি এই বিচার আসিবে এবং নিত্য ও অনিত্য বিচার দ্বারা ভোগ ঘৃণাও

জন্মিবে। যেমন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের জল কণা আকর্ষিত হইয়া ইহা মেঘকে জলপূর্ণ করে এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিদ্বারা আবার সমুদ্র পূর্ণ হয় সেইরূপ ভোগনিন্দায় বিচার এবং বিচারে ভোগনিন্দা ইহারা পরস্পর পরস্পরের অভাব পূরণ করে।

সমচিত্ত বন্ধুগণ মিলিত হইয়া যেমন পরস্পর পরস্পরের পরমার্থ সিদ্ধি করে সেইরূপ মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু হইতেছে ভোগ ঘৃণা, নিত্য অনিত্য বিচার এবং আত্মদর্শন। এই তিনটী দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর—তখন দেখিবে যে পূর্ব্বকৃত অভ্যাস বা অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার দৈবরূপে আসিয়া তোমার বহুবিঘ্ন আনয়ন করে—এই দৈবও পুরুষকারের প্রযত্না-তিশয়ে ক্ষীণ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দন্তের দ্বারা দন্ত সম্পীড়ন করিতে করিতে পুরুষকার অবলম্বন কর তবেই ভোগের অরুচি আহরণ করিতে নিশ্চয়ই পারিবে। যাহাদের অর্থের কিছু প্রয়োজন আছে তাহারাও দেশাচারের অবিরোধে এবং একমত বান্ধবের দ্বারা অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত পুরুষকার প্রয়োগে প্রতিগ্রহ করিয়া কিছু ধন উপার্জ্জন করিবে। এই অর্থদ্বারা ভব্য গুণশালী সাধুদিগের আরাধনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। সাধুসঙ্গে ভোগে অরুচি, তৎপরে কি নিত্য কি অনিত্য ইহার বিচার, পরে শাস্ত্রার্থ বোধযোগ্য জ্ঞান, পরে শাস্ত্রার্থের নিরন্তর মনন এবং শেষে পরমপদপ্রাপ্তি এই সমস্ত ক্রমতানুসারে জন্মিবে।

যদা ত্বুপরতে কালে বিষয়েভ্যো বিরম্যসে।
তদা বিচারবশতঃ পরমং পদমেষ্যসি ॥৬৮

এইরূপে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ক্রমে বিষয় বাসনার উপশম হইয়া পরম প্রাপ্তি কিরূপে হইবে তাহাই বলি শ্রবণ কর। যৌবনে বিষয় বাসনা ত্যাগে যদি সমর্থ না হও তবে যৌবনকাল গত হইলে যখন বিষয় হইতে বিরামপ্রাপ্তি আপনা হইতে হইতে থাকিবে তখন বিচার বশতঃ

পরম পদ প্রাপ্ত হইবেই। অত্যন্ত পবিত্র আত্মবিশ্রান্তি যখন সম্যগ্ ভাবে প্রাপ্ত হইবে তখন কল্পনা পঙ্করূপ দুঃখে আর পড়িবে না। হে পুত্র! ভোগস্থানে থাকিলেও তোমার ভোগে আস্থা নাই তুমি শুদ্ধ সদাশিব স্বরূপ—সদাশিব বোধেই তোমাকে আমি নমস্কার করি।

যাহা বলিলাম তাহার সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছি শ্রবণ কর। দেশাচারের অবিরোধে কিছু ধন অর্জ্জন কর সেই ধন দ্বারা অল্প অর্থাৎ তুচ্ছতর ভোগে ঘৃণা দ্বারা ভোগার্থ ধন ব্যয় কর এবং সাধু বা ব্রহ্মবিৎ সজ্জন সকলকে সম্মান পূর্ব্বক অর্থাৎ প্রণিপাত সেবা গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা অর্জ্জন কর। সৎসঙ্গজাত, বিষয় ভোগে রাগ দ্বেষ অবহেলা করিয়া সাধন চতুষ্টয় রূপ সম্পত্তি লাভ কর—অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ফলভোগ বিরাগ, শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং তীব্র মুক্তি আকাঙ্ক্ষা লাভ কর। এই সঙ্গে অধ্যাত্ম শাস্ত্র বিচার করিতে থাক—এই শাস্ত্র বিচারের প্রভাবে—বিস্মৃত কণ্ঠচামীকর লাভ বৎ তোমার আত্মলাভ হইবে।

উপশম ২৫ সর্গঃ।

বলির চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত।

বলি—পিতা পূর্ব্বে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার স্মরণে আমার বিচার জাগিল এবং আমি প্রবুদ্ধ হইলাম। বিচারে হইল এই যে, অদ্যই ভোগের প্রতি আমার অরতি জন্মিল, আমি এক্ষণে অমৃত শীতল স্বচ্ছ মনের শান্তি জনিত সুখ ভোগ করিতেছি।

পুনরাপূরয়ন্নাশা পুনঃপ্যাহরন্ ধনম্।
পুনরাবর্জ্জয়ন্ কান্তাং খিন্নোঽস্মি বিভবস্থিতে॥ ৩॥

এতদিন অমি পুনঃ পুনঃ আশার আপূরন্, পুনঃ পুনঃ ধনের আহরণ, পুনঃ পুনঃ কান্তার প্রার্থনা পূরন্ করিয়া তাহাকে আমার প্রতি অনুকূল রাখিতে কতই কষ্ট পাইয়াছি। সর্ব্বদা কামিনী কাঞ্চন পরিপালনে কতই সন্তপ্ত হইয়াছি। এই অন্তঃশীতলতা—আহা! ইহা কত সুন্দর। মনের শান্তিতে ভাললাগা-মন্দলাগা-দৃষ্টি থাকে না। মন শান্ত হইয়াছে বলিয়া আর আমার কোন তাপ নাই; আহা! ইহা কি সুখ! কেহ যেন আমার হৃদয়ে পূর্ণ চন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। হায়! ধনোপার্জ্জনে সুখ কোথায়? ভোগের উৎকণ্ঠায় মন সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া করিয়া ভোগের দিকেই ধাবিত হয়, শরীর তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়; মন সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ থাকে। স্ত্রী সেবা—অঙ্গে অঙ্গে নিষ্পীড়ন, মাংসে মাংস নিষ্পীড়ন নাড়ী সংঘটন—হরি! হরি! ইহার প্রীতিটা এখন দেখিতেছি ইহা মোহের বিলাস। কত সম্পত্তি দেখিলাম, সমস্ত ভোগ্য অক্ষত ভাবে ভোগ করিলাম, সমস্ত ভূতজাতের উপর আধিপত্য করিলাম—ইহাতে নিত্যসুখ কি পাইলাম? সংসারে আজ যে ভোগ কালও তাই—আজ যা করি কালও তাই—অপূর্ব্ব ত কোথাও নাই—সবই চর্ব্বিত চর্ব্বন।

সর্ব্বমেব পরিত্যজ্য পরিহৃত্য ধিয়া স্বয়ম।
স্বস্থ এবাবতিষ্ঠেহং পূর্ণাৎ পূর্ণ ইবাত্মনি॥ ১০

আজ হইতে সব ত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি বা বিচার দ্বারা পরিহার করিয়া আপনি আপনি থাকিয়া সুস্থ হইয়া থাকিব। পূর্ণ যে আমার স্বরূপ —আপনি আপনি ভাব—সেই বোধে পূর্ণ হইয়া অপূর্ণতারূপ ভ্রান্তি নিরাস করিয়া আপনি আপনি পূর্ণ হইয়া থাকিব। পাতালে ভূতলে স্বর্গে কামিনী কাঞ্চন যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু মূর্খেরাই তাহা অসার বলে না; সমস্তই নশ্বর—সমস্ত কাল কর্ত্তৃক শীঘ্র কবলিত হয়। এতকাল আমি বালকের মত কত কি করিলাম—তুচ্ছ জগৎ রাজ্যের জন্য দেবতাদিগের সঙ্গে বৃথা শত্রুতা করিলাম। মনঃ কল্পিত এই জগৎটা

একটা আধি বা মানস দুঃখ বিশেষ। এটার ত্যাগে মহাত্মাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে? হায়! আমি অজ্ঞান মদে মত্ত হইয়া চিরকাল যাহা অনর্থ তাহাকেই পুরুষার্থ বোধে সেবা করিয়াছি।

তরত্তরল তৃষ্ণোন কিমিবাস্মিন্ জগত্রয়ম্।
ময়া ন কৃতমজ্ঞেন পশ্চাত্তাপাভি বৃদ্ধয়ে॥ ১৫

তরল তৃষ্ণায় চঞ্চল হইয়া অজ্ঞ আমি—আমি এই জগত্রয়ে পশ্চাত্তাপ বৃদ্ধির জন্য কি না করিলাম? এখন আর তুচ্ছ পূর্ব্বচিন্তায় কোন্ প্রয়োজন? যাহা বর্ত্তমান তাহার চিন্তাই আবশ্যক। বর্ত্তমানের চিকিৎসাতেই পুরুষকার সাফল্য লাভ করে।

"পৌরুষং যাতি সাফল্যং বর্ত্তমান চিকিৎসয়া"॥ ১৬।

অস্ত্যাপরিমিতাকার কারণৈকতয়াত্মনি।
সর্ব্বতঃ সুখমভ্যেতি রসায়নমিবার্ণবে॥ ১৭

অদ্য আমি গুরুদেব শুক্রকে জিজ্ঞাসা করিব। কি জিজ্ঞাসা করিব?

অপরিমিতাকার অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ যে কারণ—ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিত এই আত্মাতে—অর্ণবে—ক্ষীর সমুদ্র মন্থনে রসায়ন বা অমৃতের ন্যায় যেরূপ পূর্ণ সুখের আবির্ভাব হয় তাহাই জিজ্ঞাসা করিব।

কোয়ং তাবদহং কিং স্যাদাত্মেত্যাত্মাবলোকনম্।
পৃচ্ছাম্যোশনসং নাথং নূনমজ্ঞানশান্তয়ে॥ ১৮

অয়ং—এই প্রপঞ্চ কি, অহং অহং বলিয়া যে জীবাত্মাকে সকলেই জানে সেই জীবভাব কি—এই আত্মাবলোকনের উপায়, কুলগুরু মন্নাথ শ্রীশুক্রাচার্য্যকে আমার অজ্ঞান নাশের জন্য জিজ্ঞাসা করিব। এই মুহূর্ত্তেই আমি আমার প্রভু প্রসন্নস্বভাব শুক্র দেবকে চিন্তা করি। তাঁহার উপদেশে আত্মায় অবস্থান করিব। মহতের উপদেশ বিফল হয় না।

উপশম ২৬ সর্গঃ।

শুক্র উপদেশ।

বলবান বলি তখন নিমীলিত চক্ষে আকাশ মন্দির—ব্রহ্মাকাশ বিশ্রাম স্থান কমল নয়ন শুক্রাচার্য্যকে ধ্যান করিলেন। শুক্র আসিলেন আর বলি গুরুদেহ প্রভায় প্রভাতে পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিলেন। বলি সমাদরে গুরুর পূজা করিলেন। রত্নাসনে শুক্র ক্ষণিক বিশ্রাম করিলে বলি গুরুর অনুমতি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ মোহপ্রদ ভোগের প্রতি আমার অত্যন্ত বিরক্তি আসিয়াছে। এখন আমি মোহনাশের জন্য তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। এই যে ভোগ জাল বা বিষয় সুখ—ইহার অবধি কি পর্য্যন্ত? বিষয় সুখ কি প্রকৃতির? আমি কে? আপনি কে? এই সমস্ত লোকই বা কে? ইহা আমাকে শীঘ্র বলুন।

শুক্র—দানবরাজেন্দ্র! এখন আমি আকাশ মার্গে যাইব—আমার সময় নাই সংক্ষেপে সার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

চিদিহাস্তি হি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিৎত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সগ্রহঃ॥ ১১

এই জগতে একমাত্র চিৎ বা জ্ঞানই আছে। এই সমস্ত ভোগজাত যাহা দেখিতেছ তাহাও চিৎ—এবং সমস্তই চিন্ময়। তুমি চিৎ আমি চিৎ এই সমস্ত লোকও চিৎ। ভোগ্য জাত যাহা তাহা পরমার্থতঃ চিৎই। ইহাদের স্ফুরণও চিতের অধীন, কারণ ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—শ্রুতি ইহা বলিতেছেন। যদি ভব্য হও অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ বিবেকী হও তবে ইহা হইতেই নিশ্চয়ই সমস্তই পাইবে।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৩

পূর্ব্বং = পূর্ব্বস্মিন্ কালে

স্বারোচিষেঽন্তরে = স্বারোচিষো-ঽপত্যং স্বারোচিষ ইতি। স্বারোচিষো নাম দ্বিতীয়ো মনুঃ। স্বারোচিষে অন্তরে সময়ে, অধিকার কালে দ্বিতীয় মন্বন্তরে।

চৈত্রবংশ সমুদ্ভবঃ = চিত্রঃ কশ্চিদ্রাজা তস্যাপত্যং পুমান্ চৈত্রঃ। চৈত্রো নাম স্বারোচিষ মনোর্জ্যেষ্ঠপুত্রঃ তস্য বংশে সমুদ্ভবো যস্য।

সুরথো নাম = রমন্তেস্মিন্ রথঃ। শোভনো রথো যস্য সঃ সুরথঃ, সুরথো নাম সুরথ সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ।

সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে = সমস্তে সপ্তদ্বীপাবচ্ছিন্নে। ক্ষিতিমণ্ডলে ক্ষিতেভূ্মে মণ্ডলং চক্রবালং তস্মিন্। এতেন তস্য সার্ব্ব ভৌমত্বমুক্তম্।

রাজা = রাজতে ইতি রাজা।

অভূৎ = অজনিষ্ঠ অবর্ত্তত।

পুরাকালে স্বারোচিষ মনুর অধিকার সময়ে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে সুরথ নামে চৈত্র বংশ সম্ভূত (এক) রাজা ছিলেন ॥ ৩ ॥

প্রশ্নঃ—দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের জন্ম বিবরণ কি ?

উত্তর—সুষ্ঠু রোচিশ্ছবির্যস্য সঃ স্বরোচিঃ মনুঃ। স্বরোচিষ ইদং স্বারোচিষ তস্মিন্ স্বরোচিষে। স্বরোচি মনু সূর্য্যের মত দ্যুতিমান হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

জজ্ঞে স বালো দ্যুতিমান্ জ্বলন্নিব বিভাবসুঃ।
স্বরোচিভির্যথা সূর্য্যো ভাসয়ন্ সকলা দিশঃ ॥
স্বরোচিভির্যতো ভাতি ভাস্বানিব স বালকঃ।
ততঃ স্বরোচিরিত্যেবং নাম্না খ্যাতো বভূব সঃ ॥

ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সেই বালক প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম প্রভা পরম্পরার বিস্তার সহকারে, সূর্য্যের ন্যায় স্ব রোচিঃ অর্থাৎ স্বকীয় দীপ্তি দ্বারা সকল দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। যেহেতু সেই বালক সূর্য্যের

স্বরোচিঃ দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি স্বরোচিঃ নামে বিখ্যাত হইলেন।

স্বরোচির মাতার নাম বরূথিনী। ইনি একজন অপ্সরা। এই রূপশালিনী বরাপ্সরা কমনীয় হিমাচলের এক অতি মনোহর প্রদেশে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্রাহ্মণকে ভ্রমণ করিতে দেখেন। অরুণাস্পদ নগরে বরুণা নদীর তটদেশে এই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ যথাবিধি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন, তিনি কখন স্বকালে বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। কোন সময়ে তাঁহার ভবনে এক অতিথি আগমন করেন। অতিথি বহুদেশের বিবরণ তাঁহার নিকটে বর্ণনা করেন। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—

ত্বং নাতিবৃদ্ধো বয়সা নাতিবৃত্তশ্চ যৌবনাৎ।
কথমল্পেন কালেন পৃথিবীমটসি দ্বিজ॥

আপনি বয়সে বৃদ্ধ হন নাই, এবং যৌবন হইতেও অধিক দূরে যান নাই। তবে আপনি অল্পকাল মধ্যে পৃথিবী পর্য্যটন করিলেন কিরূপে?

অতিথি ব্রাহ্মণ বলিলেন মন্ত্রৌষধি প্রভাবে আমার গতি অপ্রতিহত। এমন কি আমি দিনার্দ্ধ মধ্যেই এক সহস্র যোজন গমন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের পৃথিবী পরিদর্শনের অভিলাষ জানিয়া অতিথি তাঁহাকে এক পাদলেপ প্রদান করেন। আমি দিনার্দ্ধ মধ্যে সহস্র যোজন গমন করিয়া অপর দিনার্দ্ধ মধ্যে গৃহে ফিরিব। ব্রাহ্মণ হিমালয় পৃষ্ঠে উপনীত হইয়া অতি রমণীয় স্থান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। হিমাচলের হিমসলিলে তাঁহার পাদলেপ বিনষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ আর চলিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিবার জন্য বিচলিত হইয়াছেন। যথা সময়ে না ফিরিলে তিনি কর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন এই জন্য যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এই অবস্থায় বরূথিনী তাঁহাকে দর্শন করেন। ব্রাহ্মণের রমণীয়তম আকার দর্শনে তিনি ব্রাহ্মণের উপর অত্যন্ত অনুরাগবতী হইয়া উঠেন। বরূথিনী নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াই বলিলেন। ব্রাহ্মণের কিন্তু অন্য দিকে দৃষ্টি নাই। গুরুগণ বলিয়াছেন পরস্ত্রীকে কখনও কামনা করিও না ব্রাহ্মণের ইহা স্থির ধারণা। ব্রাহ্মণ অনুরাগের

কথা শুনিয়াও অপ্সরাকে বলিলেন যে উপায়ে আমি গৃহে ফিরিতে পারি তাহা আমাকে বল। কল্যাণি! আমার সমুদায় কর্ম্মই ভ্রষ্ট হইতেছে, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে। মদিরেক্ষণে! আমাকে এই হিমাচল হইতে উদ্ধার কর। ব্রাহ্মণের প্রবাস কখন প্রশস্ত নহে। আমি কৌতূহল বশতঃ দেবদর্শনে আসিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ প্রবাসী হইলে মন কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যায়। ভদ্রে! যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমি গৃহে ফিরিতে পারি তুমি তাহাই কর।

বরূথিনী নানা প্রকারে অনুরাগের কথা জানাইল—শত শত বিলাসের বস্তু সে দিতে পারিবে জানাইল। এখানে যৌবন স্থায়ী হইবে তাহাও জানাইল। অনুরাগের কথা বলিতে বলিতে অনুরাগের আবেশ বশে উন্মনা হইয়া সহসা সে ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—

মা মাং স্প্রাক্ষী ব্রজান্যত্র দুষ্টে যঃ সদৃশ স্তব।
ময়ান্যথা যাচিতা ত্বমন্যথৈবাপ্যুপৈপেসি মাম্॥
সায়ং প্রাতর্হুতং হব্যং লোকান্ যচ্ছতি শাশ্বতান্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং মূঢ়ে হব্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥

দুষ্টে! আমাকে স্পর্শ করিও না। যেখানে তোমার সমান লোক আছে সেইখানে যাও। আমি তোমাকে একভাবে যাচ্ঞা করিলাম তুমি অন্যভাবে আমায় কামনা করিতেছ। এই সামান্য হিমালয়ের কথা কি বলিতেছ—সায়ং প্রাতঃ অনলে হোম করিলে নিত্য লোক সকলও পাওয়া যায়। মূঢ়ে! ত্রৈলোক্য হব্যেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ পরে কহিলেন বরূথিনি! ব্রাহ্মণ কখনও ভোগের জন্য চেষ্টা করিবে না। উহাতে ইহকালে যেমন ক্লেশ, পরকালেও উহা সেইরূপ সমস্ত পণ্ড করে।

বরূথিনী কৃত বলিল—"ত্বয়িমুক্তা ন জীবামি" তুমি ত্যাগ করিলে

আমি বাঁচিব না—তোমার উপরে আমার মন এরূপ ভাবে গিয়াছে যে ইহা আর ফিরিবে না।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি প্রযত ও শুচি হইয়া সলিল স্পর্শ করিয়া গার্হপত্য অগ্নিকে প্রণাম করিলেন—প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—ভগবন্ গার্হপত্য অগ্নে! আপনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের উদ্ভবক্ষেত্র; আপনা হইতে আহবনীয় অগ্নি ও দক্ষিণাগ্নির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আপনার তৃপ্তি হইতে দেবতারা বৃষ্টি ও শস্যাদি প্রদান করেন—সমস্ত জগৎ তাহাতেই বাঁচিয়া আছে। এইরূপে আপনা হইতে যে সত্যবলে এই নিখিল জগৎ স্বপথে প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সত্যবলেই যেন অস্ত দিবাকর থাকিতে থাকিতে স্বগৃহ দর্শন করি। আমার যেমন কখনও পরদারে ও পরদ্রব্যে মতি নাই, সেই পুণ্যবলে আমার কামনা সিদ্ধ হউক।

প্রার্থনা করিতে করিতে ব্রাহ্মণের শরীরে অগ্নিদেব সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় সেই দেশ বিদ্যোতিত করিলেন। বরূথিনী ব্রাহ্মণের অপরূপ রূপ দেখিয়া আরও অনুরাগবতী হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ অগ্নিদেবের প্রসাদে গৃহে ফিরিলেন আর বরূথিনী "নিশ্বাসোৎকম্পি কন্ধরম্" হইয়া উঠিল। বরূথিনী কতই কাঁদিল, আপনাকে কতই মন্দভাগিনী বলিল। আর আহারে, বিহারে রমণীয় বনে বা সুরম্য কন্দরে রুচি নাই। ব্রাহ্মণ বিয়োগে শতবার আপন যৌবনের নিন্দা করিল—তথাপি সেই ব্রাহ্মণকেই আত্মসমর্পণ করিল এবং তাহার অনুরাগ প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধিত হইল।

কলি নামে এক গন্ধর্ব্ব ইতঃপূর্ব্বে তাহার প্রতি অনুরাগ বদ্ধ ছিল কিন্তু বরূথিনী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইহাই প্রকৃত সুযোগ মনে করিয়া কলি ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া যেখানে বরূথিনী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অবস্থিত ছিল সেইখানে বিচরণ করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎউৎফুল্ললোচনা বরূথিনী তথায় আগমন করিয়া বলিতে লাগিল প্রসন্ন হউন, আপনি ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। "ত্বয়া ত্যক্তা ন সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্"। ইহাতে আপনার অধর্ম্ম ও ক্রিয়া লোপ হইবে। আর আমাকে রক্ষা করিলে আপনার

ধর্ম্মই হইবে। কামাক্ষা বরূথিনীর বিচারে সামর্থ্য কোথায়? বরুথিনী বলিতে লাগিল নিশ্চই আমার আয়ু অবশিষ্ট আছে, সেইজন্য আবার আপনাকে দেখিলাম। আহা! আপনিই আমার হৃদয়ের আহ্লাদ-কারক। বরূথিনী কলির কপটাচার বুঝিল না। কলির চাটু বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল। তখন আরও চাটু বাক্য বর্ষিত হইল। শেষে কলি বলিল সুভ্রু! আমি অন্য অরণ্যে তোমার সহিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমায় দেখিবে না, নয়ন মুদিয়া থাকিবে। বরূথিনী সম্মতা হইল। এই ভাবে উভয়ে বহুস্থানে বিহার করিল। কলি সহকারে বরূথিনীর গর্ভ হইল। তখন কলি বিদায় হইল। বরুথিনীও প্রীতি সহকারে তাহাকে বিদায় দিল। নয়ন মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে কলির ঔরসে বরূথিনী যে সন্তান প্রসব করিল তিনিই স্বরোচিঃ।

স্বরোচিঃ যৌবনে পদার্পণ করিবার পুর্ব্বে সমুদায় বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। ক্রমে তিনি মনোরমা এবং তাহার দুই সখী বিভাবরী ও কলাবতী এই তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহারা তিন জনে তিন বিদ্যাধরের কন্যা। এতদ্ভিন্ন স্বরোচিঃ মৃগীরূপধারিনী এক বনদেবতাকে মৃগীত্ব দূর করিয়া দিব্যদেহ দিয়া বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে এক তেজঃপূর্ণ সন্তান হয়। পিতা স্বয়ং তাঁহার নাম রাখিলেন দ্যুতিমান্। দ্যুতিমানের অন্য নাম স্বরোচিষ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বরোচির পুত্র দ্যুতিমানকে মনুর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যতদিন স্বারোচিষ মন্বন্তর ছিল ততদিন এই মনুর বংশপরম্পরা এই সমগ্র বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—চৈত্রবংশে সুরথ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ কাহার?

উত্তর—স্বারোচিষ মনুর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম চৈত্র। এই বংশে সুরথ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। সুরথ রাজার পূর্ব্ব পুরুষ বসুধাধিপ ছিলেন বলিয়া সুরথ রাজা দেবীর বরে সাবর্ণি মনু হইবেন। চৈত্রবংশ সমুদ্ভব পুরুষেরা পৃথিবী পালক।

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৪

ঔরসান্ = ধর্ম্মপত্নীজাতান্
পুত্রানিব = পুত্রান্ ইব
প্রজাঃ = লোকান্
সম্যক্ = নীতিশাস্ত্রানুসারেণ
পালয়তঃ = দুঃখেভ্যো রক্ষতঃ
তস্য = সুরথস্য,
তথা = তাদৃশা [তদেতি বা পাঠঃ]
ভূপাঃ =

[যথা] কোলাবিধ্বংসিনঃ— কোলেতি অন্বেষামেবঃ কাচিৎ রাজধানী ; তাং বিধ্বংসিতুমধ্যাসিতুং শীলাং যেষাম্ তৎ প্রমগ্ন — শীলা ইত্যর্থঃ।
শত্রবঃ = বিপক্ষা
বভূবুঃ =

পুত্রানিবৌরসান্ = পুত্রান্ + ইব + ঔরসান্। শত্রবো ভূপাঃ = শত্রবঃ + ভূপাঃ। কোলাবিধ্বংসিনস্তথা = কোলাবিধ্বংসিনঃ + তথা ॥

রাজা সুরথ ঔরসজাত পুত্রের মত প্রজা সকলকে যথাধর্ম্ম পালন করিতে ছিলেন। কোলা নামক রাজধানীর ধ্বংস যাহারা করিয়াছিলেন তাদৃশ রাজগণ সুরথ রাজার বিপক্ষ হইয়া উঠিল।

প্রশ্ন—কোলাবিধ্বংসিন স্তথা—ইহার অর্থ কি ?

উত্তর—যথা কোলাবিধ্বংসিন স্তথা ভূপাঃ অর্থাৎ যেমন কোলা রাজধানীকে যাহারা ধ্বংস করিয়াছিল তাদৃশ রাজগণ। (১) কেহ কেহ বিশব্দে ধাতুর অন্য অর্থ হয় বলিয়া কোলাবিধ্বংসিনঃ অর্থে কোলা নিবাসিনঃ বলেন। কোলা নিবাসী রাজারা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। (২) কেহ বলেন কোলা অর্থে শূকর। কোলা ধ্বংসকারী অর্থাৎ শূকর ধ্বংসকারী যাহারা—শূকর ভক্ষক নহে—অর্থাৎ যবনেরা (৩) কেহ বলেন কোলা এক প্রকার শস্ত্র। তাহার দ্বারা ধ্বংস করে যাহারা তাহারা। (১) (২) (৩) ইত্যাদি অর্থ কষ্ট কল্পনা মাত্র।

প্রঃ। শত্রুগণ কি সুরথ রাজার রাজধানী আক্রমণ করে ?

উঃ। না। সুরথ রাজা শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্য শত্রু রাজ্য আক্রমণ করেন।

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥৫॥
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৬ ॥

তৈঃ সহ =
অতিপ্রবলদণ্ডিনঃ = অতিপ্রবলান্ শত্রূন্ দণ্ডয়তঃ, অতি প্রবল দণ্ড কর্ত্তুঃ
তস্য = সুরথস্য
যুদ্ধং = সংপ্রহারঃ
অভবৎ =

ন্যূনৈরপি = অল্পবলৈরপি
যুদ্ধে =
তৈঃ = পূর্ব্বোক্তৈঃ
কোলাবিধ্বংসিভিঃ =
সং = সুরথঃ
জিতঃ = পরাভূতঃ অভিভূতঃ অভূৎ

তৈরভবৎ = তৈঃ + অভবৎ ॥ যুদ্ধম্ + অতিপ্রবলদণ্ডিনঃ ॥ ন্যূনৈঃ + অপি ॥ স তৈ যুদ্ধে = সঃ + তৈঃ + যুদ্ধে ॥ কোলাবিধ্বংসিভিঃ + জিতঃ ॥

শত্রুপক্ষের সহিত অতি প্রবল দণ্ডধারী সেই সুরথ রাজার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অল্পবল হইলেও যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিগণ দ্বারা সুরথরাজা পরাজিত হইলেন।

প্রশ্ন—সুরথরাজা প্রবল পরাক্রমশালী হইলেও হীনবল শত্রুদ্বারা পরাজিত হইলেন কিরূপে?

উত্তর—জয়ভঙ্গয়োর্দৈবাধীনত্বাৎ = জয় পরাজয় দৈবাধীন।

ততঃ = পরাভবানন্তরং
সঃ = সুরথঃ
মহাভাগঃ = ভগানাম্ ঐশ্বর্য্যাদীনাং বৃন্দং ভাগ্যং। মহৎ অসাধারণং ভাগং যস্য সঃ
স্বপুরম্ = নিজরাজধানীম্
আয়াতঃ সন্ =
নিজ দেশাধিপঃ = স্বকীয় পুর-জনমাত্রাধিপঃ
অভবৎ = আসীৎ নতু সার্ব্বভৌম ইতি

তদা = তস্মিন্ কালে নিজ রাজ্যেঽপি
সঃ
তৈঃ প্রবলৈঃ অরিভিঃ = তদানীং বলবদ্ভিঃ শত্রুভিঃ
আক্রান্তঃ = ব্যাপ্তঃ অধিক্ষিপ্তঃ

অমাত্যৈর্ব্বলিভি র্দ্দুষ্টৈর্দ্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোশোবলং চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥ ৭ ॥

স্বপুরম্ + আয়াতঃ ।। নিজদেশাধিপঃ + অভবৎ ॥ মহাভাগঃ + তৈঃ + তদা ॥ প্রবল + অরিভিঃ ॥

পরাজিত হইবার পরে সেই মহাভাগ সুরথ নিজপুরীতে আগমন করিয়া নিজ দেশ মাত্রের অধীশ্বর রহিলেন—সার্ব্বভৌম থাকিলেন না। তখনও তিনি নিজরাজ্যে প্রবল শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন।

তত্রাপি স্বপুরে = তত্র স্বপুরেঽপি

ততঃ = তস্য [সত ইতি বা পাঠঃ]

দুর্ব্বলস্য = শত্রুভিগৃহীতভূচক্রস্য প্রভু মন্ত্রোৎশাহ শক্তিশূন্যস্য-সুরথস্য

কোশঃ = ধনাগারঃ

বলং = হস্ত্যশ্বাদি

চ = রাষ্ট্রাদিকমপি

দুষ্টৈঃ = কামক্রোধাদি দোষ-যুক্তৈঃ অধর্ম্ম বর্ত্তিভিঃ

দুরাত্মভিঃ = স্বামি দ্রোহেণ নিন্দিতান্তঃ করণৈঃ লোভাপহৃত বুদ্ধিভিঃ, দুরাশয়ৈঃ

বলিভিঃ = বলবদ্ভিঃ

অমাত্যৈঃ = অমা সহ সমীপে বা ভবা অমাত্যাঃ তৈঃ মন্ত্র্যাদিভিঃ

অপহৃতম্ = আত্মসাৎ কৃতম্ ॥

সেখানে নিজপুরীতে ও সেই দুর্ব্বল রাজার ধনাগার, হস্ত্যশ্বাদি এবং রাজ্যাদি দুষ্ট রাজ্যলোভী, দুরাত্মা – রাজদ্রোহী প্রবল অমাত্যেরা আত্মসাৎ করিল ॥ ৭ ॥

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪৷৷০ টাকা, মোট ১৩৷৷০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৷৷৵০ আবাধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১।০ বাধাই ১৷৷৵০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০ আনা

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত। }

Registered No. C. 583

২৬শ বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল। [৫ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন "উৎসব" অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৲। ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৲ স্থলে ২৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে!

২৬ বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল। { ৫ম সংখ্যা

১৩৩৮ সনে নব কলেবর--এক বহুতে।

ফুলের গাছে ফুল ফুটায়ে
কে দাঁড়ালে এসে
কইচ কথা কার সনে গো
অমন হেসে হেসে॥
আবার একি উচ্চ হাসি
সাগর গরজনে।
তোমার বুকে কারে নাচাও
কোন্ বা আলাপনে॥
ঊর্দ্ধে আকাশ থির গম্ভীরে
তোমার খেলা দেখে।
চাঁদ তারা সব কেউ থাকে না
আঁধারে সব ঢেকে॥
শূন্য তুমি! আঁধার তোমার!
কত মাখামাখি।
সবার ভিতর আপনা ঢেকে
দিচ্ছ উকি ঝুকি॥

ধ্যানের মূর্ত্তি লুকাও যখন
থাক বিশ্বরূপে।
তাই—ধ্যানের সনে ভূ ভুবঃ স্বঃ
এক বহুতে থাকে ॥
আস্‌বে বলে নূতন হয়ে
গিয়েছ সব ফেলে!
যাওনি কোথা নিত্য তুমি
নূতন হয়ে এলে ॥
তোমার বিশ্বে সব জীবন্ত
তুমি আছ ব'লে।
সব আনন্দ তোমায় লয়ে
থাকিনা যেন ভুলে ॥

শ্রীআমি

নিবেদন—তোমার কাছে।

নিবেদন ত করিতে যাইতেছ কিন্তু এ নিবেদন কার কাছে? যে ঘোরা মূর্ত্তিতে তিনি আপনার তালে আপনি নাচেন, কাহারও কোন নিবেদন আবেদন শুনেন না তাঁর কাছে নয়, কিন্তু যে অঘোরা মূর্ত্তিতে—যে করুণার মূর্ত্তিতে তিনি দীনের দীন, কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল, পাপী তাপী সকলের নিবেদন শ্রবণ করেন এ নিবেদন তাঁহার নিকটেই করা হইতেছে।

এই আর্ত্তত্রাণপরায়ণকে—এই করুণাবরুণালয়কে কোথায় পাইলে যে তাঁহার কাছে নিবেদন পাঠাইতেছ?

সাক্ষাতে পাইলাম না—সে ভাগ্য বুঝি নাই—কিন্তু বিশ্বাসে দেখি তিনি সুন্দর কুৎসিৎ, দুষ্ট শিষ্ট, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক রাজা দরিদ্র, নর, নারী বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলের মধ্যে, আবার আকাশ সমুদ্র, পর্ব্বত শিলা, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, জলচর পাতাল বাসী সকলের মধ্যে। তিনি জীবে জীবে

আত্মরূপে আবার তিনিই বিশ্বরূপে সকলের কোলে কোলে। এমন স্থান কোথায় আছে যেখানে তিনি নাই? সমন্তাৎ প্রসারিত আকাশের ন্যায় তিনি ভিতরে বাহিরে সকলকে পরিবেষ্টন করিয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার লীলা করিতেছেন। মানুষ ভগবানের বিশ্বরূপের লীলা ধরিতেই পারিত না যদি তিনি তোমার আমার মতন হইয়া—তোমার আমার শিক্ষার জন্য জগতে না আসিতেন—জগতে লীলা না করিতেন? তিনি ঐ ভাবে লীলা করিয়া যান বলিয়াই মানুষ বলে এখনও তিনি এই বিশ্ব আর বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ তাঁহারই লীলা। এই লীলা জগতে সর্ব্বত্র চলিতেছে, সকল সময়ে আছে—যতদিন না তিনি সব গুটাইয়া আপনি আপনি ভাবে থাকেন। এ নিবেদন তাঁহারই নিকটে।

নর নারীকে অস্থি মাংস, রাগদ্বেষ, কাম ক্রোধ, সুন্দর কুৎসিৎ এই সব দেখিলে নিবেদন গ্রাহ্য হয় না কিন্তু এই সকলের ভিতরে যে সুন্দর ভগবান, যে অতি সুন্দরী করুণাময়ী সর্ব্বকালে বিরাজ করিতেছেন তাঁহার নিকটে না নিবেদন করিয়া আর আর কাছে নিবেদন করা যায়? রাগদ্বেষ, কাম ক্রোধ, অজ্ঞান অবিচারে ভরা নরনারী কাহার কথা শুনিবেন?

বলিতেছি—যিনি শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহার কথাই তাঁহার কাছে বলি—না বলিয়া থাকা যায় না বলিয়াই বলি—সমাজের একমাত্র কল্যাণ পথ হইতেছে সমকালে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ সাধনার পথ। নিঃশ্রেয়স্ সাধনা শেষ সাধনা। প্রথম হইতে অভ্যুদয়ের সাধনার সহিত ইহার আরম্ভ। মানুষের দুঃখ দূর করিতে যিনি প্রয়াস করেন তিনি যদি নিজের দুঃখ দূর করিবার কার্য্য না করেন তবে জগতের হিত তাঁহার দ্বারা কখন সাধিত হয় না—হইতে পারে না। নিজে চরিত্রবান্ না হইয়া অন্যকে চরিত্রবান্ করা যায় না—নিজে পবিত্র না হইয়া অন্যকে পবিত্র করা যায় না—নিজের হিতসাধন করিবার প্রয়াস না করিলে অন্যের হিতসাধন করা যায় না। তাই আপনাকে বাদ দিয়া জগতের হিতসাধন করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র—এই হিতসাধনটা হুজুগ্ মাত্র—অন্য দেশের অবস্থা না বুঝিয়া অন্যদেশের রীতিনীতির ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র।

বলিতেছি যাঁহারা নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের কার্য্য সমকালে করা উচিত এইরূপ বুঝিয়াছেন -তাঁহারাও সকলের সকল প্রকার কার্য্য একা করিতে পারেন না। বুদ্ধদেব জগতের হাহাকার দেখিয়া যখন জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তখন তিনি একেবারে প্রচারের জন্য ছুটেন নাই।

প্রথমে সাধনা দ্বারা যথার্থ হিত যাহা তাহা অনুভব করিয়া পরে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তোমার যদি হিত ও অহিতের অনুভব সাধনা দ্বারা হৃদয়ে জাগিয়া না উঠে তবে নর নারীকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে? তোমার অসংযত অবিচার ভরা মনের বচনে যদি একটি মানুষেরও চরিত্র স্খলিত হয়, যদি একটি নারীও ভ্রষ্ট পথে চালিত হন তবে সেই পাপ নিশ্চয়ই তোমারই মস্তকে বর্ষিত হইবে। এ সম্বন্ধে আর কিছু নাই বলিলাম।

তাই বলিতেছি, যখন সকল মানুষ এক চরিত্রের নয় তখন সকলের হিত জনক কার্য্য একজনে করিতে পারে না। সেইজন্য কর্ম্ম বিভাগ চাই। যাঁহারা জ্ঞান ভক্তির সাধনা করেন তাঁহারা নিজের অনুভূত জ্ঞান ভক্তির কথা অন্যকে বলিবেন—যাহারা অর্থোপার্জ্জনের কৌশল জানিয়াছেন বা শত্রু হইতে রক্ষার কার্য্য বুঝিয়াছেন—বা সেবার মর্ম্ম ধরিয়াছেন তাঁহারা ঐ সমস্ত অন্যকে শিক্ষা দিবেন।

প্রকৃতি অনুসারে নর নারীর এক এক কার্য্যে অনুরাগ দেখা যায়। আমরা জানিনা আমাদের এই কার্য্যের অধিকার কতটুকু। ইহা তুমিই জান। যদি আমাদের কার্য্য তোমার কৃপালাভ করিবার জন্য কৃত না হয় তবে তুমিই ইহা বিফল করিয়া দিবে—আর যদি হয় তবে তুমিই নরনারীর মধ্যদিয়া ইহা সফলতার দিকে চালিত করিবে।

আমরা বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের এই জাতির কতগুলি প্রধান প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থ ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছি। কতকগুলি শিক্ষা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে আর কতকগুলি উৎসব পত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হইলেও অর্থাভাবে প্রচারিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা, মাণ্ডুক্য, ঈশাবাস্য সরস্বতী রহস্য উপনিষদ, রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড, মহাভারত গীতার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সমস্ত এবং এখনও ত্রিপুরা রহস্য, রাম সীতা ইত্যাদি উৎসব পত্রের সাহায্যে চলিতেছে আরও চলিবে।

যেখানেই থাকি না কেন—স্বাধ্যায় যেমন তপস্যার অঙ্গ তখন যাহা যাহা পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই তাহাই উৎসব পত্রে ক্রমে ক্রমে বাহির হইবে—যদি গ্রাহক গ্রাহিকা মহোদয় মহোদয়াগণের অনুগ্রহে উৎসব জীবিত থাকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ত্রিপুরা রহস্য, রাম গীতা এবং

অন্যান্য পুস্তকও উৎসব পত্রে পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিয়াই শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। আমাদের এই বাসনার কথাই নিবেদন করিয়া রাখিলাম—বাসনা পূর্ণ হওয়া না হওয়া—সর্ব্ব নর নারী বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তির হস্তে। আরও একটী কথা বলিতে বাকী রহিয়া গেল। গীতা প্রচারের এই দিনে "বাঙ্গলায় গীতা অধ্যয়ন" আবার বাহির করিতে কেহ কেহ অনুরোধ করিতেছেন। আমরা ইহা বন্ধ করিয়াছি কারণ একখানি "গীতা অধ্যয়ন প্রয়াস" নামক পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যিনি ইহা লিখিতেছেন তিনি লেখকের নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। এই গীতা খানিতে উৎসবে প্রচারিত গীতার সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং যিনি ইহা লিখিতেছেন তিনিও কঠিন কঠিন স্থানে আমার সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের মাঝামাঝি লেখা হইয়াছে। এই পুস্তকখানিও উৎসবে পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিয়া বাহির করা আমার ইচ্ছা। এই গীতা প্রচারের দিনে এই পুস্তকখানি গীতা বুঝিবার সহায় হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আর্ত্তের নিবেদন।

(১)

সকলের মাঝে মিশায়ে তুমি গো থাকো প্রভু অবিরত।
তবুও তোমারে চিনিতে পারিনা অপরাধ করি কত॥
স্বামীরূপে তুমি বিরাজিছ সদা সতত নয়ন পরে।
সন্তানের রূপ ধরি, তুমি প্রভু, স্নেহ চাও বারে বারে॥
পিতামাতা হয়ে বিতর গো তুমি অপার মমতা স্নেহ।
তবুও তোমারে বুঝিতে পারিনা ঢেকে রাখে মায়া মোহ॥
প্রথম যখন লভিয়ে জনম মাতৃক্রোড়ে আসি প্রভু।
সে যে গো তোমারি অসীম করুণা বুঝেও বুঝিনা তবু॥

তোমার চরণে কত অপরাধী কত দোষী যে গো আমি।
ক্ষম সব দোষ চরণ পরশে তুমি যে দয়াল স্বামী॥

(২)

জীবন্ত সমাধি মাঝে বাস করি সর্ব্বক্ষণ।
তোমারে লভিতে দেব ব্যাকুলিত হয় মন॥
কি ভাবে পাইব তোমায় বলে দাও একবার?
সংসারের দুঃখ প্রভু সহিতে পারিনা আর॥
জলন্ত অনল সম সদা জ্বলে এ হৃদয়।
শীতল চরণ তব লভিতে বাসনা হয়॥
এ সাধ আমার দেব পূরণ হবে কি কভু?
রাতুল চরণে তব আশ্রয় দেবে গো প্রভু?
সার্থক জীবন মম হবে যে গো সেইদিন।
সবত্যাগ হবে যবে ক্ষীণ হতে আরো ক্ষীণ॥

শ্রীমতী রমারাণী দেবী
শ্যামপুকুর।

অধ্যয়ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—কি রাখিয়া যায়?

উত্তর—চিত্তে ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে আবার সেই সেই জাতিয় সংস্কার উৎপন্ন হয়। ক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে ক্লেশের সংস্কার এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে ক্লেশ শূন্য অবস্থার সংস্কার উৎপন্ন হয়—আবার ক্লিষ্ট সংস্কার হইতে ক্লিষ্ট বৃত্তি এবং অক্লিষ্ট সংস্কার হইতে অক্লিষ্ট বৃত্তি জন্মে। এই ভাবে বৃত্তি ও সংস্কার চক্রবৎ দিবানিশি চিত্ত মধ্যে ঘুরিতেছে।

প্রশ্ন—এখন "তদেবম্ভূতং চিত্তং অবসিতাধিকারং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ—ইহা বলুন।

উত্তর—এই প্রকারে চিত্তের বৃত্তি ও সংস্কারের অধিকার অর্থাৎ কার্য্যারম্ভ যখন অবসান প্রাপ্ত হয় তখন চিত্ত আত্মা হইয়া আপনি আপনি স্বরূপ ভাবে কর্ম্মশূন্য হইয়া স্বচ্ছভাবে অবস্থান করে অথবা চিত্ত লয় হইয়া যায়। কোন কার্য্য যখন তাহার কারণে প্রত্যাবর্ত্তন করে তখন তাহা কারণে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই নাশ বলা যায়। চিত্তক্ষয় বা চিত্তনাশ ইহাই। চিত্তের ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট এই পঞ্চ প্রকার পরিণাম এই প্রকারে হয় জানিয়া রাখ।

সূত্র—প্রমাণ—বিপর্য্যয়—বিকল্প—নিদ্রা—স্মৃতয়ঃ ৬॥

প্রশ্ন—চিত্ত যে বিষয়াকারে আকারিত হয় অর্থাৎ বৃত্তি প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্থূলভাবে ত ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট বলা হইল। কিন্তু বৃত্তি কত প্রকার?

উত্তর—(১) প্রমাণ বৃত্তি অর্থাৎ যখন যথার্থ জ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মক বোধ পাওয়া যায় তখন।

(২) বিপর্য্যয় বৃত্তি—অর্থাৎ যখন ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন।

(৩) বিকল্প বৃত্তি—অর্থাৎ একটা বস্তুতে যখন অন্য বস্তুর আরোপ হয় তখন।

(৪) নিদ্রা বৃত্তি—অর্থাৎ যখন সুষুপ্তি আইসে তখন।

(৫) স্মৃতি বৃত্তি অর্থাৎ যখন স্মরণ করা যায় তখন।

প্রশ্ন—প্রমাণ কথার অর্থ কি?

উত্তর—প্রমাণ বলে বোধকে। চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত হইলে উহা পুরুষে প্রতিফলিত হয় তখন বিষয়ের জ্ঞান বা বোধ হয়। এই বোধ হইতেছে প্রমা। প্রমার কারণ যাহা তাহা প্রমাণ। চিত্তের বিষয়াকারে আকারিত হওয়াই অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ।

প্রশ্ন—চিত্তের প্রমাণ বৃত্তি কিরূপ?

উত্তর—চিত্তের যে বৃত্তিতে প্রমাণের প্রাপ্তি ঘটে—নিশ্চয়াত্মক বোধ জন্মে—অর্থাৎ এই বস্তু যথার্থ এই প্রকার, এই জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ বৃত্তি।

ভাষ্য—তত্র।

সূত্র—প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

ভাষ্য—ইন্দ্রিয়প্রণালীকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণ বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়

চিত্তবৃত্তি বোধ, বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদীপুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ ঃ।

অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েম্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণ প্রধানাবৃত্তিরনুমানম্। যথা—দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতারকং, চৈত্র বৎ ; বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ।

আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধ সংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থবিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যা শ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা ন দৃষ্টানুমিত্যর্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরিতু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিবপ্লবঃ স্যাৎ ॥৭॥

প্রশ্ন—প্রমাণবৃত্তি কত প্রকার ?

উত্তর—(১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইটি আম্র বৃক্ষ, এইটি পনস বৃক্ষ ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দৃষ্টান্ত।

(২) অনুমান প্রমাণ। ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধ দেখিয়া যেখানে ধূম সেইখানে অগ্নি—অনুমানের দৃষ্টান্ত।

(৩) আগম প্রমাণ। আপ্তপুরুষের মনোভাব শব্দ দ্বারা অপরের নিশ্চয় জ্ঞান জন্মায়।

প্রশ্ন—প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ?

উত্তর—বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে—ব্যবধান রহিত সংযোগ হইলে—এই বস্তু এই প্রকার এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে।

প্রশ্ন—তখন কোন্ কার্য্য হয় ?

উত্তর—ইন্দ্রিয় প্রণালীকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণ প্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্।

মনে কর চিত্ত আবদ্ধ জলপ্রবাহ—ইন্দ্রিয় নালা। নালা খুলিয়া দিলে আবদ্ধ জল প্রবাহ বাহিরের ক্ষেত্রে পড়িয়া যেমন ক্ষেত্রের আকারে আকারিত হয় সেইরূপ বাহিরের বস্তুর সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান রহিত সংযোগ ঘটিলে চিত্ত ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা বাহিরের বস্তু সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য আকারে আকারিত হয়—চিত্ত বাহিরের বস্তুরূপে বিকৃত হয়। এইটি আম্র বৃক্ষ এইটি কাঁঠালবৃক্ষ দেখিবামাত্র এই জ্ঞান হইলেও ইহার ভিতরে অবিবত কার্য্য থাকে। বাহিরের পদার্থ সকল সামান্য ও বিশেষাত্মক। বহু বস্তুর মধ্যে যাহা সাধারণ তাহা সামান্য। বিশেষ জ্ঞান দ্বারা একটি একটি বস্তুকে নির্দ্দেশ করা যায়।

বৃক্ষ এইটি সামান্য জ্ঞান কিন্তু এইটি আম্রবৃক্ষ—ইহা বিশেষ জ্ঞান। অল্প দেশে অল্প বস্তুতে যাহা থাকে তাহা বিশেষ, বহুতে যাহা থাকে তাহা সামান্য বা সাধারণ। সর্ব্ব ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্ম সামান্য চৈতন্য কিন্তু সামান্য চৈতন্য উপাধি দ্বারা খণ্ডিত হইলে বিশেষ চৈতন্য হয়।

এখন দেখ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা চিত্তের সহিত বাহ্য বিষয়ের সম্পর্ক ঘটে। বাহ্য বিষয়ে যে সামান্য ও বিশেষ অর্থ আছে—প্রত্যক্ষ প্রমাণে এই উভয় জ্ঞানই থাকে কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের নিশ্চয়তাই প্রধান ভাবে থাকে। যে চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রধানতঃ বস্তুর বিশেষ জ্ঞানের ধারণা হয় তাঁহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইটি ঘট, এইটি পট, এইটি কা কা শব্দ, এইটি কুহু কুহু শব্দ—এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর চিত্তের কি অবস্থা হয় তাহার কথা এখন হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদীপুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ—ইহাতে কি বুঝান হইতেছে?

উত্তর—ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া চিত্ত ত সর্ব্বদাই রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দ এই সমস্ত বিষয়ে পড়িতেছে। চিত্ত জড়। আবদ্ধ জল প্রবাহ যেমন নালা দ্বারা বাহির হইয়া যে ক্ষেত্রে পড়ে সেইরূপ আকারে আকারিত হয় চিত্তেরও সেইরূপ বিষয় আকারে আকারিত হওয়াই ধর্ম্ম। চিত্ত জড় বলিয়া ইহা কিন্তু বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারেনা। তবে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা কিরূপে হয়? চৈতন্যের প্রতিবিম্ব দ্বারা দীপ্ত হইয়া চিত্ত চেতনের মত হয়। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের পরে চিত্তের কি অবস্থা হয় তাহাই জানিতে চাহিতেছ। শ্রবণ কর। পুরুষ প্রতিবিম্ব বিষয় আকারে আকারিত চিত্তের উপর পড়িয়া যখন চিত্তকে দেখেন তখন ফল হয় এই যে চিত্তের সঙ্গে আর পুরুষের সঙ্গে কোন বিশেষ ভেদ থাকেনা। এই জন্য বলা হইয়াছে ফলমবিশিষ্টঃ।

প্রশ্ন—আর কি হয়?

উত্তর—পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তি বোধঃ—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বোধ—বিষয়াকার কারিত চিত্তের বোধ বা জ্ঞান পুরুষেরই হয়। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি বোধটা পৌরুষের অর্থাৎ পুরুষের বলিয়াই ভাসমান হয়। আর পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী হন—অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্ম্মে ধর্ম্মবান হয়—এই কথা পরে বিশেষরূপে প্রমাণ করা যাইবে।

প্রশ্ন—এখন অনুমান প্রমাণ কি তাই বলুন—আর অনুমান প্রমাণকালে চিত্তের কি অবস্থা হয় তাহাই বলুন।

উত্তর—অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানাবৃত্তিরনুমানম্। যথা দেশান্তপ্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতারকং, চৈত্রবৎ; বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ। মনোযোগ কর। অপ্রত্যক্ষেরই অনুমান হয়।

প্রশ্ন—কিরূপে হয়?

উত্তর—প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষের সম্বন্ধ জানা আছে। প্রত্যক্ষের সহিত সম্বন্ধ হেতু প্রত্যক্ষ দ্বারা অপ্রত্যক্ষকে যে জানা তাহাই অনুমান বৃত্তি। অগ্নিকে ব্যাপিয়া ধূমথাকে রন্ধনশালাতে ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। যেখানে ধূম দেখা যায় সেইখানে অনুমান করা যাইতে পারে অগ্নি আছে। যথার্থ অনুমান হয় যথার্থ ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে। ধূম অগ্নির ব্যাপক এই জ্ঞান হইতে বিশেষ রূপে ধূম দেখিয়া এই নিশ্চয় করা যায় যে যেখানে ধূম থাকিবে অগ্নিভিন্ন ইহা হইবেনা এই ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারা এই ধূম প্রত্যক্ষ হইলে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির যে জ্ঞান ইহা অনুমান।

প্রশ্ন—অনুমান ত মিথ্যাও হয়?

উত্তর—হয়। প্রত্যক্ষ যদি বিকার দোষযুক্ত হয় তবে অনুমান মিথ্যা হইবে। দূর হইতে দেখা গেল পর্ব্বত যেন ধূম দ্বারা আচ্ছন্ন। এখানে যদি ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করা যাইত যে পর্ব্বত ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন আর ধূলি সমূহকে দূর হইতে ধূমের মত দেখা যাইতেছে—এই বিকার দোষযুক্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা যদি অনুমান করা যায় যে পর্ব্বত বহ্নিমান্ তবে এই অনুমান মিথ্যা হইবে। এই জন্য বলা হয় অসৎ প্রত্যক্ষ হইতে ব্যাপ্তিস্থাপন মিথ্যা। উহা দ্বারা যে অনুমান উহাও মিথ্যা। তবেই দেখ সত্য অনুমানের মূল সত্য প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন—এখন ভাষ্যের অর্থ বলুন?

উত্তর—অনুমান করা যাইতেছে যে পর্ব্বতে অগ্নি আছে। এই অনুমেয় পদার্থের সহিত ধূমব্যাপ্ত পর্ব্বতের সহিত তুল্য জাতীয় রন্ধনশালাস্থিত ধূম বস্তুতে অনুবৃত্ত—ধূমবস্তুতে বর্ত্তমান এবং তাহা হইতে ভিন্ন জাতীয় জল হ্রদ প্রভৃতি বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত—যেখানে অগ্নি থাকে না—তথায় সে সম্বন্ধ পদার্থ অর্থাৎ ধূম প্রভৃতি—তদ্বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই সামান্য অবধারণ

প্রধান সেই সামান্য নিশ্চয় প্রধান যে চিত্তবৃত্তি সেই চিত্তবৃত্তিকে অনুমান বলে।

বহ্নিকে ব্যাপিয়া থাকে যে ধূম এবং যে ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকে না সেই ধূম পর্ব্বতে আছে ইহা জানিলে পর্ব্বতে বহ্নি আছে এই যে জ্ঞান হয় এই জ্ঞানকে অনুমান বলে।

প্রশ্ন—তৎপরে যথা দেশান্তর প্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতারকং, চৈত্রবৎ; বিন্ধশ্চাপ্রাপ্তি রগতি:। ইহা?

উত্তর—যথা দেশান্তর প্রাপ্তি আছে বলিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া আছে বলিয়া চন্দ্র তারকার গতি আছে—চৈত্র নামক ব্যক্তির ন্যায়। বিন্ধ পর্ব্বত একস্থান হইতে অন্যস্থান প্রাপ্ত হয়না বলিয়া উহার গতি নাই।

প্রশ্ন—পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত কেন দেওয়া হইল?

উত্তর—ধূম বহ্নিকে ব্যাপিয়া থাকে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে অন্যস্থানে ধূম দেখিয়া বহ্নি না দেখা গেলেও—ঐ স্থানে বহ্নি আছে এই জ্ঞানের নাম অনুমান জ্ঞান। ব্যাপ্তি জ্ঞানটাই অনুমানের কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান দুই প্রকার। (১) একটি থাকিলে অন্যটি থাকে ইহা অন্বয় (২) একটী না থাকিলে অন্যটি থাকে না—ইহা ব্যতিরেক। দেশান্তর প্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্র তারকং—চন্দ্র তারকার গতি আছে কারণ চন্দ্র তারকা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়—যেমন চৈত্র নামক পুরুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায় এজন্য উহার গতি আছে—ইহা অন্বয় ব্যাপ্তি। (২) কিন্তু বিন্ধ্য পর্ব্বতের গতি নাই কারণ উহা একস্থান হইতে অন্যস্থান প্রাপ্ত হয় না—ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। বহ্নি ব্যাপ্ত ধূম পর্ব্বতে আছে—এই ব্যপ্তি জ্ঞান যেমন অনুমান সেইরূপ চন্দ্র তারকার গতিও অনুমান।

প্রশ্ন—এখন আগম প্রমাণ কি তাহাই বলুন।

উত্তর—ভাষ্যে কি বলা হইয়াছে শ্রবণ কর।

আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দে নোপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থ বিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যোঽশ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূল বক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্ব্বিপ্লবঃ স্যাৎ ॥৭॥

আপ্ত পুরুষ—ভ্রমরহিত পুরুষ—যে বিষয় প্রত্যক্ষ করেন বা যে বিষয় অনুমান করেন সেই বোধ অপর ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য শব্দ দ্বারা উপদেশ

করেন। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রোতার ঐ আপ্ত পুরুষের দৃষ্ট অনুমিত পদার্থ বিষয়ে যে চিত্তবৃত্তি হয় তাহাকে আগম বলে।

প্রশ্ন—আপ্ত পুরুষের মুখ হইতে উচ্চারিত শব্দ শ্রবণে অন্যের যে চিত্তবৃত্তি তাহাকেই আগম বলিতেছেন। সাধু বক্তার হৃদয়ের সরল অকপট ভাব শ্রোতার হৃদয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহাই আগম প্রমাণ। আচ্ছা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমান প্রমাণের সহিত আগম প্রমাণের পার্থক্য কি?

উত্তর—মনে কর একজনের একটি বহুমূল্য স্ফটিকের মালা হারাইয়াছে। বহু সন্ধান করিয়াও তাহা পাওয়া যাইতেছে না। নানা প্রকার অনুমান করিয়াও তাহা মিলিতেছে না। একজন মহাপুরুষের নিকটে ঐ ব্যক্তি গমন করিল এবং স্ফটিকের মালার কথা জিজ্ঞাসা করিল। মহাপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন যে অমুক স্থানে আছে। তিনি শব্দ উচ্চারণ করিয়া নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রোতার মনে নিশ্চয় জ্ঞান হইল "ঐখানেই আছে"। এই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ করিয়াও হইল না—অনুমান করিয়াও হইল না। হইল মহাপুরুষের উচ্চারিত শব্দ ও তাহার অর্থ শ্রোতার মনে সংক্রামিত হইয়া মহাপুরুষের নিশ্চয় জ্ঞান—শ্রোতার নিশ্চয় জ্ঞান জন্মাইল—ইহাই আগম প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা শব্দ প্রমাণের নিশ্চয়তা একেবারে নির্দ্দোষ। প্রত্যক্ষ ও অনুমানে দোষ থাকিতে পারে কিন্তু আপ্ত পুরুষের উচ্চারিত শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ বা দোষ ভ্রান্তি থাকিতেই পারে না। আপ্ত পুরুষের উচ্চারিত বাক্যের এইরূপ শক্তি যে একবারে উহা শ্রোতার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সত্য বিশ্বাস আনয়ন করে। এই জন্য বেদের প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণিত।

প্রশ্ন—প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দোষ কিরূপে থাকে?

উত্তর—প্রত্যক্ষ দোষযুক্ত হয় যদি দেখা বা শোনায় দোষ থাকে—যদি ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকে। আবার প্রত্যক্ষ যদি বিকার দোষযুক্ত হয় তবে অনুমানও সদোষ হইবেই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পর্ব্বতকে দূর হইতে ধূলি সমাচ্ছন্ন দেখিয়া যদি ধূম উঠিতেছে বোধ হয় তবে পর্ব্বত হইতে অগ্নি উঠিতেছে—ধূমের সহিত বহ্নির এই সম্বন্ধরূপ অনুমানও ভ্রান্ত হইবেই। বোধকে বলা হয় প্রমা আর চিত্তবৃত্তিকে বলে প্রমাণ বা প্রমার কারণ।

প্রশ্ন—আপ্ত পুরুষ কে?

উত্তর—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যেমন আপ্তপুরুষ সেইরূপ ঈশ্বরকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ

করেন তাহারাও আপ্ত পুরুষ। বেদের কর্ত্তা কোন মানুষ নহে কিন্তু আপ্ত পুরুষের উচ্চারিত সাধু শব্দই বেদ। শব্দ শুনিলেই অর্থ বোধ হয় না—শব্দের শক্তিরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বেদের কথা স্মরণ করিয়া মনু প্রভৃতি ঋষিগণ শাস্ত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা কর্ত্তা নহেন স্মর্ত্তা। বেদ যেমন প্রমাণ সেইরূপ বেদ অনুসরণে রচিত স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রও সত্য প্রমাণ।

প্রশ্ন—মানুষের মধ্যে কি আপ্ত বা ভ্রম প্রমাদ শূন্য কেহ আছেন বা ছিলেন?

উত্তর—হাঁ। শ্রবণ কর—চরক সংহিতা একাদশ অধ্যায়ে সূত্র স্থানে কি বলা হইয়াছে। মূল ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের অনুবাদ দেওয়া গেল—

আপ্তাস্তাবৎ—রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তাস্তপোজ্ঞান বলেন যে। যেষাং ত্রৈকাল মমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা॥ আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্। সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ॥ যিনি তপস্যা ও জ্ঞানবলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানজ্ঞ যাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদা অব্যাহত—কখন বাধা প্রাপ্ত হয় না, তিনি আপ্ত, শিষ্ট ও বিবুদ্ধ। তিনি সংশয় শূন্য ও সদা সত্যবাদী। কারণ তিনি রজস্তম শূন্য বলিয়া কখন মিথ্যা বলিতে পারেন না।

প্রশ্ন— এখন ভাষ্যের শেষ অংশের অর্থ বলুন।

উত্তর—যে আগমের বা শব্দের বক্তা অশ্রদ্ধেয়ার্থ—যিনি আপ্ত পুরুষ নহেন—যাঁহার কথাতে বিশ্বাস করা যায় না, এবং যে আগমের অর্থ, বক্তা, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করেন নাই সেই আগম বা শব্দ, প্রমাণ হয় না অর্থাৎ সে শব্দ মিথ্যা। মূল বক্তা বা ঈশ্বর যে বিষয় দেখিয়াছেন বা অনুমান করিয়াছেন সেই বিষয়ের আগম বা শব্দ প্রমাণ নির্ব্বিপ্লব অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য হানি হইতেই পারে না—সেই আগম প্রমাণ সত্যই হয়।

প্রশ্ন—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি,—এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির মধ্যে প্রমাণের কথা বলা হইল এখন বিপর্য্যয় বৃত্তির কথা বলুন।

উত্তর— সূত্র—বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্॥৮॥
বিপর্য্যয় হইতেছে অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান।

প্রশ্ন—বিপর্য্যয় কি?

উত্তর—ইহা একরূপ চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তিকে মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রান্তি জ্ঞান

বলে এই জন্য যে, এখানে বস্তুটি যথার্থরূপে প্রকাশিত না হইয়া অন্তরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন রজ্জুকে রজ্জু না জানিয়া যদি সর্পরূপে জানা যায় তাহাতে মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম জ্ঞান হয়। ইহা বিপর্য্যয়।

প্রশ্ন—অ-তদ্রূপ প্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান কি?

উত্তর—যে বস্তুর যে রূপ—তদ্রূপে না জানিয়া বস্তুটাকে অযথার্থরূপে বস্তুর বাস্তব রূপ হইতে ভিন্নরূপে জানাই হইতেছে অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ মিথ্যা জ্ঞান। যে কোনরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মিলে চিত্তের বিপর্য্যয় বৃত্তি উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন—বিপর্য্যয় বৃত্তিকে প্রমাণ বলা হয় না কেন?

উত্তর—ভাষ্য—স কস্মাৎ ন প্রমাণম্? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থ বিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য, তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টং, তৎ যথা, দ্বি চন্দ্র দর্শনং সদ্বিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্ব্বা ভবতি অবিদ্যা, অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি, এতে এব স্ব সংজ্ঞাভিঃ তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রঃ অন্ধতামিস্র ইতি, এতেচিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্যন্তে ॥৮॥

বিপর্য্যয়বৃত্তি বা মিথ্যাজ্ঞানকে প্রমাণ বলা হয় না কেন? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে—পুরুষের বোধকে বা জ্ঞানকে বা সাক্ষাৎকারকে বলে প্রমা। প্রকৃষ্ট রূপে পরিমাণ করাই জ্ঞান বা বোধ বা সাক্ষাৎকার। এই প্রমার কারণ কি? কারণ হইতেছে চিত্তবৃত্তি। পুরুষ বিষয়কে সাক্ষাৎ করেন না—সাক্ষাৎ করেন বিষয়াকারকারিত চিত্তকে। চিত্তবৃত্তি হইতেছে বিষয়াকারকারিত চিত্ত। তবেই হইল প্রমার কারণ হইতেছে প্রমাণ। প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় অর্থাৎ নাই বলিয়া বিবেচিত হয় বলিয়া বিপর্য্যয় বা মিথ্যা জ্ঞানকে প্রমাণ বলা হয় না। অন্ধকারে একগাছা রজ্জু পড়িয়া আছে, ঐ রজ্জুকে সর্পরূপে দেখা হইল। ইহাই বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান। এখন আলোক আনিয়া দেখা গেল ইহা রজ্জু। এই প্রমাণ দ্বারা সর্প ভ্রম থাকিল না—বাধিত হইল সেই জন্য, মিথ্যাজ্ঞানকে প্রমাণ বলা গেল না।

প্রশ্ন—আর?

উত্তর—ভূতার্থ বিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য—প্রমাণ জ্ঞান ভূতার্থ বিষয়ক অর্থাৎ প্রমাণের বিষয় হইতেছে সৎ কিন্তু বিপর্য্যয়ের বিষয় হইতেছে মিথ্যাজ্ঞান বা অসৎ। প্রমাণের দ্বারা অপ্রমাণের বাধা প্রাপ্তি হয় ইহা দেখা যায়।

প্রশ্ন—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলুন।

উত্তর—যেমন দ্বিচন্দ্রদর্শন। ইহা বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। "চন্দ্র দুইটি এই"

ভ্রমজ্ঞান "চাঁদ একটি" এই যথার্থ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এই বিপর্য্যয়াখ্য অবিদ্যা—ভ্রমরূপ এই অবিদ্যা পঞ্চ পর্ব্বা—পাঁচ অবয়বে বিভক্ত। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ অবিদ্যার বা ভ্রমজ্ঞানের এই পাঁচ পর্ব্ব—পাঁচ অবয়ব। এই পাঁচ ক্লেশ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচ সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত। চিত্তমল প্রসঙ্গে—সাধন পাদের পঞ্চম হইতে নবম সূত্রে চিত্তমলের কথা বিশেষরূপে বলা যাইবে।

প্রশ্ন—সত্যজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বাধা জন্মায় কিন্তু ভ্রমজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে একটা সংশয়জ্ঞানও হইতে পারে—সংশয়জ্ঞানটাও কি বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত?

উত্তর—"এটা সাপ না আর কিছু" সংশয়কালে—এটি এই—ইহা নিশ্চিত হয় নয়। ভ্রমকালে এটা সাপ—ইহা নিশ্চিত হয় কিন্তু ভ্রম ভঙ্গে "না এটা সাপ নহে" এই ভাবে ভ্রমটা বাধিত হয়—সত্যটাই নিশ্চিত হয়, ভ্রমটা থাকে না। সংশয়টা এই জন্য বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞানের অন্তর্গত—ইহাও এইরূপ ভ্রমজ্ঞান।

প্রশ্ন—প্রমাণ ও বিপর্য্যয়—এই দুই চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইল এখন তৃতীয় চিত্তবৃত্তিবিকল্পের কথা বলুন?

উত্তর— সূত্র—শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥৯॥

ভাষ্য—স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্য্যয়োপারোহী চ, বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে, তদ্‌যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্ ইতি, যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশ বৃত্তিং যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধ বস্তুধর্ম্মা নিষ্ক্রিয় পুরুষঃ, তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইতি, গতি নিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথাঽনুৎপত্তি-ধর্ম্মা পুরুষ ইতি—উৎপত্তি ধর্ম্মস্যাভাব মাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ, তস্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি ॥৯॥

বিকল্প বৃত্তির উদয় হয় তখন যখন বস্তু নাই শুধু একটা শব্দ শুনিয়া একটা জ্ঞান হয়। যেমন মানুষের শৃঙ্গ এই শব্দ শুনিয়া যে মানিয়া লওয়া ইহা সত্য তাহা হইল বিকল্প। এখানে মানুষ সত্য—শৃঙ্গও সত্য কিন্তু মানুষের শৃঙ্গ ইহা সত্য নহে। ইহা জানিয়াও কাহারও কথা শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া প্রমাণ বিরুদ্ধ যাহা তাহা মানিয়া লওয়াকে বিকল্প বলে।

প্রশ্ন—বিকল্প বৃত্তির সহিত প্রমাণ ও বিপর্য্যয়ের পার্থক্য কি?

উত্তর—এত ব্যাখ্যা করা হয় কেন তাহাই প্রথমে একটু দেখ। চিত্তবৃত্তি

নিরোধ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই আত্মাতে ভগবানে বা ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যাইবে না। সহস্র বার ধ্যান কর কিন্তু অন্য একটু বাসনা উঠিলেই ধ্যানভঙ্গ হইবেই। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে চিত্ত কিরূপ ভাবে সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া নিরন্তর বিষয়াকারে আকারিত হইতেছে—চিত্তের এই দোষটাও দেখা চাই। সেই দোষ দেখাইবার জন্য চিত্ত যে সর্ব্বদা বিষয় আকারে আকারিত হইয়া থাকে তাহাই অগ্রে জানা আবশ্যক। দোষ দেখিয়া তবে দোষের উপশম করা যায় নতুবা নহে। চিত্তের কি দোষ তাহা জানিলে না; উপশম করিবে কাহার? এখন শ্রবণ কর প্রত্যক্ষ. অনুমান ও শব্দ প্রমাণের এই তিন প্রকারে চিত্ত কিরূপে বিষয়াকার ধারণ করে। প্রত্যক্ষে চিত্ত স্থূল বিষয়ের একটা ছায়া গ্রহণ করিয়া ঐ আকারে আকারিত হয়—এইরূপ যতদিন হইতেছে ততদিন ভগবান্ লইয়া থাকিবে কে? অনুমান প্রমাণে দুইটি বস্তুর সম্বন্ধ দেখিয়া—একটি যেখানে আছে দ্বিতীয়টিও সেইখানে থাকিবে এই জ্ঞান জন্মে ইহাতেও চিত্ত ঐ আকারে আকারিত হয়। শাব্দ প্রমাণেও আপ্ত পুরুষের সত্য বাক্য শ্রবণে চিত্ত ঐ আকারে আকারিত হয়।

কিন্তু বিপর্য্যয়কালে বস্তুটাকেই ভ্রমে অন্যরূপে দেখা হয় এবং ঐ মিথ্যা বস্তুটাই সত্য বলিয়া মনে হয় যেমন রজ্জুটাই ভ্রমে সত্য হইয়া দাঁড়ায়, সর্পের গর্জ্জনও শুনা যায় এবং সর্পভয়ে মানুষের বহু অনিষ্টও হয়। মিথ্যার প্রতাপও এইরূপ।

বিকল্পে কোন বস্তু থাকেনা কিন্তু শব্দ ও তাহার অর্থ পাইয়া চিত্ত একটা অশ্বডিম্ব কল্পনা করে। শশবিষাণ, আকাশ কুসুম ইহাদের কোন অর্থ নাই তথাপি ইহাদের শ্রবণে একটা কিছু জ্ঞান জন্মে। তবেই দেখ সত্যবস্তু দর্শন কালে শব্দ অর্থ ও জ্ঞান এই তিনই থাকে কিন্তু বিকল্প বৃত্তিতে শব্দ থাকে, জ্ঞানও থাকে, কোন অর্থ থাকে না। যেমন শশশৃঙ্গ, অশ্বডিম্ব, গন্ধর্ব্বনগর ইত্যাদি।

প্রশ্ন—এখন বিকল্প সম্বন্ধে ভাষ্য আর কি বলিতেছেন বলুন?

উত্তর—বিকল্পটাকে প্রমাণও বলা যায় না, বিপর্য্যয়ও ইহা নহে। কিন্তু "বস্তুশূন্যত্বেহপি শব্দজ্ঞান মাহাত্ম্য নিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে। তদ্‌যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্ ইতি, যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ যথা চৈত্রস্য গৌরিতি।

বিকল্পে কোন বস্তু নাই কিন্তু একটা মিথ্যা জ্ঞান চিত্তে হয়। এই শব্দজ্ঞানের

বলে কিন্তু ব্যবহারিক কার্য্যও চলে। যেমন "চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্" পুরুষের স্বরূপ আপনি আপনি ভাবই হইতেছে চৈতন্য অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞানই পুরুষ। পুরুষই যদি চিতি বা চৈতন্য হইলেন তবে এখানে বিশেষিত হইল কি অর্থাৎ এখানে বিশেষ্য বিশেষণ কিরূপে আসিল?

চৈত্র নামক পুরুষের গরু—এখানে চৈত্র একজন এবং গরু আর একটা জন্তু—ইহাদের ভেদ আছে কিন্তু পুরুষের চৈতন্য এখানে চৈতন্যের সহিত পুরুষের ভেদ কোথায়? দুইই অভিন্ন—এখানে ব্যপদেশ বা বিশেষ্য বিশেষণ ভাব কোথায়? সেই জন্য বলা হইল বিকল্প বৃত্তিতে কোন বস্তু না থাকিলেও কেবল শব্দজ্ঞান মাহাত্ম্য নিবন্ধন ব্যবহার চলে। যেখানে চৈতন্য ও পুরুষ অভেদ সেখানে বিশেষ-বিশেষণ ভাবনা থাকিলেও ব্যবহার চলে কিন্তু চৈত্র ও গরু ভেদ থাকিলেই ব্যপদেশ বা বিশেষ্য বিশেষণ হয়।

প্রশ্ন—তথা প্রতিষিদ্ধ বস্তু ধর্ম্মা নিষ্ক্রিয় পুরুষঃ ইত্যাদিতে কি বুঝান হইতেছে?

উত্তর—যেমন চিতিশক্তিই পুরুষ—এখানে বিশেষ্য বিশেষণ ভাব নাই অথচ সর্ব্বত্র ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায় তথা সেইরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষ, বাণ আছে, ছিল, থাকিবে—এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় কারণ প্রতিষিদ্ধ বস্তুর ধর্ম্ম ইহাতে নাই। প্রতিষিদ্ধ বস্তু পৃথিব্যাদি বস্তুর ধর্ম্ম হইতেছে স্পন্দন বা ক্রিয়া। ইহা আত্মাতে বা পুরুষে নাই—অনেজদেকং আত্মাতে কোন কম্পন নাই। তথাপি নিষ্ক্রিয় পুরুষ এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। এই বিষয়ের লৌকিক উদাহরণও আছে—যেমন বাণ আছে, ছিল, থাকিবে। স্থা ধাতুর অর্থ গতি নিবৃত্তি। গতি নিবৃত্তিতে ধাতুর অর্থ মাত্রই জানা যায়। আরও ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। অনুৎপত্তি ধর্ম্মা পুরুষ—পুরুষে উৎপত্তি ধর্ম্মের অভাব আছে। অভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই—তবে অভাব পুরুষে আছে ইহার কোন অর্থ নাই তথাপি ব্যবহারে ইহা বলা হয়। অনুৎপত্তি ধর্ম্মা পুরুষ, এখানে পুরুষে আছে এমন কোন ধর্ম্মের জ্ঞান হইতেছে না কেবল উৎপত্তি ধর্ম্মের অভাব মাত্র জানা যাইতেছে। অভাব বলিয়া কোন বস্তুই যখন নাই তখন অভাবরূপ ধর্ম্মটা বলা হইতেছে বিকল্প বৃত্তি দ্বারা। বিকল্প ধর্ম্মের ব্যবহার বরাবর হইতেছে।

প্রশ্ন—বিকল্প বৃত্তির এতগুলি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে কেন?

উত্তর—বিপর্য্যয় বা মিথ্যা জ্ঞানের কোন ব্যবহার দেখা যায় না কিন্তু

বিকল্পের ব্যবহার দেখা যায়। রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা হইতেছে ইহা বিপর্য্যয় বৃত্তি। বিকল্পবৃত্তিও এইরূপ মিথ্যা শশশৃঙ্গ এই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা। বিকল্প ও বিপর্য্যয়—এই বিষয়ে সমান। বিপর্য্যয়ের মিথ্যা জানা হইলে—রজ্জুকে রজ্জু জানা হইয়া গেলে উহার ব্যবহার চলে না—কিন্তু বিকল্পের মিথ্যাত্ব জানা হইলেও—পুরুষের ক্রিয়া নাই ইহা জানা হইলেও ঐ মিথ্য আরোপের ব্যবহার চলে।

প্রশ্ন—প্রমাণ, বিপর্য্যয় বিকল্প চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইল এখন নিদ্রা বৃত্তির কথা বলুন?

উত্তর—সূত্র—অভাব প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা ॥১০॥

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাব—এই অভাবের কারণ যে তমোগুণ তাহা অবলম্বন করিয়া যে চিত্তবৃত্তি তাহার নাম নিদ্রা। নিদ্রা—সুষুপ্তি।

যত্রসুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। কাম কামনা—ভোগের ইচ্ছা থাকে জাগ্রতকালে, স্বপ্ন বা সংস্কার লইয়া চিত্ত খেলা করে স্বপ্নে—এই দুয়ের অভাব হয় সুষুপ্তিতে। কিরূপে হয়? চিত্ত তমোগুণে আচ্ছন্ন বলিয়া হয়। অভাবের প্রত্যয় বা কারণ অবলম্বনে চিত্তের যে বৃত্তি তাহাই নিদ্রা বা সুষুপ্তি। বুঝিতেছ?

প্রশ্ন—বুঝিতেছি। কিন্তু সুষুপ্তিতে কোন কিছু অনুভব ত থাকে না।

উত্তর—সুষুপ্তি বা নিদ্রাতে অনুভব থাকেনা কে বলিল?

যাহা অনুভবে নাই তাহার কি স্মরণ হয়? ভাষ্য কি বলিতেছেন শ্রবণ কর।

উত্তর—বলুন।

উত্তর—সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয় বিশেষঃ। কথং? সুখমহং অস্বাপ্সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদী করোতি, দুঃখমহং অস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনঃ ভ্রমত্যনবস্থিতং, গাঢ়ং মূঢ়ঃ অহং অস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাৎ অসতি প্রত্যয়ানুভবে তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়ান্ন স্যুঃ, তস্মাৎ প্রত্যয় বিশেষো নিদ্রা, সা চ সমাধৌ ইতর প্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যেতি ॥১০॥

নিদ্রাটি একটী প্রত্যয় বিশেষ-বৃত্তি বিশেষ বা অনুভববিশেষ। কিরূপে? নিদ্রা বা সুষুপ্তি হইতে প্রবুদ্ধ হইলে অর্থাৎ জাগরিত হইলে স্মরণ হয় আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম।

প্রশ্ন—নিদ্রা ভাঙ্গিলে কি স্মরণ হয়?

উত্তর—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমার মন প্রসন্ন হইয়া আমার চিত্তবৃত্তিকে বা জ্ঞানকে স্বচ্ছ করিয়াছে। এইরূপ স্মরণ সাত্ত্বিক।

আমি দুঃখে বা কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম—আমার মন অকর্ম্মণ্য অস্থির ভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিতেছে—ইহা রাজস স্মরণ।

আমি প্রবল আচ্ছন্ন ভাবে ঘুমাইয়া ছিলাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভারি বোধ হইতেছে আমার চিত্ত ক্লান্ত হইয়া অলস হইয়া রহিয়াছে, যেন আমার কিছুই নাই এই ভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—ইহা তামসিক স্মরণ।

যদি নিদ্রাকালে বা সুষুপ্তিতে চিত্তের প্রত্যয়ানুভব না থাকিত, তমঃ বিষয়ে চিত্তবৃত্তি বা অনুভব না থাকিত অর্থাৎ চিত্ত তামসভাবে ভাবিত না হইত তবে জাগ্রত হইলে পুরুষের নিশ্চয়ই উক্তরূপ অনুস্মরণ হইত না, প্রত্যয়ানুভব তমঃ বিষয়ে চিত্তিবৃত্তি বা অনুভব না হইলে চিত্তে আশ্রিত বৃত্তি বিষয়ের স্মৃতিও হইতে পারিতনা। সেই কারণে নিদ্রা বা সুষুপ্তি এক প্রকার প্রত্যয় বিশেষ—এক প্রকার অনুভব! অন্যান্য চিত্তিবৃত্তির যেমন নিরোধ আবশ্যক সেইরূপ সমাধি-কালে নিদ্রাবৃত্তিরও নিরোধ আবশ্যক।

প্রশ্ন—বলিতেছেন—সুষুপ্তিকালে বা নিদ্রাতে কোন ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকেনা বলিয়াই যে কোন প্রত্যক্ষ অনুভব হয়না তাহা বলা যায় না। নিদ্রাভঙ্গে যখন স্মরণ হয় তখন নিশ্চয়ই একটা অনুভবও হয় কারণ যাহার অনুভব হয়না তাহার স্মরণও হইতে পারেনা। নিদ্রাতে আত্মতত্ত্বেরও স্ফুরণ হয় কারণ আত্মা অনু-চ্ছিত্তিধর্ম্মা—আত্মার ধর্ম্ম যে অনুভব ইহার উচ্ছেদ কখনও হইতে পারেনা। কিন্তু নিদ্রাবৃত্তিকে অজ্ঞানের বৃত্তি বলা হয়। ইহা আনন্দময় কোষ। এখন বলুন জাগ্রত ও স্বপ্নের তুলনায় নিদ্রা বৃত্তি কিরূপ?

উত্তর—নিদ্রাটাও একরূপ অস্পষ্ট অনুভব—কারণ ইহার স্মরণ জ্ঞান হয়। জাগ্রতে ও স্বপ্নে চিত্তের প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দাদি প্রমাণ বৃত্তি হয় কিন্তু সুষু-প্তিতে যে জড়ভাব অজ্ঞানাচ্ছন্নভাব, আইসে নিদ্রাবৃত্তিতে তাহার স্মরণ হয়।

প্রশ্ন—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও নিদ্রা—এই সমস্ত চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইল। বাকী রহিল স্মৃতিবৃত্তি। ইহার কথা বলুন।

উত্তর—সূত্র—অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥১১॥

অসম্প্রমোষ বলে কেবল নিজস্বটুকু গ্রহণ, অন্য কোন কিছু চুরি না করা। সূত্রের অর্থ হইতেছে অনুভূত বিষয়ের সমস্ত বা কতক অংশ গ্রহণ, অন্য কোন

কিছু অপহরণ না করা রূপ যে চিত্তবৃত্তি তাহাই হইল স্মৃতি। স্মৃতিটা অনুভব হইতেই হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে হয় অনুভব হইতে সংস্কার—সংস্কার হইতে স্মৃতি। সংস্কারের অনুভবই স্মৃতি। স্মৃতির পিতা অনুভব স্মৃতি—যাহা অনুভব করা হইয়াছে তাহারই হয়—অনুভূত বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে হয় না।

প্রশ্ন—স্মৃতি বিষয়ে ভাষ্য কোন্ বিচার তুলিতেছেন?

উত্তর—ভাষ্য—কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি, আহোস্বিৎ বিষয় স্যেতি?

চিত্ত কি প্রত্যয়কে বা অনুভবকে স্মরণ করে? না বিষয়কে স্মরণ করে?

ভাষ্য— গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্য গ্রহণোভয়াকার নির্ভাসঃ তথা জাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ তদাকারা মেব গ্রাহ্য গ্রহণো ভয়াত্মিকা স্মৃতিঃ জনয়তি। তত্র গ্রহণাকার পূর্ব্বাবুদ্ধিঃ, গ্রাহ্যাকার পূর্ব্বা স্মৃতিঃ, সা চ দ্বয়ী ভাবিত স্মর্ত্তব্যা চ অভাবিত স্মর্ত্তব্যা চ, স্বপ্নে ভাবিত স্মর্ত্তব্যা, জাগ্রত সময়েতু অভাবিত স্মর্ত্তব্যেতি। সর্ব্বা স্মৃতয়ঃ প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতী নামনুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্ব্বশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখ দুঃখ মোহাত্মিকাঃ সুখ দুঃখ মোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ, সুখানুশয়ী, রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহপুনরবিদ্যেতি। এতাঃ সর্ব্বা বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি ॥১১॥

চিত্ত কি অনুভবকে স্মরণ করে—না বিষয়কে স্মরণ করে, ইহার উত্তরে ভাষ্য বলিতেছেন চিত্ত বস্তুর জ্ঞানকেও স্মরণ করে। জ্ঞানের সংস্কার চিত্ত মধ্যেই থাকে, যদি না থাকিত তবে বস্তুটি বুঝা যাইত কিরূপে? ফলে জ্ঞান হইলেই—জ্ঞানই বস্তুকে ছুঁইয়া থাকে বলিয়া বস্তুরও স্মরণ হয়। চিত্ত হইতেছে গ্রহীতা—গ্রাহ্য হইতেছে বস্তু আর গ্রহণটি হইতেছে জ্ঞান।

প্রত্যয়টি—অনুভবটি গ্রাহ্য বস্তুর উপরক্ত হইলেও অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ের অধীন হইলেও অনুভবটি গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই উভয় আকারে নির্ভাসিত হয়—ভাসিয়া থাকে, ভাসিয়া জাতীয়ক সংস্কার উৎপন্ন করে, বিষয় ও জ্ঞানের অনুরূপ সংস্কার উৎপন্ন করে। এই সংস্কার আপনার উদ্বোধক কোন কিছু পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া সেইরূপেই গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই উভয়াত্মিকা স্মৃতি উৎপন্ন করে। স্মৃতি বৃত্তিতে গ্রাহ্য বস্তু ও গ্রহণ জ্ঞান এই উভয়ই থাকে। বুদ্ধি গ্রহণাকার প্রধান অর্থাৎ বুদ্ধি-দ্বারা জ্ঞান হয় বলিয়া ইহাতে জ্ঞানেরই প্রাধান্য থাকে আর স্মৃতিতে বস্তুর অংশই প্রধান, অর্থাৎ স্মৃতিতে বস্তুর প্রাধান্য লাভ করে। স্মৃতি দুই প্রকার—স্বপ্নে হয়

ভাবিত বা কল্পিত স্মরণ এবং জাগ্রতে অভাবিত বা অকল্পিত স্মরণ। রাজা কল্পনা করিলেন আমি দরিদ্র হইলাম—তজ্জন্য দরিদ্রের বেশভূষা স্মৃতিপথে ভাসিল—ইহা ভাবিত স্মৃতি আর অভাবিত স্মর্ত্তব্যে কোন কল্পনা থাকে না।

সমস্ত স্মৃতিবৃত্তিই প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা এবং স্মৃতিসমূহের অনুভব হইতেই জন্মে। এই সমস্ত বৃত্তি সুখ, দুঃখ ও মোহমাখা—সুখ, দুঃখ ও মোহকে ক্লেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। সুখ পাইবার চেষ্টাতে যে আসক্তি তাহার নাম রাগ আর দুঃখ ভালে লাগেনা বলিয়া তাহার উপর যে হিংসা তাহাই দ্বেষ, আবার যেখানে সুখ ও দুঃখের স্পষ্ট অনুভবের সামর্থ্য থাকে না, দীর্ঘকাল ধরিয়া রোগ ভোগ করিতে করিতে যাতনার তীব্রতা অনুভবে আসে না ইহাই মোহ—ইহাই অবিদ্যা।

এই সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্যই সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবশ্যক।

প্রশ্ন—স্মৃতিবৃত্তি বুঝিতে হইলে অনেক খানি বিচার আবশ্যক। যাহা অনুভূত হইয়াছে তাহারই স্মৃতি হয়। সকল অনুভবেই কিছু না কিছু জ্ঞান থাকেই। "এইটাই ত সেই বস্তু"—এই যে জ্ঞান এই জ্ঞানকে শুধু অনুভবও বলা যায় না আর শুধু স্মৃতিও বলা যায় না। স্মৃতির বিষয়টা পূর্ব্বে জানা থাকে কিন্তু অনুভবের বিষয় পূর্ব্বে জানা থাকে না। অনুভব ও স্মৃতি এই দুয়ের যোগে যে জ্ঞান তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান বলা হয়। এখন বলুন জ্ঞানের মধ্যে কি কি থাকে ?

উত্তর—জ্ঞান বলে প্রকাশকে। প্রকাশ বলিলে কোন বস্তুর বা ভাবের প্রকাশকে বুঝা যায়। তবেই হইল জ্ঞানের মধ্যে প্রকাশাংশ বা জ্ঞানাংশ এবং বিষয়াংশ বা বস্তুর অংশ থাকিবেই।

প্রশ্ন—স্মৃতি সম্বন্ধে আর একবার বলুন।

উত্তর—অনুভব হইতে সংস্কার—সংস্কার হইতে স্মৃতি। স্মৃতিতে বস্তুর জ্ঞান ও বস্তু বা বিষয় উভয়ই থাকে।

প্রশ্ন—ভাষ্য—অথাসাং নিরোধে কঃ উপায়ঃ ইতি। বাহিরে প্রকৃতি যেমন প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তন লইয়া নাচিতেছে—ভিতরে চিত্তও সেইরূপ প্রতিক্ষণে বিষয় আকারে আকারিত হইতেছে। বিষয়াকারে আকারিত হওয়াকেই চিত্তবৃত্তি বলা হয়। এইজন্য বৃত্তিই চিত্তের উপজীবিকা।

প্রত্যক্ষ অনুমান, শাব্দ—বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান—বিকল্প বা বস্তুশূন্য

শব্দ জ্ঞান, সুষুপ্তি বা নিদ্রা এবং স্মৃতি—এই সমস্ত বৃত্তি লইয়াই চিত্ত ক্রীড়া করিতেছে। এখন এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হইলে আপনি-আপনি পূর্ণ-ভাবে থাকার কোন উপায় নাই। আপনি-আপনি পূর্ণভাবে না থাকিলেও ক্লেশ মুক্ত হওয়া যাইবে না। চিত্তের চঞ্চলতা দূরকরা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার—তবে ক্লেশশূন্য হওয়াও অতিশয় কঠিন। এখানে উপায় কি হইবে?

উত্তর—চিত্ত নিরন্তর বিষয়ের দিকে মুখ করিয়া বিষয় লইয়া নাচিতেছে। চিত্ত আত্মার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াই আছে। চিত্ত নিজে জড়। আত্মার জ্যোতি চিত্তে পড়িয়া চিত্তকে জীবন্ত করিতেছে। বিষয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে বলিয়া ইহা নিরন্তর লয় বিক্ষেপ লইয়াই আছে। এই চিত্তকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আত্মার দিকে মুখ করিয়া চিত্ত আত্ম জ্যোতি দেখিতে দেখিতে লয় বিক্ষেপশূন্য হইয়া প্রথমেই আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইবে—অত্যন্ত সুখমগ্ন তে—পরে আত্মা ভাবেই—শুধু আনন্দ ও জ্ঞানই হইয়া যাইবে। ইহাই চিত্তক্ষয়। ইহাকেই সাম্যাবস্থা—গীতা বলিতেছেন। গীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন অর্জ্জুন তুমি যোগী হও। যোগী হইলে সর্ব্বদা আমাকে লইয়া থাকিতে পারিবে—আমাকেই সর্ব্বদা দেখিবে আর সমস্ত বস্তু আমাতেই দেখিবে।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬—৩১

সর্ব্বভূতের আত্মা আমি—সাধকের আত্মাও আমি—ইহা একান্ত অভেদরূপে নিশ্চয় করিয়া যিনি আমার ভজনা করেন—সেই যোগী যেরূপ ভাবে ব্যবহারিক কার্য্য করুন না কেন তিনি আমাতেই থাকেন। আবার বলিতেছেন—সুখ আমার যেমন প্রিয় এবং দুঃখ অপ্রিয় অন্যেরও তাই—এইভাবে যিনি সকল জীবের সুখদুঃখ সমান দেখেন সেই যোগীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ভগবানের মত।

অর্জ্জুন যোঽয়ং যোগস্তয়া প্রোক্ত সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

সর্ব্বত্র একের দর্শন রূপ যে যোগ তুমি বলিলে—চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল বলিয়া

ইহার ভিতরে যে স্থির স্থিতি তাহা দেখিতে পাইতেছি না। জলাশয়ে চন্দ্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব ভাসমান কিন্তু চৌবাচ্চার জল ঘোলা ও অত্যন্ত চঞ্চল সেইজন্য চন্দ্রপ্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে না। নির্ম্মাল্য দ্বারা জল পরিষ্কার কর এবং চঞ্চল জলকে স্থির কর তখন দেখিবে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলের ভিতরে। সেইরূপ চিত্ত রাগ ও দ্বেষে ঘোলা হইয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি দ্বারা চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয় আকারে আকারিত হইয়া নাচিতেছে সেইজন্য আত্মচন্দ্র প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে না। আমার চিত্ত রাগ দ্বেষে কলুষিত বলিয়া এবং অতিশয় চঞ্চল বলিয়া আত্মাকে দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ! এই চঞ্চল চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করা অত্যন্ত কঠিন। আমি এই চিত্তের নিগ্রহকে—বায়ুকে স্থির করা যেমন সুদুষ্কর সেইরূপ মনে করি। শ্রীভগবান্ বলিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।

হে মহাবাহো! স্বভাব চঞ্চল মন বা চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া শান্ত করা যেসকলের পক্ষে অসাধ্য সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তস্পন্দন রোধ করিতে হইবে।

রহস্য লহরী।

১। একটি বাঁশীই বাজে শুনে কেহবা ছাড়তে ব্যস্ত কেহবা ধরিতে ব্যস্ত। কেহবা সংসার গড়ে, কেহ বা ভেঙ্গে দেয়।

২। যখন বিচার করিতে বসি দেখি সকলই অসৎ, যখন বিচার বুদ্ধি থামিয়া গেল দেখি সকলই আমার সৎ—দূর হউক আমার বিচার বুদ্ধি।

৩। যখন আমার নানা জ্ঞান ছিল কেউ বল্‌তো না আমি জ্ঞানী; এখন আমার একটি জ্ঞান কিনা তাই সবাই বলে আমি জ্ঞানী।

৪। যখন সুখকে চিনিলাম দেখি ভিতর সব দুঃখে ভরা, যখন দুঃখকে চিনিলাম দেখি দুঃখ আমার সুখের সোপান—জানলেম দু'ই ওরা মায়াবী।

৫। একি বঁধু! আমি যে ঘর ছাড়িয়ে তোমার অন্বেষণে ছুটিতে ছিলেম—আমাকে পেয়ে দেখি তুমি আপনাহতেই সেই ঘরে রাখিয়া গেলে।

৬। আমি বল্লেম, "বঁধু আমায় একটিবার দেখাও" উত্তর পেলেম "তুমি থাকিতে আমার দেখা পাবে না।" বঁধু তবে আমায় মেরে ফেল।

৭। আমি প্রার্থনা করলেম্, প্রভো "তুমি একবার আমার দিকে চাও" উত্তর পেলেম—"আমিত তোর দিকে চেয়েই আছি, তোর চোখ দুটা এদিকে দে না।" চারি চোখের মিলন তবেত আনন্দ!

৮। আমি কামিনী কাঞ্চনে একটু ভীত হ'য়ে ছিলাম, ঠাকুর আমার চোখদুটা বুলায়ে দিলেন ফিরে চেয়ে দেখি কামিনী নয় আমার জননী, কাঞ্চন নয় পূজার ফুল।

৯। পাপী পাপ ক'রে তাঁহার ভোগ দেখায়ে শিক্ষা দিলেন পাপ কি ভীষণ! পুণ্যবান্ কর্ম্ম ক'রে শিক্ষা দিলেন পুণ্যের কি মহিমা। বা দুজনেই আমার গুরু আমি কত শিখিলাম।

১০। মরণকে যত ভয় করি মরণ আমাকে বিভীষিকা দেখায়—যখন মরণকে তুচ্ছ করিলাম দেখি মরণ আমায় সেবক।

১১। প্রকৃত বন্ধুর সন্ধানে যখন বাহির হইলাম দেখি শত্রুভাবে যাঁহারা রয়েছেন--তাঁদের ভিতরে কিছু কিছু বন্ধুর উপাদান রয়েছে—যখন শত্রুর অন্বেষণে বাহির হলেম দেখি আমার বন্ধুর হৃদয়ে সে উপাদানের অভাব নাই। চিনিলাম আমায় বন্ধু বা কোথায় শত্রু বা কোথায়।

১২। যখন মায়াকে চিনি নাই—মায়া আমার কত সেবা করেছেন—যখন মায়াকে চিনেছি মায়া আমায় পালিয়ে যেতে চায়। বেশ ব্যবহারত তোমার মা।

১৩। সকলকে ছেড়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বল্লেম "আমি সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছি" তিনি বল্লেন "তুমি সংসার সাথে নিয়ে এসেছ—যাঁহারা তোমার মুক্তি পথের সহায় তাঁহাদিগকে মাত্র ছেড়েছ।" তখনই আমি বুঝলেম্ সংসার আমার দেহখানি।

১৪। মন্দিরে গিয়ে দেখি একজনের ঢুলু ঢুলু আঁখি। আমি জিজ্ঞাসা করলেম "ঠাকুর ওকি মাতাল হয়েছে? উত্তর পেলেম" না ওর মা-তালে ধরেছে"। বুঝলেম তখন মাতাল আর মা-তাল।

১৫। "একি ঠাকুর! মায়ের এ রূপ কেন?" উত্তর পেলাম মায়ের মাথায় উঠেছ দানব—কোল নিয়াছে মানব, আর চরণেতে লেগে শিব। বুঝ্‌লেম মায়ের চরণেরই মহিমা।

১৬। বড় তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে ঠাকুরের কাছে পৌছিলাম—তিনি আমার গায় দিলেন একটু বাতাস—যখন পিপাসা মিটিলনা দেখে বাতাস ধ'রে জল ক'রে আমায় পান করালেন—তাতেও আমার যখন অতৃপ্ত পিপাসা মিটিল না তখন তখন জল ধ'রে, বরফ ক'রে আমায় খাওয়ালেন—পিপাসা আমার মিটে গেল—দূর হ'ল আমার ধাঁধাঁ—সাকার আর নিরাকার।

১৭। অভিমান সাজ ধ'রে এসে বল্লেন "আমি বিনয় এসেছি"—কাম মুখোস দিয়ে এসে হাজির "আমি প্রেম এসেছি"। কিছুতেই আর ধরতে নারি আমি একটু ভিতরে গেলাম তখনই ধরা পরলো ওদের স্বরূপ। বাঃ কি স্বরূপ ধরা ফাঁদ্‌রে আমার হাতে।

১৮। শত্রু বধ কর্‌বো ব'লে কত অস্ত্র আঁধারে ছুড়েছি—যখন আধার কেটে গেল দেখি সকলই আমার আপনার বুকে। এ কি? এ কার বিচার রে।

১৯। লোকেরা আমার উপর অত্যাচার করে, ভেবে আমি রেগে লাল হ'য়ে উঠলুম—ঠাকুর বল্লেন "কর কি? দোষ করে তুমি রোগে কষ্ট পাচ্ছ? ঠিক্ হল তখন আমার মেজাজ।

২০। লোকেরাও চেষ্টা কর্‌লো আমার অপমান করবে আমিও ঠিক্ র'লেম কিছুতেই অপমানী হবো না—এবার একে একে লোক সব আমার হাতে পরাজিত।

২১। দেখলেম্ আর কিছু নয়—বদ্ধ মায়াই কাম, আর মুক্ত মায়াই প্রেম। বুঝলেম তখন দুটী রূপ একজনেরই।

২২। আকাঙ্ক্ষা শূন্য চিত্তে কর্ম্ম অকর্ম্ম হয়, অসাধন সাধন হয়—জান্‌লেম তখন মুক্ত অবস্থাটা কি?

২৩। সুখ ভোগে পুণ্যের ক্ষয়, দুঃখ ভোগে পাপের ক্ষয়, হারে মজা দুঃখটা আমার এত কাজের—আরো কাঁদি?

২৪। আমি নিজেই নিম্ববৃক্ষের বীজ রোপণ করিতেছি—ব'সে আছি যেখান হ'তে অমৃত ফল পাবার আশায় কি আহাম্মকই আমি।

২৫। যত অসার বস্তু সকল আমার হজম হয়ে গেল যেটুক সার গ্রহণ

করেছিলাম সব আমার বমন হ'য়ে উঠে গেল। সাবাস্ আমার হজমী শক্তির।

২৬। চোক্ দু'টা দিয়া আর সকলই দেখিতে পাই সুধু নিজের মুখখানি দেখিতে পারি না। বুঝলেম্ তখন আমাকে দেখিতে বিশ্বতশ্চক্ষুই রহিয়াছেন—আমি শুধু দেখিয়া দেখিয়া জগতের পূজা করিয়াই যাইব।

২৭। পাষণ্ড ভাল তবু ভণ্ড ভাল না—পাষণ্ড উদ্ধারের জন্য মহাশক্তির আবির্ভাব হয় কিন্তু ভণ্ডেরা নিরাশ্রয় থাকে।

২৮। ধরণী সর্ব্বংসহা—এমন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আর নাই, তাঁহার সহিত সংলগ্নে সকলের দেহই পবিত্র। তাই ধর্ম্মের পথ সকলের পায়ের তল দিয়া।

২৯। ছিলেম মুক্ত, খেলতে খেল্‌তে হাত পা সব বেঁধেছি। বেঁধেছি আমি, খোল্‌বার সাধ্য আমার নাই। আমি আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছি—এখন শুনি এর নাম নাকি সাধনা। আর যেমন ভোলারাম ছিলেম তেমনই হবার নামই নাকি সিদ্ধি লাভ।

৩০। কুরূপের কাছে গিয়ে আমার অরুচি বাঁধলো সুরূপের কাছে গিয়ে পিপাসা হল—সুরূপের কাছে গিয়ে দেখি আমার অরুচি পিপাসার নির্ব্বাণ হল।

৩১। মদনরায় এসে বল্লেন "আমি তোর দেহের রাজা" বিবেক রায় এসে বল্লেন "আমি রাজা"। কোন্ ফাঁকে এসে রায় মদন মোহন রাজ্যটি দখল করলেন দেখে মদন বিবেক দুজনারই মূর্চ্ছা!

৩২। জীবের ভীষণ ব্যাধি অরুচি আর মন্দা ক্ষুধা। বৈদ্যেরা ঠিক্ করেছেন 'নামে' আর 'সোকায়' রুচি ও ক্ষুধা বাড়ে।

৩৩। বিরাটের চিত্রখানি অণু পরমাণুতেও আঁকা আছে—কুশলীরা অণু ধরিয়াও বিরাটের সন্ধান পেয়ে থাকেন।

৩৪। ছিলনা আমার এমন আকার। একটা পাগলা আকার আমায় ধরে তাঁর ছাঁচে আমার এ আকারটা গড়েছেন। গড়বার সময় দেখেছিলাম তাঁর আকার খানি। সেরূপটি লেগেই আছে কত সন্ধানও চলেছে। আমার সাকার হওয়া সফলের যদি দেখি আবার সেই আকারখানি।

শ্রীমনোহর দাসগুপ্ত বি, এ।
দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী (খুলনা)

৺ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হেমাদ্রি সাহস দিয়াছেন, বলিয়াছেন, যাঁহারা গৃহেই থাকেন, ধনার্জ্জনাদি বৈষয়িক ব্যাপারেই যাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত, যাঁহারা একেবারে পরমাত্মার চিন্তাবিমুখ, যাঁহারা কখনও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীকরণাত্মক যোগের অনুষ্ঠান করেন না, 'গৃহস্থ' শব্দ এস্থলে তাঁহাদেরই বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ("যো গৃহে এব তিষ্ঠতি ন যোগে, সৌ অত্র গৃহস্থঃ।"—হেমাদ্রি)।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—গৃহস্থ কি যোগী হইতে পারেন, আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিন্। যোগ কোন্ পদার্থ?

বক্তা—জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাবলক্ষণ সম্বন্ধই মুখ্যবৃত্তিতে 'যোগ' পদার্থ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যদিও নিত্য, নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে, তথাপি অনাদি অবিদ্যাকৃত ভেদাভাস দ্বারা তিরস্কৃত, সংসারাসক্ত জীবের, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধ স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে না। যথার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞান জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীভাবলক্ষণ যোগের উপায় এবং যম-নিয়মাদি প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গ যোগ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন। গৃহস্থেরও মুক্তির প্রয়োজনবোধ হইয়া থাকে, গৃহস্থমাত্রেই ঈশ্বরবিমুখ নহেন, অযোগী নহেন, গৃহস্থের মধ্যেও পরম যোগী ছিলেন, এখনও (পরমযোগী না হইলেও) থাকিতে পারেন। যাঁহারা যোগের উপদেষ্টা বা আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই গৃহস্থ ছিলেন। অতএব গৃহস্থ হইলেও যোগী হইতে পারেন। জনক, জাবাল, বামদেব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি গৃহস্থেরা যোগাভ্যাস দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যাঁহারা গৃহেই থাকেন তাঁহারা কখনও যোগী হইতে পারেন না। গৃহস্থদিগের মধ্যেও প্রকৃত যতি ছিলেন। যতিত্ব গৈরিকবসন-পরিধারী, কাষ্ঠদণ্ডধারিদিগের একায়ত্ত নহে। বাহিরে সন্ন্যাসী, হৃদয়ে গৃহী, আবার বাহিরে গৃহী অন্তরে সন্ন্যাসী—যথার্থ বৈরাগ্যবান্, যথার্থ আত্মবিৎ হইতে পারেন। 'গৃহ' শব্দ 'ভার্য্যা' ও 'শালা' এই দ্বিবিধ অর্থের বাচক ("গৃহশব্দো ভার্য্যায়াং শালায়াঞ্চ বর্ত্ততে।"—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের গার্গনারায়ণী বৃত্তি)। 'গৃহের সহিত গৃহে আসিয়াছেন,'

এখানে প্রথম 'গৃহ' শব্দের অর্থ ভার্য্যা, উত্তর 'গৃহ' শব্দের অর্থ শালা ("সগৃহো গৃহমাগতঃ ইত্যত্রহি পূর্ব্বো গৃহশব্দঃ ভার্য্যাবচনঃ। উত্তরস্তু শালাবচনঃ।"—আশ্বলায়ন গৃহ্যবৃত্তি)। গৃহ শব্দ পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'গৃহস্থ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ('সুপিস্থ্য')। গৃহে—দারাতে যিনি স্থিত, কৃতদার হইয়া যিনি দারাতে অভিরমণ করেন, যিনি দ্বিতীয় আশ্রমী, তিনি গৃহস্থ, 'গৃহস্থ' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

'যৎ' ধাতুর উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া 'যতি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ('সর্ব্বধাতুভ্য ইন্।'—উণা ৪।১১৭)। 'যৎ' ধাতুর অর্থ চেষ্টা করা। যিনি মোক্ষার্থ চেষ্টা করেন, যিনি নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রাম—সংযতাত্মা, তিনি যতি (যততে—চেষ্টতে মোক্ষার্থমিতি)।

'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ সম্যগ্‌রূপে ন্যাস—ত্যাগ।

জিজ্ঞাসু রমা—সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ বলিতে কি বুঝিব? কাহার সম্যগ্‌রূপে ত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হয়?

বক্তা—যাহা বস্তুতঃ ত্যাজ্য, অর্থাৎ যাহা বিশুদ্ধ বা অব্যভিচারিভাবে পূর্ণরূপে সৎ নহে, যাহা এই দুঃখময় ভবপারাবারে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত হইবার কারণ, তাহাকে সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করাই সন্ন্যাস শব্দের প্রকৃত অর্থ। ঈশাবাস্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জগতে জগৎ বলিতে যাহা বোধ হয়, জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারাত্মক যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তৎ সমস্তই পারমার্থিক দৃষ্টিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ। অনন্ত, অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মের মায়াশক্তিই জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, হইয়া থাকে, অতএব জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন কর, জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তকে সর্ব্বব্যাপক পরমেশভাবদ্বারা আচ্ছাদন কর। ভোক্তৃ ভোগ্য বা দ্রষ্টৃ দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান জগৎকে ব্রহ্মরূপে অবধারণ কর। জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবিত করিতে পারিলে, জগতের সাধারণতঃ উপলভ্যমান রূপ পরিত্যক্ত হইবে, জগতে অনাত্মভাবের দৃষ্টি বিলোপ প্রাপ্ত হইবে, জগতে অনাত্মভাবের ধারণা সর্ব্বশঃ বিলোপ প্রাপ্ত হইলেই যথার্থ সন্ন্যাস হইয়া থাকে। সংসারে যতদিন থাকিতে হইবে, ততদিন একেবারে কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকা অসম্ভব, কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম না করিয়া থাকা যায় না।

জিঃ নন্দঃ—জগৎকে ব্রহ্মরূপ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে কিরূপে ভোক্ত-ভোগ্য সম্বন্ধজনিত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে? ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিনা ভাগ্যে জগ সুখ কাঁহা মোক্ষ নর হোয়।
ভোগ মোক্ষ যো নর চাহে পুণ্য কামাবে সে ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুখ এবং মোক্ষ কামনা করে, সে ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করুক কারণ একমাত্র পুণ্য কর্ম্ম দ্বারাই জীবের সুখ লাভ ঘটিতে পারে।

"ইচ্ছা গেহি, চিন্তা গেহি, মনমে নেহি প্রবাহ।
যিস্ মন্‌মে সন্তোষ হ্যায় ও-ই শাহন্‌শাহ ॥"

অর্থাৎ মনে যদি চিন্তা বা কোনরূপ ইচ্ছা না থাকে তবে বাসনার প্রবাহ বন্ধ হওয়ায় সে চিত্তে সদা সর্ব্বদা সন্তোষ বিরাজ করে, সুতরাং সেইরূপ ব্যক্তিই শাহনশাহ তুল্য।

সাধুবাবার আর একটি দোহা এইরূপ :—

"ফিকির সব কো খা লিয়া ফিকির জগৎকো পীর।
যো ফিকিরকা ফাঁকা করে উসকো নাম ফকির ॥"

অর্থাৎ চিন্তাই সকলকে নষ্ট করে। চিন্তাই সকল ব্যক্তির গুরুস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই চিন্তাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই প্রকৃত সাধু ব্যক্তি।

"জীব ঈশকো ভেক্ ধর মে বর্ত্তে আপ।
মে এক দুসর ঈশতু এহি দ্বৈত সন্তাপ ॥"

জীবই ঈশ্বরের রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ এক ঈশ্বরই সর্ব্বপ্রপঞ্চে ব্যাপক রহিয়াছেন। জীব যখন নিজকে ও ঈশ্বরে ভিন্ন দেখে তখনই সুখ দুঃখ নানা প্রকার বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু যখন তাহার এ ভিন্ন ভাব বিদূরিত হইয়া—'তিনি এবং আমি এক' এই বোধ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া যায়, তখন সকল দুঃখেরই বিনাশ হইয়া যায়। সে ব্যক্তি দেহধারী হইলেও তাহার জীবন্মুক্ত অবস্থা।

"অহো, আত্মম্ অনুভূতি মে বিস্তা সর্ব্ব সমাপ্ত।
বিস্তা ভ্রান্তি প্রশান্তি হিত, পৃথক্ না বিপাক্ না প্রাপ ॥"

অর্থাৎ আত্ম অনুভূতি একবার হইলে সর্ব্ব বিদ্যার সমাপ্তি হইয়া যায়। বিদ্যার প্রয়োজন কেবল ভ্রান্তি নাশের জন্য। এতব্যতীত বিদ্যার আর কোন প্রয়োজন নাই।

"ফল কারণ ফুলিবন্ রয়, ফল ভয়াত ফুল বিলয়।
জ্ঞান কারণ কর্ম্ম অভ্যাস, জ্ঞান ভয়াত কর্ম্ম নাশ॥"

অর্থাৎ বৃক্ষে যে ফুল হয় তাহা ফলের জন্যই হয়। যখন বৃক্ষে ফল হয় তখন ফুলটি নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ জ্ঞান লাভের জন্যই কর্ম্ম এবং উপাসনা অভ্যাস করিতে হয়। হৃদয়ে যখন জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তখন আর কর্ম্মের প্রয়োজন না থাকায় নিজ হইতেই কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়।

"বিদ্যাহিকা ব্রহ্মগতি প্রদায়া, বোধেস্ত কে যস্ত বিমুক্তিহেতু।
কো লাভ আত্মা গমহি যো বৈজিতঃ জগৎ কেন মনহি এন॥"

অর্থাৎ—বিদ্যা কি?—যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। বোধ কি?—যাহার দ্বারা জীব মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। লাভ কি—যদি জীব আত্মাকেই জ্ঞাত হইতে পারে? জগৎকে কে জয় করিয়াছে?—যে ব্যক্তি মনকে জয় করিতে পারিয়াছে।

সাধুবাবা আরও একটি দোহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে রামের কৃপা এবং সদ্‌গুরুর কৃপা ও প্রকৃত সাধু সঙ্গ যখন হয় তখন জীব কিছু কিছু বুঝিতে সমর্থ হয়। তখন সে বুঝিতে পারে—'আমি কি।' নচেৎ সে বিষয়-রসে ডুবিয়া থাকে। বিষয়-রসে চিত্ত নিমগ্ন থাকিলে কদাচ অজ্ঞানতা দূর হয় না। বাবার আর একটি দোঁহা এই :—

"আত্মা পরমাত্মা যুদা রহে বহুকাল,
সুন্দর মেলা কর দিয়া সদ্‌গুরু মিলে দালাল॥"

অর্থাৎ—আত্মা এবং পরমাত্মা বহুকাল ধরিয়া ভিন্ন থাকে, যতদিন না সদ্‌গুরু রূপ দালাল উভয়কে সুন্দররূপে মিলন করাইয়া না দেন।

সাধুবাবা আরও একটি শ্লোক বলিলেন,—তাহা এই :—

"শান্তি তুল্যং তপোনাস্তি, ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
ন চ তৃষ্ণায়াঃ পরমো ব্যাধিঃ ন চ ধর্ম্ম দয়া সমম্॥"

অর্থাৎ—শান্তির তুল্য তপ নাই, সন্তোষের তুল্য সুখ নাই, তৃষ্ণার মত ভীষণ ব্যাধি নাই এবং দয়ার সমান ধর্ম্ম নাই। সাধুবাবা আমাদিগকে বলিতে

ছিলেন যে মনকে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসনা করিতে হইবে। মন হইতে যদি সর্ব্ব ইচ্ছা ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায় তবে সে মনে অবশ্যই সন্তোষ আসিবে। আর একটী কথা বলিলেন, "মোহই জীবের যত দুঃখের হেতু। জীবের মোহ ত্যাগ হইলে অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধি গেলেই সে হৃদয়ে পরম শান্তি বিরাজ করিবে।" এই সকল কথা হইতে সাধুবাবা একটী বেশ সুন্দর গল্প বলিয়া শুনাইলেন। যতটুকু স্মরণ আছে সাধ্যমত লিখিতেছি। গল্পটী এইরূপ :—

ঈশ্বরের সহধর্ম্মিনী মায়া এবং মায়ার পুত্র মন। মনের দুই স্ত্রী প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির পুত্রমোহ অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধি। বা আসুরী সম্পত্তি। নিবৃত্তির পুত্র বিবেক অর্থাৎ দৈব সম্পত্তি বা সদ্ কিম্বা বিচার বুদ্ধি। বিবেকের দুই স্ত্রী—সুবুদ্ধি ও শ্রুতি। বিবেক সুবুদ্ধির সহিত বিচার পূর্ব্বক বুঝিলেন, দুষ্ট মোহ নিজ পিতা যে ভগবান তাহাকে একেবারে অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ ভগবান যে মায়াদ্বারা জীব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মোহ তাহাতে রাজা হইয়া বসিয়াছে। এই মোহের হস্ত হইতে জগৎ প্রপঞ্চ উদ্ধার করা প্রয়োজন। এই মোহই সংসাররূপী চক্র ঘুরাইতেছে। মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা। বোধ শক্তির দ্বারা ধ্বংস করিয়া যেরূপেই হউক জীবের মনে জ্ঞানের সঞ্চার করিতেই হইবে। মোহের নাশ হইলেই সংসার বন্ধন নাশ হইয়া যায়। বিবেক এইরূপ বহুচিন্তা করিয়া শ্রুতির সহিত একত্র হইয়া যাহাতে বোধরূপী পুত্র উৎপন্ন হয় এবং মোহের বিনাশ সাধিত হয় তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টায় রত হইলেন। পরমাত্মার প্রতি যে সাত্বিক শ্রদ্ধা—তাহার পুত্রী শান্তি। এই শান্তিতে এবং উপনিষদে মিলন ঘটান প্রয়োজন। উপনিষদ হইল ব্রহ্ম বিদ্যা। মোহ রাজা যখন এই সকল পরামর্শ জানিতে পারিল তখন সে তাহার মন্ত্রী কুবুদ্ধির সহিত পরামর্শ জানিতে বসিয়া গেল। যাহাতে শান্তি এবং উপনিষদে মিলিত হইয়া প্রবোধ রূপী পুত্র না জন্মাইতে পারে, পথেই যাহাতে শান্তির বিনাশ সাধিত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সে সচেষ্ট রহিল। মোহ নিজ মন্ত্রী কুবুদ্ধিকে প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলে, সে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্রতি কি আদেশ হয়?" তখন মোহ কুবুদ্ধিকে আদ্যন্ত বিষয় জানাইয়া বলিল, "কি উপায়ে শান্তিকে নাশ করিতে পারাযায় বলত? ইহার উপায় তোমাকে যে প্রকারেই হউক করিতেই হইবে।" কুবুদ্ধি বলিল, "ইহার উপায় আমি এখনই করিতেছি। আমাদের

সেনাপতি ক্রোধ, তাহাকে আপনই একবার জিজ্ঞাসা করুন—তাহার কিরূপ পরাক্রম।" তখনই সেনাপতি ক্রোধকে 'তলব' দেওয়া হইল। ক্রোধ উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি কি আদেশ জানিতে চাহিলে,—মোহ তাহাকে বলিল, "তোমার কিরূপ ক্ষমতা আছে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।" তদুত্তরে ক্রোধ বলিল, "আমার সমস্ত প্রতাপ আমি নিজ মুখে বলিতে সমর্থ হইব না। তবে আমি সামান্য পরিচয় দিতেছি। যাহার উপর আমি আবির্ভূত হই সে ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হয় তাহা একবার শ্রবণ করুন। যাহার উপর আমার আবির্ভাব হয় তাহার মুখ মণ্ডল তৎক্ষণাৎ বিকৃত আকার ধারন করে। যে বিদ্বান তাহার বিদ্যা সে সময় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যে চক্ষুষ্মান তাহাকে আমি অন্ধ করিয়া দিই। যাহার শ্রবণ শক্তি আছে আমার আবির্ভাব হইলে সে তৎক্ষণাৎ বধির হইয়া যায়। যে বুদ্ধিমান, চতুর—তাহার বুদ্ধিনাশ হইয়া যায়! ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির ধৈর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন আমার আগমন হয় তখন সে কোন হিতকারী ব্যক্তির বাক্যও গ্রহণ করে না, সুতরাং যাহার সর্ব্বরূপে এইরূপ বিকৃতাবস্থা ঘটে তাহার শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? সাধুবাবা তাঁহার সুললিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে কয়েক লাইন পদ্য বলিলেন, "অন্ধ করু দৃক্‌বন্তন কো শ্রুতবন্তকো বদরো কার ডারু। ধৃৎবন্তন কো আধিরা করু, পুন চাতরকি মতি দূর নিবারো। হেতু কার্য্যকো না পিখে কর্‌হি পড়েও যেতনো ক্ষণমাহে বিশারো॥" ক্রোধের এইরূপ বাক্য শ্রবণে মোহ বলিল, "সাবাস্, তবে তুমি এখনই রওনা হও, সত্বর গিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া শান্তিকে ধ্বংস কর।"

শ্রীরামঃ শরণং মম

শ্রীরামগীতা অধ্যয়নারম্ভে।

প্রথম কথা।

জীবের সংসার ভ্রমণ—দুর্ল্লভ মানব জন্ম সফল করিবার কথা।

পরোপকার, দেশমাতৃকার সেবা, ধর্ম্ম কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান, স্বাধ্যায়ের জন্য শাস্ত্রপাঠ, সংসারকর্ম্ম—এই সকল, যদি হরি কথায় রতি উৎপাদন না করে—যদি উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনে—শ্রীভগবানের যশোগানে রুচি উৎপাদন না করে তবে"শ্রম এব হি কেবলম্" তবে এই সকল কর্ম্মে বৃথাই শ্রম করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

সম্যক্ অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্মাচরণ যদি হরি কথায় রতি উৎপাদন না করে তবে পুরুষের অনুষ্ঠান শুধু শ্রম মাত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবত এই কথা বলিতেছেন। ঐ গ্রন্থ আরও বলিতেছেন—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধি দত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোক গুণানুবর্ণনম্ ॥

এই যে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন—ইহাকেই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের নিত্য ফল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাই শ্রীভাগবত বলিতেছেন—এই সমস্ত করিয়াও যদি হরি কথায় রুচি না জন্মে তবে "শ্রম এব হি কেবলম্"—কারণ সমস্ত আত্মহিতকর ও লোকহিতকর ধর্ম্মকর্ম্মের নিত্যফল হইতেছে "উত্তমঃশ্লোক গুণানুবর্ণনম্"। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী বঙ্গ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। একাধারে তিনি ভক্ত ও জ্ঞানী। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যার আরম্ভে বলিতেছেন—

অনুদিনমিদমায়ুঃ সর্ব্বদাসৎপ্রসঙ্গৈ
বহুবিধ পরিতাপৈঃ ক্ষীয়তে ব্যর্থমেব।
হরিচরিতসুধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ
ক্ষণমপি সফলং স্যাদিত্যয়ং মে শ্রমোঽত্র ॥

দিন দিন আয়ু বৃথা ক্ষয় হইতেছে। কিরূপে? সর্ব্বদা অসৎ প্রসঙ্গে—অসৎ কর্ম্ম—অসৎ বাক্যালাপ—অসৎ ভাবনায়। ইহার ফলে কি আসিতেছে—বহুবিধ পরিতাপ—বহুবিধ আত্মগ্লানি—বহুবিধ যাতনা—বহুবিধ দুঃখ ও দৈন্য। অসৎ প্রসঙ্গেই জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

জীবন সফল হইবে কিসে? তিনি বলিতেছেন—হরিচরিত সুধা হৃদয়ক্ষেত্রে সিঞ্চন কর—একক্ষণেই ইহা জীবন সফল করিবে। এই জন্যই ভাগবত লিখিয়া লিখিয়া অধ্যয়নে আমার শ্রম।

এ কথার সত্যতা কি অনুভব কর?

নানাবিধ শরীরস্থা অনন্তা জীবরাশয়ঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ তেষামন্তো ন বিদ্যতে ॥
অসারে ঘোর সংসারে সর্ব্বদুঃখমলীমসে।
ঘোর দুঃখ প্রভাবেন ন সুখী জায়তে ক্বচিৎ ॥
মহা রোগে মহা দুঃখে মহা দারিদ্র্যশঙ্কটে।
নানা ব্যাধিগতে বাপি নানা পীড়াদি শঙ্কটে ॥
রাজধ্বংসে রাজভয়ে কারাগারগতে পুনঃ।
তথা গ্রহপীড়নে চ জলবহ্নিসমাকুলে ॥
সর্ব্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল!
কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ শঙ্কর ॥

অনন্ত জীবরাশি নানাবিধ শরীরে প্রবেশ করিয়া কতবার জন্মিতেছে কতবার মরিতেছে তাহার কি অন্ত আছে? সর্ব্বপ্রকার দুঃখে মলিনীভূত এই অসার ঘোর সংসারে ভীষণ দুঃখ প্রভাবে কেহই ত সুখী নহে। উৎকট রোগ, মহা দুঃখ, মহা দারিদ্র্য শঙ্কট—নানাবিধ ব্যাধি—বহুপ্রকারের পীড়াশঙ্কট, রাজধ্বংস, রাজভয়, পুনঃ পুনঃ কারাগারে গমন—গ্রহপীড়া, জলভয়, অগ্নিভয়—আহা! মানুষ কত দুঃখই না পায় এখানে! হে সর্ব্বজ্ঞ—হে ভক্তিসুলভ—হে শরণাগত বৎসল—হে দেবতাগণের ঈশ্বর—হে শঙ্কর বল কোন্ উপায়ে জীব উদ্ধার পাইবে?

উদ্ধার পাইবার জন্যই জীব মনুষ্য জন্ম পায়। মনুষ্যজন্ম বড় দুর্ল্লভ জন্ম। হায়! ইহা কয়জন বোঝে? দন্ত থাকিতে দন্তের মর্য্যাদা কয়জন করে? দন্ত গেলে তবে বোঝে কত অসুবিধায় মানুষ পড়িল। কত যোনি ঘুরিয়া ফিরিয়া—কত ক্লেশ ভুগিয়া—মানুষ মানব জন্ম পায় ইহা যখন জানিতে পারে—যখন জানিতে পারে কিসের জন্য এই দুর্ল্লভ জন্ম মানুষ পাইল—তখন এই জন্ম সফল করিতে মানুষ চেষ্টা করে। যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারা জানেন যে জন্ম সফল করিতে হইলে কত কি করিতে হয়। কত জন্মের পরে মানব জন্ম হয় ইহা বলিয়া দিবে কে? শাস্ত্র যদি না মান—আসন্ন চেতনের মত যদি শাস্ত্র উড়াইয়া দাও তবে শাস্ত্র যে অজ্ঞাতজ্ঞাপক ইহাতে তোমার বিশ্বাসই হইবে না। যাহাদের সুকৃতি আছে তাঁহারাই শাস্ত্র মানিতে পারেন। যাঁহারা শাস্ত্র প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভগবান্ ভৃগুদেবের ভৃগু-সংহিতায় আপন জন্মের ফলাফল ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিয়া শাস্ত্র বিশ্বাস করিয়াছেন। কবিও বলেন "করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন—মতিরহু তুয়া পরসঙ্গে"। এই "কর্ম্ম বিপাক" গ্রন্থ বলিতেছেন—

স্থাবরাস্ত্রিংশ লক্ষাশ্চ, জলজা নব লক্ষকাঃ।
কৃমিজা দশ লক্ষাশ্চ, রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥

তুমি কি বিশ্বাস করিবে—আজ তুমি শ্রেষ্ঠজন্ম পাইয়াছ কিন্তু তোমাকেই চুরাশি লক্ষবার নানা যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া—নানা দুঃখ দেখাইয়া—সর্ব্বদুঃখ শান্তির জন্য শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম দেওয়া হইয়াছে। ত্রিশ লক্ষবার বৃক্ষলতাদি স্থাবর যৌনিতে ঘুরিয়াছ—কত দুঃখ তখন পাইয়াছ। বৃক্ষের শাখাচ্ছেদ, বৃক্ষের শাখা ভগ্ন, বৃক্ষলতা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা, তুমি বৃক্ষমধ্যে এই সমস্ত দারুণ যাতনা ভোগ করিয়াছ। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ দেখাইতেছেন যে বৃক্ষলতাদি দুঃখ অনুভব করিতে পারে, ঔষধাদি প্রয়োগে বৃক্ষলতাদির মধ্যে কার্য্য হয়; এমন কি ফলহীন বৃক্ষকে ঔষধাদি দিয়া ফলপ্রসব করিতেও দেখা যায়। তারপরে নয় লক্ষবার হাঙ্গর কুম্ভীর মৎস্যাদি হইয়াছ—মানুষের কত অত্যাচার তখন তোমাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। তুমি বুঝিতে পারনা কত জীব সমুদ্রমধ্যে থাকে। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন, সমুদ্র মধ্যে জাহাজ চলিতেছে—তখন মধ্যরাত্রি—ভয়ানক ঝড় হইতেছে। জাহাজকে সমুদ্রের মধ্যস্থানে স্থির

করিয়া রাখা হইয়াছে আর সমুদ্রের জলে সার্চলাইট ফেলিয়া সমুদ্রের অবস্থা দেখা হইতেছে। আহা! কত ভয়ানক জলজ জন্তু সমুদ্র মধ্যে—কোন কোনটি দুই তিন শত হস্ত বিস্তৃত। মানুষ ইহাদিগকে দেখিয়া ভয় পায় আর সংহার করিবার জন্য গুলি করে এই সমস্ত জন্তু আবার আপনা আপনি বিবাদ করে—আপনা আপনি খাওয়া খায়ি করে। তুমি এই সব হইয়াছ নয় লক্ষ বার। মৎস্যের যাতনা কত তাহা কি দেখনা? মানুষ জীবন্ত মৎস্য ধরিয়া আছাড় মারে, জীবন্ত মৎস্য কাটিয়া রক্তারক্তি করে, জীবন্ত মৎস্য খাইবার জন্য তপ্ত খোলায় ফেলে—আহা! আগুণে পড়িয়া তুমিই কত ছট্‌ফট্‌ করিয়াছ—হরি হরি! এই সমস্ত চিন্তা করিয়াও কি অসৎসঙ্গ ছাড়িবেনা? অসৎসঙ্গ করিয়াই নিম্ন যোনিতে পড়িয়া কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছ—কর্ম্মক্ষয়ে তোমাকে দুর্ল্লভ জন্ম দেওয়া হইয়াছে—আর না কষ্টে পড় এই জন্য। কিন্তু এই দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়াও যদি অসৎকার্য্য—অসৎ বাক্যালাপ—অসৎ ভাবনা করিয়া ইহা হেলায় হারাও তবে যে আবার ঐ সমস্ত ক্লেশ চুরাশি লক্ষ বার ভুগিতে হইবে—পুনঃ পুনঃ জন্মিবে, পুনঃ পুনঃ মরিবে আর যাতনার পর যাতনাই পাইবে।

ইহার পরে দশ লক্ষবার কৃমি হইয়াছ। বিষ্ঠার কৃমি হইয়াছ—জীবের মৃত-দেহ পচিয়া গেলে তাহাতে কৃমি হইয়াছ, কুষ্ঠাদি ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের কৃমি হইয়াছ, দুষ্ট ভোজনে পেটের মধ্যে কৃমি হইয়া কতই যাতনা পাইয়াছ। এমন মূর্খ কে আছে যে দুর্ল্লভ মানব জন্ম বিফল করিয়া আবার কৃমি কীট হইয়া পশুপক্ষ্যাদির ভক্ষ্য হইতে ইচ্ছা করে? দেখিতে কি পাওনা পক্ষী কৃমি কীটকে ধরিয়া কিরূপ ঝাকি দেয়—দিয়া সংহার করিয়া আহার করে। অহো! অসৎসঙ্গ হইতে বিরক্ত হও—হইয়া হরিকথামৃত হৃদয়ে সিঞ্চন কর। তাহার পরে রুদ্রলক্ষ বা এগার লক্ষবার তুমিই পক্ষী হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ মানুষ পক্ষীজাতিকে কিরূপে শীকার করে। পক্ষী জাতি রৌদ্রে জলে ঝড়ে কত ক্লেশ পায়—এক পক্ষীকে অন্য পক্ষী কিরূপে সংহার করে—সর্পাদি পক্ষীকে ধরিয়া কিরূপে উদরস্থ করে। মানব কি ভাবে পশুকে বধ করে। কসাইখানায় যখন পশুকে তাড়াইয়া লইয়া যায় তখন কি দৃশ্য দেখিয়া পশু এত কাতরধ্বনি করে। তারপর বিশ লক্ষবার তুমিই নানাবিধ পশু-যোনিতে জন্মিয়া ক্লেশ পাইয়াছ। আবার কি পশু যোনিতে পড়িতে চাও? দেখিতে কি পাওনা—ঐ যে বলদ, ঐ যে মহিষ, ঐ যে পঞ্চবাষ্প অশ্ব—ভীষণ আতপে গুরুভার টানিতে পারিতেছে না, মুখে ফেনা উঠিতেছে—পুনঃপুনঃ জিহ্বা বাহির করিয়া নাসিকার ভিতরে

দিতেছে—আর চালক ঐ অবস্থায় নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে—আহা! চক্ষের জলে পশুর চক্ষের কোল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে—নিঃশব্দে পশু কতই কাঁদে —চক্ষের জল মুছাইতে ত কেহই নাই।

এই হইল ৩০+৯+১০+১১+২০=৮০ লক্ষ জন্ম। ইহার পরে চারি লক্ষ বার নানা প্রকারের নানা স্বভাবের নরনারী হইয়াছ তুমিই। কখন নরখাদক হইয়াছ, কখন আরশোলা, ইঁদুর, গোসাপ ভক্ষক হইয়াছ, কখন ম্লেচ্ছ, কখন প্রেতসমান নিতান্ত অপবিত্র নিতান্ত কুৎসিৎ ভোজী হইয়াছ! কখন ডাকাত, চোর, লম্পট, অতিশয় নিষ্ঠুর, হইয়াছ। কখন কত লোককে ছুরী মারিয়াছ, কত লোকের খড়্গাঘাত খাইয়াছে, কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছ, কতভাবে কতবার ধরিয়া নিজে নষ্ট হইয়াছ—এইভাবে নীচ শ্রেণীর মানুষ হইতে ক্রমে যাতনা ভোগ ও কর্ম্মক্ষয় করিয়া উচ্চ স্তরের মানুষ হইয়াছ। উচ্চ স্তরের মানুষ তাঁহারাই যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে রজঃগুণকে চালিত করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন। সত্ত্বগুণ প্রবল রজোগুণের কর্ম্ম হইতেছে শম বা মনের নিগ্রহ, দম বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধানাদি। তপঃ কাহাকে বলে শুনিবে? তপঃ শব্দেন চিত্তপ্রসাদ হেতুভূতং ব্রত নিয়মাদি কর্ম্মোচ্যতে। যদ্বা "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি শ্রুতে স্তপঃ শব্দেন ব্রহ্মবিষয় জ্ঞানমুচ্যতে ইতি। তপঃ শব্দেন নিদিধ্যাসন জন্য পরিপাক বৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানমুচ্যতে। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদ্যুপবাসাদি লক্ষণং মুখ্যংতপঃ। "তপোনানশনাৎ পরম্" ইতি শ্রুতেঃ। স্বাধ্যায়রূপং চ তপঃ। সমনস্কেন্দ্রিয়াণামৈকাগ্ররূপং চ তপঃ।

মোটামুটি জানিয়া রাখ একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি, মহাষ্টমী ইত্যাদি তিথিতে নির্জ্জলা উপবাস প্রধান তপস্যা। স্বাধ্যায়ও তপস্যা—ইন্দ্রিয়সহ মনকে একাগ্র করাও তপস্যা! একাগ্র হওয়াই ধ্যান, এতদ্ভিন্ন আপনাতে উপাস্য বস্তুর ভাবনা করা রূপ নিদিধ্যাসনও তপস্যা। আর জ্ঞান লাভের অনুষ্ঠানও তপস্যা। ফলে চিত্ত প্রসাদ লাভ করিবার জন্য যে ব্রত নিয়মাদি পালন করা হয় তাহাই তপস্যা।

জগৎপিতা কৃপা করিয়া জগন্মাতাকে বলিতেছেন—

সোপান ভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং।
য স্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ॥

উত্তমাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয় সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেৎ ব্রহ্মঘাতকঃ॥

মোক্ষের সোপান স্বরূপ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি—ইহা লাভ করিবার জন্য দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়াও যিনি চেষ্টা না করেন—যিনি আত্মাকে এই ঘোর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন না করেন—তাঁহার অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কে আছে? তাহার উপরেও উত্তম জন্ম—সমস্ত ইন্দ্রিয় সুস্থাবস্থায় লাভ করিয়াও যিনি আত্মহিত কিসে হয় জানিতে অনিচ্ছুক—সেইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মঘাতী—। এই জন্যই বলা হইয়াছে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"
আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥৬।৫ গীতা

বিচারযুক্ত মন দ্বারা আত্মাকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিবে; যেহেতু নিবৃত্তি মার্গের মনই জীবের বন্ধু আর বিষয়াসক্ত প্রবৃত্তি মার্গের মনই জীবের শত্রু।

তবেইত হইল অসৎ প্রসঙ্গে আয়ুক্ষয় না করিয়া সৎ বস্তু যে ভগবান্ তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে—কি লৌকিক কর্ম্ম, কি বৈদিক কর্ম্ম সমস্তই তাঁহার কৃপালাভের জন্য করিতে হইবে, বাক্যে তাঁহারই প্রসঙ্গ লইয়া থাকিতে হইবে আর ভাবনায় হরি কথা দ্বারা মন ভিজাইতে হইবে। ইহা না করিয়া অসৎ প্রসঙ্গ যদি সর্ব্বদা কর তবে বিষম বিপদে পড়িবে। আজ হয়ত বুদ্ধিমান হইয়া বলিতে পার পরজন্ম নাই—আর যদিই থাকে তবে পরজন্মের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদা ভোগসুখ ত্যাগ করা উচিত নহে, বেশ সুস্থ আছি—শাস্ত্রের কথা মানিয়া সুস্থ মানুষকে ব্যস্ত করা কি আর বুদ্ধিমানের কার্য্য?

পরজন্মের চিন্তা হইতে মনকে যতই সরাইয়া রাখনা কেন একদিন এমন আসিবে যখন মরণমূর্চ্ছায় বড় যাতনা পাইবে। সেই সময়ে তোমার হৃদয়ে তোমার কর্ম্ম চক্র একবার ঘুরিবেই। তখন যে যে কর্ম্ম এই জীবনে করিয়াছ তাহারা মূর্ত্তি ধরিয়া আসিবেই। তোমার বুদ্ধিত কুবুদ্ধি! যদি সুবুদ্ধি তোমার থাকে তবে শ্রুতির বাক্য তুমি অগ্রাহ্য করিতে পারনা।

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ ৩৫ মন্ত্র হইতে বৃহদারণ্যকে শ্রুতি দেহান্তর প্রাপ্তিকালে জীবের কি ভীষণ যাতনা হয় তাহাই দেখাইতেছেন।

তদ্ যথানঃ সুসমাহিতমুৎসর্জ্জদ্ যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি, যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি॥৩৫

অনঃ = শকট ॥ সুসমাহিতং = নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার পূর্ণ ॥ যথা উৎসর্জ্জৎ = যেরূপ শব্দ করিতে করিতে ॥ যায়াৎ = চলিতে থাকে ॥ এবম এব অয়ং শারীর আত্মা = এইরূপই এই শরীরাভিমানী জীবাত্মা ॥ প্রাজ্ঞেন আত্মনা = প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক ॥ অন্বারূঢ় = পরিচালিত হইয়া ॥ উৎসর্জ্জন্ যাতি = মর্ম্মচ্ছেদ দুঃখ বেদনায় কাতর শব্দ করিতে করিতে ॥ যাতি = বিদ্যমান দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কখন যায়? যত্র = যখন ॥ এতৎ = এইরূপ উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি = ইহার উর্দ্ধশ্বাস হয় ॥

প্রাণপ্রয়াণসময়ে যখন জীবের উর্দ্ধশ্বাস হয় তখন নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার পূর্ণ শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলিতে থাকে, ঠিক এইরূপই শরীরাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া মর্ম্মচ্ছেদ দুঃখ বেদনায় কাতর শব্দ করিতে করিতে উপস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

মৃত্যুকালে মানুষের যে ঘন ঘন উর্দ্ধশ্বাস হয় তাহাত সকলেই দেখে। তখন মর্ম্মগ্রন্থি সকল ছিন্ন হইতে থাকে তাই মানুষ দুঃখ যাতনায় কাতর হইয়া ছটফট্ করে।

এই সমস্ত বলিয়া মানুষের ভয় উৎপাদন করা হইতেছে কেন? মানুষের ভয় কতটুকু স্থায়ী হয়? যদি বরাবরের জন্য ভয়টা থাকিয়া যাইত তাহা হইলে মানুষ সাবধান হইত। বৈরাগ্য না জন্মিলে মানুষের ধর্ম্মানুরাগ স্থায়ী হইতেই পারেনা। এইজন্য ভগবতী শ্রুতি দয়াদ্র হইয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিতেছেন এবং ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতির কথাই বলিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন—দৃশ্যমানস্যাপ্যনুবদনং বৈরাগ্যহেতোঃ—ঈদৃশঃ কষ্টঃ খল্বয়ং সংসারঃ, যেনোৎক্রান্তিকালে মর্ম্মসূৎকৃত্যমানেষু স্মৃতিলোপঃ, দুঃখ বেদনার্ত্তস্য পুরুষার্থসাধন প্রতিপত্তৌ চাসামর্থ্যং পরবশীকৃত চিত্তস্য। তস্মাৎ যাবদিয়মবস্থা নাগমিষ্যতি, তাবদেব পুরুষার্থ সাধন কর্ত্তব্যতায়াম্ অপ্রমত্তো ভবেৎ—ইত্যাহ কারুণ্যাৎ শ্রুতিঃ ॥

সকলেই যাহা দেখে তাহাই যে বলা হইতেছে সে কেবল বৈরাগ্য দৃঢ় করিবার জন্য। আহা! এই সংসার এমনই কষ্টকর যে দেহত্যাগের সময়ে যখন মর্ম্মগ্রন্থি সকল ছিন্ন হইতে থাকে তখন কি যে করিবে এই স্মরণশক্তি লোপ পায় (ভগবানকে স্মরণ করিলে যে যমের ভয় থাকেনা—এই স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়—অহো! মানুষ কত নিরাশ্রয়); দুঃখ যাতনায় মানুষ অতিশয় কাতর হয়—কিন্তু চিত্ত নিজের বশে থাকেনা বলিয়া নিজের হিত সাধনের

চেষ্টাতে সার্থক থাকেনা। এখনও এ অবস্থা আসিতেছে না—মানুষ এখনও সতর্ক হও—হইয়া আপনার হিতসাধন অনুষ্ঠানে মনোযোগী হও। আহা! মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি দয়া করিয়া এই উপদেশ দিতেছেন।

শরীর থাকিলেই বার্দ্ধক্য আসিবে—রোগ যাতনা হইবে—রোগ জনিত সন্তাপে অগ্নিমান্দ্য হইবে—আর দিন দিন শরীর কৃশ হইবেই ইহা জান—জানিয়া বৈরাগ্য আন অনাসক্তি আন। মরণের কোন নিয়মই নাই—নানাকারণে মৃত্যু হইতে পারে। তস্মাৎ সর্ব্বদা মৃত্যো রাজ্যে বর্ত্ততে ইতি। আমরা সর্ব্বদাই মৃত্যুমুখে পতিত রহিয়াছি। এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সর্ব্বদা ভগবানের শরণাপন্ন হও—ইহাই কর্ত্তব্য।

রাজার কোথাও গমন করিতে হইলে রাজভৃত্যেরা রাজার গন্তব্য স্থানে অগ্রে যাইয়া এই রাজা আসিতেছেন—এই রাজা আসিতেছেন বলিয়া যেমন অন্ন পানীয় সংগ্রহ করে, গৃহ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ দেহের রাজা যে আত্মা—দেহান্তর প্রাপ্তি সময়ে তাহার কোন ভৃত্য ত থাকে না—কিন্তু ইহাঁর কর্ম্মফল ধরিয়া ইহাঁরই দেহাশ্রিত বর দেবতাগণ ইহার ভোগের উপযুক্ত দেহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতীক্ষা করেন। মানুষের ইন্দ্রিয়াধিপতি সমস্ত দেবতা মানুষের কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ফলের ভোগের সাধন সমূহ লইয়া "আমাদের ভোক্তা—আমাদের কর্ত্তা এই ব্রহ্ম আসিতেছেন—ব্রহ্ম আসিতেছেন" —বলিতে বলিতে অপেক্ষা করেন। যখন আত্মার ঊর্দ্ধশ্বাস হয়—সেই মরণ কালে সমস্ত প্রাণ চক্ষু প্রভৃতি আত্মার অনুগমন করে অর্থাৎ প্রাণ প্রয়াণ সময়ে আত্মার ভোগের উপকরণ বাক্ প্রভৃতি এই ভোক্তা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে গমন করিয়া থাকে ও কর্ম্মোচিত দেহ গঠন করিয়া ইহাঁরা আত্মাকে বলেন "মহারাজ! আপনার এই বাসভবন প্রস্তুত হইয়াছে—এই ভবনে আসুন"। যিনি সারা জীবন আহার নিদ্রা ইত্যাদির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—নিজের জন্যই হউক বা স্ত্রীপুত্রকন্যাদের জন্যই হউক ভোগ ভিন্ন অন্য কিছুই যিনি করেন নাই তাঁহার জন্য এমন দেহ প্রস্তুত হয় যেখানে তাঁহার ভোগ যথায় তথায় মিলে। আহারটাই যাঁহার নিতান্ত প্রিয় ছিল—যিনি ভুলেও কখন আহার দাতার নিকট কৃতজ্ঞ হন নাই, ঈশ্বরকে কখন অন্ন পানীয় নিবেদন করেন নাই, তাঁহার জন্য অতি অপবিত্র শূকর কুক্কুরাদিদেহ প্রস্তুত হয়। মহারাজ নিজের ঐরূপ আবাস স্থান দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া বলেন—

না না এই কদর্য্য দেহে আমি যাইবনা—আর তাঁহার কর্ম্ম দেখাইয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বলেন—মহারাজ আপনারই আজ্ঞায় এই দেহ প্রস্তুত হইয়াছে। আপনাকে ইহাতেই থাকিতে হইবে। অহো! কি ভীষণ কষ্ট! কুক্কুর শুকরাদির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মা নিবিড় অন্ধকারে আছন্ন হইয়া পড়েন—আত্মার কিছুই আর স্ফুরিত হয় না! এখানে দেহই সমস্ত, দেহের ভোগ ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টা এখানে থাকে না। আবার বলি দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়া আবার চুরাশী লক্ষ যোনিতে না পড়িতে হয় ইহার জন্য শাস্ত্র সহস্র সহস্র উপায় বলিয়া দিয়াছেন—এইদিকে পুরুষার্থ করাই মানব জন্ম সফল করা। ইহা করিতে দেয়না কে? চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণে কত কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছ—(১) ইচ্ছায় বা আসক্তি করিয়া লোভে আকৃষ্ট হইয়া কত কি করিয়াছ (২) কোথাও বা পরেচ্ছায় বা খাতিরে পড়িয়া কত কি করিয়াছ (৩) কোথাও বা অনিচ্ছায় কত কি করিয়াছ। চুরাশী লক্ষ বারের কর্ম্মের সংস্কার তোমার মধ্যে আছে—ইহারাই তোমার মানব জন্ম সফল করিবার ইচ্ছাকে বাধা দেয়—সর্ব্বদা স্মরণ সর্ব্বদা জপ—সর্ব্বদা শ্বাসের সহিত জপ অর্থাৎ মন ও প্রাণ মিলাইয়া জপ—যাহা কলির দুর্ব্বল জীবের প্রধান কর্ত্তব্য—এই কর্ত্তব্যরূপ পুরুষার্থের বাধা জন্মায়! এই পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আহা! তিনিই পুরুষার্থ রূপে মানুষের মধ্যে আছেন। ভগবান আপনিই বলিতেছেন "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৭।৮ গীতা। আমি সমস্ত বেদে প্রণব—আকাশে শব্দ—এবং মানুষে পৌরুষ বা পুরুষকার। যে অবস্থাতেই মানুষ পতিত হউক না কেন এইদিকে পুরুষকার প্রয়োগের শক্তি কখনও মানুষকে ত্যাগ করেনা। ইহাই মানুষের উচ্চে উঠিবার একমাত্র সোপান। শুভ চেষ্টা যদি মানুষি না করে তবে মানুষকে নিশ্চয়ই চুরাশী লক্ষ যোনিতে আবার ঘুরিতে হইবে—আর অকথ্য যাতনা পাইতে হইবে। মানুষ বলে কপালে থাকে আমি পশু হইয়া যাইব। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ না হয় হইলাম—ইহাতে আর কষ্ট কি? দেহত্যাগে কষ্ট নাই সত্য কিন্তু প্রতি বার দেহত্যাগে যে মর্ম্মচ্ছেদ হয়—তাহার যাতনাতেও কি মানুষের ভয় হইবে না? রোগে, শোকে, প্রাণভয়ে, মৃত্যুসময়ে, লোকের হস্তে ছুরিকাঘাতে, জীব জন্তুর দংশনে—আহা! এসব কষ্ট কি মানুষ চায়? কেহই চায়না। সুখ হউক আর দুঃখ না হউক ইহাই মানুষ প্রার্থনা করে। প্রত্যক্ষ দুঃখ ত কতই আছে—আর অদৃষ্ট দুঃখ? যে দুঃখ দেখা যায় না কিন্তু ভোগ করিতে হয়?

তুমি সে সব দুঃখের কথা জাননা কেহ বলিয়া দিলেও বিশ্বাস করনা। কিন্তু অজ্ঞাত বিষয় শাস্ত্র বলিয়াদিতেছেন। বেদ বা ভগবান কখন মিথ্যা বলেন না—ঋষিগণ শাস্ত্রে কোন মিথ্যা কথা বলেন না। যাহারা ভাল লোক তাঁহারা মিথ্যাকথা বলিয়া মানুষকে ভয় দেখান না। দুষ্ট লোক কল্পনা বলে মানুষকে অশান্ত করে। শাস্ত্র মানুষকে সুখ দিবার জন্য, শান্তি দিবার জন্যই উপদেশ করেন। তোমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যদি তুমি ঋষিগণের বা শাস্ত্রের বা বেদের কথা না মানিয়া তোমার অসংযত মনের কথায় শাস্ত্র অগ্রাহ্য কর। যদি অসৎ প্রসঙ্গ ছাড়িতে চেষ্টা না কর তবে আবার জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেই। আর জঠর যন্ত্রণার নিদারুণ তাপে দগ্ধ হইয়া একদিন তুমি দেখিবে তোমার সম্মুখে শত শত যাতনার ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। উপনিষদ্ এই দুঃখের কথা বলিতেছেন—

নানা যোনি সহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া।
আহারা বিধিধা ভুক্তাঃ পীতাশ্চ বিবিধা স্তনাঃ॥
জাতস্যৈব মৃতস্যৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥
যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
একাকী তেন দহ্যামি গতা স্তে ফলভোগিনঃ॥

কত সহস্র যোনি—নরকদ্বার—আমি দেখিলাম! কুকুর শৃগালাদির ভক্ষ্য ভোজ্য কত খাদ্যই খাইলাম। নানা যোনিতে জন্ম হেতু কত স্তন্যদুগ্ধই পান করিলাম। কখন কুকুরের, কখন শৃগালের, কখন গর্দ্দভের, কখন বিড়ালের—হায়! কত স্তন্যই পান করিলাম। জাত আমি, মৃত আমি, আমার পুনঃ পুনঃ কত জন্মান্তরই হইল। অহো! আমি দুঃখ সমুদ্রে নিরন্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি। এই ঘোর সংসার সাগরের ভীষণ তরঙ্গ হইতে উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতেছি না। প্রতি জন্মে পুত্র কলত্রাদি পরিজনের জন্য কত শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি। এখন আমি একাই দগ্ধ হইতেছি। পরিজনেরা কেহই আমার আপনার ছিলনা। আসক্তির বশে মোহে পড়িয়া তাহাদিগকে আপনার ভাবিয়া তাহাদের জন্য কত কি করিয়াছি। এখন তাহারা ফল ভোগ করিয়া যে যাহার মত চলিয়া গিয়াছে। তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া মানুষ বড়ই কাঁদে আর ভীষণ যাতনায় ব্যাকুল হইয়া—সর্ব্বদুঃখহারী মধুসূদনকে একবার স্মরণ করে—প্রতিবারই আদি প্রতিজ্ঞা করে এবং বলে—

যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি সাংখ্যং যোগং সমভ্যসেৎ।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়িনম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি তং প্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়িনম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়িনম্॥

যদি এইবার যোনি হইতে মুক্ত হই তবে সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ অভ্যাস করিব। ইহারাই অশুভ ক্ষয় করিতে পারে এবং সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারে। যদি যোনি হইতে মুক্ত হই তবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব। ইনিই অশুভের ক্ষয়কর্ত্তা এবং মুক্তিফল প্রদাতা। যদি যোনি হইতে মুক্ত হই তবে সনাতন ব্রহ্মের—ভগবানের ধ্যান করিব। তিনি ভিন্ন আমার অশুভের ক্ষয় করিতে আর কেহই সমর্থ নহে—তিনি ভিন্ন জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহ হইতে আমার উদ্ধার কর্ত্তা আর কেহ নাই।

এস এস জল্পনা কল্পনা ত্যাগ করি, হতাশ অবিশ্বাস ত্যাগ করি, অসৎ-প্রসঙ্গ ছাড়িতে প্রাণপণ করি—এস।

তোমার সঙ্কল্পই ত তোমাকে বহু ক্লেশে পুনঃ পুনঃ ফেলিতেছে। তমঃ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। কাহারও উপরে হিংসা দ্বেষ রাখিও না। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিও না। স্বৈরিণীর কপট স্বামীভক্তির মত ভিতরে একভাব রাখিয়া বাহিরে মিষ্ট কথায় মিষ্ট ব্যবহারে মানুষকে ঠকাইওনা—কপট ভক্তি দিয়া জপ পূজা করিওনা। লোকে ঐ লোকটাকে ভক্তবলে, ঐ লোকটা জাঁক জমকে পূজা করে,—আর আমাকে কেহ কিছু বলে না। আমি ঐ লোকটাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইব। এই সমস্ত তামস সঙ্কল্প ত্যাগ কর। তমঃ প্রধান সঙ্কল্পে পাপকর্ম্মে ইচ্ছা হয়, শরীর ভোগে ইচ্ছা হয়, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হয়। তামস সঙ্কল্পে সর্ব্বদা তামস চেষ্টা হইবে—আর তুমি "অত্যন্ত তামসো ভূত্বা কৃমি কীটত্বমাপ্নুয়াৎ" আর তুমি হৃদয়কে অতিশয় তমোভাবে পূর্ণ করিয়া কৃমি কীট হইয়া যাইবে।

রজঃ সঙ্কল্পকেও ঈশ্বরমুখী করিয়া উহার দ্বারা ঈশ্বরের পূজা কর। রজঃ প্রধান সঙ্কল্পে সকাম কর্ম্ম করায়, পাপ পুণ্য মিশ্রিত কর্ম্ম চলে। এই সব লইয়া থাকিলে রজঃ সঙ্কল্প লইয়া থাকা হয়। আর ভগবানকে মান দেওয়া—ভগবানের যশঃকীর্ত্তন করা, সংসারের সকলকে ঈশ্বরের দাস দাসী ভাবনা করা—ইহাতেই রজঃ সঙ্কল্পকে ঈশ্বর মুখী করিতে পার। যদি না কর—কেবল এই কর্ত্তাই সব

করিতেছে—এই অহং কর্ত্তা অভিমানে যদি দম্ভ অহংকার বাড়াইয়া চল তবে আবার মানুষ জন্ম লইয়া বহু দুঃখ পাইবে। এই জন্য সর্ব্বদা সত্ত্বসঙ্কল্প লইয়া থাক—একান্তে যখন থাকিবে তখন মনে মনে পূজা করিতে করিতে ভগবানের কাছে থাকিতে চেষ্টা কর—আর লোকসঙ্গে যখন থাকিবে তখন সকলের মধ্যে আমারই হৃদয় বল্লভ আছেন—ভাবনা করিয়া তাঁহার মুখসের আচ্ছাদনের ভিতরে দৃষ্টি প্রেরণ কর—শত্রু মিত্র সুন্দর কুৎসিৎ জীব জন্তু কৃমি কীট সকলের মধ্যেই ঠাকুর আছেন ভাবনা কর—রাগ দ্বেষ করিবার পাত্র কেহই নাই। আমার দেবতা বিশ্বরূপ পোষাক দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া সর্ব্বত্র খেলা করিতেছেন—সর্ব্বত্র এই খেলা দেখিতে চেষ্টা কর—আর মুখস তোমার উপরে অসৎ ব্যবহার করিলে তাহা সহ্য করিয়া যাও, ভিতরে শান্ত থাকিয়া—ভিতরের প্রিয়জনের সহাস্য বদন চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ দৃষ্টি মনে রাখিয়া বাহিরে দুষ্ট পুত্র কন্যাকে শাসন কর কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হইয়া করিও না। ইহা হইলে সত্ত্ব সঙ্কল্প লইয়া থাকিতে পারিবে—শাস্ত্র বলিতেছেন—

সত্ত্বরূপো হি সঙ্কল্পো ধর্ম্ম জ্ঞান পরায়ণঃ।
অদূরে মোক্ষ সাম্রাজ্য সুখরূপো হি তিষ্ঠতি॥

সত্ত্বসঙ্কল্প লইয়া ধর্ম্মজ্ঞান পরায়ণ হও। তবেই অদূরে মোক্ষ সাম্রাজ্য দেখিতে পাইয়া—সংসার সাগর মুক্ত হইয়া যাইবে যাহা কিছু করিতেছ কোন ফলাকাঙ্ক্ষা আর করিওনা, কোন প্রকার আমি কর্ত্তা অভিমান করিয়া করিওনা—করিবে আমার দেবতা করিতে বলিতেছেন বলিয়া, আমার দেবতাকে ভাল বাসিয়া—তাঁহার প্রীতির জন্যই আমার সংসার করা। এই জন্য আমি সদাতুষ্ট—কেননা তাঁহার সেবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহাকে ভুলিয়া কোন কিছু করিতে ইচ্ছা নাই, —পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করি আর সমস্তই সহ্য করি—ইহাই আমার সন্তোষ—এই সন্তোষই মোক্ষের দ্বার পাল।

তুমি বিরুদ্ধভাবনা দিয়া যতই কেন মৃত্যুতে কোন দুঃখ নাই বলিয়া শান্ত থাকিতে চেষ্টা কর না কিন্তু শেষের দিন অতি ভীষণ দিন—অতি ভীষণ দিন। শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা আজ কাল কার কোন লোকের যুক্তি যে সত্য তাহা মনে করাই বিষম ভ্রান্তি। প্রেতের আগমন, প্রেতের কথা বলা যাহা কিছু তুমি দেখনা কেন যদি শ্রুতির সহিত তাহার বিরোধ হয় তবে আজকালকার সভ্য-

জগতের প্রত্যক্ষ দর্শনকেও ভৌতিক ভ্রান্তি বলিয়া নিশ্চয় করিও। যাঁহারা সাধক তাঁহাদের উক্তিও প্রমাণ করে যে দেহ ছাড়িবার সময়ে জীব যে যন্ত্রণা পায় তাহা অতি ভীষণ। কোন সাধকের প্রাণ প্রয়াণ সময়ের উক্তি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে শত সহস্র লোকের মৃত্যু কালের অবস্থা দেখিয়া নির্ভুল রূপে দেখান যায় যে মৃত্যু যাতনা কত ভয়ঙ্কর। তার পরে ইতর জীবেও দেখা যায় যে মৃত্যু ভয় বা অভিনিবেশ সকলের মধ্যেই আছে। একটি সঙ্গীতে ইহা দেখাইতেছি।

শেষ সঙ্গীত।

আজ কেন এমন হলেম তারা।
আঁধার দেখি যে থাকিতে নয়ন তারা॥
অবশ ইন্দ্রিয় একি ধারা, আমি বুঝিতে না পারি মাগো
রাত্রি কি দিবস এখন—উলঙ্গ কি আছি বসন পরা॥
কণ্টক সম কেন—শয্যা বিঁধিছে গায়, কণ্ঠ করিল রোধ কে জানি পাষাণ প্রায়
আমি—কি জানি বলিতে চাই—আবার ভুলিয়া যাই
পলে পলে হ'তেছি জ্ঞান হারা।
সহস্র বৃশ্চিক যেন করিছে ঘন দংশন—অন্তর্দ্দাহে সর্ব্ব দেহ জ্বরা
ফেলিলে নিশ্বাস আর—তুলিতে না পারি কেন
হরনারি! এতই কি আজ হয়েছি নাড়িক্ষীণ
উহু উহু মুহুর্মুহু—পিপাসাপ্রলয় বহু
অমৃতে অরুচি বল কি করা॥
আজি কেন হেরি মাগো—জ্বলন্ত অনলরাশি
চৌদিকেতে নরক মাঝে ঘেরা।
গোবিন্দ কয় মন তোমার নিকটে এসেছে শমন
এ সংসারে পাপী জীবের, জেন রে পুরস্কার এমন
যদি এদায় এড়াতে চাও
দুর্গা দুর্গা বলে এখন
নয়ন মুদে শয়ন করা ধরা॥

মৃত্যু কালে এই শয্যা কণ্টক—এই চক্ষু বড় বড় করিয়া অতি কাতর ভাবে শূন্যে কি যেন কি দেখা, ঘন ঘন শয্যায় ছট্‌ফট্ করা, যাতনায় মাথা চালা —আহা! আমরা যে ইহা নিত্য দেখি। ডোবার ধারে বক বসিয়া যখন

কোন মৎস্য ধরে আর মৎস্যকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ভীষণ ভাবে ঝাকি দেয় তখন যতক্ষণ সামর্থ্য থাকে মৎস্য ততক্ষণ ছটফট করে শেষে সব স্থির হইয়া যায়—এই ভীষণ যাতনা বা পরে স্থির হইয়া পড়িয়া থাকা—ইহা দেখিয়া যদি কেহ বলে—মৃত্যুতে ভয় কি—মৃত্যুত সুখের—দেখ আমরা প্রেত হইয়া কত সুখে আছি এই সমস্ত উক্তি বাতুলের উক্তি মাত্র। স্বয়ং শ্রুতি এই বিষয়ের প্রমাণ। শ্রুতি মরণ মূর্চ্ছায় কি হয় তাহাও বলিতেছেন। শ্রবণ কর—

বৃহদারণ্যক শ্রুতি চতুর্থ ব্রাহ্মণের্ প্রথম মন্ত্রে বলিতেছেন—

স যত্রায়মাত্মাবল্যং ন্যেত্য সম্মোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি, স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি ; স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততেঽথা রূপজ্ঞো ভবতি।

স = লোকান্তর প্রস্থানোদ্যত এই আত্মা॥ অবল্যং = অবলভাবং—দুর্ব্বলতাং॥ ন্যেত্য = নিশ্চয়েন প্রাপ্য॥ সম্মোহং ইব ন্যেতি = সম্মূঢ়তাং নিঃশেষেণ প্রাপ্নোতি॥ অথ = অনন্তরং॥ এতে প্রাণাঃ ইমম্ আত্মানম্ অভিসমায়ন্তি = এতে চক্ষুঃ প্রভৃতয়ঃ ইমম্ আত্মানং অভিগচ্ছন্তি॥ সমভ্যদদান = স আত্মা তেজোমাত্রাঃ সম্যক্ নির্লেপেন গৃহ্নন্—সমাহরন্॥ অন্ববক্রামতি = হৃদয় মাত্রে অভিব্যক্ত বিজ্ঞানঃ ভবতি॥চাক্ষুষঃ পুরুষঃ = আদিত্যরূপঃ॥ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে = পূর্ব্ব বৈপরীত্যেন নিবর্ত্ততে॥ অথ অরূপজ্ঞঃ ভবতি = চক্ষুরনুগ্রাহকস্য আদিত্য পুরুষস্য নিবৃত্তে তস্যরূপ জ্ঞানমপি নিবর্ত্ততে॥

প্রাণ প্রয়াণ কালে এই পুরুষ বল হীন হইয়া বিমূঢ় ভাবই যেন প্রাপ্ত হয় তখন চক্ষু প্রভৃতি প্রাণবর্গ এই আত্মার অভিমুখে গমন করেন, তখন সেই আত্মা এই সমস্ত তৈজস্ ইন্দ্রিয়বর্গকে গ্রহণ করিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে অবস্থান করেন। যখন এই চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন তখন এই লোকান্তরে প্রস্থানোদ্যত পুরুষ শ্বেত পীতাদি কোন রূপ আর দেখিতে সমর্থ হয় না।

মৃত্যু কালে এই আত্মাই কি দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়া মূঢ়তা প্রাপ্ত হন ?

দেহের দুর্ব্বলতাই আত্মাতে আরোপ হয়—দেহাভিমান করিলে এই দশাই ত হয়, নতুবা আত্মার ত মূর্ত্তি নাই—স্বভাবতঃ তিনি চৈতন্যজ্যোতিঃ স্বরূপ—স্বরূপতঃ তিনি দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হয়েন ইহা আদৌ সম্ভব নয়। সম্মোহমিব—যেন মোহ প্রাপ্ত হন—ইব শব্দের প্রয়োগ এই জন্য।

দেহত্যাগের সময় আর কি হয় ?

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহে যে সমস্ত অনুগ্রাহক দেবতা থাকেন—তাঁহারা প্রাণপ্রয়াণোন্মুখ এই আত্মার অভিমুখে প্রধাবিত হন। জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মার নিকটে তেজোমাত্রা—তেজের অংশ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ হৃদয়ে —হৃদ্‌পদ্মাকাশে আগমন করে। তখন হৃদয়ে একটা জ্যোতির প্রকাশ হয়—মুমূর্ষুর হৃদয়ে তখন বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

এই সময়ে কি হয় ?

যতকাল দেহ ধারণ আবশ্যক হয় ততকাল চক্ষু কর্ণাদির অনুগ্রাহক দেবতাগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক দেহেই বর্ত্তমান থাকেন কিন্তু মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, ভোক্তা জীবের চক্ষু কর্ণাদির প্রতি অনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া—ইহারা আদিত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন—সে সময়ে মৃত পুরুষের বাগিন্দ্রিয় অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েন, প্রাণ বায়ুকে, চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। তখন মুমূর্ষু আর দেখিতে ও পায়না শুনিতেও পায়না বলিতেও পারেনা—চলিতেও পারেনা ইত্যাদি। ভোক্তা জীব স্বপ্ন সময়ের মত এই সময়ে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে তেজো মাত্রা গ্রহণ করেন। শ্রুতি আবার বলিতেছেন—

একী ভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুতইত্যাহুরেকী ভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহু :—তস্য হৈতস্য হৃদয়—স্যাগ্রং প্রদ্যোদতে, তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি।

চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্বো বা ন্যেভ্যো বা শরীর দেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি, প্রাণ মনুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি, সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞান মেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যা কর্ম্মণী সমন্বারভেতেপূর্ব্ব প্রজ্ঞা চ॥

মৃত্যুকালে মুমূর্ষুকে দেখিয়া লোকে বলে—ইহার চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া আত্মার সহিত একীভূত হইতেছে বলিয়া এই ব্যক্তি আর রূপ দেখেনা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা, বাগিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, মন, ত্বগিন্দ্রিয়, বুদ্ধি—ইহারা সকলে আপন আপন স্থান ছাড়িয়া হৃদয়ে গিয়া আত্মার সহিত একীভূত হয় বলিয়া এই ব্যক্তি আর আঘ্রাণ করেনা, রসাস্বাদ করেনা, কথা কহিতে পারেনা, শুনিতে পায়না, চিন্তা করিতে পারেনা, স্পর্শানুভব করিতে পারেনা, কোন কিছুর জ্ঞান ও থাকেনা।

সমুদায় ইন্দ্রিয় হৃদয়ে উপস্থিত হইলে হৃদয়ের অগ্রভাব অর্থাৎ আত্মা যে পথে

নির্গত হইবেন সেই হৃদয়চ্ছিদ্রের নাড়ীদ্বার আত্মজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, সেই হৃদয়াগ্রপথে—অর্থাৎ নাড়ীরূপ নির্গমণ দ্বার দিয়া আত্মা স্বীয় জ্যোতিঃর সাহায্যে বাহির হন। কর্ম্মফল অনুসারে কোথায় যান তাহা বলিতেছেন—সূর্য্যলোক প্রাপ্তি থাকিলে আত্মা চক্ষু পথ দিয়া বাহির হন, ব্রহ্মলোকে প্রাপ্তি থাকিলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে, অন্য অন্য স্থান প্রাপ্তি থাকিলে অপরাপর শরীরাবয়ব দ্বারা আত্মা নির্গত হন। আত্মার উৎক্রমণ সময়ে আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আত্মার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ উৎক্রমণ করে, প্রাণ উৎক্রমণ সময়ে অপর সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করে। উৎক্রমণ কালে আত্মা বিশেষ বিজ্ঞান সম্পন্ন এবং বাসনা যুক্ত থাকেন বলিয়া মৃত্যুকালে উক্ত সংস্কার সমূহকে সঙ্গে লইয়া আত্মা পরলোকে প্রস্থান করেন। উপাসনার সংস্কার, শুভাশুভ কর্ম্ম জনিত সংস্কার এবং বিষয়ানুভব জনিত সংস্কার বা প্রাক্তন জ্ঞান সংস্কার এই তিনটি পরলোকগামী আত্মার অনুগত হইয়াই গমন করে।

জীবের কি এই সময়ে কোন স্বাধীনতা থাকেনা?

প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে জীবের বিশেষ বিজ্ঞান প্রকাশ পায় কিন্তু সে বিজ্ঞানের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকেনা। জীবের যদি স্বাধীনতা থাকিত তবেত জীব কৃতার্থ হইতে পারিত। মৃত্যুসময়ে জীবের কর্ম্মানুসারে অন্তঃকরণ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির অভিব্যক্তি হয়। সেই জন্য বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যে গন্তব্য স্থান উদ্ভাসিত করে জীব অবশ হইয়া সেই স্থানাভিমুখে প্রস্থান করে।

এই যে শ্রুতি করুণা করিয়া জীবের গতির কথা বর্ণনা করিলেন এমন ব্যক্তি কে আছে যে ইহা জানিয়া নিপুণভাবে বিচার করে না আহা! আমি কোথায় পড়িয়াছি? কিরূপেই বা এখন হইতে উদ্ধার পাইব?

জীব পড়িয়াছে এই দারুণ সংসারে—আর চুরাশী লক্ষ বার নানা যোনিতে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া শেষে এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়াছে। অসৎ প্রসঙ্গে যে এই জন্মকে বিফল করে তাহার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? যে সংসারে সুখ পাইবার জন্য তুমি নিরন্তর ছুটাছুটি কর—একবার সংসারের যথার্থ রূপ দেখ—তুমি ভীত হইবেই। যদি সংসার দেখিবার সামর্থ্য না থাকে তবে ঋষিগণ সংসারকে যেরূপ দেখিয়াছেন, দেখিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই শ্রবণ কর—সমস্ত জগতের নরনারীর অবস্থা তোমার চক্ষে

পড়িবেই। শ্রবণ কর সংসার সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কি বলিতেছেন—

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

বিষমোহ্যতিতরাং সংসার রোগো ভোগী দশতি, অসিরিব ছিনত্তি। কুণ্ড ইব বেধয়তি, রজ্জুরিবাবেষ্টয়তি, পাবক ইব দহতি, রাত্রিরিবান্ধয়তি. অশঙ্কিত পরিপতিত পুরুষান্ পাষাণ ইব বিবশী করোতি, হরতি প্রজ্ঞাং, নাশয়তি স্থিতিং পাতয়তি মোহান্ধকূপে, তৃষ্ণা জর্জ্জরী করোতি, ন তদস্তি কিঞ্চিদ্দুঃখং সংসারী যন্ন প্রাপ্নোতি।

বিষম সংসার রোগ, সংসারী পামর জনগণকে কখন বিষধর সর্পের মত দংশন করে, কখন ক্ষুরধার অস্ত্রের মত ছেদন করে, কখন কুণ্ডাস্ত্রের মত বিদ্ধ করে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে, কখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত দগ্ধ করে। কখন অন্ধকার রজনীর মত চক্ষুহীন করে, কখন বা মোহাচ্ছন্ন, বিষয় পতিত, অনাশঙ্কিত পুরুষের প্রতি মস্তকপতিত পাষাণ খণ্ডের ন্যায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত করায়।

এই দীর্ঘ সংসার বিবেকদৃষ্টি হরণ করে, মর্য্যাদা নাশ করে, মোহান্ধকূপে নিপতিত করে, ভোগভিলাষ তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত করে।

এমন কোন দুঃখ নাই যাহা সংসারীকে ভোগ করিতে হয় না। বল এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে এই সংসার হইতে মুক্ত হইতে চায় না?

মানুষ কত নিরাশ্রয় হয় একবার দেখ। যখন অনুগ্রাহক দেবতাগণ স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া হৃদয় আকাশে বাসনাময় আকুল দেহাভিমানী আত্মার সহিত মিলিত হয় তখন নিতান্ত অবশ হইয়া মনে যাহা উঠে সেইরূপ দেহই প্রাপ্ত হয়। কেননা জীবের স্বাধীনতা যখন আদৌ থাকে না তখন মন, বাসনা বশে "সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ" সর্ব্বদা সেই ভাবেই তদ্গত থাকে। মৃত্যুকালে যে সংস্কার জাগে সেইরূপ যোনিতেই পড়িতে হয়। ভগবান গীতাতে ইহাই বলিতেছেন।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং তজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥ ৮।৬ গীতা

শুরি কথায় থাকিয়া "অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্" অন্তকালে আমার কৃপায় আমাকে ভাবিতে ভাবিতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি নিশ্চয়ই—ভগবান্ বলিতেছেন—আমার ভাবই প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু যে অন্যভাব

স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে হে কৌন্তেয়! সদা সেই ভাবনা বিশিষ্ট চিত্ত থাকায় সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

তুমি কি বলিতে পার মরণের সময় কোন্ ভাবনা তোমার আসিবে? সর্ব্বদা অসৎ লইয়া জীবন কাটাও অসৎ যোনিতেই যে পড়িবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে?

শ্রুতি ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর বলিতেছেন—

তস্মাৎ তৎকালে স্বাতন্ত্র্যার্থং যোগধর্ম্মানুসেবনং, পরিসঙ্খ্যানা ভ্যাসশ্চ, বিশিষ্ট পুণ্যোপচয়শ্চ শ্রদ্দধানৈঃ পরলোকার্থিভিরপ্রমত্তৈঃ কর্ত্তব্য ইতি। নহি তৎকালে শক্যতে কিঞ্চিৎ সম্পাদয়িতুম্—কর্ম্মণা নীয়মানস্য স্বাতন্ত্র্যা ভাবাৎ—পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি—পাপঃ পাপেন" ইত্যুক্তেঃ।

তবেই ত হইল—যাহারা পরলোকেহিত চায় তাহাদের পক্ষে মৃত্যু সময়ে স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা সহকারে এবং অতিশয় সাবধানতার সহিত যোগধর্ম্ম সেবা, তত্ত্ববিবেকাভ্যাস এবং উত্তম পুণ্য সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক।

শ্রুতি শ্রেষ্ঠ সাধনার কথা বলিতেছেন—তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে করিতে হইবে।

সকলেই কি ইহা পারিবে?

না—পারিবে না। যে যেরূপ অধিকারী তাহাকে অধিকার মত কার্য্য করিতে হইবে। সকল প্রকার অধিকার লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

(১) যাঁহারা এই জীবনেই আত্মার কথা শ্রবণ করিয়া, আত্মার কথা মনন করিয়া—ইন্দ্রিয় সকলকে মনে ও মনকে আত্মার দিকে ফিরাইতে পারেন এবং যাহারা আমিই সেই—এই ধ্যানে নিরন্তর আত্ম বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারেন তাঁহারা জ্ঞানী। জ্ঞানীর সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ইহৈব সমবলীয়ন্তে"—ইহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—ইহারা এই খানেই ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন। যাহাদের নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাঁহারাই এই সর্ব্বোচ্চ গতি লাভ করেন। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচার আপনিই আইসে। তখন আর কোনরূপ অনুষ্ঠান থাকা নাই। শুধু সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ আত্মাই আমি এই ভাবনাতে আত্মস্থিতি লাভ হয়

(২) যিনি ইহা পারেন না— তাঁহার জন্য চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের তটস্থ সগুণ ভাবের উপাসনা করিতে হয়। তপস্যা দ্বারা পবিত্রীকৃত চিত্তে সমস্ত কর্ম্ম—সমস্ত বাক্য—সমস্ত ভাবনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বরে যখন অর্পিত হয় তখন তাঁহার ঐ সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম ঐ সাধককে অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না—আর জন্ম হয় না। শেষে ব্রহ্মার সহিত ইঁহারা মুক্ত হয়েন্।

(৩) কিন্তু যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই—যাঁহারা রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী যাহারা ভোগলম্পট—স্বর্গসুখ ভোগকেই যাহারা পরম পুরুষার্থ মনে করেন সেই জন্য ইষ্টপূর্ত্তাদিকর্ম্ম সকাম বুদ্ধিতে যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন—তাঁহাদের সকাম কর্ম্ম তাঁহাদিগকে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে লইয়া যায়। চন্দ্রলোক হইতে ইহাদিগকে আবার সংসারে পড়িতে হয়।

শাস্ত্র বলেন "আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ"—সর্ব্বত্র পরমাত্মা ভাবনা পুরঃসরং নিত্য কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ আত্মযাজী। কামনাপুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। তয়োর্ম্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি নিশ্চয় কৃতঃ। অতো জ্ঞানপূর্ব্বকং কর্ম্ম দেবলোকস্য কামনাপূর্ব্বকং তু পিতৃলোকস্য প্রাপকম্॥

সর্ব্বত্র ঈশ্বর ভাবনায় যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম করেন তাঁহারা আত্মযাজী। কামনাপূর্ব্বক দেবতাদিগকে যাঁহারা পূজা করেন তাঁহারা দেবযাজী। বিচারে স্থির হয় আত্মযাজীই শ্রেষ্ঠ। এই জন্য বলা হয় জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম দেব-লোকের প্রাপক আর সকাম কর্ম্ম পিতৃলোকের প্রাপক।

(৪) যাঁহারা কোনরূপ সাধনা করে না—মনে যাহা উঠে তাহাই করেন—যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া চিন্তা করেন; যাঁহারা দেহকেই ভোগ দিয়া সুখী করাকেই জীবনকে সফল করা মনে করেন—তাঁহারাই মূঢ়বুদ্ধি—তাঁহাদের পারলৌকিক কোন গতিই হয় না; না অর্চ্চিরাদি মার্গে—না ধূমাদি মার্গে। পরন্তু তে অবিচ্ছেদেন পুনঃপুনঃ আবর্ত্তশীলানি জায়স্ব—ম্রিয়স্বেতি কীট পতঙ্গ মশকাদি ক্ষুদ্র ভূতানি ভবন্তি। পরন্তু ইহারা পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে জন্মিতে মরিতে আইসে—ইহারা কীট পতঙ্গ মশকাদি জন্ম পুনঃ পুনঃ লাভ করে।

আর এক কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার করা হইতেছে। শ্রুতি যে বলিলেন—বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকটের ন্যায় মুমূর্ষু জীব শব্দ করিতে করিতে

দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, মুমূর্ষু জীবের পাথেয় কি? পরলোকে গিয়া ইহারা ভোগ করিবে কি—এবং পরলোকে ইহাদের শরীর নির্ম্মিত হইবে কি দিয়া?

শ্রবণ কর। আত্মা যখন পরলোকে প্রস্থানোদ্যত হয়েন তখন বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা ইহার অনুগমন করে।

বিদ্যা—বিহিত, নিষিদ্ধ, অবিহিত ও অনিষিদ্ধ—এই চারি প্রকার। কর্ম্মও এই চারি প্রকার, বিহিত বিদ্যা হইতেছে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি নিষিদ্ধ হইতেছে নগ্ন স্ত্রী দর্শনাদি। অবিহিত হইতেছে ঘটপটাদি লৌকিক জ্ঞান আর অনিষিদ্ধ—পথিস্থ তৃণাদি স্পর্শ। বিহিত কর্ম্ম হইতেছে যাগ যজ্ঞাদি; নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে পরপীড়ণ, অবিহিত কর্ম্ম—পরস্ত্রী সংসর্গাদি; আর অনিষিদ্ধ কর্ম্ম—নেত্রসংকোচ বিকাশাদি। আনন্দগিরি কৃত ব্যাখ্যা।

পূর্ব্ব প্রজ্ঞা হইতেছে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করা হইয়াছে বর্ত্তমান জন্মে তাহাদের ফল ভোগ হয়; এই ফলানুভব হইতে এক প্রকার বাসনা বা সংস্কারের সৃষ্টি হয়—এই ফলানুভবজনিত বাসনাই পূর্ব্ব প্রজ্ঞা।

বাসনাই কর্ম্মবিপাকের সহায়। বাসনাই সঙ্গে যায়। কারণ বাসনা ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা ফলভোগ হয় না।

যে বিষয়ের কোন অভ্যাস নাই—যাহার অভ্যাসজনিত কোন সংস্কার নাই সে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের পটুতা জন্মে না।

এই জন্য আপন হিতাকাঙ্ক্ষী যিনি তিনি জপ,ধ্যান ও আত্ম বিচার কর্ম্ম এত দীর্ঘকাল এবং এরূপ নিপুণভাবে করিবেন যাহাতে এই সমস্ত না করিয়া আর থাকা যায় না এইরূপ হইবে।

এই অংশের উপসংহারে আমরা আর একটি কথার অবতারণা করিতেছি।

সংসারার্ণবমগ্নানাং জন্তূনামবিবেকিনাম্।
অগতিনাং গতিঃ সাক্ষাৎ জ্ঞান মেব হি কেবলম্॥
সংসার দুঃখ তপ্তানাং আত্মজ্ঞান মৃতাম্ভসা।
তাপশান্তি র্ন চান্যেন সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥

সূত সংহিতা যজ্ঞ বৈভব খণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ইহা বলিতেছেন। সর্ব্বশাস্ত্রে ইহাই দেখা যায়। জ্ঞান ভিন্ন সংসার মুক্তির অন্য উপায় নাই, ইহাই বেদের উপদেশ। আত্মজ্ঞান অমৃত সিঞ্চনেই জীবন সফল হইবে—ইহা যখন বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে বলা হইয়াছে তখন এ অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণেতা শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী

বলিতেছেন যে হরিচরিত্ত সুধা সিঞ্চনে একক্ষণেই জীবন সার্থক হয় ? আর তাই বা কেন—শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বয়ং বলিতেছেন শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন, শ্রীহরির যশোগান —ইহাকেই জপ পূজা ধ্যানাদি সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র ফল জানিবে ?

উত্তর অতি সহজ। জ্ঞানলাভ কিছুতেই হইবে না—যতদিন না চিত্তশুদ্ধ—চিত্ত রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হয়। চিত্তকে পবিত্র করিতে হরি গুণানুকীর্ত্তনই প্রকৃষ্ট উপায়।

অধ্যাত্ম রামায়ণও বলিতেছেন—

তথাশুদ্ধির্ন দুষ্টানাং দানাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধাত্মতা তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা॥

যাহাদের চিত্ত রাগদ্বেষমলিন সেই সমস্ত দুষ্ট পুরুষগণের দান অধ্যয়নাদি কর্ম্ম দ্বারা সেরূপ শুদ্ধি হয়না যে শুদ্ধি ভক্তিমান্ পুরুষ ভগবানের যশোগানে লাভ করেন।

শ্রীহরি গুণ কীর্ত্তনে—শ্রীভগবানের যশোগানে—রুচি লাগিলে বুঝা যাইবে চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। তখন সেই চিত্তে আমি কি, জগৎ কি এই আত্মবিচার জাগিবেই। শুদ্ধ চিত্তে যখন তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়ের সাধন সমকালে চলিবে তখন জ্ঞান লাভ হইবে। জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। অহং নাশ হয়, সকল সংস্কার দূরীভূত হয়, যে সকল কর্ম্মের ফলোদয় আরম্ভ হয় নাই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং—স্বধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের শেষ ফল বা সংসিদ্ধিই হইতেছে হরিতোষণ বা শ্রীহরির প্রীতিলাভ।

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥ ২।২৪ ভগবত

এই নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা স্বরূপাদি সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

ভক্তিভাবে নরনারী ভগবানের উপাসনা করুক—ইহার জন্যই শ্রীভগবান ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েন। দ্বাপরে যখন নিখিল গুণ নিলয় শ্রীনিবাস পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—অথবা ত্রেতায় যখন রামরূপে আসিয়াছিলেন—অথবা সত্যে দেবীরূপে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিরসিপদনখাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসার মূর্ত্তি যে সমস্ত ভাগ্যবান্ দেখিয়াছিলেন—সেই সর্ব্বাঙ্গসুমনোহর রূপ যাহাদের চক্ষে পড়িয়াছিল তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের গুণ কীর্ত্তন বা ভগবানের যশোগান

আপনা হইতেই হইত—গুণ কীর্ত্তন—যশোগান—ইত্যাদিতে আপনা হইতে রুচি লাগিত।

পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন বলিতেন—যখন তাঁহার চরণচিহ্ন আমার অঙ্গের আভরণ ছিল তখন আমার শোভায় ত্রৈলোক্য পরাস্ত হইয়াছিল; বনমালী যখন স্বীয় চরণকমলের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে আমার বক্ষঃস্থল চিহ্নিত করিয়া চলিয়া যাইতেন তখন নবোদ্গিত দূর্ব্বাদিচ্ছলে আমার অঙ্গে রোমোদ্গম হইত। ভগবানের মুর্ত্তি কত সুন্দর! সে মুর্ত্তি সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ও মর্ত্ত্যলীলার যোগ্য। স্বয়ং ভগবানও সেই নিজ মুর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইতেন। সেই মুর্ত্তির অঙ্গ সকল এত সুন্দর যে তাহা ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিত। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চক্ষুর পরমানন্দকর সকল মঙ্গলাধার শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ পৃথিবীস্থ প্রাণি মাত্রেই দর্শন করিয়া জানিয়াছিল যে বিধাতার নির্ম্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল এই মুর্ত্তি নির্ম্মাণে তৎ সমস্তই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। যাহারা সেই অলকাবমণ্ডিত শ্রীমুখমণ্ডল দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে মধুকর যেমন কণ্টক বিদ্ধ হইলেও প্রফুল্ল পুষ্প সমূহে সদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আমাদের মনও সেইরূপ কোন প্রকার বিঘ্ন না মানিয়া ভগবানের চরণ কমলে সদা মগ্ন থাকিতে চায়। তাঁহারা আরও বলেন তুলসী যেমন আত্মগুণ না ভাবিয়া কেবল তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, আমাদের বাক্য যদি তোমার চরণে সেইরূপ শোভা ধারণ করে এবং তোমার গুণ সমূহ দ্বারা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হয়—তবে আমাদের যথেষ্ট নরক হয় হউক তাহাতেও আমাদের কিছুই ক্ষতি হইবে না। হে বিপুলকীর্ত্তে। এই যে তুমি মুর্ত্তি প্রকটিত করিলে ইহা দ্বারা আমাদের নয়ন বড়ই আপ্যায়িত হইল। আর কিছু দেখিতে, আর কিছু শুনিতে আর আমাদের রুচি নাই—আহা! তোমার সরল হাস্য—তোমার সরল দৃষ্টি আমাদের সকলের মনে যেন আনন্দরাশি ঢালিয়া দিতেছে। আহা! আর কিছুই আমাদিগকে করিতে হয় না শুধু তোমার ঐ বরদ মূর্ত্তি দেখিলেই আমাদের সর্ব্বশরীর পুলকিত হয়—মন আনন্দে ভরিত হইয়া যায়—আমরা তখন কোথায় ডুবিয়া যাই বলিতে পারি না।

তখন যাহা সকলের পক্ষে সুলভ ছিল এখন এই দারুণ কলিযুগে কোন কোন পবিত্র হৃদয়, তীব্র সাধনা সম্পন্ন ভাগ্যবান্ সাধক তাহা দেখিতে [illegible] ভাবে [illegible] মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া [illegible]

কাহারও ইহাতে রুচি লাগে। ধ্যানের মুর্ত্তি সর্ব্বত্র আছে আর মহাজনের সঙ্গীতেও আছে। উদ্ধব দাস গীতে রাখিয়া গিয়াছেন—

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি কোটি মদন হারো॥
ভাল সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজ দল নয়ন
অধর বিম্ব মধুর হাস কুন্দ কলিকা দশন॥
মণি কুণ্ডল মকরাকৃত অলকা ভৃঙ্গ পুঞ্জ
কেশরক তিলক বনু গৌন মৌরীমুঞ্জ॥
নব জলধর তড়িতাম্বর গলে বনমালা শোভে
কৌস্তুভ ভার গজমতি হার জগজন মন লোভে॥

সাধারণ মানুষে—যাহারা সাধন ভজন করিতে পারে না—তাহারাও যদি সুরের সঙ্গে এইরূপ গান শোনে তবে কি হৃদয়ে কোন ছবি আকা হইয়া যায় না? আহা! ভাবের গান শোন আর কোন ধীর সমীরের অবস্থায় নিজের ঘরে বসিয়া কি অপূর্ব্ব দেখিতে দেখিতে কোথায় গিয়া তুমি শান্ত হইয়া যাও। এই অবস্থায় "দেহং বিস্মৃতবান্ অহং" দেহ ভুল হইয়া যায়, মনের বোধ থাকে না, স্থূল সূক্ষ্ম পার হইয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাব রাজ্যে গিয়া তুমি আপ্যায়িত হইবে।

ইহা হয় ভাগ্যবানের কিন্তু সাধারণের কি হইবে? এই দুরন্তকাল—চারিদিকে ব্যভিচার উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেছে। যাহা ঋষিগণ পুর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন তাহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্য বিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখাঃ॥
পরাপবাদ নিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রীসক্ত মনসঃ পরহিংসা পরায়ণাঃ॥
দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
মাতাপিতৃকৃতদ্বেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কাম কিঙ্করাঃ॥
বিপ্রা লোভগ্রহগ্রস্তা বেদবিক্রয়জীবিনঃ।
ধনার্জ্জনার্থমভ্যস্তবিদ্যামদবিমোহিতাঃ॥
ত্যক্ত স্বজাতি কর্ম্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ।
ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্ম ত্যাগ শীলিনঃ॥

তদ্বচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেচিদ্ ব্রাহ্মণাচার তৎপরাঃ।
স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা ভর্ত্তবজ্ঞাননির্ভয়াঃ॥
শ্বশুর দ্রোহকারিণ্যো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।

এই কলি উপদ্রুত প্রাণিদিগের গতি কি হইবে ?

এতেষাং নষ্ট বুদ্ধীনাং পরলোক কথং ভবেৎ॥

মহর্ষি জীবের উপর করুণা করিয়া আপন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ইতি চিন্তাকুলং চিত্তং জায়তে মম সন্ততম্।
লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোক গতি র্ভবেৎ॥

হে স্বামিন্! আপনি তাহাই বলুন কোন্ লঘু উপায়ে কলির জীব রক্ষা পাইবে ?

এখন ত ঘোর কলি দুস্তরং কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কলি মনুষ্যের বল বীর্য্য হরণ করিতেছে আর "যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্ম বর্ম্মণি স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে" আর যোগেশ্বর যোগগম্য যোগিবৃন্দ বন্দিতধর্ম্ম রক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন লীলা সম্বরণ করিয়া নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন মানুষ আর সহজে ধর্ম্মপথে আসিতেছে না আর যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সম্বন্ধেও শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥

হে সাধো! এই কলিযুগে প্রায় মানুষই অল্পায়ু,প্রায় মানুষই ধর্ম্ম কর্ম্মে অলস উৎসাহহীন। প্রায় মানুষই মন্দমতি মন্দভাগ্য প্রায় লোকেই নানা প্রকার বিঘ্নে সর্ব্বদা ব্যাকুল।

আহা! এখন প্রায় লোকই অল্পায়ু যদি কেহ দীর্ঘায়ু হয়—তাহারা ভগবানের বিষয়ে মন্দ—অলস—উৎসাহ হীন। যদি কাহারও উৎসাহ দেখা যায় তাহারা মন্দমতি সুবুদ্ধি নহে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবসা করে পাটোয়ারি বুদ্ধিতে মানুষকে প্রতারণা করে। যদি কাহারও সুবুদ্ধি দেখা যায় আর কথঞ্চিৎ দীর্ঘায়ুও যদি কেহ হয় আর ধর্ম্ম কর্ম্মে উৎসাহশীলও হয় কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা যে, তাহারা সাধুসঙ্গ পায় না বলিয়া মন্দভাগ্য। যদিও কাহার সৎসঙ্গ লাভ হয় কিন্তু রোগ শোক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ইত্যাদি উপদ্রব হেতু যাহা সাধু মুখে শ্রবণ করে তাহার কার্য্য করিয়া উঠিবার অবসর পায় না।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ--এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। বাঁধা ৩৲টাকা। সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

দৈববাণী।

কাহার না শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ। যাহারা জীবনটাকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে চাহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ যাহা খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার ভাষা এত সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার পাঠেও সাধনা হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্প্রদায়েরই সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনার অনেক রহস্যই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মজগতে ইহা অতুলনীয়। মূল্য ||৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান:—"আর্য্যবিদ্যা নিকেতন"

২৭।৫৫ তিল ভাণ্ডেশ্বর। ৺কাশীধাম।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যানভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

Registered No. C. 583

২৬শ বর্ষ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৮ সাল। [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
[illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন "উৎসব" অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৲। ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৲ স্থলে ২৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে!

২৬ বর্ষ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৩৮ সাল। } ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

কেন শরণাপন্ন হইব?

যাহারা কাপুরুষ তাহারাই অপরের আশ্রয় প্রার্থনা করে। আমরা নিজের বাহুবলে, নিজের বুদ্ধিবলে সব করিব—আবার শরণ লইব কার? মানুষ কি না পারে?

সত্যই? কিন্তু তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা জানিয়াছ ত? সকল বিষয়ে স্বাধীনতা চাই এই ত তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমার স্বাধীনতা যে অধীনতা তাহাত বুঝিয়াছ?

অধীনতা? কার অধীনতা?

স্ব এর। স্ব কে বুঝিয়াছ ত? স্বাধীনতাই যে অধীনতা তাহা কি তলাইয়া দেখিয়াছ?

আমি কিছুই বলিবনা—তুমি কি বলিতে চাও আগে তাই শুনি।

হাঁ। সেই ভাল।

শ্রবণ কর। উদ্দেশ্যটি ভাল করিয়া ধর তারপর উপায়ও বিচার কর। তবে উৎসাহ অক্ষুণ্ন রাখিয়া কার্য্য করিয়া উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারিবে। প্রতিদিন উদ্দেশ্যের কথা একবার করিয়া ভাবনা কর। আমায় লাভ করিতে হইবে কি এবং কেমন করিয়া লাভ করা যায় প্রতিদিনের প্রথম ভাবনাই

ইহা হইবে। তবে তুমি সর্ব্বদা উদ্যমশীল থাকিতে পারিবে। নতুবা গোলে হরিবোলে কিছুই হইবে না। স্বাধীনতায় যে স্বটি পাও—সেই স্বটিই তুমি। তোমার প্রকৃত তুমিটিকে তুমি বেচিয়াছ কাহার কাছে দেখিয়াছ ? কাচ মূল্যে কাঞ্চন বেচিয়াছ তাহা দেখিতেছ কি ? বাহিরের চমক দেখিয়া সেই অন্তরের মহামুল্য সাতরাজার ধন মাণিককে বেচিয়াছ ঠক্‌কে—প্রতারককে—ভিতরকে বেচিয়াছ বাহিরের কাছে। বাহিরের হাতে এমন আত্মবিক্রয় করিয়াছ যে আর ভিতরে যাইতেই চাও না। এখনও একবার যাঁহারা ভিতরে যাইতে জানেন তাঁহাদের আশ্রয়ে ভিতরে চল দেখিবে তোমার তুমি কে। তোমার যথার্থ তুমি কে দেখিলে একক্ষণেই বুঝিবে যে তুমি তোমার সত্য তুমিকে ভুলিয়া একটা ভুল তুমি সাজিয়া রহিয়াছ। তোমার বাহিরের ঠক্ প্রতারক সঙ্গীরা তোমাকে এই ভুল ভুলাইয়াছে।

তুমি এত বড়—এত মহান্ যে তোমার মতন আর কেহ নাই—তোমার সঙ্গ হইবে কাহার সঙ্গে ? গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ। বল না—আকাশ আর একটা আকাশ পাইলে সঙ্গ করিতে পারে—সাগর সাগরেরই সমান। রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাবণের যুদ্ধেরই সমান। ইহারা আবার কাহার সঙ্গ পাইবে যে করিবে ?

আহা! তুমি নিঃসঙ্গ কারণ তুমি পূর্ণ। কোন অভাব তোমার নাই। তুমি কখন জন্মাও না—কখন মরও না। সদাপূর্ণ—সদা আনন্দময়—সদা জ্ঞানময় তুমি।

আহা! চৈতন্য যে এই দেহের কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন ইহাত সকলেই অনুভব করে—কারণ যে অনুভব, চৈতন্যের প্রধান লক্ষণ সেই অনুভব ত দেহ প্রতি অঙ্গেই করিতে সমর্থ—দেহত আপনি জড় কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ তুমি—তোমার জ্যোতিঃ দ্বারা প্রাণ পাইয়া জড়টাও চেতনের মত হইয়াছে। সেইরূপ সমন্তাৎ পরিপূরিত যে চৈতন্যের উপরে এই জগৎ দেহ ভাসিয়াছে সেই চৈতন্য আপনি আপনি রূপে অব্যক্ত। জ্যোতিরূপে ইনি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। তুমিই সেই সমন্তাৎ প্রসারিত জ্যোতির্ম্ময় আকাশের মত। সদা জ্ঞানময়, সদা আনন্দময় তুমি—তুমি সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়। দেহব্যাপী চৈতন্যকে এই জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপে ভাবনা কর—নীচত্ব ছাড়িয়া আপনাকে মহান্ ভাবিতে পারিবে—জ্যোতির্ম্ময় ভাবিতে পারিবে। আশ্চর্য্য—অতীব আশ্চর্য্য—মায়া যখন তোমার উপরে এই বিচিত্র

গিরি নভঃ সাগর বনভূমি সমাকীর্ণ এই জগৎ ভাসাইয়া তোলেন তখন শুদ্ধ নির্ম্মল স্ফটিক শিলা যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষলতাদির ছায়ার প্রতিফলনে আপনি-আপনি শুদ্ধ নির্ম্মল আপনার ভাবকে ছায়া চিত্রিত দেখেন সেইরূপ ভূম্যাকাশং স্বর্গশ্চ লোকত্রয়মেতত্ত্বয্যধ্যারোপ্যতে—সমস্ত তোমাতে আরোপিত হয়, হইয়া যেন তুমি সর্ব্বরূপ বিশিষ্ট হইয়া যাও। আর এই ক্ষুদ্র দেহের সমস্তই যখন তোমাতে আরোপিত হয় তখন আর তুমি— আপনাকে বৃহৎ ভাবিতে পারনা—দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে তুমি যে ভিন্ন তাহা যেন স্মরণ করিতে পারনা—এই সম্বন্ধকারিগণের সহিত আপনাকে অভিন্ন ভাবিয়া মৃত্যু সংযুক্ত দুঃখে বড় পীড়িত হও। শাস্ত্র বলিতেছেন—

যাবদ্দেহেন্দ্রিয় প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নাত্মনোবিদুঃ।

তাবৎ সংসার দুঃখৌঘৈঃ পীড্যতে মৃত্যুসংযুতাঃ॥

বলিতেছি আপনাকে সর্ব্বদা অসঙ্গ ভাব—দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ কাহারও সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই—তুমি সর্ব্বদা "অলগ্"। বলিতেছি প্রতিদিন সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে এই ভাবনা দৃঢ়ভাবে করিয়া নিত্যকর্ম্মে বসিও। পারিবে কি আপনাকে দেহ হইতে, মন হইতে, সকল হইতে ভিন্ন ভাবিতে? শতবার ভাবিলেও তুমি যে অসঙ্গ, তুমি যে জ্যোতির্ম্ময় স্বচ্ছ সমস্তাৎ প্রসারিত স্ফটিক শিলার মত নির্ম্মল—কোন ছায়াকলুষিত নও তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। জলে তৈলে মিশিয়া গিয়াছে পৃথক্ করা যাইতেছে না। বল দেখি—এই পৃথক্ ভাবিতে না পারিলে--অনুভব করিতে না পারিলে যখন তুমি ছায়া-মায়ার পাপ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওনা শত চেষ্টা করিয়াও পারনা—পরোক্ষ জ্ঞানে বলিতে পার আমি পূর্ণ— আমি জ্ঞানময়—আমি আনন্দময়—আমার কোন অভাব নাই—আমার কোন আশঙ্কা নাই, জন্মকাল ধরিয়া ইহা দৃঢ়রূপে ভাবনা করিলেও তুমি ইহা অনুভবে আনিতে পারিবেনা। সুখ দুঃখের মিথ্যা বোধ তোমার থাকিয়াই যাইবে। বল দেখি পরোক্ষজ্ঞানকে অপরোক্ষানুভূতিতে যখন তুমি আনিতে পারনা—তখন যদি কেহ তোমার ইহা করিয়া দেন তখন কি তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হইবে না? যদি কেহ তোমাকে তাঁহার আজ্ঞা পালন চেষ্টায় সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত দেখিয়া তোমার উপর কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া বলেন—যদি দয়মান দীর্ঘ নয়নে তোমার প্রতি চাহিয়া বলেন—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ" আমি আমার আশ্রিতকে মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দিব, যদি বলেন—

"কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—হে কৌন্তেয়! তুমি সভামধ্যে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া উর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া বল—আমার ভক্ত কখনও নাশ প্রাপ্ত হইবে না—বলনা—ইহাঁর শরণাপন্ন তুমি হইবে কিনা?

পরোক্ষকে অপরোক্ষ অনুভূতিতে আনিবার জন্যইত শরণাপন্ন হইতে হইবে—নতুবা বচনে সব হইলেও কার্য্যে তোমার কিছুই হয় নাই দেখিবে। বলনা—এখনও কি বলিবে শরণাপন্ন কেন হইব? আপনার বিপদ জান না বলিয়া—যথার্থ শঙ্কট ধরিতে পার না বলিয়া অহঙ্কার বশে বল যে আমি সব পারি, শরণাপন্ন আবার হইব কার? আহা একি তোমার মূর্খতা! তার পরে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাল যে প্রাণ প্রয়াণ সময়—সে সময়ে কি করিবে তাই বল? তখন তুমি সব করিতে পারিবে ত? হরি! হরি! শরণাপন্ন না হইলে কোন মানুষেরই কোন গতি কস্মিন্ কালেও লাগিবেনা।

তাই বলি প্রতিদিন এই শ্রেষ্ঠ চিন্তা করিয়া করিয়া প্রাণকে ভিজাইয়া অন্য কর্ম্ম কর। হরি! হরি! "তোমার সত্য সত্যই কেহ নাই" ইহা ঐ চিন্তায় প্রাণে প্রাণে জাগ্রত কর আর তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে যাহা করিতেছ করিয়া যাও—গতি লাগিবে—তদ্ভিন্ন "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" স্থির জানিও।

তাই বলি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আর পুরুষ হইয়া কাজ নাই—শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্ব অহঙ্কার ছাড়িয়া কাপুরুষ হইয়াই তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য পুরুষ হও—সব গোলমাল মিটিবে—তাঁহার আশ্রয় লইলে, তিনিই সব মিলাইয়া দিবেন।

শরৎ রাণীর আগমন অপেক্ষায়।

আজি নমিগো তোমারে শরৎরাণি
যদিও তোমারে দেখিনি মাতা।
তবুও বঙ্গে দিকে দিকে শুনি
তোমার শুভ আগমনী কথা॥
এবারতো যবে সফল হইবে
দেখিয়া মা তোরে নয়ন জুড়াবে
পাপী পুণ্যবান্ চরণে লুটাবে
হরষেতে সব হবে যে মগন।
ধনী দীন দুঃখী আনন্দে ভাসিবে
তোর আগমনে দুঃখ দূরে যাবে
অশান্ত হৃদয় শান্তি লভিবে
দেখিয়া মা তোর ও রাঙা চরণ॥

শ্রীমতী রমারাণী দেবী, ৩রা ভাদ্র, ২২নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট

৺দুর্গাপূজা অবশ্য করণীয় কেন?

বন্ধু মনে করাইয়া দিলেন—

খেলার সাথী যে যার মত
যেতেছে চ'লে।
কেউত আসবেনা ফিরে
নিশার আঁধার এল ঘিরে
শেষে—মায়ের কথা মনে হল
নয়ন জলে।

বড় নিরাশ্রয়—ভিতর হইতে ফুটাইয়া তোল—শেষে মায়ের কথা মনে হ'ল নয়ন জলে—হয়, কি না হয় করিয়া দেখ। যদি না তুলিতে পার তবে জানিও—যা কিছু করিলে তাহা "শ্রম এব হি কেবলম্" বৃথা শ্রম করিয়াছ। বড় নিরাশ্রয়—যদি না জাগাইতে পার তবে ডাক বা কাকে, পূজাই বা কর

কার? খাই দাই বেশ থাকি—জলপ্লাবনে—দুর্ভিক্ষে—শোকের যাতনায়—লোক মরায়—আমার কি?

"স্বকর্ম্ম ফলভাক্ পুমান্" সবাই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে—আমি কি করিব?

তবু যে ভিক্ষায় চাঁদা তুলি—সেটা হুজুগে—লোকে হৃদয়হীন বলে তাই। বেশ কথা—কিন্তু? যখন নিজের স্ত্রী মরে—ছেলেমেয়ে ছট্‌ফট্ করে তখন? বেরাল দেখিলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কে? আহা! জাগাও জাগাও তুমি আমি বড় নিরাশ্রয়—সর্ব্বদা ভাবনা কর বড় নিরাশ্রয়—সব হইবে—সব মিলিবে—পথ পাইবে—জীবন সফল করিতে পারিবে। মূলের কার্য্য হৃদয়কে কাতর করা—নিজে যে বড় নিরাশ্রয় তাহা অনুভব করা। নয় কি? প্রাণহীন হইয়া কার্য্য করিও না—প্রাণের কাতরতা বাড়াও—ডাকা আসিবে—চাওয়া আসিবে—আর চাওয়ার মধ্যে পাওয়া আছে তাহা দেখিবে। স্বচক্ষে দুর্গতি দেখিয়া, বালক বালিকার বুকফাটা কান্না শুনিয়াও যাহাদের মন গলে না তাঁহাদিগকেও বলি—যা পার কর কিন্তু নিরাশ্রয় জানিয়া আর একজনের দিকে তাকাও।

এই কাল? শরৎ ও বসন্ত বড় দুঃসময়।

দ্বাবৃতু যমদ্রংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্ব্বজনেষু বৈ।
শরদ্বসন্ত নামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ॥
তস্মাদ্ যত্নাদিদং কার্য্যং সর্ব্বত্র শুভমিচ্ছতা।
দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃতু রোগকরৌ নৃণাম্॥
বসন্ত শরদাবেব জননাশ করাবুভৌ॥

দেবী ভাগবত।

যমের দাঁত এই শরৎ বসন্ত—সকলের পক্ষেই। অতি দুঃখে আবহনীয়—এই দুই ঋতু—বড় দুর্গম এই সময়। সর্ব্বত্র শুভ ইচ্ছা যদি কর তবে কার্য্যে শুভ কিছু করিবার জন্য বিশেষ যত্ন কর। এই দুই ঋতু অতি ভয়ঙ্কর। মানুষের রোগকর আর জননাশকর এই শরৎ ও বসন্ত কাল।

চারিদিকে চাহিয়া দেখ সর্ব্বত্র কি হাহাকার। গত ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কতলোক ছটফট করিল—কত লোক মরিল। এই বর্ষায় দেশে দেশে কত লোকে নিরাশ্রয় হইল, কত লোক না খাইতে পাইয়া মরিল—কত লোক মরিতেছে—কত লোক একেবারে আশ্রয় শূন্য। তার পরেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী অকাল মৃত্যু—বল মানুষের আপদের অবধি কোথায়?

সর্ব্বজনব্যাপী সর্ব্বদেশব্যাপী হাহাকারের প্রতিকার মানুষ কতটুকু পারিবে ? কতটুকু পারে ? যে যাহা পারে করুক কিন্তু কতটুকু পারিবে ? এখানে যে সর্ব্বশক্তিমানের—সর্ব্ব শক্তিময়ীর প্রয়োজন। আহা ! মানুষ বড় নিরাশ্রয় ইহা যখন বুঝিতে পারে তখন ত কাতর প্রাণে বলিবেই কেহ যদি থাক উদ্ধার কর। ইহা বড় স্বাভাবিক—সকল মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে এই সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয় লওয়ার ভাব আছেই। শুধু নিরাশ্রয় ভাব জাগাইতে হয়—যতদিন না জাগে প্রতিদিনের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হৃদয়কে কাতর করা। তবেই স্বার্থপরতা, নীচত্ব দূর হয়—আপনার দুঃখ দূর করার মত সকলের দুঃখ দূর করিবার কার্য্যে উৎসাহ আইসে।

এই যে নানারোগ আসিয়া ঘিরিয়াছে—একটার পর একটা—আবার একটা—ডাক্তার বৈদ্য—যতটুকু পারেন করুন কিন্তু বুঝিতেছ ত কত নিরাশ্রয়—সর্ব্বাশ্রয়ের শরণে আইস—অন্য যাহা করিতে হয় কর—কিন্তু মুখ্য যিনি তাঁহাকে ছাড়িও না।

সকল মানুষই যে নিরাশ্রয় তাহা তিনিই জানাইয়া দিতেছেন তাঁহার চরণ তলে ছুটিয়া যাইয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিবে আর বলিবে—মা ! উদ্ধার কর উদ্ধার কর। প্রাণকে কাতর করার কার্য্য কর আপনা হইতেই বলিতে পারিবে "তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি দুর্গে দুর্গাপহারিণি"। পাছে মানুষ তাঁহাকে ভুলিয়া—অহংকার বিমূঢ় হইয়া নিজের উপরই কেবল নির্ভর করে—তাই তিনি আপনিই কৃপা করিয়া কত আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা ইহা ধরিয়াছেন তাঁহারাই বলিতেছেন—"সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ" মা ! মা ! মহেশ্বরি ! যদি আমাদিগকে বর দিতেই হয় তবে এই কর যখন আমরা তোমায় স্মরণ করিব তখনই তুমি বিপদবারিণি ! আমাদের মহাবিপদসমূহ নষ্ট করিয়া দিও। তুমিই যে মা "রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী" সকল লোকের রক্ষা যে তুমিই কর, দেবতা গণেরও উপকার করিতে যে তুমিই আছ।

ত্বয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥

তুমি দেবতাগণকে বর দিয়াছ—আর যাঁহারা হৃদয়কে কাতর করিয়া দেবভাব জাগাইয়া দেবতাগণের সুরে সুর মিলাইতে পারেন তাঁহাদিগকেও বলিয়াছ আপৎকালে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তোমাদের মহাবিপদসমূহ

আমিই নাশ করিব"—আহা! আপনাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া যে ব্যক্তি তোমার আশ্রয় লইবে সেই দেবতাগণের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারিবে—

করোতি সা নঃ শুভহেতুরিশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥

* * * *

যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তি বিনম্র মূর্ত্তিভিঃ ॥

মঙ্গলময়ী ঈশ্বরী আমাদের যাহা শুভ—যাহাভদ্র—অবিঘ্ন তাই করেন আমাদের আপদ বিনষ্ট করেন—ভক্তি বিনম্র মূর্ত্তি হইয়া স্মরণ মাত্র তৎক্ষণাৎ তুমি আমাদের সমস্ত আপদ দূর করিয়া দাও "দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" আহা! যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন তিনিই যে দুর্গা—দুঃখে পড়িয়া ডাকিলেই তোমাকে পাওয়া যায় আর তুমিই ভগবতী—অচিন্ত্য মাহাত্ম্য তোমার। ভদ্রা—মঙ্গলরূপা তুমিই। তুমিই বলিয়াছ—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ বিভূতয়ঃ।

অসুরকে তুমি বলিয়াছিলে—এই জগতে আমি একাই আছি—আমি ভিন্ন আর অপর কেহ নাই—রে দুষ্ট দেখ—আমার বিভূতি আমিই ভিতরে টানিয়া লইতেছি—আমরাও অহংকার বিমূঢ় হইয়া যখন অসুর হইয়া থাকি তখন তাঁহার শক্তি তিনিই টানিয়া লইয়া আমাদের দর্প চূর্ণ করেন—কাহারও শীঘ্র ইহা হয় কাহারও হয় কিছু বিলম্বে—শুভাশুভ কর্ম্ম অনুসারে।

একথা যে বড় সত্য—

রোগান শেষান পহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥

মা! তুমি তুষ্টা হইলে অশেষ রোগ অশেষ উপদ্রব বিনাশ কর, রুষ্টা হইলে সমস্ত অভিলষিত অর্থ নষ্ট কর। যে সকল নরনারী তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের বিপদ হয় না। তোমার আশ্রিতগণ সকলেরই আশ্রয়নীয় হয়।

কত আর বলা যাইবে ? তুমি যে আপনিই বলিয়াছ—

"তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম" তাহাদের সকল বাধা আমিই উপশম করিয়া দিব। "উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহ পীড়াশ্চ দারুণাঃ"। সর্ব্ববিধ উপসর্গ এবং দারুণ গ্রহ পীড়া তুমিই দূর কর।

সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্তো ধন ধান্য সুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎ প্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

শরৎকালে বর্ষে বর্ষে আমার পূজা করিলে—প্রাণকে কাতর করিয়া আমার মাহাত্ম্য শ্রবণে বা পাঠে মনুষ্যগণ মৎপ্রসাদে নিরুপদ্রব হয় এবং ধনধান্য পুত্রবান হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মনে মনে—যদি অবস্থা বিপর্য্যয়ে দ্রব্যাদি দিয়া না পারা যায় তথাপি মনে মনে নবরাত্রি পূজাত সকলেই করিতে পারে।

তুমি আমি যদি বিশ্বাস না করিতে পারি আমাদের ভাগ্যদোষ। নিরাশ্রয় তুমি আমি—ইহা ভাবনা করিয়া নিরাশ্রয়তা অনুভব করিতে পারিলেই সব মানিতে পারা যাইবে। প্রাণ প্রয়াণ কালে মানুষ কত নিরাশ্রয় তাহাত সকলেই দেখে। আর যদি চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের উৎকট দুঃখ (চক্ষের সম্মুখে যে দুঃখ নিরন্তর দেখিতেছি—আমিও একদিন গো মহিষ মৎস্য কচ্ছপ শিকার পীড়িত পশু পক্ষী প্রভৃতির যাতনা ভোগ করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াছি—আহা! পুনঃ পুনঃ মৃত্যু পুনঃ পুনঃ জন্ম—ইহা অপেক্ষা বিষম দুঃখ আর নাই—)এই চুরাশি লক্ষ জন্মের দুঃখ ভাবিয়া নিজের অসহায়তা জাগাইতে যদি চেষ্টা করি তবে আমরা সকলেই ভাবিতে—পূজা করিতে বুঝি সমর্থ হইতে পারি।

মূর্খের মত—পাগলের মত যে বল নাম করিলে—পূজা করিলে টাকা আসে বলিতে পার ?—পারি বলিতে—যদি বিশ্বাস করিয়া, করিয়া দেখ, হয় কিনা ? করিবে বটে—কিন্তু হইবেই নিশ্চয় এই বিশ্বাস রাখিয়া কর—হয়ত তোমার দুষ্কৃতি বশে শীঘ্র হইতেছে না—ইহাতে কিন্তু সহিষ্ণু হইতে হইবে—ছাড়িয়া দিলে হইবে না—সহ্য করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া করিতে হইবে—হইবেই নিশ্চয়—আবার বলি ধৈর্য্য ধরিয়া সহ্য করিয়া কর—তোমার পাপ যে পরিমাণে ক্ষয় হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই তোমার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। স্থির জানিও শাস্ত্র কখন মিথ্যা বলেন না। রুদ্র যামল বলিতেছেন—নিরাশ্রয় জানিয়া— প্রাণকে কাতর করিয়া সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা কর বুঝিবে—

আরোগ্যস্য চ সম্পত্তে জ্ঞানস্য চ মহামতে।
নামেদং পরমে হেতুর্মুক্তয়ে ভবসঙ্গিনাম্॥

যাহারা ভবসঙ্গী—যাহারা সংসারী বড় দুঃখী—তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির বা সংসার মুক্তির হেতু হইতেছে এই নাম—এই দুর্গা নাম—ইহাতে আরোগ্য লাভ হয়, ধন সম্পত্তি আগমন করে, জ্ঞানের উদয় হয়—কি না লাভ হয়?

কলিকালে বিশেষেণ মহাপাতকিনামপি।
নিস্তার বীজং বিজ্ঞেয়ং নামং সংস্মরণং প্রিয়ে॥ রুদ্রযামল

হে প্রিয়ে! এই কলিকালে বিশেষরূপে মহাপাতকী যাহারা তাহাদেরও নিস্তার বীজ এই নাম স্মরণ—এই নাম জপ—ইহা স্থির জানিও।

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গা নাম পরং মনুম্।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি! জীবন্মুক্ত স মানবঃ॥ মুণ্ডমালা তন্ত্র।

হে চণ্ডি! দুর্গা দুর্গা এই পরম মন্ত্র যে সতত জপ করে সে জীবন্মুক্ত হয়। অল্প অল্প করিয়া ত মরিতেইছ—সব রকমও দেখিতেছ—এই দিকটা দেখিবার সময় কিন্তু আসিয়াছে—যে যাহা করিতেছ তাহা কর কিন্তু এই উপায়েও কাজ করিয়া দেখ—দুই দিকই রক্ষা হইবে—অন্যকেও পথ দেখাইবে এবং আপনিও বাঁচিবে।

অগ্রে প্রাণকে ব্যাকুল কর—তারপর বল—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকাগতির্দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

ফিন্ ফিনে মিন্ মিনে জপ বা পূজা ছাড়—জপ পূজা যদি করিতেই হয় তবে সমস্ত হৃদয় দিয়াই কর। পূর্ণ বিশ্বাসে কর হইবেই।

তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর—বা রাম রাম কর—দুর্গা দুর্গা করিবে কেন? কৃষ্ণ পূজা কর দুর্গা পূজা করিবে কেন? তুমি যাহারই কাছে এই শিক্ষা পাইয়া থাক—ইহা কিন্তু কুশিক্ষা। তোমার কৃষ্ণ বা তোমার রাম যদি দুর্গা সাজিতে না পারেন তবে তুমি কখন ঠিক কৃষ্ণের বা রামের উপাসনা কর নাই। যাঁহারা আপ্ত পুরুষ—যাহারা ভ্রম প্রমাদ শূন্য তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দেখ—

যথা শিব স্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মূঢ়দুর্ম্মতিঃ॥
দেবী বিষ্ণু শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥

রাম কৃষ্ণ দুর্গা—নামে ভেদ কিন্তু বস্তু যে একই। কৃষ্ণই দুর্গা সাজিয়া আসিয়াছেন আবার রাম সাজিয়া পূজা লইতেছেন—ইহাইত বেশ। তোমার সবার সব তোমার ইষ্টদেবতা—তিনিই নানা ভাবে আসিয়া পূজা লয়েন—ইহাই ত ঠিক। বলিতেছি কৃষ্ণচন্দ্র বা রামচন্দ্রই যে অদ্বৈত পরমানন্দাত্মা হইয়াও এই প্রকৃতি, বিদ্যা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরী, বা দুর্গা, জানকী—ইহা যে শ্রুতি স্বয়ং দেখাইয়া দিতেছেন ইহা অমান্য করা কি ঠিক? ভ্রান্তি ছাড়িয়া সেই এককেই বহু মূর্ত্তিতে ডাকিতে হয়, ইহা দৃঢ় প্রত্যয় করাই ভাল।

জাতি জাগিয়াছে বলিতেছ—এই ভাবে আরও জাগাও তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইবে জগতের সর্ব্বশক্তির আধাররূপিণী। ইনিই যে চৈতন্যরূপী—ইনিই যে চৈতন্যরূপিণী।

শুন নাই কি—ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।

তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভং॥

আহা! সত্যই ত—বিশাল দৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্যত্র পতির্ম্মম।

যেন দৃষ্টির্বিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাং॥

আমার স্বামী বিশাল চক্ষু বড় ভালবাসেন—বিশাল দৃষ্টি যাহাতে হয়—আহা! সেই মন্ত্র আমাকে দাও।

বড় বিপদ চারিদিকে—আর বিশেষ

বসন্ত শরদাবেব জননাশকরাবুভৌ।

তস্মাৎ তত্র প্রকর্ত্তব্যং চণ্ডিকা পূজনং বুধৈঃ॥

এই কালে এই পূজা করিতে হয়—এই কালে লতাপাতা হয় বলিয়া নব পত্রিকার পূজা—এই নাস্তিক্য ব্যাখ্যা শুনিয়া নাস্তিকতা আনিয়া পাপ করিও না। সত্য সত্য বিশ্বাসী হইয়া—সত্য সত্য আপনাকে নিরাশ্রয় ভাবিয়া, জপ করি এস, পূজা করি এস। করিয়া দেখ—দেখিবে ঋষি বাক্য সত্য—সত্য—সত্য।

শরৎকাল যমদ্রংষ্টা হইলেও সংহার লীলার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষালীলাও চলিতেছে। অবরণীয় ভর্গ যেমন সংহার লীলা করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বরেণ্যং ভর্গ-রূপিণী হস্ত তুলিয়া অভয়ও দিতেছেন। একের মধ্যেই এই দুই শক্তি সমকালেই খেলা করিতেছে। হাহাকার ত দেখিতেছি কিন্তু একটু দৃষ্টি প্রসার করিলেই দেখিতে পাই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—সারা প্রকৃতিতে আর কাহারও আগমন বিঘোষিত হইতেছে। বলনা—কাহার আগমনে নদী তড়াগের জল নির্ম্মল হইল—কাহার পূজায় লাগিবে বলিয়া কুমুদ কহ্লার পদ্ম ফুটিয়া উঠিল—কাহার জন্য

স্থলে শেফালিকা, জবা হাসিল, সুনীল আকাশে চাঁদ ভাসিল—তারা ঝক্‌মক্ করিয়া শোভা ছড়াইল ?

তুমি আসিতেছ—প্রকৃতি কি স্থির থাকিতে পারেন ? সারা প্রকৃতি তোমার পূজা করিতে সাজিয়া আসিলেন—মানুষের প্রকৃতিও তোমার সাধের প্রকৃতির সাড়া ধরিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া—তাহাকেই বিশ্বরূপে ভাবনা করিয়া পূজা করুক এইত মায়ের ইঙ্গিত। উঠুক না তোমার ধ্বংস লীলার শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি—ইহার মধ্যেও মঙ্গলময়ীর মধুর হাস্য দেখি এস। জগৎ জুড়িয়া তুমি দাঁড়াইয়া আছ —কে কাহাকে বিনাশ করে ? আমরা তোমাকে দেখিনা বলিয়া বিনাশ দেখি সত্য কিন্তু তুমি তোমার জীবকে ফেলিবে কোথায় ? ফেলিবার স্থানও তুমি —কাজেই আপনার ছেলের মুণ্ড কাটিয়া আপনার গলায় ঝুলাইয়া রাখ তুমিই। সংহারও তোমার দয়া প্রকাশ—যদি কেহ দেখিতে পারে কি স্বভাব তোমার।

বলিতেছি—ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি পুরুষের পূজার জন্য বিচিত্র ভাবে আয়োজন করেন আর পুরুষও প্রকৃতিকে আদর করেন। এই খেলাই প্রকৃতি পুরুষের মিলন খেলা।

বর্ষার অশ্রুভরা চক্ষুতে, শরতের আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে আবার শীতের কুয়াসার আঁধারে কে যেন কি লুকাইয়া ঢাকিয়া রাখিতে চায়। আপনাকে লুকাইয়া খেলা করাই কি তাঁহার সাধ ? কিন্তু আবার সাজসজ্জার পরিবর্ত্তনে যখন প্রাণের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠে তখন কি তাহা আর ঢাকা থাকে ? শত চেষ্টাতেও ত তাহা ঢাকা যায় না। প্রাণের উচ্ছ্বাস চক্ষে মুখে যে ফুটিয়া উঠিয়া ছড়াইয়া পড়ে। তাই গাছে গাছে ফুল ফুটে, ফুলে ফুলে ভ্রমর ঝঙ্কার করে, ডালে ডালে কোকিল কুহু কুহু করিয়া তাহারই বাঞ্ছিত, তাহারই ঈপ্সিততমের আগমন প্রতীক্ষা করে—বুঝি ডাক শুনিয়া সাড়া পাইয়াই ছুটিয়া আসিবে। আপন ভাবে আপনি ভরিয়া যেন সকল সৌন্দর্য্যের পঁসরা খুলিয়া, সব ভুলিয়া, সব ঢালিয়া তাঁহারই চরণে অঞ্জলি দেয়। আপন ভালবাসা জগতে মাখাইয়া জগৎ ভরিত করিয়া দিতে চায়। আপনা ভুলিয়া—তাহাকে ভুলিয়া—তারে ভুলাইতে চায়। এ ভালবাসায়, এ আদরে দুই এক হইয়া যায় তাই সব পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বসন্তের শোভায় মিলনের পূর্ণতা। এ জগৎ তখন মিলন আনন্দে ভরিত হইয়া উঠে। সুন্দরকে হৃদয়ে পাইয়া সবাই সুন্দর হইয়া যায়। আপন সাজে তারে সাজাইয়া তাহাকে যেন ভুলাইয়া ভরিয়া দেয়। আর পুরুষ তখন কতখানি প্রাণ লইয়া তাঁহার মনোহারিণী প্রকৃতিকে বক্ষে ধরিয়া কত

আদর করেন। এ আদরে এ আনন্দে চৈতন্যও যেন চৈতন্যহারা। প্রতিক্ষণে প্রেমের খেলা। পুরুষ আপনাকে আপনার প্রকৃতিতে মিশাইয়া আদর করেন —বলেন "ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভব জলধিরত্নম্" —ইত্যাদি।

শরৎ কাল আসিল—কিন্তু মানুষ সহরে নগরে পোড়া মাটির ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া প্রকৃতির শোভা কতটুকু দেখিবে তাই বল। তথাপি এখানেও রাত্রির শেষ যামে শরতের গন্ধে প্রাণ মন যেন মাতাইয়া তোলে আর "শরতের বায়ু যখন লাগে গায়—উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখা দায়"—ইহাও কোন কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটে। এখানেও শরতের নির্ম্মল আকাশে নির্ম্মল চাঁদ—সুন্দর তারকা—বড় মনোহর হইয়া প্রাণ মন পুলকিত করে কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখিতে যদি হয় তবে একবার আদি কবির চক্ষু লইয়া শৈলশিখরে বা বনভূমিতে গমন করিতে হয়। কি দেখা যায় তথায় ? দেখা যায় এখন আর বর্ষার সেই সজল জলদমালা আকাশ ছাইয়া নাই, এখন সেই স্তনিত বৈদ্যুৎগর্ভ জল পূরিত মেঘমালা—সুবর্ণ পৃষ্ঠাস্তরণ ভূষিত গজ যূথের মত শব্দ করিতে করিতে আকাশ পথে ছুটিতেছে না। এখন সেই গত বিদ্যুৎ বলাহকম্ আর সারসারাব সংঘুষ্টং—সেই বিদ্যুৎ ও বকপাঁতি শূন্য আর দিবাভাগে শব্দায়মান সারস শ্রেণী সেবিত নির্ম্মল আকাশ মণ্ডলের শারদীয় সৌন্দর্য্য—ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে কথায় কতটুকু বলা যাইবে ? তথাপি বলিতে হয়—বর্ষার বারি বর্ষণে ধরা আজ পরিতৃপ্ত হইয়া শস্য সকল উৎপাদন করিয়া কত সুন্দর সাজিয়াছে। আর যেখানে সেখানে গুল্মলতা বৃক্ষাদি যেন পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দে আকাশের দিকে চলিয়াছে। দীর্ঘ গম্ভীর শব্দকারী মেঘ সকল তরু ও শৈল সকলের উপরে বারিবর্ষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া এখন বিশ্রাম করিতেছে।

বলিতেছি এই শরৎকালে—এই দুর্গাপূজার কালে—এই অকাল বোধনের কালে দুর্গা ভাবনা বুঝি সহজ। মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া জগদাকারধারিণীকে জগৎ ধরিয়া ভাবনা করা আর কঠিন কি ? এই ঘন নীল শারদগগন, এই জ্যোৎস্নানুলিপ্তা শারদী রজনী, কেন ইহারা প্রাণ মন পুলকিত করে ? গগনমণ্ডল সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয়মাস ধরিয়া গর্ভ ধারণ করিয়াছিল এবং বর্ষায় সন্তান প্রসব করিল আর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া ঘননীল আকাশের গায়ে এখানে ওখানে কখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল কখন বা

মন্থর গতিতে এখানে ওখানে পরিভ্রমন করিতে লাগিল। সকামা বকপংক্তি গর্ভধারণের নিমিত্ত হর্ষবতী হইয়া বায়ু-কম্পিত উৎকৃষ্ট মালার মত মনোহর আকাশের গলে লম্বিত হইয়া যে শোভা ধারণ করিত এখন আর তাহা দেখা গেল না। নদী জলের প্রবাহ ক্ষীণ হইয়াছে আর সেই নির্ম্মল নদী সরোবরে সূর্য্যাগ্রকিরণ প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পদ্মধুলি আকীর্ণ মনোহর বিশাল পক্ষযুক্ত হংসগণ নদী পুলিনগত চক্রবাক সমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দিক সকল অন্ধকার বিমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হইয়াছে। পবন, কল্হার গন্ধ গায়ে মাখিয়া শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভূমিতলস্থ পঙ্ক রাশি সূর্য্যাতপ সম্পর্কে শুষ্ক হইয়াছে। কত ময়ূর আপনার উৎকৃষ্ট ভূষণ স্বরূপ বর্হ পরিত্যাগ করিয়া সারস কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়াই যেন নদীর তীরে বিমনা হইয়া দীন ভাবে কি জানি কি যেন দেখিতেছে। কত গজেন্দ্র প্রফুল্ল পদ্ম সরোবরে কারণ্ডব ও চক্রবাকদিগকে ত্রাসিত করিয়া জলপান করিতেছে সারসরব বিশিষ্ট, বিগত পঙ্ক, বালুকা সমাকীর্ণ, গোকুল যুক্ত নদী সমূহে হংসগণ হৃষ্ট হইয়া রব করিতেছে। নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, বারি, অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু, ময়ূর এবং উৎসব রহিত ভেক সমূহের রব বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কালে অনেক বর্ণের ক্ষুধা পীড়িত সর্প সকল বিল হইতে নির্গত হইয়া বিচরণ করিতেছে; শোভমান চন্দ্র কিরণ স্পর্শজাত হর্ষে ঈষৎ উন্মীলিত তারারূপ নেত্র কণীনিকা বিশিষ্ট রাগবতী সন্ধ্যা অম্বরস্থল ত্যাগ করিতেছে আর উদিত শশাঙ্ক জ্যোৎস্না শুক্ল বসনান্বিতা রজনী—সুলক্ষণা ললনার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। সারা প্রকৃতি শরতের আগমন বলিয়া দিতেছে। আহা! সকলেই কি আর কাহারও আগমন ঘোষণা করিতেছে? করিতেছে নিশ্চয়ই—এস আমরাও করি—করিয়া জীবন ধন্য করি।

একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্ন চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ কোপে চ কালী সমরে চ দুর্গা॥

এই তিনি। ইহার পূজা বাহিরে হইতেছে—মানুষ ইহারই পূজা করিয়া ধন্য হইতে চায়।

কেহই যখন আমাকে রক্ষা করিতে পারেনা—তখন সত্য সত্যই ত কেহ আমার নাই। প্রাণে প্রাণে কেহ আমার নাই ইহা যাঁহাদের জাগিয়াছে, তাঁহাদেরই দুর্গা দুর্গা করা আপনিই হয়। সর্ব্বদা জপ যিনি করিয়া আসিতেছেন তিনি আজ বড় উৎসাহে মায়ের পূজা করিয়া ধন্য হইবেন।

প্রাণকে কাতর কর, নাম কর, পূজা কর—আর মাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে অপেক্ষা কর—করিয়া দেখ চিত্ত কত শান্ত হয়—আর কত সুখ পাও।

মায়ের এই ভরারূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মন্ত্রপড়িয়া পুষ্পাঞ্জলি দাও, আর মায়ের স্তব মায়ের কাছে পড়িয়া ধন্য হই এস।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নামঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃস্মতাম্॥
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্ম ফলেষু যুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তমঃ॥
দেবীং বা চ মজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্ত্রেষ্মূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্বাগামাসুপ সুষ্টু তৈ তু॥
কালরাত্রিং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্।
সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং ননামঃ পাবনাং শিবাম্॥
মহালক্ষ্মীশ্চ বিদ্মহে সর্ব্বসিদ্ধিশ্চ ধীমহি তন্নো দেবীঃ প্রচোদয়াৎ॥

এষা শ্রী মহাবিদ্যা। য এবং বেদ স শোকং তরতি। তামহং প্রণোমি নিত্যম্॥ এস এস আমরাও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি—আর বলি—

নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয় বিনাশিনীম্।
মহা দুর্গা প্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিণীম্॥
মন্ত্রাণাং মাতৃকা দেবী শব্দানাং জ্ঞানরূপিণী।
জ্ঞানানাং চিন্ময়াতীতা শূন্যানাং শূন্যসাক্ষিণী।
যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।
দুর্গাৎ সন্ত্রায়তে যস্মাৎ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে॥
প্রপদ্যে শরণং দেবী দুং দুর্গে দুরিতং হর।
তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচার বিঘাতিনীম্॥
নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণব তারিণীম্।

আগমনী

১

দিতে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি মহামায়া শ্রীচরণে।
শরত প্রভাতে আজি জাগ সব ভগ্নিগনে।
মৃদুল সমীর সনে গুরু গুরু গরজনে
সুনীল গগনে ওই, হের শুভ্র মেঘ দলে॥
চলেছে মায়েরে যেন হেরিবারে কুতূহলে।

২

পরাজিয়া সাহানায় বিহগেরা কলতানে।
গায় আগমনী গাথা বিহ্বল করিয়া প্রাণে।
ঊষার সুহাসে মরি উমাশশী বোধ করি
লভিতে চরণে স্থান শেফালিকা ফুলে ফুলে।
পড়িছে ঝরিয়া দেখ প্রভাতের তরুমূলে॥

৩

আরাধিতে যোগমায়া আঁখিমুদে শতদল।
ছিল বুঝি এতদিন, বরষার ক'রে ছল।
এবে আশা পূর্ণ তার আনন্দ ধরে না আর
মেলিয়া হৃদয় দল খুঁজিতেছে চারি ধার।
কোথা সাধনের ধন রাঙ্গা পাদপদ্ম মার॥

৪

অনুরাগে রাঙ্গা হয়ে ফুটিতেছে জবাদলে।
জানে সে লভিবে স্থান, ঈশানীর পদ তলে।
হ'য়ে মহা আনন্দিতা দুলিছে অপরাজিতা,
করবী তুলিয়া মাথা, দেখিতেছে চারিদিক।
আসিবেন দশভুজা, সময় হয়েছে ঠিক॥

৫

সুমিষ্ট ফলের রাশি, নিয়ে দেখ অগণন ।
ফলভরে অবনত দাঁড়াইয়া তরুগণ ।
অন্তরের প্রেম রসে ফলগুলি ভরেছে সে
হইবে সার্থক তাহা লাগিলে যে ভোগে মার ।
সারা বরষের আশা আজি কি পুরিবে তার ॥

৬

সুদীর্ঘ বরষা অন্তে কলনাদি তটিনীর ।
আবিল সলিল রাশি হল অনাবিল স্থির ।
প্রস্ফুটিত কোকনদ ধোয়াইবে রাঙ্গাপদ
নির্ম্মল হয়েছে সবে পূজিতে নির্ম্মলা মায় ।
কুলু কুলু নাদে নদী আগমনী গেয়ে যায় ॥

৭

নবদুর্গা পূজিবারে নবদুর্ব্বা দল সাজে ।
ধুইয়া কর্দ্দম ধূলি বিল্বপত্র বৃক্ষে রাজে ।
মরি কিবা শোভাময় শরতের মায়াময়
জগন্মাতা পুজিবারে প্রকৃতির আয়োজন ।
পরম পবিত্র সত্ব, কি সুন্দর শুভক্ষণ ॥

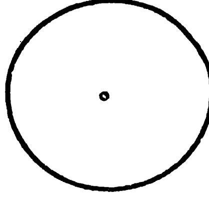
৮

শারদীয় মহাপূজা তুলনা নাহিক তার ।
আছে সবে অপেক্ষায় আশাপথ চেয়ে মার ।
অমনি পবিত্র হ’য়ে নির্ম্মল হৃদয় ল’য়ে
আমরাও এস বোন পূজিবারে অভয়ায় ।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ আনি সর্ব্ব মঙ্গলায় ॥

শ্রীমতী উৎপল কুমারী দেবী
৺কাশীধাম ।

———

শ্রীহরি।

ধর্ম্মের মূল  তত্ত্ব।

কেন্দ্র-বিন্দু অবলম্বনে যেরূপ বৃত্তের সৃষ্টি, সেইরূপ ভগবান-কেন্দ্র অবলম্বনে এই বিশ্ব-বৃত্তের সৃষ্টি। একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আকারে ও সংখ্যায় বহু সংখ্যক ক্ষেত্র অঙ্কিত করিলেও মূলবৃত্তের কেন্দ্র-বিন্দু যেমন একটী ভিন্ন দুইটী হয় না তেমনি এই বিশ্ব-বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত বহুদেশ, মহাদেশ, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি স্থান বিভাগ, ভূচর, খেচর, জলচর প্রভৃতি প্রাণীবিভাগ ও নানা প্রকারের উদ্ভিদ বিভাগ থাকিলেও ইহার কেন্দ্ররূপী ভগবান, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভাসিয়াছে ও ভাসিতেছে তিনি এক ভিন্ন দুই নহেন। যাহারা ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞ (Geometrician) তাঁহারা যেমন একটী বৃত্ত দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারেন যে উহার সৃষ্টি একটী বিন্দু অবলম্বনে হইয়াছে এবং উহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আপনার প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিরাকরণ করেন তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্ষেত্রের তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াই বুঝিয়া থাকেন যে ইহার একটী কেন্দ্র বা সৃষ্টবিন্দু আছে এবং ঐ বিন্দুটি খুজিয়া বাহির করিয়া আপনার জীবনের সম্পাদ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে উপনীত হন। ঐ কেন্দ্র খুজিয়া বাহির করাই আমাদের সকলের জীবনের লক্ষ্য। এই খোজার বা অন্বেষণের—প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অন্বেষণের নাম সাধনা ও খুজিয়া পাওয়ার নাম সিদ্ধি।

ভগবান যখন এক ভিন্ন দুই নহেন, তখন যে সত্য ধরিয়া জীব ভগবানের কাছে যাইতে পারে বা তাঁহাকে পাইতে পারে তাহাও নিশ্চয়ই এক ভিন্ন দুই নহে। এই এক নিত্য অব্যয় অক্ষয় সত্যের নাম ধর্ম্ম, যাহা জীবকে ভগবান-রূপী কেন্দ্র-বিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না। যেমন জলের ধর্ম্ম নিম্নাভিমুখিনী গতি; শত সহস্র বর্ষ আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও গমনের আবদ্ধতা বা বাধা বিমুক্ত হইবা মাত্রই সে যেমন তাহার নিম্নাভিমুখিনী গতির ধর্ম্মে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্রোতস্বিনী আশ্রয় করিতে পারিলে প্রবলবেগে মহাসাগরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি জীব যতই পতিত হউক না কেন, ভগবানের অভিমুখে তাহার যাইবার ধর্ম্ম বা গতিশক্তি কখনই নষ্ট হয় না; নিকবর্ত্তী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, কোন মহাপুরুষের কৃপাযুক্ত আশ্রয় লাভ হইবামাত্র, সেই পতিত আবদ্ধ জীবন-ধারা ভগবানরূপী মহাসাগরের দিকে সবেগে ছুটিয়া যায়।

ধর্ম্ম একটী সার্ব্বজনীন সাধারণ সত্য। যাহা সত্য তাহা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নিত্য সত্য। পানীয় জলের জন্য জীবের পিপাসা সকল দেশেই সত্য ও সকলেই এই সত্যের শাসনে জলপান করে। তবে দেশ ভেদে প্রাকৃতিক বৈষম্য বশতঃ জলপানের প্রণালী, পরিমাণ ও অনুভূতি স্বতন্ত্র। উষ্ণ প্রধান দেশের লোক শীতল জল পান করে, পানের পরিমাণও অধিক; আর শীতপ্রধান দেশের লোক উষ্ণ জল পান করে এবং পরিমাণও অপেক্ষাকৃত অল্প এবং অনুভূতিরও পার্থক্য আছে। এখানে পিপাসা যেমন সার্ব্বজনীন সাধারণ সত্য এবং পান করাও ঐরূপ সত্য, কেবল দেশ ভেদে এবং জলবায়ু ও প্রকৃতির বৈষম্য ভেদে পিপাসার প্রণালী, পরিমাণ ও অনুভূতি স্বতন্ত্র, তেমনি ধর্ম্ম একটী সার্ব্বজনীন সাধারণ সত্য কেবল দেশ ভেদে ও বৈষম্য ভেদে ইহার পিপাসার পরিমাণ, সাধনের প্রণালী ও অনুভূতি স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

একটি অপরিবর্ত্তনীয় সাধারণ নিয়মে যেমন সূর্য্যরশ্মি জগতের সর্ব্বত্র পতিত হয়, দেশভেদে পতনের নিয়ম বিভিন্ন হয় না; তবে ঐ সকল দেশের নৈসর্গিক অবস্থানের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ যেমন ঋতুভেদ ও উষ্ণতার অনুভূতির হ্রাস বৃদ্ধি বা পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, তেমনি যে সত্য ধরিয়া জীব ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় তাহাও তত্ত্বতঃ এক, দুই নহে; কেবল বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জলবায়ু, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, ও জীবন যাপনের উপায় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রথা বিভিন্ন বলিয়া ঐ সত্যের অনুভূতি বিভিন্নভাবে হইয়া থাকে, এজন্য দেশভেদে উহার সাধন প্রণালী বিভিন্ন হইয়া ঐ প্রণালীগুলি বিভিন্ন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্ম এক—সত্য এক; কেবল উহার উপলব্ধির স্বতন্ত্রতা বশতঃ সাধনের প্রণালী স্বতন্ত্র হইয়াছে।

এইরূপে ভগবানের সৃষ্টির সকল কার্য্যের মূলেই একটা অপরিবর্ত্তনীয় সাধারণ নিয়ম বা বিধি দেখা যায়। আলোক, উত্তাপ, বায়ু, চলাচল, বৃষ্টিপতন প্রভৃতির নিয়ম সকল দেশেই এক এবং উহা উপভোগের বিধিও উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধনী জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে এক। সম্রাট ও পথের ভিখারী ভগবানের দান একই নিয়মে সমভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। ক্ষুধার নিবৃত্তি যে কোন প্রকার আহারেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান ভাবে হইয়া থাকে। স্নেহ, বাৎসল্য, ক্ষমা, দয়া, প্রীতি, ভালবাসা.প্রেম,প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও কাম, ক্রোধ,লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি অসৎভাব সকল মানুষে একই নিয়মে প্রকাশ পায়। ভগবানের সকল কাজ ও তাঁহার সকল দান যখন একটা সাধারণ নিয়মে হইয়া

থাকে, তখন যে সত্য ধরিয়া তাঁহার অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে জাগে, যাহার নামান্তর ধর্ম্ম সেই সত্য অনুসরণেরও একটা সাধারণ নিয়ম আছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির অনুসৃত ধর্ম্মপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও তাহার মূল তত্ত্বগত নিয়মের একটা ঐক্য আছে। সত্যআশ্রয়, বিশ্বজীবে ও ভগবানে শ্রদ্ধা, ভালবাসা বা প্রেম ও ভগবৎপ্রাপ্তি বা অনুভূতির জন্য আগ্রহযুক্ত প্রাণপণ চেষ্টা; ইহা সকল ধর্ম্ম মতের সাধারণ ভিত্তি। কেবল দেশ ভেদে প্রাকৃতিক বৈষম্য ভেদে ও জীবের প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন প্রণালীতে ধর্ম্মের বা সত্যের সাধন এবং বিভিন্নরূপে বা ভাবে ভগবানের প্রাপ্তি বা অনুভূতি।

এতএব মানুষ যখন ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে, জানিতে ও পাইতে চায় তখন আলোচ্য বিষয় এই যে মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ শক্তি ও জ্ঞানে কিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভগবানকে সহজে পাইতে পারে এবং এই সহজতা কিরূপে সম্ভব।

নিবিড় অন্ধকারাবৃত বিস্তৃত বনমাঝে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা এক প্রকার অসাধ্য। খোঁজা সহজ হয় তাহাকে ডাকিলে ও ডাকার প্রতিধ্বনি পাইলে। আমাদেরও অজ্ঞানান্ধকারে ভগবান লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হয় কেবলমাত্র তাঁহাকে আগ্রহের আবেগে ডাকিলে ও তাঁহার প্রতিধ্বনি পাইলে। এই প্রতিধ্বনি পাইবার উপায় প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ সৃষ্টি। ভগবান প্রতিধ্বনিময়; যথার্থ আগ্রহযুক্ত ধ্বনি করিবামাত্রই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ইহা যে জাগ্রত ও ধ্রুব সত্য তাহা মহাপুরুষগণের জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবনীতে দেখিতে পাই তিনি যখন গভীর রাত্রে তাঁহার অর্গলবদ্ধ রুদ্ধদ্বার সাধনগৃহের অভ্যন্তরে ধর্ম্মপিপাসু উমাচরণের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থিতা মুক্তকেশী পাষাণমূর্ত্তিকে আহ্বান করিতেছেন—"মা! একবার এই ঘরে এস;" তখন অমনি তাহার যুগবৎ প্রতিধ্বনিস্বরূপে বিশ্বজননী ঝুম ঝুম রবে নুপুর বাদ্য করিতে করিতে ঐ সাধন-গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের প্রেমের ডাকে পাষাণময়ী কথা কহিয়াছিলেন। ভক্ত প্রবর রামপ্রসাদের প্রগাঢ় প্রতিধ্বনিস্বরূপে বেড়ার দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন ও প্রেম-পাগল জয়দেবের পাদ পূরণকল্পে অযাচিত ভাবে ভক্তিমতী পদ্মাবতীর অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিধ্বনিতে অসীম বিশ্ববিরাট ভগবান সীমার মাঝে আসিয়া জীবের প্রাপ্তি সহজ করিয়া থাকেন। এই সহজতাই

তাঁহার মাধুর্য্য। স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য তিনটী ভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে মাধুর্য্য ভাবই ভগবদাস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা সম্পাদন করে। এই বিষয় বিস্তৃতভাবে "উৎসব" পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ভগবদাস্বাদনেচ্ছুগণের তৃপ্তিসাধনকল্পে সংক্ষিপ্ত আকারে এতৎসন্নিবেশিত করা হইল। পাঠ করিয়া কেহ আনন্দ লাভ করিলে কৃতার্থ হইব।

মাধুর্য্যে ভগবদাস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা।

ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রকাশের অভাব যেখানে সেখানেই মাধুর্য্য। ধনবানের মাধুর্য্য ধন থাকা সত্ত্বেও ধনগৌরবের অপ্রকাশে ও বিনয়ে দীনভাবাবলম্বনে—ধন-গৌরবে—আত্মহারা হইলে নহে। বলবানের মাধুর্য্য—বল থাকা সত্ত্বেও বলের প্রয়োগের অভাবে—বল প্রকাশে নহে। দানশীলের মাধুর্য্য দান করিয়াও আত্ম গোপনে—আত্মপ্রচারে নহে। আবার রূপের মাধুর্য্য তাহার স্নিগ্ধতায় নয়নের তৃপ্তিসম্পাদনে—তাহার নেত্রদগ্ধকারী প্রখরতায় নহে। রসের মাধুর্য্য তাহার মধুরতায় রসনার তৃপ্তি সাধনে—তাহার তীব্র বিকটতায় নহে। শব্দের মাধুর্য্য তাহার শ্রুতি মধুরতায়—শ্রুতিকটুতায় নহে। স্পর্শের মাধুর্য্য সুখস্পর্শে—স্পর্শক্লেশে নহে। গন্ধের মাধুর্য্য তাহার কমনীয়তা ও মধুরতায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে—তাহার ক্লেশদায়ক বা চেতনাপহারক উগ্রতায় নহে। বায়ুর মাধুর্য্য তাহার মৃদুমন্দ হিল্লোলে—প্রলয়কারী রুদ্র-মূর্ত্তি প্রভঞ্জনে নহে। অগ্নির মাধুর্য্য শীত নিবারণে—তাহার দাবদাহনে নহে। জলের মাধুর্য্য তৃষ্ণা নিবারণে—বিশ্বপ্লাবনে নহে! চপলার মাধুর্য্য মেঘের কোলে নয়নমুগ্ধকর বঙ্কিম খেলায়—তাহার প্রাণঘাতকতায় নহে। স্রোতস্বিনীর মাধুর্য্য তাহার কুলুকুলুনাদিত মৃদু পবনান্দোলিত হিল্লোল গতিতে—তাহার কুলক্ষয়কারী প্রচণ্ড প্রবাহে নহে।

এই আস্বাদনের তারতম্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐশ্বর্য্যের রুদ্রভাবের আস্বাদন করিতে জীব অসমর্থ। অতএব আস্বাদনের মাধুর্য্য আস্বাদকের নিকট

অর্থাৎ আস্বাদকের আস্বাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী। এখন আস্বাদক, আস্বাদন ও আস্বাদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

ভগবানের সৃষ্টিতে দেখিতে পাই একদিকে যেমন আস্বাদকের মধ্যে ভোগ বা আস্বাদনের বৃত্তি আছে, অন্যদিকে তেমনি ভোগ বা আস্বাদনের পদার্থ বা বিষয় আছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগতেই এই ব্যবস্থা। স্থূল ধরিলে দেখিতে পাই একদিকে যেমন পিপাসা, অন্যদিকে তেমনি পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পানীয় পদার্থ। একদিকে যেমন ক্ষুধা, অন্যদিকে তেমনি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার। একদিকে যেমন চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া পঞ্চধা ভোগ-বৃত্তি সকল প্রধাবিত, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের বিষয়, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ। আবার সূক্ষ্মের দিকে চাহিলে, একদিকে যেমন দয়া, স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য শ্রদ্ধা ও প্রেম, অপরদিকে তেমনি তাহাদের তৃপ্তিসাধন কল্পে আস্বাদনের বিষয়।

জীবের এই আস্বাদনের দুইটি মাপকাঠি বা সীমা আছে, একটী নিম্নে আর একটী ঊর্দ্ধে; ইহার বাহিরে আস্বাদনের কল্পনা সম্ভব হইলেও তাহার অনুভূতি বা আস্বাদন হয় না। যাহা অতি ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম আমরা তাহাও দেখিতে পাই না, আবার যাহা অতি বৃহৎ তাহাও দেখিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। এমন রস আছে (যেমন জল) যাহার কোন প্রকার আস্বাদ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না আবার এমন বিকট প্রাণঘাতক আস্বাদ আছে যাহা আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ অথবা করিলে প্রাণরক্ষা হয় না। এমন মৃদু শব্দ আছে যাহা আমরা শুনিতেই পাই না, আবার এমন ভীষণ মেদিনী ও গগনবিদারক শব্দ আছে যাহা শুনিলে বধিরতা বা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই। এমন কোমল স্পর্শ আছে যাহার অনুভূতি আমাদের হয় না, আবার এমন প্রাণঘাতী স্পর্শ আছে যাহার সংস্পর্শে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এমন অতি কোমল মৃদুগন্ধ আছে যাহা আমাদের নিকট গন্ধ বলিয়াই মনে হয় না, আবার এমন চেতনাপহারক ভীষণ গন্ধ আছে যাহার সংস্রবে আমরা অজ্ঞান হইয়া যাই। ইহাতে বুঝা গেল যে, জীবের সকল আস্বাদন ও অনুভূতি, নিম্নে ও ঊর্দ্ধে উভয়দিকে পরিমিত বা সীমাবদ্ধ। এই পরিমাণ বা সীমার ভিতর দিয়া সসীম জীব অসীম অনন্ত ভগবান-কে কিরূপে পাইতে পারে—কিরূপে সহজে পাইতে পারে তাহাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভগবানের স্বরূপ-ভাব ব্যতীত আর দুইটী ভাব আছে—একটী ঐশ্বর্য্য আর একটী মাধুর্য্য। অনন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরূপ ভাবের আস্বাদন সসীম জীবের পক্ষে দুরূহ, তবে স্বরূপ-ভাবের জ্ঞান না থাকিলে অসীম ভগবানের সসীমভাব পরিগ্রহে খণ্ডিত জ্ঞান আসিয়া তাঁহার অনন্তত্বে সন্দেহ জন্মিতে পারে এজন্য ঐ জ্ঞান প্রয়োজন। ঐশ্বর্য্য ভাবেও তিনি বিশ্ব-বিরাট ও অনন্ত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি বা অনুভূতি জীবের পক্ষে সম্ভব নহে; এজন্য কৃপাপরবশ হইয়া যখন ভগবান তাঁহার অসীম ভাবকে সীমার মাঝে আনেন তখনই জীব মাধুর্য্যভাবে তাঁহাকে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়! তাই বিশ্ব-কবি বলিয়াছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর;
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

কিন্তু পাছে মূঢ় জীব তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব ভুলিয়া তাঁহার কৃপাবলম্বিত মাধুর্য্য রূপে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বা খণ্ডিত সাধারণ জীবের মত মনে করে এজন্য বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূত মহেশ্বরম্॥ গীতা ৯।১১

অনন্ত অসীম ভগবানের এই যে মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া সীমার মাঝে আনা, ইহা কেবলমাত্র জীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া তাহার আস্বাদনের সীমার মধ্যে আসিয়া তাহাকে কৃতার্থ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আস্বাদনেচ্ছুর তৃপ্তি-সাধনকল্পে অসীমের এই যে সসীমভাব পরিগ্রহ এবং তাহাতে জীবের আস্বাদনের যে সহজতা ও রমণীয়তা তাহাই মাধুর্য্য। অতএব জীবের মাধুর্য্যের উপলব্ধি অসীমত্বের কল্পনায় নহে—তাহার আস্বাদনের সীমার মাঝে অসীমের অবতরণে বা প্রকাশে। এই জন্য যখন ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্ব-রূপ দেখাইয়াছিলেন, তখন তিনি সে বিরাটরূপ দর্শনে অসমর্থ হইয়া ভগবানকে ঐরূপ সম্বরণ পূর্ব্বক লৌকিকভাব পরিগ্রহ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ তখন দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে অর্জ্জুনের আস্বাদনের সহজতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অসীম বিশ্ববিরাট ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া সসীম ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য এই যে সীমার মাঝে আসেন ইহাই তাঁহার মাধুর্য্যের প্রকাশ এবং এই মাধুর্য্যেই অর্জ্জুনের আস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা সম্পাদিত হইয়াছিল।

মাতা যশোমতী দামবন্ধন লীলায় লৌকিক চক্ষে পরিমিত ভগবানের কটি-দেশ বন্ধনে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া ব্রজমণ্ডলস্থ সমস্ত রজ্জু সংযোগেও কটিদেশের পরি-ধির পরিমাপ করিতে যখন অসমর্থা হইলেন ও রজ্জুর পরিমাণ দুই অঙ্গুলি কম হইল এবং তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলে তিনি পরিশ্রান্তা ও কাতরা হইলেন তখন ভগবান কৃপাপূর্ব্বক সীমাগ্রহণ করিলেন। অসীমের মাধুর্য্য এই সীমা গ্রহণে।

ভগবান রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়া মিতা সম্বোধনে মাধুর্য্যভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন; আবার মাধুর্য্যভাবে কৃতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও রাজনীতি শিক্ষার ছল করিয়া রাবণকে মৃত্যুকালে দর্শন দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার রাবণের নিকট রাজনীতি শিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না—কেবল মাধুর্য্যভাবে তাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য কৃপাপ্রকাশ মাত্র।

মাধুর্য্যের সহজতায় জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য, যিনি, বিশ্ববিরাট, অনন্ত ও ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি জীবধর্ম্মের অতীত, তিনি জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তাহার অনুভূতি ও আস্বাদনের সীমার মাঝে আসিয়া বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯অঃ ২৬ শ্লোক।

"যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তি সহকারে সমর্পিত সেই সমুদয় গ্রহণ করি।"

আবার যখন তিনি সর্ব্বভূতে আপনার বিরাট সমতা দেখাইয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়া বলিতেছেন—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়।"

আমি সর্ব্বভূতে সমান, আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই।

তখনই আবার সেই বিরাট স্পন্দনহীন সমতায় সসীম জীবের অনুভব বা আস্বাদন সম্ভব হইবে না মনে করিয়া কৃপার্ত্ত হইয়া যুগপৎ মাধুর্য্য ভাব অবলম্বনে বলিতেছেন—

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহম্॥ ৯অঃ ২৯ শ্লোক।

কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে থাকে আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাহাদের মধ্যে থাকি।

আহা! মাধুর্য্যভাবে দুর্ব্বল জীবের অনুভব বা আস্বাদনের সীমার মাঝে আসিয়া এত কৃপা আর কাহার? যখনই আপনার বিশ্ববিরাট অসীম ঐশ্বর্য্য ভাবের কথা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন তখনই যুগপৎ সসীম দুর্ব্বল জীব তাহাকে সেভাবে অনুভব বা আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না এই চিন্তায় ব্যথিত হইয়া অমনি আবার নিজে সহজ হইয়া তাহার প্রাপ্তি সহজ করিয়া উপদেশ দিতেছেন! সমগ্র গীতাখানিতে ভগবানের এই দুইটী ভাব অর্থাৎ তাহার স্বরূপ তত্ত্ব ও জীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তির সহজ উপায় ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের প্রতি এত কৃপা, এত মর্ম্মব্যথা আর কাহার? এমন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে?

সসীম জীবের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া তাহার ব্যথার ব্যথী হইয়া অসীমের এই যে সীমার মাঝে আসা ইহাই মাধুর্য্য এবং এই মাধুর্য্যেই জীবের আস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা। বিশ্বকবি এই মাধুর্য্যের আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া বলিতেছেন :—

দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোট হ'য়ে,
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য্য—সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা
জলে স্থলে দাও হে ধরা
কত আকার ল'য়ে
বন্ধু হ'য়ে পিতা হ'য়ে জননী হ'য়ে
আপনি তুমি ছোট হ'য়ে এস হৃদয়ে॥

শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ। কৈপুকুর, শিবপুর।

———

বাসুদেবঃ সর্ব্বম্।

সবই আমার প্রিয়তমের—ঈপ্সিতমের প্রতিকৃতি। যাহা কিছু দেখি—স্থাবর জঙ্গম—জড় চেতন—নরতির্য্যক ইত্যাদি—পর্ব্বত-কান্তার, নদ নদী—ফুল ফল—বিহঙ্গম শারীশুক,—সবই আমার বরণীয় ও আরাধ্য দেবতার প্রতিকৃতি; আমার কর্ম্মবন্ধন ছেদনের জন্য এইরূপে ভাসিয়াছেন। নামরূপ যাহা দেখা যায় তাহা অসৎ। যাহা আছে বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহাকে অসৎ বলি কি করিয়া? কিন্তু যুক্তিতে বা বিচারে সম্যক্‌রূপে বুঝা যায় যে, ইহা অবশ্য নাশশীল। ইহার দিকে দৃষ্টি বা লক্ষ্য স্থাপন করিলে, আমার অপরাধ হইয়া যায় এবং শত অপরাধে, শত কামনা বাসনার তীব্র ভুজঙ্গমের বিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। তাই বলি, এই নামের রূপের অলীক খেলা লইয়া না থাকিয়া ইহাকে ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা আচ্ছাদন কর দেখি। করিয়া দেখ, যাহা তোমাকে এত যন্ত্রণা দিতেছিল, যাহা শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তোমার দেহ ও মনকে জ্বালাইতেছিল, তাহা তোমার ঈপ্সিতমেরই প্রতিমূর্ত্তি—এই চিন্তায় তোমাকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিবে, তুমি কৃত কৃত্য হইবে—তোমার 'অহং' ও 'মম', এর পাশ শিথিল করিবে—তোমার কল্পনারাশি বিলীন হইবে।

কল্পনা করিবে কাহাকে লইয়া? রে, মন—"কথং ভ্রান্ত প্রধাবসি পিশাচবৎ" —কেন পিশাচের মত ভ্রান্ত হইয়া প্রধাবিত হইতেছ। রে বাতুল, তোর কি নিয়ন্তা নাই? তুমি ঐশ্বর্য্য চাও, কিন্তু তোমার স্বরাজ্যের অপূর্ব্ব রাজ্য এখনও ত পাও নাই—সেই ঐশ্বর্য্যের তুলনায় আবার কোন ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা কর? স্ত্রী পুত্র-পরিজন-বন্ধুবান্ধব বলিয়া কতইত বাসনার রং পরং তুলিলে—কিন্তু পাইলে কি? ইহারাও যে তোমার সেই ঈপ্সিতমেরই প্রতিমূর্ত্তি, তোমার কর্ম্মফলে এইরূপে প্রতিভাত হইয়াছে; কর্ম্ম পর্য্যন্তই তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ; কর্ম্ম অন্তে তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তবে কেন বৃথা অলীক সংসারে অলীক দেহ মন লইয়া অলীক স্ত্রীপুত্র পরিজনের চিন্তায় আপনার মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইতেছ? যাহা সত্য, যাহা নিত্য—যাহা সনাতন, তাহার চিন্তায় মন-প্রাণকে ভরিয়া ফেল। ভাবনায় তাঁহাকে লইয়া থাক—হৃদয়পদ্মে বা দ্বিদলে তাঁহার নীল বিগ্রহ লইয়া সাজাও, ধূপ, দীপদ্বারা আহুতি কর, তাহার পূজার

জন্য মালা গাঁথ, তাঁহাকে পরাও, পরাইতে পরাইতে তাঁহাকে বল ওগো প্রিয়তম তুমি কি তৃপ্ত হইলে? তাঁহার নাম জপ কর, তিনি তোমার করা নাম শুনিতেছেন বলিয়া নাম কর। নাম সরস ভাবে কর; নামচিন্তামণির মালা পর, পরিয়া তাঁকে দেখাও দেখি—আর বল—আজ "আমি তোমার" হইবার প্রকৃত পথে কি আসিলাম,—না ভুল হইল? আমি ত জানি না—আমি তোমার ত হইতে চাই—কিন্তু অজ্ঞানবশে দেহ-কূপে পড়িয়া কামনা বাসনার হাতে পড়িয়া লাঞ্ছনা পাইতেছি—তুমি কি আমায় একটু কৃপা করিবে না—তুমি কৃপা না করিলে ত হইবে না। তোমার নাম ত করিতে চাই। কিন্তু তোমার প্রসন্নতা আমার অনুভবের সীমায় আসিল কৈ?

তারপর বৈদিক কর্ম্ম ও লৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যখন বাহ্য জগৎ লইয়া ব্যবহার করিতে হয়—তখনও তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে—কর্ম্ম করিলে কি সুন্দরই হয়! তাইত শ্রীগীতা বলিতেছেন—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"।

এই ত তোমার আশ্বাসবাণী। ইহাতেও অজ্ঞ জীবকে ত শিখাইয়াছ আর কিছু না পারিলেও দেহ ও বাক্য দ্বারা যাহা কিছু কর—সবই আমার পাদপদ্মে অর্পণ কর—ইহাতেই জীবের দুষ্কৃতিরাশি কাটিয়া যায় এবং কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া নিত্যানন্দে স্থিতিলাভ হয়।

থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(শেষাংশ।)

এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে (আষাঢ় ১৩৩৭) থিওসফির গোড়ার কথা—ইহা কোন্ উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—ইহার দ্বারা আমাদের সমাজের যে কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইয়াছিল—এসব কথা বলিয়াছি। দ্বিতীয় প্রবন্ধে (চৈত্র ১৩৩৭) ইহার ভিতরের কথা—"মহাত্মা" ম-এর চিঠি হইতে যাহা বুঝা গিয়াছে—প্রকাশ করিয়াছি। প্রবন্ধ শেষে লিখিয়াছিলাম 'আরো দু চারি

কথা বাকী রহিল, অবসর মতে বলা যাইবে'—সেই 'দু চারি কথা' বলিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

থিওসফির প্রবর্ত্তকযুগল—মাডাম ব্লাভাটস্কি এবং কর্ণেল অল্‌কট্ লোকান্তরিত হইবার পরে, ইহার নেতৃত্ব ভার মিসেস বেসাণ্টের উপরে পতিত হইয়াছে এবং এখনও তিনিই এই ব্যাপারের অধিনেত্রী। ইনি অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্না রমণী—বর্ত্তমান জগতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালিনী মহিলা বোধ হয় দ্বিতীয় কেহ নাই। বক্তৃতা শক্তি, তীক্ষ্ণধীশালিত্ব, এবং সর্ব্বোপরি গঠন সামর্থ্য—এই সকল বিষয়ে তাঁহার ন্যায় পুরুষ মধ্যেও বোধ হয় বর্ত্তমানে বেশী লোক নাই। বারাণসীর হিন্দুমহাবিদ্যালয় তাঁহার এক মহতী কীর্ত্তি—যদিও বর্ত্তমানে ইহা অপরের কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া গিয়াছে। মাডাম ও কর্ণেল বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু ইনি নিজকে হিন্দু বলিয়া খ্যাপিত করিয়া এ দেশের লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহার প্রথম যুগের বক্তৃতাবলীতে আমাদের সমাজের অনেকটা উপকার হইয়াছিল।

কিন্তু সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্—অসাধারণ ধীশক্তি বশতঃ তিনি বুঝিলেন যে থিওসফিকে এদেশে দৃঢ়মূল করিতে হইলে একটা "অবতার" দাঁড় করান আবশ্যক—এ দেশের লোক অবতারের * নামে মুগ্ধ হইয়া অবিচারে তদনুবর্ত্তন করিয়া থাকে—তাই ইনি অবতার তৈয়ার করিবার নিমিত্তে আত্ম নিয়োগ করিলেন।

মদ্রপ্রদেশের কোনও ব্রাহ্মণের পুত্রদ্বয়কে তিনি তদর্থে হস্তগত করিলেন—তবে ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল—ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে ছেলেদের অভিভাবকত্ব প্রদান করিতে রাজী হইলেন না। মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্টে মিসেস বেসাণ্ট হারিয়া যান—পরে বিলাতে প্রিভি কাউন্‌সিলে আপীল করিয়া জয়লাভ করেন। ঐ দুইটি ব্রাহ্মণ পুত্রকে তিনি শিক্ষার্থ বিলাতেই রাখিয়া দেন—কিন্তু ছোটটি অকালে মারা যায়—বড়টি—জে

---

* সম্ভবতঃ ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয় তাঁহার মনে ঐ ভাবের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল।

কৃষ্ণমূর্ত্তি—বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অবতারোপযোগী গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পত্রিকাদিতে "জগদগুরুর আবির্ভাব" বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল—বুদ্ধদেবের জাতকের অনুসরণে Lives of Alcyone নামে নিবন্ধ প্রকাশিত হইল—ইহাতে সাঙ্গোপাঙ্গে* এলকিওনের—অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্ত্তির ৪৮টি পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলী ৭০০০০ সত্তর হাজার খৃষ্ট পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তথ্যানুসন্ধায়ী কেহ যদি কৃষ্ণমূর্ত্তির পূর্ব্বতন কোনও জন্মের লীলাস্থান ইত্যাদি খুঁজিয়া বাহির করিয়া বর্ণনানুযায়ী ঘটনাদির প্রমাণ নিতে চায়—তবে তাহাতে যেন কোনও রূপ সূত্রাবিষ্কারের সুযোগ না ঘটে!

কিন্তু মানুষ ভাবে এক—বিধাতা ঘটান আর। যাঁহারা দিব্যচক্ষে কৃষ্ণমূর্ত্তির ৪৮টা পূর্ব্বজন্মের কাহিনী দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তাঁহারা উহাঁর এই (বর্ত্তমান) জন্মেরও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী দেখিতে পান নাই। দিব্যচক্ষুঃ যাঁদের ফুটে—তাঁহারা কেবল ভূতদর্শী হন না—ত্রিকালদর্শীই হন—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই দেখিবার সামর্থ্য তাঁহাদের জন্মে। এ ক্ষেত্রে মিসেস বেসাণ্টরা, কৃষ্ণমূর্ত্তি অচির ভবিষ্যতেই যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন—তাহা বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই—তাহা হইলে এত ঘটা এত আড়ম্বর করিতেন না।

যিশুখৃষ্টের আবির্ভাবের সময়ে 'Star in the East' (প্রাচ্য নক্ষত্র) উদিত হইয়াছিল। † মিসেস বেসাণ্টরা ও বোধহয় তদনুসরণে Oder of the star in the East (প্রাচ্য নক্ষত্র সম্প্রদায়) নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। স্বয়ং মিসেস বেসাণ্ট ইহার পৃষ্ঠপোষক হন এবং কৃষ্ণমূর্ত্তি ইহার

---

* এই সাঙ্গোপাঙ্গ মধ্যে ঐ গ্রন্থ লেখক মিসেস বেসাণ্ট এবং মিঃ লেড বিটারও আছেন—তবে কৃষ্ণমূর্ত্তির যেমন নামান্তর এল্‌কিয়োন্ (Alcyone) হইয়াছে, ইহাদেরও তেমনি নামান্তর রহিয়াছে।

† Now when Jesus was born * * there came Wise men from the east * * saying * * * we have seen his star in the east * * (Mathew—chap. 1 V.V. 1—2)

অধ্যক্ষ হন; আড়ম্বরের কোনও ত্রুটি ছিল না লণ্ডন সহর হইতে Herald of the star নামক মাসিক পত্রও প্রচারিত হইয়াছিল, উদ্দেশ্য, "জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবে তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মোপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে যাহাতে জগতের নরনারীগণ সমর্থ হইতে পারেন, "ইত্যাদি।* এই "জগদ্‌গুরু" কে—এবং কিরূপে আবির্ভূত হইবেন—তদ্বিষয়েও সংবাদ প্রচারিত হয়—"থিওসফিকেল সোসাইটির অনেক সভ্য অতিশয় অনুরাগ ভরে বিশ্বাস করেন যে ভগবান্ মৈত্রের জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া এবার ভূভার লাঘব করিবেন। তিনি শ্রীমান্ কৃষ্ণজীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বব্যাপী সুমহৎ প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। * * * কৃষ্ণমূর্ত্তি মহাগুরুকে স্বদেহ অর্পণ করিয়া স্বয়ং সূক্ষ্মদেহে ভুবর্লোকে অবস্থান করতঃ সানন্দে এই সুমহৎ কার্য্য সমীক্ষণ করিবেন। * * * এইরূপেই ত কিঞ্চিদধিক (?) দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মেরী পুত্র শিষ্য যীশু প্রতীচ্য দেশে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য গুরুদেব ক্রাইষ্টকে স্বীয় দেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। †

এতদুল্লেখিত "ভগবান্ মৈত্রের" ভবিষ্য অর্থাৎ পঞ্চম বুদ্ধের নাম। কৃষ্ণমূর্ত্তিতে তাঁহার 'আবির্ভাব' ঘটাইবার জন্য ভারতবর্ষ যাহা বৌদ্ধমত প্রচারের তেমন অনুকূল নহে—হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তিকে সরাইয়া নিয়া বিলাতে—যে স্থানে বৌদ্ধ মতানুকূল ভাব স্ফূর্ত্তি পাইবার কথা—রাখা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী ভাবের স্ফুরণার্থ বিলাতী শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি--মানুষ ভাবে এক—বিধাতা করেন আর; বিলাতে শিক্ষাদীক্ষার সাধারণতঃ যে ফল হয় কৃষ্ণমূর্ত্তির ও তাহাই ফলিল—তিনি এক প্রকার free thinker (স্বাধীন চিন্তা পরায়ণ) হইয়া উঠিলেন—প্রচার করিলেন "কে কার গুরু"?* অর্থাৎ মৈত্রেয় আসিয়া যে তাঁহার দেহ "আশ্রয়" করিবেন সেই ভরসা সমূলে উৎপাটিত হইল। তিনি অর্ডার অব্ দি

---

*ব্রহ্মবিদ্যা ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা—৪৪ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ।

† ঐ ঐ ঐ ২য় স্তম্ভ।

*ইদানীং কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রচারিত দুই একখানি পুস্তিকা পড়িয়া দেখিয়াছি তাহাতে 'life' এবং Truth' এই দুই শব্দেরই মারপেচ দেখা গেল। তাঁহার নিজের কথাও কেহ যেন অবিচারে গ্রহণ না করে—ইহা তিনি বলিয়াছেন।

ষ্টার (Order of the Star) ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—এবং বর্ত্তমানে থিওসফির সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কতটুকু তাহা "সুধীভি র্বিভাব্যম্"।

১৯২৯ অব্দে ডিসেম্বর মাসে আডিয়ারে যে থিওসফিদলের বার্ষিক সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে মিসেস্ বেসাণ্ট্ কৃষ্ণমূর্ত্তির উপরিউক্তরূপ ব্যবহার থিওসফির পক্ষে মহাব্যসন বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন বস্তুতঃ ইহা তাদৃশই বটে—* * * * ব্যাসনানিচ

আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

ইহা যেন মনে রাখেন।

মিসেস্ বেসাণ্ট ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ বক্তৃতাদি দ্বারা হিন্দুসমাজের হিতসাধন করিয়াছিলেন—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তিনিই পরিশেষে থিওসফিষ্ট ডিনার (সমস্ত থিওসফিষ্ট মিলিয়া একত্র আহার) প্রবর্ত্তন করিয়া সনাতন সমাজের অহিত সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লোখিত (১৯২৯ সালের) বার্ষিক অধিবেশনে তদীয় বক্তৃতার উপসংহারে Untouchability* (অস্পৃশ্যতা) দূরীকরণের জন্যও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই আবার (যতদূর স্মরণ হয়) ঐ আডিয়ার হইতেই সমাজধ্বংসী সর্দ্দাবিলের সমর্থক এক অভিমত বহুতর রমণীর স্বাক্ষরিত হইয়া সরকারে প্রেরিত হইয়াছিল।

বিদেশীয়দের মুখে আমাদের ধর্ম্মের সমর্থক দুই একটা বোল চাল শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়া উহাদের পশ্চাদ্ধাবন আমাদের পক্ষে নিতান্তই অনুচিত; নীতিকারের হিতোপদেশ আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত—

"সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্।"

ভগবান্ মনুর আপ্তবাক্যটি সতত মনে রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে :—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং যেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥

পিতৃপিতামহের সনাতন সৎপথেই চলিবে, কেননা—তাহা হইলে শেষ আর পস্তাইতে হয় না।

---

* অপিতু কিন্তু থিওসফিদের গ্রন্থে যাহা প্রচারিত হয়, তাহাতে বরং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের সমর্থক ভাবই লক্ষিত হয়।

এস্থলে মহামনস্বী ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় থিওসফি প্রচারক ইউ-রোপীয়দের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহা উদ্ধৃত হইল-"মাদ্রাজ নগরের সমীপরবর্ত্তী আডেয়ারের আশ্রমে শ্বেতাঙ্গদিগকে পদ্ম বীজাদির মালা গলায় ও শুভ্র ওভার কোট এবং শুভ্র ইজার পরিধান, অনাবৃত পদ দেখিয়া উহাঁদিগের প্রচারিত মাসিক পুস্তিকা পাঠ করিয়া এবং সংস্কৃত আলোচনার প্রবৃত্তি মান দেখিয়া যতই সন্তুষ্ট হওয়া যাউক, উহাঁদিগের নিকট হিন্দুয়ানী যে খাঁটি ও সত্ত্ব-গুণ বিশিষ্ট থাকা সম্ভব নহে একথা সর্ব্বদাই মনে করা উচিত।" (বিবিধ প্রবন্ধ—২য় ভাগ—"পরধর্ম্ম গ্রহণ" প্রবন্ধ, ৬ পৃষ্ঠা)

অলমতি বিস্তরেণেতি—

শ্রীপদ্ম নাথ দেবশর্ম্মণঃ।

"When you sit next to any person in a railway carriage or in tram car, Your astral body and his must necessarily inter penetrate to a very large extent. There is not the slightest difficulty in such inter penetration since the astral particles are enormously farther apart in proportim to their size even than physical particles are. At the same time they seriously affect one another as far as their rates of vibration are concerned, so that to sit in proximity to a person impure jealous or angry thought is exceedingly prejudicial" P. 12 Vol 11. The Inner Life by C. W. Leadbeater (the Theosophical Talks at Adyer series) [সভায় সদরেও ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভদ্রাভদ্রের পৃথক্ আসনের ব্যবস্থার সমীচীনতা কি ইহাতে সমর্থিত হইতেছেনা? চণ্ডাল প্রভৃতির ছায়া মাড়ান যে অনুচিত তাহাও ইহা হইতে সমর্থিত হইতেছে।

৺ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা—শ্রুতি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমানকে (ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত আমি কর্ম্মের কর্ত্তা এই বোধকে) ত্যাগপূর্ব্বক ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন করিয়া, পরমেশ্বরই ভোক্তা এবং তিনিই ভোগ্য এই ভাবকে দৃঢ় করিয়া কর্ম্ম করিবে। সকল কাম্য বস্তুই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা, এই জ্ঞানের যথার্থ ভাবে আবির্ভাব হইলে, নিখিল কাম্যবস্তুর কাম্যত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, মনোগত সর্ব্বপ্রকার কামনাকে ত্যাগ পূর্ব্বক যিনি আত্মাতেই আত্ম দ্বারা তুষ্ট হন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে ("প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥")। বৃহদারণ্যকে উপনিষদে ঠিক এই কথাই উক্ত হইয়াছে।

কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, ত্যাজ্য কি, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইল। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের (যে জ্ঞানে আত্মব্যতিরিক্ত অনাত্ম পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানের) এবং কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই 'ত্যাগ' শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞানই (যাহা বস্তুতঃ যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানাই মিথ্যাজ্ঞান) ত্যাজ্য, অপিচ মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের পরিবর্জ্জন 'সন্ন্যাস' শব্দের প্রকৃত অর্থ। যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, কর্ম্মের ফলাকাঙ্খা নাই, যিনি পরিচ্ছিন্ন অহংকে সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরে মিশাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে পুণ্যাপুণ্য কোন কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। বৃহদারণ্যকে এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, অকামহত, আত্মবিৎ ব্রাহ্মণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, পাপ করিলে ব্রাহ্মণত্বের হ্রাস হয় না, পুণ্যদ্বারা ইহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ইনি সর্ব্বদা সাম্যাবস্থাতে অবস্থান করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে এবং শিবপুরাণাদিতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কার্য্যাকার্য্যের ন্যাস বা ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলিয়াছেন ("কাম্যানাং কর্ম্মণাংন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।) শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে 'সাত্ত্বিক' 'রাজস' ও 'তামস' এই ত্রিবিধ ত্যাগের রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহা কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে, আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক যৎ কর্ম্ম নিয়ত কৃত হয়, তাহা 'সাত্ত্বিক ত্যাগ'। যিনি কর্ম্মসঙ্গকে—কর্ম্ম আসক্তিকে ত্যাগ করেন, তিনিই সাত্ত্বিক ত্যাগী ; তাঁহারই মোক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্ম করা দুঃখ (ক্লেশকর) তাই (ক্লেশভয়ে) যে কর্ম্মত্যাগ, তাহা 'রাজস কর্ম্মত্যাগ,। এই রাজস কর্ম্মত্যাগ করিয়া কর্ম্মত্যাগী ত্যাগের ফল পান না। সাত্ত্বিক কর্ম্মাভাবে চিত্তশুদ্ধির অভাব হয় ; চিত্তশুদ্ধির অভাবে রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হওয়ায় যথার্থ সন্ন্যাসী হইতে পারেন না, যথার্থ ত্যাগী বা সন্ন্যাসী না হইলে, মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। মোহবশতঃ, অজ্ঞান, জাড্য, আলস্যপ্রমাদাদি দোষবশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ তাহা তামস ত্যাগ।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বপ্রকার মোক্ষসাধনের মধ্যে ত্যাগ (সন্ন্যাসীকেই উত্তম সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) (ত্যাগ এব হি সর্ব্বেষাং মোক্ষসাধন মুক্তিম্।') ত্যাগ বা সন্ন্যাস বিনা যে, মুক্তিলাভ হইতে পারে না, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। গৃহস্থের ('গৃহস্থ' শব্দের অর্থ স্মরণ কর) মোক্ষ হইতে পারে না। কি জ্ঞানমার্গের সাধক, কি কর্ম্মমার্গের সাধক, প্রোক্তলক্ষণ ত্যাগ বা সন্ন্যাস ব্যতিরেকে কেহই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন না।

জিঃ নন্দ—গৃহস্থদিগের মুক্তিলাভের কথা, শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কেন? গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ ও মোক্ষপ্রদ জ্ঞান লাভার্থ শ্রবণ মননাদি সাধনসম্পন্ন হওয়া যদি একেবারে অসম্ভব হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, গৃহস্থদিগের মুক্তিলাভের কথা শাস্ত্রে থাকিত না।

বক্তা—যাঁহারা গৃহে থাকেন, যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপার ভিন্ন কখনও পরমাত্মার সহিত একীভাবলক্ষণ যোগের অভ্যাস করেন না, যাহারা ঈশ্বরবিমুখ, তাদৃশ গৃহস্থের মুক্তিলাভের কথা কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। গৃহে থাকিলেও যাঁহারা সর্ব্বদা গৃহে থাকেন না. যাঁহারা অনেক সময়েই পরমাত্মার সমীপে বাস করেন, পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রপন্ন, তাঁহারা স্থূল দৃষ্টিতে গৃহস্থ হইলেও বস্তুতঃ সন্ন্যাসী। এইরূপ গৃহস্থের মুক্তির কথাই বোধ হয় শাস্ত্রে দেখিয়াছ।

জিঃ রমা—দাদা! স্ত্রীলোকের কি মুক্তি হয় না? স্ত্রীলোকের কি, সন্ন্যাসে অধিকার আছে?

বক্তা—'স্ত্রীলোকেরও মুক্তি হয়' এই কথা সত্য, আবার স্ত্রীলোকের মুক্তি হয় না এই কথাও মিথ্যা নহে। স্ত্রীদেহধারিণী হইয়াও যাঁহারা পুরুষের ন্যায় আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, মোক্ষপ্রদ জ্ঞানলাভার্থ সর্ব্বদা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মুক্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা তৎবিপরীত, তাঁহাদের মুক্তি হইবে কেন, রমা! পুরুষদেহধারী হইয়াও, যাহারা পুরুষোচিত জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, যাঁহারা অন্তরে স্ত্রীভাবাপন্ন, তাঁহাদেরও মুক্তি হয় না। যাহারা (যে পুরুষেরা) গৃহেই থাকেন, তাঁহাদের (তাদৃশ গৃহস্থ পুরুষগণের) যেমন মুক্তি হয় না, তাদৃশ গৃহস্থ যেমন যোগী হইতে পারেন না, সেইরূপ যাহারা তত্ত্বজ্ঞান বিহীন, যাহারা নিষ্কামভাবে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, তাদৃশ স্ত্রীলোকেরও মুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকের মধ্যেও জ্ঞানবৈরাগ্যের (পূর্ব্বকর্ম্মনিবন্ধন) বিকাশ হইতে পারে।

'বিবিদিষা সন্ন্যাস' ও 'বিদ্বৎসন্ন্যাস' এই দ্বিবিধ সন্ন্যাসের কথা।

জীবন্মুক্তিবিবেকে উক্ত হইয়াছে, জন্মাপাদক (পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি হেতু) কাম্যকর্ম্মাদির ত্যাগমাত্রাত্মক এবং প্রৈষোচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডধারণাদি আশ্রমরূপ, বেদন (জ্ঞান)—হেতু সন্ন্যাস এই দ্বিবিধ ("অয়ং চ বেদন হেতুঃ সন্ন্যাসো দ্বিবিধঃ, জন্মাপাদক কাম্যকর্ম্মাদিত্যাগমাত্রাত্মকঃ প্রৈষোচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডধারণাদ্যাশ্রমরূপশ্চেতি।"—জীবন্মুক্তিবিবেক)। পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তিহেতু কাম্যকর্ম্মাদিত্যাগমাত্রাত্মক সন্ন্যাসে স্ত্রীলোকদিগেরও অধিকার আছে। বিবাহের পূর্ব্বে ও বৈধব্যের পরে স্ত্রীদিগের সন্ন্যাসে অধিকারের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ("অস্মিংশ্চ ত্যাগে স্ত্রীয়োহপ্যধিক্রিয়ন্তে। ভিক্ষুকী ত্যনেন স্ত্রাণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধ্বং সংন্যাসেহধিকারোহস্তীতি দর্শিতম্।"—জীবন্মুক্তিবিবেক)।

জিঃ রমা—আমি পারি না পারি, স্ত্রীলোকদের সংন্যাসে অধিকার আছে, ইহা শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম. স্ত্রীলোকেরা সন্ন্যাসপূর্ব্বক কি করিবেন?

বক্তা—মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করিবেন, একান্তে আত্মধ্যান বা ভগবানের ধ্যান করিবেন, যোগাভ্যাস করিবেন। শ্রুতি ও স্মৃত্যাদিশাস্ত্রে বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাস এই দ্বিবিধ সন্ন্যাসের কথা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। সাধনসম্পন্নের তত্ত্বজ্ঞানকে উদ্দেশ করিয়া যে সন্ন্যাস তাহা বিবিদিষা সন্ন্যাস এবং গৃহস্থাশ্রমাদিতে শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারের (উৎপন্ন হইয়াছে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যাহার), গৃহস্থাশ্রম দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্তের চিত্তবিশ্রান্তিলক্ষণ জীবন্মুক্তিকে উদ্দেশপূর্ব্বক ক্রিয়মাণ যে সন্ন্যাস, তাহা বিদ্বৎ সন্ন্যাস। যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যাদির 'সন্ন্যাস' বিদ্বৎ সন্ন্যাস। বিরক্ত গৃহস্থাদির কোন কারণে সন্ন্যাসে প্রতিবন্ধ

হইলে, তাঁহারা জন্মাপাদক কর্ম্মত্যাগাত্মক সন্ন্যাস করিবেন ("গৃহস্থাশ্রমাদৌ কৃতশ্রবণাদিভিরুৎপন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারগৃহস্থাদিনা বিক্ষিপ্তচিত্তস্য চিত্তবিশ্রান্তিলক্ষণ জীবন্মুক্তিমুদ্দিশ্য ক্রিয়মাণঃ সন্ন্যাসো বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ।" —তত্ত্বানুসন্ধান)।

জিঃ নন্দ—সন্ন্যাস ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রদ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না কি? সন্ন্যাস ভিন্ন আশ্রমে বিদ্যমান জনকাদির যে তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল, ইতিহাস পুরাণাদিতে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, সন্ন্যাস ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রদ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না কি?

বক্তা—শ্রীসর্ব্বজ্ঞমুনি স্বপ্রণীত সংক্ষেপ শারীরক গ্রন্থে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞমুনি বলিয়াছেন, যাহারা জন্মান্তরে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণ মননাদি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সম্যগ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় নাই, যাহাদিগকে পুনর্ব্বার জন্মাইতে হইয়াছে, তাঁহারা যে কোন আশ্রমে বিদ্যমান থাকিয়াই জন্মান্তরীয় সন্ন্যাস ও শ্রবণাদি সাধনের সংস্কার প্রভাবে যে, সর্ব্ববিদ্যা লাভ করিতে পারেন, আমরা তাহা নিবারণ করি না ("জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ। সন্ন্যাসপূর্ব্বকমিদং শ্রবণাদিরূপম্। বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্র তাহা তত্রাশ্রমাদিষু—বসন্ ন নিবারয়ামঃ॥"—সংক্ষেপ শারীরক)।



সমালোচনা—মেবার মহিমা।

মেবার মহিমা—শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্ত বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত। যখন তথাকথিত শিক্ষিত ভারত-বাসী ভারতের বৈশিষ্ট তিলাঞ্জলি দিয়া ভারতকে আধুনিক সভ্য জাতির পদাঙ্ক অনুসরণে বড় দেখাইতে প্রবল চেষ্টা করিতেছেন সেই সময়ে বসন্ত বাবু ভারতের

যে গৌরব মেবারের প্রতি ধূলিকণা পর্য্যন্ত বিঘোষিত করিতেছে সেই গৌরব বাঙ্গলার নরনারীর হৃদয়ে জাগ্রত করিবার জন্য মেবার মহিমা কবিতাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রাচীন জীবন্ত আদর্শের আদর করিতে পারে না—এই বিষয়ের আত্মগৌরব যাঁহাদের নাই তাঁহারাই সমাজকে ধ্বংস পথে লইয়া যাইতেছেন। যাহাকে বলে "যথার্থ স্বদেশ প্রেম" তাহা যখন আজকালকার শিক্ষিত শিক্ষিতা যুবক যুবতী বা শিক্ষিত শিক্ষিতা বৃদ্ধ বৃদ্ধা নেতারা বা নেত্রীরা একেবারে ভুলিয়াছেন তখন এই শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার চিতোরে গিয়া চিতোরের চারিধারে ভগ্নস্তূপের মধ্যে—সেই স্বদেশ প্রেমের মহাতীর্থে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে যে কাতরতা অনুভব করিয়াছেন—তদবলম্বনে যথার্থ স্বদেশ প্রেম অন্যের হৃদয়ে জাগাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কবিতার কোন আড়ম্বর এখানে নাই; সরল প্রাণের সরল ভাষায় হিন্দুর বিশেষত্ব, হিন্দুর জাতীয় গৌরব তিনি দেখাইয়াছেন—গ্রন্থকারের আকাঙ্খার সুরে আমরাও সুর মিলাইয়া বলি আত্মগৌরব বিসর্জ্জনকারী, বিসর্জ্জন কারিণী বাঙ্গলার নরনারী এই পুস্তকে আপন জাতির গৌরবের কাহিনী শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া যেন বলেন হিন্দু হিন্দু থাকিয়া মরুক তাহাও ভাল তথাপি হিন্দু নিজের নিজত্ব জলাঞ্জলি দিয়া যেন অনুকরণসার ঘৃণিত জীবন বহন না করে। শাস্ত্রের খুটিনাটি দেখাইতে যাঁহারা বদ্ধ পরিকর, ধর্ম্মের ব্যভিচার দেখাইতে যাঁহারা প্রাণপণ করেন তাঁহারা যদি শাস্ত্রের ভালকথা, ধর্ম্মের সুন্দর কথা না দেখিতে পারেন তবে মক্ষিকার ব্রণাস্বাদন মত তাঁহাদের বচন চাতুর্য্যে মানুষ কতদিন ভ্রান্ত থাকিবে? গ্রন্থকার বলিতেছেন "রামায়ণ এবং মহাভারতের পুণ্য কাহিনী সরল কবিতার সাহায্যে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, মেবারের গৌরবময়ী কীর্ত্তি কাহিনীও সেই ভাবে যেন বাঙ্গলাদেশে প্রচারিত হয়"—আমরা বাঙ্গলার শিক্ষিতা অল্প শিক্ষিতা বা শিক্ষিত অল্প শিক্ষিত সকল নরনারীকে এই পুস্তক পড়িয়া গ্রন্থকারের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বলি। ইহাতে যথার্থ স্বদেশ প্রেম জাগিবেই।

পৃথ্বীরাজ যবনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া যখন রাণাপ্রতাপের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার চিঠি আকবর বাদশাহের নিকট শুনিলেন তখন বাদশাহের ইচ্ছামত রাণাকে যাহা লিখিয়া ছিলেন আমরা এই পুস্তক হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রাজা শ্রীরামচন্দ্রের বংশে মানুষ পতিত হইলেও সর্ব্বত্র একটা বংশগত মহত্ত্ব দেখা যায়। পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠায় আছে—

হে রাণা যে পত্র তুমি করেছ প্রেরণ।
ইহা যে তোমার লেখা নাহি মানে মন॥
মোরা সব পড়িয়াছি অপমান-পঙ্কে।
চেয়ে আছি তোমা পানে শশী অকলঙ্কে॥
সমগ্র ভারত আজ চাহে তোমা পানে।
হিন্দুকুলসূর্য্য বলি সবে তোমা মানে॥
ছাড়ি তব উচ্চস্থান নির্ম্মল আকাশে।
পড়িবে কি পঙ্কে তুমি আমাদের পাশে॥
ভারতের রাজকুল সকলের মান।
মূল্যদিয়া ক্রয় করি লয় মুসলমান॥
বাজারে গ্রাহক হইয়াছে আকবর।
গেছে সববাকী শুধু তুমি বীরবর॥
তুমিও কি বিকাইবে আজি এ বাজারে।
করিবে হিন্দুর লক্ষ্মী আশ্রয় কাহারে?
মান স্বাধীনতা হারায়েছি চিরতরে।
অমূল্য ইহারা এবে পারি বুঝিবারে॥
এখনো তোমার আছে মান স্বাধীনতা।
হারাওনা ইহাদের এ মোর বারতা॥
সহিয়াছ এত যদি আর কিছু সহ।
সৌভাগ্য উদয় হবে নিশ্চয় জানিহ॥
যথা কালে পৃথ্বী লিপি প্রতাপ পাইল।
অসম উৎসাহে রাণা মাতিয়া উঠিল॥

আমাদের স্থানও নাই আর সময়ও নাই, সকল নারীর প্রাণ এই গ্রন্থপাঠে নিশ্চয়ই জাগিয়া উঠিবে—ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। পতনোন্মুখ জাতির কত মহত্ত্ব তখনও ছিল ইহা জানিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এদিকে বিবেক এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কি উপায়ে শান্তিকে রক্ষা করা যায় তাহা সুবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সুবুদ্ধিকে বলিলেন যে মোহদুষ্ট ক্রোধকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া শান্তিকে বিনাশ করিবে স্থির করিয়াছে। এখন তুমি ইহার প্রতিবিধানের উপায় বল। সুবদ্ধি শুনিয়া বলিলেন, "আমাদের পক্ষে এমন একজন আছেন যিনি ক্রোধকে দমন করিতে পারেন,—তিনি ক্ষমা"। তখন ক্ষমাকে সংবাদ দেওয়া হইল। ক্ষমা আসিয়া বিবেককে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমার প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?" বিবেক ক্ষমার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন "শান্তি কিরূপে রক্ষা পায় তাহার উপায় বিধান কর।" তাহা শুনিয়া ক্ষমা বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই ক্রোধকে দমন করিতে পারিব।" ক্ষমার বাক্য শুনিয়া বিবেক মহারাজ ক্ষমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্রোধকে বিনাশ করিবার কিরূপ অস্ত্র তোমার নিকট আছে তাহা আমাকে বল।" তদুত্তরে ক্ষমা বলিলেন, যথন, "যে নর ক্রোধ করে তব মৌন্ গ্রহিয়ে, যদি গালি বকে তাঁ প্রতি কোমল বাক্ ভনিজে। যদিও ধিক্কার করে তেঁ পাও পড়ে, আর যদি ও মারলে লাগে তো মে কৃত পূর্ব্ব পাপ ভনিজে, এই মনে করিতে হইবে।" অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি ক্রোধ করিয়া অপরকে খুব গালাগালি দিবে, তখন প্রথমে মৌন থাকিতে হইবে। তাহাতে যদি ক্রোধ না যায় তবে তাহার প্রতি কোমল বাক্য অর্থাৎ মধুর নম্র বাক্য বলিতে হইবে। উহাতেও যদি ক্রোধের উপশম না হয় তবে তাহার পা ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে। যদি উহাতেও সে ব্যক্তির ক্রোধ নিবৃত্তি না হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করে তবে মনে করিতে হইবে যে নিজের পূর্ব্ব জন্মকৃত কোন পাপ নাশ হইতেছে, ক্রোধী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ঐরূপ নম্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, 'হে

প্রভো উহার দুষ্ট চণ্ডালরূপী ক্রোধকে শান্ত করিয়া দাও।' এইরূপ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই অপরের চিত্ত হইতে ক্রোধ দূর হইয়া যাইবে এবং তাহার প্রাণে শান্তির উদয় হইবে। সাধুবাবা বলেন, "একমাত্র ধৈর্য্য এবং ক্ষমার দ্বারাই ক্রোধকে ধ্বংস করিতে পারা যায়।" এইরূপ সহিষ্ণুতা ক্ষমা থাকিলেই অপর ব্যক্তির চিত্তে শান্তির সঞ্চার হয়। শান্তির সহিত উপনিষদের মিলন হইলে তাহা দ্বারা বোধরূপী পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাতে অজ্ঞানতা অর্থাৎ মোহের বিনাশ সাধন হয়। অজ্ঞানতা নাশ হইলেই সে চিত্তে জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে ও তখন পরমাত্মা মায়া মোহ দ্বারা জীবকে যে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহার খণ্ডন হইয়া যায় এবং সে হৃদয়ে পরম শান্তি বিরাজিত হইয়া থাকে।

সাধুবাবাকে একদিন প্রশ্ন করা হইয়াছিল, 'নাম' করিতে করিতে কি ক্রোধ কমিয়া যায়, তদুত্তরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, 'নাম' ক'রলে ক্রোধ কমে না, বরং অগ্নির সহিত সংযোগ হওয়ায় তেজ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ক্ষমা এবং সন্তোষ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া ক্রোধকে বিনাশ করিতে হয়। সন্তোষ বড় সুন্দর সামগ্রী—উহা সাধক ব্যক্তির অগ্রে প্রয়োজন। সাধক ব্যক্তির মনে দৃঢ়রূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে যে 'আমি কিছুতেই মনে অসন্তোষ আসিতে দিব না। কোন বিষয়ে যদি মনে তীব্র ইচ্ছা থাকে তবে ক্রমে ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। মনে কোন সদিচ্ছা জাগ্রত হইলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে ভগবানই সহায়তা করিয়া থাকেন।

সাধুবাবা একদিন সম্মুখস্থ দিগিরিয়া পাহাড় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে ঐ পাহাড়ের নাম 'দেবগিরি' পাহাড়। এক সময় এ অঞ্চলে বহু সাধু মহাত্মারা বাস করিতেন। এই 'দেবগিরি' ঐ ত্রিকূট ঐধারে ত 'তপোবন', এ সবই এক সময় সাধন ক্ষেত্র ছিল—কালে পুনরায় সেই প্রকার হইবে। সাধুবাবা যখন হস্তোত্তলন পূর্ব্বক চতুষ্পার্শ্বের পাহাড়গুলি দেখাইয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছেন, তখন বাবার বাক্য শ্রবণ করিয়া বড় আনন্দানুভব হইতেছিল।

সাধুবাবাকে 'তপস্যা' কথাটীর অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "ইন্দ্রিয় দমন'। বিচার এবং বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়। ইন্দ্রিয় দাহন করিতে, অর্থাৎ বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া যে তাহার সম্মুখে বসা উহা তমোগুণের লক্ষণ।

'শিব' কথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "শিব অর্থে কল্যাণ স্বরূপ আত্মা।"

একে শীতকাল তাহাতে অনেক সময় গগন মণ্ডল ঘন মেঘ দ্বারা আবৃত থাকায় এবং কখনও কখনও বৃষ্টি হওয়ায়—দারুণ শীত পড়িয়াছিল। সাধুবাবার নূতন গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় তিনি তখন তাঁহার সেই অতি ক্ষুদ্র এবং নীচু তাম্বুখানির মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাহারও আবার নীচটা খোলা ছিল। আবার চতুর্দ্দিকে ব্যাঘ্রভীতি শুনা যাইতেছিল। ত্রিকূট পাহাড়ে সম্প্রতি একব্যক্তি ব্যাঘ্র হস্তে মারা পড়িয়াছে শুনিয়া আমরা অতিশয় আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম এবং সে সংবাদ বাবার নিকট গিয়া জানাইলাম। তিনি আমাদের বাক্য শ্রবণে তেমনই পূর্ব্ববৎ মৃদু হাসিয়া নির্ব্বিকার ভাবে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে কি? ও ব্যক্তির সংস্কার ছিল তাহাই ঐরূপ ঘটিয়াছে।" এ অঞ্চলে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার ঐ প্রকার উৎপাতের কথা শুনা সত্ত্বেও সাধুবাবা পূর্ব্ববৎ নির্ভয়ে এবং সানন্দে একাকী তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র তাম্বুখানির মধ্যে রাত্রি বাস করিতে লাগিলেন। তাম্বুখানি এতই ক্ষুদ্র ছিল যে বাবার একখানি ক্ষুদ্র চৌকি উহার মধ্যে কোন প্রকারে ধরিয়াছিল। চৌকি খানার উপর তাঁহার বিছানাটি বিস্তৃত থাকিত কিন্তু তাম্বুটী এতই নীচু এবং ক্ষুদ্র যে বাবার মাথার বালিশটী অনেক সময় তাম্বুর কাপড়ের সহিত লাগিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে যখন অতিশয় বৃষ্টি হইত, তখন অনেক সময়ই বৃষ্টির জলে উহা সিক্ত হইয়া যাইত, সাধুবাবা তাহাতে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করিতেন না এবং তিনি উহাতে আদৌ বিচলিত কিম্বা অসুবিধা বোধ করিতেন না। প্রাতে যখন রৌদ্র উঠিত তখন তাম্বু মধ্য হইতে বালিশটী বাহির করিয়া আনিয়া প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া উহা শুকাইয়া লইতেন।

ক্রমশঃ—



পরলোক বা জন্মান্তর রহস্য।

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ দে (বার এট ল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিজের কর্ম্মফল অনুযায়ী জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীব জন্ম লাভ করে, কেহ পশু হয়, কেহ বা মানব হয়, কেহ বা উদ্ভিদ হয়, কেহ বা স্থাবর হয়, যার যেমন কর্ম্মফল তার তেমন জন্ম হয়। নিকতির কাঁটা অনুযায়ী জন্ম হয়। দয়াময় ভগবান তিনি ঠিকই আছেন। তাঁর কোন হাত নাই, তোমার কর্ম্মফল তুমি দেখিয়া লও! দেখ পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ বিরাজমান সেই রত্নবেদীতে। তাঁকে যতই দেখ না কেন যত তাঁকে ডাক না কেন, প্রভু আমার কি বলচেন? "হে মানব, তোমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এতে আমার হাত নাই, আমি ঠুঁটো।"

এই জন্মে ভাল কর্ম্মকর, পরজন্মে ভাল জন্ম হবে, হয়ত আর কুকুর জন্ম হবে না। তাই বলচি সময় থাকতে থাকতে "হরিবল মন রসনা"।

এখন কথা উঠতে পারে ঈশ্বর ত দয়াময় তবে পাপ হয় কি করে, দেয় কে? কুকর্ম্ম করায় কে? এ কথার উত্তর—তুমি নিজে—আর কেহ নয় তুমিই। তুমি নিজেই দায়ী। যে যেমন কাজ করে তাহার ফল সেইরূপ। সুখদুঃখ সবই নিজের উপার্জ্জিত, তাহাতে ভগবানের দোষ কি? তোমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক হিতাহিত জ্ঞান সবই দিয়া ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তুমি জগতে চরে খাও। ভাল হও ভাল হবে, খারাপ কাজ করত খারাপ হবে। এখন বরাত বরাত করে মরলে কি হবে। নিজের বরাত নিজেইত তৈয়ার করচ, তারজন্য দয়াময়কে দোষ দেবো কেন? সবইত কর্ম্মফল।

যাঁরা বিষয় সুখে মোহিত হইয়া ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া আছেন, তাদের মতন দুঃখী কে? ভগবান ত সর্ব্বভূতে সমান দয়া করেন, সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। সুতরাং সকলেই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।

একটা দোঁহা মনে পড়ল।—

দুখ মে সব হরি ভজে, সুখ্ মে না ভজে কোই।
সুখ্ মে যো হরি ভজে দুখ্ ক্যায়সে হোই॥

যখন দুঃখ পাই তখনই হরিকে ডাকি—হে মধুসূদন বাঁচাও, গেলুম রক্ষা কর। কিন্তু যখন সুখ হয় তখন মোহ মুগ্ধ হয়ে থাকি, সব ভুলে যাই, হরিকে মনেও পড়ে না। তখন সুখ সম্পদ টাকা—কেবল টাকা আর তখন টাকাই হরি। সুখের সময় যদি হরিকে ডাকা যায় তাহা হলে দুঃখ হবে কি করে, দুঃখ হতে পারে না—অসম্ভব।

আবার দেখ :—

সুখমে বজ্র পড়ে দুখমে বলিহারী যাই।
ঐ সে দুখ আবে যো ঘড়িঘড়ি হরি নাম সোরাই॥

হে ভগবান, সুখের সময় যেন বাজ পড়ে, যেন বজ্রাঘাত হয়ে ঐ সুখকে যেন নষ্ট করে দুঃখ আনে। কারণ তখন দুঃখ হলে হরিকে মনে পড়বে, নচেৎ সুখের সময় কাহারও হরি মনে পড়ে না। বরং দুঃখ যেন সর্ব্বদাই থাকে, তাহলে আপনা আপনিই সর্ব্বদা ঘড়িঘড়ি হরিকে মনে পড়বে। সেই জন্য বলচি দুঃখ যেন আমার সর্ব্বদা থাকে। আমার সুখ অপেক্ষা দুঃখ সুখপ্রদ, কারণ তখন হরিকে ডাকতে পাব।

এখন তবে সুখ দুঃখ যেটা ভাল ওজন করে লও। মহাত্মা কবীর অনেক দুঃখে ঐ কথা বলেচেন, কিন্তু তাঁহার কথা শুনে কে?

তাই ভক্ত অপূর্ব্ব ঠাকুর বলেচেন—

বুকে ব্যথা না পেলে কি সুখে তারে পাওয়া যায়।
দুখে না পড়িলে পরে সুখে কি কেউ ডাকে তায়॥
তাই দুখ ভাল সুখের চেয়ে ঘুমন্তে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়।
সুখের নেশায় মাতাল হয়ে সুপথে কেউ যায় না হায়॥

রাজা যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজ্যলাভ করিয়া যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে কুন্তী দেবীর নিকট গিয়া বিদায় চাইলেন। পরম বৈষ্ণবী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব বুঝিয়া দেখা করিলেন। "পিসিমা! আমায় বিদায় দিন" বলিয়া মাথা হেট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখীন হইলেন এবং বলিলেন "এখনত সবই সম্পদ, তবে আমি আসি, আমায় ছেড়ে দিন"। কুন্তী কি বলিলেন শুনুন—

বিপদঃ সন্তুতাঃ সশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো॥
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদ্‌ন পুনর্ভব দর্শনম্।

বাবা, আমাদের সম্পদ হয়েছে বটে কিন্তু তুমি কোথায় যাবে, কি দরকার? আমাদের এমন শ্রীকৃষ্ণ-শূন্য সম্পদে দরকার নাই। আমাদের সব সময় বিপদ থাকে তাতে কোন আপত্তি নাই, আমরা সম্পদ চাই না—কারণ বিপদ না হলে ত তোমার ভবভয় নিবারণ দর্শন পাওয়া যাবে না। সর্ব্বদা বিপদ না হলে ত হে বিপদহারী মধুসূদন তোমার সেই বিপদ ভঞ্জন রূপ দেখ্‌তে পাব না। বাবা! বেশী আর কি বলিব এমন সম্পদ চাই না। আমাদের যেন রোজ রোজ বিপদই হয়, তা না হলে তোমার দর্শন পাব না। আজীবন আমাদের মহা বিপদ হয়েছে, তাতে আমি আপত্তি করি নাই। বরং এখন মনে হয় বিপদই আমাদের পরম বন্ধু। সেইজন্য আমি বিপদ নিবারণের আশা করি নাই। বরং বলছি যেন বিপদ পদে পদে হয়, তাহলে তোমার শ্রীপদ আশ্রয় করিতে পারিব। যতবার বিপদ হয়েছে ততবার তোমার দর্শন পেয়েছি তুমি এমন কি না ডাকিলেও এসেছ, কারণ তুমি যে দয়ার সাগর তোমার নাম যে বিপদভঞ্জন হরি—ভক্তের ভগবান। পাছে ঐ বিপদভঞ্জন হরি নামে কলঙ্ক পড়ে বলে সর্ব্বদা ছুটে এসেছ। ওগো! তুমি যে ভক্তির কাঙ্গাল তাত আমি বেশ জানি! কৃষ্ণ! তুমি যে আশ্রিত জনের বিপদ দেখতে পার না, তাই বিপদ হবার আগেই এসে উপস্থিত হও। তাই বিপদের কৃপায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল দেখিতে পাই। তোমার রাধা নামের সাধা বাঁশী শুনতে পাই, তোমার ঐ রাঙ্গা পায়ের সোণার নুপুর শুনতে পাই। হে চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী, কত যোগী ভবভয় নিবৃত্তির জন্য বহুকাল তপস্যা ক'রে তোমায় দেখবার জন্য চেষ্টা করচে। কিন্তু বিপদভঞ্জন! বিপদে পড়লেই বিনা সাধনে তোমার দর্শন পেয়েছি।

তাই বলচি বিপদের মত বন্ধু আর আমার কে আছে? সত্য বটে আমাদের সম্পদ হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়, সম্পদ আমাদের শত্রু। সেইজন্য বলচি সম্পদ আমি চাই না। হে কৃষ্ণ! তুমি ঐ সম্পদ ফিরে নাও, সম্পদের মোহে তোমায় আমরা ভুলে যাব। মধুসূদন, তুমি যেতে যাইতেছ যাও দ্বারকায়, তোমায় ধরে রাখব না। কিন্তু যাবার আগে আমার বিপদ আমায় দিয়ে যাও, আর তোমার সম্পদ তুমি নিয়ে যাও তবে তুমি যেতে পাবে।

এমন সম্পদ আমি চাই না, বরং আমার বিপদ ভাল। তা হলেত তুমি আমার কাছে বাঁধা রইলে।

তাই বলচি তিনি কি দয়াময় নন?

কিন্তু সে অন্য কথা।

এখন দেখা গেল, যেমন কর্ম্ম তেমন ভোগ হবে। ভাল কাজ কর সুখ ভোগ হবে, আর অসৎ কাজ কর ত দুঃখ ভোগ আছেই।

কর্ম্ম যেমন তেমন ফল ভোগ তবে পাপ দেয় কে? পণ্ডিতেরা বলেন, সকল জীব জন্তু ভগবানের অংশ। যদি সকলেই ভগবানের অংশ হয়, তবে পাপ করে কে বা করায় কে? যদি বল ভগবান পাপ করান, তবে আমরা ফল ভোগ করব কেন? পাপের জন্য দায়ী কে?

পরম বৈষ্ণব দুর্য্যোধন বলেচেন—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম কি তা জানি, কিন্তু ধর্ম্মের দিকে মন যায় না; অধর্ম্ম অন্যায় কাজ সর্ব্বদাই করি, মন অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয় না। হে হৃষিকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা ত বিদ্যমান আছই সেই জন্য যেমন কাজ করাও তেমনি কাজ করি।—সবই যেন ভগবানের দোষ!

ঠিক এই কথা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

হে সখা! নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানবকে পাপ করায় কে?

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

মানব কাম ক্রোধ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধ হয়, প্রকৃত পথ দেখিতে পায় না, তখন পাপ করে। বিবেক দ্বারা আত্মসংযম কর, বাসনা ত্যাগ কর, কাম জয় হবে, তখন আর পাপের ভয় থাক্‌বে না।

আরও ভাল করে বলচেন—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্॥

হে অর্জ্জুন! আগে ইন্দ্রিয় জয় কর তা হ'লেই বাসনা ত্যাগ হবে। ক্রমে দেখবে কাম আর মোহিত করতে পারচে না। বাসনা ত্যাগ হলেই কাম জয় হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবরক কাম মানবকে অন্ধ করে, সেই কাম সর্ব্ব পাপের মূল, ইহা আপনা আপনিই ত্যাগ হইবে!

তবে দেখ পাপ করায় কে? ভগবান না তুমি নিজে? ইন্দ্রিয় সংযম কর বাসনা আপনিই পালাবে, সঙ্গে সঙ্গে কাম জয় হবে। একবার এই কামজয় হলে আর পাপের ভয় থাকবে না।

তবে দেখ, ভগবান কি এত নিষ্ঠুর যে নিজেই পাপ দিবেন আর শেষে নিজেই সেই পাপের দণ্ড দিবেন? তা নয় তা নয়, তিনি যে দয়াময়। এখন বেশ বুঝতে পারা যাইতেছে যে, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

শাস্ত্র বলচে—

কর্ম্মণা সুখমশ্নাতি দুঃখমশ্নাতি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ॥

মানব যেমন সুকর্ম্ম করে তেমনই সুখ ভোগ করে, যেমন কুকর্ম্ম করে তেমন দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশে তাহার জন্মগ্রহণ হয় কর্ম্মদ্বারা শরীর ধারণ করে এবং কর্ম্মবশে মৃত্যু হয়।

দেখ ছোট ছেলে জন্মের পর এক বছরের মধ্যে এমন কি পাপ করলে যে সে অশেষ দুঃখ ভোগ বা রোগজনিত যন্ত্রণা ভোগ করে। তবে কি ভগবান দয়াময় নন, বিনাদোষে দুঃখ দিলেন? ইহার উত্তর কর্ম্মফল। তবে কি এই জন্মের কর্ম্মফল না পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল? নিশ্চয়ই এ জন্মের নয়, কারণ যাহার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই সে কিসের দোষী? গতজন্মের কর্ম্মফলের জন্য এই জন্মের ফল ভোগ হ'ল বা প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।

এতে বেশ বোঝা যায় যে জন্মান্তর আছে। তাইত বলে—

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধর্ম্ম পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥

মানব জন্মাবার আগে গত জন্মের ধর্ম্ম, বিদ্যা ও ধন লইয়া জন্মগ্রহণ করে বা জন্মাবার আগে আগে যায়। পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্ম যা সঞ্চয় হয়েছে, বিদ্যা যাহা উপার্জ্জন করেছ বা ধন যাহা দান করে এসেচ তাহা লইয়া জন্ম হয়। মোটা কথায় পূর্ব্বজন্মের বরাত লইয়া মানুষ এখানে আসে।

তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলচেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥

মানব মরিলে আত্মার নাশ হয় না, কৌমার যৌবন জরাতে দেহের পরিবর্ত্তন হয়, আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। সেই জন্য জন্ম হ'লেই সদ্য জাত শিশুর পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাতে বেশ বুঝা যায় যে এই প্রবৃত্তি পূর্ব্বজন্মে ছিল।

আবার ভগবান বলচেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

হে অর্জ্জুন ভয় কি? মৃত্যুভয় করচ কেন? মৃত্যু কিছুই নয় কেবল ছেঁড়া কাপড় ফেলে দিয়ে নূতন কাপড় পরা মাত্র। মৃত্যুকে এত ভয় কি, একটা পুরান দেহ ছেড়ে আত্মা একটা নূতন দেহে প্রবেশ করা মাত্র। তবে দেখ মানব একদেহ ত্যাগ করে অন্য নূতন দেহ পায়। এই রহস্যই জন্মান্তর রহস্য।

আবার পুনর্জন্ম যাতে না হয় তার রাস্তা কত সোজা তাই ভগবান দেখিয়ে দিচ্চেন।

শুন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

হে মানব! তুমি ব্রহ্মলোকে গেলেও তোমার পার নাই যদি না তোমার জ্ঞান উৎপন্ন হয় শেষে তোমাকেও আবার জন্মিতে হইবে। কর্ম্মদ্বারা মানব ব্রহ্মলোকে

গমন করে বটে, কিন্তু সেখানে গেলেও পার নাই তারও পতন হয়। কর্ম্মাদ্বারা যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না, কারণ যদি আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। আবার শুন—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

ভক্ত আমাকে পাইলে তার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। হে অর্জ্জুন, যোগ করিতে সকলে পারে না, আবার জ্ঞানেও সকলের অধিকার হয় না, কিন্তু অহৈতুকী ভক্তি দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসে আমাকে সকলেই ডাকতে পারে। যে ভক্ত এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময় বৃথা নষ্ট না করে যদি যাবজ্জীবন সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় ভগবানকে স্মরণ করেন, শয়নে স্বপনে ভ্রমণে আহারে বিহারে আমাকে স্মরণ না করাই যাহার সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশ কর মনে হয়, সে মৃত্যু জয় করিয়াছে। আমি মৃত্যুকালে উদয় হইয়া তাহার যাতনা দূর করি। এখন দেখ তার মৃত্যুর পর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই রাস্তা সব চেয়ে সোজা।

৮৪ লক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ করে এই দুর্ল্লভ জনম লাভ হয়। তাই ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব গুরুরূপে দেখা দেন মানবকে উদ্ধার করবার জন্য। যদি জন্মান্তরের পুণ্যফল না থাকে তবে সে জন্মজন্মই ঘুরিতে থাকে। জন্মজন্মান্তর অর্জ্জিত পুণ্য সঞ্চিত থাকিলে তবে উদ্ধার হয়, সেইজন্য গুরুচরণে একান্ত ভক্তি দেখা দেয়। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলচেন—

শিবোঽহমাকৃতির্দ্দেবি নরদৃগ্‌গোচরা নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

বাবা আশুতোষের কত দয়া! তিনি যে ভোলানাথ, কাহারও কথা মনে রাখতে পারেন না, সদাই ভুলে যান আর একটুতেই সন্তুষ্ট হন। তাই বলচেন —দেবি! মানব বিষয় ভোগে অন্ধ হয়ে থাকে, আমাকে দেখতে পায় না যে আমি শিবমূর্ত্তিতে অবস্থিত। সেইজন্য মানবের সামনে গুরুরূপ ধারণ করে আমি উপযুক্ত শিষ্যকে বেছে নিই, আর তাকে সর্ব্বদা রক্ষা করি।

মূঢ় মানব আবার শুন—

দেশিকাকৃতিমাস্থায় সপ্তপাশানশেষতঃ।
ছিত্বা পরপদং দেবি নয়ত্যেব যতো গুরু॥

সর্ব্বান্ধগ্রহকর্ত্তৃত্বাদীশ্বর করুণানিধিঃ।
আচার্য্যরূপমাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্॥

দেবি! সেই গুরুদেব উপদেষ্টার রূপ ধারণ করে, জীবের পশুপাশরাশি ছেদন করেন, আর পরব্রহ্মতত্ত্ব শেখান। সর্ব্বানুগ্রহকারী করুণাময় ভগবান আচার্য্যরূপ ধারণ ক'রে মায়াবদ্ধ পশুবৎ জীবকে দীক্ষা দিয়ে মুক্ত করেন।

তাঁর কত দয়া আমরা তাহা সহজে বুঝতে পারি না—

শিবরূপং সমাস্থায় পূজাং গৃহ্লাতি পার্ব্বতি।
গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশ নিকৃন্তয়ে॥

হে পার্ব্বতি! শিবরূপ ধারণ করে পূজা গ্রহণকরি ও গুরুরূপ ধারণ করে জীবের ভবপাশ মুক্তকরি।

তাইত ভগবান নিজেই গর্ভ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবার জন্য উপায় বলচেন—

জীব গর্ভকারাগারে অন্ধকক্ষে বসিয়া পূর্ব্বজন্মের তত্ত্ব চিন্তা করে। ঐ বিষয় দেবী ভগবতী গীতায় কি বলচেন—

এবং দুঃখমনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্মলাভং ক্ষিতৌ।
অন্যায়েনার্জ্জিতং বিত্তং কুটুম্বভরণং কৃতং॥
নারাধিতো ভগবতীং দুর্গাং দুর্গতিহারিণীং।

জীব মাতৃগর্ভে থাকিয়া চিন্তা করে—জন্মান্তরে বহুদুঃখ পেয়ে আমি আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম। কারণ সংসারে কেবল অন্যায় করে টাকা রোজগার করেছি, আর স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াইয়াছি। কখন ভুলেও সেই দুর্গতি হারিণী দুর্গার পূজা করি নাই।

যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্মে স্যাদ্ গর্ভ দুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়ান্নানুসেবিষ্য বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীং
নিত্যং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ॥

দুর্গতিহারিণি দুর্গে! ওমা দুঃখহরা তারা! এইবারমাত্র এই একবারমাত্র আমার গর্ভযন্ত্রণা হতে আমায় একবার নিষ্কৃতি দাও এই ভীষণ গর্ভযন্ত্রণা আর সহ্য হয় না—আর আমি বিষয় সেবা করব না, আর কখনও ভোগবাসনা করব না। মা! আমি নিশ্চয় করচি, আমি

বাহির হইয়া তোমার পূজা করব। আর যাহাতে গর্ভযন্ত্রণা না হয় সেই চেষ্টাই করব, আরও বলচেন—

বৃথা পুত্রকলত্রাদিবাসনা বশতোঽসকৃৎ।
নিবিষ্টসংসার মনাঃ কৃতবানাত্মনোঽহিতং॥
তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং দুরাসদং।
তন্নভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসার সেবনং॥

মাগো! বৃথা স্ত্রীপুত্রের বাসনা বশতঃ বারবার সংসারে মন দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করেছি। এখন তার ফলভোগ এই গর্ভযন্ত্রণাভোগ করচি, তাই কাতরে জানাচ্চি—আর বৃথা সংসার সেবা করব না।

সেইজন্য বলচি ভগবান ভুলিয়া বৃথা সংসারে মত্ত হলে গর্ভযন্ত্রণা পেতেই হবে।

আর যাতে জন্ম না হয় তাহার ব্যবস্থা কি—শুকদেব বলচেন—

অধস্তান্নবলোকস্য যাবত্তীর্যাতনাস্ত তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ॥

মানব জন্মের পূর্ব্বে শৃগাল কুকুর প্রভৃতি জাতিগত যত প্রকার যাতনা ক্রমশঃ সমস্ত ভোগ করিয়া মানুষ ভোগের দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া পুনর্ব্বার এই মনুষ্য জাতিতে আগমন করে। মৃত্যুই জীবের চরম বিশ্রাম নহে। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ তাহা লাভ না করে ততদিন জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম অবিরাম ভোগ করিতে থাকে। প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে পূর্ব্বজন্ম পাপপুণ্য কর্ম্ম অনুসারে উত্তম জন্ম পুণ্য কর্ম্মের দরুণ, অধম জন্ম পাপকাজ করার দরুণ হয়। আহা! মানুষ মরে তবে কি হয়! পুড়ে ছাই হয় বাতাস হয়, আসল জিনিসটা উবে যায়। বায়ুরূপ ধারণ করে বা অতিবাহিক দেহ ধারণ করে। কোন আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, বায়ুর মত শূন্যে ঘুরে বেড়ায়। এ অবস্থা বড় যন্ত্রণাময়। ইহাতে অন্তঃকরণের ধর্ম্মজ্ঞান ইচ্ছা সমস্তই থাকে ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ পায় না, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন না, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে না বলিয়া ছট্‌ফট্‌ করে সেই জন্য বড়ই কষ্ট পায়।

মৃত্যুর পরই তৎক্ষণাৎ যমদূত আসিয়া এই মৃতজীবকে নিরানব্বই হাজার যোজন পথ তিন মুহূর্ত্তে বা সেকেণ্ডে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যায় কিন্তু সে অন্য কথা।

গায়ত্রী তত্ত্ব।

(শ্রীশরৎকমল ভট্টাচার্য্য)

গায়ত্রীর স্বরূপ, বিভূতি, মহিমা, এবং তাঁহার
উপাসনার ফল ইত্যাদির আলোচনা।

বিশ্বরূপা মাতা গায়ত্রীর স্বরূপতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমতঃ মায়ের "শক্তিরূপতা"র কথাই বুঝিব, কারণ বর্ত্তমানে আমি নিতান্তই দুর্ব্বল ও অশক্ত, তাই শক্তিলাভের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া নানা অপথে কুপথে ভ্রমণ করিতেছি! রাজরাজেশ্বরীর সন্তান আমি, তুচ্ছ "কাণাকড়ির" লোভে বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষুক সাজিয়া গলধাক্কা খাইতেছি, তথাপি চৈতন্য নাই সুতরাং এই দুর্দ্দিনে মহাশক্তিকে ডাকা ভিন্ন আমার আর গতি নাই।

(গায়ত্রীর শক্তিরূপতা। স্বরূপের আলোচনা।)

সনাতন বেদমন্ত্র মায়ের শক্তিরূপতার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে মা আমার "বরদা" (১) "দেবী" (২) "ত্র্যক্ষরা" (৩) "ব্রহ্মবাদিনী" (৪) "গায়ত্রী" (৫) "ছন্দোমাতা" (৬) "ব্রহ্ম" (৭) এবং "যোনি"; আমি মাকে ঐ সব নামে ডাকিয়া তাঁহার চরণে নমোনমঃ করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি—আমি "বিষ্ণু স্মরণ মন্ত্রবলে তাঁহাকে "বিশ্বব্যাপিরূপে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছি, মার্জ্জনক্রিয়া দ্বারা জলদেবতায় "পাপহারিণী" "অন্নবলবিধায়িনী" "সুখদায়িনী" "শিবতমরস ঘনমূর্ত্তি" রূপে দেখিতেছি। পুরকুম্ভক রেচক প্রাণায়াম যোগে নাভিপদ্মে, হৃদয়দলে, শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব প্রতিমায় মাকেই দেখিতেছি, পরে অপরাধ ক্ষমাপন রূপ আচমন প্রয়োগে অগ্নি সূর্য্য জল দেবতা প্রতীক পরমাত্মজ্যোতির্ম্ময়ীকে দর্শন করতঃ তাঁহাতেই সর্ব্বদাকৃত সমগ্র পাপের আহুতি দিয়াছি। আমি অঘমর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নানাড়ীপথে সৃষ্টি "লীলানাটক সূত্র ভেদন করী" "ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী" কে প্রত্যক্ষ করিতেছি সুতরাং আমি নিষ্পাপ হইয়াছি, আর আমার "অঘ" পাপ নাই।

আমি পূর্ব্বোক্তভাবে নিষ্পাপ হইয়া "সূর্য্যোপস্থান"—উপাসনা দ্বারা "পাপ পর পার বিরাজিত রবিমণ্ডল মধ্যস্থা" মায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি এবং তাঁহার শমন ভয়বারণ শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিতেছি—

বরদাত্রি ! মাতা হও আবির্ভূতা।

বরণ অর্থক "বৃ" ধাতু নিষ্পন্ন "বর" শব্দদ্বারা অনাদিসৃষ্টির উচ্চ অবচ নিখিল জীবকুলের বরণীয় বস্তু সমূহই বুঝায়। অনাদিকালের জীবকুলের বরণীয় বস্তু এক হইতেই পারে না, সুতরাং যিনি সর্ব্বকালে সকলের সর্ব্ববিধ বরণীয় বস্তু প্রার্থনার ধন দান করেন তিনিই "বরদা" তাই অনাদিকাল হইলে আদি-ভূতা সনাতনী সর্ব্বার্থ সাধিকা মাতার নিকটে কতজনে কতভাবে কতবরই প্রার্থনা করিয়াছেন—যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখায় মায়ের প্রসন্নতা রূপ বর প্রার্থনায় এই স্তব শ্রুত হয়—

"সচ্চিদানন্দরূপে ! ত্বং মূল প্রকৃতিরূপিণি !
হিরণ্য গর্ভরূপে ! ত্বং প্রসন্না ভব সুন্দরি।
তেজঃ স্বরূপে ! পরমে ! পরমানন্দরূপিণি।
দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে ! প্রসন্না ভব সুন্দরি !
নিত্যে ! নিত্যপ্রিয়ে ! দেবি ! নিত্যানন্দ স্বরূপিণি।
সর্ব্বমঙ্গলরূপে চ প্রসন্না ভব সুন্দরি !
সর্ব্বস্বরূপে ! বিপ্রাণাং মন্ত্র সারে ! পরাৎপরে !
সুখদে ! মোক্ষদে ! দেবি ! প্রসন্না ভব সুন্দরী !
বিপ্রপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নি শিখোপমে !
ব্রহ্মতেজঃপ্রদে দেবি ! প্রসন্না ভব সুন্দরি !"

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনশাখা প্রোক্ত সাবিত্রীস্তোত্র।

উদ্ধৃত বেদোক্ত স্তবে বুঝিয়াছি যে সর্ব্বোপরি মায়ের প্রসন্নতাই সাধক সন্তানেরা বরণীয় বস্তু, তাই ঋষি তাঁহাকে—"সৈষা প্রসন্না বরদা"—বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'সচ্চিদানন্দরূপা" (১) 'তেজঃ স্বরূপা' (২) 'পরমানন্দরূপা' (৩) 'নিত্যা' (৪) নিত্যপ্রিয়া' (৫) নিত্যানন্দস্বরূপা' এইগুলি মায়ের স্বরূপ মূর্ত্তি কারণ বেদ ব্রহ্ম পদার্থের স্বরূপলক্ষণের ব্যাখ্যায় সৎ-চিৎ-আনন্দ প্রভৃতি রূপেই তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন; 'মূল প্রকৃতিরূপিণী' (১) হিরণ্য

গর্ভরূপা (২) 'দ্বিজাতিগণের জাতিরূপা' (৩) 'সর্ব্বমঙ্গল রূপা (৪) 'সর্ব্ব-স্বরূপা' (৫) 'মন্ত্র সারা' (৬) 'সুখদা' (৭) 'মোক্ষদা' (৮) বিপ্রগণের পাপরূপ কাষ্ঠ দাহে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখারূপিণী' (৯) মায়ের এই নামগুলি তাঁহার রূপগুণ মহিমা প্রভৃতির দ্যোতক, কারণ বেদে তটস্থ লক্ষণ-মুখে পরব্রহ্মের ঐরূপ বর্ণনাই শ্রুত হয়। এখানে আমি আরও বুঝিয়াছি যে সর্ব্বদেবতা মূল শক্তি মাতা গায়ত্রীর উক্ত বিশেষণ সমূহের মধ্যে 'সুখদা' (১) 'মোক্ষদা' (২) 'ব্রহ্মতেজঃপ্রদা' (৩) 'বিপ্রগণ পাপকাষ্ঠদাহে প্রজ্বলিত অগ্নি শিখোপমা' এই নামাবলী সাক্ষাৎ 'বরদা' মূর্ত্তির প্রকাশক, তাই দেবতা ও মহর্ষিগণ মাকে, "যা মুক্তিহেতুঃ...... বিদ্যাসি সা ভগবতী" (১) "সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা" (২) বলিয়া এবং বুঝিয়া তাঁহার চরণে "দেহি দেবি! পরং সুখম্" ইত্যাদি বর প্রার্থনা করিয়াছেন। মা নিজেই মেয়ে সাজিয়া স্বীয় "বরদ" মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥" দেবীসূক্তমন্ত্র ৫।

সর্ব্বশক্তিরূপা দয়াময়ী মাতা বলিতেছেন—"আমি যে যে ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি তাহাদের কাহাকেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী করি, কাহাকেও ব্রহ্মা করিয়া থাকি, কাহাকেও বা ঋষি, কাহাকেও বা উত্তমমেধাবী করিয়া থাকি।" দয়মান দীর্ঘনেত্রা মাতা যখন স্বয়ংই এইকথা বলিতেছেন, তখন আমি কেন মাকে ডাকিব না—

বরদাত্রি! মাতঃ!
হও আবির্ভূত।

মায়ের তত্ত্বরহস্যবিৎ মহর্ষি যাস্ক আমার মায়ের "দেবী" মূর্ত্তিকে এই ভাবে দেখাইয়া দিতেছেন—

"দানাদ্ বা, দীপনাদ্ দ্যোতনাদ্ বা, দ্যুস্থানো ভবতি ইতি
বা যো দেবঃ সা দেবতা"॥

নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড—অগ্নিপদব্যাখ্যা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

আমি উক্ত ঋষিদৃষ্টিদ্বারা "দেবী"কে "দানশীলা"রূপে (১) "সর্ব্বদীপ্তি মূলদীপ্তি" রূপে (২) সর্ব্ববিধদ্যোতনার "মূলদ্যোতনা"রূপে (৩) এবং দ্যুস্থান

বিহারিণী" অর্থাৎ অপার দুস্তর সংসার পরপারবিরাজিতা"রূপে (দর্শন করিতেছি।*

বেদঃ উপনিষদ ভাগ এই দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী মাতাকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন—

(১) অগ্নির্যত্রাভি মথ্যতে
সো মো যত্রাতিরিচ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ যজুর্বেদীয় ।২।৩

(২) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম,
নেমা বিদ্যুতো ভ স্তি কুতোহয়মগ্নি ?
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
যজুর্ব্বেদীয় কঠ ২।১৫। অথর্ব্ব বেদীয় মাণ্ডুক্য ২।২।১০

(৩) "অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ"।
মাণ্ডুক্য ।২।১।৪

বেদের মন্ত্রভাগ ও, বলিতেছেন—
"চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।"
পুরুষসূক্ত মন্ত্র ১৩

মা মেয়ে সাজিয়া নিজে ও বলিয়াছেন—
বিভার্ম্মি অহমিন্দ্রাগ্নী…দেবীসূক্ত ১মন্ত্র
"উভৌ অহমেব ব্রহ্মভূতা বিভর্ম্মি ধরয়ামি ইন্দ্রাগ্নী—
সায়ণাচার্য্য কৃতভাষ্য।

---

* নিরুক্ত ভাষ্যকার দীপনা এবং দ্যোতনাকে একই পদার্থ বলিয়াছেন—যথা—ধাত্বন্যত্বমর্থৈকত্বম্" (নিরুক্তভাষ্য) অর্থাৎ দীপ ও দ্যুৎ ধাতু ভিন্ন বটে কিন্তু উহাদের অর্থ এক। নিরুক্ত পঙক্তি দ্বারাও ঐ অর্থই সরলভাবে মনে আসে, কারণ তিনটি "বা" শব্দদ্বারা তিনপ্রকার অর্থই বুঝা যায়। কিন্তু বেদান্তদর্শনে এবং বৃহদারণ্যকে অন্তর্য্যামিশক্তির কথায় সর্ব্ব পদার্থ নিয়ন্তৃত্বরূপে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এই দ্যোতনাই তাহার মূল কি না ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক, দ্যোতনা যদি অন্তর্য্যামিত্ব পদার্থ হয় তাহা হইলে চতুর্থ প্রকার বলা যায় কিনা সুধীগণ ভাবনা করিবেন।

সুতরাং মা যে সর্ব্বদেবতা মূল শক্তি ইহা মা নিজেই বলিয়াছেন, এবং ঐ মূলশক্তি যে "দেবী" জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাও বেদ ভগবান্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যার সার এই যে "অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র তারকাবিদ্যুৎ প্রভৃতির সঙ্গে এই সর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মায়েরা জ্যোতিঃরাশির তুলনাই হইতে পারে না; দিগ্ দিগন্ত প্রসারী অপার সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গ রাশির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেণবুদ্বুদের মত সর্ব্বতঃ প্রসারী অনন্ত অসীম এই জ্যোতির সাগরে অগ্নিসূর্য্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কোথায় কোন কোণে পড়িয়া রহিয়াছে!" আহা! তাই ধ্যান মগ্ন ভক্ত গাহিতেছেন—

"না মিলিবে চাঁদে ও রূপ, না মিলিবে তপনে,
না মিলিবে তারায় ও রূপ তরল হুতাশনে,
মা যে আমার সকল জ্যোতির খনি!
পেয়ে সেই জ্যোতির আভাস আকাশ পথে প্রকাশ রবি
তারই আভাস পেয়ে আবার খেলায় শীতল চাঁদের ছবি॥"

তাই আমিও মাকে ডাকিতেছি "দেবি"।

জোতির্ম্ময়ি মাতঃ!
হও আবির্ভূত॥

ঋষি মায়ের এই স্বরূপের আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মা আমার "দেবী"; অর্থাৎ দানশীলা, দান, করাই মায়ের শীল অর্থাৎ স্বভাব, মা কি সন্তানকে দান না করিয়া থাকিতে পারেন? আহা! তাই ভক্ত এই দানশীলা দেবীকে দেখিতেছেন—

"আমি দেখিলাম মার নয়নেতে নীর!
স্নেহ বিগলিত ধারে স্তনে বহিছে ক্ষীর!
মা ডাকছে আমায় পিবাই বাছা আয়।"

তাই আজ আমিও মাকে ডাকিতেছি "দেবি!"
দানশীলে মাতঃ!
হও আবির্ভূত।

ঋষি আর ও দেখিয়াছেন মা তা "দেবী" দ্যোতন স্বভাবা স্বয়ং প্রকাশরূপা কি ভাবে মা প্রকাশিতা হন তাহা নিজমুখেই বলিতেছেন—

"অহমেব বাত ইব প্রবামি
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।" দেবী সূক্তচন্দ্র ৮

"বিশ্বাণি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি আরভমানা কারণরূপের উৎপাদয়ন্তী অহমেব স্বয়মেব প্রবর্ত্তে যথা বাতঃ পরেণ অপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবাতিতদ্বৎ!"
সায়ণাচার্য্য কৃতভাষ্য দ্রষ্টব্য।

লীলাময়ী মাতা মহর্ষিকন্যা * হইয়া নিজেই বলিতেছেন "আমিই জগৎ নির্ম্মাণ সময়ে বায়ুর ন্যায় স্বয়ং প্রবাহিত হই। আমার প্রবাহের দ্যোতনাতেই এই নিখিল বিশ্ব প্রবাহ নানা নামরূপে ভাসিয়াছে।" উপনিষৎ প্রশ্ন এবং উত্তরমুখে এই দ্যোতনার ব্যাখ্যা করিতেছেন—

প্রশ্ন—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি?"
সামবেদীয় কেনোপনিষৎ।

কোন দেবতা মনঃ প্রভৃতিকে তাহাদের স্বকীয় কার্য্যে চালাইতেছেন? কাহার দ্যোতনায় প্রেরণা শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহে নিযুক্ত?

---

* "অম্ভৃণস্য মহর্ষে দুহিতা বাঙনাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ"। সায়ণা চার্য্যকৃত ভাষ্য। অম্ভৃণ ঋষির কন্যার নাম বাক্। জগজ্জননী মহামায়া ভক্তগণের শুভাদৃষ্টে বাক্ স্বরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তিনি স্বমুখে যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন ঋগ্বেদে তাহাই "দেবীসূক্ত" মন্ত্রনামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং মা আমার মেয়েও বটে, তাই ভাবুকগণ বলিয়া থাকেন তাঁহার তিনমূর্ত্তি—১ম মেয়ে, ২য় মা. ৩য় মায়া, গায়ত্রীর ত্রিমূর্ত্তির সঙ্গে এই ভাবের ঐক্য আছে, কিনা তাহা সাধকগণের প্রণিধান যোগ্য।

এই ত অবস্থা এই কলিযুগে—এখন মানুষ ভগবান্‌কে পাইবেই বা কোথায়—তাঁহার লীলা চিন্তা করিবেই বা কিরূপে? তখন যাহা সহজসাধ্য ছিল—এখন যে তাহা বড় কঠিন তপস্যা সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে—এখন মানুষের রুচি ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও চিন্তায় উৎপন্ন হইবে কিরূপে?

যেরূপেই হউক শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তনে রুচি উৎপাদন করিতে হইবে—সেইজন্য এখন সাধনা চাই। নরাকারে প্রকট হইলেও যে সাধনা করিতে হয় আকার ঢাকিলেও সেই সাধনাই করিতে হয়। সাধনার উৎকৃষ্ট সঙ্কেত—যাহা শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহাই একটু বলিতে চেষ্টা করা যাউক।

শ্রীভগবান কোথাও যান নাই। রূপ লুকাইলেও বিশ্বরূপে সর্ব্বদা আছেন। জগতের প্রতি বস্তুর কোলে ভগবান্ দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই সুন্দর, সেই সুন্দর মুরলীধ্বনি করিতেছেন—আজও ফুলের হাসি, চন্দ্রের শোভা, সূর্য্যের তেজ, পাখীর কাকলী, শিশুর নৃত্য, মানুষের মোহন মূর্ত্তি যে আনন্দ ছড়াইতেছে সে আনন্দ আসিতেছে সেই আনন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দ হইতে। আনন্দ যে আর কোথাও নাই। তিনি যে সুখ-স্বরূপ—তিনিই যে চিরস্থায়ী সুখ।

মানুষ চায় সুখ—যাহা কিছু করে তাহাই আপনাকে সুখী করিতে আর যাহাকে আপনার বলিয়া মনে করে তাহাকে সুখ দিতে। যাহার হৃদয় যত বড় সে জগতের সকলকে তত সুখ দিতে, নিজের দুঃখ না দেখিয়া সকলকে তত সুখী করিতে কর্ম্ম করে। মানুষ কিন্তু নিত্যস্থায়ী সুখের সন্ধান করিতে চায়না বলিয়া বিশ্বের প্রতি বস্তু হইতে যে সুখ আসিতেছে পুনঃ পুনঃ নশ্বর ক্ষুদ্র বস্তু ধরিয়া তাহাতেই সুখ খোজে। ইহাতে ত তৃপ্তি নাই—ইহাতে ত নিরন্তর প্রাণ ভরিয়া থাকে না। খণ্ড সুখ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়—জাগতিক সুখ অতি নশ্বর, অতি ক্ষণস্থায়ী। গোলাপ সুন্দর হইয়া ফোটে কিন্তু থাকে কতক্ষণ? পদ্মিনী সরোবরের জলে ফুটিয়া কত সুখ ছড়ায় কিন্তু দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যায়। ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্য দিয়া যে সুখ ফুটিয়া উঠে—আধার ক্ষুদ্র বলিয়া সে সুখও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর। শ্রুতি জানাইয়া দিতেছেন "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্—নাল্পে সুখমস্তি"। রে! ভ্রান্ত জীব! জানিয়া রাখ—যিনি ভূমা—যিনি অখণ্ড—যিনি বৃহৎ তিনিই সুখ স্বরূপ, অল্পে কখনও সুখ হয় না। অল্পের যে সুখ সে সুখে প্রাণ জুড়ায় না—অতৃপ্ত বাসনা

থাকিয়াই যায়। যদি সুখ চাও তবে সেই ভূমার দিকে চল—নতুবা অন্নের সুখ তোমাকে দুঃখই দিবে।

কিন্তু সুখের একমাত্র অন্তরায় সংসারের দুঃখ। আহা! সংসার যাহার উপরে ভাসিয়াছে—যিনি বিশ্বরূপ অলঙ্কার অঙ্গে পরিয়া বিশ্বরূপে দাড়াইয়া আছেন, বিশ্বের সকল বস্তুর কোলে কোলে একমাত্র সত্য স্বরূপ যিনি বিরাজ করিতেছেন—যিনি বিশ্ব সাজিয়া—যিনি বহুরূপে আপনাকে ঢাকিয়া—যিনি স্বরূপে রূপ মিশাইয়া বিশ্ব লইয়া খেলা করিতেছেন তাঁহাকে না জানিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়া যদি অলঙ্কার দেখিয়াই মাতিয়া থাক—যিনি এই বিশ্ব অলঙ্কার পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যদি তাঁহাকে না দেখ তবে শুধু সংসার তোমাকে ঘোরতর দুঃখে পাতিত করিবে।

শ্রুতি বলিতেছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" আত্মবিৎ যদি না হইতে পার—সদা সুখময়—আনন্দময় - জ্ঞানময় আত্মাকে যদি জানিতে না পার—যদি আত্মরত, আত্মক্রীড় না হইতে পার তবে সংসার তোমাকে নিরন্তর শোকে, মোহে, প্রতারণায়, বিড়ম্বনায় বড় ক্লেশে ফেলিবে। যদি সংসার একটু ভাল করিয়া দেখ তবে কি দেখিবে? সংসার বড় ক্লেশ ভরা—বড় দুঃখে পূর্ণ। যে শাস্ত্রকে এই দারুণ কলিযুগে লোকে মানিতে চায় না—সেই শাস্ত্রই সংসারের রূপ দেখাইয়া দিতেছেন—সংসারের রূপ দেখাইয়া দিতেছেন—সংসারে যাহা ভোগ করিতেছ—তাহা দেখিয়া সংসারের স্বরূপ একবার ভাল করিয়া দেখ— শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শাস্ত্র বলিতেছেন—

ক্লেশাদি পঞ্চক তরঙ্গ যুগং ভ্রমাঢ্যং
দারাত্মজাপ্তধনবন্ধুঝষাভিযুক্তম্।
ঔর্ব্বানলাভ নিজরোষমনঙ্গ জালং
সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি॥

লোকবল, বাহুবল, কামিনী, কাঞ্চন ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাবণের যেমন ছিল এমন আর কাহার ছিল? রাবণের সব গেল—সোণার লঙ্কা ছারে খারে গেল, লঙ্কার বড় বড় বীর সব গেল, কুম্ভকর্ণ মরিল, ইন্দ্রজিৎ মরিল—ত্রৈলোক্য সুন্দরী রাবণের মহারাণী মন্দোদরী বানরের হস্তে লাঞ্ছিতা পীড়িতা হইলেন—

রাবণের আর কিছুই নাই—আর কেহ নাই। রাবণ তখন মন্দোদরীকে বলিতেছেন—

মন্দোদরি! এখন আর আমি করিব কি—এই সংসার সাগর পার হইয়া আমি হরিকেই প্রাপ্ত হইতে চাই।

সংসার, সাগর কিরূপে? সাগরে ত অতি উচ্চ অতি বেগবান তরঙ্গমালা সর্ব্বদা ভাসিতেছে ভাঙ্গিতেছে—সাগরের বক্ষে সফেণ উর্ম্মিমালা সবেগে উঠিয়া তীরে আসিয়া আছাড় খাইয়া আবার সমুদ্রের কোলে ছুটিয়া পড়িতেছে। অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া এই অশান্ত সমুদ্র অশান্ত তরঙ্গমালা হৃদয়ে ধরিয়া উপরে সর্ব্বদাই অশান্ত হইয়া ছুটিতেছে। সংসার যে সমুদ্র—সে সমুদ্রের তরঙ্গ কোথায়? সংসার ক্লেশাদি পঞ্চক তরঙ্গ যুগং—পাঁচপ্রকার ক্লেশ এই সংসার সাগরের তরঙ্গ।

পাঁচ প্রকার ক্লেশ কি কি?

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ—সংসার এই পঞ্চতরঙ্গে সর্ব্বদাই তরঙ্গায়িত অবিদ্যা ক্লেশ কি?

যাহা অনিত্য—নিত্য থাকে না তাহাকে নিত্য মনে করা; যাহা অশুচি তাহাকে শুচি মনে করা, যাহা দুঃখ তাহাকে সুখ মনে করা। দেহাদি, জগদাদি যাহা অনাত্মা তাহাকে আত্মা মনে করা—ইহার নাম অবিদ্যা।

অস্মিতা ক্লেশ কি?

পুরুষ ত নিরভিমান স্বভাব। এই পুরুষ যে সর্ব্বদা আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই অভিমান করে—এই অহং অহং অভিমানই মানুষের অস্মিতা নামক ক্লেশ।

রাগ কি?

একবার কোন কিছুকে সুখ বলিয়া ভোগ করিয়া সেই সুখ পুনরায় ভোগ করিবার যে ইচ্ছা তাহাই রাগ।

দ্বেষ কি?

দুঃখ একবার ভোগ করিয়া—যে বিষয়টা দুঃখ উৎপাদন করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া—উহা ভোগ করিতে অনিচ্ছা করিয়া ঐ ঐ বিষয়ের নিন্দা করা তাহাই দ্বেষ।

অভিনিবেশ কি ?

৮৪ লক্ষ বার মরণ দুঃখ ভোগ হইয়াছে—ঐ সংস্কার মনোমধ্যে বদ্ধ মূল হইয়া রহিয়াছে। এই মরণত্রাসের সূক্ষ্ম সংস্কার জ্ঞানীকে মূর্খকে—এমন কি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকল জীবকে যে কাতর করে—এই ভয়ই অভিনিবেশ।

তবেই ত হইল আপনার বাস্তব রূপকে ভুল করা, মিথ্যা দেহাদিকে আত্ম বুদ্ধি করা, রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়া আর মরণ ভয় করা এই পাঁচ তরঙ্গ সংসার সাগরের।

ভ্রমাঢ্যং কি ?

সংশয় রূপ ভ্রম সর্ব্বদাই সংসারে লাগিয়া আছে।

হাঙ্গর কুম্ভীরাদি ত সাগরে থাকে—এখানে এ সব কোথায় ?

দারাত্মজাপ্ত ধন বন্ধু ঝষাভি যুক্তম্—স্ত্রী পুত্র মিত্র ধন কুটুম্ব এই সমস্তই যখন নিত্যসুখ স্বরূপ ভগবান্‌কে ভুলাইয়া কেবল অর্থ কাম ও ভোগের দিকে টানে তখন ইহারাই সংসার সাগরের হাঙ্গর কুম্ভীর।

সাগরে ত বাড়বানল—অগ্নি জ্বলে—সংসারে আগুণ কোথায় ?

"ঔর্ব্বানলাভ নিজ রোষম্"—অগ্নি যেমন শোষণ করে সেইরূপ ক্রোধাগ্নি সর্ব্বদা মানুষকে দগ্ধ করে—শোষণ করে। প্রাণি সমূহের ক্রোধ এই সাগরের বাড়বানল !

সমুদ্রে জাল ফেলিয়া সমুদ্রের জীব জন্তু ধরা যায়—এখানে সেরূপ কি আছে ?

অনঙ্গ জালং --অনঙ্গ যে কাম তাহাই জাল—কামই মানুষকে বন্ধন করে—সংসার সাগরের জাল স্বরূপ এই কাম।

এই সংসার সাগর পার হইয়া হরির নিকটে যাওয়াই সংসার দুঃখ অতিক্রম করা।

এই দুঃখ দূর করিতে যদি ইচ্ছা হয়—তবে আত্মবিৎ হইতে হইবে—আত্মজ্ঞানী হইতে হইবে। কেননা তুমি আত্মা—তুমি দেহ নও—তুমি মনও নও—আত্মাই সুখময়—আনন্দময়। আত্মা চিরদিনই আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করেন। আত্মাতে কোনরূপ অজ্ঞান নাই, আত্মাতে অহং কর্ত্তা অহং

ভোক্তা এই অভিমানও নাই অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ আত্মাতে নাই। আত্মা জন্মেন না, মরেনও না। আত্মা চির দিন একভাবে অবস্থান করেন। আত্মার কোন অভাবও নাই—আত্মা সদা পূর্ণ—জ্ঞানে আনন্দে সদা পূর্ণ।

আত্মার স্বরূপ জানিয়া আমি আত্মা এই ভাবে থাকিয়া প্রকৃতির খেলা দেখ- কোন ক্ষতি নাই। স্বরূপ ভুলিয়া কোন কিছুতেই আসক্ত হইও না। ভিতরে শুদ্ধ থাকিয়া—সর্ব্বদা অন্তঃশুদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বদা আপনাকে সমস্ত প্রকৃতির দ্রব্য জাত হইতে ভিন্ন জানিয়া ব্যবহারিক কর্ম্ম কর, কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাই আত্মবিৎ হইয়া সংসার ভ্রমণ করা।

কিন্তু আত্মার কথা শুনিয়া—আত্মাকে পাইবার সাধনা না করিয়া অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানী না হইয়া জ্ঞানবন্ধু হওয়া আর আত্মপ্রতারণা করিয়া আত্মঘাতী হওয়া একই কথা।

জ্ঞানবন্ধু হওয়া আবার কি ?

শ্রবণ কর। ভগবান বশিষ্ঠ দেব জগদেকনাথ শ্রীরামচন্দ্রকে—গুরু না হইলে কিছুই হইবেনা জীবকে এই শিক্ষা ধরাইবার জন্য যিনি শিষ্য সাজিয়া —আপনি আচারণ করিয়া মানুষকে প্রকৃত পথ ধরাইলেন—তাঁহাকে উপদেশ করিতেছেন—রাম ! জ্ঞানী হইতে চেষ্টা কর—জ্ঞানবন্ধু হইও না। বরং অজ্ঞানী থাকা ভাল কিন্তু জ্ঞানবন্ধুতা আদৌ ভাল নয়। আপনার ও অন্যের অনিষ্টকর এমন আর কিছুই নাই।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানবন্ধু তাহাই বলুন আর জ্ঞানীই বা কিরূপ তাহাও বলুন।

বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন—একটা সময় আসিবে যখন জগতে বিশেষতঃ ভারতে প্রায় পণ্ডিতই জ্ঞানবন্ধু হইয়া যাইবে আর লোকের দুর্গতির শেষ থাকিবে না। জ্ঞানবন্ধু কাহারা জান ?

(১) যাহারা শাস্ত্র পাঠ করে, শাস্ত্র বাখ্যা করে কিন্তু কদাপি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান্ হয় না—যাহাদের ঈশ্বর কথা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা যাহাদের শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা সভা জয় করিবার জন্য, অর্থোপার্জ্জনের

জন্য অর্থাৎ যাহারা সাংসারিক অভাব মিটাইবার জন্য অভিনেতার ন্যায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে আর শাস্ত্রপাঠ করে তাহারাই জ্ঞানবন্ধু।

(২) শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য শাব্দ বোধ জন্মিয়াছে কিন্তু ইহার প্রয়োগ শুধু ভোগের দিকেই, কাজেই যে সমস্ত পণ্ডিত শাস্ত্র পড়িয়াও বৈরাগ্যাদি ফলে বঞ্চিত —যাহারা শাস্ত্র কথায় পরকে বঞ্চনা করিয়া চাতুরীরূপ শিল্প কার্য্যকেই উপজীবিকা বলিয়া লইয়াছে তাহারই জ্ঞানবন্ধু।

(৩) যাহারা শাস্ত্রপাঠ করিয়া বস্ত্র ও খাদ্য লাভেই সন্তুষ্ট, যাহারা মনে করে এই যে লোকে দেয়—ইহা শাস্ত্রালোচনারই ফল—নটাদির ন্যায় শাস্ত্রার্থের অভিনেতৃগণকে জ্ঞানবন্ধু জানিও।

(৪) যাহারা কুলাচার মত ধর্ম্ম কর্ম্মই করিতেছে—কিন্তু কি হইতেছে, কি না হইতেছে তাহাতে লক্ষ্য নাই—চরিত্র দোষ সমস্তই থাকিয়া যাইতেছে অথচ ধর্ম্ম কর্ম্মও (অগ্নি হোত্রাদিও) চলিতেছে ইহারাও জ্ঞানবন্ধু। এই সমস্ত লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধি কালে জন্মিতে পারে এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনাও আছে বলিয়া প্রথম তিন প্রকারের জ্ঞান বন্ধু অপেক্ষা ইহারা ভাল।

জ্ঞানবন্ধুর কথা শুনিলে এখন জ্ঞানীর কথা শ্রবণ কর।

(৫) আত্মজ্ঞানই জ্ঞান—অন্যান্য জ্ঞান জ্ঞানাবভাস মাত্র। কারণ অন্যান্য জ্ঞানে প্রকৃত সার পদার্থ যে ব্রহ্মানন্দ রস—তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাঁহারা আত্মজ্ঞান রস আস্বাদন না করিয়াই কণামাত্র বৃথা অন্য জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া সতত অসীম ক্লেশ কর কার্য্যে ব্যাপৃত তাহারাও নিকৃষ্ট জ্ঞানবন্ধু!

যদি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাও, জীব ও ব্রহ্ম যে এক—ইহার অনুভব যতদিন না হইতেছে—ততদিন ইহার সাধন যে আমি তোমার, তুমি আমার, শেষে তুমি আমি এক—যতদিন ইহার অনুভব না হইতেছে, ততদিন তোমার সন্তোষ কিছুতেই হইবে না। তাই বলি জ্ঞানবন্ধু হইয়া বিষয় ভোগরূপ ভবরোগে সন্তুষ্ট হইও না। ভাবিও না যে তোমার শাস্ত্রালোচনার বিভূতি দ্বারাই তোমার সংসার চলিতেছে।

আহা! মোক্ষলাভে যিনি অভিলাষী তাঁহার পরিমিত পথ্য ও আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের জন্য অনিন্দনীয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য—যাহার তাহার দান গ্রহণ করা উচিত নহে।

প্রাণধারণের জন্য আহার আর তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণ ধারণ করিতেছ কিনা পুনঃ পুনঃ বিচার কর। তত্ত্বাভ্যাস—বাসনাক্ষয়—মনোনাশ সমকালে সাধনা কর—সংসার ক্লেশে পুনরায় পতিত না হইতে হয় ইহার জন্য এই সমস্ত সাধনা জানিও।

"তরতি শোকমাত্মবিৎ" "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি" শ্রুতির এই অত্যুৎকৃষ্ট মধ্যমণি কি কণ্ঠহারের শ্রেষ্ঠস্থানে ঝুলাইতে ইচ্ছা করে? সকলেরই বুঝি করে—ভাল হইতে না চায় এমন মানুষ ত প্রায় দেখা যায় না। বল দেখি কেন মানুষ আত্মবিৎ হয় না—কেন মানুষ আপনাকে আপনি ভালবাসিয়া নিত্যতৃপ্ত হইয়া যায় না?

একমাত্র উত্তর—মানুষের চিত্তের মুখ মানুষ ভিতরের দিকে ফিরাইয়া দিবার ক্লেশ সহ্য করেনা বলিয়া। চিত্তের মুখ ফিরাইয়া দেওয়াই ত সাধনা। মুখ ফিরাইলে মানুষ বাহিরের সৌন্দর্য্য বাহিরের রূপরাশির আধার যাহা তাহা দেখিতে পায়—তখন আর বাহিরের ছুটাছুটি ভাল লাগে না। বাহিরের চক্ষু বন্ধ করিতে পারিলেই ভিতরের অতি রমণীয় আলোক অন্তশ্চক্ষুতে ঝলসিয়া উঠিবেই। মানুষ তখন যাঁহার আলোক দেখে তিনিই সেই আত্মবস্তু— তিনিই সেই আত্মা—তিনিই সেই আত্মার মূর্ত্তি—তোমার আমার সকলের ইষ্ট দেবতা।

বলিতেছিলাম এই আত্মাকে মানুষ ধরিতে পারে না বলিয়া এই সর্ব্বান্তর্য্যামীকে মানুষ ধ্যান করিতে পারেনা বলিয়া ইনিই ইহার পুত্রকন্যাকে ধরা দিবার জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন, বিশ্বরূপ হইয়াও মানুষ মানুষীর মত হয়েন—মানুষের মত একজন হইয়া আসিয়া মানুষ ভাবে ও অমানুষ ভাবে বা অতিমানুষ ভাবে আপনি আচরণ করিয়া মানুষকে তাঁহারই অনুকরণে চলিতে শিক্ষা দিয়া যান।

বলিতেছিলাম যখন ঐ নয়নমনরসায়ন স্বরূপ, সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, আকার ধরিয়া এই ধরাকে—এই ধরাবাসী নর-নারীকে আপ্যায়িত করিয়া খেলা করেন—যখন নর-নারী ইহা স্বচক্ষে দেখে তখন তাহার ঈশ্বরানুরাগ আপনিই আইসে—বিষয়ানুরাগ কোথায় ছাই হইয়া যায়। কিন্তু যখন তিনি মূর্ত্তি গুটাইয়া আপনাকে আপনি অন্তর্দ্ধান করেন—তখনও ত জগৎ থাকে তবে কি তিনি জগৎ হইতে একেবারে সরিয়া যান। না—তাহা যান না। বিশ্বরূপ অলঙ্কার পরিয়া বিশ্বরূপেই থাকেন। যিনি আত্মরূপে থাকিয়া

সকলকে ধরা দিবার দিবার জন্য সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন তিনিই আপনি আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও বিশ্বরূপে ভাসেন। আত্মা, অবতার, নির্গুণ সগুণ তিনি সমকালেই। তথাপি অবতার লোকেলোচনের গোচর না হইলেও তাঁহাকে দেখা যায় আর বিশ্বরূপে সেই ধ্যানের মুর্ত্তি ধরিয়া সাধনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

চিত্তকে কোন একটি বিষয়ে একাগ্র করিবার জন্য ধ্যান করিতে হয়। চিত্তকে একাগ্র করিয়া আবার ইনিই যে বিশ্বরূপে সাজিয়া আছেন তাহারও সাধনা করিতে হয়। যিনি রজস্তমকে ক্ষীণ করিয়া সত্বগুণকে প্রবল করিতে পারেন তিনি সর্ব্বদা একটি প্রকাশ অনুভব করেন—তিনি কি যেন একটি প্রকাশ, কি যেন একটি দীপ্তি, কি যেন একটি ভর্গ সকলের মূলে স্থিরভাবে বিরাজমান্—কোন চিৎশক্তির উপরে যেন এই জগৎ ভাসিয়াছে, জগতে যাহা কিছু বিচিত্রতা আছে—যেন প্রতি বস্তুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই স্বপ্রকাশের জ্যোতি বাহির হইতেছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করেন। সত্বগুণের প্রকাশ দ্বারা সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অনুসন্ধান করিলেই মানুষ ধন্য হইয়া যায়। ভগবান্ যাঁহার উপর অনুগ্রহ করেন আর ভগবানের অনুগ্রহ শক্তি গুরুরূপে যাঁহার উপর কৃপা বর্ষণ করেন তিনি এই সমস্ত শুনিয়া শুনিয়া বলিয়া উঠেন "আমি যেন ধীরে ধীরে কি একটি অবস্থা অনুভব করিতেছি। আমার মনে হইতেছে এই বিচিত্র সাজসজ্জা করিয়া, বিচিত্র বিশ্ব অলঙ্কার পরিয়া, কে যেন কাহার সহিত খেলা করিতেছে—কে যেন ব্রহ্মাণ্ড নৃত্য মণ্ডপে কিসের অভিনয় করিতেছে। সান্ধ্যগগণের মেঘমালা যেন ঐ অভিনেত্রীর বিচিত্র সাটী, বিবিধ রত্নখচিত সপ্তসাগর যেন অভিনেত্রীর রত্নখচিত হস্তবলয়, কুল পর্ব্বত যেন তাহার কিরীট, স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী যেন তাহার হার যষ্টি, গঙ্গাসলিলে প্রতিবিম্বিত শশী যেন ঐ হারের মধ্যমণি, মানুষ পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবগণ যেন অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, চন্দ্র সূর্য্য যেন তাহার কর্ণকুণ্ডল।

যিনি বিশ্বরূপ ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ড নৃত্যমণ্ডপে কিসের যেন অভিনয় করেন, তিনিই জীবে জীবে আত্মা সাজিয়া যেন অন্য কিছুর অভিনয় করিতেছেন। জীবে জীবে এই আত্মাই স্বরূপে পরমাত্মা—যেমন ঘটাকাশই মহাকাশ সেইরূপ।

এক সমন্তাৎ প্রসারিত আকাশ রহিয়াছে। ঘটটা প্রস্তুত করা হইল সেই

আকাশকে লইয়াই। ঘটের ভিতরে বাহিরে আকাশ। ঘটের ভিতরের আকাশ কি ঘটের মধ্যে আসিয়া পরিচ্ছিন্ন হইল? মনে হয় বটে, যেন ঘটের মধ্যবর্ত্তী আকাশ—ঐ মহাকাশ হইতে পরিচ্ছিন্ন একখণ্ড পৃথক আকাশ। আকাশ ত খণ্ড হয় না তথাপি মনে হয় যেন খণ্ড হইল। ইহা হয় দেখার দোষে—ইহাই ভ্রান্তি। সেইরূপ পরমাত্মাকে লইয়াই এই দেহ উপাধি—এই বিশ্ব উপাধি ভাসিল। দেহের ভিতরে বাহিরে, বিশ্বের ভিতরে বাহিরে এই পরিপূর্ণ আত্মা। জীবভাবটা—বা বিশ্বভাবটা এই পরমাত্মাকে খণ্ড মনে করিল—এই মনে করাটা ভ্রান্তি মাত্র।

পরমাত্মা বা আত্মা আকাশের মত অলেপক—কোন উপাধিতে তিনি লিপ্ত হন না। বলিতে পার জীব চৈতন্য দেহ মধ্যবর্ত্তী হইয়া যেন দেহে লিপ্ত হইয়া যান তাই আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন।

আত্মা কিন্তু কাহারও সহিত লিপ্ত হন না। তথাপি দেহের সুখ দুঃখ অনুভূতিতে যে মনে হয় আত্মারই সুখ দুঃখ হইতেছে এটা চিজ্জড়ের মিশ্রণে জড়ের ধর্ম্ম চিতে আরোপিত হয় বলিয়া—এই আরোপটা অজ্ঞানেই হয়, ভ্রান্তিতেই হয়। ঘট ফুটো হইলে যেমন আকাশ ফুটো হয় না সেইরূপ দেহের সুখ দুঃখে আত্মা সুখী দুঃখী হন না। জড়টা চিতের আভায় চৈতন্য দীপ্ত হইয়া চেতন মত হয় এবং ইহাতেই সুখদুঃখাদির আরোপ হয়।

এই আত্মাই উপাসনার বস্তু। উপাসনা করিতে হয় এই মিথ্যা আরোপটা দূর করিবার জন্য। এই মিথ্যা আরোপে আত্মা যেন ছোট হইয়া নিরন্তর দুঃখ করেন। এই দুঃখ দূর হইবে কিরূপে? ছোট আমিকে জানাইয়া দিতে হয়। ছোট আমি—ছোট আমি নহে, ইহা বড় আমিই। একটি আমিই আছে। ছোট আমি ভ্রান্তি মাত্র। এক সমন্তাৎ প্রসারিত—ভিতরে বাহিরে পূর্ণ বৃহৎ আমিই আছে। তথাপি ভ্রান্তির প্রভাবে—দেখার দোষে মনে হয় ইহাই যেন উপাধির মধ্যে দেহের মধ্যে আসিয়া ছোট আমি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রকে বৃহৎ দেখাও তবেই বুঝিতে পারিবে আমি বৃহৎই, ক্ষুদ্র নই। বৃহতের ভাবনায় ক্ষুদ্রও বৃহৎ হইয়া যায়। ফলে আমি কখন ক্ষুদ্র নহে বলিয়াই ভ্রান্তি দূর হয়—আমিই যে বৃহৎ—আমিই যে ব্রহ্ম ইহা দেখা হয়।

আরও দেখ এক অতিবৃহৎ আমিকেই জগতের লোকে যে সমভাবে আমি আমি করে ইহা কিরূপে হয়? সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত বড়। সমুদ্র তীরে দাঁড়াইয়া যখন সূর্য্য উঠিতে দেখা যায় তখন মনে হয় সূর্য্য যেন সমুদ্রের উপরেই

ভাসিতেছেন। আবার গৃহে আসিয়া দেখা যায় সূর্য্য গৃহের উপরে আকাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ৺পুরীধামে যে সূর্য্য দেখা হইয়াছিল তাহাই আবার কলিকাতায় সেই আকারে দেখা হইল। পৃথিবীর সকল লোকে সকল স্থান হইতে এক সূর্য্যকেই এক আকারে দেখে। কেন এইরূপ দেখে? এক অতিবৃহৎ সূর্য্য পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই মানুষের চক্ষে এক আকারেই দেখা হয়। অতিবৃহৎ সূর্য্য বহুদূরে আকাশে আছেন—মানুষের বিশাল দৃষ্টি নাই বলিয়া ক্ষুদ্র চক্ষু গোলকের মধ্য দিয়া দেখে বলিয়াই সূর্য্যদেবকে এক আকারেই সকল স্থান হইতে সকলে দেখে। সেইরূপে এক অতিবৃহৎ আমিকেই মানুষ দেখার দোষে ছোট ছোট আমি রূপে দেখে মাত্র। বিশাল দৃষ্টি করিতে পারিলে এক আমিতে স্থিতি লাভ হয়।

বলিতেছিলাম—এক আত্মাই উপাস্য দেহের মধ্যে—উপাধির মধ্যে সেই আত্মাকেই দেহাভিমানী আত্মা বলিয়া দেখা হয়। এই অহংকার বিমূঢ় আত্মা কতকাল ধরিয়া এই খণ্ডভাবে দেখা হইতেছে বলিয়া যেন একটা পৃথক সত্তা লাভ করে। এইটাই দেহে দেহে ছোট আমি। এই ছোট আমিটাকে উহার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইতে হয়। যখন ছোট আমিটা পূর্ণ আমিকে ভাবনা করিতে পারে তখন আপনার স্বরূপ দেখিয়া বলিয়া উঠে আহা! অমিই এই আত্মা—দেহটাকে আমি ভাবিয়া আমি এত কাল বিড়ম্বিত হইতে ছিলাম। কতরূপে প্রতারিত হইলাম—কতদুঃখ ভোগ করিলাম—দেহের ভোগকে আমার ভোগ মনে করিয়া বারে বারে যাতনাই পাইলাম। আর আমি মিথ্যা ভোগে প্রতারিত হইব না। এইরূপে মিথ্যা ভোগে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতে করিতে স্বরূপ উপলব্ধি হইবেই। আত্মা সদা পূর্ণ ইহার জন্ম মৃত্যু নাই—ইহাঁর কোন অভাব নাই—ইনি নিত্য তৃপ্ত—নিত্য তৃপ্তস্য কা স্পৃহা?

পূর্ব্বে যে উপাসনার সঙ্কেতের ইঙ্গিত করা হইয়াছিল—পূর্ব্বে আভাসে যাহা বলা হইয়াছে এখন তাহা একটু স্পষ্ট করিয়াই বলা হইতেছে।

বলা হইতেছে আত্মাই একমাত্র উপাসনার বস্তু। কিন্তু মানুষ উপাসনা করিতে চায় না কেন? মানুষ যদি জানিতে পারে ৮৪ লক্ষ বার এক মানুষই বহুবিধ যাতনা পাইয়া এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়াছে—এই দুর্ল্লভ জন্ম আত্মাকে চিনিবার জন্যই—অপার দুঃখ সাগর হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্যই—

দেবতা দেহেও দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না—সেই জন্য দেবতাগণও মনুষ্য দেহের জন্য লালায়িত—মানুষ যদি ইহা জানে এবং বুঝিতে পারে তবে উপাসনা না করিয়া থাকিতেই পারেনা।

যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া কোন মানুষকে তাহার ৮৪ লক্ষ জন্মের ছিন্ন মস্তক গুলি একস্থানে পুঞ্জীকৃত করিয়া দেখাইয়া দেন, মানুষ তখন এই পর্ব্বত প্রমাণ পুঞ্জীকৃত আপন ছিন্ন মস্তক দেখিয়া কি করে? ভয়ে কি আকুল হয় না? ভগবানকে তখন ব্যাকুল হইয়া কি জিজ্ঞাসা করে না? দয়াময়! আমাকে এইরূপ ভাবে বিনাশ করিল কে? এত যাতনা দিল কে? আর ভগবান্ কৃপা করিয়া বলিয়া দেন ভোগ রাক্ষস রাবণ ও তাহার অনুচর বর্গ তোমাকে এত বার সংহার করিয়াছে। আহা! মানুষ তখন বড় কাতর হইয়া প্রার্থনা করে না কি—করুণা বরুণালয়—আমাকে অভয় দাও—আর যেন আমার মস্তক রাক্ষসে চর্ব্বণ না করে? কো বা দয়ালু স্মৃতকামধেনু —কামধেনুর মত স্মরণ মাত্রেই যিনি সমস্ত দান করেন, মানুষ দেখে ভগবান্ হস্ত তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আমি তোমাদের বিঘ্ন স্বরূপ এই সমস্ত ভোগ রাক্ষসকে বিনাশ করিব—অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে ত দয়াময় ভগবান্ এইরূপ প্রতিজ্ঞাই করিয়া ছিলেন—এখনও সকলের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—বল না তখন কি ভগবানের উপাসনার জন্য মানুষ প্রাণপণ করে না? নিজের দুঃখ যে অনুভব করিয়াছে, নিত্য দুঃখ,—নিত্য দৈন্য দেখিয়া যাহার প্রাণ কাতর হইয়াছে—জগতের নর নারীর দুঃখ দেখিয়া যাহার প্রাণ কাতর হইয়াছে আর যে জানিয়াছে যে এই অপার দুঃখের প্রতীকার একমাত্র ভগবানই করিতে পারেন, সে মানুষ উপাসনা না করিয়া কি থাকিতে পারে? বৈরাগ্যে যে নিরন্তর ব্যথিত সেই জ্ঞান লাভের জন্য—সেই আত্মলাভের জন্য চেষ্টা না করিয়া কি থাকিতে পারে?—সেই ভগবানকে প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ না করিয়া কি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে—প্রতি কর্ম্মে—প্রতি বাক্যে—প্রতি ভাবনায় ভগবানের আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া —চিত্তকে রাগ দ্বেষ হইতে শুদ্ধ করিয়া সে ভগবানের কাছে নিত্য থাকা ভিন্ন আর কি আকাঙ্ক্ষা করিবে?

তাই বলিতেছি—যে সংসারের স্বরূপ দেখিয়াছে বা জানিয়াছে উপাসনা তাহার স্বাভাবিক। যে মূর্খ—যে ভোগ বাসনায় অন্ধ সেই উপাসনা না করিয়া এই দুর্ল্লভ মানব জন্মকে বিফল করিয়া আবার ৮৪ লক্ষ বার রাক্ষস দ্বারা চর্ব্বিত মস্তক হয়।

কিন্তু উপাসনা কিরূপে করিতে হইবে? অহঙ্কার বিমূঢ় ছোট আমিকে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত বড় আমি দেখাইবার কৌশল কি?

যে আত্মা প্রতি দেহে বিরাজ করিতেছেন—যে আত্মা বিশ্বদেহে বিরাজ করিতেছেন সেই আত্মার স্বরূপ জানিয়া সেই আত্মার লীলা ধরিয়া সর্ব্বদা তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই তাঁহার সমীপে বাস বা উপাসনা। দেখিয়া দেখিয়া তাই হইয়া তাঁহাতে স্থিতিই উপাসনার শেষ বিশ্রান্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে হরি কথায় রুচি যাহার না লাগিল—তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বাধ্যায়াদি "শ্রম-এব হি কেবলম্" বৃথা শ্রম মাত্র!

সর্ব্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এই আত্মাকে ধরা, ছোঁয়া যায় না বলিয়া তিনিই বিশ্বরূপে রূপ মিশাইয়া ধরা দেন, জীবের ধ্যানের জন্য—জীবের উপর করুণা করিয়া নিরাকারই সাকার মূর্ত্তি ধারণ করেন—নিরাকারই নরাকার—নার্য্যাকার ধারণ করেন। বিশ্ব না থাকিলে বিশ্বকর্ত্তা ভাসিবেন কোথায়?—নরদেহ ধারণ না করিলে তাঁহার লীলা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষ বুঝিবে কিরূপে? বিশ্বরূপে তিনিই লীলা করিতেছেন—মানুষ অবতারে লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া সরস ভাবে বিশ্বে তাঁহার লীলা ধরিতে পারে।

যখন তিনি কৃষ্ণদেহ বা রাম দেহ বা দেবী দেহ বা শিব দেহের লীলা সাঙ্গ করিয়া "ব্রহ্মত্বমাত্মং স্থিরাং পুনরগাৎ" আত্ম ব্রহ্ম রূপে ফিরিয়া যান—যখন "কীর্ত্তিং পাপ হরাং বিধায় জগতাং" যখন তাহার পাপহারিণী কীর্ত্তিতে জগৎ পূর্ণ করিয়া অবতার লীলা সাঙ্গ করেন তখন মানুষ কিরূপে তাঁহাকে ধরিবে—কিরূপে তাঁহাকে পাইবে?

ভাগবত বলিতেছেন—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎ স্থান নিরোধ সম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাং স্তথাপি বৈ
প্রাদেশ মাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥

ভগবান্ ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন—আপনি আমাকে ভগবানের লীলা বর্ণন করিতে বলিতেছেন—কিন্তু সেই ভগবান কে? তাহার লীলাই বা কি? শ্রীকৃষ্ণ ত চলিয়া গিয়াছেন—এখন জগতের লীলা কি? উত্তরে দেবর্ষি বলিতেছেন এই যে বিশ্ব ইহা ভগবানই। কিন্তু ভগবান্ এই বিশ্ব হইতে

ইতর—অন্য, বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ। কেন বলিতেছি বিশ্ব হইতে তিনি অন্য একজন—কারণ ভগবান্ হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে। এখন সৃষ্টি স্থিতি সংহারই তাঁহার লীলা—ইত্যাদি।

ভগবানই এই বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন—সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গই তাহার লীলা—ইহা বুঝিতে হইলে স্থূল বিশ্ব, সূক্ষ্ম সংস্কার বা বাসনা এবং বীজ স্বরূপ স্পন্দন ইহা পার হইয়া তবে চিৎস্বরূপের সন্ধান লইতে হয়।

এই বিশ্ব যতদিন থাকিবে ততদিনই ভগবানের সৃষ্টি শক্তির মূর্ত্তি যে ব্রহ্মা—অর্থাৎ ব্রহ্মারূপে ভগবান নিয়তই সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মাইতেছেন তিনি, গাছে গাছে ফুল ফুটাইতেছেন তিনি, ফল ফলাইতেছেন তিনি, সংসারে কোটি কোটি মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আনিতেছেন তিনিই—আবার জীবের পালন করিতেছেন তিনিই বিষ্ণুরূপে—স্থিতি আর পালন যাহা প্রতিনিয়ত হইতেছে তাহাও তিনিই করিতেছেন আবার প্রতিদিন বিশ্বে যে লয়ের ব্যাপার চলিতেছে তাহা করিতেছেন কে? ভগবানই রুদ্র মূর্ত্তিতে তাহা করিতেছেন। এই ভগবানকে ভিতরে একান্তে আত্মার মূর্ত্তি ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীরূপে ধ্যান করিতে হইবে আবার ঐ সময়েই বাহিরে বিশ্বমূর্ত্তিতে তাঁহার ভাবনা করিতে হইবে—ইহাই ত উপাসনার সঙ্কেত।

প্রাণায়ামে যে গায়ত্রী উপাস্যা তাহাতে প্রথমে নাভিতে ব্রহ্মা হৃদয়ে বিষ্ণু এবং ললাটে শম্ভুর ধ্যান করিয়া বিশ্বরূপেও যে তিনি ইহা ভাবনা করিতে হয়। আত্মাকে ধরা যায় না বলিয়া আত্মার রূপামূর্ত্তি যে ইষ্ট দেবতা তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাহাই যে বাহিরে বিশ্বরূপের অলঙ্কার পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ও সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপ লীলা করিতেছেন তাহাই ভাবনা করিতে হয়। ছোট আমি বড় আমিকে ইষ্ট মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া বিশ্বরূপে ভাবনা করেন—করিয়া ছোট আমি ভুলিয়া বৃহৎ আমিতে স্থিতি লাভ করেন।

নাভিদেশে বা হৃদয়ে বা ললাটে মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক—এইরূপে উপর্য্যুপরি ক্রমে অবস্থিত সপ্তলোককে প্রকাশ করিতেছেন যে বরেণ্যং ভর্গ—যে গায়ত্রী—যে ভগবান্ তাঁহাকে ধ্যান করিতে হয়। এই ব্রহ্মস্বরূপ ভর্গ মণি পাষাণাদি ধাতুতে তেজরূপে অবস্থিত, তৃণ বৃক্ষ ওষধী রূপে প্রতি স্থাবরে রসরূপে বাস করিতে-

ছেন—শুধু যে স্থাবর জঙ্গমে পরমাত্মারূপে তিনি আছেন তাহাই নহে জ্যোতির্ম্ময় চেতনা আত্মা হইয়া তিনি প্রাণি হৃদয়ে বাস করিতেছেন। আর জলে ত্রৈলোক্য উৎপন্ন হয় বলিয়া কারণ জল স্বরূপও এই ভর্গ এই ভগবান্। আবার ভূর্ভুবঃস্ব—এই ব্যাহৃতত্রয়—সত্ত্বরজস্তমোময় ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্রাত্মক এই ভাবে চরাচর ত্রৈলোক্য ও ভর্গস্বরূপ ভগবান্। প্রাণায়ামে যে গায়ত্রী উপাস্যা —তাঁহার সম্বন্ধে এই বলা হয়—

য স্তথাভূতো ভর্গঃ অস্মাকং বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি, স এব জল-জ্যোতি-রসামৃত-ভূরাদি লোকত্রয়াত্মক-চরাচরস্বরূপো ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকানুপ্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতিঃস্বরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং লোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা স্বাত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহ একীভাবং করোত্বিতি।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি তেজের প্রাণভূত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধার স্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি। ইনি জন্ম মৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয়, এবং ইনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করেন। ইনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশ করিতেছেন। ইনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, ইনিই মণি পাষাণাদি স্থাবরে জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তৃণ বৃক্ষ ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রসস্বরূপে অবস্থিত; ইনিই মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জঙ্গমের হৃদয়ে চেতনাত্মারূপে বিরাজমান। ইনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম, ইনিই পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গ এই ত্রিলোক স্বরূপ।

গায়ত্রী উপাসনার দ্বিতীয় স্তর হইতেছে জপ দ্বারা উপাসনা। উভয় উপাসনাতেই মার্জ্জনা অঘমর্ষণাদি দেহ মন শুদ্ধিকর কার্য্য করিয়া পরে উপাসনা করিতে হয়। এই জন্য দুইবার করিয়া মার্জ্জন অঘমর্ষণাদির ব্যবস্থা।

প্রাণায়াম দ্বারা উপাসনাতে যেমন মূর্ত্তি ধরিয়া চিত্তকে একাগ্র করিয়া আবার তাহাই যে বাহিরে বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন এই কার্য্য করিতে হয় জপাদি দ্বারা উপাস্যা গায়ত্রীতে তাহাই করিতে হয়।

প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে গায়ত্রীমাতার কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া পরে মূর্ত্তিকেই ওঁকার রূপে চিন্তা করিতে হয়। ওঁকারই ভগবানের প্রিয় নাম —এই নামে ডাকিলে তিনি অতিশয় প্রসন্ন হয়েন। শ্রুতিও বলিতেছেন "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্—এতদালম্বনং পরম্"। ওঁকারের অর্থ ভাবনায় নির্গুণ ও

সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা সমকালেই করিতে হয়। ভগবানের সগুণ রূপকে আরও স্পষ্ট করিবার জন্য ওঁকারের পরেই "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" বলা হইয়াছে।

মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে যে ভগবানের উপাসনা করিতেছি তাঁহাকে সমকালে ভূলোক অন্তরীক্ষ লোক এবং স্বর্গলোককে আর মহ, জন, তপ সত্য —এই সর্ব্বলোক ব্যাপি ইনিই, ইহার ভাবনা সমকালে করিতে হয়। ভগবানের অভিব্যক্তি ভাবনার জন্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভাবনা। দুই প্রকারের উপাসনাতে একই কার্য্য। কেবল প্রাণায়মের উপসনাতে বিস্তারিত ভাবে বিশ্বরূপকে ভাবনার কথা বলা হইয়াছে। জগৎটা ভগবানেরই অভিব্যক্তি, জগৎরূপধারিণী তিনিই—রাম কৃষ্ণ শিবাদি ও জগদাকারে লীলা করিতেছেন ইহা ভাবনা না করিলে উপাসনা পূর্ণভাবে করা হয় না বলিয়াই সমকালে আত্মাকে মূর্ত্তি ধরিয়া ধ্যান করিতে করিতে যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেছেন তাঁহার চিন্তা সমকালে করিতে হয়। এই জন্য গায়ত্রী উপাসনায় রুদ্রোপস্থানে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভাবনা করিতে হয় "ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। উর্দ্ধ্বলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।"

যাহা অবতার মানিতে চাননা তাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর আত্মারই উপাসনা করেন। এই উপাসনা অতি কঠিন। ভগবানই বলিতেছেন

"সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ॥৪
ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরব্যাপ্যতে॥ ৫। গীতা ১২ অঃ

প্রথম হইতেই সগুণ ব্রহ্মভজন ত্যাগ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত জনগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ নির্গুণব্রহ্ম বিষয়ক নিষ্ঠা নিতান্ত ক্লেশকর।

যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, যতদিন সুখদুঃখের অনুভব থাকে, ততদিন চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা আনয়ন করা অসাধ্য। আমি আমার রূপ মায়া যতদিন আছে ততদিন মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া নিরাকারের উপাসনাতে দেহিগণ দুঃখই প্রাপ্ত হন। নিরাকারে ভজনা করিতে হইলে সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি হওয়া চাই,

ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্যকরূপে বিষয় গ্রহণ বিমুখ করা চাই—ইহা মানুষের সাধ্যে কুলায় না বলিয়াই ভগবান বলিতেছে "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ফলে চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত, এইটি ভাল এইটি মন্দ থাকা পর্য্যন্ত—অর্থাৎ চিত্ত হইতে রাগ দ্বেষ বিগলিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরাকারের ভজনাতে সে রস আসেনা যে রস পাওয়া যায় "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে" এই অনুরাগে।

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গে ভগবানের লীলা আমরা অনুভব করিতেই পারিনা—যদি ভগবান্ অবতার হইয়া যে লীলা করেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ না করি অথবা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া লীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিতে না পারি। এই জন্য ভাগবত বলিতেছেন ভগবানের যশোগানে—ভগবানের লীলা গুণকীর্ত্তনে যতদিন না রতি উৎপন্ন হয় ততদিন সাধন ভজন ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রম এবং কেবলম্।

শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিয়াছেন। তিনি জানিয়াছিলেন তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। ব্রহ্ম এই শব্দে, পরমাত্মা এই শব্দে, ভগবান্ এই শব্দে এই অদ্বয় জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়। ইহা ভাগবতই বলিতেছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

মানব জীবনের মুখ্য প্রয়োজন তত্ত্বটি জানা। এই তত্ত্বই অদ্বয়জ্ঞান। শ্রুতি অদ্বৈত জ্ঞানের কথায় দেখাইতেছেন—যখন দ্বৈত বোধ থাকেনা তখনই অদ্বৈতে স্থিতি লাভ হয়। অদ্বৈত সম্বন্ধে শ্রুতির মন্ত্র হইতেছে—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন পশ্যেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।

১৮]

তেতো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥৮॥

ততঃ = সর্ব্বস্বাপহরণানন্তরং
স ভূপতিঃ = স সুরথোভূপতিঃ
হৃতস্বাম্য = হৃতং অপহৃতং স্বাম্যং স্বামিত্বং আধিপত্যং যস্য সঃ হৃতাধিপত্যং সন্
হয়ং = অশ্বং
আরুহ্য =

একাকী = এক এব একাকী, অসহায়ঃ
মৃগয়াব্যাজেন = মৃগ্যন্তে অন্বেষ্যতে প্রাণিনো মৃগাদয়ো অস্যাং মৃগয়া তস্যা ব্যাজঃ মুখ্য কার্য্য স্বরূপাচ্ছাদনং তেন মৃগয়াচ্ছলেন। আখেটক বৃত্তিমিষেণ মুনি বনোপ-গমন মেবাত্র মুখ্যং কার্য্যং নতু মৃগয়া চরণম্।
গহনং = নিবিড়ং দুর্গমং
বনং = কাননং
জগাম = গতবান্ ॥

তদনন্তর মৃগয়াচ্ছলে হৃতাধিপত্য সেই রাজা একাকী অশ্বারোহণে নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

১-৯]

স তত্রাশ্রম মদ্রাক্ষীৎ দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥৯॥

সঃ = সুরথঃ
তত্র = তস্মিন্ বনে
দ্বিজবর্য্যস্য = ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠস্য
দ্বিজঃ দ্বাভ্যাং মাতৃমৌঞ্জীভ্যাঃ জায়তে দ্বিজঃ

প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং = তস্য মুনেঃ তপঃ সামর্থ্যাৎ প্রশান্তাঃ সংত্যক্তহিংস্রতা যে শ্বাপদা ব্যাঘ্রাদয়স্তৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তম্
মুনিশিষ্যোপশোভিতং = মুনে-র্মেধসঃ শিষ্যা মুনিশিষ্যাঃ

মেধসঃ=মেধোঽভিধানস্য
মেধাইতি ঋষি নাম। বস্তুতো
বশিষ্ঠস্য নামান্তর মিদমিতি
নাগোজীভট্টঃ

তৈঃ বেদানধীয়ন্তিঃ উপ-
শোভিতং সংজাতশোভম,
শোভান্বিতং
আশ্রমং=তপোবনং
অদ্রাক্ষীৎ=দৃষ্টবান্

রাজা সেই বনে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মেধস মুনির আশ্রম দর্শন করিলেন; সেই তপোবন হিংসারহিত, শান্ত সিংহব্যাঘ্রাদি পরিব্যাপ্ত এবং মেধস মুনির শিষ্যগণ দ্বারা শোভান্বিত।

প্রশ্ন—মেধস মুনি কে?

উত্তর—মেধা এক ঋষির নাম। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বশিষ্ঠের নামান্তর মেধা।

অমুষ্যাঃ সাবতারায়া মহালক্ষ্যা অমানুষম্।
জন্মানি চরিতৈঃ সার্দ্ধং স্তোত্রৈর্বা বেদবাদিনাম্॥
কথিতানি পুরা শক্র বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
স্বারোচিষেঽন্তরে রাজ্ঞে সুরথায় মহাত্মনে॥
সমাধয়ে চ বৈশ্যায় প্রণতায় চ সীদতে॥
ইতি লক্ষ্মীতন্ত্রোক্তেঃ।

অনয়ো রেকমন্যস্য বিশেষণং বা দ্বয়োরপি নামত্বে
কল্পভেদেন বা সমাধানম্॥ ইতি গুপ্তবতী

শ্রীশস্তুরূপমাস্থায় পুরাবিপ্রস্য মেধসঃ।
স্বমায়াং জ্ঞাপয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে॥ ইত্যন্যত্র॥
ইতি নাগোজীভট্টঃ

১-১০]

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরং স্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে॥১০॥

তেন=সুমেধসা
মুনিনা=
সৎকৃতঃ=আদৃতঃ পূজিতঃ
স চ=সুরথঃ
তস্মিন্=
মুনিবরাশ্রমে=মুনিষুবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সুমেধামুনি স্তস্যাশ্রমে

ইতশ্চেতশ্চ=ইতশ্চ ইতশ্চ নানাস্থানেষু
বিচরণ=পরিভ্রমন্; সততং চিন্তাব্যাকুল চিত্তত্বাদেকত্র নিবাসাসম্ভবাৎ
কঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য=
তস্থৌ=স্থিতবান্।

সেই মুনি কর্ত্তৃক আদৃত বা পূজিত হইয়া রাজা সুরথ সেই মুনিবর সুমেধসের আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিলেন।

১-১১]

সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্ট চেতনঃ ॥১১

তদা = তস্মিন্‌কালে, মুনিসন্দর্শন কালে
তত্র = আশ্রমে
মমত্বাকৃষ্ট চেতনঃ = অস্বকীয়ে স্বকীয়াভিমানো মমত্বম্। মমত্বেন মমেত্যভিমানেন আকৃষ্টা বশীকৃতা চেতনা বিবেকবতী বুদ্ধির্যস্য তাদৃশঃ

সঃ = সুরথঃ
অচিন্তয়ৎ = চিন্তাং কৃতবান্ চিন্তামেবাহ মৎপূর্ব্বৈরিতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ

তৎকালে সেই আশ্রমে মমতায় আকৃষ্টচিত্ত সেই রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন—১২ হইতে ১৩ শ্লোকে চিন্তার কথা বলা হইতেছে।

১-১২]

মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্‌ভৃত্যৈস্তৈ রসদ্বৃত্তৈ ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥১২

পূর্ব্বং = প্রথমং
মৎপূর্ব্বৈঃ = মদীয় প্রাচীন পুরুষৈঃ চৈত্রাদিভিঃ
পালিতং = ধর্ম্মতঃ রক্ষিতং [সম্প্রতি বিধি বশেন]
ময়াহীনং = ময়া ত্যক্তং
তৎ পুরং =
হি = পাদপূরণে
ইতি নাগোজী ভট্টঃ

অসদ্‌বৃত্তৈঃ = অসচ্চরিত্রৈঃ-অধর্ম্ম নিষ্ঠানাং কুতোন্যায়পরতাস্তীতি ভাবঃ
তৈঃ মদ্‌ভৃত্যৈঃ = মম সেবকৈঃ মদমাত্য প্রভৃতিভিঃ ভরণীয়াঃ ভৃত্যাঃ
ধর্ম্মতঃ = ন্যায়েন উচিত নীত্যা।
পাল্যতে নবা =

পূর্ব্বে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পালিত এক্ষণে বিধিবশে মৎ পরিত্যক্ত সেই রাজধানী আমার সেই দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্যগণ ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছে কিনা ?

১-১৩]

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥১৩॥

ন জানে = অহং ন জানে
সদামদঃ = সদাসর্ব্বদা মদো যস্যেতি সদামদঃ সর্ব্বদা মদস্রাবী, সর্ব্বদা মদোন্মত্তঃ
সঃ = প্রসিদ্ধঃ
প্রধানঃ = মুখ্যঃ যদ্বা সপ্রধানো মহামাত্র সহিতঃ
মে = মম
শূরহস্তী = যুদ্ধদুর্ম্মদগজঃ শূরনামা হস্তীতি বা

মম বৈরিবশং = মম বৈরিবশবর্ত্তী, মম বিপক্ষপারতন্ত্র্যং
যাতঃ = প্রাপ্তঃ সন্
কান্ = কিয়তঃ কীদৃশান্‌বা
ভোগান্ = ভোগ্যান্ তণ্ডুলাদীন্
উপলপ্স্যন্তে = প্রাপ্স্যতি উপলত্যত ?

জানিনা সতত মদস্রাবী আমার সেই প্রসিদ্ধ-মহাবল হস্তী অথবা মহামাত্র সহিত—মাহুত সহিত আমার সেই শূর নামক হস্তী আমার শত্রুগণের বশীভূত হইয়া কিরূপ আহার প্রাপ্ত হইবে ?

১-১৪]

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।

অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥১৪

যে=

প্রসাদধনভোজনৈঃ=প্রসাদস্তুষ্টি-দানম্ ধনং মাসি মাসি দেয়ং ভোজনং প্রতিদিনং দেয়ং ভক্ষ্যদ্রব্যম্ এতৈঃ

নিত্যং=

মম=

অনুগতাঃ=সেবকাঃ, অনুজীবিনঃ [যদ্বা প্রসাদোঽনুগ্রহঃ ধনং প্রীতিদানং ভোজনং চেতনং চ তৈ র্হেতুভূতৈ-রিতি কাকাক্ষিবদুভয়ত্র-সম্বধ্যতে।

তে=

অদ্য=ইদানীং মদ্বিহীনাঃ অনাথাঃ সন্তঃ

অন্যমহীভৃতাং=মদিতর মহি-ভৃতাম্ রাজ্ঞাম্

অনুবৃত্তিং=সেবাং

ধ্রুবং=নিশ্চিতং

কুর্ব্বন্তি=অনুবৃত্তিং বিদধতি ইতি।

যাহারা পারিতোষিক, বেতন এবং ভোজনাদি গ্রহণ করিয়া নিত্য আমার সেবা করিত তাহারা ইদানীং নিশ্চয়ই অন্য রাজার সেবা করিতেছে।

কুর্ব্বিন্ত্যন্যমহীভৃতামিত্যনন্তরং ক্বচিদেকঃ শ্লোকোধিকঃ পঠ্যতে—

*মমভার্য্যাবরারোহা পুত্রশ্চাতীব শোভনঃ।
সদ্মানি স্বর্গ সদৃশান্যপ্সরঃ প্রতিমাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ইতি গুপ্তবতী

আমার মনোরমা স্ত্রী, অতি সুন্দর পুত্র, স্বর্গসদৃশ আমার প্রাসাদ এবং অপ্সর প্রতিম স্ত্রী সকল—ইহারা সকলে অন্য রাজার বশীভূত হইয়াছে।

১-১৫]

অসম্যগ্ ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোশো গমিষ্যতি ॥১৫॥

অতি দুঃখেন=অত্যর্থং দুঃখং যস্মিন্ তৎ অতি দুঃখং তেন কর্ম্মণা
সঞ্চিতঃ=উপার্জ্জিতঃ
স কোষঃ=সুবর্ণাদি দ্রব্যাণাং কোশঃ রাশিঃ ধন সঞ্চয়ঃ
অসম্যগ্ ব্যয়শীলৈঃ=আয়াৎ তৃতীয়াংশব্যয়ঃ সম্যগব্যয়ঃ তৎরহিতো অসম্যগ্ব্যয়ঃ তৎ শীলং স্বভাবোযেষাং তে তথোক্তাস্তৈঃ

সততং=সততমিতি সমস্তং
ব্যয়ং=বিত্তোৎসর্গং
কুর্ব্বদ্ভিঃ=
তৈঃ=অমাত্য প্রভৃতিভিঃ করণৈ
ক্ষয়ং=নাশং
গমিষ্যতি=প্রাপ্স্যতি ইতিসোঽচিন্তয়দিতি।

অতিক্লেশে উপার্জ্জিত আমার ধনরাশি অপরিমিত ব্যয়শীল আমার অমাত্যগণ সর্ব্বদা ব্যয় করিতেছে, বলিয়া উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ১৬ ॥

পার্থিব ঃ-পৃথিব্যা ঈশ্বরঃ পৃথিব্যাং বিদিতঃ জ্ঞাতশ্চ পার্থিবঃ স সুরথঃ

এতচ্চ—পূর্ব্বোক্তং

অন্যচ্চ—অনুক্তঞ্চ রাজ্যভ্রষ্টস্য মম কথং রাজ্যপ্রাপ্তিরিতি

সততং—বিস্তারিত অন্তঃপুরগতং পুরান্তরগতং দেশান্তর-গতং চ স্বকীয়ং বস্তুসর্ব্বং

চিন্তয়ামাস—উক্তং চানুক্তং চ মমতাকৃষ্টমানসতয়া পুনঃ পুনশ্চিন্তিতমেবাচিন্তিতমিবা-চিন্তয়দ্রাজেতি যুক্তিমত্যেব তদ্বাচো যুক্তিরিতি ।

রাজা সুরথ পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যবিধ সতত চিন্তা করিতেন ।

প্রশ্নঃ—রাজার রাজ্য গেল কিন্তু রাজ্যচিন্তা গেল না কেন ?

উত্তরঃ—ইহাই ত রাজার মোহ । চিত্ত মমতাতে আকৃষ্ট হইলেই চিত্ত এই সমস্ত চিন্তা নিরন্তর করিবেই । মহামায়া প্রভাবেই মানুষের মোহ আইসে আবার তাঁহার করুণা দ্বারাই মোহ দূর হয় । পরে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইবে ।

প্রশ্নঃ—মোহ সমূলে উচ্ছেদ কিরূপে হইবে তাহার কথা ক্রমে শুনিব এখন সংক্ষেপে বলুন কোন্ কোন্ প্রকারের মোহ ভগবান্ দূর করিয়া দিলে তাঁহার কাছে নিরন্তর থাকা যায় ।

উত্তরঃ—কেহ বা অর্থ অর্থ করিয়া পাগল আর কেহ বা জীবের উপকার জীবের উপকার বলিয়া পাগল । কেহ বলেন অর্থ না হইলে জীবের স্থূল স্থূল দুঃখও দূর করা যায় না আর কেহ বলেন মানুষের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য যে হস্ত প্রসারণ করে না—মানুষের শুভ হউক এর জন্য যে কামনা করে না—চেষ্টা করে না—সেও কখন ঈশ্বরের নিকটে থাকিতে পারেনা। এই উভয়ই আবশ্যক হইলেও—ইহারা মোহ । এই উভয়ের যথার্থ প্রতীকার কোথায় ইহা দেখাইতেই শ্রীশ্রীচণ্ডী ।

তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাশে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ।
স পৃষ্ঠস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ ॥ ১৭ ॥

সঃ = সুরথঃ
তত্র = তপোবনে
বিপ্রাশ্রমাভ্যাশে = বিপ্রস্য সুমেধসো মুনেঃ আশ্রমস্য অভ্যাশে নিকটে। অভ্যশ্যতে ব্যাপ্যতে অভ্যাশঃ।
অশু = ব্যাপ্তৌ।
একং = কঞ্চিৎ, কেবলমেকাকিনম্
বৈশ্যং = বিশোঽপত্যং জাতি বৈশ্যঃ
দদর্শ = দদর্শ হেতি ক্বচিৎ পাঠঃ

তেন = সুরথেন রাজ্ঞা
সঃ = বৈশ্যঃ
পৃষ্টঃ = কিং পৃষ্ট ইত্যাহ—
ভো = অহো! অব্যয়মেষ ভো শব্দঃ
ত্বং কঃ = কোঽসি জাতিতঃ
অত্র = মুন্যাশ্রমে
আগমনে = তবাগমনে
কঃ হেতুঃ = কিং কারণম্।

সুরথ রাজা তপোবনে মুনির আশ্রমের নিকটে এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। রাজা বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন অহে! তুমি কে? এখানে তোমার আগমনের কারণ কি?

প্রঃ—এই বৈশ্য চরিত্রে কি দেখান হইবে?
উঃ—দ্বিতীয় প্রকারের মোহ দেখান হইবে।

সশোক ইব কস্মাৎ ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্ ॥ ১৮ ॥
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতোঃ নৃপম্ ॥

নো চেত্তত্বহ্বপি প্রোক্তং ত্বয়ি ভস্মনি হূয়তে ॥১২

অন্যথা আমি বহু বলিলেও তাহা ভস্মে আহুতি প্রক্ষেপের ন্যায় বৃথাই হইবে।

চিচ্চেত্যকলনাবন্ধস্তন্মুক্তিম্মুক্তিরুচ্যতে।
চিদচেত্যাখিলাত্মেতি সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহঃ ॥১৩

চিৎ বা জ্ঞানের চেত্যাকার কল্পনাই বন্ধন, অর্থাৎ চিৎ যিনি সর্ব্বদাই আপনি আপনি তিনি যখন আপনা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু হইবার কল্পনা করেন তখন বদ্ধ ; কল্পনা না করাই মুক্তি। চিৎ চেত্যতা বা বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত না হইলেই অখিলাত্মা বা পূর্ণাত্মা ইহাই সমস্ত সিদ্ধান্তের সার কথা। ইহা বিচার করিয়া নিশ্চয় কর এবং এই নিশ্চয়ই গ্রহণ কর তবে অবহেলে আপনিই আপনাতে অনন্তপদ প্রাপ্ত হইবে। বুঝিতেছ সঙ্কল্প দ্বারাই চিৎ চেত্যতা প্রাপ্ত হইয়া বহিরাকারে আকারিত হন—তুমি সঙ্কল্প ত্যাগ কর চিৎ ভাবেই স্থিতিলাভ করিবে। আমি এখন দেব-লোকে গমন করিব—সপ্তর্ষি মণ্ডলের সহিত আমাকে মিলিত হইতে হইবে—দেবতাদের বিশেষ কার্য্যে আমাকে কিছুকাল তথায় বাস করিতে হইবে।

রাজন্ যাবদয়ং দেহস্তাবন্মুক্তধিয়ামপি।
যথাপ্রাপ্তক্রিয়াত্যাগো রোচতে ন স্বভাবতঃ ॥১৬

যতদিন এই দেহ আছে ততদিন কৃতকৃত্য মুক্তপুরুষেরাও যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মত্যাগ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা করেন না। গ্রহ সমূহ দ্বারা আকুল অতএব পুষ্পরেণুব্যাপ্ত ভ্রমরের ন্যায় বিবিধবর্ণ নভোন্তরালে শুক্রদেব, তরল তরঙ্গ যেমন মহাবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপে মেঘপথে উত্তীর্ণ হইলেন।

—–—

উপশম ২৭ সর্গ।

বলি বিশ্রান্তি।

সুর ও অসুর সভাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুক্রদেব চলিয়া গেলেন—বুদ্ধিমান্ বলি তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন। যুক্তিসঙ্গত কথা ভগবান্ বলিলেন—এই ত্রিজগৎ চিৎই নিশ্চয়। অহংটাও চিৎ, এই লোক সকলও চিৎ, আশা আকাঙ্ক্ষাটাও চিৎ, ক্রিয়া যাহা কিছু সমস্তই চিৎ। বাহিরে ভিতরে সমস্তই পরমার্থতঃ চিৎই। চিৎ ভিন্ন এখানে কিছুই নাই। চিৎ যদি আদিত্যের মধ্য দিয়া সূর্য্যরূপে প্রকাশ না পান তবে সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের যে ভেদ ইহা কে অনুভব করিতে পারে? চিৎ যদি এই পৃথিবীকে প্রকাশ না করিতেন তবে ভূমির কি ভূমিত্ব নিরূপিত হইত? চিৎ যদি এই দিক্ সকলকে প্রকাশ না করিতেন তবে কি দিকের দিকত্ব থাকে, না পর্ব্বতের অস্তিত্ব থাকে? চিৎ যদি জগৎরূপে উদিত না হন তবে জগৎইবা থাকে কোথায় আর আকাশের আকাশত্বই বা কোথায়? চিৎ যদি চেত্যতা প্রাপ্ত না হন তবে এই পর্ব্বতাকার দেহ কোথায় থাকে? ইন্দ্রিয়, শরীর, মন, এষণা সমস্তই চিৎ। অন্তর চিৎ, বাহির চিৎ, শূন্য আকাশ চিৎ হইতে ভিন্ন হইয়াও, চিৎ ও আকাশ একসঙ্গে মিলিয়া একটাসত্তা লাভ করে। একমাত্র চিৎ দ্বারাই আমি সমস্ত স্পর্শনৈষণ পূর্ব্বিকং মাত্রা সংস্পর্শং স্পর্শেচ্ছা বা ভোগেচ্ছা এবং তৎপূর্ব্বে শব্দাদি বিষয়ের সংস্পর্শ ভোগ করি! অচেতন শরীরের ভোক্তৃত্ব না থাকায় শরীরের দ্বারা কিছুই ভোগ করি না। কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমান আমার এই শরীরের প্রয়োজন কি? অশেষ জগতের একমাত্র আত্মাই এই চিৎ—ইহাই আমি। ইহাই চৈতন্য। যদি শরীরের দ্বারা কোন কিছুরই অনুভব না হয় তবে বৃথা শরীরাভিমান

ত্যাগেরই যোগ্য। শরীরাভিমান ত্যাগ করিলেই অখণ্ড চিৎরূপে স্থিতি হয়। অম্বরে—আকাশে, সূর্য্যাদি তেজঃ পদার্থে, সমস্ত প্রাণীতে, সুরাসুর স্থাবর জঙ্গম দেহে যে চিৎ তাহা আমিই। অর্থাৎ সেই চিৎই আমি। এই জগতে একমাত্র চিৎই আছে—দ্বিতীয় যাহা কিছু তাহা কল্পনা মাত্র তাহা নাই। দ্বিতীয় যখন কিছুই নাই তখন শত্রুই বা কে আর মিত্রই বা কে? "বলি" এই যে আমার নাম ইহা শরীরের নাম। ইহার উজ্জ্বল মস্তক ছিন্ন হইলে চিৎকি তখন খণ্ডিত হইবে? চিৎ যে চতুর্দ্দশ ভুবন পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এক চিৎ সর্ব্বত্র—এই বোধ যাঁহার হইয়াছে তাঁহার রাগ দ্বেষ নাই—চিৎ এর খণ্ড ভাব হইতেই রাগ দ্বেষ। রাগ দ্বেষ অন্যরূপে হয় না। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সমস্তই ভাবও অভাবাত্মক চিৎই। (চিৎ যদি ছিন্ন হয় তথাপি ছেদ্য ছেদনাদি ভাব ও অভাবের প্রত্যক্ষ হইলেই রাগ দ্বেষ হইবেই, ইহাই চিতের অধীন কল্পনা দ্বারা চিৎ হইতেই ভিন্ন নয় বলিয়া চিতের প্রতিকূল হইতেই পারে না--অর্থাৎ সমস্তই চিৎ)। বেশ বিচার করিয়া দেখিলাম—চিৎ ভিন্ন আর কিছুই ত্রিভুবন-উদর হইতে স্ফারতা প্রাপ্ত হইতেছে না। দ্বেষও নাই, রাগও নাই, মনও নাই, মনের বৃত্তি বা উপজীবিকা—বা ক্ষণে ক্ষণে যা দেখে যাহা শুনে তদাকারকারিত হওয়াও নাই অতিশুদ্ধ চিৎই আছেন—চিতের আবার বহু হওয়া কি? আমি চিৎ আমি সর্ব্বগ, আমি সর্ব্বব্যাপি, আমি নিত্য আনন্দময়—আমি খণ্ডও হই না—কোন কল্পনা দ্বারা আমি অন্যরূপই হই না—আমার কোন অংশই হয় না। চিতের চিৎ এই নাম—ইহার নামই হয় না—ইহা নির্নাম। কিন্তু চিতের শক্তি হইতেই সমস্ত নামরূপের কল্পনা—সমস্ত জগৎ—সমস্ত শব্দ পরিস্ফুরিত হইতেছে। (চিৎ বস্তুটি হইতেছে অনেজৎ—অর্থাৎ ইহা সর্ব্বপ্রকার কম্পন শূন্য—এই চিতের যে শক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি ইহাই স্পন্দনাত্মিকা। বিজ্ঞান এই স্পন্দনের অতি সূক্ষ্ম অংশ যে পরমাণু অণু ত্রসরেণু—ইহা যন্ত্রসাহায্যে বাহির করিতেছে—ইলেকট্রন—প্রোটন প্রভৃতি সূক্ষ্ম অণু যে অতিবেগে স্পন্দিত হইতেছে তাহাও আজকাল যন্ত্র সাহায্যে দেখা

যাইতেছে কিন্তু অনেজৎ বস্তু না থাকিলে শক্তির স্ফুরণ কোথা হইতে হইবে ? সমস্ত শক্তি এই চিতেরই শক্তি)—আর চিৎশক্তি শব্দাত্মিকা "শব্দাত্মিকৈষা চিচ্ছক্তিঃ"—ইহারই স্ফুরণ সর্ব্বত্র।

চিৎ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই—আমিই চিৎ—এক আমিই আছি দৃশ্য দর্শন কোথায় ? আর কিছু থাকিলে ত দৃশ্যদর্শন থাকিবে ? আমি কেবল, আমি অমল রূপবান্—একরূপে সদা স্থিত—নিত্যোদিত—সর্ব্বদাই প্রকাশ। আমার প্রতিচ্ছায়াও নাই, আমি নিরাভাস—আমি আপনি আপনার দ্রষ্টা—পরমেশ্বর—পরমাত্মা—পরমব্যোম আমিই। জীব ভাবটা কি ? কল্পনা বিকলাকারঃ চিতের কল্পনারূপ বিকল আকার অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন জীবভাব—এই যাহা উদিত হয় তাহা আভাসমাত্র—তাহা ভ্রান্তি মাত্র—বাস্তব নহে। আর কিছুই যখন নাই তখন চিৎই নিত্য অভাব বিবর্জ্জিত। ভা অর্থাৎ দীপ্তি—ইহাই আমার একমাত্র স্বরূপ। এই আমাতে আমার যে কল্পনা তাহা, জলে বা অলকান্তে অর্থাৎ কেশাগ্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকলার মত প্রতিফলিত যে পরিচ্ছিন্ন জীব-ভাব—সেই জীবভাবকে আমি স্বরূপ চিন্তা দ্বারা জয় করিব—অভিভব করিব অর্থাৎ মিথ্যা জীবভাবকে দূর করিব। যখন জীবভাব জয় হইল তখন আমি আপনিই যে পরমেশ্বর ইহাতে স্থিতি হইল। আহা! তুমি চেত্যরঞ্জন রিক্ত অর্থাৎ বহির্মুখে আসিলে যে, সকল বস্তু দ্বারা রঞ্জিত হওয়া—পরমেশ্বরে তাহা নাই। তিনি সদা মুক্ত, আমি সদা ভারূপ চিৎ। হে প্রত্যেক্ চেতনরূপ! হে আমারস্বরূপ! তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি চিৎ তুমি চেত্যমুক্ত—বহির্ম্মুখে আসা তোমার নাই—পূর্ণ তুমি—বাহির ভিতর আবার পূর্ণের কোথায় ? হে সকল বস্তুর প্রকাশক তোমাকে নমস্কার। তুমিই আমি—অতএব আমাকেও নমস্কার। প্রত্যক্ পরাগ ইত্যাদি ভেদ নাই বলিয়া অখণ্ডে সদা যুক্ত আমি ব্রহ্মরূপ আমাকে নমস্কার। সমস্ত অবভাস বা আভাস বা ভ্রান্তি প্রদীপ আমি আমাকে নমস্কার। আমি চেত্যনির্ম্মুক্ত চিদ্‌রূপ—সমস্ত বিশ্ব পরিপূরণ করিয়া রহিয়াছি আমি। বর্ত্তমান বিষয় সমুহ আমি অনুভব করি না, অতীত

অনাগত বিষয়েও আমার ভাবনা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, স্মৃতিবৃত্তিও সেইরূপ হইয়াছে, আমি সৎ, আমি চিৎ, আমি মহৎ, আমি আকাশের ন্যায় অনন্ত, আবার আমি অণু হইতেও অণু অথচ সর্ব্বত্র সমন্তাৎ প্রসারিত। সুখ দুঃখ দশা বিশিষ্ট দৃশ্যদর্শন আমাকে আর আক্রমণ করিতে পারে না। কোন প্রকার সম্বেদন—অনুভব আর আমার নাই, আমি চেত্যতা শূন্য চেতন অর্থাৎ বহির্ম্মুখতা শূন্য চিৎ,আমিই সর্ব্বব্যাপী। জগৎগত ভাব বা অভাব পদার্থ সমূহ আমাকে আর পরিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ নহে। যদিই করে, করুক; পরন্তু আমি দেখিতেছি ইহারা আমা হইতে পৃথক বস্তু নহে। বাম হস্তগত ধন যদি দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে, হরণ করে, বা দান করে তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কার? আমি সর্ব্বদা সমস্তই, আমিই সমস্ত করিতেছি, আমিই সকলের ভিতরে বাহিরে। যতদিন আমি আমার স্বরূপ যে চিৎ তাঁহাকে না বুঝিয়াছিলাম অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে যখন আমি চেত্যভাবাক্রান্ত ছিলাম তখন ত আমি ভ্রমেই পতিত ছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি চিৎ বস্তুই আছে ইহাই অদ্বৈত—ইহা একিকা। তবে আর সঙ্কল্প বিকল্প কাহার কি করিবে? অজ্ঞানে আমি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছিলাম কিন্তু তত্ত্ববোধ হওয়ায় পবিত্র আত্মাকে পাইয়া এক্ষণে শান্তিলাভ করি। পরমজ্ঞানী বলি এইরূপ বিচার করিয়া ওঁকারের অকার উকার মকার মাত্রাত্রয় ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধমাত্রাত্মক তুরীয় ব্রহ্ম ভাবনা করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ আমিই পরব্রহ্ম এইভাব লইয়া সমাধি করিলেন। অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে অ উ ম-এর পরে যে নাদ বিন্দু বা ৺। অকারাদি বর্ণ সঙ্গ ভিন্ন অর্দ্ধমাত্রা উচ্চারিত হয় না। উপাধিতে যুক্ত না হইলে যেমন আত্মা বা পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না বা তাঁহাকে ধরা যায় না সেইরূপ। অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে নির্গুণ ব্রহ্ম বা তুরীয়ের সঙ্কেত। উচ্চারণের বা ধ্বনির বিরাম বা লয়স্থান হইতেছে অর্দ্ধমাত্রা বা তুরীয় ব্রহ্ম। বলির সঙ্কল্প সমূহ শান্ত হইয়া গিয়াছে—কলনা সমূহ প্রশান্ত। চেত্য বিষয়ের চিন্তা দূরে অস্ত গেল, তিনি শঙ্কাশূন্য হইয়া ধ্যাতৃ ধ্যেয়

ধ্যানহীন নির্ম্মল শান্তবাসনা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শান্তবাত দীপের ন্যায় হইয়া বলি পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। বলির মন শান্ত হইয়া গিয়াছে, বহুকাল তিনি সেই রত্ন বাতায়নে প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

প্রশমিতৈষণয়া পরিপূর্ণয়া
মনন দোষদশোঽজ্ঝিতয়ৈতয়া।
বলিররাজত নির্ম্মল সত্ত্বয়া
বিঘনমচ্ছতয়েব শরন্নভঃ ॥৩৫

এষণা বা ইচ্ছা বাসনাদি প্রশমিত হইয়াছে, বলি এখন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছেন। বিষয় মননের দোষ সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে এখন তিনি নির্ম্মল স্বরূপ সত্তায় স্থিতিলাভ করিয়াছেন; মেঘাপগমে শরৎ কালের আকাশের মত তিনি শোভা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাম—ভগবন্ বলির চিরবিশ্রান্তি শুনিয়া আমার মনও ঐ বিষয়ে নিতান্ত লুব্ধ হইতেছে। আমার মনে হইতেছে এইযে সর্ব্বব্যাপী মহাশূন্য স্বরূপ আকাশ ইহা উপরে সপ্তলোক এবং নীচে সপ্তলোক এই চতুর্দ্দশ ভুবনকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রহিয়াছে—চতুর্দ্দশ ভুবনের উপরেও অনন্ত আকাশ আবার পাতালেরনীচেও অনন্ত আকাশ। ইহার শেষনাই। সকল বস্তুকে ওতপ্রোতভাবে ধরিয়া রাখিলেও আকাশ অলেপক কাহার সহিত লিপ্ত হয় না। এত বড় আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনিই পরমাত্মা। যেমন অতি বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে চলিতে চলিতে মানুষ দেখে যে সে আকাশের মধ্যেই চলিতেহে ফিরিতেছে সেইরূপ আকাশকে যিনি পরিবেস্টন করিয়া আছেন আকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমাত্মাও মানুষকে সর্ব্বদা ঘেরিয়া আছেন। আকাশ যেমন খণ্ডিত হয় না সেইরূপ পরমাত্মা বা আত্মারও খণ্ড হয় না। ভ্রমে জীবাত্মা আপনাকে খণ্ডিত

মনে করে তাই শক্তি সামর্থ্যশূন্য মত হইয়া পড়ে। কিন্তু জীবাত্মা কখন ক্ষুদ্র নহেন। উপাসক এই জীব যখন উপাস্য পরমাত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা মনে করে যে আমি ঐ সীমাশূন্য আকাশেরমত পরমাত্মা তখন ইহা ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া মহৎ হইয়া যায়।

উপশম ২৮ স্বর্গঃ

বলির সমাধি।

বশিষ্ঠ—বলি বিচার করিয়া স্থির হইয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহার অনুচরগণ আগমন করিল। ডিম্ব প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, কুমুদ প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ, বৃত্তাদি সেনাপতি, হয়গ্রীবাদি সৈন্য, চক্রজাদি বান্ধব লড্ডুকাদি সুহৃদ্, বল্লুকাদি চিত্তবিনোদক, উপঢৌকন হস্তে কুবের, যম, ইন্দ্রাদি দেবগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর নাগ প্রভৃতি সেবাবসরকাঙ্খিগণ, চামরধারিণী রম্ভা, তিলোত্তমাদি বরাঙ্গনাগণ, সাগর, সরিৎ, শৈল দিকবিদিক্‌বাসিগণ মহাত্মা বলিকে সেবা করিবার জন্য আগমন করিলেন। ত্রৈলোক্যবাসী বহু সিদ্ধ ধ্যান মৌন সমাধিস্থ, চিত্রে আঁকা অচলের ন্যায় অবস্থিত দানবেন্দ্রকে কিরীট অবনত করিয়া সাদরে প্রণাম করিলেন। সুহৃদ্‌গণ বিষাদ মন্থরতা, তত্ত্ববিৎগণ আনন্দমন্থরতা, উদাসানগণ বিস্ময় মন্থরতা এবং অনভিজ্ঞজ্ঞান ভয়মন্থরতা প্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রিগণ ও দানবগণ ভাবিলেন এখন কি করা কর্ত্তব্য—বলি এ কি দশা প্রাপ্ত হইলেন? সকলে তখন কুলগুরু ভার্গবের স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তেজঃপুঞ্জ কলেবর ভার্গব দেব আগমন করিলেন। সকলে তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং গুরুদেব তখন আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন

দানবেশ্বর ধ্যান মৌন। তিনি বুঝিলেন যে বলির সংসার ভ্রম দুর হইয়াছে। ভার্গব তখন হাস্য সহকারে সকলকে বলিলেন হে দৈত্যগণ বলি বিচার দ্বারা নিতান্ত নির্ম্মল আবাস স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন—তিনি অতিশয় সুখে বিশ্রামলাভ করিতেছেন। ইনি এখন এই ভাবেই থাকুন। ইনি বিশ্রান্ত, ক্ষীণচিত্ত, বিগতভ্রম ও মুক্ত হইয়াছেন! অঙ্কুর যেমন কালে বীজ হইতে নির্গত হয় সেইরূপ ইনি আপনিই প্রবুদ্ধ হইবেন। তোমরা ইঁহার রাজকার্য্য করিতে থাক। সহস্র বৎসর পরে ইনি জাগ্রত হইবেন। সভ্যগণ তখন আপন আপন কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং সমাগত সকলে আপন আপন স্থানে গমন করিলেন। কুলাচলাধিদেবতা আপন আপন দিকে গমন করিলেন; বনেচরা ঋক্ষ বানরাদি কিষ্কিন্ধ্যাদি কন্দরে গমন করিলেন, এবং গরুড়, সম্পাতি, জটায়ু, প্রভৃতি গগনে উড্ডীন হইয়া নিজস্থানে চলিলেন।

উপশম ২৯ সর্গঃ

বলির জ্ঞান লাভ।

বশিষ্ঠ—দেবতাদিগের সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে ভগবান্ বলি প্রবুদ্ধ হইলেন। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম সরোবরের যেমন শোভা হয় বলির নগর সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। এখন কেহ বলির নিকট আইসে নাই দানবেন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন—

পরমপদ কত শীতল! আমি ক্ষণকাল এই পদে বিশ্রান্তি লাভ করিলাম। সহস্র বৎসর বলির নিকটে একক্ষণ মাত্র। এই পদেই আমি থাকিব। বাহ্য বিভূতি লইয়া আমার কি হইবে?

শ্রীমদভগবৎ গীতা।

মুখবন্ধ।

যে যেমন স্বভাবের মানুষ হউক না কেন সকলেই ভজিতে পারে। কামনা পূর্ব্বক ভজিলে কাম্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত তাঁহাতে যুক্ত থাকা যায়—আর প্রেম পূর্ব্বক ভজিলে ভজন না করিয়া এক ক্ষণও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকা যায় না। ভজন করিলেই তাঁহার কৃপালাভ হয়। তখন কামনা গলাইয়া তিনি প্রেমের সঞ্চার করাইয়া দেন। এইভাবে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করিয়া করিয়া যাহারা তাঁহাতে সতত যুক্ত হইতে পারেন তিনি তাঁহাদিগকে বলেন "দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে" তাঁহাদিগকে এমন বুদ্ধি দিয়া থাকি যাহাতে তাঁহারা আমাকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া প্রাপ্ত হয়।

যখন এই কার্য্যে তোমার এতদূর আগ্রহ তখন পূর্ব্বে তুমি এই কার্য্যে প্রবল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছ ইহাই সূচিত হইতেছে।

তিনি যাহাকে কৃপা করেন তাহার দ্বারা তিনি সহজেই অতি কঠিন কার্য্যও করাইয়া লয়েন।

দুই ভ্রাতা স্থির করিলেন যিনি অগ্রে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে পারিবেন তিনিই তাঁহার অতি প্রিয় ইহা নিশ্চয় হইবে। কনিষ্ঠ অধিক বলবান এবং তাঁহার বাহনও অতি দ্রুতগামী, জ্যেষ্ঠ খর্ব্বাকৃতি স্থূলতনু আর তাঁহার বাহনও কনিষ্ঠের বাহনের মত দ্রুত চলিতে পারে না।

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উভয় ভ্রাতা পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন। কনিষ্ঠ দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন আর জ্যেষ্ঠ বুদ্ধিযোগে নিশ্চয় করিলেন আমার পৃথিবীত এই আমার সম্মুখে। জ্যেষ্ঠ আপনার প্রিয়তমকে প্রদক্ষিণ করিয়া সন্মুখে উপবেশন করিলেন। কনিষ্ঠ ভাবিলেন আমা অপেক্ষা অগ্রে আর কে যাইতে পারিবে? কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন জ্যেষ্ঠ অগ্রে আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

প্রিয়তম বুঝাইয়া দিলেন জ্যেষ্ঠেরই জয় হইয়াছে। কনিষ্ঠও বুঝিলেন বুদ্ধিবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর নাই। এই বুদ্ধিবল তিনি একান্ত শরণাপন্নকে দিয়া দেন।

দেহের অবস্থা, মনের অবস্থা, প্রাণপ্রয়াণ কালের নিতান্ত অসহায় অবস্থা ভাবনা করিয়া যিনি প্রাণকে কাতর করিয়া বলিতে পারেন আমার কেহ

নাই—কেহই আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না—তিনি শরণাপন্ন না হইয়া আর করিবেন কি? যিনি নিজের দোষ বিশেষরূপে দেখিতে শিখিয়াছেন তিনিই আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় জানিয়া সকল বাক্যে, সকল কার্য্যে, সকল ভাবনায় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার স্মরণে পুনঃ পুনঃ প্রাণপণ করা অভ্যাস করিবেনই—সকল ব্যাপারে তিনি তাঁহার কৃপা লাভকেই মুখ্যকর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইবেন।

তুমি নিজে বহুবার দেখিয়াছ যে যখন আলস্য ও অনিচ্ছা তোমাকে তাঁহার আজ্ঞাপালনে উৎসাহান্বিত করে না তখন লিখিয়া লিখিয়া এই ভগবৎ হৃদয়—জগতের মহামূল্য গীতাগ্রন্থ যখনই তুমি মনে মনে স্পর্শ করিয়াছ তখনই তোমার তমোভাব সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত কোথায় পলাইয়া গিয়াছে—আর তুমি সত্ত্বপ্রকাশে কত প্রফুল্ল হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে তাঁহার কার্য্য করিতে পারিয়াছ।

অধিক বাগাড়ম্বর আর নাই করিলাম। আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছ—সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি আর তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি যতদিন তোমার দেহটা আছে ততদিন যেন তিনি তোমাকে তোমার সকল কর্ম্মে, সকল বাক্যে, সকল ভাবনায় তাঁহারই ভজন করাইয়া লয়েন।

গীতা খুলিবার কুঞ্জির কথা অন্য শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই গীতা বুঝিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে করিয়া যাইও—তোমার প্রযত্ন তিনিই সফল করিয়া দিবেন—পূর্ণ মাত্রায় ইহাতে বিশ্বাস রাখিও।

গীতা খুলিবার কুঞ্জি বা চাবি মিলিবে নিম্নলিখিত এই ছয়টি প্রশ্নে। গীতার কোথায় কোথায় তাহা বলা হইয়াছে তাহাও একত্রে সংগ্রহ করিও এবং তাহাও তোমার নিত্য স্বাধ্যায়ের জন্য নিত্য ক্রিয়ার মত যেন ব্যবহৃত হয়।

(১) শ্রীকৃষ্ণ কে?
(২) নিত্য হইয়াও কি জন্য তিনি উৎপন্ন মত হয়েন?
(৩) কোথা হইতে তিনি উৎপন্ন হন?
(৪) উৎপন্ন হইয়া তিনি কি কর্ম্ম করেন?
(৫) শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব কি?
(৬) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি?

গীতা বুঝিবার এই যে প্রয়াসে—প্রধানতঃ ইহাতে উৎসব অফিস হইতে প্রকাশিত শ্রীগীতার এবং তাহার সমালোচকেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ।

নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী।
শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার)।

শ্রীশ্রীপরমাত্মণে নমঃ।

শ্রীমদ ভগবদ্ গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সৈন্যদর্শন—বিষাদযোগঃ।

১—১] ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ = ধৃতরাষ্ট্রঃ + উবাচ ॥ সমবেতা যুযুৎসবঃ = সমবেতাঃ + যুযুৎসবঃ ॥ পাণ্ডবাশ্চৈব = পাণ্ডবাঃ + চ + এব ॥ কিমকুর্ব্বত = কিম্ + অকুর্ব্বত ॥

সঞ্জয়—ভো সঞ্জয়
হে সঞ্জয়

যুযুৎসবঃ—পূর্ব্বেযোদ্ধুমিচ্ছবোঽপি [সন্তঃ] পূর্ব্বে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ—পুণ্যভূমৌ—কুরোধর্ম্ম স্থানে মিলিতাঃ একত্রিতাঃ পুণ্য ভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত

মামকাঃ—মদীয়াঃ মৎপুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ
আমার দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ

চ এব—এবং

পাণ্ডবাঃ—পাণ্ডুপুত্রাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ
পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি

কিম্ অকুর্ব্বত—কিং কৃতবন্তঃ?
কি করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়? পূর্ব্বে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া পুণ্য ভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি কি করিলেন? ॥১

প্রশ্ন—যুদ্ধ ত অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম, যুদ্ধ করিতে ধর্ম্মক্ষেত্রে যাওয়া কেন?

উত্তর—সাধারণের চক্ষে রক্তারক্তি নিষ্ঠুর কর্ম্ম সত্য কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টিতে

ধর্ম্মযুদ্ধ নিষ্ঠুর কর্ম্ম নহে। যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ইহাতে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গবাস হয়। ইহার সহায়তা করে পুণ্যক্ষেত্র। এইজন্য ধর্ম্মক্ষেত্রেই যুদ্ধ হওয়া উচিত। ইহাতে সকলেরই গতি লাগে।

প্রশ্ন—কিমকুর্ব্বত অর্থে কি করিলেন? যুদ্ধে যায় মানুষ যুদ্ধ করিতে, যুদ্ধে গিয়া ইহারা "কি করিলেন"—ধৃতরাষ্ট্রের এরূপ প্রশ্নের কি কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে?

উত্তর—কোন কোন টীকাতে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে এবং কৃষ্ণ সান্নিধ্যে ধার্ম্মিক পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির যুদ্ধ থামাইলেন কিনা ধৃতরাষ্ট্রের এই গূঢ় অভিপ্রায়ের কথা বলা হইয়াছে। মূল মহাভারত দৃষ্টে এরূপ কোন অভিপ্রায়ের ভাব পাওয়া যায় না। কারণ সঞ্জয় ব্যাসদেবের প্রসাদে দিবদৃষ্টি পাইয়াও স্বচক্ষে যুদ্ধ দেখিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। দশদিন যুদ্ধ দেখিয়া এবং ভীষ্মদেবের শরশয্যা দেখিয়া তিনি হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়—সঞ্জয় যুদ্ধ কিরূপে আরম্ভ হয়? এখানে ধৃতরাষ্ট্রের মনে অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে না—কারণ দশ দিন যুদ্ধ তখন হইয়া গিয়াছিল এবং সেনাপতি ভীষ্ম তখন শরশয্যায়।

প্রশ্ন—এই অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ কেন হইয়াছে?

উত্তর—বিষাদকে যোগ বলা হয় তখন, যখন বিষাদের কথা ভগবানকে জানাইতে জানাইতে মন ভগবানে যুক্ত হয়। বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া—সেই বিষাদের কথা ভগবানকে জ্ঞাপন করার নাম বিষাদযোগ। ইহা ভক্তি যোগের ভিত্তি। বিষাদ ত সকল মানুষেরই হয় কিন্তু দুঃখ আসিলেই যাঁহারা প্রথমে ভগবানকে সেই দুঃখ জানান এবং উদ্ধার কর উদ্ধার কর বলিয়া তৎপ্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করেন তাঁহারা বিষাদযোগে ভক্তির প্রথম সাধনাই করেন। এই অধ্যায়ে অন্যকথা থাকিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জ্জুনের বিষাদ জ্ঞাপনই গীতা উপদেশের ভিত্তি এইজন্য এই অধ্যায়কে বিষাদ যোগ বলা হইয়াছে। তৎসঙ্গে সৈন্যদর্শন বলায় এই অধ্যায়ের নাম সৈন্যদর্শন বিষাদযোগ।

প্রশ্ন—গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখা করা কি ভুল?

উত্তর—ভুল কেন হইবে? যাহা "ভাণ্ডে" ঘটে তাহা "ব্রহ্মাণ্ডে" ঘটে।

শুধু গীতা কেন রামায়ণ, চণ্ডী, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থও আধ্যাত্মিক। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আদৌ ঘটে নাই—গীতা শুধুই আধ্যাত্মিক—কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র এ সমস্ত শুধু রূপক—এইরূপ ব্যাখা করা ভুল। স্থূলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও ঘটিয়াছিল। আবার দেহরূপ কুরুক্ষেত্রেও এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ চলে। জগতে প্রধান প্রধান ঘটনা—বাহিরে যাহা ঘটে তাহাকে ভিতরে মিলাইয়া লইলেই আধ্যাত্মিকতায় পৌছান যায়। ভিতরে ও বাহিরে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখা ভুল নহে। তবে সবই আধ্যাত্মিক ভাবে টানিয়া লওয়া ভুল।

প্রশ্ন—গীতার ঘটনাকে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিলে গীতা যেন প্রতি মানুষের অন্তরের বস্তু হইয়া যান। তখন ইহার মত সরস আর কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু বলিলে ভাল হয়।

উত্তর—আচ্ছা। মানুষের দেহ হইতেছে ধর্ম্মক্ষেত্র।

"আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা" ইহাও বলা হয়। এখানে যুদ্ধ চলে বলিয়া ইহা কুরুক্ষেত্র। এ যুদ্ধ অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধ। অধর্ম্ম ধর্ম্মের রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে—ধর্ম্মকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে ইহাই অধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম আপনার স্থান চাহিতেছেন কিন্তু অধর্ম্ম তাহা দিবেনা এই লইয়া যুদ্ধ!

"দুর্য্যোধনোমন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্দঃ কর্ণঃ শকুনি স্তস্য শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলেসমৃদ্ধে মুলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী। যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়োমহাদ্রুমঃ স্কন্দোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্যশাখা মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মুলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥" অধর্ম্ম বৃক্ষের মুলে যেমন নিশ্চয় বুদ্ধিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সেইরূপ ধর্ম্ম বৃক্ষের মুল হইতেছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্ম বা বেদ এবং বেদের অনুষ্ঠান পরায়ণ ব্রাহ্মণ। সকল মানুষের মধ্যেই এই অহং অভিমানময় মহাবৃক্ষ ও ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। মানুষের মধ্যে সু ও কুবৃত্তিগুলি আপন আপন দল বাছিয়া লইয়া এই যুদ্ধে যোগ দিতেছে। গীতার উপদেশ এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধে অর্জ্জুনকে সমর বিজয়ী করিয়া স্থূল যুদ্ধেও বিজয়ী করা। ভিতরে জিনিষটি বুঝিয়া লইলে সহজেই বলা যায়—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাম্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥১৮॥৭৩॥

মোহ নষ্ট করিয়া তোমার প্রসাদে তোমার স্মৃতি লাভ করিয়া সকল সন্দেহ নষ্ট করিয়া আমি দাঁড়াইয়াছি। এখন যাহা তুমি বলিবে তাহাই আমি করিব। গীতা পাঠ করিয়া যে মানুষ ভগবানকে বলিতে পারে—"করিষ্যে বচনং তব।" তুমি যাহা করিতে আজ্ঞা করিতেছ তাহাই করিব—তাঁহারই গীতা পাঠ হয় নতুবা সঙ্কল্পও জাগিবে কর্ম্মও হইবে না। এই সঙ্কল্প বন্ধ্যা—ইহাতে কোন ফল নাই।

১—২] সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ = সঞ্জয়ঃ + উবাচ ॥ পাণ্ডবানীকং = পাণ্ডব + অনীকং ॥ দুর্য্যোধনস্তদা = দুর্য্যোধনঃ + তদা ॥ আচার্য্যমুপসঙ্গম্য = আচার্য্যম্ + উপসঙ্গম্য ॥ বচনমব্রবীৎ = বচনম্ + অব্রবীৎ ॥

তদা—তস্মিন্ সংগ্রামোদ্যম কালে
সেই যুদ্ধোদ্যম কালে
রাজা—রাজনীতি কুশলঃ
রাজনীতিকুশল
দুর্য্যোধনঃ—দুর্য্যোধন
দৃষ্ট্বা তু—চাক্ষুষ জ্ঞান বিষয়ীকৃত্য তু
দর্শন করিয়া
আচার্য্যং—দ্রোণগুরুং
উপসঙ্গম্য—স্বয়মেব তৎ সমীপং গত্বা নতু—স্বসমীপে তমাহূয়
স্বয়ং তাঁহার নিকটে গিয়া আপনার নিকট তাঁহাকে না ডাকাইয়া

পাণ্ডবানীকং—পাণ্ডবানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং, অনীকং—সৈন্যং
পাণ্ডব সৈন্য
ব্যূঢ়ং—ব্যূহ রচনায়া স্থাপিতং
ব্যূহবদ্ধ
বচনং—অর্থ সহিতং বক্ষ্যমানং বাক্যং
অর্থ সহিত বাক্য
অব্রবীৎ—উক্তবান্—বলিলেন।

সঞ্জয় বলিলেন—সেই যুদ্ধোদ্যম কালে—রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়াই আচার্য্যের সমীপে গমন করিয়া বক্ষ্যমান্ বাক্য বলিলেন ॥২॥

প্রঃ—রাজা সেনাপতিকে নিকটে ডাকাইয়া না আনিয়া স্বয়ং তাঁহার সমীপে গমন করিলেন ইহাতে কি বুঝাইতেছে ?

উঃ—রাজার উদ্বেগ ও ভয় সূচিত হইতেছে।

প্রঃ—ইহাতে দোষের কিছু কি হইল ?

উঃ—তাহা হইল না, কারণ রাজা শিষ্য, সেনাপতি গুরু। শিষ্য গুরুর নিকটে সকল অবস্থাতেই যাইতে পারেন।

প্রঃ—অব্রবীৎ বলিলেই হইত—বচনমব্রবীৎ কেন ?

উঃ—বচনং এখানে অল্পাক্ষর গম্ভীরার্থ—বাক্য

১-৩]

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥

পশ্যৈতাং=পশ্য+এতাং ॥ পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য=পাণ্ডুপুত্রাণাম্+আচার্য্য ॥

আচার্য্য—হে আচার্য্য

তব শিষ্যেণধীমতা—বুদ্ধিমতা
আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য

দ্রুপদপুত্রেণ—ধৃষ্টদ্যুম্নেন
দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা।

ব্যূঢ়াং—ব্যূহরচনয়া স্থাপিতাম্
ব্যূহাকারে স্থাপিত।

পাণ্ডুপুত্রাণাং—পাণ্ডুপুত্রৈরানীতাম্
পাণ্ডুপুত্রগণের।

এতাং—অতি সন্নিহিতাং
এই।

মহতীং—অনেকাক্ষৌহিনীসহিতাং
অতি বৃহৎ।

চমূং—সেনাং
সেনাকে।

পশ্য—অপরোক্ষী কুরু
দেখুন।

হে আচার্য্য! বুদ্ধিমান্ তোমার শিষ্য দ্রুপদপুত্র দ্বারা ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা দর্শন করুন ॥৩॥

প্রঃ—কোন্ উদ্দেশ্যে শত্রুর এই প্রশংসার প্রয়োগ ?

উঃ—আচার্য্যের ক্রোধউদ্দীপনাই দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়। পাণ্ডবেরা গুরু সেনাপতিকে অবজ্ঞা করিয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে এবং দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়াও গুরুর বধোপায় জানিয়া লইয়া এখন সেনাপতি হইয়া গুরুবিনাশে আসিয়াছে।

১-৪-৫-৬]

অত্র শূরামহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুন সমাযুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চদ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকীতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ৬

শূরামহেষ্বাসাভীমার্জ্জুনসমাযুধি = শূরাঃ + মহা + ইষ্বাসাঃ + ভীম + অর্জ্জুন সমাঃ + যুধি ॥ যুযুধানোবিরাটশ্চ = যুযুধানঃ + বিরাটঃ + চ ॥ দ্রুপদশ্চঃ = দ্রুপদঃ + চ ॥ ধৃষ্টকেতুশ্চেকীতানঃ = ধৃষ্টকেতুঃ + চেকীতানঃ ॥ কাশীরাজশ্চ = কাশীরাজঃ + চ ॥ কুন্তিভোজশ্চ = কুন্তিভোজঃ + চ ॥ শৈব্যশ্চ = শৈব্যঃ + চ ॥ যুধামন্যুশ্চ = যুধামন্যুঃ + চ ॥ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ = বিক্রান্তঃ + উত্তমৌজাঃ + চ ॥ সৌভদ্রোদ্রৌপদেয়াশ্চ = সৌভদ্রঃ + দ্রৌপদেয়াঃ + চ ॥ সর্ব্বএব = সর্ব্বে + এব ॥

অত্র—অস্যাং সেনায়াং
এই [সেনাতে]
শূরাঃ—শস্ত্রাস্ত্রকুশলাঃ বীরাঃ বহু বীরগণ [সন্তি—আছে]
মহেষ্বাসাঃ—ইষবোবাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তেএভিরিতিইষ্বাসা যেষাং তে মহাধনুর্দ্ধরাঃ
বৃহৎ বৃহৎ ধনু বিশিষ্ট।
যুধি—যুদ্ধে।
ভীমার্জ্জুন সমাঃ—ভীমার্জ্জুন তুল্যাঃ
ভীম ও অর্জ্জুনের সমান।
মহারথঃ—মহারথ।
যুযুধানঃ—সাত্যকিঃ সাত্যকি।
বিরাটশ্চ—বিরাট আর
দ্রুপদশ্চ—দ্রুপদও।
বীর্য্যবান্—বলবান্।

"বিভোর্যশঃ কথয়" ভগবানের যশ কীর্ত্তন কর বলিয়া তখন দেবর্ষি নিজের জন্ম বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ১৩১৯ সাল হইতে উৎসব পত্রে শ্রীভাগবত বাহির হইতে থাকে। ১৫৪ পৃষ্ঠা ১ম স্কন্দ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক পর্য্যন্ত বাহির হয়। আমরা আবার ভাগবত আরম্ভ করিলাম। যাঁহারা প্রথম অংশ পাইয়াছেন তাঁহারাও এখন হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা বাঁধাইয়া রাখিবেন।

দেবর্ষি নারদের মুখে তাঁহার জীবনী শুনিবার পূর্ব্বে আমরা ১ম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শ্লোকগুলি একত্র সংগ্রহ করিতেছি। ইহাতে ভাগবতের প্রথম অংশ যদি নাও পাওয়া যায় তথাপি ১৫৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভাগবত পুস্তকে কি আছে সমস্তই পাওয়া যাইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্রত্রিসর্গোঽ মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১॥
ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুক মুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥৩॥

সমস্ত ভাগবতের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় যাহা তাহা ব্যাসদেব প্রথম তিনটি শ্লোকে অতি কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। অথবা যাহারা যথার্থ ব্যাকুল হইয়া নিজের জীবন সফল করিতে ইচ্ছুক এবং অন্যের জীবন গঠন করিবার উপায় বলিয়া দিতে চাহেন সেই সমস্ত সফল-সাধন-মহাপুরুষের সংযত

মন হইতে যাহা বাহির হয়—তাহাতে উদ্দেশ্য ও উপায় সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। আমরা এই তিন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া পরে প্রশ্নোত্তরে সমস্ত ভাগবতে যাহা আছে তাহা কেমন করিয়া তিনটি শ্লোকে সূত্রপাত করা হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছি। গল্পের পুস্তক, সমস্ত এক সঙ্গে পাইবার আকাঙ্খা থাকা স্বাভাবিক কারণ সমস্ত গল্প না পাইলে তৃপ্তি হয় না—ইহার পরে কি হইল ইহা জানিবার আকাঙ্খা জাগে কিন্তু জীবন গঠনের জন্য ঋষিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা গল্পের পুস্তকও নহে বা নাটক উপন্যাস ও নয়—ঋষি প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ যতটুকু পাঠ করা যায় তাহাতেই জীবনকে সফল করা যায়—ভরিত হওয়া যায়। অনন্ত শাস্ত্র লোকে পাইবেই বা কোথায়—পড়িয়া শেষ করিবেই বা কে? এইজন্য আধুনিক সময়ের পুস্তক পাঠের রীতি—শাস্ত্রপাঠে প্রয়োগ করিতে নাই। এখানে যতটুকু পাঠ করা যায় তাহাতেই—আবার বলি—ভরপুর হওয়া যায়। এই তিনটি শ্লোকের মর্ম্মোদ্ঘাটনে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। শ্লোকের অন্বয় ও অর্থ অগ্রে করা যাইতেছে।

অন্বয়। অর্থেষু কার্য্যাকার্য্যেষু অন্বয়াদিতরতশ্চ যোঽস্তি অতএব অস্য জন্মাদি যতঃ ভবতি, ততঃ যঃ অভিজ্ঞঃ স্বরাট, যৎ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি তৎব্রহ্ম তং বেদং আদি কবয়ে ব্রহ্মণে হৃদা মনসৈব যঃ তেনে; কিঞ্চ যথা তেজোবারি মৃদাং বিনিময়ঃ তথা যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা কিঞ্চ স্বেন ধাম্না তেজসা সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি। স্বামী পাদ শ্রীধর এইরূপ অন্বয় করেন। অপরে অন্য প্রকার অন্বয়ও করেন। শ্রীবিজয়ধ্বজের অন্বয়ও দেওয়া গেল। অস্য জগতো জন্মাদি যতঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ; যশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ যশ্চ স্বরাঠ্ যশ্চ ব্রহ্ম হৃদা আদি কবয়ে তেনে যং প্রতি সূরয়ো, মুহ্যন্তি তেজো বারিমৃদাং বিনিময়ো যথা তথা ত্রিসর্গোঽপি যত্র মৃষা তং স্বেন ধাম্না সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহীতি সমস্তান্বয়ঃ। একটু মনোযোগ করিলেই দেখা যায়—এই দুই প্রকার অন্বয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। স্বামী বলিতেছেন অর্থেষু কার্য্যাকার্য্যেষু—অর্থেষু কার্য্যেষু অন্বয়ঃ অকার্য্যেষু ইতরশ্চ। শ্রীবিজয়ধ্বজঃ বলিতেছেন অর্থেষু সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ব্যাপারেষু অভিজ্ঞঃ আর স্বামীজী বলিতেছেন কার্য্যেষু সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারেষু অন্বয়াৎ সংযোগাৎ অকার্য্যেষু আকাশ কুসুমাদিষু ইতরশ্চ

অসংযোগাৎ। কার্য্যাকার্য্যেষু অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যোঽস্তি। ত্রিসর্গঃ অমৃষা স্বামীপাদ বলিতেছেন ও অন্যেও বলিতেছেন মৃষা—ইত্যাদি।

হয়ত শ্রীভাগবত ভগবান্ বেদব্যাসের শেষের লেখা—কেহ অনুমান করেন অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই দুই গ্রন্থই সাধকের নিত্য আবশ্যক। ভাগবতের এই প্রথম শ্লোক জীবনে যে কত কার্য্য করে তাহা যাঁহারা ইহা বুঝিয়া পাঠ করেন তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিয়া থাকেন। অতিশয় আলস্য অনিচ্ছা—অতি প্রবল লয় বা বিক্ষেপ কালে অর্থের সহিত এই একটী শ্লোক পাঠ করিলে এক—ক্ষণেই মন ভগবৎ চিন্তায় সরসতা লাভ করে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি বহু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং বহু মতও তুলিয়াছেন। আমরা শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটীরই পক্ষপাতী। শ্রীভাগবৎ বলিতেছেন তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের প্রয়োজন—জীবস্যতত্ত্বজিজ্ঞাসা পার্থো যশ্চেহকর্ম্মভিঃ” আর “বদন্তি তৎতত্ত্ববিদস্তত্ত্বংযজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্” ইত্যাদি। শ্রীমদ্ সরস্বতী বেদের অদ্বৈতস্থিতি প্রতিপাদন করিয়াও বলিতেছেন—

ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা যন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিশ্চেতসি যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মনোধাবতি॥
বংশীবিভূষিত করান্নব নীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

সরস্বতী পাদ শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব জানিয়াছিলেন—অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই রূপ গুণ লীলা ও স্বরূপেই ধ্যানের বস্তু। কিন্তু অদ্বয় জ্ঞান মিথ্যা—অদ্বৈতস্থিতি মিথ্যা ইহা তিনি বলেন নাই। যাঁহারা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মের ধ্যান করেন বা যাঁহারা জ্যোতিঃ ধ্যান করেন তাঁহারা তাহা করুন আমাদের মন কিন্তু কালিন্দী পুলিনে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই ধাবিত হয়। আহা! ইহাই যেন বড় সুন্দর।

আজ সমস্ত হিন্দুস্থানের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে যিনি রামনাম আশ্রয়

করিতে শিখাইয়াছেন সেই ভক্তপ্রবর গোস্বামী তুলসীদাসও মধুসূদন সরস্বতীর মত বলিতেছেন।

জানি সকহু তে জানহু
নির্গুণ সগুণ স্বরূপ
মম হিয় পঙ্কজ ভৃঙ্গ ইব
বসহু রাম নররূপ॥

যার শক্তি আছে জানুক সে জন
নির্গুণ সগুণ তুমি বা কেমন
মম হৃদি পঙ্কজে ভৃঙ্গ মত সদা
রাম নররূপে বাস করহ সর্ব্বদা॥

বলিতে কি ঋষিগণ এই শিক্ষাই দিয়াছেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রে এই সাধনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। হৃদয়ে ত্রিসন্ধ্যায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপিণী গায়ত্রী দেবীর বালিকা যুবতী ও বৃদ্ধা মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া করিয়া তিনিই যে ভূর্ভুব স্বঃ—পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ লোকের মধ্যদিয়া অভিব্যক্ত আর তিনি যে ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ—এখানে মূর্ত্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপেরই ধ্যান করা হয়।

এখন আমরা শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীর জন্মাদ্যস্যএর টীকা দিতেছি।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ পরমাত্মনে নমঃ॥
"অনুদিনমিদমায়ুঃ সর্ব্বাদাসৎপ্রসঙ্গৈ—
র্বহুবিধ পরিতাপৈঃ ক্ষীয়তে ব্যর্থমেব।
হরিচরিতসুধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ
ক্ষণমপি সফলং স্যাদিত্যয়ং মে শ্রমোঽত্র" ॥ শ্রীমধুসূদনঃ॥

অত্র সচ্চিদানন্দরূপিণো ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তটস্থাবস্থয়ো নির্গুণ সগুণ ভাবদ্বয়ং দর্শয়তি, সত্যং পরং ধীমহি—ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং—জন্মাদ্যস্য যতঃ—ইত্যাদিভ্যঃ। শুদ্ধচিন্মাত্র স্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্মণি ন কোঽপি ভেদঃ সম্ভবতি স্বগতঃ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ো বা। যদা তু তস্মিন্ গুণসম্বন্ধঃ প্রকটীভবতি,

তদানন্তাচিন্ত্যশক্তিসম্পন্নে পরমেশ্বরে স্বগত ভেদ উপজায়ন্তে তটস্থ লক্ষণাঃ স্বরূপং স্বমেবলক্ষণং ব্যাবর্ত্তকং [অভেদং] স্বরূপ লক্ষণং তটস্থং যাবল্লক্ষ কালা—, নবস্থিতং বিশেষণং তটস্থ লক্ষণম্। কৃৎস্ন গ্রন্থতাৎপর্য্য বিষয়ীভূতমর্থং দর্শয়ন্ ভগবান্ বাদরায়ণিস্তমেব ধ্যেয়ত্বেনোপশিক্ষয়ন্ মঙ্গলমাচরতি। সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্। যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ। এবং শুদ্ধস্য ব্রহ্মণো নিদিধ্যাস্যমানস্য পরমার্থসত্যতামুপপাদয়িতুং তৎপদার্থস্বরূপতামাহ জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদিনা। জন্মাদি অস্য যতঃ অন্বয়াৎ ইতরশ্চ অর্থেষু। অর্থেষু কার্য্যকার্য্যেষু অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ কার্য্যেষু সৃষ্টি-স্থিতি ভঙ্গাদি ব্যাপারেষু অন্বয়াৎ সংযোগাৎ অনুস্যূতত্বাৎ তথা অকার্য্যেষু খপুষ্পাদিষু ইতরতশ্চ বিয়োগাৎ অসতোঽনন্বয়াৎ। অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সৎরূপেণ যঃ অস্তি। অন্বয়েন তস্যৈব কারণত্ব বোধকঃ। ব্যতিরেকেণ তদকার্য্যস্যাসত্ত্ব বোধকো জ্ঞেয়ঃ। "যৎ সত্ত্বে যৎ সত্ত্বমন্বয়ঃ যদভাবে যদভাবো ব্যতিরেকঃ"। যথা মৃদঃ কুলালস্য বা সত্ত্বে ঘটোৎপত্তিসত্ত্বং তদভাবে তদভাবাধিকরণে তন্তাদৌ ঘটোৎপত্ত্য-ভাব ইত্যন্বয় ব্যতিরেকৌ প্রত্যক্ষৌ মৃদাদেঃ কারণত্বে ঘটাদেঃ কার্য্যত্বে চ মানম্। তথা যত্র যত্র সদ্রূপেণ পরমেশ্বরস্য সত্ত্বং ঘটঃ সন্ ইতি প্রত্যক্ষতো দৃশ্যতে তত্র কার্য্যত্বং যত্র খপুষ্পাদৌ তদভাবঃ খপুষ্পং সৎ খপুষ্পমস্তীত্যনুভবাভাবাৎ তত্র কার্য্যত্বস্যাভাব ইতি অন্বয় ব্যতিরেকো ঈশ্বরস্য কারণত্বং জগতঃ কার্য্যত্বঞ্চ বোধয়তে ইত্যর্থঃ। অন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বিতি ততোস্য জন্মাদৌ হেতু অস্য জগতঃ অস্য প্রতক্ষস্য বিশ্বস্য জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ যস্মাৎ পরমার্থসদদ্বিতীয় আত্মবস্তুনঃ প্রকৃতিভূতাৎ পদার্থাৎ ভবতি তং পরং সত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রমখণ্ড-বাক্যার্থভূতং শ্রুত্বা মত্বা চ বয়ং মুমুক্ষবঃ ধীমহি ধ্যায়েম নিদিধ্যাসেম। ধ্যানমত্র নিদিধ্যাসনরূপমেবাভিপ্রেতং নতূপাসনম্। নিদিধ্যাসনং হি—বস্তু স্বরূপা-পেক্ষ প্রত্যয়ানন্তরিত শাব্দজ্ঞান সন্ততিরূপম্ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি শ্রুত্যা ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান ইত্যাদি শ্রুত্যা চ আত্মসাক্ষাৎকার সাধনত্বেন বিহিতম্। উপাসনন্তু বস্তু স্বরূপেনাপেক্ষং পুরুষেচ্ছামাত্রং তৎ মানসক্রিয়া প্রবাহরূপং যথা—যস্যৈ দেবতায়ৈ হবি গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েৎ মনসা বষট্ করিষ্যন্নিত্যাদি। ইদঞ্চ বস্তুস্বরূপা-নপেক্ষমপি তদ্ বিরোধি কিঞ্চিৎ তদ্বিরোধ্যপি যথা বাচং ধেনুমুপাসিতেত্যাদি। দ্বিবিধমপ্যুপাসনং শ্রুত্যা ব্রহ্মণি নিষিদ্ধং তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদ মুপাসতে ইতি। শুদ্ধগোচরায়া বৃত্তেরূপনিষন্মাত্র করণত্বাৎ তন্ত্বৌপনিষদমিত্যাদি শ্রুত্যোস্তস্যা

এব চাবর্ত্ত্যমানায়া নিদিধ্যাসনরূপত্বাদ্ যুক্তং শুদ্ধগোচরত্বম্। এতাবন্মাত্রপর্য্যবসানাচ্চ সর্ব্বসাধনবিধীনাং ধীমহীত্যুক্তম্। ধীমহীতি বহুবচনেন কালদেশপরম্পরাপ্রাপ্তান্ সর্ব্বানেষ অধিকারী জীবান্ স্বান্তরঙ্গীকৃত্য স্বশিক্ষয়া তান্ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোড়ীকরোতি ইতি। তৎ নির্গুণ-সগুণব্রহ্ম পুনঃ কিম্ভূতম্? অভিজ্ঞ অভিতঃ সর্ব্বপ্রকারেণ সামান্যতো বিশেষতশ্চ সর্ব্বং বস্তু জানাতীতি অভিজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ—যদ্বা অভি সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞা জ্ঞানং যতঃ। পুনঃ স্বরাট্ স্বয়মেব রাজতে প্রকাশতে ইতি স্বরাট্ অন্যানপেক্ষঃ প্রকাশরূপ ইত্যর্থঃ। তেন ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ যঃ পরমেশ্বরঃ পুনঃ আদিকবয়ে আদিকবি হিরণ্যগর্ভস্তস্মৈ হৃদা সহ মনসৈব সঙ্কল্পমাত্রেনৈব ব্রহ্ম বেদং বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্মেত্যমরঃ তেনে প্রকটিতবান্ বেদার্থজ্ঞানং কারিতবান্। তথাচ শ্রুতিঃ—যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষু বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি হিরণ্যগর্ভতদ্বেদাবির্ভাবয়োঃ পরমেশ্বরাধীনতাং দর্শয়তি তদপি হৃদা মনসা এব তেনে ন তু মুখেনাধ্যাপিতবানিতিবা। যদ্বা আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ইতি। তত্র নানাবিধস্তোত্রৈস্তুষ্টস্তস্মৈ বেদং প্রকাশিতবান্ ইতি ব্যঞ্জয়িতুং কবিপদং তৎস্তোত্রাণাং নির্দ্দেশত্বায় আদীতি। যঃ পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বং মহাকল্পাদৌ ব্রহ্মাণং বিদধাতি উৎপাদয়তি দৈনন্দিনকল্পাদৌ সুপ্তং প্রবোধয়তি যশ্চতস্মৈ ব্রহ্মণে বেদান্ প্রহিণোতি দদাতি তদ্বুদ্ধৌ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। মনসি যথা বেদস্ফূর্ত্তিঃ স্যাৎ তথা মনোবৃত্তিং প্রবর্ত্তয়ামাস ইত্যর্থঃ। নমু সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন ব্রহ্মা স্বয়মেব বেদং তত্ত্বং বা উপলভতাম্ ইত্যত আহ মুহ্যন্তি যৎসূরয় যৎ যস্মিন্ বেদে তদীয়ে তত্ত্বে বা সূরয়োঽপি মুহ্যন্তে ভ্রাম্যন্তে অতস্তস্মিন্ ব্রহ্মণঃ স্বতো ন শক্তি। যদ্বা যৎ যত্র যত্র যস্মিন্ বিষয়ে অখণ্ডানন্দাদ্বয়ে স্বরূপ চিন্মাত্রলক্ষণে সূরয়স্তার্কিকাদয়ো মুহ্যন্তি মোহং ইদমিত্থমিতি নিশ্চয়ং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি তন্মায়ায়াঃ সর্ব্বমোহকত্বাৎ মোহং অজ্ঞানং অনুভবন্তি। মোহো দ্বিবিধঃ। আবরণরূপো বিক্ষেপরূপঞ্চ। আবরণরূপোঽপি অসত্ত্বাবরণরূপঃ অভাণাবরণরূপঞ্চেতিদ্বিবিধঃ। তত্র নাস্তি শুদ্ধবুদ্ধো ন ভাসতে চেতি দ্বিবিধোঽপি মোহো বেদান্তশাস্ত্রবিচারবিমুখৈরনুভূয়তে। বেদান্তশাস্ত্রবিচারপরাণান্তু পরোক্ষজ্ঞানেনাসত্ত্বাবরণ নিবৃত্তাবপ্যভাণাবরণ মনুবর্ত্তত এব নাস্তি ব্রহ্মেতি প্রতীত্যনুদয়েঽপি মম ন ভাতি ব্রহ্মেতি তেষাং প্রতীতেঃ। অতএব তে তদভাণাবরণ নিবর্ত্তকস্য সাক্ষাৎকারস্য সাধনান্যনুতিষ্ঠন্তি। এবঞ্চ বিক্ষেপাবরণকার্য্যভ্রমবিশেষরূপং প্রত্যক্ষ মেব যতো জীবাৎ ভিন্ন এবেশ্বরো

জগতো নিমিত্ত কারণমাত্রমেবেতি তার্কিক বৈশেষিক পাতঞ্জল পাশুপতাদয়ো ব্যবহরন্তি সাংখ্য মীমাংসকাদয়স্ত জগন্নিমিত্ত কারণত্বেনাপি নেশ্বরমুপপাদয়ন্তি কিন্তু প্রধানপরমাণুবাদেন তেন রূপেণোপাস্যমিত্যাহুঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মবিষয়ক মোহস্যাবরোক্ষত্বাৎ স্বরূপ চৈতন্যস্য চ তৎসাধকত্বেন তদনিবর্ত্তকত্বাৎ তন্নিবর্ত্তক বৃত্ত্যুৎপাদনেন বেদান্তানাং প্রামাণ্যব্যাহতমেব। সিদ্ধত্বেপি চ ব্রহ্মণো মানান্তরাযোগ্যত্বং রূপাদিহীনত্বেন ব্যুৎপাদিতং ভাষ্যকার প্রভৃতিভিঃ।

এবং পূর্ব্বার্দ্ধেন তৎপদবাচ্যর্থমুক্ত্বা পরার্দ্ধেন তল্লক্ষ্যং বক্তুমারভাণঃ অধ্যারোপাপবাদাভ্যং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত ইতি ন্যায়েনাহ—তেজোবারিমৃদাং যথাবিনিময়ো যত্রত্রিসর্গোঽমৃষা ইত্যাদিনা। সত্যত্বেহেতু যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ইতি। যত্র ব্রহ্মণি যস্মিন্ ভগবৎ স্বরূপে ত্রিসর্গঃ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃ সত্বানাং সর্গঃ কার্য্যঃ ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপঃ—তম সর্গঃ আকাশাদি ভূতপঞ্চকং রজঃ সর্গঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকঞ্চ সত্ববর্গঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকঞ্চ সত্বসর্গঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ং তত্তদিন্দ্রিয়াত্ত্বধিষ্ঠাতৃ দেবতাশ্চেতি বিভাগঃ। যদ্বা জীবেশ্বর জড়ানাংসর্গস্ত্রিসর্গং। যথা একমেব মূলং তেজঃ স্বকার্য্যেষু পার্থিবাদি পদার্থেষু বহুধা ভূত্বা প্রবিশতি বহিশ্চ মথনাদিনাবির্ভবতি তথেশ্বরোঽপি জগৎস্রষ্টা বহুরূপোভূয় জগদন্তঃ প্রবিশতি বহিশ্চ ভূতানুকম্পয়া রামকৃষ্ণাদি বহুরূপ আবির্ভবতি অয়মীশ্বর সর্গঃ। দীপাদ্দীপান্তরোৎপত্তি র্যথা তথেশ্বর সর্গ ইতি বা। যথা সূর্য্যাদি তেজসাং জালাদ্যুপাধি নিমিত্তৈঃ বহূনি প্রতিবিম্বানি সূর্য্যকান্তাদীনি সূর্য্যাদেঃ জায়ন্তে তথৈব সূক্ষ্মস্থূলশরীরাদ্যুপাধিনিমিত্তৈঃ প্রতিবিম্বভূতা জীবাহবেরুৎপদ্যন্তে। এষ জীব সর্গঃ। যথা কুলালো মৃদমুপাদানীকৃত্য ঘটাদীন্ সৃজতি তথা ঈশ্বরো জড়প্রকৃতিমুপাদায় মহদহঙ্কারাদ্যশেষ জড়পদার্থান্ সৃজতি। এষ জড়সর্গঃ। ইতি ত্রিবিধ সর্গঃ যত্র সর্ব্বথা অসন্নেব অমৃষা। মিথ্যাসর্গোঽপি যত্র পরমেশ্বরে সত্যবৎ প্রতীয়তে। মিথ্যাসর্গোঽপি কথং সত্যবৎ প্রতীয়তে? তন্মিথ্যাত্বে দৃষ্টান্তমাহ তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময় ইতি বিনিময়ো ব্যত্যয়ঃ ব্যত্যাসঃ ব্যামিশ্রোভাবঃ অন্যস্মিন্ অন্যাবভাসরূপ ইতি যাবৎ। স যথাধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারিবুদ্ধির্ম্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা—বারিণি করকারূপে মৃদবুদ্ধিঃ। এবং কাচাদিরূপায়াং মৃদি তেজোবুদ্ধিরিত্যুদাহার্য্যম্। যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারীদমিতি বারিণি স্থলমিতি মৃদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ তথৈব যত্র

পূর্ণ চিৎস্বরূপে ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণ সর্গোহয়মিতি বুদ্ধি মৃষা মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। যদ্বা যৎ পরং সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষাবিশ্বং অমৃষাবৎ সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যং বয়ং ধ্যায়েম ইতি। মহানির্ব্বাণেহপি "যথা সত্য মুপাশ্রিত্য মৃষাং বিশ্ব প্রতিষ্ঠতি। আত্মাশ্রিত তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ"। যথা সত্যং পরমাত্মানমেবো-পাশ্রিত্য অবলম্ব্য মৃষা মিথ্যাভূতমপি বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি সত্যবৎ আস্তে তথৈবাত্মা-নমাশ্রিতো মিথ্যাভূত এব দেহঃ প্রতিষ্ঠতি এবং জানন্ সন্ন্যাসী সুখী ভবেদিত্যর্থঃ। যৎ সত্যতয়া মিথ্যাসর্গোহপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যং ধীমহি। সত্যং পরং ব্যঞ্জয়তি ধাম্না স্বেনেতি। ধাম্না—ধামশব্দেন তেজোবাচিনা স্বপ্রকাশত্ব সাধর্ম্ম্যেন স্বপ্রকাশজ্ঞানমুচ্যতে। স্বেন ধাম্না সস্বরূপজ্ঞানমহিম্না। স্বস্বরূপ প্রকাশেন—স্বস্বরূপ প্রভাবেন বা। গৃহ দেহ স্বিট্ প্রভাবাধামানীত্য-মরাৎ। যদ্বা ধাম শব্দেন জ্ঞানময়ী শক্তিরুচ্যতে। স্বেন ইত্যনেন চিচ্ছক্তেরন্তরঙ্গত্বং নিরস্তকুহকং ইত্যনেন মায়ায়াবহিরঙ্গত্বং দর্শিতং। স্বেন ধাম্না স্বস্বরূপ জ্ঞান মহিম্না সদানিরস্তং নিত্য নিবৃত্তং কুহকম্ কপটমবিদ্যাখ্যং যস্মিন্ তত্তথা। তং সত্যং পরং ধীমহি। এতচ্চ প্রাগ ব্যাখ্যাতম্॥১॥

যাহা হইতে—যে পরম সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রকৃতিভূত পদার্থ হইতে এই প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গ হইতেছে কারণ জন্মস্থিতি ভঙ্গরূপ জগৎ কার্য্যে এই পরমেশ্বর অনুস্যূত—অন্বিত এবং খপুষ্পাদি অকার্য্যে ইনি অননুস্যূত; যিনি অভিজ্ঞ—যিনি সামান্য ভাবে ও বিশেষ ভাবে সমস্তই অবগত; যিনি স্বরাট্—অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনি আপনি প্রকাশস্বরূপ; যিনি হৃদয় দ্বারা সঙ্কল্প মাত্রেই আদি কবি হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতিতে অতি দুরূহ বেদার্থ জ্ঞান প্রকটিত করেন। এই বেদার্থ এত দুরূহ যে পণ্ডিত ব্যক্তিও বেদের ধারণা করিতে গিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়েন—বেদের অর্থ এইরূপ বা এইরূপ নহে দ্বৈত সত্য বা অদ্বৈত সত্য, জগৎ সত্য বা মিথ্যা ইহা নিশ্চয় করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন; মরীচিকাতে যেমন জলভ্রম হয়, বারিতে করকাদিতে যেমন মৃত্তিকা ভ্রম হয়, মৃত্তিকার বিকার কাচাদিতে যেমন জল ভ্রম হয় সেইরূপ এই সত্ত্বরজস্তম—বা জীব ঈশ্বর ও জড় এই ত্রিবিধ সৃষ্টি অসত্য হইলেও পরম সত্য পরমেশ্বরের উপরে ভাসে বলিয়া যেখানে সমস্ত সৃষ্টি সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়—যে পরম সত্য আপনার জ্ঞান প্রভাবে মায়ার সমস্ত কুহক, সমস্ত কপটতা, সমস্ত আড়ম্বর, সমস্ত ইন্দ্রজাল, সর্ব্বদা নিরস্ত করিয়া আপনি-আপনি স্বরূপে সর্ব্বদা বিশ্রান্তি লাভ করেন—এস আমরা সেই পরম সত্যকে ধ্যান করি॥ ১ ॥

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪৷৷০ টাকা, মোট ১৩৷৷০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৸০ আবাধা ১৷০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১৷০ বাধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০ আনা

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। বাঁধা ৩৲টাকা। সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

দৈববাণী।

কাহার না শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ। যাহারা জীবনটাকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে চাহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ যাহা খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার ভাষা এত সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার পাঠেও সাধনা হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্প্রদায়েরই সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনার অনেক রহস্যই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মজগতে ইহা অতুলনীয়। মূল্য ।।৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান :—"আর্য্যবিদ্যা নিকেতন"

২৭।৫৫ তিল ভাণ্ডেশ্বর। ৺কাশীধাম।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগগুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

করিয়া সূর্যদেহে ইঁহাকেই উপাসনা করিতে হয়। গায়ত্রীতে যে তেজঃ স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয় সেই তেজ বা প্রকাশ সূর্য্যমণ্ডলে সমধিক বলিয়া—সেই তেজের আধারভূত সূর্য্যের উপাসনা করিতে হয়।

জ্ঞান বা চৈতন্য যে প্রকাশ পদার্থ তাহা সকলকে ধরাইবার জন্য সবিতা বা সূর্য্যকে দেখিয়া দেখিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়। পরমাত্মার সহিত সূর্য্যের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সূর্য্যের উপাসনা।

পরমাত্মাই অতি নির্ম্মল সূর্য্য উপাধি দিয়া বাহির হইয়া সূর্য্য যেমন জগৎ প্রকাশ করেন—অন্ধকার নাশ করেন সেইরূপ জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ যিনি তিনি অবিদ্যা বা মায়ার সমস্ত অন্ধকার নাশ করিয়া অহঙ্কার বিমূঢ় জীবকে তাঁহার স্বরূপ দেখাইয়া চিরতরে আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করাইয়া দেন।

যখন মানুষ আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করে তখনও আত্মার প্রকাশ ও ক্রীড়া উভয়ই থাকে। যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম ভিতরে সর্ব্বদা নির্গুণ ভাবে থাকিয়াও—মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিং হয়েন—সেইরূপ ভিতরে আপনাকে আপনি আপনি জানিয়া মায়াকে নিরস্ত করিয়া যে খেলা চলে—তাহা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলিতেছেন জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা হইতেছে "আত্মরতি—আত্মক্রীড়—আত্মতৃপ্ত" অবস্থা। জগন্মাতা জগদম্বার স্বভাবও ইহা—ইহা লক্ষ্য করিয়াই মায়ের আদরের ছেলে যাঁহারা তাঁহারা গান করেন "তুমি আপনি নাচ আপনি হাঁস আপনি দাও মা করতালী" আবার মাকেই জিজ্ঞাসা করেন "যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না মাগো মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।" এই আদরের ছেলে কিন্তু লক্ষে দুটি একটি।

"ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপুড়ী" এ কথা বড় সত্য। পরবারে কিছু বিস্তৃত ভাবে "ব্রাহ্মণ থাকিবার উপায়" বলার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে ইহা বলায় বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, যে সকল ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ সন্তান বৈদিক সন্ধ্যার এই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাবনা না করিতে পারেন তাঁহারা কি করিবেন?

তাঁহাদেরও উপায় আছে। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে ইহা স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। নিত্য কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস না লওয়া পর্য্যন্ত কখনই ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা

চৈতন্যই ওঁ—চৈতন্যই ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া আছেন। যে চৈতন্য আমার এই দেহব্যাপী তিনিই সর্ব্বলোক প্রসবিতা, ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনার বস্তু গায়ত্রী বা বরণীয় ভর্গ—ইনিই আমাদের বুদ্ধিশক্তি বা বিচার শক্তিকে তাঁহার দিকে প্রেরণ করেন—এই ভর্গকে—এই গায়ত্রীকে—এই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে আমিই ইনি—এই বলিয়া এস ধ্যান করি বা নিদিধ্যাসন করি। ইনিই জলশরীর ধরিয়া—জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, ইনি মণিপাষাণাদি স্থাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ, ইনি তৃণ বৃক্ষ ও ওষধাদির অন্তরে রস স্বরূপ, ইনিই মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের হৃদয়ে চৈতন্যামৃত—ইনি জঙ্গম সকলের প্রাণে অমৃত স্বরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান—ইনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম—ইনিই পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গ এই লোকত্রয় রূপে বিরাজমান—ইনিই ভূঃ বা সৎ, ইনিই ভুবঃ বা চিৎ, ইনিই স্বঃ বা আনন্দ—ইনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম সত্য—ইনি আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া সদা বর্ত্তমান—ইনিই ধ্যানের বস্তু। ধ্যান ভিন্ন সংসার সাগর অতিক্রম করা যায় না। মনের কোলাহল চ'ক্ষে চক্ষু স্থাপনে ক্ষণকালেই মিটিয়া যায় আবার জ্ঞানে মগ্ন হইলে চিরতরে শান্ত হইয়া যায়।

এই উপাসনা সীমাশূন্য পরমাত্মারই উপাসনা। আমিই ইনি এই ধ্যানের জন্য ইঁহার অকার মূর্ত্তি যে ব্রহ্মা—উকার মূর্ত্তি যে বিষ্ণু এবং মকার মুর্ত্তি যে শিব—এই সমস্ত মূর্ত্তি শরীরের পৃথক পৃথক স্থানে—দিবা ভাগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে—ধ্যান করিয়া—এই চৈতন্য ঘন—এই আনন্দ ঘন মূর্ত্তিই যে সর্ব্বব্যাপী ইহার চিন্তা করিতে হয়। পূরক প্রণায়ামে ভিতরেও এই সীমাশূন্য চৈতন্য ভাবনা করিতে হয় পরে রেচক প্রাণায়ামে ইনি আবার বাহিরেও সীমাশূন্য—এই বস্তু আমার দেহে যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য তাহাই ভাবনা করিতে হয়।

প্রাণায়ামে এই গায়ত্রী দেবীর—এই মায়ের উপাসনা করিয়া পুনরায় জপাদি দ্বারা ইঁহার উপাসনা করিতে হয়।

প্রাণায়ামে গায়ত্রী উপাসনার আদিতে, অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ হইবার জন্য যেমন আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, মার্জ্জন, অঘমর্ষণাদি করিতে হয় সেইরূপ জপে এই মাতার উপাসনাতে অন্তরে বাহিরে পবিত্র হইবার জন্য—অন্তর বাহির শুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য বিশেষভাবে অঘমর্ষণাদি করিতে হয়। এই জন্য আচমন, মার্জ্জন, অঘমর্ষণাদি—দুইবার করিবার বিধি আছে। জলদেহে পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা এবং প্রার্থনা দ্বারা দেহ ও মনকে নির্ম্মল ভাবান

(৩) সমস্ত সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল তখন প্রাণায়াম দ্বারা গায়ত্রীর প্রথম উপাসনা চলিল।

সকল কথা খুলিয়া লেখা যায় না—সাধনা করিতে করিতে মাই কৃপা করাইয়া মনে উদিত করিয়া দেন—তবে কৃপা কর কৃপা কর বলিয়া লাগিয়া থাকিতে হয়। "হরি সে লাগি রহরে ভাই—তেরে বনত্ বনত বনি যাই—তেরে ঘসর মসর মিটি যাই"—লাগিয়া থাক—আপনিই বুঝিবে—ঘসর ঘসর মিটিয়া যায় কিনা। সংক্ষেপে এখানে দুই চারি কথা বলা যাইতেছে।

তাঁহার সম্মুখে বসাই যখন উপাসনা—তখন আসনে বসিয়া তাঁহার বিঘ্ন বিনাশন শক্তিকে ভাল করিয়া প্রণাম করা সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য। বিঘ্নও শত শত মূর্ত্তিতে নিত্য দেখা দিতেছে। পুণ্য মুহূর্ত্তে সামান্য আচরণেও মানুষ সদ্গতি লাভ করে। এই পুণ্যমুহূর্ত্তও মানুষ পায় না। পঞ্জিকা বিভ্রাটে যথা সময়ে কোন মাঙ্গলিক কার্য্যই বুঝি আর হয় না। তথাপি তাঁহার কৃপায় উপরে আশা রাখিতে হয়—যাহাদের কোন গতি নাই—যাহারা শুচি অশুচি বিচার করে না—যাহারা খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না—তাহারাও যদি বিশ্বাস রাখিয়া শরণাপন্ন হয় তথাপি মা এমন করুণাময়ী যে তিনি নিতান্ত অগতিরও গতিনির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন, ধীরে ধীরে আবার খাদ্যাখাদ্য বিচার করাইয়া লয়েন, আবার শুচি অশুচি ধরান—অনেকের জীবনে যে ইহা ঘটিয়াছে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

তাই বলিতেছি মায়ের বিঘ্ন বিনাশন শক্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কার্য্য আরম্ভ করাই ভাল। একটি শ্লোক না হয় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে ?

নমামি দেবং করুণাকরং তং
বিনায়কং বিঘ্নগণং হরন্তম্।
গৌরীসুতং গৌররুচিং গজাস্যং
বৃন্দারকৈ র্বর্ণিত চারুলাস্যম্॥

এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া পরে গায়ত্রীর উপাসনা।

যে আমি-চৈতন্য দেহমধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া দেহব্যাপী হইয়া আছেন—যেন ক্ষুদ্র হইয়া আছেন সেই আমি-চৈতন্যকে প্রাণায়ামে গায়ত্রী উপাসনা দ্বারা ইনিই যে পরমাত্মা—পরম চৈতন্য ইনিই যে সর্ব্বব্যাপী ইহা ভাবনা করিতে হয়।

আছে কিনা ? মানুষ এই আছে—বেশ খেলিতেছে বেড়াইতেছে সব করিতেছে পরমুহূর্ত্তেই রোগে ধরিল আর দেখিতে দেখিতে অশেষ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ভালবাসার বস্তু মরিয়া গেল ?

কত লোকের ত ইহা দেখিলে—এখন তোমার জীবনের বিশ্বাস কতটুকু আছে তাই বল ? জীবের নিরন্তর দুঃখ দেখিয়াও কি মনে হইবে না অমঙ্গলের মধ্যেই পড়িয়া আছ ? অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমাজ জাতি—সকলের অমঙ্গল দেখিয়া—নিজের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক বিপদ দেখিয়া প্রাণকে কাতর করিয়া তন্নিবারণের জন্য কি চেষ্টা হইবে না ? একটা মশক কামড়াইলে তাহাকে ত তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দিয়া তবে সুস্থ হও—আর ভিতরে বাহিরে, দেহে মনে নিরন্তর কত মশক বৃশ্চিক দংশন করিতেছে তজ্জন্য বল না কাহার সাহায্য লইবে ? যে মাতা জলের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়াছেন—যে মাতা মরুদেশস্থ জলের মধ্যে, যিনি জলময় দেশের জলের মধ্যে, যিনি সমুদ্রস্থ জলের মধ্যে, যিনি কূপস্থ জলের মধ্য দিয়া—সর্ব্বপ্রকার জলরাশিকে মঙ্গলময় করিতেছেন সেই করুণাময়ী চৈতন্যময়ীকে ভাবিয়া ভাবিয়া প্রার্থনা কর মা আমাদের মঙ্গল কর। স্থূল শরীরের ময়লা মাটী ধুইতে জলের যেমন আবশ্যক আবার মনের ময়লা ধুইতেও জলময়ী মায়ের করুণার সেইরূপ আবশ্যক। স্থূলে মাকে মরুদেশের, জলময় দেশের, সমুদ্রের এবং কূপের জলে যেমন অভিব্যক্ত দেখিতে বলা হইয়াছে আবার সূক্ষ্মে নির্গুণ, সগুণ, বিশ্বরূপ, আত্মা—তিনি যে সমকালে সেই ভাবনাও ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। জলরূপিণী জগজ্জননী বড় সুখ প্রদান করেন, সুখ দেওয়াই তাঁহায় স্বভাব সেইজন্য আমাদের সমস্ত পাপ ধৌত করিয়া দিবার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা।

এই ভাবে নিজের ও সকলের পাপ দেখিয়া প্রাণকে কাতর করিয়া যাতনা নিবারণের জন্য মাতার স্মরণ করিতে হয়, মাতার কাছে প্রার্থনা করিতে হয় আবার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ঐহিকের জন্য অন্নাদি এবং শেষের জন্য রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন—এই সমস্ত করিতে হয়।

(২) প্রার্থনার পরেই পরম সত্য পরমাত্ম তত্ত্ব হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি ফুটাইলেন কিরূপে তাহার চিন্তা করিতে হয়। এই সৃষ্টি চিন্তায় মন বিষয় চিন্তা ছাড়িয়া ঈশ্বর চিন্তা লইয়া থাকিতে সমর্থ হয় বলিয়া ইহাতে চিত্ত আরও শুদ্ধ হয়। এই জন্য অঘমর্ষণ।

আমি রূপে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই সন্ধ্যা করা। ধ্যানের এই অর্থ হইতেছে নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যানকে সহজ করিবার জন্য সাধনা হইতেছে মূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বব্যাপীর উপাসনা।

পরমাত্মাই একমাত্র পাইবার বস্তু। সন্ধ্যাতে যে গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হয় সেই গায়ত্রীই পরমাত্মা। গায়ত্রী শক্তি হইলেও শক্তি ও শক্তিমান্ এক বলিয়া পরমাত্মার সহিত গায়ত্রী অভিন্ন।

সন্ধ্যাতে গায়ত্রী দুই প্রকারে উপস্যা। (১) প্রাণায়াম দ্বারা তিনি উপাস্যা (২) জপের দ্বারাও তিনি উপাস্যা। মার্জ্জণ অঘমর্ষণাদি মন্ত্রদ্বারা সাধক আপনাকে পবিত্র করিয়া লইয়া পরে উপাসনার জন্য প্রাণায়াম করিবেন বা জপ করিবেন—অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও পবিত্র না হইলে মায়ের ডাকাতে কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না। শুধু মন্ত্র জপে মনের যে অবস্থা হয় তাহাতে স্থায়ী ভাবে কিছুই লাভ হয় না।

হরি হইয়া হরি ভজন চিন্তায় দেখান হইয়াছে হরি বা অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন বলিয়া অসত্য বস্তুই সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে—সকল অসত্য বস্তুর মধ্য দিয়া সেই সত্য বস্তুই অভিব্যক্ত হইতেছেন। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি" পরম সত্য পর ব্রহ্ম এমনই বস্তু যিনি আপন মহিমায় আপন প্রভাবে মায়া বা মিথ্যার সমস্ত ইন্দ্রজাল নিরস্ত করিয়া মায়ার মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হয়েন। কাজেই তুমি যদি সেই পরম সত্য বস্তুকে গুরু ও শাস্ত্রমুখে পরোক্ষ ভাবেও জানিতে পার তবে তোমার ঐ জ্ঞানের ও প্রভাব এইরূপ হইবে যে তদ্দ্বারা মায়ার কুহকও কিছু নিরস্ত হইবেই এবং পরোক্ষ ভাবেই সেই পরম সত্য বস্তু লইয়া তুমি থাকিতে পারিবে। আর জ্ঞানের গল্প না করিয়া যদি জ্ঞানের অনুভবের জন্য তপস্যা কর তবে মায়ার কুহক নিরস্ত করিয়া তুমি পরম সত্য স্বরূপ আপন স্বরূপে চিরতরে স্থিতি লাভ করিবে।

গায়ত্রীর ধ্যান পূর্ব্বক নিদিধ্যাসনের জন্যই প্রথমে আচমনে দেহস্থ দেবতাগণকে স্পর্শ করিয়া আপনাকে পবিত্র ভাবনা করিয়া বিষ্ণু বা বেশনশীল অধিষ্ঠান চৈতন্যের স্মরণ করিতে হয়। তাহার পরে জলের মধ্য হইতে অভিব্যক্ত যে চৈতন্য সেই চৈতন্যরূপিণী গায়ত্রী মাতার নিকটে প্রথমেই প্রার্থনা করিতে হয়—মা আমাদের মঙ্গল কর। অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া যিনি প্রাণের জ্বালা অনুভব না করেন তিনি কি মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল হয়েন? পিপাসা যাহার হয় নাই সে জলের জন্য ব্যাকুল হইবে কেন? বলনা—সংসারে সর্ব্বদা অমঙ্গল লাগিয়া

যাহাকে সম্যক ধ্যান করাই সন্ধ্যা—হরি হইয়া হরি ভজনে যে ভাবনার কথা উল্লেখ মাত্র করা হইল সেই ভাবনা—অথবা তাহা অপেক্ষা যদি ঈশ্বর ভাবনা ভাল করিয়া করিতে পার তাহা নিত্য কর্ম্মে বসিবার প্রথম কর্ম্ম করিয়া লও।

ইহার পরে সন্ধ্যায় কাহার ভাবনা করিতে হয় তাহাও অগ্রে ভাবিয়া লও—পরে সন্ধ্যায় বসিও—নিশ্চয়ই রস পাইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা এই সন্ধ্যাতে আছে। করিয়া দেখ—প্রথমে যাহা নীরস বোধ হইতেছিল তাহাই মায়ের কৃপায়—মায়ের করুণা দৃষ্টিতে বড় সরস হইয়া যাইবে। এখানে আরও কিছু লক্ষ্য কর। প্রথমে যদি সন্ধ্যার ভাবনা না কর তবে সন্ধ্যা শুধু মন্ত্র পাঠ মাত্রই হয়। যেমন মানস পূজা না করিয়া ফুল চন্দন দিয়া বাহ্য পূজা মাত্র করিলে ঠিক ঠিক পূজা করা হয় না সেইরূপ সন্ধ্যায় ভাবনা অগ্রে না করিয়া সন্ধ্যা করিলে সন্ধ্যা ঠিক ঠিক করা হয় না।

সন্ধ্যায় স্থূল ভাবে কিসের ভাবনা করিতে হয়—স্থূলের ভিতরে আরও অনেক সূক্ষ্ম—পরম কল্যাণকর—ভাব রহিয়াছে—কাতর হইয়া সন্ধ্যা করিবার সময় যদি প্রার্থনা কর—মা আমি বড় নিরাশ্রয়—তোমার আজ্ঞা বলিয়া করিতেছি—মা তুমিই আমাকে একটু বুঝাইয়া দাও—এই ভাবে কাঙ্গাল হইয়া সন্ধ্যা কর বুঝিবে কাঙ্গাল খোঁজা তাঁহার স্বভাব—দীন দেখিলে সে দীনবন্ধু হয়—তোমার ভয় নাই, শুধু প্রাণটাকে কাঙ্গাল করিয়া কৃপা কর, কৃপা কর বলিয়া করিয়া যাও আপনিই সেই করুণাময়ীর করুণা বুঝিবে—মাই বুঝাইয়া দিবেন—নূতন করিয়া আরম্ভ করিলেও তাঁহার করুণা হইতে তুমি আমি কখন বঞ্চিত হইব না।

সন্ধ্যাতে কি করিতে হয় তাহা বলিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা না করিলে কি হয় এবং সন্ধ্যা করিলেই বা কি হয়—এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

কোন প্রকার সন্ধ্যার পুস্তকে বিশেষতঃ শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিক কৃত্যে এ সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে পাইবে—এক্ষণে সন্ধ্যায় করণীয় যাহা তাহা শ্রবণ কর। অতি সংক্ষেপে সন্ধ্যার প্রধান কার্য্য সমস্ত উল্লেখ করিয়া আমরা শেষে সন্ধ্যার ভাব ধারণা করিবার জন্য কিছু বিস্তারিত ভাবে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতেছি।

সম্যকরূপে ধ্যান করাই সন্ধ্যার মুখ্য কথা। ধ্যানের বস্তুটিই একমাত্র সত্য বস্তু—ইহাই প্রত্যক্ষীভূত সকল বস্তুরই স্বরূপ—যিনি সন্ধ্যা করিতেছেন তাঁহারও স্বরূপ, যিনি সন্ধ্যা করেন না তাঁহারও স্বরূপ। এই ধ্যানের বস্তুটিকে

করিবে সন্ধ্যা—হইবে ব্রাহ্মণ ?

ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি—পৈত্রিক সম্পত্তি—ইহা হারাইবে কেন? সবত করিয়াছ—এইটিই ছাড়িয়াছ। ছাড়িয়াছ কুসঙ্গে পড়িয়া। যাহারা ছাড়িতেছে তাহারা অতি ক্ষুদ্র মানুষ - আর যাঁহারা করিতে বলিতেছেন তাঁহারা তোমার দেশের প্রাণ—তোমার আপনার হইতেও আপনার—তোমার যথার্থ মঙ্গল কিসে হয় তাহা তাঁহারাই জানেন—মনের গোলামী করিয়াও যাঁহারা বলেন মন যাহা করিতে চায় না তাহা করিব না—মন যাহা চায় তাহাই মনকে দাও—এই সকল মুলঘাতকর কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিজেরা নিজের শত্রু, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে—মিত্র সাজিয়া তোমারও শত্রু। এই সব চারুবাক্যবাদী মানুষের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কোন ফল নাই কারণ ইহারা দলে পুরু—তুমি কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া—সকল প্রকার হিংসা দ্বেষ ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম পালনে চেষ্টা কর—দেখিবে তোমার পৃষ্ঠভাগে দাঁড়াইয়াছেন সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা।

সাপের মন্ত্র মত সন্ধ্যা আওড়াইলে কি হইবে? এইত তুমি বল। যদি কাতর প্রাণে বল—মা শত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি—তোমার আদেশ পালন করিতে চেষ্টা না করিয়া পাপ করিয়া ফেলিয়াছি—যা তা খাইয়া—যা তা ব্যবহার করিয়া মলিন হইয়া গিয়াছি—আমার এই মলিনতা ধুইয়া পুছিয়া দিতে, আমাকে নির্ম্মল করিতে আর কে আছে মা? তুমি ভিন্ন আমার জীবনে-মরণে সাথী হইবে কে মা? সব ক্ষমা করিয়া আমাকে আবার আশ্রয় দিতে আর আমার কে আছে মা? মা আমি তোমারই—আবার তোমার আশ্রয়ে আসিয়া—তোমার আজ্ঞা পালনে আবার আমি যত্ন করিব—তোমার আজ্ঞা-পালন রূপ তোমার প্রিয় কার্য্য আবার করিব—মা তুমি আর কি আমায় উপেক্ষা করিবে? "ন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্" মাতা কখন পুত্র কন্যাকে উপেক্ষা করেন না—এ যে বড় সত্য কথা। এখন হইতে আমি যাহা কিছু করিব, যাহা কিছু বলিব, যাহা কিছু ভাবিব—সমস্তই তোমার চরণে সমর্পণ করিতে চাই। এই আমার ব্রত হউক।

এই ভাবে মনটাকে কাতর করিয়া—যাহার জন্য সন্ধ্যা করিতে হয়—

যদি তাহাও না পার একটা ব্রত গ্রহণ কর—এই ব্রত হইতেছে—যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু বলিবে আর যাহা কিছু ভাবিবে সব হরি চরণে সমর্পণ করিয়া কর। স্মরণ রাখিলেই ইহা হয়। তার পরে হরি হইয়া হরি ভজন—ভাবনা কর।

বুঝিলে হরি হইয়া হরি ভজন করিতে পারিলে মনের অশান্তি দূর হয় কিরূপে ? তাই না বলা হইয়াছে, "অবিষ্ণুঃ পূজয়েৎ বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ।" "শিবোভূত্বা শিবং যজেৎ বা শিবাং যজেৎ" বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণু পূজা করিলে পূজার ফললাভ হয় না আর শিব হইয়া শিব পূজা না করিলে বা শিবার পূজা না করিলে—কোন পূজাই হয় না। হরি হইয়া হরি ভজন না করিলে হরি ভজন হয় না। বুঝিতেছ—হরি ভাবনায় তোমার ছোট আমি কে হরি ভাবে ভাবিত করিতে হইবে আবার ভিতরের হরিকে বিশাল আকাশের ক্রোড়ী-ভূত শৈল সাগর বনভূমি জড়িত—সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত—সর্ব্ব পশুপক্ষী জীব জন্তু পরিপূরিত এই সম্মুখে দণ্ডায়মান বিশ্বমূর্ত্তি ধরিয়া হরি তোমার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন ভাবনা করিয়া ছোট আমি রূপ হরিই বড় আমি রূপ হরির ভজনা করিতেছেন—ইহা মনে রাখিয়া হরি হরি কর—সর্ব্বদা নাম জপ কর, মনের অশান্তি আর থাকিবে না। মন ও হরি হইয়া যাইবে—আপনাকে আপনি পূর্ণভাবে দেখিয়া ভরিত হইয়া যাইবে। তখন বুঝিবে "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন আর আমাতে সব দেখেন তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য থাকি না—আমার কাছেও তিনি অদৃশ্য থাকেন না। কেমন ? তুমি আপনি নাচ আপনি হাঁস আপনি দাও মা করতালী—এই স্বভাব ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মক্রীড় হইয়া যাও—মনের অশান্তি আবার কোথায় ?

হইয়া রামচরিতমানস লিখিয়া সর্ব্বপূজ্য হইয়া আছেন—কত কাল ধরিয়া কত লোককে উদ্ধার করিতেছেন চিরদিন করিবেন।

হরি কি, হরি কোথায় প্রথমে গুরু মুখে—শাস্ত্রমুখে শ্রবণ কর, তবে ত সর্ব্বদা হরি হরি জপ আসিবে। সকল প্রকার মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনা হইতেছে হরি আমার সঙ্গে আছেন ইহার নিরন্তর স্মরণ।

যিনি ভূর্ভুবস্বঃ এই পৃথিবী মণ্ডল, আকাশ মণ্ডল আর স্বর্গলোকের ভিতর দিয়া প্রকাশিত—যিনি ভিন্ন আকাশ দাঁড়াইতে পারে না, পৃথিবী প্রকাশ পায় না—সকলের মধ্যদিয়া যাঁহার প্রকাশ হইতেছে তিনিই শ্রীহরি। হরি না থাকিলে সবঁ অসত্য আর হরি আছেন বলিয়া সব সত্যমত। এই স্বপ্রকাশ বস্তুটি সকল উপাধি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। আবার পটে অঙ্কিত এই সুন্দর রূপে মানুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। এই ক্ষুদ্র মুর্ত্তিও যিনি, ঐ বিশ্বমূর্ত্তি ও তিনি। সমস্ত দৃশ্য বস্তু ক্রোড়ীভূত করিয়া সমন্তাৎ প্রসারিত আকাশ রূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত কে দেখনা কেন? এই ক্ষুদ্রই বৃহৎ আর ঐ বৃহৎই ক্ষুদ্র। তোমার দেহ, দেহস্থ বীজাণুর কাছে বিরাট্। তোমার রক্ত মধ্যে যে সমস্ত কীটাণু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের যদি দিব্যচক্ষু দাও তবে তাহারা কি দেখিবে? দেখিবে এক বিরাট্ পুরুষের ভিতরে তাহারা চলিতেছে ফিরিতেছে। সেইরূপ তোমার জ্ঞানচক্ষু যদি কখন উন্মীলিত হয় তবে দেখিবে বিরাট্ পুরুষ শ্রীহরির পাদদেশে তুমি চলিতেছ ফিরিতেছ খেলিতেছ বিশ্রাম করিতেছ—তুমি এই বিরাট্ শ্রীহরি ভিন্ন কোথাও সংসার করিতে পার না।

তোমার ঐ ধ্যানের ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে যখন ঐ সম্মুখে দণ্ডায়মান আকাশ ক্রোড়ীভূত বিশ্বরূপে ভাবনা কর আবার ঐ বিরাট্ বিশ্বরূপকে ঐ সম্মুখে দণ্ডায়মান ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে ধ্যান করিতে পার—শেষে যখন যে চিৎ তোমার মধ্যে আসিয়া ভাসিয়াছেন মনে হইতেছে, যে চিৎ সূর্য্য অগ্নি—সকল দেবতা, সকল মানুষ সকল জগৎ ভাসাইতেছেন সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে এই তোমার ক্ষুদ্র অঙ্গব্যাপী চৈতন্যই বিরাজমান্—এই ভাব যখন ধারণা করিতে পারিবে—সব দেখিয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হরি মাত্রই যখন থাকিবেন—তুমিও থাকিবেনা কোন কিছুই দৃশ্য থাকিবেনা—সব হরি হইয়া যাইবে তখন বল, মন আর থাকিবে কোথায়? আর অশান্তই বা হইবে কে? সব শান্ত হইয়া গিয়াছে আর অশান্তি কোথায় পলাইয়াছে। এই সব ভাবিতে পারিলে ত ভাল হইবেই

কাহার হয় ?

কি হয় ?

মনের শান্তি। শান্তি পাইলেই সব হয়। মনের শান্তি ভিন্ন সুখ নাই। সুখই সবাই চায়। আর অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ? অশান্তের সুখ কোথায় ?

হুজুগে দৌড় ধাপ—প্রচ্ছন্ন দুঃখ।

কাহার হইয়াছে সন্ধান কর কিসে হইয়াছে ধরিতে পারিবে—পারিয়া তাহা নিজের মধ্যে প্রয়োগ কর—একদিন না—প্রতিদিন অভ্যাস করিতে থাক, যতদিন না হয় ততদিন কর—আপনিই বুঝিবে মনের শান্তি কি ? কাহার হইয়াছে ? কিসে হয় ?

হইয়াছে কাহার ?

দেবর্ষি নারদ পড়িতে আর বাকি কিছুই রাখেন নাই তথাপি হইল না, শেষে ভগবান্ সনৎ কুমারেরর নিকট উপদেশ পাইয়া তবে হইল। ভগবান্ ব্যাস জীবের উপকারের জন্য বেদ বিভাগ করিলেন, সমস্ত পুরাণ রচনা করিলেন, প্রত্যহ দুঃখী জীবের দুঃখ শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন তথাপি মনের শান্তি পাইলেন না, শেষে দেবর্ষি নারদের নিকট উপদেশ পাইলেন "প্রাদেশ" মাত্রে হইবেনা—হরি কথাতেই চিত্ত ভরিত কর হইবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হরি কথাই কহিব—প্রসঙ্গ ক্রমে অন্য কথা আসিলেও তাহা হরি কথায় ডুবিয়া যাইবে।

যতদিন না হরি কথায় ডুবিয়া যাইতে পার ততদিন হরির কৃপা ভিক্ষা করিয়া করিয়া নিত্য কর্ম্ম কর—ক্রমে চিত্ত যত নির্ম্মল হইতে থাকিবে ততই সর্ব্বদা জপে থাকিতে পারিবে শেষে যখন আর জপ ছাড়া যাইবেনা তখন শ্রীহরির যশঃ কীর্ত্তন কর।

শ্রীরত্নাকর ঋষি-কৃপায় "বাহং বিস্মৃতবানহং" হইয়া উল্টা নাম করিয়া মনকে ভরিত করিয়া রাম কীর্ত্তি বর্ণনা করিবার জন্য রামায়ণ লিখিলেন—আর জগৎ-পূজ্য মহর্ষি হইয়া জগতের পূজনীয় হইলেন।

এও ত সেকালের কথা। একালে গোস্বামী তুলসী—হরি কথায় ভরিত

নাচিতে নাচিতে বালিকা অতি মধুর স্বরে গাহিতেছে—

জাল বুনেছে মায়া
মায়া রে—মায়া
রাম ধুনীকে মায়া—মায়া রে মায়া
কভি ধূপ কভি ছায়া।
জাল বুনেছে মায়া
মায়া রে—মায়া ॥
সাথ সাথী মন চলনা—চলনা
জাল বুনেছে মায়া
মায়া রে—মায়া।
রামধুনীকে মায়া—কভি ধূপ কভি ছায়া
মায়া রে মায়া।
মন আসল ফাঁকিরে
সারা জগৎ
ছায়া বাজীর ছায়া
ছায়া রে—ছায়া ॥
জাল বুনেছে মায়া
মায়া রে—মায়া।
রামধুনীকে মায়া কভি ধূপ কভি ছায়া।
মায়া রে মায়া।

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর একক্ষণেই সুস্থ হইলেন—কি দেখিলেন—কি শুনিলেন—ধীর সমীরে নৃত্য দেখিতে দেখিতে—মায়া রে মায়া ছায়া রে ছায়া শুনিতে শুনিতে—সব ছাড়িয়া কোন্ অমৃতের হ্রদে ডুবিয়া গেলেন—কত ক্ষণ ছিলেন—তিনি জানেন না। যখন উঠিলেন তখন কেবল মনে হইতে লাগিল সব মায়ারে মায়া সব ছায়া রে ছায়া। এক মাত্র সত্য এই সৎ চিৎ আনন্দ ঘন—যথায় তথায় ভাসা নামী আর নাম।

সত্তা, চৈতন্য, সুখ—এই তিন প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভূত হয়। মৃত্তিকা পর্ব্বতাদি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তা মাত্র প্রকাশ পায়—সৎ মাত্র অনুভূত হয় কিন্তু ইহাতে চৈতন্য ও সুখ অনুভূত হয় না। ঘোর ও মূঢ় এই দুই বুদ্ধি বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য—এই দুইই অভিব্যক্ত হয় কিন্তু এই দুই বৃত্তিতে ব্রহ্মের আনন্দ প্রকাশিত হয় না। শান্তবৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও সুখ বা আনন্দ এই তিনই প্রকাশ পায়। ইহাই মিশ্র ব্রহ্ম জ্ঞান।

ব্রহ্মের ধ্যান ভিন্ন সংসার সাগর পার হওয়া যায় না। কাষ্ঠ শিলাদিতে নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ব্রহ্মের সত্তা মাত্র ভাবনা করিতে হয়। ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের চৈতন্য মাত্রের ভাবনা করিতে হয় আর শান্ত বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য, ও সুখ এই তিন প্রকার ধ্যান করিতে হয়।

যাহারা মন্দ অধিকারী তাহারা ব্রহ্মের সত্তা—অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন এই ধ্যান করেন; মধ্যম অধিকারী ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য ধ্যান করিবেন কিন্তু উত্তম অধিকারী ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ এই তিনই ধ্যান করেন।

মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানের অধিকারী নহে ইহাদের মিশ্রধ্যান করা উৎকৃষ্ট কল্প।

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর নানা উপায় করিয়াও সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। তখন বড় কাতর হইয়া সব ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন আর আমার কেহই নাই—আমি বড় নিরাশ্রয়—আহা! কোথায় তুমি কৃপা কর—কৃপা কর। আমি যে তোমারই পদতলে। আমি যে তোমার এই আকাশ ক্রোড়ীভূত সকানন সশৈল সসাগর এই জগদাকার যে তুমি, তোমারই পদতলে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি—অহো! সর্ব্বত্রই যে তুমি আর তোমার মধ্যেই যে আমি।

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর চক্ষু বুঝিয়া ভাবিতেছেন—কখনও কখনও চক্ষের জল মুছিতেছেন।

অকস্মাৎ চক্ষু চাহিলেন দেখিলেন একটি বালিকা ধীরে ধীরে পূজার গৃহে আসিয়া নাচিতে নাচিতে সম্মুখে আসিতেছে আবার ধীরে ধীরে নাচিতে নাচিতে পশ্চাতে হটিতেছে। আহা! কি সুন্দর মনোহর ভঙ্গীতে বালিকা নাচিতেছে।

যে যেমন তার উত্থান সঙ্কেত।

সাগর সর্ব্বদাই চঞ্চল—আজ আবার বাত্যাবিক্ষুব্ধ—সাগর আজ পাগল।

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর—সকলের কাছে ভয়ঙ্কর। কিন্তু আজ নিজের কাছে ইহাঁর মন ঐ বাত্যাবিক্ষুব্ধ অতি চঞ্চল সাগরের মত পাগল।

ভয়ঙ্কর মহাশয় এক এক সময়ে এক এক ভাবে উন্মত্ত থাকেন। সর্ব্বদা একটি বস্তু ধরিয়া থাকিলেও শত শত প্রবাহে সেই এক বস্তুকে নানারূপে দেখিয়া ভয়ঙ্কর মহাশয় থাকেন ভাল।

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং" সত্যই ত অবলম্বন না থাকিলে শূন্যে শূন্যে ধ্যান পূজার পরিবর্ত্তে একটু প্রার্থনা মাত্র চলে। প্রার্থনাও ত সব দিন সরস হয় না। সরস হইলেও দেখার সাধ, কথা কওয়ার সাধ, কথা শুনার সাধ, সাজাইবার সাধ, সেবার সাধ—এ সব মিটেনা বলিয়া হৃদয় যেন তৃপ্তিতে ভরিয়া যায় না। শূন্যে শূন্যে হৃদয় জুড়ায় না। এক তরফা কথায় ঠিক যেমনটি হইলে হয় তেমনটি হয় না।

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর অবলম্বন করিয়াছেন মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিকে তিনি কিন্তু আনন্দ ঘন, জ্ঞান ঘন, নিত্য বলিয়াই উপাসনা করেন। করকা যেমন জলঘন, আবার তরল হইলেই জল সেইরূপ শিরসি পদ নথাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসার এই মূর্ত্তিই ঘনতা ছাড়িয়া বিশ্বরূপ—সর্ব্বব্যাপী—নির্গুণ, আত্মা, সমকালে। এই ভগবান্ সবার সঙ্গে—সর্ব্বদা। এই ভাবে ভাবনা করিলে নাম জপে সর্ব্বদা আনন্দ আসিবেই। মূলে যদি ভাবনা না থাকে তবে পূজা হয়ই না। মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা ময়নাপাখীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলা মাত্র। আর মূর্ত্তি যদি জ্ঞান-ঘন, আনন্দ-ঘন না হয় তবে শুধু তুমি আছ এই বিশ্বাসে সব রস উঠে না। সান্দ্রানন্দ মূর্ত্তি—বিশ্বাস করিয়া লইলেইত আনন্দ অনুভবে আসে না, সেইজন্য কৃপা কর কৃপা কর বলিয়া বলিয়া জপ করাই মঙ্গল।

সত্তা চিতি সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণ স্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতর দ্বয়ম্॥
সত্তাচিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যো র্ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতম্॥

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে!

২৬ বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

মার্গশীর্ষে।

অলস কেন রে হতাশ কেন
একবারে কিরে পায় সবাই।
যা ধরেছ তায় সদা থাক লেগে
পাবেই পাবে তায় সন্দেহ নাই॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ, জয় পরাজয়
হিসাব করিলে যাওয়া ত হবেনা।
যা আসে আসুক শুধু মুখ চেয়ে
সে ব'লেচে ব'লে করেই চলনা॥
লোকের কথায় দৈন্য বাড়াবে
একনিষ্ঠা যাবে ভেঙ্গে।
নূতন ধরিবে পুরাতন হবে
সাথের সাথী কেহ রবেনা সঙ্গে॥
একে লেগে থেকে মরাও ভাল
বহু লওয়া শুধু বিড়ম্বনা।
একে যার রতি সেই তার প্রিয়
এক ছেড়ে আন্ সে ভাল বাসে না॥

শ্রীআমি,

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন "উৎসব" অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব' ২৲ স্থলে ১৲। ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৲ স্থলে ২৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

২৬শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সাল। [৮ম



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

কোন শাস্ত্রেই নাই। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে বিদ্মহেও হয় না—ধীমহিও হয় না বলিয়া কাতর ভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতে হয় "তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ" সেই জ্ঞান বিষয়ে ও ধ্যান বিষয়ে আমি অসমর্থ বলিয়া মা তুমি আমাদিগকে—তোমার পাপী তাপী সন্তান সন্ততি সকলকে কৃপা করিয়া তোমার কাছে লইয়া চল। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সন্ধ্যা করিতে চেষ্টা করিতে হয়। ভাবনা সকল শাস্ত্রমুখে ও গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া সৎসঙ্গে এই রূপ আলোচনা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া শুনিয়া যথা সময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদির চেষ্টা করিলে মাই সমস্ত ভাব আনিয়া দিবেন। ক্রমে সন্ধ্যার ভাবনায় মায়ের কৃপায় ভাব স্ফুরিত হইবেই। ইহা যে নিশ্চয়ই হয় এ বিষয়ে "জামিন রঁহু তুলসী দাস।"

ব্যথার অর্ঘ্য।

আজি প্রভাতে উঠিয়া ঘুম মোরে
শুনি কেগো যেন ডাকে মোরে
হঠাৎ আজিকে খুলিল মনের দ্বার।
কোথা হতে আসে পরিচিত সুর
বুঝিবারে নারি সেযে কতদূর
মদিরা মাতল দুটি চোখে কি বাহার॥
দিবা অবসানের সাথে নাম্‌লো আঁধার অন্তরেতে
বর্ষা দিনের মেঘের মতন যে
সেই আঁধারের সাথে সাথে বাঁধা সুরের বীণা হাতে
ঝঙ্কারেতে ভরিয়ে দিলে মম হৃদয় কে
ওগো তোমায় চিনি নাকো কি নাম ধর কোথায় থাকো
তবুও সে মুখটি তোমার চেনা চেনা লাগে
কাছে কভু পাইনি তোমায় ছুঁতে গেলে শঙ্কা যে হয়
দিবস রাতি ছবি তোমার হৃদয়েতে জাগে।

শ্রীমতী রমারাণী দেবী

৺ ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী।

'জীবন্মুক্ত' শব্দের অর্থ।

জিজ্ঞাসু রমা—দাদা! 'জীবন্মুক্ত' শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—ভৃগুদেব আমাকে জীবন্মুক্ত বলিয়াছেন বলিয়াই তোমার গোল বাঁধিয়াছে, আমি গৃহস্থ, তথাপি ভৃগুদেব আমাকে জীবন্মুক্ত বলিয়াছেন কেন, তুমি ত ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?

জি রমা—আপনি জীবন্মুক্ত কিনা তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই, তবে আপনার জীবন যে সাধারণ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর জীবন হইতে অনেকতঃ পৃথক্, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। গৃহে থাকিলেও আপনি যে গৃহে থাকেন না, গৃহে থাকিলেও আপনি যে, নিরন্তর অন্যত্র থাকেন, তাহা আমিও বুঝিতে পারি।

বক্তা—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যথার্থ জীবন্মুক্ত—নিত্যজীবন্মুক্ত, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই আবার নিত্যবিদেহমুক্ত। কালান্তরে আমি তোমাকে যথাপ্রাণ, যথাজ্ঞান আমার নিত্যজীবন্মুক্ত শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিব। জীবন্মুক্ত না হইলে কাহারও অন্যকে উপদেশ দিবার যথার্থ শক্তি হয়না, ইহা বেদ-শাস্ত্রোক্ত উপদেশ, ইহা যুক্তিসিদ্ধ কথা। ভগবান্ তাঁহার অদ্বিতীয় ভক্ত রুদ্রাবতার শ্রীহনুমান্‌কে বলিয়াছেন, "পুরুষের কর্তৃত্ব, সুখ-দুঃখাদি লক্ষণ চিত্তধর্ম্ম ক্লেশরূপত্ব বশতঃ বন্ধন। এই বন্ধনের—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী এই চিত্তধর্ম্মের নিরোধের নাম জীবন্মুক্তি ("পুরুষস্য কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব সুখদুঃখাদিলক্ষণ চিত্তধর্ম্মঃ ক্লেশরূপত্বাৎ বন্ধো ভবতি। তন্নিরোধনং জীবন্মুক্তঃ।"—মুক্তিকোপনিষৎ)। কর্ত্তৃত্বাদি-দুঃখনিবৃত্তিদ্বারা নিত্যানন্দপ্রাপ্তিই জীবন্মুক্তি বা সংন্যাসের প্রয়োজন। যাঁহার আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, যিনি যথার্থ সন্ন্যাসী, তিনিই জীবন্মুক্ত।

আমি যে পূর্ব্বজন্মে যতি ছিলাম, তাহা আমি বহু পূর্ব্বেই সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়া জানিয়াছিলাম, ভৃগুদেবের কথা শুনিয়া আমার এ সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে।

তত্ত্বানুসন্ধান নামক বেদান্তগ্রন্থানেও উক্ত হইয়াছে, শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন সাক্ষাৎকার বিদ্বৎসন্ন্যাসীর কর্তৃত্বাদি অখিল বন্ধপ্রতিভাসের নিবৃত্তির নাম জীবন্মুক্তি ("শ্রবণাদিভিরুৎপন্নসাক্ষাৎকারস্য বিদ্বৎসন্ন্যাসিনঃ কর্তৃত্বাদ্যখিলবন্ধ-প্রতিভাসনিবৃত্তির্জীবন্মুক্তিঃ।"—তত্ত্বানুসন্ধান)। সুষুপ্তিস্থ হইয়াও যিনি জাগিয়া থাকেন অর্থাৎ, সুষুপ্তি, নিদ্রা ও জাগ্রৎ এই তিন অবস্থাতেই যিনি পরমাত্মা হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করেন না, বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেও, যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়না (যে অবস্থাতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ জ্ঞানের উদয় হয়, তদবস্থাই প্রসিদ্ধ জাগ্রৎ অবস্থা), অতএব যাহার প্রসিদ্ধ জাগ্রদবস্থা নাই, যাহার বোধ (জ্ঞান) নির্ব্বাসন (বাসনাবিহীন), তিনি জীবন্মুক্ত ("যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে। যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥"—যোগবাশিষ্ঠ)।

জিঃ নন্দ—সত্যোক্তি যে কখন মিথ্যা বা বেদ-শাস্ত্রের বিসংবাদী হইতে পারে না, আপনার কৃপায় আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইল। ভৃগুদেব বহুবার বলিয়াছেন, আপনি জন্মান্তরে যোগী ও যতিমধ্যে শিরোমণি ছিলেন ("পূর্ব্ব-জন্মন্যয়ং যোগী যতিমধ্যে শিরোমণিঃ।"—ভৃগুসংহিতা)।

বক্তা—ত্রিকালদর্শী ভগবান্ ভৃগুদেব আমাকে 'যোগী', 'যতি' ও 'জীবন্মুক্ত' বলিয়াছেন কেন, তাহা বুঝান আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, স্বধর্ম্মপরায়ণ বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের 'গৃহস্থ' কাহাকে বলে, 'যতি', 'সন্ন্যাসী বা জীবন্মুক্ত' কাহাকে বলে, গৃহস্থ যোগী হইতে পারে কি না, ব্রাহ্মণের দুই নাম হওয়া বেদসম্মত এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য আমি তাই তোমাদের উপকারার্থ তোমাদিগকে এই সকল কথা শুনাইলাম।

জিঃ নন্দ—বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি গোত্র ও প্রবর কাহাকে বলে, তাহা অবগত আছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। নামকরণাদি সংস্কারসমূহের প্রয়োজন কি, নিশ্চয়পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে, অনেকেই তাহা জানেন না। বাবা! কপর্দ্দকের অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইলাম, ধন্য হইলাম।

বক্তা—তোমরা জানিতে চাহিয়াছিলে। 'নিত্যপিতৃদেব' এই পদের অর্থ কি, এবং আমি যাহাকে আমার নিত্যপিতৃদেব বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি, তিনি ও আমার শ্রীগুরুদেব অভিন্ন পুরুষ কিনা?

ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ হইতে আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি মহর্ষিশ্রেষ্ঠ ভৃগু ও অঙ্গিরা আমাদের নিত্য পিতৃদেব। গোপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন ঋগাদি বেদ সমূহ নিত্য ভৃগু ও অঙ্গিরার অনুগমন করেন, ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, ইহারা কদাচ বেদময় ভৃগু ও অঙ্গিরাকে ছাড়িয়া থাকেন না।* বেদ ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, বেদ ভিন্ন অন্য কেহ অজ্ঞানান্ধকারকে প্রোৎসারিত করিতে পারেন না, সাক্ষাৎকৃতনিখিল-বস্তুতত্ত্ব ঋষিদিগের জ্ঞান ও বেদপূর্ব্বক—আগমমূলক। কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম বেদই তাহার নিরূপক। অতএব বেদময়, বেদ যাহাদিগকে নিত্য অনুগমন করেন, সেই জগদ্গুরু ভৃগু ও অঙ্গিরাকেই আমি আমার নিত্য গুরুদেব বলিয়া নিত্য পূজা করিয়া থাকি। পরমকরুণাময় ভৃগুদেব কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অধম সন্তান, পূর্ব্বজন্মে আমি তাঁহার সমীপেই থাকিতাম, তাঁহার অনুগ্রহশক্তিই আমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি, তিনি ছাড়া বর্ত্তমান জন্মেও আমি কোন মনুষ্যদেহধারীর সকাশ হইতে বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারি নাই। করুণাসাগর আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন, আমার এই জন্মের শ্রীগুরুদেবও ভৃগুদেবের অংশাবতার। অতএব ভৃগুদেবই আমার নিত্য 'পিতৃদেব', ভৃগুদেবই আমার নিত্য 'গুরুদেব'।†

---

* "অন্তরৈতে ত্রয়োবেদা ভৃগূনঙ্গিরসোঽনুগাঃ।—গোপথব্রাহ্মণ, ১ম প্রপাঠক।

† শৃণু শুক্র পরং গুহ্যম্ দেবানাঞ্চ অগোচরম্॥
স্বপ্নপ্রত্যক্ষবৎ কাব্য তস্যোপরি গুরুকৃপা॥
উপনীতকুমারস্য দীক্ষাসন্নিহিতস্য চ।
স্বয়ং প্রাপ মহাবাহো গুরুস্তস্যান্তিকে কবে॥
মদংশাৎ রামসত্বাচ্চ দেবর্ষিবৎ সদানঘ।
সর্ব্ববিদ্যা তথা শক্তিঃ ব্রহ্মমন্ত্রপ্রভাবতঃ॥"—ভৃগুসংহিতা।

আকুল প্রার্থনা।

বিষাদের ঘন মেঘ ঘিরেছে হৃদয় মম।
নয়নের জল সব শুকায়েছে মরু সম॥
তবুও আলোর আশা করি আমি নিশিদিন।
আলেয়া না হয় যেন কভু তার আলোহীন॥
ব্যথাহারী নাম তব শুনিতে পাই যে আমি।
মোর ব্যথা কতদিনে আসিয়ে নাশিবে তুমি॥
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি বড় আশা করি।
সেই আশা পূর্ণ মোর করিও শ্রীহরি॥
প্রস্ফুটিত ফুল সম ছিল যে গো এ হৃদয়।
কি জানি সহসা কেন ঝরিয়া পড়িল হায়॥
জল ঝড় কিছু নাহি ছিলগো তখন।
নিদাঘের তপ্তশ্বাস নাহি করে বরিষণ॥
অকস্মাৎ পাতা খসি পড়িল মাটির পরে।
সে প্রস্ফুট ফুল আর কভু কি পাইব ফিরে?
জানিনা কবে গো আর বিষাদিত হৃদি মম।
ফুটিবে আবার পুন ফুল্ল কুসুমের সম॥
সুবাসে ভরিয়া যে গো আবার উঠিবে হাঁসি।
অন্ধকারে আলো পুন জ্বলিবে তামস নাশি॥

শ্রীমতী রমারাণী দেবী



গায়ত্রী তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহু র্মনো মতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥" কেনোপনিষৎ।১।৫।

"মন নিজ শক্তিতে মননকার্য্যে অসমর্থ, যে শক্তিতে মন মননকার্য্যে সমর্থ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া অবগত হও।" এই উপনিষৎ ৩য় খণ্ডে এই শক্তির পরিচয় দিতেছেন, ইনি—

'বহু শোভমানা উমা হৈমবতী।" কেনোপনিষৎ।৩।১২।

তাই আমি আর্ত্তকণ্ঠে এই মাকেই ডাকিতেছি—"দেবি!"
দ্যোতন শীলে! মাতঃ।
হও আবির্ভূত।

'দেবি!' দ্যুস্থানবিহারিণি! অপারসংসার পরপারবিরাজিতে! মাতঃ! আবির্ভূতা হও।

মাতঃ! "ত্রক্ষরে"! অকার উকার মকার রূপ ওঁকার প্রতিপাদ্য-পরাপরব্রহ্মরূপিণি! ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব শক্তি ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণীরূপ ধারিণি! কূটস্থ উদাসীন পরম চৈতন্যরূপিণি। আবির্ভূতা হও। তুমি আগমন কর মা!

আমার সকল বাসনা পূর্ণ হইবে। তাই মহর্ষি গৌতম তোমাকে স্তবন পূর্ব্বক ভক্তি ভরে প্রণতি করিতেছেন—

"নমো দেবি! মহাবিদ্যে! বেদমাতঃ পরাৎপরে।
ব্যাহৃত্যাদি মহামন্ত্র রূপে! প্রণবরূপিণি!
স্বাহা স্বধা স্বরূপে! ত্বাং নমামি সকলার্থদাম্।
ভক্ত কল্পলতাং দেবীম্……………
সর্ব্ববেদান্ত সংবেদ্যাং সূর্য্যমণ্ডল বাসিনীম্।"

মহর্ষি গৌতমকৃত গায়ত্রীস্তব।

মা! তুমি আসিলে ভক্তের সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, কারণ তুমি যে মা "ভক্ত কল্পলতা।" তাই মা! আমি ডাকিতেছি "ত্র্যক্ষরে"! ওঁকার প্রতিপাদ্য পরাপর ব্রহ্মরূপিণি। মাতঃ। আবির্ভূতা হও।

মা! তুমি যে "ব্রহ্মবাদিনী" ইহা স্বমুখেই প্রকাশ করিয়াছ।

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি"। দেবী সূক্ত মন্ত্র ৫।

"অহমেব স্বয়মেবেদং বস্তু ব্রহ্মাত্মকং বদামি উপদিশামি"।

সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য।

মা বলিতেছেন হে "শ্রুত"! "শ্রুধি" তুমি শোন আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্ম বস্তু বলিতেছি শ্রদ্ধিবং তে বদামি। মাতা স্বয়ং ব্রহ্মরূপা হইলেও ব্রহ্ম উপদেশ করিয়াছেন তাই ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপিণী" পরাবিদ্যারূপা, উপনিষৎ ইহার পরিচয় দিতেছেন পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর-স্বরূপ পর ব্রহ্মকে জানা যায় তিনিই পরাবিদ্যা (মাণ্ডুক্য।১।৫) মা নিজেই নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সর্ব্বাশ্রয়লীলাভূমি বিশ্বজননীর পক্ষে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তাই ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী মাকে ডাকিতেছি—ব্রহ্মবাদিনি! মাতঃ! আবির্ভূতা হও।"

মায়ের আর এক নাম গায়ত্রী—মহর্ষি ব্যাস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে যিনি মায়ের নাম গান করেন (নাম জপ করেন) দয়াময়ী মা তাহাকে ত্রাণ করেন—

"গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ
গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ।"

ব্যাস বচন আহ্নিক তত্ত্ব ধৃত।

যিনি মাকে সর্ব্ব প্রথম দর্শন করিয়াছেন সেই বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র*।

---

* সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই গায়ত্রী মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি, "বিশ্বামিত্র" ব্রহ্মারই নাম, তিনি গায়ত্রী মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এইজন্য বিশ্বজগতের মিত্র, "বিশ্বস্য জগতো মিত্রং প্রজাপতিঃ" (যোগি যাজ্ঞবল্ক্যবচন ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বধৃত)। সুতরাং

প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি কার্য্যের জন্ম বেদগান নিরত হয়েন, তখন মাতা প্রণব ব্যাহৃতি বিভূষিতা হইয়া তাঁহার বদন কমল হইতে আবির্ভূতা হন—ইহা মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

(১) গায়ত্তোমুখাদুদপতদিতি চ ব্রাহ্মণম্॥

নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড ছন্দঃ প্রকরণ।

(২) তপসা স্তু সমৃদ্ধস্য আদি সর্গাৎ স্বয়ম্ভুবঃ॥
ওঁকার পূর্ব্বা গায়ত্রী নির্জগাম ততো মুখাৎ॥”

ব্রহ্মণ সর্ব্বস্ব ধৃত যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

(৩) “সর্ব্বেষামেব বেদনাং গুহ্যোপনিষদস্তথা।
সারভূতা তু গায়ত্রী নির্গতা ব্রহ্মণো মুখাৎ” ॥

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত ছন্দোগ্য পরিশিষ্ট বচন

(৪) অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতি।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূভু‍র্বস্বরিতীতি চ॥
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদ মদুদুহৎ।
তদি ত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ॥”

মনুবচন ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব ধৃত।

“গাধিপুত্র ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রই গায়ত্রী মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি—যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বেও ভারতে গায়ত্রী সাধক ব্রাহ্মণছিলেন, তাঁহারা ঐ গায়ত্রীমন্ত্র কোথায় পাইলেন? বিশেষতঃ গায়ত্রী সিদ্ধ বশিষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য পরাভূত হইয়াই ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভে আকাঙ্খা হয় ইহা কে না জানে? এই প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা বাহুল্য, এ বিষয়ে বেদ নিরুক্ত মনু যাজ্ঞ বল্ক্য ছন্দোগ পরিশিষ্ট প্রভৃতি প্রমাণ মূল সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য। কলিকৌতুকে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন নাই, সেইজন্য আজ ভারত প্রহসন পূর্ণ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শারদশ্রী

এস এস ওগো শারদ লক্ষ্মি
শুভ্র শারদ প্রাতে,
নয়ন-সলিলে তুমি কি ভাসিলে
বিরহ-বরষ-রাতে ?
আজি গাঁথিয়াছ শেফালির মালা
শিশিরের ছলে কি সুরভি ঢালা
কোথা কার লাগি এ বরণ ডালা
সাজায়ে এসেছ হাতে ?
নিবিড় মেঘের অবগুণ্ঠন
তুলি' তুমি বারে বারে,
চপলা-চমকে দেখেছ বঁধুরে
দুটী নয়নের দ্বারে।
বরষায় তব ঘন এলো চুল
অগুরু ধূপের সুরভি আকুল,
রসের আবেশে সুনীল দুকূল
স্খলিত বিলাস-ভারে।
তুমি বরষার মেঘ মল্লার-
মধুর মুরতি ধরি'
গহন বিপিনে জাগিয়া কাটালে
বিরহের বিভাবরী ।
মনে পড়ে কিগো নীল নদীজল ?
তোমার নয়ন নীরে ছল ছল,
বেণু বীথিকায় উঠে কল কল
বেদনায় হিয়া ভরি'।
আজি কোথা তব ঘন নীলবাস
নয়নে কাজর রেখা,

নীল আভরণ—নীল আবরণ
কোথা মৃগমদ লেখা!
এবার এসনি তমালের তলে
নীল মণিমালা দুলাইয়া গলে
ঘন বনছায়ে বঁধুয়া শ্যামলে
ক্ষণতরে দিতে দেখা।
কোথা ধীরে ধীরে নিশীথ তিমিরে
বনে বনে অভিসার,
খঞ্জন-খেলা নয়নে তোমার
দিকে দিকে অনিবার।
বরষায় গতি ভাব-মন্থর,
বিরহ-বিবশ কিবা মনোহর,
এবে কটাক্ষ হান খরশর
একি নব উপহার?
শরত উষার কনক কিরণে
রচিয়া বসন খানি,
তনুর আলোকে দ্যুলোক ভূলোক
ভাসাবে আজিকে জানি।
ভীরু নয়নের চাহনি মধুর
করেনা পরাণ বিরহ বিধুর,
মিলন সোহাগে হিয়া রসপুর
শুনি' অভিনব বাণী।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ?
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ?

এই অদ্বৈত সিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়া শ্রীমৎ সরস্বতী বলিতেছেন—

ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিং চ ন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ধাবতি॥

ধ্যানাভ্যাসে চিত্তকে বশীকৃত করিয়া নির্গুণ নিষ্ক্রিয় জ্যোতি স্বরূপে যে সমস্ত যোগী মনকে ধারণা করেন—যাঁহারা নির্গুণকে ঐ ভাবে দেখেন তাঁহারা তাহাই দেখুন—আমাদের কিন্তু কালিন্দী পুলিন বিহারী লোচন চমৎকার শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির দিকে মন ধাবিত হয়।

ইহারই জন্য ভগবানের গুণ ও কথায় রুচি লাগান প্রথমেই প্রয়োজন। আমরা অতি ক্ষুদ্র, সাধন ভজন হীন। আমাদের চিত্তে রস আসিতে পারে তখন যখন আমরা আমাদের ইষ্ট দেবতার শ্রীচরণ কমল চিন্তা করিয়া আকাশে দেখি সেই চরণ ভাসিয়া উঠিয়াছে—চরণ দেখিতে দেখিতে আকাশের যেখানে সেখানে দেখি চ'ক্ষে চক্ষু আবদ্ধ সেই সুন্দর শক্তি ও শক্তিমান পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন কি পবিত্র প্রেমে দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষ আপ্লুত করিতেছেন, আবার দেখি বৃক্ষের শাখা পল্লবের অন্তরালে কে যেন কে দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন—ইহা না দেখিলে বুঝি আমাদের হয় না—বিভূতি দেখিয়া বিভূতি চিন্তায় বুদ্ধি তৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু সেই শিরসি-"পদনখাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্য সারং"—সেই "সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরং"—মধুর মূর্ত্তি না দেখিলে বুঝি হৃদয় কিছুতেই জুড়ায় না! বড় ভাল লাগে তখন যখন কাহাকেও বলিতে শুনি "সুন্দর পুষ্প দেখিতে কাননে একাকী যাও দেখি, গিয়া একবার দেখ দেখি পুষ্পে পুষ্পে প্রজাপতির পাখায় পাখায়, কি সৌন্দর্য্য আঁকা আছে? সুন্দর একটি পুষ্প দেখিয়া কি মনে হয় না—কে যেন এই মাত্র রং দিয়া কোথায় লুকাইয়াছে? মনে কি হয় না যেন রং দিতে দিতে লোক দেখিয়া পুষ্পে মিলাইয়া লুকাইয়া পড়িয়াছে? কোন কোন পুষ্পে রংএর ছিটা দেখিয়া মনে কি হয় না কে যেন গোপনে রং দিতেছিল, যেন পড়্‌তা লোকের সাড়া পাইয়া এখুনি ফুলের গায়ে, পাতার গায়ে রংএর তুলি ঝাড়িয়া কোথাও লুকাইয়াছে, যেন কাছে কাছেই আছে, সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া সুন্দর যে কোথাও

যায়না ? কত সুন্দর সে, যখন পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, পাখায় পাখায়, সুন্দর তুলি ধরিয়া শান্ত হইয়া রং করে, আবার রং করিয়া কাহারও সাড়া পাইলে কোথায় লুকাইয়া পড়ে। আবার রাত্রিকালে যখন কেহ দেখিতে পায় না তখন ফুলের পাতায় পাতায় শিশির বিন্দুর মালা গাঁথিয়া কি জানি কাহার গলায় পরাইতে যেন অপেক্ষা করে। কত সুন্দর সে—একবার বনে বনে একাকী ঘুরিয়া তাহাকে খোজ দেখি—নিঃশব্দে বন মধ্যে পুষ্প বৃক্ষের আড়ালে একা তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা কর দেখি—সে যখন রং দিতে আবার আসিবে তখন একবার তাঁহার ভাব ভঙ্গি যদি দেখিতে পাও। সবই যে সেই করে—সৃষ্টি যে তাহারই কাজ। যদি সর্ব্বদা মনে রাখিতে মনে থাকে "ফুলের গাছে ফুল ফুটিয়ে, কে দাঁড়ালে এসে। কইচ কথা কার সনে গো, অমন হেসে হেসে।" তবে কেমন হয় ? এইখানে আমরা এই অংশের ইতি করিলাম। অনেক স্থান হইতে অনেক কিছু সংগ্রহ করা হইল—বিদ্যা দেখাইবার জন্য নহে—দুঃসময়ে চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য এই সমস্ত একত্রে সন্নিবেশিত করা। আরও দুই চারিটি সঙ্গীত আমরা এক সঙ্গে রাখিতেছি সর্ব্বদা ভাবের সহিত মনে রাখিবার জন্য। সে যে সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে আছে—তথাপি কেন আমাদের এই হা হুতাশ।

(১)

ওগো—কে তুমি আমায় বল।
অযাচিত ভাবে ফের পাছে পাছে
বিষাদেতে আগে চল॥
ডাকি না তোমারে তবু তুমি এস,
চাহিনা তোমারে তবু ভালবাস,
জেনেছি গো আমার হৃদয় আকাশ
তোমার আভায় আলো।
কভু স্বামী কভু সখারূপ ধ'রে
মা হয়ে কখন এস স্নেহভরে
তোমা ধনে ধনী নয় গো যে জন
তার জনম বিফলে গেল॥

(২)

আমার জানাত হলনা জীবনে।
তুমি যে আমার কত আপনার
জানাত হ'লনা জীবনে।
আমারে জানাতে দিন বয়ে গেল
হ'লনা লুটান চরণে ॥
কবে— অভিমানের বাঁধ যাবে গো আমার
আঁখিনীর স্রোতে ভাসিয়া
কবে— জুড়াইব আমি দিবস রজনী
প্রেম সিন্ধুতটে বসিয়া
কবে— পারিব জানিতে তুমি গো আমার
সাথী যে জীবনে মরণে ॥
কবে— সকল ছাড়িয়া রহিব গো আমি
দীনের দীনটি সাজিয়া
তোমার দাসানুদাসের চরণ ধূলায়
রহিব ধূসর হইয়া।
কবে— সকল ভুলিয়া রসনা আমার
রবে— তব গুণগান কীর্ত্তনে ॥

(৩)

তোমারি মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার।
জীবন বল্লভ তুমি আমার আমিও তোমার ॥
অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর, ভুলিয়া তোমারে করেছি অন্তর,
দেখা দাও দেখা দাও আর থেকনা অন্তরে প্রেমাধার ॥
ভালবাসা দিয়ে পুড়াও মন আশ',
ঘুচে যাক্ দীনের বিষয় পিয়াসা, নাশ হে দুরাশা,
তোমায় ভালবেসে জুড়াক পরাণ আমার।
দিবানিশি নাথ আশে পাশে, প্রাণে প্রাণে নাথ আমায় ভালবেসে
ছাড়িয়ে থাকনা—তবু ভালবাসা বুঝিনা তোমার ॥

দিয়াছ শকতি বলিতে কহিতে, খাইতে ঘুমাতে উঠিতে জাগিতে
দেখিতে শুনিতে—তোমা বিনা বল নাই আমার।
দীন বন্ধু হরি দীন জন ত্রাতা, তোমা বিনা কে আর জানে মনোব্যথা
যা করাও তাই করি—হরি তুমি সর্ব্ব মূলাধার ॥

(৪)

রাগিনী ঝিঝিট, তাল—একতালা।

ব্যথার ব্যথী হরি কে আছে আমার—বেদনা জানাব কাকে?
আমার ধরম করম ভজন পূজন—সকলি গিয়াছে দূরে ॥
ধূলা খেলা ছলে সঙ্গিগণ সবে, হাসিতে খেলিতে আন আলাপনে
দিন ব'য়ে গেল কিছুই না হল, বড় ভাবনা হ'ল অন্তরে।
উঠিয়া প্রভাতে মনে করি আমি ভাবিব তোমায় ওহে অন্তর যামী
যত বাড়ে বেলা তত হয় জ্বালা, সকলি ভুলায় সংসারে।
ক্রমে গেল বেলা ওহে বনমালী—তেমনি ক'রে প্রাণে বাজাও হে মুরলী
যদি সাড়া নাহি দিবে, কেন বল তবে, আশায় ভুলালে আমারে ॥

(৫)

কথা কওয়া বড় জীবন্ত সাধনা। উপরের গান গুলি সব কথা কওয়া। রাম প্রসাদের গান শুধু গানই নহে—সাধনা। যার যত প্রেম জাগে—সে প্রথমে তত কম কথা কয়, শেষে দেখা আর নিবৃত্তি। কথা কহিতে মানুষ কতই ভালবাসে। অসৎ কথা যার তার সঙ্গে না কহিয়া যদি একান্তে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে কথা কওয়া যায় তবে বুঝি জীবন সহজেই সফল হয়। কথা কওয়ার আর একটি গান দিয়া শেষ করিতেছি।

মা গো বুঝিতে নারি কি মায়া ব্যাপিলে জগৎ ভরি ॥
সদা আমার মনে এই অভিলাষ, অমর হইয়া ভবে করি বাস—
জানিলাম নির্য্যাস মা—জানিলাম নির্য্যাস,
এ ভবের বাস, নহে চির বাস, যেমন প্রবাস—
বাসনা বিলাসে হেরিয়া কর্ম্ম, অপার দুঃখে ভেদিছে মর্ম্ম,
এ কেবল তোমার মায়ার স্বধর্ম্ম, ব্রহ্মময়ি তারা শঙ্করি ॥
কি দিয়ে গড়ালি আমার এ মন, ভাবিয়া তার না পাই সন্ধান,—মা—

সঘন চঞ্চল মা সঘন চঞ্চল, নলিনী দল গত জল যেন অনুক্ষণ।
কি কল বসালে মনেতে তুমি, মনে ঠেকে কলুর বলদ আমি, ভাঙ্গিতে
করি বল—মা—
ভাঙ্গতে করি বল থাকুক ভাঙ্গা কল, কলের চাপে পড়লাম কিসে তরি॥
প্রথমে আমি একা মাত্র, পশ্চাতে হ'ল কলত্র পুত্র,
এ কেবল তোমার মায়ার সূত্র, শত্রুগণে পুষি ভাবিয়া মিত্র
একটি মাত্র মন বহু পরিজন, তাদের ভাবনায় ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ, বাসনা
একান্ত—মা—
বাসনা একান্ত না হয় প্রাণান্ত, থাকিয়া জীবন্ত দিবা শর্ব্বরী।
এ সব ভাবিতে মনে কত লয়, বলিনা পাছে লোকে পাগল কয়, পাগলের
ঘরণী—মা—
পাগলের ঘরণী তুই মা পাগলিনী; পাগলিনীর নিকটে পাগলের কি ভয়।
মা যার পাগল জগতে ঘোষায়, তাহার সন্তান কি পাগল ভিন্ন হয়
দেখ রামপ্রসাদ, হইল উন্মাদ,
ভাবিয়া শ্রীপদ তরি॥

দ্বিতীয় কথা।

শ্রীশ্রীরাম গীতা।

স্বাধ্যায় তপস্যার অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। হরি কথায়—হরির গুণগানে—হরির যশোকীর্ত্তনে রতি জন্মাইতে এমন বুঝি আর কিছুই নাই। স্বাধ্যায়ের পরে হরি সঙ্কীর্ত্তন এবং হরি সঙ্কীর্ত্তনের পরে স্বাধ্যায় জীবনকে সফল করিবেই।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীশ্রীরামায়ণ, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ নিত্য স্বাধ্যায়ের গ্রন্থ। ইহাব সহিত আমরা উল্লেখ করি শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণও নিত্য পাঠের গ্রন্থ। ইহার পুনঃ পুনঃ পারায়ণে হরি কথায় রুচি লাগিবেই। অল্পের মধ্যে জীবন গঠনের এমন রমণীয় গ্রন্থ অতি বিরল। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞানের এমন সামঞ্জস্যের পুস্তক বড় একটি দেখা যায় না। অতি বৃহৎ হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

মহাভারতের অন্তর্গত যেমন শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা সেইরূপ অধ্যাত্ম—

রামায়ণের অন্তর্গত এই রাম গীতা। আরও একখানি রামগীতা দেখা যায় তাহা ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের লেখা। অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্রোতা শ্রীলক্ষ্মণ আর বক্তা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র—আর বশিষ্ঠ দেবের গীতার শ্রোতা শ্রীহনুমান এবং বক্তা শ্রীরামচন্দ্র।

এই রামগীতা কঠিন গ্রন্থ। জ্ঞান ও কর্ম্মের যে সমুচ্চয় হয় না—এই গ্রন্থে শ্রুতি প্রমাণে তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অকার উকারে, উকার মকারে লয় করিয়া কিরূপে জ্ঞানের সাধনা করিতে হয় এই গ্রন্থে বিশেষভাবে তাহার সন্ধান আছে। সমস্ত রামায়ণে কিরূপে ভক্তির সাধনা করিতে হয়, কিরূপে সদা জ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়—জ্ঞানের অনুষ্ঠানের সময়েও ব্যবহারিক জীবনে জগতে কিরূপে চলিতে হয়—ভগবানের লীলার সহিত এই সমস্ত যেরূপ ভাবে এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ আর কোথায় যেন শোনা যায় না।

অধ্যাত্ম রামায়ণ পারায়ণের সময় রামগীতাও পাঠ করিতে হয়। লিখিয়া লিখিয়া একবার ইহা পাঠ করিলে নিত্য পাঠের সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা ইহা লিখিয়া লিখিয়া অধ্যয়নের সঙ্কল্প করিতেছি। এ সঙ্কল্প বহুদিনের। এই চেষ্টাই বোধ হয় শেষ চেষ্টা। মানুষের সকল চেষ্টার সফলতা ভগবানের হস্তে। যদি কৃপা হয়, হইতেও পারে।

রমাগীতা পাঠে কি হয়, অধ্যাত্ম রামায়ণ গ্রন্থের প্রথমেই তাহা বলা হইয়াছে। আমরা রামগীতা মাহাত্ম্যের শ্লোক সকল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কেহ কেহ পুস্তকের মাহাত্ম্য পাঠ নিষেধ করেন—ইহাতে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হয় বলিয়া। গীতার মাহাত্ম্য বা রামগীতার মাহাত্ম্য পাঠকে শাস্ত্র ফলাকাঙ্ক্ষা জড়িত কর্ম্ম বলেন না। "অকামো বিষ্ণুকামো বা"—শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য কর্ম্ম করাকে কামনা বলা হয় না। ভক্তি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্যই মাহাত্ম্য পাঠ আবশ্যক।

শ্রীশ্রীরাম গীতা মাহাত্ম্য।

ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায়।

শ্রীরামগীতা মাহাত্ম্যং কৃৎস্নং জানাতি শঙ্করঃ।
তদর্দ্ধং গিরিজা বেত্তি তদর্দ্ধং বেদ্‌ম্যহং মুনে॥ ১
তত্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কৃৎস্নং বক্তুং ন শক্যতে।
যজ্জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাল্লোকশ্চিত্ত শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥২

শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ।
তন্ন পশ্যতি তীর্থাদৌ লোকে ক্বাপি কদাচন ॥ ৩
তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোঽপি সর্ব্বদা।
রামেণোপনিষৎসিন্ধুমুন্মথ্যোৎপাদিতাং মুদা।
লক্ষ্মণার্পিতাং গীতা সুধাং পীত্বামরো ভবেৎ ॥ ৪
জগদগ্নিসুতঃ পূর্ব্বং কার্ত্তবীর্য্য বধেচ্ছয়া।
ধনুর্বিদ্যামভ্যাসিতুং মহেশস্যান্তিকে বসন্ ॥ ৫
অধীয়মানাং পার্ব্বত্যা রামগীতাং প্রযত্নতঃ।
শ্রুত্বা গৃহীত্বাশু পঠন্নারায়ণ কলামগাৎ ॥ ৬
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানাং নিষ্কৃতিং যদি বাঞ্ছতি।
রামগীতাং মাসমাত্রং পঠিত্বা মুচ্যতে নরঃ ॥ ৭
দুষ্প্রতিগ্রহদুর্ভোজ্যদুরালাপাদি সম্ভবম্।
পাপং যৎ তৎ কীর্ত্তনেন রামগীতা বিনাশয়েৎ ॥ ৮
শালগ্রামশিলাগ্রেতু তুলস্যশ্বাথ সন্নিধৌ।
যতীনাং পুরতস্তদ্বৎ রামগীতাং পঠেৎ তু যঃ ॥ ৯
স তৎ ফলমবাপ্নোতি যৎ বাচোঽপি ন গোচরম্ ॥ ১০
রামগীতাং পঠন্ ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েৎ দ্বিজান্।
তস্য তে পিতরঃ সর্ব্বে যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ১১
একদশ্যাং নিরাহারো নিয়তো দ্বাদশীদিনে।
স্থিত্বাঽগস্ত্যতরো মূলে রামগীতাং পঠেৎ তু যঃ।
স এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজ্যতে ॥ ১২
বিনা দানং বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থাবগাহনম্।
রামগীতাং নরোঽধীত্য তদনন্তফলং লভেৎ ॥১৩

হে মুনে নারদ! শ্রীরামগীতা মাহাত্ম্য শঙ্কর সম্পূর্ণ জানেন, তাহার অর্দ্ধ জানেন পার্ব্বতী এবং তাহারও অর্দ্ধ আমি ব্রহ্মা অবগত আছি। কিঞ্চিৎ তোমাকে বলিতেছি সম্পূর্ণ বলিতে আমি সমর্থ নহি। ইহা জানিলে লোকে তৎক্ষণাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করে।

শ্রীরামগীতা যে পাপ নষ্ট করিতে পারে না তীর্থাদি সেবা দ্বারা তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়াও আজ পর্য্যন্ত আমি ব্রহ্মা এই রামগীতার মত পাপ নাশক বস্তু ত্রিভুবনে দেখিতে পাই না।

শ্রীরামচন্দ্র উপনিষদ্‌রূপী সমুদ্র মন্থন করিয়া এই গীতারূপী অমৃত উৎপাদন করেন এবং সানন্দে ইহা লক্ষ্মণকে অর্পণ করেন। এই অমৃতপানে লোক অমর হয় ॥৪

পূর্ব্বে জমদগ্নিসুত পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্য বধ বাসনায় ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাসের নিমিত্ত মহেশ্বরের সমীপে বাস করিতেছিলেন।

তথায় ঐ সময়ে শ্রীপার্ব্বতী রাম গীতা পাঠ করিতেছিলেন। ঐ রামগীতা পরশুরাম শ্রবণ করেন এবং উহা গ্রহণ করিয়া তিনি নারায়ণ কলা (অংশ) প্রাপ্ত হয়েন।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত ইচ্ছা করেন তিনি একমাস মাত্র রামগীতা পাঠ করুন, করিলে ঐ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন।

আর দুষ্ট পুরুষ হইতে দান গ্রহণ, দুষ্ট অন্ন ভোজন, মিথ্যাকথাদি দুরালাপ জনিত পাপ—এই সমস্ত রামগীতা কীর্ত্তনে বিনষ্ট হয়।

শালগ্রামশিলা সম্মুখে, তুলসী ও অশ্বত্থ বৃক্ষ সমীপে এবং সন্ন্যাসীর সম্মুখে যিনি রামগীতা পাঠ করেন তিনি যে ফল প্রাপ্ত হন তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় ফল লাভ করেন।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিভরে রামগীতা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

একাদশীর দিনে নিরাহার ব্রত করিয়া এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যিনি দ্বাদশী দিনে অগস্ত্য তরুমূলে—বটবৃক্ষমূলে বসিয়া রামগীতা পাঠ করেন তিনি সাক্ষাৎ রাঘব তুল্য হয়েন এবং সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার পূজা করেন ॥১২

বিনা দানে, বিনা ধ্যানে, বিনা তীর্থ স্নানেও নরগণ রামগীতা অধ্যয়ন করিয়া দানাদি জনিত অনন্ত ফল লাভ করেন।

এই সঙ্গে অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠে কি হয় তাহার উল্লেখও বোধ হয় এখানে অসঙ্গত হইবে না।

এতাবদোক্তর মাহ শম্ভুঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য কথাবশেষম্।
যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎ স পাপাৎ বিমুচ্যতে জন্ম সহস্র জাতাৎ॥
দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্ব্বন্ পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ ভক্ত্যা।
বিমুক্ত সর্ব্বাঘচয়ঃ প্রয়াতি রামেতি সালোক্যমনন্যলভ্যম্॥
আখ্যানমেতৎ রঘুনায়কস্য কৃতং পুরা রাঘব চোদিতেন।
মহেশ্বরেণাপ্ত ভবিষ্যদর্থং শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমেতি॥

ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ—ধৃষ্টকেতুচেকিতান

চ—এবং

কাশীরাজঃ—কাশীরাজ

নরপুঙ্গবঃ—নরশ্রেষ্ঠঃ

নরশ্রেষ্ঠ

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চশৈব্যশ্চ—

বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ

বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ

সৌভদ্রঃ—অভিমন্যুঃ

দ্রৌপদেয়াশ্চ—প্রতিবিন্ধ্য—শ্রুতসেন—শ্রুতকীর্ত্তি—শতানীক

শ্রুতকর্ম্মাখ্যাঃ—দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রাশ্চ [এতে]

সর্ব্বেএব মহারথাঃ ॥

এই সেনামধ্যে মহাবল, মহাধনুর্দ্ধারী, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য মহারথ—সাত্যকি, বিরাট এবং কাশীরাজ; নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিত, কুন্তিভোজ এবং শৈব্য; বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—ইহারা সকলেই মহারথ।

১—৭] অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমিতে ॥৭

অস্মাকন্তু=অস্মাকম্+তু ॥ বিশিষ্টা যে=বিশিষ্টাঃ+যে ॥

তান্নিবোধ=তান্+নিবোধ ॥ দ্বিজোত্তম=দ্বিজ+উত্তম ॥

নায়কামম=নায়কাঃ+মম ॥

দ্বিজোত্তম—হে দ্বিজোত্তম !
অস্মাকম্—অস্মাকং সর্ব্বেষাং মধ্যে
আমাদের পক্ষে
তু—কিন্তু
যে বিশিষ্টাঃ—শ্রেষ্ঠাঃ প্রধানাঃ
যাহারা প্রধান আছেন
তান্—ময়োচ্যমানান্
তাঁহাদিগকে
নিবোধ—নিশ্চয়েন অবধারয়
অবগত হউন।

যে চ—এবং যাঁহারা
মম সৈন্যস্য—আমার সৈন্যের
নায়কাঃ—নেতারঃ
সেনাপতি আছেন
তে—তুভ্যং
আপনার নিকট
সংজ্ঞার্থং—সম্যক্ জ্ঞানার্থং
জানিবার জন্য
তান্—তাঁহাদিগের নাম
ব্রবীমি—বিজ্ঞাপনং করোমি
কহিতেছি

হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ! আমাদের পক্ষেও যাহারা প্রধান তাঁহাদিগকে অবগত হউন। [এবং যাঁহারা] আমার সৈন্যের নেতা, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম করিতেছি ॥৭

প্রঃ—দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণের নাম উল্লেখ করিলেন কেন ?

উঃ—পাণ্ডব দিগের পক্ষে বীর পুরুষ দিগের নাম শুনিয়া পাছে আচার্য্য মনে করেন যদি ভয় পাইয়া থাক তবে রাজ্য ফিরাইয়া দাও যুদ্ধ আর করিও না সেই জন্য দুর্য্যোধন স্বপক্ষের বীরগণের নাম করিতেছেন।

১-৮-৯] ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি র্জয়দ্রথঃ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্ত জীবিতাঃ।
নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধ বিশারদাঃ ॥ ৯

ভীষ্মশ্চ = ভীষ্ম + চ ॥ কর্ণশ্চ = কর্ণঃ + চ ॥ বিকর্ণশ্চ = বিকর্ণঃ + চ ॥ সৌমদত্তি র্জয়দ্রথ = সৌমদত্তিঃ + জয়দ্রথঃ ॥ শূরামদর্থে = শূরাঃ + মদর্থে ॥

ভবান্‌— দ্রোণঃ

আপনি [দ্রোণ]

ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ—ভীষ্ম ও কর্ণ

সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপশ্চ—সংগ্রাম বিজয়ী কৃপশ্চ

সংগ্রাম বিজয়ী কৃপ ও

অশ্বত্থামা—দ্রোণপুত্রঃ

বিকর্ণঃ—মদ্‌ভ্রাতা কনিষ্ঠঃ

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

চ—এবং

সৌমদত্তিঃ—ভূরিশ্রবাঃ

ভূরিশ্রবা

জয়দ্রথঃ—সিন্ধুরাজঃ

সিন্ধুরাজা

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ—শল্য কৃতবর্ম্মা —প্রভৃতয়ঃ বীরঃ

আর ও বহু বহু বীর গণ

মদর্থে—মৎ প্রয়োজনায়

আমার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য

ত্যক্তজীবিতাঃ—জীবিত ত্যাগেনাপি মদুপকারংকর্তুং প্রবৃত্তাঃ

আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তুত

সর্ব্বে—সকলে

নানাশস্ত্রপ্রহরণঃ—নানাবিধানি-শাস্ত্রানি—প্রহরণানি গদাদীনি যেষাং তে

বহুবিধ অস্ত্রধারী

যুদ্ধবিশারদাঃ—যুদ্ধে নিপুনাঃ

যুদ্ধ বিশারদ।

আপনি ভীষ্ম কর্ণ যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য অশ্বাত্থমা, বিকর্ণ সোমদত্তি পুত্র—ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ আরও অনেক বীর আমার জন্য জীবন-ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই বহুবিধ অস্ত্রধারী এবং যুদ্ধ বিশারদ॥ ৮,৯॥

১-১০] অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্‌॥

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌॥ ১০

তদস্মাকং = তৎ + অস্মাকম্‌॥ ত্বিদমেতেষাং = তু + ইদম্‌ + এতেষাম্‌॥

তৎ—তথাভূতৈর্ব্বীরৈর্যুক্তম্
তাদৃশ বীরযুক্ত হইলেও
ভীষ্মাভিরক্ষিতম্—ভীষ্মেন অতি
সূক্ষ্মবুদ্ধিনা অভিত—সর্ব্বতো
রক্ষিতম্
ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত
অস্মাকং—আমাদের
বলং—সৈন্যম্
সেনা
অপর্য্যাপ্তং—অপরিমিতম্
অপরিমিত

তু—কিন্তু
ভীমাভিরক্ষিতম্—ভীমেন রক্ষিতম্
ভীমের দ্বারা রক্ষিত
এতেষাম্—পাণ্ডবানাং
ইহাদিগের
ইদম্—এই
বলম্—সৈন্যং
সেনা
পর্য্যাপ্তম্—পরিমিতং
পরিমিত।

ভীষ্ম পিতামহ দ্বারা রক্ষিত আমাদের এই সেনা পর্য্যাপ্ত-অপরিমিত, কিন্তু ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত ইহাদিগের এই সেনা পরিমিত ॥

১-১১] অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

যথাভাগমবস্থিতাঃ = যথা ভাগম্ + অবস্থিতাঃ ॥ ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু = ভীষ্মম্ + এব + অভিরক্ষন্তু ॥ সর্ব্বএব = সর্ব্বে + এব ॥

সর্ব্বেষু চ অয়নেষু—সর্ব্বেষুব্যূহ
প্রবেশমার্গেষু
সকলব্যূহ প্রবেশ দ্বারে
যথা ভাগম্—বিভক্তাং স্বাংরণভূমি
মপরিত্যজ্য
স্ব স্ব বিভাগানুসারে
অবস্থিতাঃ—অবস্থিত থাকিয়া

সর্ব্বএব ভবন্তঃ—সর্ব্বেএব—
ভবদাদয়ঃ
আপনারা সকলেই
হি—নিশ্চিতরূপে
ভীষ্মম্এব—সেনাপতিং
ভীষ্মকেই—
অভিরক্ষন্তু—সর্ব্বতোরক্ষন্তু
সর্ব্বতোভাবে রক্ষা
করুন।

সকল ব্যূহ প্রবেশ মার্গেই স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে অবস্থিত থাকিয়া আপনারা সকলে নিশ্চিতরূপে ভীষ্মকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ১১

প্রঃ—ভীষ্মকে রক্ষা করুন বলা হইল কেন ?

উঃ—অন্যদিক হইতে কেহ সেনাপতি ভীষ্মকে আক্রমন না করে এইজন্য ব্যূহরচনা করিয়া ব্যূহদ্বারে বীরপুরুষদিগকে স্থাপন করুন।

২-১২] তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

বিনদ্যোচ্চৈঃ = বিনদ্য + উচ্চৈঃ

প্রতাপবান্—প্রতাপশালী
প্রতাপশালী
কুরুবৃদ্ধঃপিতামহঃ—বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্ম
তস্য—দুর্য্যোধনস্য
দুর্য্যোধনের
হর্ষম্—উল্লাসং
হর্ষ
সঞ্জনয়ন্– সম্যগুৎপাদন্
জন্মাইয়া

উচ্চৈঃ—মহান্তম্
উচ্চৈঃস্বরে
সিংহনাদম্বিনদ্য—সিংহইব নাদংকৃত্ব
সিংহের মত গম্ভীর শব্দ করিয়া
শঙ্খম্—শঙ্খ
দধ্মৌ বাদিতবান্
বাজাইলেন।

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ জন্মাইয়া সিংহের মত গম্ভীর শব্দে গর্জ্জন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২

প্রশ্ন—দুর্য্যোধন দ্রোণ গুরুর সহিত কথা কহিতে ছিলেন, ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করিলেন কেন ?

উঃ—দ্রোণ কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের উৎসাহ জন্মাইবার জন্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ অপেক্ষা আপনার জন, সেই জন্য।

১-১৩)

তত: শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্য হন্যন্ত স শব্দ স্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

শঙ্খাশ্চ = শঙ্খাঃ + চ॥ ভের্য্যশ্চ = ভের্য্যঃ + চ॥ সহসৈবাভ্যহন্যন্ত = সহসা + এব + অভ্যহন্যন্ত॥ সশব্দস্তুমুলোঽভবৎ = সঃ + শব্দঃ + তুমুলঃ + অভবৎ॥

তত:—তদনন্তরং, ভীষ্মস্যউৎসাহমালোক্য তৎপরে
শঙ্খাশ্চ—শঙ্খ এবং
ভের্য্যশ্চ—ভেরী এবং
পণবানক গোমুখাঃ মার্দ্দলাঃ পটহাদি বাদ্য বিশেষাঃ মাদল পটহ গোমুখাদি বাদ্য

সহসা এব—তৎক্ষণাদেব হঠাৎ একসঙ্গে
অভ্যহন্যন্ত—বাদিতাঃ বাদিত হইল
সঃশব্দ—শঙ্খাদি শব্দ সেই শব্দ
তুমুলঃ—একাকারতয়া মহান্ অতি ভয়ঙ্কর
অভবৎ—আসীঃ হইয়া উঠিল।

তখন শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহসা বাদিত হইল ও সেই শব্দ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল॥ ১৩

প্রশ্ন—ভীষ্মের উৎসাহের ফল কি হইল ?

উত্তর—অপর বীরগণ নানা প্রকার রণবাদ্য বাদিত করিলেন, রণভূমি সেই শব্দে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

১—১৪] তত: শ্বেতৈ হ'য়ৈ র্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

শ্বৈতৈ হ´য়ৈ র্যু´ক্তে = শ্বৈতৈঃ + হয়ৈঃ + যুক্তে ॥ পাণ্ডবাশ্চৈব = পাণ্ডবাঃ + চ + এব ॥

ততঃ—তং ঘোষমাকর্ণ্য তদনন্তর
শ্বৈতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে—শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত
মহতি স্যন্দনে—বিশালে রথে মহারথে
স্থিতৌ—ব্যবস্থিতৌ উপবিষ্ট
মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব—কৃষ্ণার্জ্জুনৌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন
দিব্যৌশঙ্খৌ—অপ্রাকৃতৌ শঙ্খৌ দিব্যশঙ্খ
প্রদধ্মতুঃ—বাদয়ামাসতুঃ বাজাইলেন।

পরে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন দিব্যশঙ্খ বাদন করিলেন ॥ ১৪

প্রঃ—ভগবান পার্থ সারথি হইলেন কেন ?

উঃ—পাপ ইচ্ছা ত্যাগ করিবার জন্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ভগবান চালক হইয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। পাপী ভগবানের উপদেশ মত চলেনা কিন্তু পুণ্যবান মানিয়া চলেন বলিয়া ভগবান পুণ্যবানের রথে সারথি হয়েন।

১—১৫—১৮ পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মাবৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

হৃষীকেশো দেবদত্তং = হৃষীকেশঃ + দেবদত্তম্ ॥ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ = কুন্তীপুত্রঃ + যুধিষ্ঠিরঃ ॥ সহদেবশ্চ = সহদেবঃ চ ॥ কাশ্যশ্চ = কাশ্যঃ + চ ॥ ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ = ধৃষ্টদ্যুম্নঃ + বিরাটঃ + চ ॥ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ = সাত্যকিঃ + চ + অপরাজিতঃ ॥ দ্রুপদোদ্রৌপদেয়াশ্চ = দ্রুপদঃ + দ্রৌপদেয়াঃ + চ ॥ সৌভদ্রশ্চ = সৌভদ্রঃ + চ ॥

হৃষীকেশঃ—হৃষীকানাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেরকঃ।
ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ
পাঞ্চজন্যম্—পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ
ধনঞ্জয়ঃ—অর্জ্জুন
দেবদত্তম্—দেবদত্ত নামক শঙ্খ
ভীমকর্ম্মা—অদ্ভুত কর্ম্মকারী
বৃকোদরঃ—ভীমসেন
মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ—পৌণ্ড্র-নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন
কুন্তী পুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ—কুন্তি পুত্র—রাজা যুধিষ্ঠির
অনন্ত বিজয়ম্—অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ
নকুলঃ সুঘোষং—নকুল সুঘোষ
সহদেবশ্চ মণিপুষ্পকৌ—আর সহদেব
মণি পুষ্পক নামক শঙ্খ

পরমেষ্বাসঃ—পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য
শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিশিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর
কাশ্যঃ—কাশীরাজ
চ—এবং
মহরথঃ—মহারথ
শিখণ্ডী—শিখণ্ডী
চ—আর
দ্রুপদঃ— রাজা দ্রুপদ
চ—এবং
মহাবাহুঃ—মহাবীর
সৌভদ্রঃ—সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যু
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ—ধৃষ্টদ্যুম্ন
চ—ও
বিরাটঃ—রাজা বিরাট
চ—এবং
অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ—অজেয় সাত্যকি
পৃথিবীপতে—হে পৃথিবী পতি রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র
সর্ব্বশঃ –ইহাঁরা সকলেই
পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ—পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ সকল
দধ্মুঃ—বাদ্য করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাদন করিলেন। কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাদন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট্, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহাবাহু সুভদ্রা তনয় হে পৃথিবীপতে! ইহাঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাদন করিলেন॥ ১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥

সমাধিতে যে সুখ, চন্দ্রকিরণে ডুবিয়া থাকিলেও ইহা আমার হৃদয়কে সে সুখ দিতে পারে না। বলি আবার সমাধিতে যাইবেন এমন সময়ে মেঘ যেমন চন্দ্রকে আবরণ করে সেইরূপ দানবেরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিল। বিপুলায়তন দৈত্যগণ প্রণাম করিলেন—বলি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি ক্ষীণবিকল্প চিৎ—আমার আবার উপাদেয় এমন কি আছে যাহাতে আমার মন তাহার অনুপাতী হইতে পারে? আর তাহাতে অনুরাগ লাগারূপ মল লইয়া আমার মন কি থাকিতে পারে?

মোক্ষমিচ্ছাম্যহং কস্মাৎ বদ্ধঃ কেনাস্মি বৈ পুরা।
অবদ্ধো মোক্ষমিচ্ছামি কেয়ং বালবিড়ম্বনা ॥ ১০

আমি যে মোক্ষ ইচ্ছা করি তা আমাকে কে কবে বাঁধিয়াছে? জ্ঞান যে বস্তুটি তাহাত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই অবিদ্যা তৎকার্য্যসমূহকে উচ্ছেদ করিয়াই রহিয়াছে তবে বন্ধনটা কখনও দেখা যায় না। আবদ্ধ আমি—আমি আবার মোক্ষইচ্ছা করি? এটা ত বালকের বা মূর্খের বিড়ম্বনা বা চেষ্টার অনুকৃতি।

ন বন্ধোস্তি ন মোক্ষোস্তি মৌর্খ্যং মে ক্ষয়মাগতম্।
কিং মে ধ্যান বিলাসেন কি বা ধ্যানেন মে ভবেৎ ॥ ১১
ধ্যানা-ধ্যান ভ্রমৌ ত্যক্ত্বা পুংস্ত্বং স্বমবলোকয়ৎ।
যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষয়ঃ ॥ ১২

আমার বন্ধ বা মোক্ষ কোনটাই নাই। আমার মূর্খতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ধ্যান বিলাসে আমার কি হইবে? ধ্যানেই বা আমার কি হইবে? ধ্যান ও অধ্যানরূপ ভ্রম ত্যাগ করিয়া আমি আমার পুংস্ত্বং অর্থাৎ আত্মতত্ত্বং—আমার স্বরূপ অবলোকন করিয়াই থাকিব। যাহা আসে আসুক তাহাতে আমার বৃদ্ধিও নাই ক্ষতিও নাই।

আমি ধ্যান করাও ইচ্ছা করি না, না করাও ইচ্ছা করি না, ভোগ করাও ইচ্ছা করি না, না করাও ইচ্ছা করি না। আমি গতজ্বর হইয়া

সকল অবস্থাতে সমভাবে অবস্থান করিব। আমি উৎকৃষ্টতত্ত্ব যে পরমাত্মা তাঁহাতেও ইচ্ছা করি না, জগৎ স্থিতিতেও ইচ্ছা করি না, ধ্যান দৃষ্টিতেও আমার কোন কার্য্য নাই, বাহ্য বৈভবেও আমার কোন কার্য্য নাই। আমি সৎ নই অসৎ নই, সন্ময়ও নই; এই দেহ সম্বন্ধ নাই বলিয়া মৃত নই, প্রাণ সম্বন্ধ নাই বলিয়া জীবিতও নই। দেহ বা জগৎও আমার নয়,অপর দেহান্তর বা জগদান্তর কিছু ও আমার নয় ; আমি বৃহৎ, আমাকে নমস্কার। যদি জগৎরাজ্য থাকে, তবে ইহাতেই আমি থাকিব, যদি না থাকে তবে আপনাতে আপনি শীতল হইয়া থাকিব। ধ্যানে আমার কাজ কি, রাজ্য বৈভব লক্ষ্মীতেই বা কাজ কি ?

যদায়াতি তদায়াতু নাহং কিঞ্চন নমে ক্বচিৎ ॥ ১৭

যাহা আসে তাই আসুক, আমি ও কিছুর নই আমার ও কিছু নাই। কর্ত্তা আমি নই বলিয়া করারও কিছু নাই, যদি নামে থাকে তবে আস্থা শূন্য চেষ্টা সাধ্য প্রকৃত কর্ম্ম যে রাজ্য পালনাদি তাহাই বা কেন না করি ? জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ পূর্ণাত্মা বলি এই নিশ্চয় করিয়া সূর্য্য যেমন পদ্মসমূহের উপর কিরণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেইরূপে দৈত্যদিগকে অবলোকন করিলেন। বায়ু যেমন পুষ্প সৌরভ গ্রহণ করে সেইরূপে কটাক্ষপাত মাত্রে বলি দৈত্যগণের শিরঃপ্রণাম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বৈরোচনি তখন হইতে ধ্যান দ্বারা বাসনা ত্যাগময় আত্মা হইয়া মনের দ্বারা সকল রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ, দেবতা গুরুগণকে পূজা দ্বারা তুষ্ট করিতে লাগিলেন, সুহৃৎ বন্ধু সামন্ত ও স্বজনগণকে সম্মান দ্বারা এবং ভৃত্য ও অর্থিগণকে ধন দিয়া তুষ্ট করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবেন তাঁহাকে তাহাই দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। ভগবান্ এই যজ্ঞে বামন বেশ ধরিয়া ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। ইন্দ্রকে ত্রিভুবন দান করিবার জন্য তিনি মায়া বলে ত্রিবিক্রম হইয়া ছিলেন। ভগবান হরি কৌশলে বলিকে পাতালে প্রেরণ করিলেন এবং ইন্দ্রকে ত্রিভুবন প্রদান করিলেন। বলি অদ্যাপি জীবমুক্ত

অবস্থায় পাতালে ধ্যান পরায়ণ হইয়া আছেন। বলির পুনরায় ইন্দ্র হইবার অদৃষ্ট থাকায় এখনও নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতেছেন না। জীবন্মুক্ত অবস্থায় আপদে সম্পদ দৃষ্টি করিয়া বাস করিতেছেন। "আপদং সম্পাদং দৃষ্ট্যা সময়ৈব স পশ্যতি"। ৩০। সুখ বা দুঃখে বলির প্রজ্ঞার উদয় অস্ত হয় না। চিত্র লিখিত সূর্য্য কিরণ যেমন স্থির ভাবে থাকে তিনিও সেইরূপে আছেন।

জীবনে যাহাদের আস্থা সেই সমস্ত ভোগলম্পটকে সহস্র সহস্র বার জন্মিতে মরিতে দেখিয়া বলির মন বৈরাগ্যপূর্ণ ছিল। দশ কোটি বৎসর ত্রিভুবন শাসন করিয়া "অন্তে বিরক্ততাং প্রাপ্তমুপশান্তং বলের্ম্মনঃ" ॥৩৩॥ শেষে বিরক্ত হইয়া বলির মন উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বার সুখ দুঃখের গতাগতি তিনি দেখিলেন, শত শত সম্পদ বিপদ দেখিলেন—কিছুইত থাকে না দেখিয়া—কোথাও আশ্বাস পাওয়া যায় না দেখিয়া তিনি পাতাল কোটরে ভোগস্পৃহা বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণমনা আত্মারাম হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই বলি পুনরায় ইন্দ্র হইয়া বহু বর্ষ ধরিয়া ত্রৈলোক্য শাসন করিবেন। ইন্দ্র পদ প্রাপ্তিতে তাঁহার কিন্তু তুষ্টিও নাই, স্বপদভ্রংশে উদ্বেগও হইবে না।

সমঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু সর্ব্বদৈবোদিতাশয়ঃ।
সম্প্রাপ্তমাহরন্ স্বস্থ আকাশ ইব তিষ্ঠতি ॥ ৩৮

সর্ব্ব ভাবে সমান, সর্ব্বদা উদিতাশয়—সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্ত। প্রারব্ধ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ ভাবে আকাশের মত তিনি অবস্থান করিতেছেন।

বৎস! বলির বিজ্ঞান প্রাপ্তি এই আমি তোমাকে বলিলাম। এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তুমিও জীবন্মুক্তি অভ্যুদয়বান্ হও।

বলিবৎ প্রবিবেকেন নিত্যোহমিতি নিশ্চয়াৎ।
পদমাসাদয়াদ্বৈতং পৌরুষেণৈব রাঘব ॥ ৪০

বলির মত বিচার করিয়া নিশ্চয় কর "আমি নিত্য"। নিজের পুরুষকার দ্বারা অদ্বৈত পদ প্রাপ্ত হও।

দ্বেচাষ্টৌ অর্থাৎ ৮+২=১০ কোটি বৎসর জগত্রয় ভোগ করিয়া অসুর হইয়াও বলি অন্তে সমস্ত বিরস অনুভব করিলেন। অতএব হে অরিন্দম ভোগ ভার মাত্রই বিরস জানিয়া ভোগ ত্যাগ করিয়া সত্য আনন্দ অবিরস অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুঃখশূন্য সেই অনায়াস পদ লাভ কর।

রাম—যে বিচারে ইহা লাভ করা যায় আবার বলুন।

বশিষ্ঠ—

ইমা দৃশ্যদৃশো রাম নানাকারবিকারদাঃ।
নেহ কান্ততয়া জ্ঞেয়া দূরাচ্ছৈলশিলা ইব ॥ ৪৩
ধাবমানমিহামুত্র লুণ্ঠিতং লোকবৃত্তিষু।
সংস্থাপয় নিবদ্ধ্যৈতচ্চেতোহৃদয়কোটরে ॥৪৪

রাম! এই যে দৃশ্য দর্শন—ইহা সর্ব্বদাই নানাপ্রকার আকার বিকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাকে কখন রমণীয় বোধ করিবে না—ইহা দূরস্থ পর্ব্বতের মত রম্য বটে—দূরে আছে বলিয়াই রমণীয় কিন্তু নিকটে গেলে নয়। ইহ অর্থাৎ ঐহিক ভোগে এবং অমুত্র অর্থাৎ পারলৌকিক ভোগে ধাবমান চিত্ত সর্ব্বদা লোক বৃত্তিতে—পামর চেষ্টাতে লুণ্ঠিত হইতেছে—প্রবৃত্ত হইতেছে; এই চিত্তকে হৃদয় কোটরে বদ্ধ করিয়া স্থাপন কর। তুমিই চিৎ বা চৈতন্যরূপ সূর্য্য জগতের সর্ব্বত্র অবস্থিত তুমিই অর্থাৎ তোমার স্থিতি সর্ব্ব জগতে। কে তোমার পর কেই বা আত্মীয়? কেন বৃথা পরিস্খলিত হও? হৃদয় কোটরে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া দীপ কলিকাবৎ জীব চৈতন্যকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইতে থাক—তুমি অনন্ত—হে মহাবাহো! তুমি আদ্য পুরুষোত্তম। চিৎশরীরী তুমি শত শত পদার্থাকারে তুমিই পরিস্ফুরিত হইতেছ "ত্বং পদার্থ শতাকারৈঃ পরিস্ফুর্জ্জসি চিদ্বপুঃ" ৪৬। তোমাতেই এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম প্রোত নিত্য শুদ্ধ বোধের উদয় হইলে দেখিবে সূত্রে যেমন

মণিসমূহ গাঁথা থাকে সেইরূপ তোমাতেই সমস্ত ভাসিতেছে। জন্ম নাই, মৃত্যু নাই তুমি অজ বিরাট পুরুষ। তুমি শুদ্ধ চিৎ। এই জনন মরণ প্রাপ্তি যেন তোমার না হয়। সংসার তৃষ্ণার প্রশ্রয় দাও দেখিবে তৃষ্ণা বৃদ্ধিতেই জন্মাদি রোগ প্রবল হইয়া উঠিল; তৃষ্ণাক্ষয় কর সমস্ত রোগের দৌর্ব্বল্য দেখিবে। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেকে ইহা পরীক্ষা কর। করিয়া ভোগ তৃষ্ণাদূর করিয়া ভোক্তা হইয়া -ভোগসাক্ষি চিন্মাত্রভাবে স্থিতি লাভ কর। (৪৯) সর্ব্বদা উদিত চিৎ সূর্য্য জগন্নাথ তুমি—তোমাতেই এই সংসারস্বপ্ন উঠিতেছে। বৃথা শোক ত্যাগ কর। সুখ দুঃখের ইচ্ছা তোমাতে নাই। তুমি শুদ্ধচিত্ত, সর্ব্বাত্মা, সমস্ত বস্তুর প্রকাশক তুমি। যদিও স্বরূপে তুমি শুদ্ধচিত্ত—তথাপি চিত্তশুদ্ধির উপায় বলি শ্রবণ কর।

পূর্ব্ব মিষ্টমনিষ্টং ত্বমনিষ্টং চেষ্টমিত্যপি।
পরিকল্প্য তদভ্যাসাৎ তত্তোপি পরিত্যজ॥ ৫২

প্রথমে তুমি ইষ্ট বিষয় ভোগকে (দেহ ভোগকে—দেহটা অনেক দিন থাকুক এই ভোগকে) অনিষ্ট বলিয়া ভাবনা কর আর অনিষ্ট (তপঃক্লেশকে—তপস্যা করিয়াই মরা উচিত এই বোধকে) ইষ্ট বলিয়া জ্ঞান কর। অভ্যাস হইয়া গেলে উভয়ই ত্যাগ কর। এইরূপ কর তবেত ইষ্টানিষ্ট ত্যাগ সহজ হইবে।

ইষ্টানিষ্টদৃশোস্ত্যাগে সমতোদেতি শাশ্বতি।
তয়া হৃদয়বর্ত্তিন্যা পুনর্জ্জন্মস্তুন জায়তে॥ ৫৩

ইষ্ট দর্শন ও অনিষ্ট দর্শন এই বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারিলে স্থায়ী সাম্যভাব উদিত হয়। সেই স্থায়ী সমতা দৃষ্টিকে অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ে স্থিরীকৃত করিতে পারিলে জীবের আর জন্ম হয় না।

বুঝিতেছ সমভাব লাভ করিবার ক্রম কি? প্রথমে যাহা সুখকর মনে হয় তাহাকে অসুখকর ভাব, পরে যাহাকে ক্লেশকর মনে কর তাহাকে সুখকর ভাব। পরে দুইই ত্যাগ কর। ইষ্ট ও অনিষ্ট ত্যাগ দ্বারা সম

ভাব আসিবে। তাহাই আবার নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ে স্থির রাখিবে। ইহাতেই আর জনন মরণ হইবে না।

যেষু যেষু প্রদেশেষু মনোমজ্জতি বালবৎ।
তেভ্যস্তেভ্যঃ সমাহৃত্য তদ্ধি তত্ত্বে নিয়োজয়েৎ॥ ৫৪

যে যে প্রদেশে মন বালকের মত নিমগ্ন হইবে সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া তত্তৎ অধিষ্ঠান চিন্মাত্রে তাহাকে নিযুক্ত করিবে। গীতাতেও 'যতোযতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ। ৬।২৬।

এবমভ্যাগতাভ্যাসং মনোমত্তমতঙ্গজম্।
নিবদ্ধ সর্ব্বভাবেন পরং শ্রেয়োধিগম্যতে॥ ৫৫

এইরূপে তত্তৎ অধিষ্ঠান চিন্মাত্রে মনকে ফিরাইয়া আনিবার অভ্যাস দৃঢ় হইলে মত্ত মাতঙ্গতুল্য মনকে সর্ব্বময় আত্মভাবে বদ্ধ করিয়া পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে। এই অভ্যাস যাহারা করে না তাহাদের যাহা হয় তাহাই বলিব শ্রবণ কর। যাহারা শরীরকে সত্য জ্ঞান করে, যাহাদের আশয় মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা নষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই সমস্ত ভোগসঙ্কল্পবিক্রীতধূর্ত্তমূঢ়ের সমান হইও না। কারণ আত্মতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে অকিঞ্চন অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্যাদি উপায় দরিদ্র এবং পরোক্তিষু লম্বমানাঃ মৌর্খ্যাৎ অর্থ্যাৎ পরবাক্যে আস্থা স্থাপনরূপ মূর্খতা অপেক্ষা এ সংসারে আর অধিক দুঃখ কিছুতেই নাই। অন্ধ গো-লঙ্গুলন্যায় অবলম্বনের দুঃখ মূর্খেরই হয়। অতএব তুমি তোমার হৃদয়াকাশে যে মেঘমণ্ডল উদিত হইয়াছে তাহাকে বিবেক বায়ু-দ্বারা দূরে অপসারিত কর। শ্রবণ কর তজ্জন্য কি করিতে হইবে।

আত্মনৈব প্রযত্নেন যাবদাত্মাবলোকনে।
ন কৃতোনুগ্রহস্তাবন্ন বিচারোদয়োভবেৎ॥ ৫৬

মূর্খতার বিনাশ কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে প্রথমে সুকৃতি উপার্জ্জন কর তাহা দ্বারা আত্মার অনুগ্রহ অনুভবে

আসিবে। তখন আত্মাকে দেখার জন্য একদিকে ভোগত্যাগ এবং অন্য দিকে শ্রবণমননাদির অভ্যাস এই বিষয়ে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিলে আত্মা আত্মদর্শন বিষয়ে অনুগ্রহ করিবেন। যত দিন ইহা না হইতেছে ততদিন বিচারের উদয় হইবে না। যতদিন না আত্মা নিজের বিচার সমুত্থিত দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হইবেন ততদিন বেদবেদান্ত শাস্ত্রার্থ তর্ক দৃষ্টিতে তিনি কখনও প্রকটতা প্রাপ্ত হইবেন না। রাম! তুমি আপনিই আত্মপ্রসাদে অবস্থিত। তথাপি গুরু এবং শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস দ্বারা তোমার ঐ বোধসিদ্ধি অসন্দিগ্ধরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার উপদেশেই সন্দেহাদি চিত্তবিকল্পের নিরাস করিয়া চিৎসূর্য্য রূপী পরমাত্মার সর্ব্বত্র বিকাশ গ্রহণ করিয়াছ। এখন তোমার সমস্ত সঙ্কল্প লয় পাইয়াছে, সমস্ত সন্দেহবিভ্রম শান্ত হইয়াছে, বাহ্য বিষয়ের চমৎকারিতাকৌতুক নীহারের মত অপসৃত হইয়াছে তুমি এখন বিগত জ্বর হইয়াছে।

যদুপগচ্ছসি পাসি নিহংসি বা
পিবসি বিস্ময়সে চ বিবর্দ্ধসে।
তদপি তে ন তদাস্তু তদা মুনে
বিগতবোধকলঙ্কবিশঙ্কিতঃ ॥ ৬৪

যাহা তুমি উপগচ্ছসি—মোক্ষার্থ স্বীকার করিতেছ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত জ্ঞান এবং তৎ সাধন বিচার ও গুরু শাস্ত্রোপদেশ ইত্যাদি—যাহা তুমি পাসি—যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছ অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদি যাহা তুমি নিহংসি —যত্নপূর্ব্বক জয় করিতেছ অর্থাৎ আলস্য প্রমাদাদি দোষ সমস্ত—যাহা তুমি পিবসি অর্থাৎ সমাধি সুখামৃত বলিয়া পান করিতেছ, যাহা তুমি বিস্ময়সে অর্থাৎ উত্তরোত্তর জ্ঞান ভূমিকা লাভে বিস্মিত হইতেছ, যাহা তুমি বিবর্দ্ধসে—অর্থাৎ সপ্তভূমিকাতে বিশ্রাম করিতে করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুখ হইতে অধিক সুখ বৃদ্ধি অনুভব করিতেছ—হে মননশীল রাম! তুমি যখন বিগতবোধকলঙ্কবিশঙ্কিতঃ অর্থাৎ তোমার বোধ হইতে যখন তোমার একরস আত্মতত্ত্ব বোধ হইতে কলঙ্ক—অর্থাৎ আবরণ বিশঙ্কিত অর্থাৎ বিক্ষেপ—এই বোধের আচরণ ও বিক্ষেপ দূর করিতে পারিবে তখন সাধন ভজন কিছুই আর থাকিবে না—তখন

তুমি আত্মাভাবেই স্থিতি লাভ করিবে। ইহা না কর মূর্খই থাকিয়া যাইবে আর দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিরন্তর পড়িবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ "ন মৌর্খ্যাদধিকো লোকে কশ্চিদস্তীহ দুঃখদঃ"।

— —

উপশম ৩০ সর্গঃ

প্রহ্লাদ জীবনী।

প্রহ্লাদ জীবনীতে নিম্নলিখিত বিষয় সমস্ত আছে। (১) হিরণ্যকশিপু বধ চিন্তায় বিষাদ যোগ (২) প্রহ্লাদের আপন দেহকে নারায়ণ দেহ ভাবনা (৩) মনোদ্বারা মাধবকে পূজা (৪) নারায়ণের আগমন (৫) প্রহ্লাদের আত্মযোগ (৬) ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ চিন্তা (৭) আত্মস্তুতি (৮) অসুরমণ্ডলের ব্যাকুলতা (৯) পরমেশ্বরের চিন্তা (১০) প্রহ্লাদ ও নারায়ণ (১১) প্রহ্লাদ বোধন (১২) প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক (১৩) প্রহ্লাদের ব্যবহার (১৪) প্রহ্লাদের বিশ্রান্তি।

(১)

হিরণ্যকশিপু বধ চিন্তায় বিষাদ যোগ।

বশিষ্ঠ—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি আপনি বিচার করিয়া জ্ঞানোদয় ক্রম বলিলাম—ইহা কাকতালীয় ন্যায়েই হয়। এখন উপাসনাদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে যে জ্ঞানোদয়—প্রহ্লাদ জীবনীতে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ভগবানও বলিতেছেন জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রহ্মতদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিতি।

যে প্রণালীতে প্রহ্লাদের জ্ঞান হইয়াছিল তাহাই বলিতেছি।

বিদ্রাবিত সুরাসুর, নারায়ণবিক্রম হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুর পাতাল কুহরে বাস করিতেন। রাজহংস যেমন রাত্রিতে পদ্মগৃহ ভ্রমরকে বিতাড়িত করিয়া প্রাতর্বিকসিত বৃহৎ পত্রপদ্মকে গ্রহণ করে সেইরূপ এই দৈত্যেশ্বর স্বীয় পরাক্রমে ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া ত্রিভুবনের একেশ্বর হইয়াছিলেন। মত্ত হস্তী যেমন ভ্রমর সকলকে বিতাড়িত করিয়া ভ্রমরের রাজ্য পদ্মবন অধিকার করে সেইরূপ সুরাসুর সকলকে বিতাড়িত করিয়া হিরণ্যকশিপু জগৎ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

কস্মাৎ = কস্মাদ্ধেতোঃ
ত্বং সশোকইব = ইষ্টবিয়োগানু-
চিন্তনং শোকস্তদ্বানিব
লক্ষ্যসে = সংদৃশ্যসে সখেদইব
প্রতীয়সে।
কস্মাচ্চহেতোঃ ত্বং দুর্ম্মনাইব লক্ষ্যসে } দুঃখনিবন্ধন চিন্তাবসাদো- দুর্ম্মনা দৌর্ম্মন-
স্যাম্ বিমনস্কইব
লক্ষ্যসে বাক্ষ্যসে। দুষ্টং মনো
যস্য স দুর্ম্মনাঃ ॥ ইবেতি সাম্যে ॥

ইতি = ইত্থং
প্রণয়োদিতম্ = প্রণয়েন প্রেম্ণা
উদিতং কথিতং
তস্য ভূপতেঃ—সুরথস্য
বচঃ আকর্ণ্য = বচঃ শ্রুত্বা
সঃ = বৈশ্যঃ
প্রশ্রয়াবনতঃ সন্ = প্রশ্রয়েণ
বিনয়েন অবনতঃ নম্রঃ সন্
তং নৃপঃ প্রত্যুবাচ = প্রতি বচনং
দত্তবান্।

কেনই বা তোমাকে শোকার্ত্ত ও দুশ্চিন্তায় আকুল মত দেখিতেছি। সেই বৈশ্য রাজার এইরূপ সমবেদনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিনয়ে অবনত হইয়া সেই রাজাকে কহিলেন।১৯

বৈশ্য উবাচ ॥২০॥

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ॥২১

ধনিনাংকুলে উৎপন্নঃ—জাতঃ
অহং—

সমাধির্নাম—
বৈশ্যঃ—

বৈশ্য কহিলেন—আমি বৈশ্য—আমার নাম সমাধি। ধনবানের কুলে আমার জন্ম ॥ ২১ ॥

পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ।
বিহীনঃ স্বজনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায়ি মে ধনম্।২২

ধনলোভাৎ = ধনেষু লোভাৎ
অসাধুভিঃ = অসজ্জনৈঃ
পুত্রদারৈঃ = পুত্রৈশ্চ দারৈশ্চ
নিরস্তশ্চঅস্মি = নিরাকৃতঃ, অধি-
ক্ষিপ্তঃ ভর্ৎসিত অস্মি।

স্বজনৈঃ = বান্ধবৈশ্চ
বিহীনঃ = রহিতোঽস্মি।
দারৈঃ পুত্রৈশ্চ = পত্নীভিঃ পুত্রৈশ্চ
মে = মম
ধনং আদায়ি = ধনং গৃহিতম্।

ধন লোভে অসাধু পুত্র ও স্ত্রী দ্বারা আমি অবমানিত হইয়াছি। আমি স্বজন বন্ধুবান্ধব রহিত হইয়াছি। স্ত্রী ও পুত্র আমার ধন কাড়িয়া লইয়াছে।

প্রশ্ন—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যায় বৈশ্য শ্রীজগদম্বার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিয়া ছিলেন আর রাজা রাজ্য চাহিয়াছিলেন। রাজা ও বৈশ্যের চরিত্রে যে এইরূপ পার্থক্য-- তাহার কোন আভাস কি এখানে পাওয়া যায় ?

উত্তর—রাজা রাজ্য ও ধনের জন্য যত কথা বলিয়াছেন বৈশ্য কিন্তু তাহা বলেন নাই। ক্রমে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ।
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্ ॥২৩
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥

আপ্তবন্ধুভি = পুত্রমিত্রকলত্রাভিঃ
নিরস্তশ্চ = পরিত্যক্তশ্চ।
দুঃখী = অহং উদ্বিগ্ন মনাঃ সন্।
বনমভ্যাগতঃ = বনং আগতঃ অস্মি।

সঃ অহং = তথাবিধঃ অহং
অত্র = বনে
সংস্থিতঃ = স্থিতঃ সন
পুত্রাণাং স্বজনানাংচ দারাণাংচ = কলত্রপুত্রাদৌ
কুশলাকুশলাত্মিকাং = শুভাম-শুভাং বা
প্রবৃত্তিং = বার্ত্তাং
ন বেদ্মি—

আপ্তবন্ধু সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—তাই আমি দুঃখী হইয়া বনে আসিয়াছি। আপ্তবন্ধু নিরস্ত আমি বনে থাকিয়া পুত্র স্বজন ও পত্নী প্রভৃতির শুভাশুভরূপ সংবাদ জানিনা।

প্রশ্ন—বৈশ্য কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন ?

উত্তর—বৈশ্য যে স্ত্রীপুত্রাদির কুশল অকুশলের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন তাহাই জানাইতেছেন কিন্তু ধন কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া তাহার কোন প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়াই তিনি বনে আসিয়াছেন। বৈশ্য স্বজনগণের

কল্যাণ প্রার্থনা করিলেও ইহা তাঁহার শুভ কামনা বটে আর ধন উদ্ধারের চেষ্টা না করায় তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ ছিল।

কিং নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিং নু সাম্প্রতম্।
কথং তে কিং নু সদ্‌বৃত্তাঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ কিং নু মে সুতাঃ ॥২৪

সাম্প্রতং = ইদানীং
তেষাং = পুত্রদার স্বজনানাং
গৃহে —
ক্ষেমং-কল্যাণং-ক্ষিণোতি হিনস্তি ক্লেশান্ ক্ষেমম্।
কিং = কিমিতিসন্দেহে, নু = ইতি বিকল্পে বর্ত্ততে। } কিমসি ক্ষেমং নু
অক্ষেমং = অকল্যাণং কিং নু বর্ত্ততে।

কথং মে = কথং মে জ্ঞেয়ং স্যাৎ
তে সুতাঃ = সাম্প্রতং তে সুতাঃ
সৎবৃত্তাঃ = সৎ সাধু বৃত্তং চরিতং যেষাং তে
কিং নু ?
দুর্বৃত্তাঃ = দুষ্টমসাধু বৃত্তং চরিতং যেষাং তে
কিং নু ?

সংস্প্রতি আমার পুত্রদার স্বজন গৃহে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে ? কি প্রকারেই বা জানিব তাহারা ধর্ম্মপথে আছে বা অধর্ম্ম পথে চলিতেছে।

প্রশ্ন—মন হইতে সমস্ত সঙ্কল্প বাহির করিয়া দিতে না পারিলে শ্রীজগদম্বাকে পাওয়া যায় না। সর্ব্ব সঙ্কল্প ছাড়িব বলিলেই ছাড়া যায় না। এই জন্য সঙ্কল্প দূর করিবার শাস্ত্রোক্ত উপায় হইতেছে সর্ব্বপ্রথমে শুভ সঙ্কল্প করা। পরে তাহাও মায়ের চরণে ভার দেওয়া উচিত। সকলে মঙ্গলে থাকুক—সকলে ধর্ম্ম পথে চলুক—ইহা শুভ সঙ্কল্প। বৈশ্য ইহাই ভাবিতে ছিলেন। ধন গিয়াছে বলিয়া তিনি কোন দুঃখ করিতেছেন না। ইহাতেই কি তাঁহার মনের অবস্থা বুঝা যাইতেছে ?

উত্তর—ধন অপহৃত হইয়াছে বলিয়া কোন দুঃখের কথা মুখ হইতে বাহির না হওয়ায় বুঝা যাইতেছে অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—অর্থকেই তিনি অনর্থের মুল জানেন। ইহা বৈরাগের বীজ। অর্থের আবশ্যকতা থাকিলেও অর্থাসক্তি না থাকাই উপসম। অর্থাসক্তি ও উপকারাসক্তি

ত্যাগ করিয়া অর্থ ও জীবের উপকার ভগবৎ সেবার জন্য কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় তাহার জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপদেশ। অর্থাসক্তি কোন কোন ব্যক্তির থাকে না তাহাতেই কিন্তু ঈশ্বর পাওয়া যায় না। সমস্ত জগতের নর নারীর দুঃখ দূর করিতে হইবে,এই জন্য ছুটাছুটি করা, এই জন্য একটা যাতনা লইয়া থাকা, ইহাও সূক্ষ্ম ভাবে সংসার মায়া। উপ—সমীপে, কার—করিয়া দেওয়া ইহাই কিন্তু প্রকৃত উপকার। ইহা না করিয়া জীবের উপকার করা,—ইহাতে সুকৃতি উপার্জ্জন হয় মাত্র। এই সুকৃতি দ্বারা শ্রীভগবানকে পাইবার পথে চলা যায়। কিন্তু শ্রীভগবানকে পাওয়া হইতেছে স্বতন্ত্র পদার্থ। সর্ব্বসামঞ্জস্য রাখিয়া ভগবৎ প্রাপ্তি কিরূপে হয় ইহার উপদেশের জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী এবং গীতা, রামায়ণ, মহাভারত,ভাগবত,তন্ত্র—এক কথায় বেদ। শাস্ত্রের শিক্ষা ধর্ম্মকে প্রথমে রাখিয়া অর্থ ও কামকে মধ্যে রাখিতে হইবে এবং সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকিবে মোক্ষের প্রতি। ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের জন্য পুরুষার্থ করাই নর নারীর যথার্থ পুরুষার্থ। ইহার কোনটি বাদ দিলে হইবেনা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ইহা কিরূপে পাওয়া যাইতেছে ক্রমে সে সমস্ত কথা আসিবে।

রাজোবাচ ॥ ২৬

রাজা বলিলেন॥ ২৬

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ ॥ ২৭

তেষু কি ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্॥ ২৮ ॥

হে সমাধে= হে বৈশ্য—ভবান্

ধনৈঃ= ধনকারণৈঃ

লুব্ধৈঃ=গৃধ্নুভিঃ

যৈঃ পুত্রদারাধিভিঃ= যৈঃদুর্বৃত্তৈঃ বন্ধুভিঃ

নিরস্তঃ= অধিক্ষিপ্তোঽভূৎ

তেষু ভবতঃ—

মানসম্—

কিং= কথং কিমিতি প্রশ্নে।

স্নেহং অবধ্নাতি= কিমর্থং প্রেমং করোতি।

তাদৃশেষু স্নেহনিবন্ধনং জুগুপ্সিতং গর্হিতং ত্যজনীয়ং ভবতেতি ভাবঃ॥

ধনলোভী যে সমস্ত স্ত্রী পুত্রাদি কর্ত্তৃক আপনি বিতারিত তাহাদের প্রতি আপনার মনের স্নেহ বন্ধন কি জন্য হইতেছে ?

প্রশ্ন—ধন কাড়িয়া লইয়া যাহারা আপনাকে দূর করিয়া দিয়াছে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল জানিবার জন্য আপনি এত ব্যাকুল কেন ?

উত্তর—বৈশ্যের শুভ সঙ্কল্প হইতেছে, ধন লোভী হইলেও স্ত্রী পুত্রাদির মঙ্গল হউক—ইহাও সংসার বন্ধন বটে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সকল সঙ্কল্প ত্যাগ ভিন্ন জগন্মাতাকে পাওয়া যায় না। এই স্নেহও সংসার মায়া। এই মায়া কোথায় রাখিতে হইবে তাহাই মেধাঋষি শ্রীশ্রী চণ্ডী ধরিয়া রাজা ও বৈশ্যকে উপদেশ করিবেন।

বৈশ্য উবাচ॥ ২৯ [একোনত্রিংশদেব তু মন্ত্র সংখ্যা প্রকীর্ত্তিতা]
ইতি জগচ্চন্দ্রচন্দ্রিকা।

এব মেতৎ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ। ৩০
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ॥ ৩১
পতি স্বজন হার্দ্দঞ্চ হার্দি তে স্বেব মে মনঃ।
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে। ৩২
যৎ প্রেম প্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে॥ ৩৩
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্ব প্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥ ৩৪

বৈশ্য কহিলেন।২৯

ভবান্—
অস্মদ্গতং = অস্মদ্বিষয়ম্
[রাজাগ্রে বৈশ্যস্য প্রশ্রয়াবনতস্য সতঃ প্রাগল্ভ্যা নৌচিত্ত প্রসঙ্গাচ্চ
(মদ্গতং ইতি পাঠে ময়াগতং জ্ঞাতং বা)
বচঃ যথা প্রাহ = প্রব্রবীতি
এতৎ = বচঃ
এবং = ইদমিথ্যমেব—ঈদৃগেব।

(তথাপি)
অহং কিং করোমি মম মনঃ—
নিষ্ঠুরতাং = পারুষ্যং
ন বধ্নাতি = নাচরতি, নাশ্রয়তি ন ভজত ইতি।

ধনলুব্ধৈ যৈঃ = পুত্রদারস্বজনৈঃ
পিতৃস্নেহং তস্মিন্ হার্দং স্নেহঃ
তৎ পিতৃস্নেহং
পতিস্বজন হার্দঞ্চ = পতিরেব
ভর্ত্তৈব স্বজনোবন্ধু
পতিহার্দং = ভর্ত্তৃস্নেহং স্বজন
স্নেহঞ্চ
(হৃদয়স্য স্বান্তস্য কর্ম্ম—হার্দম
প্রেম স্নেহ ইতিযাবৎ।)
সংত্যজ্য অহং নিরাকৃতঃ =
ত্যক্তোহস্মি

তেষু এব = তথাবিধেষ্বপি
মে = মম
মনঃ—
হার্দি = হার্দমস্যাস্ত্যস্যতৎ সস্নেহং
[বর্ত্ততে)

হে মহামতে ! = রাজন্ [মহতী
মতির্যস্য স মহামতিঃ]
জানন্নপি—তেষাং দোষং জান-
ন্নপি
বিগুণেষ্বপি = বিরুদ্ধগুণেষ্বপি,
অসৎসুঅপি, বিস্নেহেষ্বপি
বন্ধুষু—
যৎ প্রেম প্রবণং চিত্তং করোমি
= প্রেম্ণা প্রবণং প্রহ্বং নম্রং
অনুকুলম্ প্রেমপ্রবণং—স্নেহা-
নুবন্ধি চিত্তং করোমি

তৎ কিং ইতি—কস্মাৎ হেতোঃ
এতৎ ন অভিজানামি—তত্ত্বতো
নাবধারয়ামি।

তেষাং কৃতে = তন্নিমিত্তং
মে = যস্মে
নিশ্বাসঃ = নির্গচ্ছতি শ্বাসো
যস্মাৎ স নিশ্বাসঃ শোকঃ
শোকাৎ দৈন্যং
দৌর্ম্মনস্যংচ = দুষ্টং মনো যস্য স
দুর্ম্মনাঃ তদ্ভাবো দৌর্ম্মনস্যং
দুস্থিতমনকস্তং চ
জায়তে—দীর্ঘশ্বাসঃ মনোবৈক-
লঞ্চ জায়তে

অপ্রীতিষু = প্রীতিরহিতেষু,
প্রীতিশূন্যেষু অপি
তেষু পুত্রাদিষু
যৎ মে মনঃ
নিষ্ঠুরং ন জায়তে = ক্রুরং ন
জায়তে
করোমি কিং = তৎ কিং করোমি

রাজার প্রশ্নে বৈশ্য উত্তর করিলেন—

আপনি আমার বিষয়ে যাহা বলিলেন তাহা ঠিক, কিন্তু কি করি আমার মন যে নিষ্ঠুর ভাব ধারণ করিতে পারিতেছে না ॥৩০॥

যাহারা ধনের লোভে পিতার স্নেহ, পতির প্রেম, স্বজন প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদেরই প্রতি আমার মন অনুরক্ত ॥ ৩১ ॥

হে মহামতে ! স্ত্রী পুত্রাদির দোষ জানিয়াও—স্নেহশূন্য বন্ধু সকলের প্রতি আমি যে চিত্তকে অনুরক্ত করিতেছি—স্নেহানুবন্ধ করিতেছি—কি হেতু যে ইহা হইতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৩২ ॥

তাহাদের নিমিত্ত আমার কত দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে, তাহাদের জন্য মন কতই অসুস্থ হইতেছে ; আমাতে প্রীতিশূন্য সেই পুত্রাদির প্রতি আমার মন যে কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না—আমি করি কি ? ॥ ৩৩ ॥

প্রশ্ন—উপক্রমণিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর সার কথা আলোচনা কালে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে জগতের সর্ব্ব দেশের নর নারীর জীবনের অত্যন্ত জটিল সমস্যা এই চণ্ডীতে উত্থাপন করা হইয়াছে এবং কিরূপে তাহার সমাধান হয় তাহার একমাত্র উপায় এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন বলুন—এই সমস্যা কি এবং তাহার সমাধানই বা কিরূপ ?

উত্তর—সমাধানের উপদেশ ক্রমে আসিবে এখন জগতের নরনারীর জীবনের প্রধান সমস্যার কথা শ্রবণ কর।

প্রশ্ন—বলুন।

উত্তর—রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের চিত্তের অবস্থাতে এই সমস্যা দেখান হইয়াছে। উভয়েই সংসার হইতে বিতাড়িত হইয়া বনে আসিয়াছেন। কিন্তু রাজার চিত্তের অবস্থা যেরূপ বৈশ্যের চিত্তের অবস্থা ঠিক সেইরূপ নহে। বনে আসিয়া রাজা ভাবিতেছেন—আমার পিতৃপিতামহ

পালিত রাজ্য ত গেল—অসচ্চরিত্র আমার ভৃত্য ও অমাত্যগণ আর কি ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া প্রজা পালন করিবে? আমার সদা মদস্রাবী শূরহস্তী বৈরীবশে আসিয়া আর কি পূর্ব্বের মত খাইতে পাইতেছে? আমার ভৃত্যগণ নিশ্চয়ই অন্য রাজগণের নিকট বেতন লইয়া এবং পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া অন্য রাজগণের সেবা করিতেছে—অন্য রাজার অমাত্য হইয়া আমার অমাত্যেরা অপরিমিত ব্যয় করিয়া আমার অতি দুঃখ সঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেষ করিতেছে। রাজার চিত্ত বিষয়াসক্ত। তিনি আমার কি হইল—আমার অর্থ কোথায় গেল—আমার হস্তী সকল খাইতে পাইতেছে না এই সমস্ত ভাবিয়া দুঃখ করিতেছেন। চণ্ডী বলিতেছেন—

"সোঽচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্ট চেতনঃ" রাজার বিষয় চিন্তার পরিচয় দিতেছে রাজার এই আমার আমার অভিমান পূর্ণ বুদ্ধি।

আর বৈশ্যের অবস্থা? বৈশ্যও সংসার হইতে বিতাড়িত। তাঁহার স্ত্রীপুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে তাঁহার সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। বৈশ্যত হৃতধন উদ্ধারের জন্য সমাজের সচ্চরিত্র সাধু জনগণের সাহায্য লইতে পারিতেন অথবা রাজদ্বারে ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিতে পারিতেন কিন্তু বৈশ্য রাজার মত ধনের চিন্তা করিতেছেন না—বিষয়ের জন্য কোন চিন্তার কথা তাঁহার মনে উঠিতেছে না। তিনি স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনের কুশল অকুশল চিন্তা করিতেছেন। তিনি তাহার গৃহের শুভ অশুভের ভাবনা ভাবিতেছেন—তাহারা সচ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্র কিরূপ হইয়াছে তাহারই চিন্তা করিতেছেন। রাজা করিতেছেন বিষয় চিন্তা আর বৈশ্য করিতেছে সদসৎ চিন্তা।

বৈশ্যের বিচার বৈরাগ্য থাকিলেও জীবের চরিত্রহীনতাই যে দুঃখের কারণ, অসচ্চরিত্র হইলে যে জীবের শুভ হইতে পারে না এই চিন্তাই বৈশ্যকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। রাজার মোহ, বিষয় নষ্ট হইল বলিয়া আর বৈশ্যের মোহ জীবের চরিত্র অসৎ হইবে বলিয়া।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪৷৷০ টাকা, মোট ১৩৷৷০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৷৷০ আবাধা ১।০।

ভদ্রা ২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১।০ বাধাই ১৷৷০, মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০ আনা।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। বাঁধা ৩৲টাকা। সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

দৈববাণী।

কাহার না শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ। যাহারা জীবনটীকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে চাহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশপ্রায় হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ যাহা খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার ভাষা এত সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার পাঠেও সাধনা হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্প্রদায়েরই সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনার অনেক রহস্যই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মজগতে ইহা অতুলনীয়। মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান :—"আর্য্যবিদ্যা নিকেতন"
২৭।৫৫ তিল ভাণ্ডেশ্বর। ৺কাশীধাম।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে— শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] বর্ষ] পৌষ, ১৩৩০ সাল। [৯ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
[illegible] কলিকাতা, [illegible] প্রেসে
[illegible] মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন "উৎসব" অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৲। ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৲ স্থলে ২৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রী[illegible]

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৬ বর্ষ। } পৌষ, ১৩৩৮ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

সবার পিছনে।

প্রণাম করিতে রাতুল চরণে
আসিয়াছি দিন পারেতে।
ভরসা আমার আগে পাছে নাই
তোমার মুক্ত দ্বারেতে॥
বর ও অভয় তোমার স্বভাব
জানিয়া নির্ভয় হ'য়েছি।
তড়িঘড়ি নাই তাইগো আসতে
সবার পিছনে এসেছি॥

শ্রীমতী ভবরাণী। ৺কাশীধাম।

ভব কর্ণধার।

শ্রীগুরু যাহা উপদেশ করিলেন তাহাইত ভাল করিয়া ধারণা করা আমার প্রয়োজন। নতুবা তাঁহার দত্ত কর্ম্ম ঠিক মত হইবে কি?

হইবে না। তাই সর্ব্বাগ্রে এই প্রয়াস করাই আবশ্যক।

গুরু বলিলেন—একবারেত অনেষ্ঙং অলেপক ভগবানে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে না—তাই জগতের মধ্যে প্রেমময়, রঙ্গময়, লীলাময় পুরুষকে সংসারের মধ্যে দেখিতে থাক।

তোমার মনের খেলা যেমন প্রবৃত্তি মার্গেও হয় আবার নিবৃত্তি মার্গেও হয় সেইরূপে মায়ের খেলা উভয় মার্গেই হইতেছে। মা যে বিদ্যারূপিণী এবং অবিদ্যারূপিণী উভয়ই। প্রবৃত্তি মার্গে চল—কেবল ভুল—কেবল ভুল—মাকে ভুলিবে—মাকে মনে রাখিতে পারিবে না; নিবৃত্তি মার্গে ধীরে ধীরে চল মায়ের জন্য সংসার করিতে পারিবে। কথা যাহা কও, কর্ম্ম যাহা কর, ভাবনা যাহা ভাব—সমস্তই মাকে জানাইয়া কর, মাকে লইয়া কর, মায়ের প্রীতির জন্য কর—তোমার প্রবৃত্তি মার্গের মন ধীরে ধীরে নিবৃত্তি মার্গে চলিতে পারিবে—শেষে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির কোলে বিশ্রাম লাভ করিবে, তুমিও মায়ের হইয়া মায়ের কোলে চির বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবে।

ইহাই প্রথম অধিকারীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথ। স্বয়ম্ভু শ্রীভগবান্ জীবের ইন্দ্রিয় সমূহকে, ইন্দ্রিয়ের রাজা মনকেও বিষয়ের দিকে—সংসারের দিকে—রূপ রসাদির দিকে ঘুরাইয়া রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন নতুবা সৃষ্টিই হইত না। তাঁহার প্রকৃতিও থাকিবে অথচ প্রকৃতিকে লইয়া খেলা হইবে না ইহা কি হয়? যদি হইত অথবা যখন হয় তখন তিনি প্রকাশ হইতেন কোথায়? সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা ভাসিবেন কোথায়? প্রকৃতিকে ধরিয়াই পুরুষ আত্মপ্রকাশ করেন নতুবা তিনি আপনি-আপনি। কোন সৃষ্টিও নাই—কোন খেলাও নাই—বিশ্বও নাই—সংসারও নাই। তাই প্রকৃতি লইয়া তিনি যে ভাবে খেলা করেন তুমিও সারা প্রকৃতিতে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সংসার কর—তবেই তাঁহার মত যখন ইচ্ছা সংসার করিতে পারিবে—আবার যখন ইচ্ছা সব ছাড়িয়া আপনি-আপনি থাকিতেও শিখিবে।

চিত্তকে শ্রীভগবানের দিকে ফিরানই শ্রীগুরুর উপদেশ। বিষয়ের দিকে চিত্তকে ছাড়িয়া দিয়া হাবুডুবু খাইতেছ—ইহাকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাও। ইহাই সংসার সাগর পার হইবার একমাত্র পন্থা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

ফিরাইবে কিরূপে ? এই বিষয়ে শ্রীগুরুর উপদেশগুলি শ্রদ্ধার সহিত পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর—নিত্য কর। ফলাফল, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ কিছুই গণনা করিওনা—শুধু আজ্ঞা পালনে সাধ্যমত প্রয়াস করিতে থাক —সময়ে তিনিই সব করিয়া দিবেন—সকলের করিয়া দিয়াছেন—যে তাঁহার কর্ম্মে লাগিয়া থাকিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে তাহারই করিয়া দিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার আশ্বাস বাণী। বিশ্বাস রাখ, তীব্র বিশ্বাস রাখ ইহাতে এবং আলস্য ও অনিচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর, তবে হইবে।

মন যখন কামের সঙ্কল্প না করে তখন মন শুদ্ধ আর যখন কাম জর্জ্জরিত হয় তখন ইহা অশুদ্ধ। আত্মা আপনাকে মনস্থানে বসাইয়া শরীর ভোগের জন্য বহু দুঃখে কর্ম্ম করিয়া যোনি হইতে যোনিতে ভ্রমণ করিয়া করিয়া বহু কষ্ট পায়।

মন এব মনুষ্যাণ্যাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

মনকে আত্মার দিকে ফিরাইলেই ইহা নির্ব্বিষয় হইয়া গেল—একমাত্র নির্ব্বিষয় বস্তুই আত্মা। আকাশ যেমন সমস্ত বস্তুর ভিতরে বাহিরে থাকিয়াও নির্লিপ্ত সেইরূপ আত্মাও বিশ্বের ভিতরে বাহিরে থাকিয়াও নির্ব্বিষয়।

শ্রীগুরু বলিয়া দিলেন সংসার বহু দুঃখের স্থান সর্ব্বপ্রকার বিপদের স্থান—ঈশ্বর ছাড়িয়া সংসারে ভ্রমণ কর বড় যাতনা পাইবে, বড় কষ্ট পাইবে বহু পাপ করিয়া ফেলিবে, বড় দাগী হইয়া যাইবে—বড় অপবিত্র হইবে। ঈশ্বর-চিন্তাশূন্য সংসারকে ভয় কর। যেমন মানুষ সর্প দেখিয়া ভয় করে সেইরূপ ভয় কর।

প্রথমেই বড় বিপদের স্থানে পড়িয়াছ বলিয়া মনকে কাতর কর। জানিয়া শুনিয়াও মনকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইতে পারনা বলিয়া কাতর হও। তারপরে সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাইবে দিনান্তে একবার করিয়া ভাবনা কর। এক দেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে হইলে কত ভাবনা হয় তাহাত জান। কোথায় থাকিতে হইবে, থাকিবার সুবিধা হইবে কিনা, সঙ্গে কে থাকিবে—কত কি, চিন্তা কর।

বল দেখি দেহ ছাড়িয়া যে অপরিচিত স্থানে যাইবে সেখানে তোমার সঙ্গী

কে হইবে ? সেই দুর্গম দেশে, দুর্গম পথে, কোথায় থাকিবে, কি করিবে ইহা কি কখন চিন্তা করিয়াছ ? দেহত ছাড়িতেই হইবে—ইহাত স্থির—তবে তোমার সাথী কে, ভাবিলেই ত প্রাণ কাতর হইবে।

শ্রীগুরু বলিয়া দিলেন প্রাণকে কাতর কর তবেই তোমার চিত্ত সেই জীবনে মরণের সাথীর দিকে ফিরিবে। প্রাণ কাতর না হইলে চিত্তকে ফিরাইবার পন্থাই পাইবে না। জীবনে সাথী কর—ইহা তোমার আয়ত্বে আছে—তবেই মরণে সে সাথী হইবে—ইহা তাঁহার স্বভাব।

কখন প্রাণকে কাতর করিয়া চিত্তকে ভগবানের দিকে ফিরাইতে কি চেষ্টা করিয়াছ ? না করিয়া থাক এখন হইতে কর। বড় অপূর্ব্বতা প্রাপ্ত হইবে। চিত্তত স্থায়ী কিছুই পায় নাই—সবই ক্ষণস্থায়ী, সবই দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। যাহা নিত্য যাহা জ্ঞান স্বরূপ যাহা আনন্দ স্বরূপ তাহার দিকে ফিরিতে চেষ্টা কর—স্থায়ি-ভাবে চিত্ত চমৎকারের ব্যাপারে ডুবিয়া যাইবে—তুমি শান্তির একমাত্র পথে চলিবে।

চিত্তকে ফিরাও দেখি সেই দিকে একবার ? কেমন করিয়া ফিরাইবে তাহাও ত শ্রীগুরু বলিয়া দিয়াছেন। এই চিন্তাই বিশেষ ভাবে করা উচিত। করনা—দেখ কি পাও।

(৩)

শ্রীগুরু বলিয়া দিয়াছেন বাহিরে থাকিওনা, ভিতরে প্রবেশ কর। সকল সময়ে ভিতরে থাকিয়া বাহিরের কাজ করিতে পারিবেনা নিশ্চয়, এই জন্য ত্রিসন্ধ্যায় থাকিতে অভ্যাস কর, অন্য অবসর সময়ে থাকিতে চেষ্টা কর—একটু অভ্যাস হইলেই বুঝিবে ভিতরে থাকিয়া বাহিরের কাজ করা যায়—বরং ভাল করিয়াই করা যায়। তখন কর্ম্মে আর বন্ধন হয় না—যাঁহার কর্ম্ম তিনিই করিয়া দেন। ক্রমে তিনি কৃপা করিয়া বাহিরের কর্ম্ম ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম, করিয়া দিয়া এমন স্থানে "প্রচোদয়াৎ" করেন যেখানে আর কোন কর্ম্ম থাকেনা। থাকেন শুধু যাহা চাও—তাই।

ভিতরে প্রবেশের জন্য শ্রীগুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন—শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য কর। শ্বাস বাহিরে আসিতেছে—সেই সময়ে শব্দ করিতেছেন "হম্" আর ভিতরে ঢুকিবার সময় বলিতেছেন "সঃ"। এই দেখিয়া ভিতরে ঢুকিবার কৌশল ঠিক করিয়া লও। ইহা হৃদয়ে ঢুকিবার সঙ্কেত। হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় তিনি আছেন। ইহার চিন্তার কথা পরে বলিতেছি।

ভিতরে প্রবেশের আরও উপায় শ্রীগুরু দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহারা সে সঙ্কেত পান নাই তাঁহারা ইহার অনুকল্প কিছু করিয়া বুঝিতে পারেন ভ্রূমধ্যে প্রবেশ করা কিরূপ?

যখন সূর্য্যদেব আকাশে থাকিয়া জ্যোতি ছড়ান, তখন ক্ষণকালের জন্য সেই জ্যোতির আধারকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত কর; করিয়া গৃহের ভিতরে আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিবে ভ্রূমধ্যে সূর্য্যের জ্যোতির প্রতিকৃতি। আর শ্রীগুরু যাহাদের নবদ্বার বন্ধ করিয়া দেখাইয়া দেন তাঁহাদের ত কথাই নাই।

ভ্রূমধ্যকেও হৃদয় বলে আবার বক্ষ দেশকেও হৃদয় বলে। যে স্থানে যাহার সুবিধা সেই স্থানে তিনি চিত্তকে লইয়া গিয়া ভাবনা করাইবেন—জ্যোতিরাশির মধ্যে সুন্দর ইষ্ট মূর্ত্তি। ইহাই প্রণবের মধ্যে ইষ্ট। প্রণব সর্ব্বাঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়—কোটিসূর্য্যের মত প্রকাশ ইনি। চারিদিকে প্রবল জ্যোতির বৃত্ত—মধ্যে লোচন-চমৎকার নীল বর্ণ—তন্মধ্যে সুন্দর স্মেরাননে শিরসি পদনখাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসার ইষ্ট মূর্ত্তি। এই ইষ্ট দেবতাই ভিতরে হিরণ্যগর্ভের অতিসূক্ষ্ম মূর্ত্তি আর বাহিরে বিরাট পুরুষ। বেদ এই কথাই বলিতেছেন।

ওঁ যো বৈ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তর্বহির্ব্যাপ্নোতি যো বিরাড় ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ॥ এই বিরাট্ ব্রহ্ম মায়া দ্বারা নটের মত জগৎ বেশে বিচিত্র ভাবে নানা সাজে সজ্জিত হইয়া এই ত্রিভুবন রঙ্গমঞ্চে রঙ্গ করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বাতীত অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চের স্বরূপই তিনি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, অহঙ্কার এই সপ্তাবরণ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া চিত্তকে ভিতরে ফিরাইয়া মিথ্যা জগৎকে সত্যমত দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন, জ্যোতিরাশির মধ্যে যাহাকে ভাবনা করিতেছ সেই ইষ্ট মূর্ত্তি অনুগ্রহ করিয়া তোমার ধ্যানের জন্য মূর্ত্তি ধরিয়াছেন—মূর্ত্তি না থাকিলে ধ্যান করিয়া করিয়া মানস পূজা করিয়া করিয়া যে তুমি হৃদয় জুড়াইতে পার না। এই ধ্যানের মূর্ত্তিকেই আবার বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডরূপে দাঁড়াইয়া আছেন ইহা চিন্তা কর। আকাশের তলে দণ্ডায়মান হইয়া কখন কি এই সমন্তাৎ প্রসারিত আকাশ মণ্ডল দেখিয়া ভাবনা করিয়াছ এই যে তুমি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডরূপে পর্ব্বত সমুদ্র বনস্পতি বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত হইয়া বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ। আহা! তোমাকে নমোনমঃ করিতেছি আহা! আমি এবং এই বিশ্বের সমস্ত প্রাণী সবাই যে তোমার পাদ দেশ এই পৃথিবীতে বিচরণ

করিতেছে—তোমার মধ্যে আমি—সর্ব্বদা আমি তুমি সবাই—এই তুমি ধ্যানের মূর্ত্তি ধরিয়া আমার উপাস্য—আবার ধ্যানের এই ইষ্টমূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ ভিতরে আবার বাহিরে এই বিরাট্ মূর্ত্তি।

চিত্তের বিষয় মুখ ফিরাইয়া ইহাকে ধ্যানের মূর্ত্তি দেখাইয়া দেখাইয়া এই ভাবনা করাও। সকল মানুষের ভিতরে এই আমার উপাস্য। কোথায় বল রাগ দ্বেষ করিবে? এই ভাবে এই পরম পুরুষকে সর্ব্বত্র সর্ব্ব হৃদয়ে সুন্দরে কুৎসিতে শত্রুতে মিত্রে, যুবতীতে, বৃদ্ধাতে বালকে বৃদ্ধে সর্ব্বত্র স্মরণ করিতে করিতে রাগ দ্বেষ রূপ চিত্ত মল ধৌত করিয়া ফেল। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই প্রথমে জ্যোতিরাশি দেখিবে পরে তাহার ভিতরে মূর্ত্তি দেখিবে। এই জন্য সেই আদিত্য পথগামীকে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য মূর্ত্তির ভিতরে ধ্যান করিতে হয়।

কে বলে তিনি মূর্ত্তি ধরেন না—এই অবিশ্বাসীর সঙ্গ করিওনা। শ্রীগুরু যে বলিয়া দিয়াছেন যাঁহারা করিতে পারেন, যাঁহারা অস্তৌষীচ্ছ্রুতি সিদ্ধ নির্ম্মলপদৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণোদ্ভবৈর্ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরাত্তিবিমলৈরানন্দবাষ্পৈর্বৃতঃ—তাঁহারা সেই জ্যোতিঃরাশির মধ্যে অরূপের অপরূপ রূপ দর্শন অবশ্যই করিবেন তিনি যে কৃপা করিয়া হৃদয়ে এবং বাহিরেও প্রকটিত হয়েন।

তিনি যে কথা বলেন, তিনি যে পূজা গ্রহণ করেন, তিনি যে অভিলাষ পূর্ণ করেন নতুবা ভক্তের হৃদয়, ভক্তের বুদ্ধি জুড়াইবে কিসে?

যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জ্যোতিরাশির মধ্যে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তির কথা বলিতেছেন—

ততঃ স্ফুরৎ সহস্রাংশুসহস্রসদৃশপ্রভঃ।
আবিরাসীদ্ধরিঃ প্রাচ্যান্দিশাং ব্যপনয়ং স্তমঃ।
কথঞ্চিদ্দৃষ্টবান্ ব্রহ্মা দুর্দ্দর্শমকৃতাত্মনাম্॥
ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং স্মিতাস্যং পদ্মলোচনম্।
কিরীটহারকেয়ূরকুণ্ডলৈঃ কটকাদিভিঃ॥
বিভ্রাজমানং শ্রীবৎসকৌস্তুভ প্রভয়ান্বিতম্।
স্তুবদ্ভিঃ সনকাদ্যৈশ্চ পার্ষদৈঃ পরিবেষ্টিতম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালা বিরাজিতম্।
স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীতেন স্বর্ণবর্ণাম্বরেণ চ॥ ইত্যাদি—

যাহারা বহু দুষ্কর্ম্ম করিয়া মনকে অশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারাই জ্যোতির ভিতরে মূর্ত্তি দেখিতে পায় না।

শ্রীগুরু আরও দেখাইয়া দিয়াছেন—

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্।
অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

দেবভাব যাঁহারা জাগ্রত করিতে পারেন না—যাঁহারা তপস্যা করেন না তাঁহারা জ্যোতির ভিতরে মূর্ত্তি দেখিবেন কিরূপে? তাঁহাদের চিত্ত যে মলিন। বলিতেছি চিত্তকে এই দিকে ফিরাইবার ভাবনা কর—সংসারের অসার ভাবনা মিটিয়া যাইবে। মনের "ঘসর" "মসর" দূর করিতে পারিলেই তোমার বিশ্রাম গৃহের দরজা খুলিয়া যাইবে।

ভগবন্! আপনার সকল শিষ্য অপেক্ষা মূর্খ শিষ্য আমি। আমি আপনার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করি কিন্তু আমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতি বশে পাপসমূহ বহু বিঘ্নরূপে দেখা দেয়। তত্ত্বচিন্তা আমি শ্রবণ করি, শুনিতে শুনিতে আনন্দও পাই কিন্তু একান্তে বসিয়া আপনার কথা স্মরণ করিতে গিয়া দেখি সে রস পাইনা।

বৎস! হতাশ হইও না। শ্রবণের ফল ধীরে ধীরে আসিবে—সে জন্য ব্যস্ত হইওনা। এক্ষেত্রে আমার উপর নির্ভর কর। তুমি সর্ব্বদা যেমন বলিলাম জ্যোতি-রাশির মধ্যে—সূর্য্যদেবের ভিতরে—নাম জপ করার অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর। এইটিকে সর্ব্বদার কার্য্য করিতে চেষ্টা কর। অন্য কর্ম্ম যখন করিতে যাইতেছ—মনকে অন্য দিকে যখন যুক্ত করিতে যাইতেছ—তখন প্রথমে প্রণাম করিয়া মনে মনে অনুমতি গ্রহণ কর। প্রথমে ইহা ভুল হইবে—কার্য্য করিয়া বা করিতে করিতে মনে হইবে অনুমতি ত লওয়া হয় নাই। প্রথমে ভুলিলেও শেষে ভুল হইবে না। সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গ এবং লোকহিতকর কর্ম্ম—সমস্তই কর কিন্তু সর্ব্বদার কর্ম্ম রাখ জপ।

দেখ সংস্কার বহু জন্মের—চুরাশি লক্ষ যোনি ধরিয়া কত কার্য্যই করিয়াছ সব সংস্কার তোমার মধ্যে আছে। তুমি কত তোড় জোর করিয়া মনকে অন্য ভাবনা করিতে না দিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলে—একটু পরেই দেখিলে

পুষ্করিণীর স্থির জলে বুদ্‌বুদ্‌ উঠার মত মনের মধ্যে ভাবনা উঠিল। ইহাতেই বুঝিবে তোমার মনে বহু সংস্কার আছে। সংস্কারই তোমার স্বভাব হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য সংস্কার আপনা হইতে উঠে এখানে কোন পুরুষার্থ করিতে হয়না। কিন্তু আমি যে জপ করিবার কথা বলতেছি তাহা আপনা হইতে উঠেনা; ইহার জন্য পুরুষার্থ করিতে হয়। তোমার কার্য্য, স্বভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া এই নূতন গুরুদত্ত বিষয়ে পুরুষার্থ করা। শ্রীগুরুই এই কার্য্যের সহায়। ভগবানও বলিতেছেন—"পৌরুষং নৃষু" মনুষ্যের মধ্যে এই পুরুষকার আমি। আর উন্মত্ত চেষ্টার পুরুষকার পূর্ব্ব সংস্কারের—পাপের—অথবা সংস্কাররাশির মূর্ত্তি শয়তানের। যখন দেখিবে নূতন সংস্কার আপনা হইতে উঠিতেছে তখন জানিও পূর্ব্ব-সংস্কার দুর্ব্বল হইতেছে—তুমিও পরিত্রাণের পথে চলিতেছ। ভয় নাই করিয়া চল।

সংস্কার যাহা করে করুক—তুমি সূর্য্যজ্যোতির ভিতরে জপ করার অভ্যাস করিতে থাক আমিই তোমার চিত্তের মুখ সূর্য্যজ্যোতিঃ পরিপূরিত তোমার ইষ্টদেবের দিকে ফিরাইয়া দিব। এখনও হইলনা বলিয়া অসুস্থ হইও না—করিয়া চল—নিত্য কর্ম্ম বাদ দিও না—করিয়া চল—এইদিকে পুরুষকার প্রয়োগ কর আর নির্ভর কর আত্মা যেমন সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে, ভগবানও সেইরূপ তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা আছেন।

চরণমূলে।

এবার আমার বলা ভুলাও গো তারে
দিলাম থুয়ে চরণ মূলে,
যন্ত্রী তুমি, বাজাও বীণা আপন সাধে
আপন করে লওগো তুলে।
এতদিন যত কথা বলে গে'ছি, ছিল
কেবল ব্যথা কতই ভুল,
কত অশ্রুধারা, ব্যর্থ আশা, বিফলতা
গেথেছি খুঁজি চরণ মূল।
এবার তোমার বাণী তারে কহ, তার
সকল ছিদ্র দাওগো পুরে,
যেনগো তোমার গানেই বাজে এ বীণা
তোমার নাম ঝঙ্কারে সুরে।
ভুবন ভরা জ্যোতির আলোয় হেরব
অরূপ গাছে রূপের লতা,
সকল ব্যথা অবসানের, নীরবতা।
পেয়েছি বুঝি এ সার্থকতা॥

ভাব ও বাক্য।

একটী ভিতরের বা অন্তরের অনুভূতি আর একটী বাহিরের শব্দ।

ভাব বা অনুভূতির সিদ্ধি তখনই হয় যখনই উহার গভীরতায় ও তীব্রতায় অনুভবকারীর বা সাধকের নিকট বাহ্য জগতের জীবন্ত সত্ত্বা বিলুপ্ত হইয়া যায়—যখন ভাবুক বা সাধক অভিলষিতের বা ইষ্টের ধ্যানে আপনার সত্ত্বা হারাইয়া ফেলেন।

বাক্য বা শব্দের সিদ্ধি হয় দুই প্রকারে—

(১) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে ও শাস্ত্র নির্দ্দেশিত শব্দ বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী অষ্টাদশ প্রকারে প্রতিবর্ণের উচ্চারণ বিভেদে ছন্দানুযায়ী বাক্য বা মন্ত্রের উচ্চারণে ;

(২) বাক্য বা শব্দের সহিত ভাবের সংযোগে।

শাস্ত্র নির্দ্দেশিত নিয়মানুযায়ী বাক্য বা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে কাম্য বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তুষ্টি হইয়া কাম্যবস্তু লাভ হয়। আর বাক্য বা মন্ত্রের সহিত ভাবের সংযোগ হইলে উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া ভগবানের চরণে পৌছিয়া থাকে। ধ্রুবের উপাখ্যান ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের মন্ত্রজ্ঞান বা তাহার শুদ্ধাশুদ্ধি দূরের কথা, ভাষাস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল ভাবাতিশয্যে তাহার কাতর আহ্বান ভগবানের চরণে পৌছিয়াছিল। গুহক চণ্ডালের অমার্জ্জিত অশুদ্ধ ও অসম্ভ্রম-সূচক ভাষাও ভাবাতিশয্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট মধুর হইয়াছিল ও তিনি প্রেমে গুহককে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই ভাবটী প্রাচীন নাট্যকারগণ অভিনয় করিয়া কিরূপ মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন ও তাহাতে জনসাধারণের মনে ভক্তিভাবে প্রাপ্তির সহজতা কি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে :—

(লক্ষ্মণের প্রতি ভগবানের উক্তি)

কার প্রাণ নাশন করবি রে ভাই শোন্
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
প্রেমে "ওরে হাঁরে" ও বলে আমারে
আমি ওযে বড় ভালবাসি ভাই।

"ওরে হাঁরে" বলে সে যে জাতীয় স্বভাব—
অন্তরেতে ওর বড় ভক্তি ভাব
লইনে আমি ধন, ভক্ত জনের মন জুড়াই।
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই—
অভক্তিতে আমি ব্রাহ্মণের ও নই
ভক্তিশূন্য নর সুধা দিলে পর
আমি শুধাইনে রে তাই।
(ওরে) ভক্তিভাবে মোরে বিষ দিলে খাই॥

ইহাত শব্দের বা বাক্যের উপর ভাবের প্রধান্যের কথা। আবার বাক্যের সাহায্য না লইয়া ভাবের নির্ব্বাক অভিব্যক্তিতে আরও সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়। যেমন চোখের জলে ভিক্ষা চাহিলে ভাষার প্রয়োজন হয়না, দাতার অন্তঃকরণে ভাবের প্রতিধ্বনি আপনা হইতেই হয়, তেমনই আগ্রহযুক্ত হইয়া ভাবাতিশয্যে অশ্রুপ্লুত নয়নে ও ভাবষিক্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলে সিদ্ধি বা প্রাপ্তি ও সহজ হইয়া যায়।

ভাবের সম্যক অভিব্যক্তি ভাষায় হইতে পারে না। জড়ানুভূতির সম্যক অভিব্যক্তিও ভাষায় হয় না—সূক্ষ্ম ত দূরের কথা, তাই ভাবাবেশে প্রেমিক বিশ্বকবি বলিয়াছেন—

"আমি যে আর সইতে পারিনে
সুরে বাজে মনের মাঝ গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।"

এই ভাবই সূক্ষ্ম রাজ্যে প্রবেশ করিবার একমাত্র অবলম্বন। ইহার প্রভাবে ঊষর মরুভূমে নির্ম্মল নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়। শব্দ ত জড়, তাহাকে সূক্ষ্ম রাজ্যে ভাবই পৌঁছাইয়া দেয়।

হৃদয়ের বিশুদ্ধিতায় বা স্বচ্ছতায় ভগবানের আলোক প্রতিবিম্বিত হইলে উচ্ছ্বলিত রশ্মির ন্যায় ভাবের উৎপত্তি হয়, এই ভাবই ভাবগ্রাহীর নিকট জীবকে পৌঁছাইয়া দেয়। শ্রীভগবানের অধর নিঃসৃত গীতার সুধাসিক্ত উপদেশাবলী স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে কেবল ভাবেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয় যথা;

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯অঃ ২৬ শ্লোক

অর্থ—পত্র পুষ্প ফল জল যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করে আমি শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তি সহকারে সমর্পিত সেই সমুদয় গ্রহণ করি।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষুচাপ্যহম্। ৯ অঃ ২৯শ্লোক

অর্থ—আমি সর্ব্বভূতে সমান, আমার প্রিয় বা দেষ্য কেহ নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহারা আমাতে থাকে, আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাহাদের মধ্যে থাকি।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৯।৩১

(আমাকে যে ভজনা করে সে) শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তিলাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ইহা তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার।

ভাবই সর্ব্ব প্রধান। কোন্ ভাষা ভগবানের কাছে পৌছায় তাহা জানি না আবার কোন্ ভাষা যে ভাবসংযুক্ত হইলে পৌছায় না তাহাও জানি না।

যাঁহারা শব্দ বিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গ হেতু অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ বশত অভীষ্ট লাভে সন্দিহান বা হতাশ্বাস, তাঁহাদের নিকট আমার জীবন-পথের আলোকস্বরূপ সঙ্গীতটী উদ্ধৃত করিলাম :—

"তুমি একজন হৃদয়েরি ধন ;
সকলে আপনা ব'লে, স'পে তোমায় প্রাণ মন।
মঙ্গল স্বরূপ তুমি, তোমাধন সকলে চায়
দীনবন্ধু কৃপা-সিন্ধু তোমার গুণ সকলে গায় ;
কারো মাতা কারো পিতা
কারো সুহৃৎ সখা হও,
যে যা বলে ভাবে গ'লে তাতেই তুমি প্রীত হও,
কেউ বা মনে কেউ বচনে পূজে তোমার শ্রীচরণ॥
মনের কথা প্রাণের ব্যথা যার যা মনে থাকে
ভাবে গ'লে হৃদয় খুলে ব'লে সুখী তোমাকে
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়-রঞ্জন।

চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবগ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবে বশ ;
এক তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন,
ভাব ক'রে ডাক্‌লে আস ভাবনাক জ্ঞানহীন ;
(আমি) সেই ভরসায় ভবের কুলে ব'সে আছি জনার্দ্দন !"

হে চির-বাঞ্ছিত ! সারা জীবনের সঞ্চিত এত যে আশা—এত যে ভরসা
"একি সব মিছে কথা, ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে প্রভু মরমে।"

কি ভাষায় বা কি ভাবে তুমি শুনিতে পাও তাহা জানি না। এখন জীবনের সন্ধ্যায় তোমার মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া এই প্রার্থনা—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গোপন আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ
কৈপুকুর, শিবপুর।

স্থূলদেহে দার্শনিক চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ইহা পুং বৃক্ষ ও ইহা পবিত্র ত্রিপত্রের অন্তর্গত।

"বর্ব্বরী, তুলসী, বিল্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম"।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

ইহার তিনটি দল ঋক, যজুঃ ও সামবেদের সদৃশ এবং ইহার শাখা সর্ব্বশাস্ত্র স্বরূপ।

"ঋগ যজুঃ ও সাম সদৃশং দলত্রয়ং বরাননে।
শাখাশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানীহি মীনলোচনে॥"
যোগিনীতন্ত্র।

কথিত আছে সহস্র স্বর্ণ পুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় একটি বিল্বপত্রের দ্বারা সেই দেবতাকে পূজা করিলে তদপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়।

"স্বর্ণপুষ্পসহস্রেণ যৎফলং লভতে নরঃ।
তস্মাল্লক্ষগুণং পুণ্যং ভবেৎক বিল্বপত্রকেন।"
মাতৃকাভেদতন্ত্র

এইজন্য বিল্ববৃক্ষকে শ্রীবৃক্ষ বলা হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে মহাদেব দিবানিশি এই বৃক্ষের আশ্রয়ে বাস করেন; ইহার ফল, প্রসূন, পত্র, কাষ্ঠ সকলই ঐ দেবতার প্রিয় সামগ্রী। এই বৃক্ষ স্বয়ং শঙ্কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্যই ভারতভূমির সুধী ভক্তগণ এই বৃক্ষের তলে দেহত্যাগ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেন। কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে যে পুণ্য হয়, বিল্ববৃক্ষমূলে দেহত্যাগ করিলে সেই ফল প্রাপ্তি হয়।

"বিল্ববৃক্ষতলে স্থিত্বা যদি প্রাণাং স্তজেৎ সুধীঃ।
তৎক্ষণান্মোক্ষমাপ্নোতি কিন্তস্য তীর্থকোটিভিঃ॥
কাশীপুর সমস্তত্তু তত্র প্রাণং ত্যজেৎ যদি।
কিন্তস্য কোটি তীর্থেণ কাশী বাসেন কিং প্রিয়ে॥"

কি নিমিত্ত এই বৃক্ষের পাতা, ফল, প্রসূন, কাষ্ঠ মহাদেবের এত অধিক প্রিয় ও কি নিমিত্ত ইহার পদমূলে দেহত্যাগ করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা মৎসদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। আমাদের মনে হয় এই ভারতক্ষেত্রের যে মুনি ঋষিগণ সূক্ষ্মশরীরকে নীরোগ করিবার নিমিত্ত তন্ময় চিত্তে বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, প্রভৃতি বহুশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই কি কারণে এই বৃক্ষমূলে স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ সাধন হয় তাহা অবগত ছিলেন। দৃশ্যমান জগতের সহিত অদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধ তাহারাই সাধনা বা যোগ বলে জ্ঞাত ছিলেন। দেহত্যাগের পরে দেহীর সূক্ষ্মশরীরের কল্যাণের সহিত বিল্ববৃক্ষের সম্বন্ধ নির্ণয় কোন অজ্ঞাত জ্ঞাপক শাস্ত্রে করা আছে, আমরা তাহা জ্ঞাত নহি। সুতরাং এই

বৃক্ষের পত্র ফলাদি স্থূলদেহের কি উপকার করে অথবা আয়ুর্ব্বেদ অবিলম্বিত চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বৃক্ষের ফলমূলাদি স্থূলদেহের কি উপকার করে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ঈঙ্গিত করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।

(১) এই বৃক্ষের পত্র হৃদ্য, কষায়, পিত্ত কফ জ্বরাতিসার নাশী, গুরু, রুচিকর ও দীপন।

(২) ইহার মূল ত্রিদোষঘ্ন, মধুর, লঘু ও ক্লান্তিনাশী।

(৩) ইহার অপক্কফল মধুর, গুরু, কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, সংগ্রাহি এবং ত্রিদোষনাশী।

ফলে দেহের দূষিত বায়ু পিত্ত ও কফকে নির্দ্দোষ করিতে ইহার পত্র, মূল ও ফল সর্ব্বতোভাবে উপকারী। তবে আমাদের দেশে একটি সাধারণ কথা আছে "অভুক্ত বেল, ও ভুক্ত পেয়ারা" অর্থাৎ খালি পেটে বেল ভক্ষণ বিশেষ উপকারী, কিন্তু আহারের পরে উহা ভক্ষণ করিলে তাদৃশ উপকার হয় না। পক্ক বেল অপেক্ষা অপক্ক বেল উপকারী। দুর্গোৎসবে কলাবধূর স্তনরূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে দশহরার পূর্ব্বদিবস উপবাস করিয়া দশহরার দিবস অফলা বেল গাছের ডালে প্রস্তুত যষ্টির নিকট সর্প আগমন করে না।

তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের ন্যায় অশ্বত্থ বৃক্ষও বহুগুণান্বিত, পবিত্র ও পুণ্য বৃক্ষ। মহর্ষিগণ রূপক স্থলে ইহাকে বিষ্ণুরূপধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ও ইহাকে নিত্য নিত্য প্রণাম করিতে আদেশ দিয়াছেন।

প্রণাম-মন্ত্র :—"ওঁ অশ্বত্থ বৃক্ষোরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ।
বিষ্ণুরূপ ধরোঽসি ত্বং পুণ্য বৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥"

কথিত আছে, ফলপুষ্প সমন্বিত এই অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে পুণ্য হয় ও এই বৃক্ষের সহিত অপর চারিটি বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে স্বর্গলাভ হয়। এই বৃক্ষের সহিত অপর চারিটি বৃক্ষ একত্র রোপণকে "পঞ্চবটী" স্থাপন বলা হয়। ইহার মূলে বেদিকা নির্ম্মাণ করিলেও বহুপুণ্য অর্জ্জন হয়। "অশ্বত্থ বিল্বমূলে বা বেদীং কুর্য্যাদ্বিধানবিৎ।" যোগিনীতন্ত্র।

"অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তর ভাগতঃ।
অশ্বত্থং বিল্ববৃক্ষঞ্চ বটং ধাত্রীমশোকমঃ।
অশ্বত্থঞ্চ চতুর্দ্দিক্ষু বৃহৎ পঞ্চবটী ভবেৎ॥" স্কন্দপুরাণ

আবার এই বৃক্ষ শাস্ত্রানুসারে প্রতিষ্ঠা করিলে এবং ইহার ছায়া সেবন করিলে সুদীর্ঘ কাল স্বর্গ ভোগ হয়। এই বৃক্ষ রোপণের পরে যাহাতে বৃক্ষটি জীবিত থাকে তজ্জন্য বৃক্ষতলে জলসেচন করা কর্ত্তব্য। প্রবাদ আছে এই বৃক্ষতলে জলসেচন করিলে মানব, চক্ষুঃ স্পন্দন, ভুজঃ স্পন্দন, ও দুঃস্বপ্নজনিত মানসিক ক্লেশ হইতে মুক্তি পায় এবং তাহার শত্রুগণের অধোগতি হয়।

চক্ষুঃ স্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং।
শক্রনাঞ্চ সমুত্থানং অশ্বত্থ শময়াশু মে!
অশ্বত্থরূপী ভগবান প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥"

ফলে এই বৃক্ষ সূক্ষ্ম শরীরের বহু উপকার করে। এই বৃক্ষের পত্র পুষ্প ফল কি পরিমাণে স্থূল শরীরের মঙ্গলদায়ক তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে অক্ষম, তবে কথিত আছে এই পল্লবের কষায় ও নির্য্যাস স্তম্ভন কারক এবং পিত্তাতিসার ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারক।

জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের কথা ত্যাগ করিয়া আমারা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্থূলদেহে পিত্ত, বায়ু, ও শ্লেষ্মা সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলে দেহী সুস্থ থাকে কিন্তু উহার অল্পাধিক পরিমাণে বৈষম্য ঘটিলে দেহ রোগাক্রান্ত হয়। ভিন্ন প্রকারে বলিতে হইলে আমারা ইহাই বলিব যে সাধারণ সুস্থ স্থূলদেহে যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বা উপাদান বৈজ্ঞানিক উপায়ে লক্ষিত হয় সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ক্ষয়, ইতর বিশেষ বা অল্পাধিক্য ঘটিলেও দেহী রোগাক্রান্ত হয় এবং ঐ অধিক বা ক্ষয় প্রাপ্ত অংশের যাবৎ না ক্ষয় এবং পূরণ হয় তাবৎ দেহী রোগে কষ্ট পায়। প্রত্যেক দেহীর শারীরিক যন্ত্র বা পরিপাক যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, শোণিত সঞ্চালন যন্ত্র সমুৎসর্গযন্ত্র, প্রজনন যন্ত্র, পৈশিক সংস্থান বা পরিচালন যন্ত্র, এবং স্নায়বিক যন্ত্রও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকারের। উহাদের কোনও কারণে ইতর বিশেষ বা পরিবর্ত্তন হইলেও দেহীর ব্যাধি জন্মে। দৈহিক যন্ত্রাদির বা দৈহিক উপাদানের বা দ্রব্যের ইতরবিশেষ হইলেই পিত্ত বায়ু ও শ্লেষ্মার পরিমাণের ইতর বিশেষ হয় এবং উহা নাড়ীতে বা ধাতুতে প্রকাশিত হয়। চিকিৎসকগণের নিজ ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ধাতুপরীক্ষা বা নাড়ী বিজ্ঞান শিক্ষা করা অতি কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমানকালে চিকিৎসকগণের মধ্যে ঐ বিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভের বিশেষ চেষ্টা নাই। ঐবিদ্যা ভারতক্ষেত্র হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে।

পিত্ত বায়ু শ্লেষ্মার অঙ্কপাতে (permutation, combination) বা অল্পাধিক্য হেতু অসংখ্য অসংখ্য প্রকারের মানব দেহ যে গঠিত হয় আমরা উপরে ইঙ্গিত করিয়াছি। স্ব স্ব জন্মান্তরীণ কর্ম্ম ও পিতা মাতার বংশগত ধর্ম্ম ইহার মূলীভূত কারণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে সাধারণ মানব দেহে নিম্নলিখিত উপাদান থাকে। যথা (১) রক্ত (২) রস এবং অন্নরস (৩) সেলিউলার টিস্যু বা ছিদ্রময় জাল (৪) বসাযুক্ত জাল (৫) উপাস্থি (৬) কার টিলেজ বা অস্থি (৭) কঠিন অস্থি (৮) মাংসপেশী (৯) মস্তিষ্ক (১০) পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা (১১) স্নায়ু (১২) নল (১৩) চর্ম্ম (১৪) গ্রন্থি (১৫) ত্বক ইত্যাদি।

এই উপাদান গুলিতে জলীয় পদার্থ, কঠিন পদার্থ ঘনত্বসম্পাদক শোণিতস্থ পদার্থ, রেণু, লবণ, জল, ডিম্বের শ্বেতাংশ, সুরাসার, ক্ষার, আটা, শুক্র, আঙ্গারিক পদার্থ, শ্বেতচর্ব্বি, লালচর্ব্বি, দুগ্ধসম্বন্ধীয় পদার্থ, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বা ভাগে থাকে! যথা রক্তে জলীয় অংশ ৭৯৬ ভাগ, কঠিন পদার্থ ২০৩, রেণু ১০৩ ভাগ, ডিম্বের শ্বেতাংশ ৭০ ভাগ, লবণ ২৭ ভাগ, অস্থিতে আটা ৩৩ ভাগ, চুনের শুক্রাংশ ৫১ ভাগ, সোডা ১ ভাগ, ম্যাগনিসিয়ম ১ ভাগ, ক্যালসিয়ম ২ ভাগ। মস্তিষ্কে, শ্বেতবর্ণের জল ৭৩ ভাগ ধুসরবর্ণের জল ৮৫ ভাগ, ডিম্বের শ্বেতাংশ ৯ ভাগ, ধুসরবর্ণের অংশ ৭ ভাগ, মেদের শ্বেতাংশ ১৩ ভাগ, ধুসর বর্ণের অংশ ১ ভাগ, শুক্রে শ্বেতাংশ ১ ভাগ ধুসরবর্ণের অংশ ১ ভাগ, দুগ্ধ সম্বন্ধীয় পদার্থে শ্বেতাংশ ১ ভাগ ধুসরবর্ণের অংশ ১ ভাগ ইত্যাদি।

আকস্মিক কারণে, অখাদ্য ভোজনে, অতি ভোজনে, দূষিত বায়ুর প্রভাবে সংক্রামক ব্যাধির সংস্রবে বা অপরাপর কারণে, দেহীর দেহস্থিত রসের, টিস্যুর, উপাস্থির, অস্থির, মাংসপেশীর, মজ্জার, স্নায়ুর, চর্ম্মের গ্রন্থির বা অপরাপর পদার্থের নিয়মানুযায়ী ভাগ থাকে না, তাহাতে দেহীর রক্তের জলীয় অংশের লবণ ভাগের শুক্রাংশের মেদাংশের চুনের অংশের, সোডার অংশের ম্যাগনিসিয়মের অংশের অঙ্গারাংশের মত সামগ্রীর পরিমাণ কম বেশী হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

সমালোচনা।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং তৎকৃত বালবোধিনী টীকা সমন্বিত অদ্বৈত সিদ্ধির গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি নব্যন্যায় এবং শঙ্কর বেদান্ত সম্বন্ধে নানা গ্রন্থের বিশিষ্ট অনুবাদক ও বিচার রহস্য প্রকাশক, অশেষ কল্যাণ ভাজন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। অনুবাদ এবং সম্পাদন ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে পড়িয়া গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গে অতীব মনোরম হইয়াছে। মূল গ্রন্থখানি বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে একখানি সূক্ষ্ম বিচার পূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, তাঁহার নাম মধুসূদন সরস্বতী, তিনি কোটালি পাড়ার ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। ঐ মহাত্মার বিরচিত গীতার মনোরম গূঢ়ার্থ দীপিকা টীকাটী সাধারণে মধুসূদনী নামে সুপরিচিত। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পর হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অন্যূন ৮।৯ শত বৎসর অদ্বৈত বাদের বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি উঠিতে পারে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ ব্যাসাচার্য্য ন্যায়ামৃত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অদ্বৈত সিদ্ধি উক্ত গ্রন্থেরই উত্তর। বস্তুতঃ গ্রন্থে এই উত্তর প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের দুরূহ সিদ্ধান্ত সকল অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তবে ইহার রচনা পরিপাটী যেরূপ সুন্দর, নব্যন্যায়ের বিচার প্রণালীর ধারায় বিচারিত হওয়ায় সেইরূপ দুরবগাহ। সাধারণের পক্ষে সরল টীকা অথবা প্রাঞ্জল অনুবাদের সাহায্য ব্যতীত গ্রন্থখানিতে প্রবেশ করা অতি কঠিন।

মানুষের মন স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখী, এই কারণে দ্বৈতপ্রপঞ্চ, কুহুকিনী মায়ার চাকচিক্যময় অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া রূপবতী রমণীজনের ন্যায় মানবকে প্রপঞ্চের দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এ নিমিত্ত দ্বৈতবাদই অধিকাংশ দার্শনিকের নিকটে মনোরম হইয়াছে। ইহাও অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তির অনির্ব্বচনীয় লীলা। কিন্তু অদ্বৈত ভূমির দিকে মানবের যে একটী ক্ষীণ আকর্ষণ অলক্ষ্যে খেলা করিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা প্রাত্যহিক

জীবনের উপাদেয় দ্বৈতব্যবহারের মধ্যেও পূর্ণ শান্তিলাভ করিতে পারি না, দ্বৈত প্রপঞ্চের আকর্ষণের ন্যায় বিক্ষেপ বা বিকর্ষণ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে পীড়িত করিয়া থাকে। আমরা প্রাত্যহিক সুষুপ্তিতে যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি তাহার সহিত স্বপ্ন, জাগরণের কোনও আনন্দেরই তুলনা হয় না। ইহা দেখিয়া একটু গভীর চিন্তা করিলেই মনে হয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সুষুপ্তির ক্রোড়ে যে বিশ্রাম তাহাই প্রকৃত শান্তি। আমাদের দৈনিক জীবনের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা, দ্বৈত প্রপঞ্চের মধ্যে অবস্থিত অতৃপ্ত জীবনকে অদ্বৈত ভূমিতেই শান্তির সন্ধান দেখাইয়া দিতেছে। ইহা সাধারণের অনুভব সিদ্ধ। আর বিচারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও দ্বৈতবাদের সমর্থক শ্রুতিবাক্য গুলিকে অদ্বৈতবাদের প্রণালীতে ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু অদ্বৈতবাদ সমর্থক শ্রুতিগুলির কষ্ট কল্পনা ব্যতীত কোনরূপেই দ্বৈতবাদের সহিত সঙ্গতি করিতে পারা যায় না। এই গেল অনুভব এবং বিচারের দিকের সামান্য কথা। প্রামাণ্যের দিক্ দিয়াও দেখিতে পাই, উদয়নাচার্য্যের ন্যায় প্রাচীন নৈয়ায়িক ধুরন্ধরগণ এবং পরবর্ত্তী কালের নবদ্বীপের শিরোমণি প্রভৃতি মহামান্য পণ্ডিতগণও অদ্বৈত বাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন। শুদ্ধ অদ্বৈত বিচারের বিষয় নহে, ঐ নিমিত্ত তাঁহারা দ্বৈতের শেষভূমি ঈশ্বর তত্ত্বের বিচারেই নিজেদের সূক্ষ্ম বিচার পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইহাই সকল তত্ত্বের সার সঙ্কলন হইলেও দ্বৈতকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, সুতরাং অনির্ব্বচনীয় বাদই যে দার্শনিকগণের শেষ সিদ্ধান্ত ইহাই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয়। ইহা আমাদের অন্তঃকরণের নির্ম্মল অবস্থার স্বাভাবিক অনুভব।

এই অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনার ধারা পুষ্ট করিয়া বঙ্গ ভাষায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় দার্শনিক সমাজের মহা উপকার সাধিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। যাহারা সহজে সরলভাষার মধ্যদিয়া অদ্বৈতবাদের নিগূঢ় অর্থ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে ইহার ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাদের মূল গ্রন্থের "লঘুচন্দ্রিকা" টীকা পড়িবার অবসর নাই, তাহারা অনায়াসেই "বালবোধিণী" টীকাতে উহার রহস্য অবগত হইতে পারিবেন। বঙ্গানুবাদটীও প্রাঞ্জল এবং গ্রন্থখানিকে বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন সহকারে লিখিত। সুতরাং গ্রন্থখানি সকল রকমেই কালোপযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে।

গ্রন্থখানি সম্পাদনের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে অদ্বৈত বাদ ভাল রূপে বুঝিতে হইলে দ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয় যে সকল বিশেষ কথা জানা আবশ্যক তাহার সকল কথাই ভূমিকার মধ্যে সুন্দর রূপে সহজ ভাষায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এরূপ তথ্য পূর্ণ ভূমিকা বঙ্গ ভাষায় দর্শন বিষয়ে সম্পাদিত কোনও পুস্তকে আছে বলিয়া জানিনা। ঐ ভূমিকা খানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের বিচার প্রণালী মোটামুটি আয়ত্ত হইতে পারে। ষড় দর্শনের অনেক জটিল কথাই উহাতে সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক নূতন তথ্য ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদের বিশেষ আলোচনা বঙ্গদেশে যে ছিলনা তাহা ভূমিকা লেখকের অদ্বৈত পন্থী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। দ্বৈত-বাদী নৈয়ায়িকের লীলাভূমিতে ইহাই স্বাভাবিক। আশাকরি গ্রন্থখানি যুগো-যোগী হওয়ায় বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের অদ্বৈতবাদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রী রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থস্য।
অধ্যাপক, বেলুড় মঠ।

জ্ঞান-প্রবেশিকা

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা (বটব্যাল) মহাশয় কর্তৃক লিখিত।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

হে মানব! তোমরা কিরূপে সৃজিত হইয়াছ, বিশ্বসংসার কিরূপে উদ্ভব হইয়াছে, তোমাদের দেহ কি এবং তদভ্যন্তরে কি কি বস্তু আছে এবং তাহারা কে কোন ভাবে কি কার্য্য করিতেছে তাহা জানিবার কৌতুহল হয় না কি? ইহসংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহ রক্ষা, দেহের সৌন্দর্য্য সাধন, ধনসম্পত্তি ও যশোপার্জ্জনের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকি। কখন ভাবি কি সেই সকলের দ্বারা আমাদের কি পরমার্থ লাভ হয়? জীবের মধ্যে মনুষ্য-জীবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য জন্মকে দেব জন্ম বলা যায়। মনুষ্য জীবন লাভদ্বারা পরমাত্মলাভ করা যায়। ঈশ্বর নিকৃষ্ট জীবদের অন্তঃকরণে যে সকল মহৎ ভাব প্রদান করেন নাই, মনুষ্য জীবনে তৎসমুদায় প্রদান করিয়াছেন। সেই

সকল দান প্রাপ্ত উচ্চভাবের অনুশীলন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ যাহাতে তাঁহাকে জানিতে পারি এবং এই দুঃখময় সংসার হইতে চিরমুক্তি প্রাপ্ত হই ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। নতুবা নিকৃষ্ট জীবে ঐ সকল মহৎ ভাব প্রদান না করিয়া মনুষ্যজীবনে তিনি সে সকল ভাবের অভ্যুদয় করাইলেন কেন? এই মহত্তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে বহু চেষ্টা ও একাগ্রচিত্তে বহু গবেষণার আবশ্যক। সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা বিরক্তিজনক, কর্ক্কশ ও কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বিষয়টি জটিল, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমার্হ।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল ইহা সর্ব্ব প্রথমে জানিতে হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল 'সৎ'মাত্র ছিলেন। শ্রুতি প্রমান যথা "সদেব সোমেদমগ্র আসীদিতি", এই 'সৎ' এ এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বভাবতঃ বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তির নাম 'মায়া'। যখন সেই মায়াশক্তি 'সৎ"এ স্ফুরণ বা স্পন্দন হয় সেই স্পন্দনে "সঙ্কল্পাত্মিকা মায়া" হন প্রকৃতি, আর "সৎ" হন পুরুষ। 'সৎ' শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। যখন ঐ পুরুষ মায়ার প্রথম বিকার মহতে বা মহৎব্রহ্মে আপন সঙ্কল্পরূপ সৃষ্টিবীজ আধ্যান করেন তখন জগৎ সমদ্ভুত হইয়া থাকে। মণিতে ঝলক উঠিলে যেমন তাহার পৃথক সত্ত্বা দৃষ্টি হয় তদ্রূপ 'সৎ'এ মায়া উঠিলে জগতের দৃষ্টি হয়। ঋগবেদীয় ঐতরেয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা,—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষদিতি।" অর্থাৎ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র 'আত্মাই' ছিলেন। আত্মা শব্দে দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ শূন্য 'সৎ' মাত্রই প্রতিপাদিত হয়। অতএব 'সৎ' ও 'আত্মা' উভয়েই এক।

আত্মার শক্তি 'মায়া"। 'মায়া" সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ বিশিষ্ট। অতএব মায়ার অন্তর্ভুত শক্তি ও ত্রিবিধগুণ বর্ত্তমান আছে। এই শক্তি ও গুণভেদে 'মায়া" দুইভাগে বিভক্ত হয়, যথা, 'মায়া" ও 'অবিদ্যা"। আত্মার প্রতিবিম্ব সংযুক্ত রজঃ তমোগুণে অনভিভুত শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে 'মায়া" কথিতা হয়। আর আত্মার প্রতিবিম্ব সংযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিশিষ্ট যে মায়া তাহাকে 'অবিদ্যা" বলিয়া কথিতা হয়। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে 'মায়া' ও মলিন সত্ত্ব-গুণের প্রাধান্যে 'অবিদ্যা' উক্ত হয়। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান যে 'মায়া' তাহাতে

প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য বা আত্মা তিনি মায়াকে বশীভূত অর্থাৎ আত্মগত করিয়া "ঈশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। আর মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান সেই অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য বা আত্মা সে অবিদ্যার অধীন হইয়া 'জীব' উপাধি বিশিষ্ট হয়েন।

অবিদ্যা শব্দে অজ্ঞান বুঝায়। অজ্ঞানের দুইটি শক্তি আছে। একটি 'বিক্ষেপ", অপরটি 'আবরণ'। বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে প্রথমে আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত এবং ক্রমান্বয়ে ওষধি ও অন্ন সকল ও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ এই চতুর্ব্বিধ শরীর বিশিষ্ট জগৎ সমূহ ও তদন্তর্ভূত চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ভুবাদি লোক সকল কল্পনা করিয়া থাকেন। অবিদ্যাতে 'আবরণ" শক্তি থাকায় সে জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে ভ্রান্তির উদয় করায়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। সুতরাং সে 'জীব" আপনার অবিকৃত, অসঙ্গ নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, চিদানন্দাদিরূপ দেখিতে না পাইয়া অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া পড়ে এবং অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে দেহাভিমান বশতঃ সংকল্পিত সংসারে নিমগ্ন ও দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যা ৪ প্রকার, যথা—

১। অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, যেমন ব্রহ্মলোকাদি হইতে সাংসারিক সমস্ত বস্তুতে নিত্য বুদ্ধি।

২। অশুচি পদার্থে শুচি ও বুদ্ধি, যেমন শরীরে ও পুত্র ভার্য্যাদির শরীরে শুচি ও বুদ্ধি।

৩। অসুখে সুখ বুদ্ধি, যেমন দুঃখ সাধনে সুখ সাধন বুদ্ধি।

৪। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি, যেমন অনাত্মা দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আমিজ্ঞানরূপ আত্মবুদ্ধি।

মায়া অংশে আবরণ শক্তি না থাকায় ঈশ্বরের স্বরূপে আবরণ নাই। জীব ভ্রান্তি শূন্য হইয়া আপনার অবিকৃত, অসঙ্গ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চিদানন্দাদিরূপে সংস্থিত থাকে। মায়ারও অবিদ্যার ন্যায় বিক্ষেপ শক্তি আছে। বিক্ষেপ শক্তির গুণে জীব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূত এবং চতুর্ব্বিধ শরীর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্য বিশিষ্ট জগৎ সমূহ ও চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভুবাদি লোক সকল কল্পনা করিয়া থাকেন। এই কৌশলে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবারে দেখা যাউক দেহোৎপত্তি কি ভাবে হয় এবং তদভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াদি ও ভূতাদি গুণযুক্ত হইয়া কিরূপ কার্য্য করে।

শরীর ত্রিবিধ যথা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অর্থাৎ বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্ঞ। বিশ্ব শব্দে একটি স্থূল শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়। তৈজস শব্দে একটি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়, আর প্রাজ্ঞশব্দে একটি অজ্ঞান বা কারণ শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়।

বিশ্ব বা স্থূল শরীর। নিরাকার ব্রহ্ম শক্তি স্বরূপে ও চেতনরূপে সর্ব্বদেহে অবস্থান করিতেছেন। ঐ শক্তি—চৈতন্য নির্গুণ হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহার কারিণী প্রকৃতির সহিত একত্রীভূত হয় বা এক ভাবাপন্ন হয় তখনই তিনি স্থূল শরীরে পরিণত হইয়া সকলের গোচরীভূত হন। স্থূল শরীর জড়ভাবাপন্ন, যথা, ইহার উৎপত্তি, বিদ্যমানতা বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়।

তৈজস বা সূক্ষ্ম শরীর। জীব যখন স্থূল দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন তখন হস্তপদ শীতল হইয়া যায়, চক্ষুকর্ণাদি কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া অসার প্রাপ্ত হয়, শুধু শ্বাস বায়ু চলিতে থাকে। সেই সময় জীব কি করেন? তখন তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও মনকে আকর্ষণ করেন। পরে যখন শ্বাসরূপী প্রাণ বায়ুর স্পন্দন রহিত হইয়া যায় তখন জীব ইন্দ্রিয়গণকে ও মনকে লইয়া অন্য দেহে আশ্রয় করেন। সেই দেহের নাম "সূক্ষ্ম দেহ।"

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ আকর্ষণ করিয়া প্রবাহিত হয় জীব ও তেমনি দেহী শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া যে সকল সঙ্কল্প প্রবল করিয়াছিল তাহাদিগকে লইয়া এমন এক দেহ অবলম্বন করেন যেখানে ভূতপূর্ব্ব প্রবল সঙ্কল্পযুক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদি স্বচ্ছন্দে ক্রিয়া করিতে পারে। এই ভাবে জীব কর্ম্ম নিবন্ধন হেতু ইহ সংসারে আসা যাওয়া করিয়া থাকে ও সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি, মুক্ত, বিমুক্ত ইত্যাদি নানা প্রকার দশা প্রাপ্ত হয়।

কারণ বা প্রাজ্ঞ শরীর। পৃথিবীস্থ সমুদায় দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক একত্রীভূত পদার্থের ও বাহ্য দৃষ্টির বহির্ভূত সূক্ষ্ম শরীর সম্পন্ন যাবতীয় একত্রীভূত বস্তু সমুদায়ের চরম অবস্থাকে বুঝায়। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীত যে কিছু থাকে তাহাকে কারণ শরীর বলে। ইহার অপর নাম অজ্ঞান। আমাদের সুসুপ্তি অবস্থাতে এই অজ্ঞান শরীর লাভ হয়।

বিশ্বরূপ অর্থে জগদীশ্বর, পরমাত্মা, নারায়ণ বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে বুঝায় বিশ্বরূপ বিকারযুক্ত হইয়া "আপনি আপনার" সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সেই সঙ্কল্প ত্রিগুণাত্মক গুণে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমগুণে বিজড়িত হয়েন। এই সঙ্কল্প "প্রকৃতি" নামে খ্যাত। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে "মহত্তত্ত্বের" উৎপত্তি হয়। পরে ঐ মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃ প্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। আবার এই অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। ঐ সকল সূক্ষ্মভূত হইতে ক্রমশঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই দশটি ভৌতিক সৃষ্টি। অনন্তর সঙ্কল্পের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসন ও ঘ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক পাণি, পাদ উপস্থ, ও পায়ু উৎপন্ন হয়। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই জল,স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদায় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই ঐ ২৪ তত্ত্বের বিকার মাত্র। নিম্ন প্রদত্ত লতাকারে ইহা সরলভাবে বিবৃত হইল।

বিশ্বরূপ (পরমাত্মা)

|

সঙ্কল্প (প্রকৃতি বা মায়া)

সঙ্কল্পটা বিজড়িত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যথা
শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ, ও পঞ্চ
কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু।

|

মহত্তত্ত্ব (সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত)

|

অহঙ্কার (মহত্তত্ত্বের বিকার তমঃ প্রধান গুণে উৎপন্ন)

|

পঞ্চ সূক্ষ্মভূত
(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ।)

|

পঞ্চ মহাভূত
(আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী।)

সংসার ত্যাগ ও তাহার অর্থ ।

সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে, পরিমার্থিক জগতে উন্নতিলাভ করিতে হইলে ব্যবহারিক জগৎকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু ব্যবহারিক জগৎ পরিত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর। সেই কারণেই এইভাবে ধারণাসত্ত্বেও আমরা পারমার্থিক জগতে উন্নতিলাভের চেষ্টা হইতে বিরত হই এবং তৎপরিবর্ত্তে যাহাতে অল্প দিনের মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই, সেই ব্যবহারিক জগৎকে লইয়াই ব্যস্ত থাকি ।

আমাদের বুঝা উচিত যে, পারমার্থিক জগৎরূপ আধার ব্যতীত ব্যবহারিক জগৎরূপ আধেয়ের স্থিতি অসম্ভব, কারণ ব্যবহারিক জগৎ ও তদন্তর্গত যাহাকিছু সবই অনিত্য। গুরুমহারাজকৃত আনন্দ সাগর নামক গ্রন্থে উক্ত আছে যে, "সত্যে হয় মিথ্যা ভাল, সত্যের কারণ। আকাশে যে ঘনোদয় শুন্যত্ব লক্ষণ"। ব্যবহারিক জগতের যে সত্যতা বোধ হইতেছে, চিরকালেয় জন্যই হউক আর ক্ষণকালের জন্যই হউক, তাহা কেবল এই সত্যস্বরূপ পারমার্থিক জগৎকে লইয়াই যেমন সুবর্ণের অস্তিত্বই বলয়ের অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ। সুবর্ণ ব্যতিরেকে সুবর্ণে বলয়ত্ব বলিয়া পৃথক সত্ত্বা কিছুই নাই। যাহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তাহা কেবল বস্তু সত্ত্বায় আমাদের স্বকপোল কল্পিত নাম ও রূপের আরোপ মাত্র। সুতরাং কেবল প্রাতিভাসিক যাহার কোন কারণ নাই কেবল মাত্র সেই বস্তুরই নিরপেক্ষ পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, বব্যহারিক জগতের যাবতীয় বস্তুই সকারণ, তখন পারমার্থিক সত্ত্বা ব্যতীত ব্যবহারিক সত্তার নিরপেক্ষ পৃথক অস্তিত্ব স্বীকারই স্থূলভাবে প্রকাশ মাত্র, তদ্রূপ কারণ স্বরূপ পারমার্থিক জগতের যে স্থূলরূপে ইন্দ্রিয় গোচরীভূত হওয়া, তাহাই ব্যবহারিক জগৎ। এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া ব্যবহারিক জগতের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাইতেছি বলিয়াই, এই ব্যবহারিক জগতে আমাদের পথে এত ভ্রান্তি ও দুখ।

এখন দেখা যাউক এই ভ্রম ও দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছি, আর শাস্ত্রকারেরাই বা কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে

বলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত ইচ্ছা যে সংসারে যত প্রকার দুঃখ বা শোক আছে তাহার সকল গুলিরই একেবারে নিবৃত্তি হইয়া যাউক। এই জন্য আমরা ভগবানের শরণাপন্ন হইতে চেষ্টা করি, তাঁহার কৃপালাভের জন্য নানাবিধ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকি এবং শরীরকে নানারূপে ক্লেশ দেই। আমরা মনে করি যে ভগবানকে পাইতে হইলে ঘর সংসার, স্ত্রীপুত্র, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনদিগকে ত্যাগ করিয়া, তাহাদের দিকে না তাকাইয়া বনে জঙ্গলে গিয়া না খাইয়া না ঘুমাইয়া, শরীরকে নানারূপে ক্লেশ দিয়া নির্জ্জনে বসিয়া চোখ বুঝিয়া কেবল "ভগবান" "ভগবান" করিলেই ভগবানকে পাওয়া যাইবে।

আমাদের বুঝা উচিত যে এইরূপে আমরা আমাদের ও আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির অন্তরস্থিত ভগবানকেই কষ্ট দিতেছি, কারণ ভগবানই স্বয়ং জীবাত্মারূপে আমাদের সকলের ভিতরে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। তিনি আমাদের স্ত্রীর ভিতরে আছেন, পুত্র কন্যার ভিতরে আছেন, মাতাপিতার ভিতরে আছেন, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন কি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের ভিতরেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তিলে তৈলের ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন যে, "অশাস্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ। দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তা কামরাগ বলান্বিতাঃ। কর্শয়ন্ত শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং" ইত্যাদি অর্থাৎ "যাহারা অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে, দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলযুক্ত এবং বিবেকবর্জ্জিত, তাহারা শরীরস্থ ভূতসমুহকে কৃশ করিয়া কষ্ট দিয়া প্রকারান্তরে আমাকেই কষ্ট দিতেছে, কারণ আমিই তাহাদের পঞ্চকোষযুক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে জীবাত্মা রূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি। সুতরাং পঞ্চকোষযুক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহই আমার ভোগভূমি ও বাসস্থান। গৃহ নষ্টে যেমন গৃহীর কষ্ট, তদ্রূপ দেহ নষ্টে দেহী আমারও কষ্ট অনিবার্য্য।"

সুতরাং শাস্ত্রে যে সংসার ত্যাগ করিবার উপদেশ আছে, তাহার উদ্দেশ্য যে এইরূপে অশাস্ত্রীয় ভাবে শরীরকে ক্লেশ দেওয়া, তাহা নহে। এই সংসারে থাকিয়া আমরা যে ভাবে বস্তু সমূহের ব্যবহার করিতেছি, শাস্ত্রকারেরা বলেন, তাহা যথার্থভাব নহে। তাই আমাদের কিছুতেই দুঃখের নিবৃত্তি হইতেছে না। কাজে কাজেই এইভাবে ইহাদের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ইহাদের প্রকৃত যে ভাব সেই ভাবে লইয়া ইহাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবে। যে অগ্নিদ্বারা লোক

পুড়িয়া মরে, সেই অগ্নি হইতেই আবার যথেষ্ট উপকার পায়। অগ্নির স্বভাবই দহন করা, শান্তিদান বা উপকার করা নহে। তাহা হইতে যে শান্তি বা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অগ্নি লইয়া আমাদের ব্যবহারের গুণে বা কৌশলে। এই সংসারও ঠিক আগুণের মত। ইহার স্বভাবই জীবকে দুঃখ ক্লেশানলে দগ্ধ করা। যেমন অগ্নির কিরূপভাবে ব্যবহার করিলে, তাহা হইতে উপকার পাওয়া যায়, আর কিরূপ ভাবের ব্যবহারে অনিষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলে, সেই অগ্নি ব্যবহারকারী অগ্নি লইয়া ব্যবহারের গুণে, নিজ অভিষ্ট ফল লাভই করিয়া থাকে ; সেইরূপ সংসারে থাকিয়া সংসারের সহিত কিরূপ ভাবের ব্যবহার রাখিলে আমাদের ইষ্ট হয়, আর কিরূপ ভাবের ব্যবহারে আমাদের অনিষ্ট হয়, তাহা যদি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জানা থাকে তাহা হইলে আমরা সংসারে থাকিয়া সংসারের সহিত আবশ্যকীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়াও, অনিষ্টের পরিবর্ত্তে কেবল ইষ্টলাভই করিতে থাকিব। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি যাহা কিছুই এই ব্যবহারিক জগতে আমাদের প্রয়োজন, সবই থাকুক, আমাদিগকে ইহাদের কোনটীকেই ত্যাগ করিতে হইবে না। কেবল আমরা ইহাদিগকে লইয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যে ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সেই ভাবকেই ত্যাগ করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, আমরা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ইহাদিগকে লইয়া কি ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি ও তাহা কতদূর সঙ্গত। আমাদের যত কিছু সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু আছে, সবই কেবল "আমার, "আমার" বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি ও সেই ভাবে সম্বন্ধ পাতাইয়া ইহাদিগকে লইয়া ব্যবহারও করিয়া যাইতেছি। যে ব্যবহার করিলে আমাদের ইষ্ট হয়, মোহবশতঃ সেই ভাবকে অনিষ্ট বলিয়া ভাবিতেছি, আর যে ভাবে আমাদের অনিষ্ট হয়, সেইভাবকেই প্রকৃত ইষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং সংসারে তাহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেছি। আমরা ঠিক যেন পতঙ্গ। পতঙ্গগণ যেমন রূপের লালসায় আলোক দেখিয়া তাহার দিকে ধাবমান হয়, গায়ে উত্তাপ লাগিয়া যন্ত্রণা হইলেও, মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিলেও, তাহারা এত রূপমুগ্ধ যে বারংবার সেই আলোকেই ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং রূপের মোহে পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমারাও ঠিক সেইরূপে ভোগের লালসায় মুগ্ধ হইয়া কেবল অনিষ্ট ভাবেই ইষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং তাহার অব্যর্থ ফলস্বরূপ শোক জন্ম, জরা ও মৃত্যু ইত্যাদি নানারূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি।

তাই শাস্ত্রকারেরা বলেন তোমরা ইহাদিগকে "আমার" "আমার," বলিয়া ভাবনা করা ত্যাগ করিয়া ইহাদের প্রত্যেককেই "ব্রহ্ম" বলিয়া ভাবিবার অভ্যাস কর। যদি প্রথমেই ইহাদিগকে "ব্রহ্ম" বলিয়া বুঝিতে এবং তদনুযায়ী ভাবনা করিতে সমর্থ না হও, তবে ইহাদের সকলকেই ব্রহ্মের বলিয়া ভাবিবার অভ্যাস করিতে থাক। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে, তোমাদের এই অভ্যাস বেশ সহজসাধ্য হইয়াছে, তখন এই ভাবে ভাবনার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, সবই ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিতে থাক এবং যখন তোমাদের সবই ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করার অভ্যাস বেশ দৃঢ় হইয়া যাইবে, তখন তোমাদের ব্যবহারিক এইসব বস্তু সম্বন্ধে আমার আমার বলিয়া ভাবনা করাও ত্যাগ হইয়া যাইবে কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভ্যাস অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে।

শাস্ত্রকারেরা বলেন যে আমরা ইহাদিগকে আমাদের বলিয়া ভাবিব বলিয়াই ইহাদের প্রতি আমাদের আসক্তি বশতঃই আমরা ইহাদের বিচ্ছেদে এতই কাতর হই। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেসু পজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" ॥ আসক্তিবশতঃ তাহার উক্ত বিষয় পাইতে ইচ্ছা হয়, তখন অভিলষিত ঐ বস্তুপ্রাপ্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে, ব্যাঘাত কারীর প্রতি তাহার ক্রোধের উদ্রেক হয়, ক্রোধের উদয় হইলে জীবের সদসদ্ বিবেচনা শক্তির লোপ হয়, তৎপরে তাহার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য জ্ঞানও লোপ পায়, কাজেই তাহার কোন বিষয়ে স্থির নিশ্চয়তা থাকেনা। সুতরাং সে তখন একরকম অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং পরিণামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়„ যখন ভাবনা হইতেই কর্ম্ম আর সেই কর্ম্ম হইতেই জীবের সুখ ও দুঃখরূপ বন্ধনদশা তখন বস্তুত্যাগ করিতে হইলে, বস্তুবিষয়ক চিন্তা বা ভাবনাকেই ত্যাগ করা উচিত।

আমার এই জগতে যে সমস্ত বস্তুর সহিত "আমাদের" বলিয়া সম্বন্ধ পাতাইয়াছি, তৎসমুদয়ে আমরা এতদূর আসক্ত যে কিছুতেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে চাহিনা। আমাদের যখন এতাদৃশ অবস্থা, তখন যদি ইহাদিগকে ত্যাগ না করিয়া শাস্ত্রবিহিত ভাবে ভোগ করিয়া ইহাদিগের প্রতি আমাদের যে আসক্তি, তাহা ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে কি আমাদের তাহা করা উচিত নহে!

এখন হইতে পারে যে ইহাদিগকে ত্যাগ না করিয়া কেবল শাস্ত্রবিহিত

ভাবে ভোগ করিয়া ইহাদিগের প্রতি আসক্তি ত্যাগ ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইহা- দিগের বিচ্ছেদজন্য দুঃখ বা শোকের যে একেবারে নিবৃত্তি, তাহা কিরূপে সম্ভব হয় কারণ লোক মুখে শোনা যায় আর শাস্ত্রেও দেখা যায় যে আগেই সুখ আর ভোগ কেবল দুঃখের ক্রমিক বৃদ্ধি যথা—"ন জাতুকামঃ কামোপভোগেন শাম্যতি॥ হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ কেবল মাত্র কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত প্রদত্ত হইলে সেই অগ্নি যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ কেবল মাত্র বিষয় ভোগের দ্বারা বিষয় তৃষ্ণা ক্রমাগত বৃদ্ধিই পায়। বস্তুর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুর প্রতি আসক্তিরও ত্যাগ হয়, তাহা বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করা কঠিন। কারণ রোগী তাহার হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু দেখা যায় যে এই অক্ষমতাবশতঃ সেই বস্তুর প্রতি তাহার আসক্তি ত্যাগ না হইয়া বরং ক্রমাগত বৃদ্ধিই পায় এবং তজ্জন্য সে উত্তরোত্তর অধিকতর মানসিক যাতনা অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু ঐ রোগী যদি ঐ সময়ে তাহার অভিলষিত বস্তুর ব্যবহার করিতে পাইত, তাহা হইলে তৎকালে সেই বস্তুর প্রতি তাহার আসক্তির ত্যাগ হইত এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই বস্তুর অভাবজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হইত। এ বিষয়ে "বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ গীতোক্ত এই শ্লোকই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। "কোনও ব্যক্তি কি সারা দিন অনাহারে থাকিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের দুর্ব্বলতাবশতঃ সে নিজের ইচ্ছামত বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এখানে তাহার বস্তু ত্যাগ সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু তাহার ঐ বস্তুবিষয়ক আসক্তির নিবৃত্তি হয় না, বরং উহা মনের মধ্যে বীজাভ্যন্তরে বৃক্ষের ন্যায় অব্যক্তভাবে রহিয়া যায়, সুতরাং পুনঃ প্রকাশের সম্ভা- বনা থাকে। বাসনার প্রকাশের প্রকৃত অভাব তখনই হয়, যখনই সমস্ত বস্তুকেই "ব্রহ্ম" বলিয়া অনুভব হয়।

আরও দেখা যায় যে যখন আমাদের কোথাও নিমন্ত্রণে যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন যদি আমাদের পোষাকের মধ্যে কোনও একটী পোষাকের অভাব হয়, তাহা হইলে কাহারও নিকট হইতে ঐ পোষাকটী চাহিয়া আনিয়া, আমরা আমাদের অভাব পূরণ করিয়া থাকি। পরের নিকট হইতে চাওয়া ঐ পোষাকটী যে আমাদের, আমরা মনে সে ভাব রাখি না, কিন্তু পরের বলিয়া ভাবি বলিয়াই যে উহাকে অবহেলা করি বা নষ্ট করি তাহাও নহে পরন্তু স্বীয়

প্রয়োজনমত উহার ব্যবহার করিয়া লই। পরে যাহার পোষাক,তাহাকে অম্লানবদনে ফিরাইয়াও দিই, তাহাতে আমরা মনে কোনও কষ্ট বা দুঃখ অনুভব করি না। ঐ পোষাকটী আর আমাদের বলিয়া ভাবি না বলিয়াই উহাতে আমাদের আসক্তি জন্মে না এবং সেই কারণেই উহার বিচ্ছেদে আমরা কোন প্রকার শোক বা দুঃখ অনুভব করি না।

ঠিক এই ভাবে এই জগতের যাবতীয় বস্তুকেই যদি আমরা "ব্রহ্ম" বলিয়া ভাবিবার অভ্যাস দৃঢ় করিতে পারি তখন দেখিতে ও বুঝিতে পারিব যে আমাদের ঐ ভাবের অভ্যাসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপর নির্ভরতা ও একাগ্রতার বৃদ্ধি এবং এই একাগ্রতা ও নির্ভরতা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তির ক্রমিক হ্রাস আর এই আসক্তি হ্রাসের ক্রমানুসারে দুঃখ শোকের মাত্রাও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ক্রমে এইরূপভাবে ভাবা যখন স্বভাব গত হইয়া যাইবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব যে, শত শত পুত্র, মিত্র, মাতা, পিতা ও বন্ধু বান্ধবাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর সংযোগ বা বিয়োগে কিছুতেই আর আমাদের হৃদয় বিচলিত হইতেছে না। এই সমস্ত বস্তুর প্রত্যেককেই ব্রহ্ম বলিয়া ভাবা স্বভাব হইয়া যাওয়ায়, আমরা তখন আর ইহাদিগকে আমাদের বলিয়া ভাবিব না। তখন আমরা আমাদের অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, নিকটে বা দূরে যেদিকে বা যেখানেই দৃষ্টিপাত করিতে থাকিব, সেইখানে বা সেই দিকেই কেবল ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করিতে থাকিব। অন্য দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা উপলব্ধির বিষয় হইবে না। তখন ইহারা আমাদের চতুর্দ্দিকে বিভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যমানবৎ প্রতিভাত হইবে, সুতরাং তাহারা আর কখনও ভেদবুদ্ধি ও তাহার ফলস্বরূপ বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না।

ভাবের বিচিত্রতা বা তারতম্য অনুসারেই জীবের মুক্তি বা সুখদুঃখরূপে বন্ধনদশা। এ বিষয়ে—"ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ বস্তুন্যেকবিধস্থিতে। ভোক্তৃধী-বৃত্তিনানাত্বাৎ তদ্‌ভোগো বহুধেষ্যতে॥ হৃষ্যত্যেকো মণিংলব্ধা ক্রুদ্ধত্যোন্যোহ-লাভতঃ। পশ্যত্যেব বিরক্তোহত্র ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥" "ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে সমস্ত মণিরত্ন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা একই প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নহে। কেহ এই মণিরত্ন দেখিয়া হৃষ্ট হয়, কেহ বা ক্রুদ্ধ হয়, আবার কেহ বা হৃষ্ট বা ক্রুদ্ধ কিছুই হয় না" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যই এবিষয়ে

অকাট্য প্রমাণ। এই যে ভাব ও তজ্জনিত ভোগ এবং ভোগের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখের বিভিন্নতা, তাহা কেবল এই সমস্ত বস্তু ভোগকারীদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে ভাবের আরোপে। যদি ভাব অনুযায়ী ভোগ বা কার্য্য না হইত, তাহা হইলে সুখ বা দুঃখের পরিমাণ সকলেরই সমান হইত। কখনই এরূপ ইতরবিশেষ হইত না। অতএব যখন আমরা উপরোক্তভাবে সমস্ত বস্তুকেই ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইব. তখন দেখিতে ও বুঝিতে পারিব যে ভাবের ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আসক্তি আর এই আসক্তির পরিমাণস্বরূপ দুঃখ শোক হর্ষ ইত্যাদি যাহা কিছু আমাদের স্বকপোলকল্পিতভাব—যাহাদিগকে আমরা ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া এতদিন আমাদের বা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছিলাম, তাহা বিদূরিত হইয়াছে এবং বস্তু বা তাহার ব্যবহার ত্যাগ না করিয়াই, কেবল তাহাদের উপর আরোপিত ভাবসকলকে পরিত্যাগ করিয়াই, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের কারণ, এই আসক্তিরও নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছি। তখন এই জগতে থাকিয়া সর্ব্ববিধ ব্যবহারে লিপ্ত থাকিয়াও আমরা "যং যং বাপি স্মরণভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ ভাবভাবিতঃ॥" গীতোক্ত এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের স্বকপোলকল্পিত জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিরতিশয় সুখ স্বরূপ ব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া যাইব। "মৃত্যুকালে জীব হৃদয়ে যে ভাব ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, মৃত্যুর পরে সেই জীব তদনুসারে সংস্কার লইয়া তদাকারে পরিণত হয়।" মৃত্যুকালে হরিণ চিন্তারত ভরতমুনির হরিণরূপে জন্মগ্রহণই এবিষয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত অথবা ভ্রমর কীটাক্রান্ত তৈলপারিকার মৃত্যুকালে আক্রমণকারী এই কীটের রূপ ভাবিতে ভাবিতে যে তদাকারে পরিণতি, তাহাও এবিষয়ে একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যখন পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে কারণ স্বরূপ পারমার্থিক সত্তা ব্যতীত বাস্তবিক ব্যবহারিক বলিয়া পৃথক সত্তা কিছুই নাই, তখন ব্যবহারিকের ত্যাগ কিরূপে সম্ভাবিত হয়? যাঁহারা জাগতিক সমুদয় পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়া তদ্‌ভাবে স্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ত্যাগেরও কিছু নাই আর গ্রহণেরও কিছু নাই। কারণ তাঁহারা তখন স্ব স্ব সত্তাকে সর্ব্ববস্তুরূপে এবং সর্ব্ববস্তুকে স্ব স্ব সত্তারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তবে যাঁহাদের পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তায় অভেদ জ্ঞানের অভাব কিংবা

যাঁহারা এই উভয় সত্তার অভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সেই অভাব দূরীকরণমানসে এবং কল্পিত এই অসম্ভবতাকে সম্ভবতায় পরিণত করিবার সাহায্যকল্পে উপরোক্তভাবে ভাবত্যাগেরপন্থা বা উপায় প্রদর্শিত হইল।

শ্রীশিবচৈতন্য ব্রহ্মচারী।

তাপিতা।

আকাশে উদিত না হইলে রবি
দিবস প্রকাশ পায় না।
শোকের অনল না জ্বলিলে প্রাণে
খাঁটি হ'তে মন চাহেনা।
অন্তরে যাতনা যে কভু জানেনা
পরদুঃখ সে যে বোঝেনা।
গুরু নামামৃত না করিলে পান।
হৃদয়ের তৃষা যায় না।

জনৈক ভদ্র মহিলা

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

[যিনি পড়িবেন তাঁহার জন্য]

প্রশ্ন—এতদিন পরে আমাদিগকে গীতা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কেন ?

উত্তর—এতদিন তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল তাহাতে দেখা গেল তোমরা সংসারের পিচ্ছিল পথে ঠিকভাবে চলিবার সুবিধা পাইলে না। তোমরা যাহাতে ভারতের মানুষ থাকিয়া নিজের এবং সমাজের কর্ত্তব্য সাধন করিবার শিক্ষা পাও সেইজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা তোমাদিগকে প্রদান করিবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে। এই গ্রন্থ পাঠে তোমরা দোষশূন্য কর্ম্ম এবং সংশয় শূন্য জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষের মত মানুষ হও ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

প্রশ্ন—গীতা ত অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ বলিয়া শুনিয়াছি, ইহা কি আমরা বুঝিয়া ইহার শিক্ষাকে জীবনের কার্য্যে লাগাইতে পারিব ?

উত্তর--বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারিবে না কেন ? সকল প্রকার মানুষের জীবন গঠনোপযোগী শিক্ষা গীতাতে আছে। যে ভাল হইতে চায় তাহাকে ভাল করিবার সমস্ত উপায় ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন। কোন্ কর্ম্ম করিলে মানুষের কল্যাণ হয়, কোন্ কর্ম্ম কি ভাবে করিলে মানুষ স্থায়ী আনন্দের সংবাদ পায়, কোন্ জ্ঞান লাভ করিলে মানুষের শান্তি হয়, কোন্ বিচারে জ্ঞানকে সংশয়শূন্য করিয়া পরম শান্তিলাভ করা যায় গীতাতে এই সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন—গীতাতে অষ্টাদশটি অধ্যায় আছে তন্মধ্যে এই দ্বাদশ অধ্যায়টি দেওয়া হইতেছে কেন ?

উত্তর—এই দ্বাদশ অধ্যায়ের কুড়িটী শ্লোকে জীবন গঠনের প্রধান উপায়গুলি বলা হইয়াছে। গীতার সমস্ত অধ্যায়েই ভাল কথা আছে কিন্তু যে কর্ম্ম দ্বারা মানুষ নিত্যতৃপ্ত থাকিতে পারে তাহা এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া তোমাদের জন্য এই অধ্যায় বিশেষ উপযোগী।

তোমাদিগকে অনেক কার্য্য করিতে হইবে। অল্পের মধ্যে যাহাতে তোমরা জীবন গঠনের মূল ভিত্তিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইতে পার তাহারই সুবিধা তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

প্রশ্ন—এই অধ্যায়ে এমন কথা কি আছে যাহা শিখিয়া আমরা জীবনের মূল ভিত্তিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইতে পারিব?

উত্তর—এই অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ—ভক্তি দ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়া। কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে ভক্তি হয় এই অধ্যায়ে তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন—ভক্তি করিতে পারিলে কি হয়?

উত্তর—যাঁহাকে ভক্তি করিবে তিনিই তোমার সমস্ত আপদ বিপদে সহায় হইবেন। যাহাকে ভক্তি করিতে পারিবে তিনিই তোমায় ভালবাসিবেন। বিপদ আপদ কার নাই বল? বিপদে সাহায্য চায় না এমন লোক কে আছে বল? ভালবাসা চায় না এমন মানুষ কেহ কি আছে?

প্রশ্ন—সব সত্য কিন্তু ভক্তি জিনিষটা কি?

উত্তর—ভজনের ইচ্ছাকে ভক্তি বলে—পূজা করা ভক্তির কার্য্য। ভজন করার ইচ্ছা, পূজা করার বৃত্তি সকল মানুষেরই আছে। এই ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিলে ভক্তির কার্য্য করায়।

প্রশ্ন—ভক্তি ও ভালবাসা কি এক?

উত্তর—সমানে সমানে হয় ভালবাসা। কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের যে ভালবাসা তাহাকে স্নেহ বলা হয় কিন্তু ভক্তি করিতে হয় গুরুজনকে আর সর্ব্বাপেক্ষা যিনি গুরু—যিনি গুরুর ও গুরু তাঁহাকে।

প্রশ্ন—এই অধ্যায়ে কাহাকে ভক্তি করিতে বলা হইতেছে?

উত্তর—ভগবানকে।

প্রশ্ন—কেন?

উত্তর—সকলপ্রকার আপদ বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করেন বলিয়া।

প্রশ্ন—এই অধ্যায়ে কি এই উপদেশ আছে?

উত্তর—আছে। এই অধ্যায়ের সার কথাও ইহাই।

প্রশ্ন—কোথায় এই কথা বলা হইয়াছে?

উত্তর— যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

"যাহারা কিন্তু আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য ভক্তি যোগ সহকারে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে আমার উপাসনা করে— হে পার্থ! আমাতে সমর্পিত চিত্ত সকল লোককে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি।

সংসার সাগরের ভীষণ তরঙ্গ এই মৃত্যু। সংসারের সকল মানুষকে মরিতে হইবে। কেবল আমাকে যাঁহারা ভজনা করেন— আমাকে যাঁহারা পূজা করেন তাঁহাদিগকে আমি মরিতে দেই না। আর আপদ বিপদ সমস্তই মৃত্যুর সহচর। কখন্ কোন্ বিপদে মৃত্যু ঘটিবে কে বলিতে পারে?"

প্রশ্ন—ভগবান্ যদি আপদ বিপদে রক্ষা করেন, তবে জাতির এত আপদ বিপদ, ব্যক্তির এত দুঃখ দৈন্য তিনি দূর করেন না কেন?

উত্তর—গৃহে সর্প আছে দেখিলেই মানুষের ভয় হয়—না দেখিলে বেশ নিশ্চিন্ত। তোমার সঙ্গে ভগবান্ আছেন ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর? তাঁহার উপরে কি রক্ষার ভার দাও? তুমি কি তাঁহার ভক্ত হইয়াছ—না জাতিটা তাঁহার ভজন পূজনে সর্ব্বদা রত? অসুরেরা তাঁহাকে মানেনা— তাঁহার ভক্তও হয় না। অসুরেরা তাঁহার বিদ্বেষী। তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ইহারা নিজের ইচ্ছামত চলে—অসুরধর্ম্মাবলম্বী মানুষ তাঁহার আজ্ঞা না মানিয়া অধর্ম্ম করে তাই তাহারা দণ্ডিত হয়।

প্রশ্ন—কোন মন্দ কর্ম্ম করিতে গেলে—বা বিপদে পড়িতে গেলে পিতা মাতাত পুত্র কন্যাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লয়েন। ভগবান্ যদি পিতা মাতা অপেক্ষাও আমাদিগকে ভালবাসেন তবে তিনি আমাদিগকে বিপদের মুখ হইতে টানিয়া লন না কেন?

উত্তর—তিনি রক্ষা করেন না ত রক্ষা করে কে? নিজের জীবনটা যদি একটু আলোচনা কর দেখিবে কত বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিয়াছেন— এবং করিতেছেন। তিনিই ত সদা সর্ব্বদা সাবধানও করিয়া দিতেছেন।

মনের মধ্যে শতবার জাগাইয়া দিতেছেন—সৎপথে চল, অসৎপথে চলিওনা। জীবের একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা তিনিই। সকল অপরাধের ক্ষমা করিয়া আশ্রয় দিতে তিনিই। এমন করুণাময়—এমন ক্ষমাসার আর কেহই নাই।

অন্নরূপে তিনিই তোমার উদরস্থ হইয়া বলাধান করেন, তিনিই আবার অগ্নিরূপে জঠরে থাকিয়া তোমার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া দেন। পিপাসার জল তিনিই, শ্বাস্ প্রশ্বাসরূপে তোমার জীবন রাখেন তিনিই—পৃথিবী হইয়া তোমার দাঁড়াইবার স্থান দিয়াছেন তিনিই। তাঁহার দত্ত অগ্নি, জল, বায়ু, ফল মূল, শাক, অন্ন লইয়া তুমি বাঁচিয়া আছ। এত উপকার যিনি করিতেছেন তাঁহার উপর তুমি কি কৃতজ্ঞ? যদি অকৃতজ্ঞ না হও তবে তাঁহার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত তোমায় করিতেই হইবে। আর যদি কৃতঘ্ন হও, বল তোমার সহায় হইবে কে? কৃতঘ্ন হওয়ার মত পাপ আর কি আছে? গো হত্যা নর হত্যা প্রভৃতি পাপের প্রাপশ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। আরও দেখ মাতা সাজিয়া উদরে ধারণ করেন তিনিই, পিতা হইয়া পালন করেন তিনিই, সুহৃৎ বন্ধু বান্ধব হইয়া নিরন্তর উপকার করেন তিনিই। বেশ করিয়া বিচার করিয়া দেখ তাঁহার সৃষ্ট জগতে কোথায় না উপকার পাইয়াছ তুমি—কোথায় না উপকার পাইতেছ তুমি। কিন্তু কতটুকু কৃতজ্ঞ হইয়াছ? তিনি যাহা নিষেধ করেন তাহা তুমি শুন কি? তিনি যাহা আজ্ঞা করেন তাহা কি তুমি পালন কর? যেমন সাম, দান, ভেদ দ্বারা অবাধ্য মানুষকে যখন সাধুপথে ফিরাইতে না পারা যায় তখন অবাধ্যকে দণ্ডদিয়া উপকার করা যায়, সেইরূপ তুমি কুকর্ম্ম হইতে যখন কিছুতেই ফিরনা তখন দণ্ড দিয়া তিনি তোমাকে তাঁহার দিকে ফিরিবার সুযোগ করিয়া দিয়া থাকেন। প্রবৃত্তি মার্গে কর্ম্মক্ষয় করিয়া দিবার ব্যবস্থা তিনিই করেন কিন্তু তুমি তাঁহার দিকে চাহিয়া কর্ম্মক্ষয় না করিয়া যদি কর্ম্ম বাড়াইয়া চল, বল তখন তিনি তোমার সম্বন্ধে কি করিবেন? কর্ম্মক্ষয় করিতে হয় কিরূপে তাহাও তুমি জানিতে চাওনা—এবিষয়ে তাঁহার আজ্ঞাও প্রতিপালন করনা, বলনা তখন দণ্ড ভিন্ন তোমাকে পথে আনিবার উপায় আর কি আছে? তুমি জাননা কিন্তু তিনি জানেন তুমিও তাঁহার অঙ্গ। সর্পদংষ্ট্র অঙ্গুলী ছেদন করিয়া দেহ রক্ষা করা কি উচিত নহে? তিনি যে দণ্ড দেন তাহাও তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্য। তিনি জানেন তুমি জানিতে চাও না—তোমার মৃত্যু নাই। এই দেহটা মরিলেও

তিনি তোমাকে আবার দেহ দিয়া আবার সাধুপথে চলিবার সুবিধা দিয়া থাকেন। বুঝিতে কি পার তিনি সর্ব্বকর্ম্মেই মঙ্গলময়?

প্রশ্ন—আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার দেখা পাইনা কেন?

উত্তর--কিরূপে পাইবে? তিনি যদি থাকেন হিমালয়ের দিকে আর তুমি চল কুমারিকার দিকে, বল তবে তুমি তাঁহার দেখা পাইবে কিরূপে? তিনি থাকেন শান্ত দেশে—পবিত্র ধামে, তুমি যদি অশান্ত অবস্থাকে শান্ত করিতে হয় কিরূপে—সে বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞামত না চল তবে তাঁহার দেখা পাইবে কিরূপে? প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথে চলিতেই চাওনা দেখা পাইবে কিরূপে? যদি ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা করিতে পার—যদি তাঁহার স্বভাব এই গীতা শাস্ত্রে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পার, যদি সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র ও এই গীতা সাহায্যে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পার যে ভগবানই জীবের "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ৯।১৮, যদি বুঝিতে পার যে তিনিই "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" ৯।১৭, যদি সন্দেহ শূন্য হইয়া নিশ্চয় করিতে পার যে "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমবহাম্যহম্" তাঁহার ভক্তের যোগক্ষেম—অর্জ্জন ও রক্ষণ তিনিই বহন করেন—আর যে তাঁহাকে মানেনা—শুধু মানেনা নয়, স্বদেহে ও পরদেহে ভগবানের বিদ্বেষী হইয়া ক্রূর কর্ম্ম করিয়া এই সংসারে নরাধমের কার্য্যই করে—যদি তাঁহার নিজের মুখের কথা শুনিয়া ভীত হও যে "ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু" ১৬।১৯ তিনি পাপিষ্ঠ নরাধম অতি ক্রূর প্রকৃতির মানুষকে পুনঃ পুনঃ ব্যাঘ্র সর্পের মত আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করেন, তাই বলিতেছি ভগবানের স্বভাব জানিয়া ভগবানের আদেশ মত চলিতে চলিতে কাতর প্রাণে যদি দিনের পর দিন ধরিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতে পার তবে নিশ্চয়ই তিনি দেখা দিয়া থাকেন। যদি তাঁহার ভক্ত হইতে পার তবে তোমার বিনাশ কখনই হইবেনা। ভগবান্ ৯।১৩ শ্লোকে বলিতেছেন "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি কৌন্তেয়। আমরা ভক্ত কখন বিনষ্ট হয়না—ইহা তুমি ডিণ্ডিমধ্বনি করিয়া বাহু তুলিয়া নিঃশঙ্কে সকলের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিও।"

প্রশ্ন—তাইত এমন দয়াময়, ক্ষমাসার, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রেমময়, সুবিচারক ভগবানকে যে মানিতে পারেনা তাহার মত হতভাগ্য বুঝি কেহই নাই। আহা! তাঁহার উপদেশে শ্রদ্ধা করা, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা, তিনিই যে সংসারে পিতা মাতা স্বামী সখা সাজিয়া আসেন ইহা বেশ করিয়া ধারণা করিয়া তাঁহাকে

ভক্তি করা—সর্ব্ব নরনারীতে তিনিই যে বিরাজ করিতেছেন তাহা জানিয়া যথাসাধ্য সকলকে সেবা করা, কোথাও মৈত্রী, কোথাও করুণা, কোথাও মুদিতা করিয়া সংসারে চলা ইহাই ত নরনারীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাঁহাকে বাদ দিয়া সংসারে চলাই ত মহাপাপ। আপনি বলুন কোন্ কর্ম্ম করিলে শ্রীভগবানকে ভক্তি করিতে পারা যায়?

উত্তর—ইহারই জন্য গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূর্ণ বিশ্বাসে এই ভক্তিযোগ পাঠ কর—আর পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইও না—ভক্তির কর্ম্ম করিতে থাক—আপনিই বুঝিবে তিনি ভিন্ন তোমাদের আপনার হইতেও আপনার আর কেহ নাই, তিনি ভিন্ন তোমাদিগকে সকল বিঘ্ন হইতে, সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আর কেহ নাই। তিনি ভিন্ন তোমাদিগের জীবন গড়িয়া তুলিতে আর কেহ নাই—তিনি ভিন্ন তোমাদিগকে শক্তি দিতে আর কেহই নাই। এই বিষয়ে উত্তম কর—পুনঃ পুনঃ কর—দেখ তিনি তোমাদিগকে কোন্ রাজ্যে লইয়া যান।

প্রশ্ন—এখন বলুন ভগবানের ভক্ত হইতে হইলে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহার ব্যবস্থা এই অধ্যায়ে তিনি কিরূপ করিয়াছেন? আমাদের মত লোকেও কি তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারিবে?

উত্তর—নিশ্চয়ই পারিবে। পূর্ব্বেত বলিয়াছি এমন করুণাবরুণালয়, এমন ক্ষমাসার এ জগতে আর কেহ নাই। কোন্ কর্ম্ম করিলে তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় তাহা এই অধ্যায়ে যেমন দেখান হইয়াছে তাহা বলিতেছি কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জানিয়া রাখ তাঁহাকে ভক্তি করেনা কাহারা আর কিরূপ লোকেই বা তাঁহাকে ভক্তি করে।

প্রশ্ন—বলুন।

উত্তর—শ্রবণ কর।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ৭।১৫

"যাহারা মন্দ কর্ম্ম করে—পাপ কর্ম্ম করে—মানুষকে হিংসা করে—জীব জন্তুকে ক্লেশ দেয়—পরনিন্দা পরচর্চ্চা ভিন্ন আমার কথা কয়না—শুধু আহার নিদ্রা ভয়াদির জন্য কর্ম্ম করে—শুধু দেহের ভোগের জন্য নানা প্রকার দুঃখ

করিয়া কর্ম্ম করে—কেবল কাম ভোগে যাহাদের প্রবল আসক্তি—নিজের দেহের সুখের জন্য কোন গুরুজনের কথা যাহারা শুনেনা, পবিত্রতায় যে মনকে আমাতে রাখা যায়—অপবিত্রতায় মনকে যে আমার দিকে ফিরান যায়না—শুদ্ধ আহারে যে মন আমার দিকে ফিরিবার সুবিধা পায়—অশুদ্ধ আহারে মন যে আমা হইতে সরিয়া যায় এই সব যাহারা মানে না ইহারাই মূঢ়—বিবেক শূন্য, বিচার শূন্য বলিয়াই ইহারা নরাধম—মায়া মোহে ইহাদের জ্ঞান অপহৃত—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া ইহারা সেই মত কোন কার্য্য করেনা--এইরূপ দম্ভদর্প অভিমানাদি অসুরের ভাবে যাহারা পরিপূর্ণ—এইরূপ পাপ পরায়ণ ব্যক্তিরা আমার ভক্ত হয় না—আমাকে ভজেনা—সর্ব্ব জীবস্থিত আমাকে পূজাও করেনা"।

প্রশ্ন—আর কোন প্রকারের মানুষ ভগবানের ভক্ত হয়?

উত্তর— চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

"রিপু—তস্কর—রোগাদিতে অভিভূত হইয়া যাহারা আর্ত্ত হয়, জিজ্ঞাসু যাহারা—যাহারা জানিতে চায় আমি কি, জগৎ কি—আমি দেহ নই—আমি মনও নই—আমি চেতন—আমি আত্মা—এই আমি কি ইহা যাহারা জানিতে ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানবানের নিকটে জিজ্ঞাসু হয়—অর্থাৎ আত্ম জ্ঞানেচ্ছু ভগবৎতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক যাঁহারা, অর্থার্থী অর্থাৎ যাঁহারা ইহলোকে বা পরলোকে যাহা ভোগের উপকরণ তাহার লাভে ইচ্ছুক যেমন সুরথ রাজা বা ধ্রুব বা বিভীষণাদি আর যাঁহারা ভগবৎসাক্ষাৎ কারে নিত্য যুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানী —আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার সুকৃতি সম্পন্ন পুণ্যকর্ম্মা যাঁহারা তাঁহারাই আমার ভক্ত হয়েন—তাঁহারাই আমাকে ভজনা করেন—আমার পূজা করেন।"

প্রশ্ন—শুনিলাম—বুঝিলাম—এখন বলুন এই দ্বাদশ অধ্যায়ে—ভক্তিযোগে কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলে ভক্ত হওয়া যায় তাহার উপদেশ ভগবান্ কি দিয়াছেন।

উত্তর—যাঁহারা শ্রেষ্ঠভক্ত হইতে চাহেন—যাঁহারা ভগবানকে অনুরাগে ভজন করিতে চাহেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮

"আমাতেই মন ধর মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্টকর। আমাতেই বাস করিবে কিন্তু দেহান্তে, ইহাতে সংশয় নাই।

এই শ্লোকটিতে অনুরাগী ভক্ত কি করেন সমস্তই বলা হইল। "ময়ি" এই কথাতে ভগবানের কোন্ রূপের কথা বলা হইল, বুদ্ধিকে ভগবানে প্রবেশ করাইতে হইলে কি করিতে হয় অর্থাৎ কোন্ কার্য্য করিলে মন ভগবানে স্থির হয়, কোন্ কার্য্য করিলে বুদ্ধি ভগবান্ লইয়া বিচার করে—এই সমস্ত কথা শ্লোকব্যাখ্যার সময়ে বুঝিতে চেষ্টা করা যাইবে। এখানে প্রশ্ন তুলিতে হয় মানুষের মন ভগবানে স্থির হয় না কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মানুষের মন স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখী বলিয়া মন বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রজাপতির মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়ায় সে কেবল মধুর জন্য।

যেমন পুষ্পে মধু আছে সেইরূপ বিষয়েও আনন্দ আছে আর বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দেরই সহোদর ইহাও সত্য। আনন্দই জগতের মূল বস্তু। কিন্তু আনন্দ যখন ক্ষুদ্র আধারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় তখন আধারের ক্ষুদ্রতা বশতঃ আনন্দও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। মন ক্ষুদ্র ক্ষণিক আনন্দে স্থায়ী সুখ পাইতে পারে না বলিয়া মনঃপ্রজাপতি এত চঞ্চল হইয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, মনত সৌন্দর্য্যই খোঁজে। কিন্তু জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক, সকল বস্তুই ক্ষুদ্র। এখানে সে সুখ কোথায় যাহা অনন্ত অনন্ত কাল এক অফুরন্ত ভাবেই বিরাজমান! সেই জন্য মনঃপ্রজাপতিকে আনন্দ সমুদ্র স্বরূপ শ্রীভগবান্ দেখাইয়া দিতে হয়। ভগবান্ সকল সৌন্দর্য্যের সকল মাধুর্য্যের আধার। আহা! "শিরসি পদ নখাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্য সার" এমন আর কোথায়? সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহর" এমন আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

এই সচ্চিদানন্দ ভগবানই সবার মূলে। তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর ও তাঁহার বিশ্বরূপ সুন্দর, তাঁহার আত্মারূপ সুন্দর তাঁহার স্বরূপ শুধু জ্ঞান শুধু আনন্দ। বিশ্বের সকল বস্তুর ভিতর দিয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া আর সকল বস্তু তাঁহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বিশ্বের কোন বস্তুই সেই পূর্ণানন্দ স্বরূপকে পায় না। তাঁহার মূর্ত্তি মনোহর হইলেও ইনি যে এই মূর্ত্তি ধরেন তাহাও মায়া অবলম্বনে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬

মূর্ত্তি মাত্রই মায়িক। বিশ্বরূপও মায়িক। মায়া যবনিকার অন্তরালে তিনি। বিশ্ব তাঁহাকে পূর্ণ ভাবে দেখাইতে পারে না। তাই বলা হইতেছে বিষয়ানন্দ লুব্ধ মনকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন শ্রীভগবানে স্থির কর দেখিবে এই মনঃপ্রজাপতি একবার তাঁহাতে বসিলে "মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার" হইয়া যাইবে।

বুদ্ধি যতদিন নিশ্চয় করিয়া না দেয় যে বিষয় সুখ অতি ক্ষণিক ততদিন মন ক্ষুদ্র বিষয়ে বৈরাগ্য আনিয়া সেই ভূমার দিকে যাইতে পারে না। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি" যিনি ভূমা—যিনি অনন্ত তিনিই সুখ, অল্পে সুখ নাই, বুদ্ধি ইহা জানাইয়া দিলে মন ভগবানকে খোঁজে আর ভগবানেই স্থির হইয়া বসিতে লোলুপ হয়। ক্ষুদ্র সুখ দিয়া মনকে বাঁধা যায় না।

একবার সে আনন্দের সন্ধান পাইলে মন অনুরাগে তাঁহাকেই ভজনা করিতে চায়। কি উপায়ে সন্ধান পাইবে—কি উপায়ে অনুরাগ লাগিবে—কি উপায়ে অনুরাগে ভজন হইবে তাহা শ্লোক আলোচনা কালে বলিবার চেষ্টা করা যাইবে।

প্রশ্ন—যাঁহারা অনুরাগী ভক্ত না হইতে পারেন—যাঁহারা মনকে ভগবানে স্থির করিতে না পারেন আর বুদ্ধিকে তাঁহাতে প্রবেশ করাইতে না পারেন তাঁহারা কি করিবেন ?

উত্তর— অথচিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

"ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার তবে একটি অবলম্বন ধরিয়া তাহাতে মন রাখিতে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ অন্তরে ধ্যান করিতে চেষ্টা কর। যাঁহারা এই কার্য্য করেন তাঁহারা অভ্যাসী ভক্ত। অভ্যাসী ভক্ত যদি বৈরাগ্যবান না হয়েন তবে তিনি অভ্যাসের বস্তুতে একাগ্র হইতে পারিবেন না। এই জন্য অভ্যাসী ভক্ত ধ্যানের মূর্ত্তি বা ইষ্ট মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তিনিই যে বিশ্বরূপ ইহার অনুভবের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। গায়ত্রী যখন প্রাণায়ামে উপাস্যা এবং জপে যখন উপাস্যা তখন এই দুই উপাসনা প্রণালীতেই তাঁহাকে মূর্ত্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপে উপাসনা করিতে হয়। মূর্ত্তি

কিন্তু সৎচিৎ আনন্দ ঘনীভূত অবতার, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া উপাসনা করিতে হয়। যখন ভগবান্ মূর্ত্তি পরিহার করেন তখন তিনি বিশ্বরূপে থাকেন। এই বিশ্ব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গই তাহার লীলা।

প্রশ্ন—ইহাও যাঁহারা না পারেন ?

উত্তর— অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমোভব।

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০

"অভ্যাসী ভক্ত হইতে না পার, মৎকর্ম্মপর ভক্ত হও। আমার জন্য কর্ম্ম কর—আমার ভক্তি বর্দ্ধক কর্ম্ম সর্ব্বদা কর—ইহাতেও সিদ্ধি লাভ হইবে।"

প্রশ্ন—শুধু ভগবৎ ভক্তি বর্দ্ধক কর্ম্মও যাহারা না করিতে পারেন—

যাহাদের সংসার পালনের জন্য অন্য কর্ম্মও করিতে হয় তাঁহারা কি করিবেন ?

উত্তর— অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্ যোগমাশ্রিতঃ।

সর্ব্বকর্ম্ম ফল ত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

"মৎকর্ম্মপর ভক্ত হইতেও যদি অসমর্থ কেহ হয় তিনি কর্ম্মযোগী ভক্ত হইবেন। কেবল মাত্র ভগবৎ ভক্তির কর্ম্মে যাহারা লাগিয়া থাকিতে না পারেন যাঁহাদের অন্যবিধ লৌকিক কর্ম্মও করিতে হয় তাঁহারা কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া আমার প্রীতির জন্য আমার আজ্ঞমত সকল কর্ম্ম করিবেন। স্মরণ রাখিবে ইহাতে, যে কর্ম্ম করিতে আমি নিষেধ করিয়াছি তাহা করা হইতেই পারে না। চুরি করা, মিথ্যা কথা কওয়া, অধর্ম্মে অর্থোপার্জ্জন করা, পরস্ত্রীর প্রতি লালসা, ইত্যাদি পাপ কর্ম্ম কর্ম্মযোগী ভক্তেরও হইতেই পারে না।"

প্রশ্ন— অনুরাগীভক্ত, অভ্যাসীভক্ত মৎকর্ম্মী ভক্ত এবং ফলসন্ন্যাসীভক্ত ইহাদে মধ্যে ইতর বিশেষওত আছে ?

উত্তর— আছে বৈ কি।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

যে যাহা পারে তাহাকে তাহা দিয়াই আরম্ভ করিতে হয়। স্বভাবজ কর্ম্ম হইতেই আরম্ভ করা উচিত। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোক হইতে কয়েক শ্লোকে স্বভাবজ কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে—"সকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ আপন স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারাও মানুষ সিদ্ধ হয়। শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" স্বভাবজ কর্ম্ম বিগুণ হইলেও—অঙ্গহীন হইলেও ইহা সম্যক্‌রূপে

অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠঃ "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ" স্বভাবজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও কখন তাহা ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠভক্তের আচরিত কর্ম্ম করিবেনা।

এই সমস্ত কারণে ভগবান্ বলিতেছেন স্বভাবজ কর্ম্ম—অর্থাৎ যে কর্ম্মে যাহার অধিকার তাহাই করিবে। কিন্তু না বুঝিয়া কর্ম্ম অভ্যাস করা অপেক্ষা কেন এই কর্ম্ম করিতে হয় তাহার জ্ঞান ভাল। আবার শুধু জানা অপেক্ষা ধ্যান বা তৈলধারাবৎ তাহাতে লাগিয়া থাকা ভাল। আর যাহারা এই সমস্ত করিতে পারেনা সেই সকল অজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্মকরা উচিত।

প্রশ্ন—ভক্ত হইতে পারিলেই কি ভগবান্ ভালবাসেন?

উত্তর—হা। কিরূপ ভাবে চলিতে পারিলে—কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে ভগবানের প্রিয় হওয়া যায় ১৩ হইতে ২০ শ্লোকে ভগবান্ তাহারই উল্লেখ করিয়া এই ভক্তিযোগে শেষ করিয়াছেন। শ্লোক ব্যাখ্যাকালে এই সমস্ত বলা যাইবে।

প্রশ্ন—ভক্ত হইতে হইলে কি কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিতে নাই? ভগবান্ প্রসন্ন হও, ভগবান্ আমার কল্যাণ কর—এই প্রার্থনা করিয়া কর্ম্ম করাও ত ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করা? তবে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করা হয় কিরূপে? নিষ্কাম কর্ম্ম হয় কিরূপে?

উত্তর—জ্ঞানী কোন কামনা রাখেন না—কারণ কামনা যাহাই হউক না কেন তাহাতে মনের স্পন্দন থাকিবেই। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে "আমিই আত্মা" এই ভাবে স্থিতি লাভ করিতে হইবে। স্থিতিতে কোন প্রকার গতি থাকে না। কিন্তু ভক্ত যিনি তিনি ভগবানের প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা অবশ্যই করিবেন। ভগবানের প্রিয় হইব বলিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করা—ভগবান্ তোমার পথে চলিবার বিঘ্ন দূর করিয়া দাও—আমায় সুস্থ রাখ—আমি যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি—এই সমস্ত কামনাকে শুভ কামনা বলে। "অকামো বিষ্ণুকামো বা" ভগবানের প্রীতি জন্য কর্ম্ম করিবার কামনাকে কামনা বলে না। ইহা অকাম। কিন্তু দেহের ভোগের যে কামনা—ভগবানকে সরাইয়া দিয়া শরীর ভোগ লালসা তৃপ্তির জন্য যে কামনা তাহাই অশুভ কামনা। ভগবানের তৃপ্তির জন্য ইহা নহে—ইহা নিজের বা অন্যের দেহতৃপ্তির জন্য—ইহা দোষের। তাই বলা হয় ভগবানের নিকটে থাকিবার

জন্য যে প্রার্থনা—যে কামনা তাহা অকাম। বিষ্ণু প্রীতির জন্য যাহা করা যায় তাহা অকাম—ইহাকে কামনা বলেনা।

গীতা যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলিলেন তাহাতে তাঁহার ভক্তের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভক্ত ও নিকৃষ্ট ভক্তের কথাও রহিল।

ভক্তকে ভগবানের উপাসনা করিতেই হইবে—ইহা ভক্তের প্রধান কার্য্য। এমন কি মন্দ কামনা যদি ছাড়িতে না পার আর তাহার চরিতার্থতার জন্য যদি ভগবানের উপাসনা কর তাহা হইলেও তুমি ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়িলে—কারণ ইহাতেও তোমাকে ভগবানের উপাসনা করিতে হয়।

যাঁহারা ভগবানের রাজস ভক্ত তাঁহারা ধনের জন্য, যশের জন্য, সালোক্যাদি মুক্তির জন্য ভগবানের ভজনা করেন। যাহারা ধনের জন্য ডাকেন তাঁহারা অধম রাজস্, যাহারা যশের জন্য ডাকেন তাঁহারা মধ্যম রাজস এবং ভগবানের লোকে থাকিব এই সালোক্য-মুক্তির জন্য যাহারা ডাকেন তাঁহারা উত্তম রাজস।

ইহার পরেও আর ভক্ত আছে। ইহারা তামস ভক্ত। শত্রুর প্রাণ বিনাশের জন্য যাহারা ডাকে তাহারা অধম তামস। স্বৈরিণীর কপট স্বামীভক্তির মত যাহারা ভক্তি করে তাহারা মধ্যম তামস এবং লোকের কাছে প্রশংসা পাইবার জন্য যাহারা ডাকে তাহারা উত্তম তামস।

যাহার যেরূপ স্বভাব—সেই স্বভাব অনুসারে মানুষ ভগবানকে যখন ভজনা করে তখন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভক্তিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। গীতাতে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ৪।১১

সকাম ভাবেই হউক বা নিষ্কাম ভাবেই হউক—যে মানুষ যে প্রকারে আমাকে আশ্রয় করে, তাহাকে তাহা দিয়াই আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সাধক সকাম ভাবে ভজিলে ঐশ্বর্য্যাদি পায় আর নিষ্কাম ভাবে ভজিলে নিরন্তর আমার মত হইয়াই আমার সঙ্গে থাকে। ভক্তিযোগ অধ্যায়ে ভগবান্ সাত্ত্বিক ভক্তির উপাসকগণের কথাই বলিলেন, তামস রাজস ভক্তের কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—দেখিতেছি এই গীতাশাস্ত্রে সকল প্রকার মানুষের জন্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করা আছে। এখন আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

উত্তর—বল।

প্রশ্ন—কোন প্রকার কর্ম্মফলের আশঙ্কা না রাখিয়া শুধু ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য যদি কর্ম্ম করা যায় তবেই গীতোক্ত ভক্তের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া যায়। কিন্তু ভগবানকে ভাল না বাসিতে পারিলে কি তাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব?

উত্তর—সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি যাহাই চাওনা কেন তাহা কি নিজের ক্ষমতায় উপার্জ্জন করিতে পার? পার না। আবার উপার্জ্জন যদিও হয় তাহাও কিন্তু রক্ষা করিতে পার না। কত অর্থ ত লোকে অর্জ্জন করে কিন্তু রক্ষা করিতে পারে কয়জন? মানুষ এমন দেহ পায়, এমন ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব পায় কিন্তু দেহের নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত দেহকে অক্ষুন্ন রাখিতে পারে কয়জন? এই অর্জ্জন রক্ষণের জন্য—এই যোগক্ষেমের জন্যও ত ভগবানকে আশ্রয় করিতে হয়। ভগবানকে ভালবাসিতে পারুক আর না পারুক—আপনা অপেক্ষা শক্তিশালী কোন পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ ত মানুষকে করিতেই হয়। যদি বিশ্বাস করে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—তিনি যেমন বায়ু জল অগ্নি প্রভৃতি দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন সেইরূপ অন্য সমস্ত বিষয় দিয়া তিনি আমাকে রক্ষা করিবেনই—অন্ততঃ এই বিশ্বাস রাখিয়া যে তাঁহাকে ডাকে সেও ক্রমে ভগবানকে ভালবাসিতে পারে। তিনি সর্ব্ববিষয়েই উপকার করিতেছেন ইহা যিনি যতটুকু অনুভব করিতে পারেন তিনি ততটুকু তাঁহার ভক্ত হইতে পারেন। এক্ষেত্রে উপকারের বা ভালবাসার অনুভবই ভক্তি। উপকারের অনুভব হইলেই ক্রমে তাঁহাকে ভালবাসিতে পারা যায় ইহা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—ভক্তিযোগে ভক্তের কথা ত থাকিবেই কিন্তু জ্ঞানীর কথাও কি আছে?

উত্তর—আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভক্ত বা সগুণ উপাসক এবং জ্ঞানী বা নির্গুণ উপাসক এই উভয়ের মধ্যে যোগবিত্তম কে অর্থাৎ ভগবানে যুক্ত হওয়ার ব্যাপার ভাল জানেন কে এই বিষয়ে অর্জ্জুন প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যেমন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে জ্ঞান না হইলে মৃত্যু সংসার সাগর যখন অতিক্রম করা যায় না তখন জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতে না বলিয়া তুমি আমাকে এই ঘোরতর যুদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে বল কেন? আবার পঞ্চমের প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন ভগবানে ডুবিয়া গিয়া সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম ত্যাগ এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা—এই দুই অবস্থার মধ্যে শ্রেয়ঃ

অবস্থা কোন্‌টি—এই দুই প্রশ্নও যেমন এখানে সততযুক্ত ভক্তের উপাসনা এবং অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ অবস্থাতে ভগবানে যুক্ত হওয়ার ব্যাপার যে যোগ তাহা ভাল জানা যায় এই প্রশ্নও সেইরূপ। পূর্ব্বের প্রশ্নে কর্ম্ম ভাল, না জ্ঞান ভাল, কর্ম্মত্যাগ ভাল না ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা ভাল ভগবান্ এই প্রশ্ন দ্বয়ের যে ভাবে উত্তর দিয়াছেন এখানেও সগুণ উপাসক ও নির্গুণ উপাসক এই দুইয়ের মধ্যে যোগবিত্তম কে—ইহার উত্তরও সেই প্রকার।

এই শ্লোকে ভক্ত বড় না জ্ঞানী বড় এই প্রশ্ন করা হয় নাই—ভক্ত যুক্ত হওয়ার ব্যাপার ভাল জানেন, না জ্ঞানী ভাল জানেন—অর্জ্জুন ইহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ উত্তরে বলিলেন ভক্ত ভগবানে একাগ্র হইতে চেষ্টা করেন বলিয়া যুক্ত হওয়ার ব্যাপার তিনিই বিশেষরূপে জানেন। কিন্তু জ্ঞানী ত আত্মা হইয়াই থাকিতে চান। একাগ্রতায় জানাজানি ব্যাপার থাকে কিন্তু জ্ঞানে হয় নিরোধ—এখানে ডুবিয়া থাকা হয়—এখানে এক হইয়াই স্থিতি লাভ হয়—এখানে দুই থাকে না—কে কাহাকে জানিবে? "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। যখন জ্ঞানী বিজ্ঞাতা হইয়াই স্থিতিলাভ করিলেন—যখন দুই আর রহিল না—একমাত্র বিজ্ঞাতাই রহিলেন—দ্বিতীয় কিছুই থাকিল না তখন বিজ্ঞাতারূপে স্থিত যিনি তাঁহাকে আর জানিবে কে? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন জানাজানি থাকে কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্থিতি হয়—জানাজানি যেমন থাকে না সেইরূপ এখানেও হয়। সম্প্রজ্ঞাত অর্থে সম্যকরূপে জানা আর অসম্প্রজ্ঞাত অর্থে জানার উপরের অবস্থা যে ডুবিয়া থাকা বা আত্মা হইয়াই স্থিতির অবস্থা তাহাই। শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে এই সমস্ত বিষয় আবার উঠিবে।

উপসংহারে বলা যায় ভক্ত হইয়া যাও—ভগবান তোমার সহায় হইলেন—তিনিই তোমাকে জ্ঞান দিয়া মৃত্যুসংসার সাগর পার করিয়া দিলেন। যতদিন দেহ বোধ আছে ততদিন শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধও থাকিবেই। জ্ঞানী হওয়া বড় কঠিন—দেহাত্ম বোধ ত্যাগ করার সাধনা বড় ক্লেশকর, এই জন্য প্রথমে ভক্ত হও পরে জ্ঞানের অনুষ্ঠান কর। ভগবানের কৃপালাভ করিয়া ভক্ত হইতে পারিবে। গীতা এই শিক্ষা দিতেছেন—শাস্ত্রান্তরেও পাওয়া যায়—

মদ্ভক্তি বিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি॥*

ভগবানে যাহার ভক্তি নাই সে যতই শাস্ত্র জানুক—সে কেবল শাস্ত্রগর্ব্বে পড়িয়া মোহ প্রাপ্তই হইবে—শত জন্মেও এই প্রকারের ব্যক্তির জ্ঞানও হইবে না আর মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধারও হইবে না। এই জন্য বলা হইতেছে—

অতস্ত্বৎ পাদভক্তেষু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োঽধিকা।
ভক্তিমেবাভিবাঞ্ছন্তি ত্বদ্ভক্তাঃ সারবেদিনঃ॥
অতস্ত্বৎ পাদকমলে ভক্তিরেব সদাঽস্তু মে।
সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে॥

বালিকার আবাহন

এস প্রিয়, তুমি নবীন ঊষার
অরুণ কিরণ পাতে,
এস বাঞ্ছিত, নব বসন্ত
নীরব জ্যোছনা রাতে।
এস প্রিয়, তুমি কুসুমের মাঝে
ছড়ায়ে মধুর হাসি,
এস কমনীয় কান্তি আমার—
হৃদি সন্তাপ নাশি।
এস প্রিয় তুমি আকুল পরাণে
অতুলন প্রেম মাঝে,
এস মনোময় হৃদয় আসনে
নবীন মোহন সাজে।
এস প্রিয় তুমি রুদ্রেররূপে
দীনতা চূর্ণ করি,
এস মধুময় সব শোভামাঝে
সুন্দর রূপটী ধরি।

শ্রীদুর্গারাণী দেবী
বর্দ্ধমান।

গায়ত্রী তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

আহা! আমার "বরদা" "দেবী" "ত্র্যক্ষরা" "ব্রহ্মবাদিনী" "গায়ত্রী" মাতার ইহাই স্বরূপ! আদিসর্গে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যখনই মাকে ডাকিলেন তখনই মাতা জগৎ-সন্তানের অনুগ্রহ উপকারের জন্য প্রণব ব্যাহৃতি বিভূষিতা হইয়া আবির্ভূ'তা হইলেন! আজ মা, আমিও তোমাকে বড় আশায় ডাকিতেছি—

"ত্রাণকর্ত্রি! মাতা,
হও আবির্ভূ'তা।"

মা! ব্রহ্মা তোমাকে "ছন্দোমাতঃ"! বলিয়াও ডাকিয়াছেন! আহা! আমি দেখিতেছি—ভূরাদিব্যাহৃতিবিশ্ব "গায়ত্রী উষ্ণীক্ বৃহতী পঙ্ক্তি" প্রভৃতি বিবিধ বেদ চ্ছন্দে তোমারই কোলে ফুটিয়া উঠিয়া নাচিয়া হাসিয়া স্বকার্য্য সমাপন করিয়া অন্তে তোমার ঐ অমৃতময় কোলেই ঘুমাইয়া পড়িতেছে! তাই মা! ঐ কোলে আশ্রয় লইবার জন্য আমিও আজ তোমাকে ডাকিতেছি—

"ছন্দোময়ি! মাতা,
হও আবির্ভূ'তা।"

মা! ছন্দোময়ি! আজ বড়ই অস্বচ্ছন্দে ভুলিতেছি! জননি! তুমি আমাকে যে ছন্দে সৃষ্টি করিয়াছিলে আমি তাহা হইতে আজ যেন বিচ্যুত হইতেছি! তাই আমি প্রার্থনা করিতেছি—"ছন্দোমাতঃ"! আবার সন্তানকে স্বগায়ত্রীচ্ছন্দে স্থাপন কর।

মা! তুমি "ব্রহ্ম"—সর্ব্বাপেক্ষাৎ বৃহৎ—"মহতো মহীয়ান্" তোমার অপেক্ষা বৃহদ্‌ৎ বস্তু আর কিছুই নাই বা হইতেও পারে না, ঐ যে সুবিশাল অনন্ত অসীম আকাশ তাহাও মা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরি! "নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষম্ (পুরুষসূক্তমন্ত্র) তোমারই নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণোপনিষৎ ইহা আরও স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—"তস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ"......

মা! তোমার বৃহৎ ভাবের কথা তুমি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছ—

"পরো দিবা পর এনা
পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব"॥

দেবীসূক্তমন্ত্র।

পরঃ···"দিবঃ আকাশস্য পরস্তাৎ। এনা পৃথিব্যা অস্যাঃ পরস্তাৎ······সর্ব্বস্মাদ্-বিকার জাতাৎ পরস্তাৎ বর্ত্তমানা অসঙ্গোদাসীন ব্রহ্ম চৈতন্যরূপা অহং "মহিনা" —মহিম্নৈব এতাবতী সম্বভূব" ॥

সায়ণাচার্য্যকৃতভাষ্য ব্যাখ্যা।

জননি! তুমি স্বমুখেই আত্ম পরিচয় দিতেছ—"আমি পৃথিবী এবং আকাশের পরেও আছি। আমি অপার মহিমময়ী ব্রহ্ম চৈতন্যরূপিণী, সেই জন্যই আমার অসীমতা এইরূপ হইয়াছে"। তাই তত্ত্বদর্শী গাহিতেছেন—

"আকাশাদিজগদ্ প্রপঞ্চ রচনামূলঞ্চ হন্দ্রীক্ষণাৎ"

আহা! এ কি বিরাট দৃশ্য! প্রবলবাত্যা আলোড়িত মহাসিন্ধুর দিগ্‌ দিগন্ত প্রসারী অসীম বক্ষে তরঙ্গভঙ্গ ক্রোড়ে বিরাজিত শুভ্র শুভ্র ক্ষুদ্রফেণ বুদ্‌বুদের মত আকাশাদি জগদ্‌বিম্ব, জননি! ব্রহ্ম চৈতন্যরূপিণি! তোমারই ক্রোড়ে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ঘুমাইতেছে! ভাবুক ভাবিতেছেন—

"খেলিতে এসে কাদের মেয়ে বসনখানি ফেলে গেছে!
সেই বসনে আকাশ পাতাল সর্ব্ববিশ্ব ঢেকে আছে!
মেয়ে যখন বসন তুলে নেবে তখন সকল মুছে যাবে"।

মা! তোমার এই ব্রহ্মস্বরূপের শাস্ত্র আরও বর্ণনা দিয়াছেন তুমি "ব্রহ্ম" "বৃংহণ স্বভাব" অর্থাৎ দেহাদির পরিণময়িতৃ, মা! তুমি বিদেহ কৈবল্যরূপিণী হইয়াও "বিশ্বদেহধারিণী" ইহাও তোমার অপার মহিমা! তোমার "ব্রহ্ম" স্বরূপের ব্যাখ্যায় শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে তুমি "ব্রহ্ম" অর্থাৎ "আত্মরূপা তোমার ব্যাপ্তি এবং সংহতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাই দেবতাগণ তোমার চরণে "ব্যাপ্তিদেব্যৈনমোনমঃ বলিয়া প্রণত করিয়াছেন, এক কথায় তোমার এই ব্রহ্মরূপের পরিচয় শাস্ত্র বলিতেছেন—

"বৃংহত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্ বা
আত্মৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥

(ক্রমশঃ)

রামায়ণং কাব্যমনন্তপুণ্যং শ্রীশঙ্করেণাভিহিতং ভবান্যৈ।
ভক্ত্যা পঠেৎ যঃ শৃণুয়াৎ স পাপৈর্ব্বিমুচ্যতে জন্মশতোত্তবৈশ্চ ॥
অধ্যাত্ম রামং পঠতশ্চ নিত্যং শ্রোতুশ্চ ভক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামঃ।
অতি প্রসন্নশ্চ সদা সমীপে সীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥
রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরবরৈরপি সংস্তুতং চ।
শ্রদ্ধান্বিতঃ পঠতি যঃ শৃণুয়াত্তু নিত্যং
বিষ্ণোঃ প্রয়াতি সদনং স বিশুদ্ধদেহঃ ॥

ভগবান্ মহেশ্বর রামের উত্তরচরিত সমস্ত বলিয়া কহিতেছেন যে ব্যক্তি এই অধ্যাত্ম-রামায়ণের এক চরণও পাঠ করেন তিনি সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্ত হন। প্রতিদিন রাশি রাশি পাপাচরণ করিয়াও যদি কোন মনুষ্য ভক্তি পূর্ব্বক ইহার একটি শ্লোকও পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি নিখিল পাতকরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্যলভ্য রামের সহিত এক লোক প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বে রঘুনায়ক রাঘবের আদেশে স্বয়ং মহেশ্বর এই ভবিষ্যৎ অর্থ সম্বলিত রামায়ণ আখ্যান বলিয়াছিলেন "শ্রুত্বাতু রামঃ পরিতোষমেতি"—ইহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। এই রামায়ণ কাব্য অনন্ত পুণ্য স্বরূপ; শ্রীশঙ্কর ইহা জগজ্জননী ভবানীর নিকট বলিয়াছিলেন। যিনি ভক্তি পূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তিনি শত জন্মোদ্ভব পাপরাশি হইতে বিশেষরূপে মুক্তিলাভ করেন। অধ্যাত্মরামকে যিনি নিত্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন বা লিপিবদ্ধ করেন "অতি প্রসন্নশ্চ সদা সমীপে সীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি" ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন হয়েন, সীতার সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সমীপে থাকিয়া তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। এই সর্ব্বজন মনোহর আদিকাব্য রামায়ণ ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণেরও প্রশংসিত। যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ইহা নিত্য পাঠ করেন—ইহা নিত্য শ্রবণ করেন, তিনি বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া বিষ্ণুর লোক প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীরামগীতা পাঠ ও শ্রবণের ফল এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের ফলও বলা হইল। ভগবান্ এই পাঠে বা শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করেন এবং সীতার সহিত তিনি সাধকের সমীপে অবস্থিতি করেন—বলনা ইহা অপেক্ষা লঘু-পায়ে পরলোক হিত আর কিসে হইতে পারে?

যদি কেহ সত্য সত্যই কাঙ্গাল হয়, যদি কেহ অনভিলষিত কর্ম্ম পরিশ্রান্ত

হয়, যদি কেহ শোক মোহ আধি ব্যাধি প্রপীড়িত হয়, এক কথায় যদি কেহ সর্ব্বদা বিঘ্ন সমূহে উৎপীড়িত হয় তবে এইরূপ ব্যক্তি কি করিবে? এইরূপ ব্যক্তি কাহারও আশ্রয় খুঁজিবেই, কাহারও দয়ার ভিখারী হইবেই। কে আমাদিগকে দয়া করিবেন? সর্ব্বাপেক্ষা করুণা কাহার অধিক? বলিতে কি হইবে না যে সকল করুণার আধার ভগবান্ ভিন্ন বিপন্ন জীবকে করুণা করিতে আর কেহ নাই। ভগবানই দুঃখী জীবকে করুণা করেন—জগজ্জননী মাই সন্তানের দুঃখে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়েন। ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারিনা—ইহা স্থূলবুদ্ধির মানুষ ধরিতে পারেনা।

তবে কে করুণা করিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন, যে শাস্ত্র সর্ব্বদা ভগবানের কথাই বলেন, যে ঋষিগণ—যে সাধুগণ সর্ব্বদা মানুষকে দেখাইয়া দিয়া থাকেন যে ভগবান্ ভিন্ন অগতির গতি আর কেহ নাই—বলিতেছি শাস্ত্র এবং শাস্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণই সর্ব্বাপেক্ষা জীবকে করুণা করেন। আমাদের মত দুঃখী জীবের সকল দুঃখের কথা ভাবিয়াছেন শাস্ত্র—কলির সাংঘাতিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত আমাদের সকল দুঃখ দেখিয়া একমাত্র শাস্ত্রই তাহার প্রতীকার করিয়াছেন। যখন মানুষের বুদ্ধি নিতান্ত কলুষিত হয় তখনই মানুষ শাস্ত্র শ্রদ্ধা হারাইয়া গভীর হইতেও গভীরতর দুঃখে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে থাকে।

শাস্ত্রের মত এত করুণা আর কাহার? দুঃখী জীবের পরলোক গতির জন্য লঘুপায় দেখাইয়া দিতে আর কে সর্ব্বদা ব্যস্ত? মানুষ যখন কঠিন তপস্যা করিতে পারেনা—কঠিন তপস্যা কেন ভগবানের কাছে থাকিবার কোন কিছুই করিতে পারে না—চেষ্টা করিয়াও পারে না তখনও শাস্ত্র মানুষকে হতাশ করেন না—তখন মানুষ যাহা পারে তাহাই দেখাইয়া দেন, তাহাই করিতে বলেন।

এই অধ্যাত্ম রামায়ণে এইরূপ সহজ পথ কতই দেখান হইয়াছে। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের সময় হইতেছে প্রাণপ্রয়াণের সময়—মরণ মূর্চ্ছার সময়। এই সময়ে মানুষ যদি ভগবানের স্মরণ করিতে না পারে তবে আবার ভীষণ হইতে ভীষণতর দুঃখে সে পড়িবেই। তাই শাস্ত্র তাহার প্রতীকারের জন্য মানুষকে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে বলেন। নৌকায় চড়িয়া মানুষ নদীপার হইতেছে—পূর্ব্ব হইতে যদি পাল খাটাইবার ব্যবস্থা না করিয়া যায় তবে মাঝগাঙ্গে যখন একক্ষণেই মেঘ উঠে ও ঝড় হয় তখন তাহার সাবধান হইবার সময় আর থাকেনা

চেষ্টা করিতে করিতেই নৌকা ডুবি হইয়া যায়—মানুষ প্রাণ হারায়। জীবন বেশ ভাবে চলিতেছে, সব সচ্ছল—হঠাৎ জীবন আকাশে মেঘ উঠিল, ঝড় বহিল। মানুষ পূর্ব্ব হইতে সতর্ক ছিলনা বলিয়া নদীর অতলজলে জীবন হারাইল। জীবনের গতি কে বলিতে পারে—এই সব ভাল আছে একক্ষণেই ঝড় উঠিয়া প্রাণান্ত হইতেছে, এমন ত কতই দেখা যায়।

মরণ কালে ভগবানকে স্মরণ না করিতে পারিলে জীবন ত বিফল হইবেই। এই অধ্যাত্ম রামায়ণ একাধিক স্থানে দেখাইয়া দিতেছেন যে এই স্তব শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পাঠ কর, তুমি শেষ সময়ে সব হারাইবে না।

ভগবানের গুণ কীর্ত্তন সর্ব্বদা কর—"কিছু গান কর মতি শোধনের তরে" মতির শোধন—চিত্তের শুদ্ধি ইহাই প্রধান কথা। না পার বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্তব পাঠ কর—নিত্য পাঠ কর। ভগবান্ বলিতেছেন—

সংবাদমাবয়োর্যস্তু পঠেৎ বা শৃণুয়াদপি।
স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ॥

জগন্মাতা কৌশল্যা জননীকে দেখা দিয়া তাঁহার ইচ্ছামত সুকোমল বাল-ভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বে আমাদের এই মাতা পুত্রের সংবাদ যিনি নিত্য পাঠ করেন তিনি মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র "বালো ভূত্বা রুরোদহ।

আবার ভগবান্ পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দীনের দীন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে যখন প্রার্থনা বাহির করিলেন তখন ভগবান পরশুরাম বলিলেন—

স্তোত্রমেতৎ পঠেৎ যস্তু ভক্তিহীনোঽপি সর্ব্বদা।
ত্বদ্ভক্তি স্তস্য বিজ্ঞানং ভূয়াদন্তে স্মৃতিস্তব॥

পরশুরাম প্রার্থনা করিলেন—আমি এই যে তোমার স্তব করিলাম—ভক্তি হীন এমন মানুষও যদি এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করে তবে হে করুণাময়! তুমি এই করিয়া দাও যেন ঐ স্তব পাঠকারীর তোমার প্রতি ভক্তি হয়, তোমার জ্ঞান যেন তাহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয় আর মরণ কালে তোমার স্মৃতি তাহার মধ্যে উদিত হইয়া তোমার নিকট সে চলিয়া যাইতে পারে।

আবার যখন বৃদ্ধ জটায়ু মৃত্যুকালে ভগবানের স্পর্শ পাইয়া প্রাণত্যাগ করি-লেন—ভগবান্ যখন পক্ষীর নিকট হইতেও উপকার পাইয়া ছিলেন বলিয়া করুণা করিয়া তাঁহার মৃতদেহের সৎকার করিলেন—জটায়ুর পরলোক গতির

জন্য মৃগ শীকার করিয়া তাহার মাংসখণ্ড শ্বাদ্বলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "ভক্ষন্তু পক্ষিণঃ সর্ব্বে তৃপ্তোভবতু পক্ষিরাট্" তখন জটায়ু দিব্যরূপ ধারণ করিলেন—করিয়া কি সুন্দর স্তবে ভগবানের স্তুতি নতি করিলেন, আর সেই স্তবে প্রসন্ন হইয়া ভগবান বলিলেন—

শৃণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেৎ বা নিয়তঃ পঠেৎ।
স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ॥

জটায়ু কৃত স্তব যে ব্যক্তি লিখিয়া রাখে বা সর্ব্বদা পাঠ করে সে ব্যক্তি আমার সারূপ্য লাভ করে এবং মৃত্যুকালে আমারস্মৃতি তাহায় হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। রাম কৃষ্ণ অভেদ। শ্রীভাগবত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

এতাবান্ সাংখ্য যোগাভ্যাং স্বধর্ম্ম পরিনিষ্ঠয়া।
জন্ম লাভ পরং পুংসামন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ॥

বলনা এত অল্পায়াসে ভগবানের কৃপা লাভ করার কথা আর কে বলিয়া দেয়? ইহাও যে না পারে তাহকেও শাস্ত্র হতাশ করেন না। শাস্ত্র বলেন এই ঘোর কলিযুগে মানুষের কার্য্য হইতেছে—

পঠেৎ চণ্ডীং জপেৎ দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবম্।
কারয়েৎ হরিনামানি কলৌ কার্য্য চতুষ্টয়ম্॥

পাঠ কর চণ্ডী, জপ কর দুর্গা দুর্গা, পূজা কর পার্থিব শিবলিঙ্গ, সঙ্কীর্ত্তন করাও হরি নাম—কলির কার্য্য চতুষ্টয় ইহাই।

ইহাও না পার—

"কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভু সেবনম্"—কাশীবাস, সৎসঙ্গ, গঙ্গা জল পান আর বিশ্বেশ্বর দর্শন ও সেবন ইহা কর। কাশীবাসকেই স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশী খণ্ড বলিতেছেন—বড় জোর করিয়া বলিতেছেন কলির ভাবদুষ্ট জীবের মুক্তির অতি সহজ উপায়। যে যাহা পার কর—যতটুকু পার কর—যথা সময়ে, যথা নিয়মে না পার তাহাতেও হতাশ হইওনা। শুধু কাশীতে নাম কর আর বিশ্বাস রাখ যে শুধু বাস করিয়া কাশীতে দেহ ত্যাগ করিলেই তোমার মুক্তি হইবেই। দেবাদিদেব পার্ব্বতীর সঙ্গে যখন রামাভিষেক সময়ে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে যাইয়া স্তব করেন তখন স্তবের শেষে বলিতেছেন—

অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যাং অনিশং ভবান্যা।

মুমূর্ষ্যমানস্য বিমুক্তয়েঽহং
দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম ॥

হে রাম ! আমি শিব—পার্ব্বতীর সহিত আপনার নাম অহর্নিশ জপ করিয়া করিয়া কৃতার্থ হইয়া ৺কাশীপুরীতে বাস করিলাম। এই ৺কাশীধামে যখন কোন পুরুষ দেহত্যাগ করিবে তখন উহার মোক্ষের জন্য রামনাম রূপ মন্ত্র আমি তাহার কর্ণে দিব।

ত্রিপত্র ৺কাশীধামে মরা চাই—৺কাশীধামে থাকার মত থাকা চাই এই সমস্ত সন্দেহ যে তুলে সে ব্যক্তি মানুষের মনে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়—ভগবানের কথা কিন্তু এই যে যেমন লোক হউক না কেন ৺কাশীধামে দেহ ত্যাগ করিলেই দেবাদিব মহাদেব ভগবান্ রামচন্দ্রের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে আমি মুমূর্ষুকে মুক্তি দিবই।

৺কাশীধামে মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষদে—

শ্রীরামস্য মনুং কাশ্যাং জজাপ বৃষভধ্বজঃ।
মন্বন্তর সহস্রৈস্তু জপ হোমার্চ্চনাদিভিঃ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ প্রাহ শঙ্করম্।
বৃণীষ্ব যদভীষ্টং তদ্দাস্যামি পরমেশ্বর ইতি॥

ততঃ সত্যানন্দচিদাত্মা শ্রীরামমীশ্বরঃ পপ্রচ্ছ—

মণিকর্ণ্যাং বা মৎ ক্ষেত্রে গঙ্গায়াং বা তটে পুনঃ।
ম্রিয়তে দেহি তজ্জন্তোর্মুক্তিং নাতো বরান্তরমিতি॥

অথ সহোবাচ শ্রীরামঃ

ক্ষেত্রেঽত্র তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ।
কৃমি কীটাদয়োঽপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা॥
অবিমুক্তে তব ক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তি সিদ্ধয়ে।
অহং সন্নিহিতস্তত্র পাষাণ প্রতিমাদিষু॥
ক্ষেত্রেঽস্মিন্ যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন মাং শিব।
ব্রহ্ম হত্যাদি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
ত্বত্তো বা ব্রহ্মণো বাঽপি যে লভন্তে ষড়ক্ষরম্।
জীবন্তো মন্ত্রসিদ্ধাঃ স্যুর্মুক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তিতে॥
মুমূর্ষোর্দক্ষিণে কর্ণে যস্য কস্যাপি বা স্বয়ম্।
উপদেক্ষ্যসি মন্মন্ত্রং স মুক্তোভবিত শিবেতি॥

শ্রীরামের মন্ত্র ৺কাশীধামে মহাদেব জপ হোমার্চ্চনার সহিত সহস্র মন্বন্তর ধরিয়া জপ করিয়াছিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া শঙ্করকে বলিলেন—হে পরমেশ্বর ! তোমার অভিষ্ট কি বল তাহা আমি দিব।

ঈশ্বর তখন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীরামকে বলিলেন——

মণিকর্ণিকাতে বা আমার ক্ষেত্রে অথবা গঙ্গাতীরে যে জন্তু মরিবে তাহার মুক্তি দাও—এতদ্ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করিনা।

তখন শ্রীরাম বলিলেন—

হে দেবেশ! এই ৺কাশীক্ষেত্রের যেখানে কেহ মরিবে, কৃমি বা ক্রমচারী পিপীলিকাদি বজ্রকীট ল তাদি তাহারা আশু মুক্ত হইয়া যাইবে ইহার অন্যথা হইবেনা।

তোমার অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সকলের মুক্তি সিদ্ধির জন্য আমি পাষাণ প্রতিমাদিতে সন্নিহিত থাকিলাম। হে শিব! এই ক্ষেত্রে যে ভক্তিপূর্ব্বক আমার ষড়ক্ষর মাত্র (বা দুই অক্ষর তিন অক্ষর যে কোন রাম মন্ত্রে) আমার অর্চ্চনা করিবে আমি তাহাকে ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ হইতেও মুক্তি দিব—জীবের দুঃখে তুমি শোক করিওনা। তোমার নিকট হইতে বা ব্রহ্মার নিকট হইতে যে ব্যক্তি মৃত্যু কালেও ষড়ক্ষর মন্ত্র লাভ করে, জীবিত থাকিলে সে মন্ত্রসিদ্ধ হয় আর দেহমুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয়। হে শিব! তুমি স্বয়ং বা যে কেহ মুমূর্ষুর দক্ষিণ কর্ণে আমার মন্ত্র উপদেশ করে সে ব্যক্তি মুক্ত হয়।

তুলসীদাস গোস্বামী প্রভুর একটী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল—

আনন্দবন গিরিজাপতি নগরীরে
মন কেঁও নহি বাসত লাগাওত রে॥
কাশী সমান নহি দ্বিতীয় পুরী ব্রহ্মা আদি দেব, গুণ গাওত রে,
এ মন কাঁশী কাহে নাহি সেবে শিব শম্ভু সদা ভাওত রে॥
মুক্তি প্রবাহ যাঁহা গঙ্গা, সুর নর মুনি হর আওত রে।
কীট পতঙ্গ আদি নানা জীব. সব্ কি মুক্তি করাওত রে॥
অন্ত সময়ে মহাদেব শম্ভু সদা তারক মন্ত্র শুনাওত রে।
সাঁজ সবেরে জাগাতে ভবানী ডমরু শিঙ্গা বাজাওত রে॥
তুলসী দাস ভজ পাব রে মহাদেব কাঁশী পরমপদ পাওত রে॥

এথনও একটু স্থান আছে তাই আর একটি———

কেন রয়েছ মোহে ভুলিয়ে
স্মর গোবিন্দ মাধবে, বিপদ বান্ধবে যাবে তম তব ঘুচিয়ে;
পাবিরে আনন্দ ভজ্‌লে নিত্যানন্দ নিরানন্দ যাবে চলিয়ে;
আবার অন্তিমের ভয়, রবেনা নিশ্চয় হবি লয় আনন্দময়ে॥
হরিনাম সুধা পান করিলে, যাবে ভবক্ষুধা চলিয়ে
তুমি ডাক দিবা নিশি, প্রেমানন্দে ভাসি, হরি হরি হরি বলিয়ে॥
আমার আমার বলে, মিছা ভূমণ্ডলে, আছ গোলে মূল ভুলিয়ে;
যে জন জীবের, হয় কর্ণধার শ্রীপদতরি বিতরিয়ে;—
কে তব আপন বল নারে মন হবেরে মরণ সময়ে;
ও তোর যত রত্নধন, পুত্র পরিজন, সকলি রহিবে পড়িয়ে॥
মনরে ত্যজ অভিমান হওরে বিনীত,

ঘৃণা লজ্জা ভয় ক্রোধে হওরে বিরত,
ভাবনা ব্যথিত না হও কদাচিত অনিত্য সকলি জানিয়ে,
তুমি নয়ন মুদে ভাব শ্রীরাধা মাধব কেশব করুণাময়ে ;
ও তোর রবেনা যাতনা, পুরিবে বাসনা, যুগলরূপ নেহারিয়ে ॥

ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায় ।

তৃতীয় কথা।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ।

"তোমায় আমায় দুটো মুখের কথায় হবে কি গো পরিচয় ।" সত্যই ত রামের সঙ্গে দুটো মুখের কথা কি পরিচয় হইবে ? যদি রুচি না হয় তবে ত আমার চিত্ত রাম ভিন্ন অপর কিছু লইয়াই থাকিবে । তখন ত সুবিধার জন্য অশুচিতে শুচি বোধ করিব, সর্ব্বদা আমি আমি আমার আমার করিয়া রাম ভিন্ন অন্য সকলে জড়াইয়া থাকিব, অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া প্রমাণ করিব, তবেত যাহাকে মনে ভাবিব ভাল, তাহাকেই ভালবাসিব—যাহার সহিত আমার মিলিবেনা তাহাকে মন্দ ভাবিব, তবে ত রাম ভিন্ন অপর সকলে ভাল লাগালাগি মন্দ লাগালাগি থাকিবে আর চিত্ত রাগ ও দ্বেষে সর্ব্বদা কষ্ট পাইবে, তবেত সর্ব্বদাই মরণ ত্রাস লাগিয়াই থাকিবে—একটু কিছু হইলেই ভাবিব মরিলাম বুঝি—এই বারে সব বুঝি যায় । হায় ! অপর কিছু লইয়া থাকিলে সকল ক্লেশই ত থাকিয়া গেল—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ অভিনিবেশ—সবই যে থাকিয়া গেল ।

চাইত সুখ—কিন্তু অনেক সুখ ত দেখিলাম—কোন সুখইত স্থায়ী হইলনা —স্ত্রী পুত্র কন্যার সুখ দুইদিনেই ত ফুরাইয়া যায়, রূপের সুখ, রসের সুখ, গন্ধের সুখ, স্পর্শের সুখ, শব্দের সুখ—সবইত দেখিলাম—সবইত দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায় । ভগবানের সেবার জন্য সংসার, ইহা না ভাবিয়া শুধু ভোগের জন্য সংসার লইয়া থাকি বলিয়াই ত কষ্ট পাই । ভগবানকে বাদ দিয়া কেবল সংসার ? সংসারে সবই যে অল্প । "নাল্পে সুখমস্তি" অল্পে সুখ নাই—শ্রুতির এই কথাও পূর্ণ সত্য। রামকে লইয়া থাকিতে না পারিলে জীবন ত বিফল হইল। রাম যে ভূমা—আর "যোবৈ ভূমা তৎ সুখং" এই শ্রুতি বাক্যই ধ্রুব সত্য ।

ভগবানকে লইয়া না থাকিতে পারিলে মানুষ সংসার লইয়াই থাকিবে —চিত্ত একটা কিছু লইয়া না থাকিতেই যে পারেনা । রামকে লইয়া না থাকিলে চিত্ত রাগ দ্বেষ ভরিত থাকিবেই চিত্ত শুদ্ধত হইবেনা। তবেত চিত্তকে শুদ্ধ করাই জীবনকে সফল করার শ্রেষ্ঠ আয়োজন। প্রথম সাধনাত চিত্ত শুদ্ধিরই

ঞ্জ—তবেত ভক্তি আসিবে তবেত জ্ঞান হইবে—তবেইত শোক মোহ আধি ব্যাধি মরণ ত্রাস এই সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে হরি কথায় রুচিই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্ত শুদ্ধি কর। সংসারে যদি বিশেষ রুচি লাগিয়াই রহিল তবে হরি কথায় রুচি লাগিবে কিরূপে? সেই জন্যইত রামের সহিত পরিচয় হওয়া চাই। পরিচয় হইবে কিরূপে? ত্রেতাযুগে রাম আসিয়াছিলেন—লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছিল—সেই "শিরসি পদনখাং সর্ব্ব সৌন্দর্য্য সারং—সেই সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহরং রূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছিল—তখনত সহজেই পরিচয় হইত। তারপরে এই রামই দ্বাপরে কৃষ্ণ হইয়া আসিলেন—সেই রূপ—সেই লীলা কতই ত করিলেন। কিন্তু এখন? একবার বলিয়াছি আবার বলি—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলায় দোষ হয়না—যতক্ষণ না এই কথায় হৃদয় গলে ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ এক কথাই বলিতে হয়—তাই বলি এই ঘোর কলিযুগে মানুষত বড় দুর্ব্বল চিত্ত —সকলেই বিঘ্ন সমূহে ব্যাকুল—সর্ব্বদাই রোগ শোক মোহ আলস্য অনিচ্ছায় সর্ব্বদাই মোমুহ্যমান। জীব এখন বহু শাস্ত্র শ্রবণাদি সাহায্যে স্বাধ্যায়, তপস্যায়, ঈশ্বর প্রাণিধানে লাগিয়া থাকিতে পারে না—"হরি সে লাগি রহোরে ভাই„ শতবার শুনিয়াও পারেনা—তাই "তেরে বনত বনত বনি যাই" ও হয়না আর "ঘসর মসর" মিটিয়াও যায়না।

লোকে জ্ঞানের কথা শুনে—আত্মার কথা শুনে চেষ্টাও করে লাগিয়া থাকিতে, কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি নাই—জ্ঞান হইবে কিরূপে? এখন কৃষ্ণ সেই সুন্দর মূর্ত্তি গুটাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। আর কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিভিঃসহ হায়! ভগবান্ এই কলি যুগের সঞ্চার হইবামাত্রই ধর্ম্ম ও জ্ঞান লইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। "ঋতে কৃষ্ণ প্রকাশন্তু স্বাত্মবোধোন কস্যচিৎ" হৃদয়ে কৃষ্ণের বা রামের বা দেবীর প্রকাশ ভিন্ন কাহারও কদাচিৎ আত্ম বোধ হয় না। তাই জীব আর আপন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু তখন? যখন তুমি স্বীয় চরণ কমলের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে পৃথিবীর বক্ষঃস্থল চিহ্নিত করিয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে তখন নবোদ্গত দুর্ব্বাদি চ্ছলেও বুঝি পৃথিবীর অঙ্গে রোমোদ্গম হইত। আহা! মধুসূদনের শ্রীচরণ কমলোদ্ধৃত ধূলি পটলে পৃথিবীর কত শোভাই হইত। আর এখন? এখনত সেই তিলক শোভিত শ্রীমুখ মণ্ডল সেই চূর্ণ কুন্তলে পর্য্যাকুল হইয়া বিকশিত হয় না— এখনত আর সেই কমলপলাশ নয়ন যুগলে সুশোভিত সুপ্রসন্ন বদনে সেই মোহন হাস্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে কেহ পায় না।

বল—জীব এখন তোমার সহিত পরিচিত হইবে কিরূপে? শাস্ত্রে বলেন "অষ্টাবিংশ দ্বাপরের অবসানে যখন শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং নিজ মায়া উৎসারিত করেন তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়। সে কালোত এখন অতিক্রান্ত হইয়াছে—এমন কি হইবে?

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৸০ আবাধা ১।০।

ভদ্রা ২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১।০ বাধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবা-মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ--এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। বাঁধা ৩৲টাকা। সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এজন্য নিত্য পাঠ স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তর ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

দৈববাণী।

কাহার না শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ যাহারা জীবনটীকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে চাহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ যাহা খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার ভাষা এত সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার পাঠেও সাধনা হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্প্রদায়েরই সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনার অনেক রহস্যই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মজগতে ইহা অতুলনীয়। মূল্য ।৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান :—"আর্ষবিদ্যা নিকেতন"

২৭।৫৫ তিল ভাণ্ডেশ্বর। ৺কাশীধাম।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষ্মণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভায় সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

[illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত। মহাভারতের চরিত্র গুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন।

মূল্য আবাঁধা ২৲ বাঁধাই—২।॰

আলাপন।

সংসার দাবদাহ প্রজ্জ্বলিতের পবিত্র শান্তিসুধা।

“ভাই-ও-ভগিনী” এবং “নির্ম্মাল্য” প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুস্তক সম্বন্ধে “বঙ্গবাসীর” সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

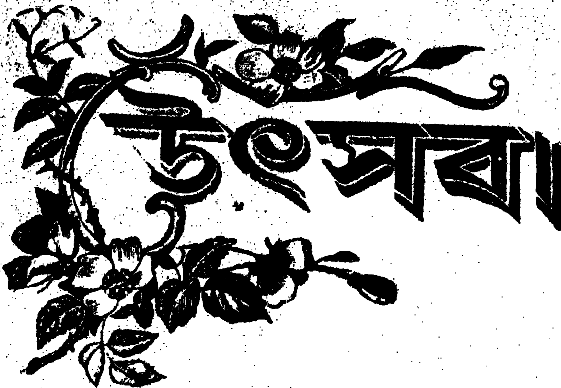
এই “আলাপন” অনর্থক গাল গল্পমূলক সংসার সর্ব্বস্ব বিষয়ী ব্যক্তির আলাপন নহে,—ইহা পরমার্থ প্রেমিক মুমুক্ষু সাধকের প্রাণারাম “আলাপন” ইহা অনিত্য সুখলিপ্সুর “আলাপন” নহে—ইহা সুধান্বেষী নিত্যানন্দধাম শান্তিসুধা রক্ষিত আলাপন। “কে জানে কাহাকে” “সাবধান” “অন্তিমে অবসন্ন” “জীবন মরণ” “রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী” এবং “বদি নির্ম্মম হইতে” ইত্যাদি আঠারটী অতীব সুমধুর “আলাপন” এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লিখিবার প্রণালী কথোপকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অন্তর্তমে গিয়া আঘাত দিতে থাকে। সব ক’টা “আলাপনেই” গ্রন্থকারের পবিত্র অন্তঃকরণের পবিত্র ভাবপ্রবাহ যেন স্বতএব উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সংসারের নিদারুণ ক্লেশে প্রাণ যখন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, প্রাণ যখন বিষম দাবদাহে প্রজ্জ্বলিত হইয়া শান্তি অন্বেষণে কাতর হইয়া উঠিবে তখন এই “আলাপন”, তাহার প্রিয় সুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে। ইদানীং এত অশ্লীল সাহিত্য পরিপ্লাবিতকালে এরূপ সুপবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল প্রচারে পাঠ পাঠন সবিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইহা পারিতোষিক পুস্তকরূপে নির্বাচিত হওয়া একান্তবাঞ্ছনীয়। ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই কাজ মূল্য মাত্র এক টাকা চারি আনা—১।॰

[illegible]

[illegible]

Registered No. C. 543

২৩শ বর্ষ।] মাঘ, ১৩৩৮ সাল। [১০ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে,
[illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন "উৎসব" অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৲। ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৲ স্থলে ২৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্ত ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { [illegible] / [illegible] }

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৬ বর্ষ। } মাঘ, ১৩৩৮ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

বেদোক্ত সরস্বতী স্তুতি।

শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।

নীহারহারঘনসারসুধাকরাভাং।
কল্যাণদাং কনকচম্পকদামভূষাম্॥
উত্তুঙ্গপীনকুচকুম্ভমনোহরাঙ্গীম্।
বাণীং নমামি মনসা বচসা বিভূত্যৈ॥
চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজ বনহংসবধূর্ম্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥
নমস্তে শারদে দেবি! কাশ্মীর পুরবাসিনি।
তামহং প্রার্থয়ে নিত্যং বিদ্যাদানং চ দেহি মে॥
অক্ষসূত্রাঙ্কুশধরা পাশপুস্তকধারিণি।
মুক্তাহারসমাযুক্তা বাচি তিষ্ঠতু মে সদা॥
কম্বুকণ্ঠী সুতাম্রোষ্ঠী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
মহাসরস্বতী দেবী জিহ্বাগ্রে সন্নিবেশ্যতাম্।
যা শ্রদ্ধা ধারণা মেধা বাক্‌দেবী বিধিবল্লভা।
ভক্ত জিহ্বাগ্র সদনা শমাদিগুণদায়িনী॥

নমামি যামিনী নাথ লেখালঙ্কৃত কুন্তলাম্
ভবানীং ভবসন্তাপনির্ব্বাপনসুধানদীম্ ॥
যঃ কবিত্বং নিরাতঙ্কং ভুক্তি মুক্তিং চ বাঞ্ছতি।
সোঽভ্যর্চ্যৈনা দশ শ্লোক্যা নিত্যং স্তৌতি সরস্বতীম্ ॥
তস্যৈবং স্তবতো নিত্যং সমভ্যর্চ্য সরস্বতীম্।
ভক্তি শ্রদ্ধাঽভিযুক্তস্য ষন্মাসাৎ প্রত্যয়ো ভবেৎ ॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে বাণী সেচ্ছয়া ললিতাক্ষরা।
গদ্যপদ্যাত্মকৈঃ শব্দৈরপ্রমেয়ৈ র্বিবক্ষিতৈঃ ॥
অশ্রুতো বুধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায়ঃ সারস্বতঃ কবিঃ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ সা হোবাচ সরস্বতী ॥ *

মানস-পূজা।

(জনৈক ভদ্র মহিলা।)

পূজিতে তোমারে হতেছে বাসনা।
কি দিয়া পূজিব কিছু যে মা নাই।
নাহি আছে মোর জবা বিল্বদল।
না আছে গো শিবে! দীপ গঙ্গাজল ॥
তোমায় কি দিয়া পূজিব জানি না ॥
তবু আশা হৃদে উঠে বার বার।
পূজিতে যুগল চরণ তোমার ॥
থাকে যদি কিছু বলিতে আমার।
পূজিব তা'দিয়া চরণ তোমার ॥
বাহ্য উপচারে কিবা প্রয়োজন।
চরণেতে মার রাখ সদা মন ॥

---

* এই স্তুতির বঙ্গানুবাদ বিচার চন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থের ৫০৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। উৎসবের পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া সন্ধান লইবেন। উঃ কাঃ।

আসন পাতিনু বস হৃদি পরে।
যা আছে সঞ্চিত দিব তা তোমারে॥
নয়ন সলিলে ধোয়াব চরণ।
অর্ঘ্যরূপে মন করি সমর্পণ॥
মানস আমার গন্ধ দিতে তোরে।
(তাই) ভকতি চন্দন দিনু মা তোমারে॥
প্রেম ফুল হার দিব আভরণ।
পুষ্পরূপে ইচ্ছা করিব অর্পণ॥
বাসনার ধূমে হিয়া আছে ভরা।
ধূপভাবে মাগো তাই দিব তারা॥
বিরহে তোমার অনল যে জ্বলে।
তাই সাজায়েছি দীপ দিব বলে॥
নৈবেদ্য কি দিব শ্রীমুখ কমলে।
কালী নামামৃত দিব মা তোমারে॥
যে রিপুগণ কঠিন নিগড়ে,
বাঁধিয়া রেখেছে তোমা হতে দূরে॥
পূজা পূর্ণ তরে বলি যে মা চাই।
ষড়রিপু তোরে বলি দিনু তাই॥
তব পূজা করি, হেন শক্তি কোথা
ডাকিছে কাতরে তোরে মা দুহিতা॥
জ্ঞান ভক্তি আদি কিছু মোর নাই
কর—কর দয়া এই ভিক্ষা চাই॥
কৃপা যদি তুমি কর মা জননী।
মম হৃদে রাখ রাঙ্গা পা দুখানি॥

অতিশয় ভুলের শেষ কোথায় ?

(শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।)

ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা বলা হয় জাতির সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য—মিলাইয়া লইলেই হয়। ব্যষ্টি সমষ্টিরই অঙ্গ। আর "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি শরীরে তেহপ্যবস্থিতাঃ" ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণ আছে শরীরেও তাহাই আছে।

বালক অবস্থায় কত ভুল হইয়াছিল মনে নাই, যৌবনের ভুলের ইয়ত্তা নাই। প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যের যাহা তাহাতে ত বিষম যাতনা। কেন বলিতেছি যে যে ভুল সংশোধনের উপায় জানিলাম, চেষ্টা করিলাম—সংশোধন করিতে কিন্তু কত যাতনা যে আসিতেছে তাহাত বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

এই সব যাতনার শেষ কোথায় ? একদিন যাতনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কি ভীষণ কুৎসিৎ স্থানে আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

নাভিসূত্রাল্পরন্ধ্রেণ মাতৃভুক্তান্নসারতঃ।
বর্দ্ধতে গর্ভগঃ পিণ্ডো ন ম্রিয়েত স্বকর্ম্মতঃ॥

গর্ভগত পিণ্ডাকার মাংসখণ্ডের মত শিশু, মাতার ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ অল্প ছিদ্র বিশিষ্ট নাভিরন্ধ্র দিয়া আহার করিয়া জীবিত থাকে—শিশু কিন্তু ভীষণ গর্ভ যন্ত্রণা পাইয়াও মরে না—শিশু স্বকর্ম্ম ভোগের জন্যই যেমন বাঁচিয়া থাকে—আমার যাতনাও সেইরূপ হইয়াছিল।

এই নিদারুণ যাতনার শেষ ফল হইয়াছিল স্মরণ।

এই স্মরণ জঠরানলতপ্ত গর্ভস্থ শিশু একবার করিয়া আসিয়াছিল—সকল দেশের সকল মানুষ-শিশুই করিয়াছিল। গর্ভ যাতনার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া যখন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না তখন স্মরণ হইয়াছিল কত শত শত যোনিতে প্রবেশ করিয়া কত শত শত এইরূপ যাতনার অনুভব তাহার হইয়াছিল। আহা! কতবারই সে সংসার করিয়াছিল কতবারই কুটুম্ব ভরণের জন্য ন্যায়ান্যায়ে ধনার্জ্জন করিতেই সব সময় ক্ষয় করিয়াছিল —কিন্তু "কৃতং না করবং বিষ্ণুচিন্তাং স্বপ্নেহপি দুর্ভগঃ" কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি স্বপ্নেও বিষ্ণু চিন্তা করি নাই—তাহারই শেষ ফল এই গর্ভাগারে আবদ্ধ

হইয়া এই দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ। আহা! আমি যে "অশাশ্বতে শাশ্বতবৎ দেহে তৃষ্ণা সমন্বিত" শত শত লালসা তুলিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে চিরদিন থাকিব মনে করিয়া "অকার্য্যাণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিত আত্মনঃ"—কত অকার্য্যই করিয়া ফেলিলাম—আহা! আত্মহিত কখন করি নাই—আহা! সেই জন্য আজ এই দুঃখ পাইতেছি।

এই ভীষণ দুঃখ একদিন আমার বড় উপকার করিয়াছিল। এই উপকার হইতেছে স্মরণ; গর্ভগ শিশু যাতনায় ছট্‌ফট করিতে করিতে যেমন বলে সেইরূপ আমিও বলিয়াছিলাম নরকসম এই গর্ভ কারাগার হইতে আমায় বাহির করিয়া দাও প্রভু!—আমি আর কখন তোমায় ভুলিয়া কোন কর্ম্ম করিব না, বলিয়াছিলাম "ইত ঊর্দ্ধং নিত্যমহং বিষ্ণুমেবানুচিন্তয়ে"।

ইহার পরে আমার এমন দিন যাইবে না যে দিন আমি তোমার চিন্তা না করিয়া জলগ্রহণ করিব—আমি নিত্য তোমাকে চিন্তা করিব—শুধু চিন্তা নয় তোমার জন্য যাহা কিছু কর্ম্ম তাহা করিব—তোমার নাম লইয়া—তোমাকে স্মরণ করিয়া—তোমার কর্ম্মেই তোমার পূজা করিব—নাম লইব—সেবা করিব —সব সহ্য করিয়া পূজা করিব—দারুণ যাতনা একদিন আমাকে এই স্মরণ সুখের পথ ধরাইয়া দিয়াছিল—এইরূপ কাতর প্রার্থনার ফলে গর্ভস্থ শিশুকে তুমি যেমন কারাগার মুক্ত করিয়া দাও কিন্তু শিশু তাহার কথা রক্ষা করিতে যেমন ভুলিয়া যায়—ভুলিয়া আবার বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে কত কি করিয়া ফেলে—শেষে বার্দ্ধক্যে সব হারাইয়া কত যাতনা পাইতে থাকে—আমারও সেইরূপ হইল। কিন্তু যাতনা বুঝি এখনও পূর্ণাবস্থায় আইসে নাই তাই যেরূপ স্মরণে তুমি আসিয়া আশ্বাস দিয়া কারামুক্ত করিবে, মনে হয় তাহার এখনও বাকী আছে তাই তুমি আসিতেছনা—আহা! তাই হউক—তুমি এস—আসিয়া আমায় মুক্ত কর।

এ ভুল আমায় করায় কে? আমার জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মরাশি আমার এমন স্বভাব গড়িয়া দেয় যে স্বভাবের কর্ম্মই হইতেছে আমার ভুলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা কিন্তু কর্ম্মরাশিত জড়—তাহার প্রতাপ এইরূপ হইবে কিরূপে? আমার কর্ম্মের প্রলেপ তোমার অঙ্গে মাখাইয়া—আত্মার অঙ্গে মাখাইয়া আমি তোমার হইয়াও তোমাকে বহু ভীষণ কদর্য্য সাজে সাজাইয়া ছুটাছুটি করি। "মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ"—মানুষ মহামায়ার প্রভাবে আমার দেহ, আমার স্ত্রী, আমার সংসার ইত্যাদি মোহরূপ

আবর্ত্তে পড়িয়া সংসারস্থিতির কারণ হইয়া থাকে। যে চৈতন্যের অঙ্গে কর্ম্মসমূহ জড়িত হয়—সেই কর্ম্মরাশি যে ছুটিতে থাকে তাহা ঐ চৈতন্যের প্রভাবে। কিন্তু যে মানুষ গুরু বাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধরিতে পারে যে মহামায়ার প্রভাবেই আমার কর্ম্মসকল ফল দান করিতে ছুটিতেছে—আহা! যাঁহার জ্যোতির আভায় আমার কর্ম্মসকল জীবন্ত হইয়া ছুটাছুটি করে—আহা! যাঁহার স্পর্শে আমি নিত্য জাগ্রত হই—যিনি আমায় নিত্য জাগ্রত করেন—কর্ম্মের পশ্চাতে ছুটিবার পূর্ব্বে যাঁহার ইচ্ছা জাগে, যিনি আমাকে জাগাইলেন তাঁহাকে একবার দেখিব—এই মনে করিয়া যখন মানুষ সেই চৈতন্যময়ীকে ভজনা করে—কর্ম্মে ভজন করে—বাক্যে ভজনা করে—ভাবনায় ভজনা করিতে বদ্ধপরিকর হয় তখন দেবী মহামায়া প্রসন্ন হয়েন—হইয়া আমাকে আর ভুলিতে দেন না—হরি! হরি! "সৈব প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"॥ ব্যক্তিরও যাহা হয় জাতিরও তাহাই হয়।

এই? আরও? আচ্ছা তবে আরও কিছু। পুনরুক্তি—সাধন ভজনের প্রাণ। যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পুনরুক্তি চাইই।

বুঝিলে—ভুল ভাঙ্গাইবার জন্যই যাতনা দেওয়ার ব্যবস্থা। যাতনা যখন শেষ সীমায় আইসে তখন ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবেই। যখন আর কোন প্রকার পুরুষার্থের সামর্থ্য থাকে না তখন যে স্মরণ—সেই স্মরণেই তাঁহার আসন টলে আর তখনই তাঁহাকে আসিতে হয়।

তিনি আসিলে সকল আপদের শান্তি হয়।

এখন দেখ দেখি যাতনা পাইতেছিল কে—যাতনা গেল কাহার—স্মরণ করিলই বা কে? চুরাশি লক্ষ বার তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছ সেই সমস্ত কর্ম্ম তাঁহার অঙ্গে মাখাইয়া দিয়া তাঁহাকেই নানারূপে সাজাইয়া তুমিই নানা জীব হইয়া সংসার পথে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়াছ।

এই একটা জীবনে স্মরণ-শূন্য কত কর্ম্ম করিয়াছ তাহা যদি মনে করিতে পার, তবে বুঝিতে পারিবে—অন্ততঃ আভাসও পাইবে যে স্মরণশূন্য কর্ম্ম-স্বভাব পাইয়া তুমি কি হইয়া গিয়াছ। তাঁহার অঙ্গে কর্ম্মের প্রলেপ যাহা দিয়াছ সেই কর্ম্মরাশি মহামায়ার প্রভাবে জীবন্ত হইয়া তোমায় যথায় তথায় ছুটাইতেছে আর তোমার যাতনাও বাড়িয়া যাইতেছে। যখন আর যাতনা সহ্য করিতে পার না তখন মহামায়ার কৃপায় একবার তোমার চক্ষু তিনি তাঁহার দিকে

ফিরাইয়া দিয়া থাকেন। তখন তুমি আপনার কৃতঘ্নতা ধরিতে পার। বড় লজ্জা, ঘৃণা, অনুতাপে তাপিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে সেই চরণে লুটাইয়া পড়। ইহাতেই যথার্থ স্মরণ হয়। এতদ্ভিন্ন এখন যাতনা পাইয়া—সাধুর বচন শুনিয়া কিছু কিছু যে স্মরণ কর তাহা যদি উগ্র যাতনায় বৈরাগ্য না আসিয়া থাকে—তবে সেটা হয় সখের স্মরণ। ইহাতে যে ডাকা হয় তাহা একদিন কতক হয় অন্যদিন কতকও হয় না। এই অবস্থায় পড়িয়া তুমি বল আজ ভাল হইল—আজ কিছুই হইল না। এই কোন দিন ভাল, কোন দিন মন্দ—যাহা হয় তাহা উভয়ই সমান—ইহাতে তুমি যে কিছুই অগ্রগামী হইতে পারিতেছ না তাহাই দেখাইয়া দেয়। যদি তোমার পূর্ব্ব সুকৃতি প্রবল থাকে তবে তুমি অল্প অনুষ্ঠান করিয়াই বুঝিতে পার—"অব সব বিষসম লাগই"—আহা! ইহা হইলেই যাতনার পূর্ণতায় স্মরণের পূর্ণতা আসিবেই। এখন দেখ "অব সব বিষ সম লাগই" কতদূর হইল। সত্যইত স্মরণ ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই ত বিষ—তাহাই ত পাপ—তাহাই ত কালিমা। ইহা পুঁছিবার জন্যই যে অনুষ্ঠান তাহাই চিত্তশুদ্ধির অনুষ্ঠান। যে বুঝিয়াছে যমদ্রংষ্ট্রার ভিতরে যে পড়িয়াছে সে আবার কোন্ সুখের জন্য ছুটিবে?

হরি! হরি! যমদ্রংষ্ট্রার মধ্যে সব মানুষ পড়িয়াছে কিনা একবার দেখনা? এই ত জীব কত কথা কহিতেছিল পরক্ষণেই যমরাজ চুয়াল নাড়িয়া ঢোক গিলিলেন—সব শেষ হইয়া গেল। তুমি সেই সুন্দর পুরুষকেই—সেই তোমার আত্মচৈতন্যকে তোমার স্মরণ শূন্য কম্মের প্রলেপ দিয়া এই করাল যমরাজ রূপে সাজাইয়াছ। যদি বুঝিতে পার বুঝিবে ইহার মধ্যেই কে কাহার সাধনা করে তাহার সঙ্কেত রহিয়াছে। ভাঙ্গিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

আর বলিয়া কি হইবে? তবুও একটি কথা মনে করাইয়া দিতে হয়।

অনুষ্ঠানের নিষ্ঠা ত জীবন ভরিয়া করিলে! কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে পরিবে ত? তাঁহার আদরের ছেলে যদি বয়স থাকিতে হইতে পার তবে স্মরণে ভরিত হইলে অনুষ্ঠান যে ছাড়িয়া যায় তাহা আপনিই বুঝিতে পারিবে। বুঝিবে অনুষ্ঠান স্মরণেরই জন্য। পূর্ণ স্মরণে কোন অঙ্গই চলে না তবে আর অনুষ্ঠান হইবে কিরূপে? মনটা সেই চরণে লাগিয়া গেলে আর কি কর্ম্ম থাকে? ডুবিয়া গেলে ত কথাই নাই। শুনিবে সাধকের কথা?

যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী।
তার বাহ্য সাধন কিছুই নয়।
অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা আর কি মনে লয়॥

যেমন কুমারী কন্যার খেলা, নানা ভাবে নানা হয়
ও তার স্বামীর সঙ্গে মিলন হলে—সে সব খেলা কোথায় রয়?
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে সেই সর্ব্বতত্ত্বময়
দেখ নির্গুণ কমলাকান্ত তাঁরেও করে গুণাশ্রয়॥

বুঝিলে ত যতদিন পূজা সাঙ্গের অবস্থা না আসিতেছে ততদিন সুন্দর ফুল ফল আর নিজে ভোগ করিওনা—সুন্দর দিয়া সুন্দরের চরণ সাজাও—সুন্দর যদি কিছু মনে হয় তৎক্ষণাৎ সেই পরম সুন্দরকে যেন মনে পড়ে আর সুন্দর দিয়া সুন্দরের পূজাই যেন হয়।

আরও কিছু শুনিবে?

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী ব'লে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে শুভ সন্ধি নাহি পায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

তাই বলি সন্ধ্যা পূজা জপ জাগ যাহা কিছু সব অজপায় লক্ষ্য রাখিয়া যদি কর তবে বুঝিবে অজপায় লক্ষ্য পড়িলেই পূর্ণ স্মরণ হইবে। শেষ মুহূর্ত্তে যদি অজপায় লক্ষ্য রাখিয়া দেহ ছুটে তবে—বাকীটা গুহ্য।

শ্রীগুরুচরণে।

(জনৈক ভদ্র মহিলা)

প্রণমি প্রণমি গুরু চরণে। প্রণমি শ্রীগুরুচরণে॥
জ্ঞানময় জ্ঞানানন্দ। পূর্ণ ব্রহ্ম সদা আনন্দ॥
বিরাজিছ শ্বেত হংসপরে। শক্তি শোভিত বাম উরে॥
শ্বেতচন্দন শ্রীঅঙ্গে লেপন। শ্বেতফুলহার তব আভরণ॥
জ্যোতির্ম্ময় কান্তি-দীপ্ত কলেবর। পিধান তোমারি শ্বেত অম্বর॥
শ্রীচরণ হতে ঝরিছে অমৃত। ত্রিজগতবাসী পিয়ে তিরপিত॥

গায়ত্রীর অর্থ।

(পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ)

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।" ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জপেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সিদ্ধি কাহাকে বলিতেছ?

ব্রাহ্মণের সিদ্ধি অদ্বৈত-ব্রহ্মলাভে। অদ্বৈত ব্রহ্ম তোমার আমার স্বরূপ। বর্ত্তমানে আমরা আমাদের যে স্বরূপ অনুভব করিতেছি, তাহা আমাদের স্বরূপ নহে, তাহা পর রূপ। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ বুদ্ধি ও অজ্ঞান এই বস্তুগুলি জড়, আমি চেতন, জড় আমার স্বরূপ হইবে কিরূপে? অথচ এই জড় সমূহকে 'আমি' ভাবিতে যাইয়া আমি বহু অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছি। জড় দেহের সঙ্গে ব্যাধি, জড় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যজগতের বিষয়াসক্তি, জড় প্রাণের সঙ্গে ক্ষুধা পিপাসা, জড় মনের সঙ্গে শোক মোহ, জড় অজ্ঞানের সঙ্গে অনন্ত জনন মরণ এই গুলি সততই লাগিয়া আছে। যে মুহূর্ত্তে এই জড় বর্গকে আমি মনে করিয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বোক্ত উপসর্গগুলি আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে। অনাদি কাল হইতে এই অশুভ মুহূর্ত্তের আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং অনাদি কাল হইতে আমি এই রোগে ভুগিতেছি। আমি জপদ্বারা যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধি লাভ করিব, সেই মুহূর্ত্তে এই উপসর্গরাশি দূরীভূত হইবে, আর আমি সাচ্চিদানন্দঘন আত্ম স্বরূপে পরিপূর্ণ হইব। আর কিছুই থাকিবে না। নিরবচ্ছিন্ন সত্তা, পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অখণ্ড আনন্দে ভরিত হইয়া যাইব। অহো, কি মধুর সেই স্বরূপ! যাঁহারা এই স্বরূপানন্দের অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আত্মাস্বাদন-চমৎকারে বলিয়াছেন—

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো নাস্তি যস্য মে।
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ॥

অহো কি চমৎকার আমি! ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত জগৎ আমার স্বরূপ সাগরে ফেন বুদ্বুদের মত উদিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইল, কিন্তু আমার লয় নাই। আরও বলিয়াছেন—

ময্যনন্ত মহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীব বীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥

ওহো কি বিস্ময়কর অনন্ত মহাসাগরের ন্যায় আমি! ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জীবমালা আমাতেই ভাসিতেছে, ভাঙিতেছে, খেলা করিতেছে; স্ব স্ব কর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া আমাতেই সুষুপ্ত হইতেছে। এমন অমৃতময় অবিনাশী আনন্দঘন আমার স্বরূপ, আমি এই স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হইয়া কি তুচ্ছ জড় পিণ্ডকে আমি বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি। এই প্রতীতি যাহার হয়, তিনি আত্ম স্বরূপের সন্ধানে যথার্থ জপের অনুশীলন করেন।

বুঝিলাম সচ্চিদানন্দঘন আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রাহ্মণের সিদ্ধি, এবং কেবল জপদ্বারাই ব্রাহ্মণ এই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ মন্ত্র জপের ফলে ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করেন? কিরূপেই বা সেই জপ করিতে হয়?

মনু বলিয়াছেন:—

গায়ত্রীমাত্র-সারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নায়ন্ত্রিত স্ত্রি-বেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ব-বিক্রয়ী॥

বেদই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। সংযমের সহিত আহার ও ব্যবহারে পবিত্র হইয়া এই বেদের শরণাগত হইলে ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন—ভগবান্ মনু পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছেন। তৎপর বলিতেছেন—যদি কোন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক শুধু সাবিত্রীর শরণাগত হয়েন, তবে তিনি অসংযত সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী সর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই ঘোর কলিযুগে নিয়মপূর্ব্বক বেদাভ্যাস একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কালধর্ম্মেই সমস্ত বেদ ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। একমাত্র জগজ্জননী সাবিত্রীই অবশিষ্ট রহিয়াছেন। সুতরাং এস, আমরা সাবিত্রীর অনুসন্ধান করি। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সৌন্দর্য্যে অনুরক্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন আপনা আপনি সংযত হইয়া পড়ে। মায়ের ভুবনভরা সৌন্দর্য্যই সন্তানকে শরণাগত করিয়া তোলে।

কয়েকটী রূক্ষ কথার মধ্যে এমন কি সৌন্দর্য্য দেখিতেছ?

যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাই বলিতেছি—

(১) প্রথম একটা কথা চিন্তা কর—তুমি যে এই শব্দগুলিকে রূক্ষ বলিতেছ, তাহার কারণ এই শব্দগুলির গর্ভেতুমি কোন অর্থ দেখিতে পাও নাই। শব্দ সরস হয় অর্থের মাধুর্য্যে। শব্দ যেখানে যেখানে মধুর বলিয়া প্রতিপন্ন

হইয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিও, সেখানে সেখানে অর্থের মাধুরী বিরাজমান। এই শব্দরাশিরও অর্থ অনুসন্ধান কর দেখিবে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৌন্দর্য্য এই বিরাট অর্থে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। আশে পাশে উর্দ্ধে অধে যে দিকে তাকাও সেই দিকে সৌন্দর্য্য-ঘন সাবিত্রীমূর্ত্তি! যেরূপে এই মূর্ত্তি বিকশিত হইবে, তাহা পরে বলিব, এখন অর্থ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমই প্রণব চিন্তা কর। ওঙ্কারকে প্রণব বলে। প্র-প্রকৃষ্ট রূপে স্তব করা যায় যাহাকে বা যাহাদ্বারা(প্র+নু+অল্) তাহাই প্রণব। প্রণব একাধারে স্তুতিবাক্য পরমাত্মার বাচক, এবং পরমাত্মার প্রতীক বা দেহ। ইহাই হইল প্রণব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র অবলম্বন এই ভগবদ্-দেহ সৃষ্টির মূলকেন্দ্রে বিরাজমান। নিজের রশ্মিচ্ছটায় স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত ও চেতনাময় করিয়া এই বিরাট সত্তা বিদ্যমান, অনন্ত নাম রূপের মূল উৎস স্বরূপ এই মহাসত্তা। পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী ভেদে নিজের শব্দ দেহটীকে ক্রম বিকসিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কারণ সূক্ষ্মতর সূক্ষ্ম ও স্থূল অর্থরাজি প্রসব করিয়া এই ভগবদ্ দেহ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডবাসীর স্তবনীয় হইয়াছেন! গুণ-ময়ী মায়ার এই পুরুষালিঙ্গিত মূর্ত্তি, এই অভিনব স্ফূর্ত্তি বড় মধুর, বড় বিস্ময়কর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত মাধুরী ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহা সেই সমস্ত মাধুরীর একাধার, সুতরাং ইহা অতি মধুর। ইহাতে অনন্ত বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ, এইজন্য ইহা অতি বিস্ময়কর। ইহা অর্থদেহেও যেরূপ বিচিত্র, শব্দদেহেও সেইরূপ বিচিত্র। জগতে এমন শব্দ নাই যাহা এককালে অনেক বস্তু বুঝাইতে পারে। একমাত্র প্রণবই এককালে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বাচক, কারণ ইহা অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডরূপ অশ্বত্থতরুর মূলবীজ। বিশেষতঃ এই প্রণব শব্দ অ+উ+ম এই তিনটী অবয়বের সাহায্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বাচক, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিন লোকের প্রতিপাদক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ঈশ্বর চৈতন্যের এই তিন অবস্থার অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য—ভূর্ভুবঃস্বঃ-বিহারী এই তিনটী প্রধান দেবতার বাচক। গুণময়ী মায়ার প্রথম অভিব্যক্তি স্বরূপ এই প্রণব অ-অবয়বে রজো গুণের, উ-অবয়বে সত্ত্বগুণের এবং ম-অবয়বে তমো গুণের প্রকাশক। পক্ষান্তরে অশান্ত সন্তানের জন্য বাহিরে গুণসমূহের অশান্ত লীলা ছড়াইয়া আদরিণী মায়া এই প্রণব রূপেই অর্দ্ধনারীশ্বর দেহ রচনা করিয়া আদি দম্পতিরূপে বিরাজমান। ইহার অর্থ-দেহের স্তরে স্তরে বিভক্ত বিভূতি সমূহের আলোচনা কর, বিস্ময়ে ভরিত হইয়া যাইবে। আদি দম্পতিরূপে শান্তিময় লীলাকুঞ্জে বিরাজমান থাকিয়াও এই প্রণব কারণ

দেহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সাজিয়াছেন, কারণ বা সূক্ষ্ম দেহে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য-রূপে হিরণ্যগর্ভ দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, স্থূল কার্য্যদেহে ভূর্ভুবঃ স্বঃ রূপে বিরাট দেহ উৎপাদন করিয়াছেন। বিশ্ববাসী সন্তানের কল্যাণপথ আবিষ্কারের জন্য ইনিই ঋক্ যজু সাম রূপে স্বীয় অকার, উকার ও মকার দেহ পল্লবিত করিয়াছেন। এইজন্যই ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণবকে শ্রীভগবানের প্রিয় নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলিয়াছেন—"তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিয়-নাম গ্রহণ ইব লোকঃ" প্রিয়নাম উল্লেখপূর্ব্বক সম্বোধন করিলে লোক যেমন আনন্দের সহিত অভিমুখ হইয়া উত্তর দেয়, প্রণব উচ্চারণ করিলেও পরমাত্মা সেইরূপ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে বুঝাগেল—প্রণব শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবতীর প্রিয়নাম ও প্রিয় দেহ। কিন্তু শুধু এতটুকু জানিলেই হয় না। কারণ ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষানুভূতির আয়োজন সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত আলোচনা বৃথা। সুতরাং পরমাত্মার এই প্রিয়দেহ কোথায় আছেন, তাহা সন্ধান কর। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"যদেতদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ
স্তস্মিন্ যদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যম্ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্"।

ব্রহ্মের পুরস্থানীয় এই দেহ। এই দেহের অভ্যন্তরে পুণ্ডরীকাকার যে মাংসখণ্ড বিদ্যমান, তাহাই হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডরাজরাজেশ্বরের রাজপ্রাসাদ। এই হৃদয় পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে যিনি প্রণব দেহে প্রণব শব্দ উদ্গিরণ পূর্ব্বক নিত্য বিরাজমান, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

প্রথম তুমি তাঁহার স্বাভাবিক মূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিবেনা। আকাশে নিত্য বিরাজমান সূর্য্যদেব যেমন মেঘের অন্তরালে পড়িয়া লোকলোচনের অবিষয়ীভূত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এই জন্য তোমাকে হৃদয় কমল কল্পনা করিতে হইবে। ঊর্দ্ধমুখ অষ্টদল হৃদয় কমলের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় প্রণব মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে। চিত্ত যতই একাগ্র হইতে থাকিবে, ততই প্রণবের স্বাভাবিক মূর্ত্তি তোমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইবে। উজ্জ্বল রেখায় এই প্রণব তোমার হৃদয় কমলে বিরাজমান তাহা চিন্তা কর। সেই উজ্জ্বল রেখা স্বীয় রশ্মিচ্ছটায় তোমার হৃদয়-কমল প্লাবিত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান। যতই তুমি একাগ্র হইবে, ততই মনে হইবে এই ত তোমাকে পাইয়াছি। এইরূপে তাঁহার সংস্পর্শ-সুখে তোমার মন ও দেহ পুলকিত হইয়া পড়িবে। এই প্রণবই সাবিত্রী, এই প্রণবই সর্ব্বদেবতার একস্থ মূর্ত্তি, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর, সর্ব্বশক্তির আধার।

প্রণব স্বরূপে নিমগ্ন হইতে পারিলে এই কথাগুলির যাথার্থ্য তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। প্রণবরূপে সাবিত্রীকে লক্ষ্য করিলে এইবার তাহারই ব্যাখ্যাস্বরূপ আপাদ মস্তক সাবিত্রীর শরীরটী ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। প্রণবরূপে যে বাগ্-দেবী একপদী, ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপে সেই বাগদেবীই দ্বিপদীরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ জগজ্জননীর প্রথম বিকাশ প্রণব এই একটা পদে। এইজন্য প্রণব জগজ্জননীর একপদী মূর্ত্তি। ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী এই দুইভাগে বিভক্ত মূর্ত্তিটী দ্বিপদী।

ব্যাহৃতি কেন বলে?

বি—আঙ্+হৃ ধাতুর অর্থ বলা। যে শব্দ এক প্রযত্নে সমষ্টি বদ্ধ এক একটী মণ্ডলকে বলে, বা প্রকাশ করে, তাহাকেই ব্যাহৃতি বলে—যেমন ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। ভূঃ শব্দের অর্থ ভূমণ্ডল, ভুবঃ শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষমণ্ডল, স্বঃ শব্দের অর্থ স্বর্গমণ্ডল। বিরাট্ পুরুষের তিনটী বিশিষ্ট কেন্দ্র এই তিনটী মণ্ডল। হৃদয়-কমলে প্রণব রূপে যাঁহার মৌলিক প্রকাশ খণ্ডরূপে অনুভব করিয়াছ, ইনিই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মণ্ডলত্রয় স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় সত্তায় পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান।

কিরূপে বিরাজমান? পুষ্পের মধ্যে সূত্র যেরূপে বিরাজমান সেইরূপে।

জ্ঞানবিকাশের তারতম্য অনুসারে এই ব্যাপ্তি নানাপ্রকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যাহাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া এই জ্যোতির্ম্ময় সত্তা বিদ্যমান, সেই স্থূলবস্তুসমূহ যাহার দৃষ্টিতে অধিক বলিয়া মনে হয়, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি অল্প বলিয়া মনে হয়, এইরূপ অধিকারীর দৃষ্টিতে তিনি পুষ্প-সমূহে সূত্রের ন্যায় পরিব্যাপ্ত। যাহার দৃষ্টি সত্ত্বসমুজ্জ্বল, তাহার দৃষ্টি স্থূলে আবদ্ধ নহে। প্রতি স্থূল পদার্থের অভ্যন্তরে যে অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় সত্তা নিত্য বিরাজিত, এই জ্ঞান-সমুজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাতেই নিবদ্ধ। এইরূপ অধিকারীর নিকট সৌরকিরণ-সাগর যেরূপ ত্রসরেণুসমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান এই জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ সত্তা সেইরূপ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মণ্ডলত্রয়কে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান। যোগবাশিষ্ঠ বলেন—

পরমার্ক প্রকাশান্ত স্ত্রিজগৎ ত্রসরেণবঃ।
উৎপদ্যোৎপদ্য লীনা যে ন সংখ্যামুপযান্তি তে॥

পরম সূর্য্যের সীমাশূন্য প্রকাশে ত্রিজগৎরূপ কত ত্রসরেণু ভাসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মণ্ডলকে তিনি পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন।

কে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন ?

"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য"।

বিশ্বপ্রসবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গ। এই বরেণ্য ভর্গ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন।

বরেণ্য ভর্গ কাহাকে বলিতেছ ?

ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। একটী বস্তুকেই দুইটী করিয়া বলা হইতেছে। সবিতা ও ভর্গ শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে অভিন্ন। প্রদীপ ও প্রভা, চন্দ্র ও চন্দ্রিকা সূর্য্য ও দীধিতি, অগ্নি ও উষ্ণতা যেরূপ অভিন্ন সেইরূপ। এস প্রত্যেকটী শব্দ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। শব্দগুলি এই ক্রমে আলোচনা করা যাউক। দেবস্য সবিতুঃ তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ। প্রথম দেবস্য—দিব ধাতুর অর্থ খেলা করা—যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রীড়াকন্দুক করিয়া তোমার আমার (দ্রষ্টার) অজ্ঞাতসারে তোমাকে আমাকে ক্রীড়াসহচর করিয়া নিত্যই খেলা করিতেছেন তাহাকেই বলা হইয়াছে দেব। তাঁহারই ভর্গ। মুহূর্ত্তের জন্য বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে প্রশান্ত করিয়া একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখ—কে তোমার সহিত নিত্যই খেলা করিতেছে। এই অনুসন্ধানের অভাবে ক্রীড়ার স্বাভাবিক আনন্দে বঞ্চিত হইয়া তুমি ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছ। মৃত্যুলীলা, পরলোকলীলা, সৃষ্টিলীলা ও স্থিতিলীলা—নিজে স্বতন্ত্র হইয়া দৃশ্যভাবে এই অবস্থার বিচিত্র চিত্রপট পর্য্যবেক্ষণ কর, লীলা রসিক শ্রীভগবানের ন্যায় আনন্দে ভরিত হইয়া যাইবে। তোমার পূর্ব্ব দেহ ভস্মীভূত হইল, বাষ্পকণারূপে দেহ সংক্ষিপ্ত সংস্করণে উর্দ্ধগামী হইল। এই বাষ্পকণার অভ্যন্তরে পঞ্চ প্রাণ মন দশ ইন্দ্রিয় এই দেবসমূহ বিরাজমান। আর দ্রষ্টারূপে তুমিও নির্লিপ্তভাবে ইহাতে বিরাজমান—তুমি ইহা চিন্তা কর। এইরূপে উর্দ্ধে চলিতে চলিতে ধূম দেবতা রাত্রিদেবতা কৃষ্ণপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দক্ষিণায়ন ছয়মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইহাদের সাদর সম্ভাষণ লাভ করিয়া ক্রমে তুমি চন্দ্রলোকে উপনীত হইলে। ধীরে ধীরে এই যে অবস্থার পট পরিবর্ত্তন হইতেছে তুমি নির্লিপ্ত দ্রষ্টা হইয়া তাহা দেখিতেছ। আর নাটক-দর্শনসুলভ বিস্ময়ে আনন্দে পুলকিত হইতেছ। তোমার দৃষ্টি লীলারসিক শ্রীভগবানে ও তাঁহার ক্রীড়া কন্দুক স্থানীয় বস্তুসমূহের অবস্থা পরিবর্ত্তনে। এইরূপে চন্দ্রমণ্ডল হইতে পর্জ্জন্য লোকে এবং তথা হইতে বৃষ্টিজলসহযোগে ভূগর্ভে ওষধিরূপে, তৎপরে ভোজনপাত্রে অন্নরূপে, পিতৃদেহে শুক্ররূপে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ রূপে, মাতৃক্রোড়ে বালকরূপে, কৈশোরে বিদ্যালয়ে, যৌবনে যুবতী

সঙ্গে, প্রৌঢ়ে ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল বস্ত্রেন্ধন চিন্তায়, বার্দ্ধক্যে মহিষ-গলঘণ্টা ঘনরব শুনিয়া কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় যে অবস্থার অভিনয় চলিতে থাকে, নির্লিপ্ত মনে সর্ব্বদ্রষ্টা শ্রীভগবানের সহিত মিলিয়া তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ কর, পঞ্চভূতের ক্রীড়ায় প্রভূত আনন্দ পাইবে।

তারপর "সবিতুঃ"। কে এই বিশ্বলীলাময় যিনি আমার সহিত অবস্থার ক্রীড়াকন্দুক লইয়া খেলা করিতেছেন—ইনিই সবিতা। অনন্ত প্রসারিত স্বরূপে ইনি বিরাজমান। দ্রষ্টা প্রাক্তন কর্ম্মদোষে ইহাকেই জগৎ বলিয়া দর্শন করে। দ্রষ্টার কর্ম্মের উপকরণ ও কর্ম্মসমূহ—ইহারই শক্তির খণ্ডখণ্ড বিকাশ। এইরূপে যিনি দ্রষ্টার সাহায্যে নিজকেই অনন্তরূপে বিবর্ত্তিত করেন, প্রসব করেন, ইনিই সবিতা। এই দেব বা বিশ্বলীলাময় সবিতার বা স্বরূপ-চৈতন্যের বরেণ্য ভর্গ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান।

"তৎ"—

তৎ শব্দের অর্থ সেই, লোকপ্রসিদ্ধ, সর্ব্বজনবিদিত। লোক প্রসিদ্ধ, তাহা হইলে সকলেই ইহাকে জানে? তাহা হইলে ইহাকে অনুসন্ধানের বা নূতন জানিবার কি প্রয়োজন?

পরোক্ষভাবে জগতের কারণ কেহ আছে, তাহা সকলেই জানে। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই জগতের কারণকে পরোক্ষভাবে জানিয়াই নিজ নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আছেন। তাহাতে কিন্তু দুঃখের পরিহার হয় না, নিত্য আনন্দও সুলভ নহে, এবং সেই বস্তুটী কি, কোথায় ও কিরূপে আছেন বিশেষরূপে না জানিলে অপরোক্ষানুভূতির আয়োজন হয় না। এইজন্য বলা হইতেছে "বরেণ্যং ভর্গঃ"। ভর্গ শব্দের অর্থ জ্যোতি তাহা পরে বলা হইতেছে। এই ভর্গ বরেণ্য অবরেণ্য রূপে দুই প্রকার; তন্মধ্যে "বরেণ্যং"—বরণীয়, বরণ করার যোগ্য। জীব সততই চায় বিশ্বলীলাময় অনন্ত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের সহিত মিলিয়া থাকিতে। কিন্তু দুর্ব্বল জীব নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে তাহা পারে না। এইজন্য যাহাকে বরণ করে, তিনিই বরেণ্য। অবরেণ্য হইতে এই ভর্গ পৃথক্।

অবরেণ্য কাহাকে বলে?

শ্রীভগবানের যে জ্যোতিতে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্যময় এই অনন্ত জগতের উৎপত্তি হয়, যাহার সাহায্যে জীব বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় হইয়া জাগতিক ক্রিয়াকলাপে নিত্য নিরত থাকে, তাহাই অবরেণ্য ভর্গ।

বরেণ্য অবরেণ্য কথাটা আর ও একবার আলোচনা করা যাউক। স্মরণ কর চক্রতীর্থের নদী। সুদূর পর্ব্বত ক্রোড় হইতে নির্গত হইয়া পতিকূল গামিনী এই নদী কুলকুল শব্দে প্রধাবিত হইয়া আসিয়াছে। কত উপত্যকা অধিত্যকা, কত দেশ বিদেশ, কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে এই নদী চলিয়াছে। নিকটেই সমুদ্র। নদী সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিতেছে। উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে উত্থানে ও পতনে যে শব্দ ও বিরাম হয় তাহাও লক্ষ্য করিতেছে কিন্তু মিলিবার সামর্থ্য নাই—সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বালুকাস্তূপ। এই নদী যেমন পূর্ণিমায় সাগরসঙ্গমের জন্য সাগরের উচ্ছ্বসিত শক্তির নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে—কবে সাগর উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইবে, বালুকাস্তূপ প্লাবিত করিয়া কবে নদীর গৃহে অতিথি হ'বে, সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, ব্রাহ্মণও সেইরূপ অনন্ত যোনি লঙ্ঘন করিয়া মিলনের উপকূলে উপনীত, নিজের সামর্থ্য নাই আনন্দঘন স্বরূপ সাগরে মিলিতে, তাই ব্রাহ্মণ এই স্বরূপের যে শক্তিকে বরণ করেন, সেই শক্তিই বরেণ্য ভর্গ। এক কথায় ভগবানের সত্ত্ব-শক্তিকেই বরেণ্য ভর্গ বলে। এই সত্ত্ব-শক্তিই রজঃও তমঃশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া সাধারণ দৃষ্টিতে নিত্যগুপ্ত রহিয়াছেন, এবং গুপ্তভাবে এই সত্ত্ব-শক্তি বা বরেণ্য ভর্গ নিত্যই সবিতার সহিত মিলিত ও লীলাপরায়ণ রহিয়াছেন। সবিতার সহিত এই নিত্য মিলন ও নিত্য লীলা যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাদের পক্ষে এই সত্ত্ব শক্তিই একমাত্র বরেণ্য বা বরণীয়।

আর অবরেণ্য? রজস্তমঃ শক্তিকেই অবরেণ্য ভর্গ বলে। এই অবরেণ্য শক্তি জীবকে সুখের কুহকে মুগ্ধ করিয়া শোক মোহ সাগরে নিমগ্ন করেন। ইহারই কল্পনায় জীবের কর্ম্মফল ভোগের জন্য এই বিশ্ব জগৎ কারাগারের ন্যায় রচিত হইয়াছে। অমৃতময় জীবসত্তাবে পাঞ্চভৌতিক কারা-পরিচ্ছদে ইনিই পরিচ্ছিন্ন করিয়াছেন ও নানাকুহকে তাহাতেই তাহাকে মুগ্ধ রাখিয়াছেন। এক কথায় ভগবানের সহিত জীবের এই যে চির বিচ্ছেদ তাহার একমাত্র কারণ এই অবরেণ্য শক্তি।

এখন বল ভর্গ কাহাকে বলে? মোটামুটি ভর্গ শব্দের অর্থ—শক্তি, তাহা তোমার পূর্ব্ব বর্ণনায় বুঝিয়াছি। এখন ভর্গ শব্দের সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় যাহা আছে তাহা বল।

ভ্রস্জ্ ধাতু বা ভৃজ ধাতুর অর্থ ভাজিয়া ফেলা। যে শক্তি অন্য বস্তুকে ভাজিয়া ফেলে, তাহাকেই ভর্গ বলা হয়। জ্যোতি, তেজ ইত্যাদি শব্দ যদিও ভর্গ শব্দের

সমানার্থক, তাহা হইলেও ভাজিয়া ফেলা এই অর্থটী জ্যোতি ও তেজ ইত্যাদি শব্দে নাই। ইহাই ভর্গ শব্দের বিশেষত্ব। বরেণ্যভর্গ, অবরেণ্যভর্গকে ও অবরেণ্যভর্গ কল্পিত বিশ্ব প্রপঞ্চকে ভাজিয়া ফেলে। ভাজিয়া ফেলিলে বীজের যেমন অঙ্কুর উৎপাদনশক্তি নষ্ট হয় সেইরূপ বরেণ্যভর্গের ভর্জ্জনে অবরেণ্যভর্গ বিশ্বপ্রপঞ্চ-প্রকাশে অসমর্থ হইয়া পড়ে। যে অবরেণ্যভর্গের আবরণে তোমার আমার দৃষ্টির নিকট বরেণ্যভর্গের সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল, ভর্জ্জনের ফলে সেই আবরণ উন্মোচিত হয়, আর নিরাবরণ সুন্দর বরেণ্যভর্গের স্বরূপ দ্রষ্টার 'আমিকে' প্লাবিত ও রূপান্তরিত করিয়া বিকশিত হয়।

অবরেণ্য ভর্গের ভর্জ্জনে বরেণ্য ভর্গ আমাদের নিকট যেমন উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, বরেণ্য ভর্গের ভর্জ্জনে অবরেণ্য ভর্গও সেইরূপ উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। যাহার করুণায় শোক মোহ লইয়া, জন্ম মৃত্যু লইয়া, দুঃখরাশি লইয়া অবরেণ্য ভর্গ প্রশমিত হয়, অনাদিকাল প্রচলিত হৃদয়ের দুঃখপ্রবাহ চিরতরে বিশুষ্ক হয়, একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবে না? তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় প্রলুব্ধ করিয়া হৃদয়ের শোক মোহ অপসারিত করিয়া আলস্য অনিচ্ছা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সংশয় বিপর্য্যয় পরাভূত করিয়া এস আমরা এই বরেণ্য ভর্গের ধ্যানে নিযুক্ত হই।

"ধীমহি"—এখানে তোমার প্রশ্ন হইতে পারে একাকী আমি নিজের হৃদয়ে এই বরেণ্য ভর্গের ধ্যান করিতেছি "ধীমহি" এই পদে বহুবচন কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই স্থূল দৃষ্টিতে তুমি তোমাকে একাকী মনে করিলেও বস্তুতঃ তুমি একাকী নহ। তুমি একটী বহুর সঙ্ঘ। চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক ইত্যাদি দশটী ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব তোমাকেই মুখপাত্র করিয়া ধ্যানের জন্য লালায়িত। এই বরেণ্য বর্গের অনুপম রূপরাশি ধ্যান করিবার সুযোগ থাকিলে কে এমন সুযোগ উপেক্ষা করে? ইহারা সকলেই যে যাহার বৃত্তি, ধ্যানের সুযোগে চরিতার্থ করিয়া এই আনন্দ-জলধিতে নিমগ্ন হইতে অভিলাষী। যতদিন সন্তান বাহিরের খেলায় মত্ত ও প্রমত্ত থাকে তত দিন জননীর কথা তাহার স্মরণ থাকে না। সন্ধ্যা সমাগমে ক্রীড়াপরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসা-কুল সন্তান যেমন জননীর দিকে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ অনাদিকাল বিষয়ের খেলা খেলিতে খেলিতে ইন্দ্রিয়বর্গ ক্লান্ত অবসন্ন বুভুক্ষিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এই বরেণ্য ভর্গ রূপিণী জগজ্জননীর দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। তুমি কাহাকে

ফেলিয়া এই ধ্যানের উৎসবে যাইবে? এই জন্য সকলকে লইয়া সেই মুক্তি-মণ্ডপের দ্বারে অতিথি হইতে যাইতেছ, তাই "ধীমহি" এই পদে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। হে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, হে প্রাণাপানাদি প্রাণগণ, হে অন্তঃকরণ নিচয়, হে আমার সুখদুঃখের নিত্য সহচর সমূহ! এস সকলে আমরা জগজ্জননীর ধ্যানে নিযুক্ত হই।

ধ্যান কাহাকে বলে?

পতঞ্জলি বলেন "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"। চিত্তের যে একতানতা বা একাগ্রতা তাহাকেই ধ্যান বলে। চিত্ত যখন তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে একটী বিষয় ধারাবাহিক রূপে চিন্তা করিতে থাকে, তাহাই ধ্যান।

ধারাবাহিক চিন্তা কি সম্ভবপর?

অসম্ভব কেন হইবে? চিত্ত বহু পাপসংস্কারে পরিপূর্ণ। অভ্যাস বশতঃ চিত্ত বহু বিষয় চিন্তা করে, সুতরাং একবিষয়ক চিন্তা প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। চিত্ত সত্ত্ব গুণের পরিণতি, বিশুদ্ধ ও প্রকাশস্বরূপ। অনাদিকাল হইতে রজঃ ও তমঃ ইহাকে বিক্ষিপ্ত ও মলিন করিয়া রাখিয়াছে। সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন, সচ্চিন্তা, সদাচার, ভিতরে ও বাহিরে সাধুতার অনুশীলন, আন্তরিকতার সহিত ধীরভাবে ধারাবাহিক এই কার্য্যগুলি অনুষ্ঠান করিয়া চল এই সাত্ত্বিক কার্য্যরাজি তোমার রজঃ ও তমকে দূরীভূত করিবে, চিত্তও তদনুরূপ স্বাভাবিক বিশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রকাশ লাভ করিতে থাকিবে। বিশুদ্ধ চিত্তের কল্যাণবাহিনী গতি স্বতঃই বরেণ্যভর্গের দিকে একতানভাবে অগ্রসর হইতে থাকিবে। পরিশেষে এই গঙ্গাপ্রবাহ সাগরসঙ্গমে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সাধনা কর। এই শুভদিন আসিবেই।

তারপর আরও একটু অগ্রসর হও, গায়ত্রীমন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশে গায়ত্রী বলিতেছেন, যিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে প্রেরণ করেন। গঙ্গার জলপ্রবাহ জড় পদার্থ,সাগরসঙ্গমে পরিপূর্ণতা লাভ করিলেও সেই পরিপূর্ণ স্বরূপে পৌঁছিবার সামর্থ্য তাহার নিজের নাই। জগজ্জননী গঙ্গা এই প্রবাহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই জড় প্রবাহকে যেমন পরিপূর্ণ সাগরে পৌঁছাইয়া থাকেন, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই বরেণ্যভর্গ নিজেই বুদ্ধিবৃত্তি গুলিকে প্রেরণ করিয়া চলিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে বিরুদ্ধকর্ম্মসংস্কার রাগদ্বেষ ইত্যাদি আয়োজনে যে প্রেরণার জন্য তুমি প্রার্থী হইয়া আসিয়াছ, সবিতার ভর্গ তোমাকে সেই দিকেই চালাইয়া লইয়াছেন। এইরূপে কর্ম্মদোষে অবরেণ্য

ভর্গের প্রেরণায় অনন্ত জন্মমরণ যাতনা আধিব্যাধি যন্ত্রণা তুমি উপভোগ-করিয়াছ। পুনঃ পুনঃ এই যাতনার আয়োজন করিওনা। এস, এবার বরেণ্যভর্গের নিকট প্রার্থনা করি, মা, তুমি আমাকে তোমার উত্তান প্রবাহে তোমার জোয়ারের স্রোতে প্রেরণ কর, নিজে আদিত্য পথগামিনী হইয়া তুমি সততই নিজস্বরূপের দিকে অগ্রসর রহিয়াছ। তোমার গতি পথে আমাকে চরণের রেণু করিয়া লও। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সাবিত্রী যন্ত্রের দ্বার অবলম্বনে তুমি মায়ের চরণকমল আশ্রয় কর, সেই সুখের সাগরে ডুবিতে চেষ্টা কর। ঐ দেখ তোমার হৃদয় কমলের অভ্যন্তরে যে ষট্‌কোণ মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ বিরাজমান, নিজের অঙ্গজ্যোৎস্নায় সেই ত্রিকোণ-ত্রয়কে উদ্ভাসিত করিয়া প্রবাসী সন্তানের জননী তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। ধ্যানমন্ত্রের ভাবনায় চিত্তকে তন্ময় করিয়া তোল। চতুর্ভুজা গরুড়ারূঢ়া এই শব্দ গুলি পুনঃ পুনঃ ভাবিতে ভাবিতে মন তন্ময় হইলেই তুমি এই আনন্দময় নির্ঝরিণীতে আত্মসমর্পণ করিলে। এই পর্য্যন্তই তোমার নিজের কার্য্য। তৎপর বরেণ্য ভর্গই তোমাকে সুখের সাগরে টানিয়া লইবেন। নিত্য অভ্যাস কর, অনুক্ষণ যন্ত্রার্থ ভাবনায় হৃদয় ভরিয়া রাখ, তোমার মনোমধু-কর চিরকালের জন্য তৃপ্ত হইয়া যাইবে। যে ঘুরিয়া ঘুড়িয়া বিষয়-কুসুম হইতে বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয় করিত, সে আজ মধুর প্লাবনে ডুবিয়া যাইবে। এই মধুর আস্বাদ পাওয়াতেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠে মধুমতী ঋক্‌ ফুটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ।
ওঁ মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

বলিয়াছিলেন বায়ু মধুময় হইয়া সত্য প্রবাহে বহিতেছে, সিন্ধুগণ মধুক্ষরণ করিতেছে, ওষধীসমূহ মধুময় হইয়াছে, রাত্রি, উষা এমন কি পার্থিব ধূলিরাশি পর্য্যন্ত মধু উদ্‌গীরণ করিতেছে, পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক, পৃথিবীর বনস্পতি নিচয়. আকাশের সূর্য্য, পৃথিবীর গো সমূহ মধুর প্লাবনে নিমগ্ন হইয়াছে।

বুঝিলাম ও সূচনা পাইলাম—গায়ত্রী মন্ত্র অনন্ত মাধুর্য্যের খনি। কিন্তু আমার বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কীর্ণ হৃদয় লইয়া এই বিরাট মাধুরীর অনুসন্ধান করিব কিরূপে? এত বড় সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার কি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিবে?

তোমার অবিশ্বস্ত হৃদয়কে বিশ্বাস প্রবণ করিবার জন্যই এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন এই উদ্‌ঘাটনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তুমি অবসর

সময়ে বিচ্ছিন্ন পদগুলির তাৎপর্য্য পূর্ব্বোক্ত রূপে আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে গায়ত্রী রহস্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে, বিক্ষেপ প্রশমিত হইবে, যাহা এখন অসাধ্য মনে করিতেছ ধারাবাহিক সাধনায় তাহা সাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অনন্ত সৌন্দর্য্য ভরিত এই তত্ত্বটী সম্পূর্ণরূপে সম্যক ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ ভর্গ ও সবিতা এই দুইটী বস্তুর সহিত পরিচয় করা আবশ্যক। একটী অপরিচিত লোকের পরিচয় করিতে হইলে যেমন তাহার মূল প্রকৃতিটী ও স্বরূপটী বুঝিতে হয়, হস্ত পদাদি অবয়ব সংস্থানের বিশেষত্ব না বুঝিলেও তেমন ক্ষতি হয় না সেইরূপ এইখানেও সবিতা ও তাহার মূল প্রকৃতি ভর্গ এই দুইটী বস্তুরই পূর্ব্বে পরিচয় আবশ্যক; এই পরিচয় করিতে হইলে ভূর্ভুবঃস্ব বিহারী এই সবিতা বরেণ্য ভর্গ লইয়া তোমার আমার যে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে বিরাজ করিতেছেন একাগ্র চিত্তের সহিত সেই স্থানে অর্থাৎ হৃদয় কমলে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা বা ধ্যান ও ধ্যানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ও ধারণা এই অঙ্গগুলির যথাক্রমে অনুশীলন করা আবশ্যক। এই অঙ্গ সমূহের যথাযথ অনুশীলনে যাহার চিত্ত ধ্যানস্থ হইতে অভ্যস্ত তিনিই হৃদয় কমলে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পক্ষে বরেণ্য ভর্গের পরিচয় সম্ভব পর। তদ্ভিন্ন এই অঙ্গ সমূহের অনুশীলনের পথে যাহার চিত্ত যত টুকু একাগ্রতা লাভ করে তাহার পক্ষে ততটুকু পরিচয়ই স্বাভাবিক। এই খণ্ড খণ্ড পরিচয় গুলিও জীবন ব্যাপী সাধনার অখণ্ড পরিচয়ের পথে চলিলে একদিন সাফল্য মণ্ডিত হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত এই খণ্ড পরিচয় লইয়া তুমি সন্তুষ্ট রহিলে ততদিন পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ে এই অখণ্ড সৌন্দর্য্য ফুটিবে না। মানব যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়কে সন্তোষের উপকরণ করিয়া রাখে ততদিন পর্য্যন্ত এই নির্ব্বিষয় সৌন্দর্য্যের আস্বাদে তাহার হৃদয় প্রলুব্ধ হয় না। অতএব বৈরাগ্যের অভ্যাসে বিষয় দোষ দর্শনে বিষয় মূলক সন্তোষের পথ অবরুদ্ধ কর, জীবনে মরণে গর্ভবাসে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র যিনি অবলম্বন, গায়ত্রীর এই বিশেষণ গুলি সর্ব্বদা বা অবসর সময়ে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক গায়ত্রী মূলক সন্তোষের পথ উদ্‌ঘাটিত কর। ইহাতে এক দিকে যেমন চিত্তের একাগ্রতা আসিবে পক্ষান্তরে বিচ্ছিন্ন ভাবে গায়ত্রীর ধারাবাহিক সন্ধানের ফলে গায়ত্রীর অখণ্ড স্বরূপটীও ক্রমে বিকশিত হইতে থাকিবে।

বুঝিলাম—এই অখণ্ড সৌন্দর্য্য আমার মত বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের পক্ষে অনধি-

গম্য। আরও বুঝিলাম ইহার জন্য আমাকে আরও আয়োজন করিতে হইবে। আয়োজন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন বিশেষণ গুলির বিশ্লেষণ লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এখন একবার বল বর্ত্তমান অবস্থায় আমি সম্পূর্ণ গায়ত্রীর ধ্যান কিরূপে করিব? ত্রিসন্ধ্যায় যাহার গায়ত্রীর ধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার পক্ষে ইহার উত্তর অত্যাবশ্যক।

বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ হৃদয়ে একটী অষ্টদল কমল চিন্তা কর। এই কমলের অভ্যন্তরে কর্ণিকাস্থলে বিশ্বপ্লাবিত জ্যোতিঃ উদ্‌গীরণ করিয়া প্রণব বিরাজমান। এই জ্যোতি ভূর্ভুবঃস্বঃব্যাপী, এই জ্যোতিটী সাবত্রী। যাহার জ্যোতিঃ তিনি দেব সবিতা। এই জ্যোতিঃ এই বরেণ্য ভর্গ আমরা ধ্যান করিতেছি। প্রদীপ ও প্রভা যেমন আমাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন নহে, সবিতা ও বরেণ্য ভর্গ সেইরূপ অভিন্ন। সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ে ইনিই সর্ব্বান্তর্যামী। যে যেরূপ কর্ম্মের ফলে যেরূপ আকাঙ্ক্ষা নিয়া তাঁহার শরণাগত এই শক্তি মিলিত শক্তিমান্ তাহাকে সেই আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির জন্যই প্রেরণা দান করেন। অনাদিকাল ধরিয়া তুমি আমি অনন্ত ভোগের জন্যই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এই প্রার্থনার ফলে তিনি ভোগ পথেই প্রেরণা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের স্বরূপ দর্শনের জন্য কখনই প্রার্থনা করি নাই। এইজন্য এই প্রার্থনা অপূর্ণ রহিয়াছে। এবার এস আমরা অনন্ত জীবনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য ত্রিতাপজ্বালা প্রশমিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। হে আত্মচৈতন্যময়ি, হে বরেণ্য ভর্গমণ্ডিত সবিতা, তুমি তোমার স্বরূপ আস্বাদনের পথে আমাদিগকে প্রেরণা দান কর। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে একাগ্রচিত্তের সহায়তায় সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে আমরা নিমগ্ন হইব—সেই বিরাট সত্তায় বিগলিত হইয়া যাইব।

৺সরস্বতীপূজায় মনোবেদনা।

(শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার।)

(১)

কারে বলিব? শুনিতেই বা পারে কে? আর আছেই বা কে? তুমিই মা—

বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা সুরদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভি স্তূয়তে সদা॥

এই জগদ্ধাত্রী সরস্বতীর নিকট যিনি প্রার্থনা করেন, তাঁহার
"জিহ্বাগ্রে বসতে নিত্যং ব্রহ্মরূপা সরস্বতী"।

সকল দেবতাই ত ব্রহ্মরূপ—সকল দেবীই ত ব্রহ্মরূপা। এই ভারতে একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়। লোকে বলে যে ভারতবাসী তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসনা করে। তেত্রিশ কোটি নয়—অসংখ্য। একই সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতেছেন বলিয়া সেই একই জগদাকারে দাঁড়াইয়া আছেন। জগৎকে রক্ষা করিতেছেন ইনিই, আর জগতের লয় সাধন কর তুমিই। এক তুমিই, তোমার মূর্ত্তি অনন্ত। ভাগবতও বলিতেছেন—বিশ্বই তুমি; আর বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ তোমারই লীলা।

আজ ভারতকে ভারত-রূপে রাখিবে কে? যদি তুমি না রাখ। যাহারা বলে বলুক, তুমি পুতুল। তাহাদের সহিত বিবাদে কোন ফল নাই। এই তুমিই মহাসরস্বতী এই তুমিই মহালক্ষ্মী,—এই তুমিই মহাকালী। তুমিই আদ্যাশক্তি—তুমিই স্বতন্ত্র ঈশ্বরী। তোমার উপরে আর কেহ নাই। এই তুমিই একমাত্র শক্তি আবার তুমিই একমাত্র শক্তিমান্—তুমিই ব্রহ্ম তুমিই ব্রহ্মরূপা।

মনোবেদনা জানাইব আর কাহাকে? তুমিই সকলের সকল কথা শ্রবণ কর—তাই তোমাকেই বলি।

আজ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি কোন্ পথে চলিয়াছে? এখন যাহা দেখিতেছি—এই জন্মে সেরূপ ত আর দেখি নাই। অনেক দুর্গতির কথা শুনিয়াছি—ইতিহাসেও অনেক শুনিয়াছি কিন্তু এমন মূল ঘাতকের কথা ত শুনি নাই—এমন কর্ম্মও ত আর দেখি নাই।

ভারত কি আর ভারত থাকিবে না? ইহা ত বিশ্বাস করি না। আজ সমস্ত জগতের সহিত ভারতের বৈষম্য স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষ—ঋষিগণের এই ভারতবর্ষ মানব জাতির কোন উপকারকে উপকার বলে না—যদি সেই উপকার মানব জাতিকে ভগবানের নিকটবর্ত্তী করিয়া না দেয়। উপকার অর্থে তাঁহারা বলেন উপ-সমীপে, কার—করিয়া দেওয়া। ভারত কোন উন্নতিকে উন্নতি বলে না, যদি সে উন্নতি ঈশ্বরের স্থানে অন্য কাহাকেও না বসায়। ভারত অর্থকে বলে অনর্থ, যদি সে অর্থ ঈশ্বরকে অধঃকৃত করিয়া অর্জ্জিত হয়, আর যদি সে অর্থ ঈশ্বরের সেবায়

ব্যয়িত না হয়। ভারত সে মনুষ্যত্বকে মনুষ্যত্ব বলে না, যদি মনুষ্যত্বের শীর্ষ-স্থানে ঈশ্বর না বসিয়া তাহাকে চরিত্রবান্ করেন। সে নারীত্ব ভারতের চক্ষে নারীত্বই নহে, যদি সেই নারীত্বের কণ্ঠহারের মধ্যমণি ভগবান না হন। বর্ব্বর বলিতে হয় বল, মুর্খ বলিতে হয় বল, অসভ্য বলিতে হয় বল—ভারত এই ছিল—এই থাকিতেই চায়—এই থাকিবেও। ভারতের শাস্ত্র যাহা সনাতন—যাহা চিরদিন সত্য ছিল, আছে, থাকিবে এবং সেই সনাতনকে ধরিয়াই ব্যক্তি, জাতি, পরিবার সমাজ গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারত সে শাস্ত্রকে শাস্ত্রই বলে না যে শাস্ত্র ভগবানকে ধরাইয়া দিতে না পারে। ভারতের বেদ শিক্ষা দিতেছেন, কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। সমস্ত শাস্ত্র এই তিন পথ লইয়া।

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসনবোধনম্।
সাধনং কাণ্ডযুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম। মন্ত্রমহোদধি তন্ত্র।

বেদে কর্ম্ম, উপাসনা এবং বোধন অর্থাৎ জ্ঞান—এই কাণ্ডত্রয় উপদিষ্ট। আদ্যকাণ্ডদ্বয় অর্থাৎ কর্ম্ম ও উপাসনা সাধনকাণ্ড এবং জ্ঞান সাধ্যকাণ্ড।

তস্মাদ্বেদোদিতং কুর্য্যাদুপাসীত চ দেবতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণস্তেন লভতে জ্ঞানমুত্তমম॥
মন্ত্রমহোদধি তন্ত্র।

কর্ম্ম ও দেবতার উপাসনা চিত্তশুদ্ধির জন্য—আবার চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানলাভের জন্য।

মনুষ্যদেহং সংপ্রাপ্য উপাসীত চ দেবতাঃ।
যো ন মুচ্যেত সংসারান্মহাপাপযুতো হি সঃ। ঐ

মনুষ্য দেহ পাইয়া, দেবতার উপাসনা করিয়া যে সংসার হইতে মুক্ত না হইল সে মহাপাপযুক্ত।

ভারতবর্ষ বুঝি মহাপাপযুক্ত হইয়াছে তাই আর বেদবোধিত কর্ম্ম করিতে চায় না আর বেদবোধিত দেবতার উপাসনাও করে না? তাই বলি মা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি কৃপা না করিলে ভারত আর ভারত বুঝি থাকে না।

(২)

কথা কওয়া ত সুন্দর সাধনা। অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করিয়া সেই একের সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেই জীবন সরস হয়। একদিন ভারত সেই

একের কথাই শুনিত, এককেই সব বলিয়া বিশ্বাস করিত, সেই একই আছেন ভিতরে বাহিরে, উর্দ্ধে, অধে, আশে পাশে, চন্দ্রে সূর্য্যে, শ্বাসে রক্তে, অস্থি মজ্জায়, দর্শনে শ্রবণে—সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে। একদিন ভারত আন কথা বন্ধ করিয়া সেই একেরই সঙ্গে কথা কহিত, আপনা আপনি সেই একেরই কথা কহিত— সর্ব্বদা বাক্যে, কর্ম্মে ও ভাবনায় সেই একেরই সঙ্গে থাকিত। আজ ভারত সেই এক ছাড়িয়া ছুটিয়াছে বহু সঙ্গে তাই এই দুর্গতি। এখন কিন্তু পথে ফিরিবার সময় আসিতেছে।

সকল নর-নারীর একটা সময় আসিয়াছিল যখন সকলেই একবার তাঁহার স্মরণ করিয়াছিল—একবার তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল। নিদারুণ যাতনা পাইয়া এই স্মরণ—এই প্রার্থনা আনিয়াছিল। শাস্ত্র ত অজ্ঞাতজ্ঞাপক। আসন্নচেতন যাহারা তাহারা দৃষ্টির বাহিরের কোন কিছু বিশ্বাস করিতে চায় না। শাস্ত্র কিন্তু মানুষ যাহা জানে না—জানিতে পারে না—তাহাই জানাইয়া দেন।

মানুষ যখন মাতৃজঠরে থাকে, তখন একবার বিষম যাতনা পায়। অতিশয় যাতনা পাইয়া মানুষ বহু জন্মের কথা স্মরণ করে।

মানুষ তখন বলে "কত সহস্র যোনি আমি দেখিলাম—কুক্কুর শূকরাদির ভোজ্য কত খাদ্যই খাইলাম। কত প্রকার জন্তু হইয়া কত প্রকার স্তন্য দুগ্ধই পান করিলাম—জাত আমি, মৃত আমি, আমার পুনঃপুনঃ কত জন্ম জন্মান্তরই হইল। অহো! আমি দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া আছি। উদ্ধারের কোন উপায়ই পাইতেছি না। প্রতি জন্মে পুত্র-কলত্রাদি পরিজনের জন্য কত শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি। আমি এখন একাই দগ্ধ হইতেছি। পরিজনেরা ফলভোগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হে ভগবন্। আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি আর তোমাকে ভুলিয়া কোন কিছুই করিব না। অশুভের ক্ষয়কর্ত্তা একমাত্র তুমিই। মুক্তিফলপ্রদানে একমাত্র তুমিই সমর্থ।" জীব এই আদি প্রতিজ্ঞা করিয়া আইসে—জন্মিয়া আবার সব ভুলিয়া যায়, তাই এই সকল কষ্ট পায়। সকল কষ্ট দূর করিবার জন্যই আমাদের সকল পূজা।

(৩)

শীত চলিয়া যাইতেছে, বসন্ত আসিতেছে, এই সন্ধিক্ষণে এই সরস্বতী পূজা। বাসন্তী পঞ্চমী হইতেই বসন্তকালের প্রারম্ভ বলিতে হয়।

বসন্তকালে তরুলতা রসে পূর্ণ হয়। এই রস কোথা হইতে আইসে? এই যে আমবৃক্ষে মুকুল দেখা দিল—এই যে কোকিলের স্বর বড় মিষ্ট হইল—ইহাতে কি কাহারও আগমনের সাড়া পাওয়া গেল? আমি তুমি সবাই ত আমবৃক্ষে আম্রমুকুল দেখি কিন্তু ইহাতে কি কিছু ভাবনা করি? কিন্তু যাঁহারা সেই এক লইয়া থাকিতেন, তাঁহারা ইহাতে আরও কিছু দেখিতেন।

বিজ্ঞান ত অনেক ব্যাখ্যা করেন, আর সত্য বলিয়া তাহা লোকেও গ্রহণ করে। জল নিম্নগামী, কিন্তু জল বা রস বৃক্ষের উপরে উঠে কিরূপে? বিজ্ঞান ইহার কি উত্তর দেয়? বিজ্ঞানবিদ্ এখানে নিরুত্তর। ঋষিগণ কিন্তু বাহিরের প্রকৃতিতে সেই একের সাড়া পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিতেন, তাঁহাকে পূজা করিতেন,আর পাইতেন ও তাঁহাকে। এই পূজাও তাহারই জন্য।

সরস্বতী পূজা—সকল পূজার মত আত্মারই পূজা। নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ ভাবনার সুবিধার জন্যই এই মূর্ত্তিতে সেই একেরই পূজা।

জ্ঞানিগণ যে পরমপদ দর্শন করেন, তাহার উপায় এই সাকার পূজা। মূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বরূপে যাইতে হয়, আবার বিশ্বরূপ যিনি তিনিই মূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তিতে পূজা গ্রহণ করেন।

এত করিয়া যাহার দর্শন পাওয়া যায়, তুমি যদি ভাব ইহা পুতুল পূজা—তুমি নিতান্ত বাতুল। রূপে, গুণে, কৃপা করিতে, অপরাধ ক্ষমা করিতে এমন আর কোথায় পাইবে? আহা! বেদের প্রার্থনাও কত সুন্দর।

চতুর্ম্মুখ-মুখাম্ভোজ বনহংসবধূর্ম্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥
নমামি যামিনীনাথলেখালঙ্কৃতকুন্তলাম্।
ভবানীং ভব সন্তাপ-নির্ব্বাপণ-সুধানদীম্॥

এই রূপাধিষ্ঠাত্রীকে দেখিয়া যে প্রার্থনা করিতে পারে না, সে প্রধান সুখেই বঞ্চিত। বৈষ্ণব কবিদের কথায় বলা যায়—"সো সুখে বঞ্চিত গোবিন্দদাস"।

এই যে মুর্ত্তিটি সম্মুখে—এইটি যাঁহার কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়াছিল—এ যে তাঁহাদেরই দেখা তাঁহার শ্রী মুর্ত্তি! ইহা কল্পনার পুতুল নহে। ভক্ত- চিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ। কি সুন্দর ধ্যানের মুর্ত্তি! দেখ দেখি—

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণা বরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, লয়কর্ত্তা শঙ্কর যাঁহাকে ভজনা করেন, তিনি কি পুতুল না তিনিই আত্মা? ভারত কখন জড়ের পূজা করে নাই। ভারতের সকল পূজাই সেই একমাত্র চেতনের পূজা—সেই একেরই পূজা—সেই আত্মারই পূজা।

ভগবান্ ভগবান্ করিয়া দেশটা যে ছারেখারে গিয়াছে—এইত বল তোমরা? নিঃশেষ জাড্যাপহার পূজা করিয়া দেশটা এত জড় মারিয়া গেল কিরূপে? পূজা করিয়া ইহা হয় নাই—পূজা না করিয়াই ইহা হইয়াছে। এস এস নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম বিশেষতঃ স্বরূপে এই বাগ্‌বাদিনীর পূজা করি এস—এই জ্ঞপ্তি দেবীর সঙ্গে নিরন্তর কথা বলি এস—তবেই আমরা তাঁহার দিকে জাগিতে পারিব। এই সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যায় জানা যায়, আমি দেহ নহি—আমি মন নহি, আমি আত্মা। যেখানে বিদ্যার উপাসনা নাই, যেখানে "অঘঃ কোলাহল" বড় বেশী, সেখানে ব্যভিচারের প্রকোপ ত হইবেই। দুষ্টা সরস্বতী যাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, তিনি বিদ্যা অভ্যাস করেন না—দেহই ইহাঁদের সর্ব্বস্ব—ইহাঁরাই শাস্ত্র মানেন না, শ্রাদ্ধতর্পণ মানেন না—আচার মানেন না—অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা বুঝেন না—আহারের মেধ্যতা ও অমেধ্যতা বিচার করেন না। ইহাঁরাই এই দুঃখ আনিয়াছেন। আরও দুঃখ আসিবে—যদি পথে ফিরা না যায়।

এস এস সকলে মিলিয়া মায়ের পূজা করি এস। মা! আমরা যেন তোমার হইতে পারি—যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি। আমরা যেন সব অগ্রাহ্য করিয়া সকল দুঃখ তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সহ্য করিতে পারি, আর সকলের সেবায় তোমার সেবা হইতেছে ভাবিয়া ধন্য হইতে পারি।

যে কালে যে পূজা হয়, তাহা সেই একেরই পূজা। সকল কালে সেই একের সকল পূজা করি এস, আর অন্য কালে সেই একেরই সঙ্গে সর্ব্বদা কথা বলার অভ্যাস করি এস—তাঁহার কৃপা আমরা নিশ্চয়ই পাইব—আমাদের শুভ নিশ্চয়ই হইবে।

বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি।

ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনার এই শুভ দিন,—অবিদ্যার গভীর আঁধারে নিমগ্ন জীব, বিদ্যারূপিণী তুমি, তোমার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে; এমন শুভদিন বুঝি মানুষের জীবনে অতি অল্পই আসিয়া থাকে। আজিকার এই শুভ-মুহূর্ত্তে সমস্ত অন্তর দিয়া শুধু একটী প্রার্থনা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত প্রাণ দিয়া মায়ের নিকট বলিতে হইবে,—"মা, তুমি কমল-লোচনা, বিশালাক্ষী তুমি,—আমার আঁখিকে বিশাল কর, দৃষ্টি আমার বিশাল করিয়া দিও।"

এই বিশাল দৃষ্টির জন্য প্রার্থনা,—এই প্রার্থনাই ত আজ শুধু একমাত্র সত্য প্রার্থনা বলিয়া মনে হইতেছে। এ জীবনের কত শুভক্ষণে কত অমূল্য সম্পদ আসিয়াছিল, হৃদয় গুহাশায়ী চিন্তামণির 'নাচ দুয়ারে' কত হীরা মাণিক্য পড়িয়াছিল—শুধু চিনিতে পারিলাম না বলিয়াই ত সব হারাইলাম,—শুধু বিশাল দৃষ্টির অভাবেই সর্ব্বেশ্বর হইয়াও পথের ভিখারীর মত সারাজীবনটা শুধু দৈন্যই বহন করিয়া বেড়াইলাম। জন্মে জন্মে, জন্মান্তরে, কতবার তুমি আসিয়াছ—পিতারূপে, পুত্ররূপে ভ্রাতারূপে, বন্ধুরূপে শত্রুরূপে, মিত্ররূপে, প্রিয়রূপে, অপ্রিয়রূপে, জড়রূপে, চেতনরূপে, বহুরূপের ছদ্মবেশ পরিয়া কতবার তুমি আসিয়াছ, কিন্তু চিনি নাই তোমায় চিনি নাই,—তাই "নমস্তে বহুরূপায়" বলিয়া তোমার চরণে লুটাইয়া পড়ি নাই; শুধুই তোমায় অস্বীকার করিয়া নিরাকৃত করিয়াছি। এই যে তোমাকে "প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" বিত্ত হইতে প্রিয়তর, পুত্র হইতে প্রিয়তর, সর্ব্বস্ব হইতে প্রিয়তর জানিয়াও বারবার প্রত্যাখান করিলাম, এত শুধু দৃষ্টি আমার বিশাল ছিল না বলিয়া। এমনি করিয়া আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি আমাকে প্রতারিত করিল, আমি সংসারের শত তুচ্ছ লোষ্ট্রখণ্ডকে 'আমার আমার' বলিয়া আমিত্বের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীকে দিনের পর সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিলাম, আপনার চারিধারে গড়িয়া তুলিলাম ক্ষুদ্র অহমিকার অচলায়তন। আজ যে দিকেই চাহিতে যাই, দৃষ্টি আমার সেই অচলায়তনের পাষাণ প্রাচীরে বারবারই আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসে, আর সমস্ত অন্তর রুদ্ধ বেদনায় হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠে, "ভাঙ্গ এই পাষাণ প্রাচীর, মুক্ত কর আমার

দৃষ্টি, অল্প দেখিয়া দেখিয়া আমি অন্ধ হইলাম, ভূমার পানে আমায় চাইতে দাও।"

এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি লইয়া যখন জগতের দিকে চাই, তখনত ভদ্র দর্শন করিতে পাই না; শুধু অভদ্র, অশিব দর্শনের বিভীষিকা হৃদয়কে বেদনার্ত্ত করে। চারিদিকে দেখি, নীচতা, সঙ্কীর্ণতা; মানুষে মানুষে বিরোধ, জাতিতে জাতিতে বিরোধ, ভোগের উপকরণ লইয়া কাড়াকাড়ি, শবলুব্ধ গৃধ্রদের অশিব নিনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত; উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ও উলঙ্গ ব্যভিচার সমাজ বক্ষে নৃত্য করিতেছে; চারিদিকে আসুরী সভ্যতা অধ্যাত্ম সম্পদকে বর্জ্জন করিয়া শিবহীন যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত; সমস্ত মানব সমাজ যেন ছিন্নমস্তার মত আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়া আপনার শোণিত আপনি পান করিতেছে, আর তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। জগদ্ব্যাপী এই তাণ্ডবের ভয়াবহ দৃশ্যে হৃদয় কখনও রাজসিক কর্ম্মপ্রচেষ্টায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা তামসিক বিষাদের গুরুভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এমনি করিয়া অশুভ দর্শনের গ্লানিতে দৃষ্টি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, ভদ্র দর্শন, শিব দর্শনের সৌভাগ্য ত ঘটিয়া উঠিল না।

কিন্তু এই যে শুধু অশুভ দর্শন, ইহাও সম্যগ্ দর্শন নয়। খণ্ডকে দেখিলাম. পূর্ণকে দেখিলাম না; গতিকে দেখিলাম; স্থিতিকে দেখিলাম না; ছিন্নমস্তাকে দেখিলাম, কিন্তু যে অচল প্রতিষ্ঠ শিববক্ষে তাঁহার নর্ত্তন তাঁহাকে দেখিলাম না; বিনাশকে দেখিলাম, কিন্তু সমস্ত বিনাশের ইন্দ্রজালকে বক্ষে ধারণ করিয়া, অথচ সমস্ত কুহককে নিরস্ত করিয়া "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্" যে অবিনাশী পরম সত্য রহিয়াছেন, তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িল না। সেই যে দ্বা-সুপর্ণা,—দুইটী পক্ষী উর্দ্ধমুল অধঃশাখ বৃক্ষে বসিয়া রহিয়াছে, আমি দেখিতেছি তাহাদের একটীকে, যেটী নিম্নশাখায় বসিয়া স্বাদু-পিপ্পল ভক্ষণ করিতেছে, কিন্তু ঠিক তাহারই উর্দ্ধশাখায় যে আর একটী সুপর্ণ পক্ষী স্থির, নিশ্চল, দ্রষ্টৃরূপে বসিয়া রহিয়াছে, আপনার পূর্ণ মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল না।

তাইত আজ বিশাল দৃষ্টির জন্য এই প্রার্থনা। তাই আজ সুগভীর মর্ম্ম-কুহর হইতে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইতেছে,—"দাও সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি পাইয়া ভারতের শিশু নচিকেতা ত্রৈলোক্যের ভোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ কাচখণ্ডের মত দূরে ফেলিয়া দিল আর তাহার পরিবর্ত্তে প্রার্থনা করিল অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান—সেই

দৃষ্টি, যাহা পাইয়া একদিন ভারতের নারী মৈত্রেয়ী বলিতে পারিয়াছিলেন, যেনাহিং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্—যাহাতে আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব না—সে ঐশ্বর্য্য লইয়া আমার কি লাভ হইবে? দাও সেই দৃষ্টি—সেই "আততং চক্ষুঃ" যাহা তোমারি পরমপদকে "সদা পশ্যন্তি" করিতে পারে, উন্মুক্ত করিয়া দাও সেই প্রজ্ঞানেত্র,—সেই দেবচক্ষু—পলক যাহাতে পড়ে না, অচপল যার জ্যোতিঃ, অবারিত যার দর্শন। বিদ্যারূপী ব্রহ্মভারতী তুমি, আজ আমার কায়মনোবাক্যোত্থিত প্রার্থনা তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িতেছে, যেন দৃষ্টিবিশালাস্যাৎ, সমন্ত্রোমমদীয়তাম্—কোথায় ওগো বিশালাক্ষি, দৃষ্টি আমার বিশাল কর!

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ।
খুলনা।

জ্ঞান প্রবেশিক্ষা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা বটব্যাল)

সঙ্কল্প অর্থে প্রাণ বা মনকে বুঝায়, কারণ মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্পাত্মিকা, ইন্দ্রিয়গণ আবার স্ব স্ব উৎপত্তি ভূতের কার্য্য করে, যেমন আকাশ হইতে শ্রোত্র ও বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে ত্বক্ ও পাণীন্দ্রিয়, তেজ হইতে চক্ষু ও পাদেন্দ্রিয়, জল হইতে রসনা ও উপস্থ, পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ ও পায়ু উৎপন্ন হয়। উপস্থ শব্দে পুং বা স্ত্রী চিহ্নকে এবং পায়ু শব্দে গুহ্য দেশকে বুঝায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কেবল ক্রিয়া সাধন করে মাত্র। ইহাদের চালক প্রাণ। প্রাণ বিদ্যমান থাকিলেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টা শীল হয়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির কোনই চৈতন্য নাই। উহারা জড়। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে প্রাণের বিদ্যমানতা থাকিলেও প্রাণ অন্তর বহিস্থ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারে না এবং চালক অভাবে ইন্দ্রিয়গণও নিষ্ক্রিয়শীল হয়। যেমন চোর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ

করিয়া লইয়া গেলেও নিদ্রিত অবস্থাতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ কিছুই জানিতে পারে না। অতএব দেহের মতই প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণও অত্যন্ত জড় পদার্থ জানিবে।

ইন্দ্রিয়গণ ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের দ্বারা ক্রীয়াশীল হইয়া থাকে। রূপ রসাদি সূক্ষ্মভূত সকল ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য বিষয়। ইন্দ্রিয়গণে ঐ সকল গ্রাহ্য বিষয় উপভোগ জনিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য উত্থিত হয় এবং ইহারা সত্ত্ব রজঃ,তমঃ,গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ষড়বিধ ভাবকে ষড়রিপু বলে,এই ষড়রিপু দেহীর অন্তঃকরণে বিরাজিত থাকিয়া তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তির কার্য্য করে এবং দুরাকাঙ্খার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেহীকে কর্ম্মপাশে দৃঢ়াবদ্ধ করে। ঐ সকল ষড়রিপুকে বশীভুত করিতে হইলে ঈশ্বর উপাসনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধ্যান, সংকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য করা আবশ্যক। রিপুগণ মানবকে এমন দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যে মানব তাহার প্রতিরোধ করিতে প্রায়ই সক্ষম হয় না, জ্ঞানের দ্বারা ও বিষয়ের পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন দ্বারা রিপুগণকে বশীভূত করিবার অন্যতর উপায় জানিবে। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন যথা :—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি রস্যাধিষ্টানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২॥

ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

পুরুষের পাপাচরণের হেতু কি? শ্রীভগবান্ তদুত্তরে উপর্যুক্ত বাক্যামৃতের দ্বারা অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন যথা, কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে তাহা

ক্রোধরূপে পরিণত হয়, ইহা রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র উহাকেই মোক্ষ পথের বৈরী বলিয়া জানিবে॥ ৩৭॥ যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি, মলদ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে সেইরূপ কামদ্বারা ইহা অর্থাৎ বিবেক আবৃত হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

জ্ঞানীগণের চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ এই কামই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে॥৪০॥

অতএব তোমাকে বিমোহিত করিবার পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ কামকে পরিত্যাগ কর॥৪১॥

ইন্দ্রিয়গণ দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং ইন্দ্রিয় তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও তাহাদিগের প্রকাশক, এইজন্য ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত; মন ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি আছে এজন্য সঙ্কল্পাত্মক মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; আর যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা জানিবে॥৪২॥

দেহাভ্যন্তরে পাঁচটী কোষ বিদ্যমান রহিয়াছে যথা:—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। আত্মা এই পঞ্চকোষে সংক্রান্ত হইয়া অনন্ত জগতে বিভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জলাশয় শৈবালাচ্ছন্ন হইলে তন্মধ্যস্থ জল যেমন অপ্রকাশিত থাকে তদ্রূপ **আত্মা** স্বশক্তি হইতে সঞ্জাত অন্নময়াদি পঞ্চকোষ কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ প্রাপ্ত হন না। গুটিপোকা যেমন আপন কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে অবস্থান করিলেও তাহাকে দেখা যায় না সেইরূপ আত্মা কোষ মধ্যে থাকিলেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

এই শরীর অন্নরস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পিতৃ-মাতৃ-ভুক্ত অন্নরস হইতে এই শরীর সঞ্জাত। আবার অন্নরস দ্বারা ইহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। আর অন্নরস শূন্য হইলে শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহার নাম **অন্নময় কোষ**।

প্রাণ পাঁচপ্রকার যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বাক্, পানী, পাদ, উপস্থ ও পায়ুর সহিত মিলিত হইয়া **প্রাণময় কোষ** নামে অভিহিত হয়। পঞ্চপ্রাণ সম্বন্ধে পরে বিবৃত হইল।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যথা :—শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ একত্রিত হইলেই তাহাকে **মনোময় কোষ** বলা হয়। এই মনোময় কোষ হইতেই "আমি" "আমার" ইত্যাদি বিকল্পের উদয় হয় ও বিভিন্ন নামের দ্বারা বস্তু পরিচ্ছিন্ন ভাবের উদয় হইয়া মনোময় কোষে প্রকাশ পায়।

নিজ নিজ বৃত্তি সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ এবং তৎসঙ্গে বৃত্তি মিলিত হইয়া স্বয়ং কর্তৃরূপে বিজ্ঞান কোষ হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানময় কোষ পুরুষের সংসার রচনার কারণ জানিবে।

সংসার কাহাকে বলে ?

"সংসারতস্মাৎ।

মিথ্যা জ্ঞান জন্য সংস্কাররূপ বাসনায়াম্। ইতি সংসার।

প্রিয়া প্রিয় গুণযুক্ত নিজ অভিষ্ট প্রাপ্তির দ্বারা যে আনন্দ উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহা হইতে মনে প্রীতি হয় তাহারই নাম আনন্দকোষ।

শ্রুতি বা বেদ বাক্যের দ্বারা এই পঞ্চকোষকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত যিনি সাক্ষী ও জ্ঞান স্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন তাহাকে **আত্মা** বলিয়া জানিবে। **আত্মা** স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ। ইহা দেহাভ্যন্তরস্থ মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি এবং বাহ্য বিষয় সকলকে যথা, রূপ, রস, গন্ধ, ও শব্দকে প্রকাশ করেন। আত্মাকে প্রকাশ করেন এমন কোন পদার্থই নাই। আত্মার জ্যোতিতেই এই দৃশ্যমান পদার্থ সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে। দৃশ্যমান পদার্থ হইতে দ্রষ্টা পৃথক। এই ন্যায় অনুসারে আত্মা দেহাভ্যন্তরস্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং দৃশ্যমান পদার্থ সমুদায় হইতে যে পৃথক তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

শরীরাভ্যন্তরে পঞ্চপ্রাণ যথা :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, বায়ুরূপে বিভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের স্থিতি স্থান যথা :— হৃদদেশে স্থিত "প্রাণ"। তাহার ধর্ম্ম উচ্ছাস, নিশ্বাস, অশন ও পিপাসা।

গুহ্যদেশেস্থিত "অপান," তাহার ধর্ম্ম মল মূত্রাদি ত্যাগ করণ।

নাভি দেশে স্থিত "সমান"। তাহার ধর্ম্ম ভুক্ত অন্নপানাদি পরিপাক্ দ্বারা সার ও অসার ত্যাগ বিভাগ করণ।

কণ্ঠদেশেস্থিত "উদান" তাহার ধর্ম্ম ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করণ এবং বমন, হিক্কা, ও উদ্গীরণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

শাস্ত্র বলিতেছেন—এখন তোমার প্রকাশ রহিয়াছে শ্রীচণ্ডীতে শ্রীরামায়ণে, শ্রীগীতায় শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে। শ্রীভাগবত বলিতেছেন "কলৌ নষ্টদৃশামেব পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" নষ্টদৃষ্টি জনগণের হৃদয়ে তোমার প্রকাশের জন্য ভাগবত সূর্য্যের উদয় হইয়াছে—চণ্ডী রামায়ণ ইত্যাদির সম্বন্ধেও এই কথা।

পৃথিবী যখন অবতার শূন্য হয় তখন ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে শ্রীহরির প্রকাশ হয়। যেখানে ভাগবতগণ ঐ সব গ্রন্থ কীর্ত্তন করেন—আর যাহারা ভক্তিভরে শ্রবণ করেন সেখানে নিশ্চয়ই শ্রীহরি প্রাদুর্ভূত হয়েন।

অনেক জন্মের পুণ্যফলে শ্রীচণ্ডী শ্রীরামায়ণ শ্রীভাগবত ইত্যাদির শ্রবণ লাভ হয়, ভগবদ্‌ভক্তগণের দর্শন লাভ হয় এবং হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির উদয় হয়। ভাগবত বলিতেছেন—"কৃষ্ণ প্রকাশো ভক্তানাং শ্রীমদ্‌ভাগবদাদ্ভবেৎ" ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েন—চণ্ডী হইতে শ্রীমাতঃ প্রকাশিত হয়েন আর শ্রীরামায়ণ শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে শ্রীরাম সীতার প্রকাশ হয়।

ভক্তিগ্রন্থ পাঠে হরি কথায় রুচি লাগে। যদি মনে করিয়া থাক তোমার চেষ্টায় ইহা লাভ করিতে পারিবে—তবে তুমি ইহা ঠিক মনে কর নাই। চেষ্টাত করিতেই হইবে—কিন্তু যেমন তেমন চেষ্টায় হইবে না—যখন যখন চেষ্টা শিথিল হইবে, যখন যখন আলস্য ও অনিচ্ছা প্রভৃতি জড়তা তোমাকে আক্রমণ করিবে তখনই চুরাশি লক্ষ বারের জনন মরণ ক্লেশ জাগাইয়া মনকে কাতর করিতে হইবে—আলস্য জড়তা আসিলে ভাবিতে হইবে—এইত মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করিতেছে—প্রাণপ্রয়াণ সময়ে এই জড়তাই আমার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবে, সকল স্মৃতি লোপ করিবে। এখন যে জড়তা আসিয়াছে—এই জড়তার কালেও শেষ স্মৃতি আনিবার জন্য এখন হইতে বিপদকালে তাহার অভ্যাস চাই। ভাবিতে হইবে—এখনও ঠিক সেই অবস্থা আইসে নাই—ইহাই কিন্তু সেই অবস্থার আভাস। এই সময়ে দৃঢ় করিয়া ভাবিতে হইবে যে মরণ ত আছেই—কিন্তু যতক্ষণ সামর্থ্য আছে ততক্ষণ চেষ্টা করি—পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা জয় করিবার জন্য চেষ্টা করি—পুরুষকাররূপী ভগবান্‌ত আমাকে এখনও ত্যাগ করেন নাই—তাই মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া—মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে ভাবনা করিয়া আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" ইহা শাস্ত্রেরই অনুশাসন।

বলিতেছি চেষ্টাত করিতেই হইবে কিন্তু জানিতে হইবে রামের কৃপা ভিন্ন চেষ্টাও হইবে না—হরি কথায় রুচিও লাগিবেনা। কৃপাই মানুষের প্রধান সম্বল। যে জন ব্যথিত—যে জন চুরাশি লক্ষ জন্মের ক্লেশ ভাবিয়া আপনাকে বড় নিরাশ্রয় ভাবিতে পারে সেই কৃপা লাভের জন্য প্রথমেই সকল নিত্যকর্ম্ম—সকল লৌকিক কর্ম্ম করে। তাই বলিতেছি—রামের কৃপা লাভ কিরূপে হইবে? যখন স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না তখন দেখার স্থান অধিকার করিবে বিশ্বাস।

ধর্ম্ম জগতে বিশ্বাস অপেক্ষা বড় কথা নাই। বহু জন্মের শুভ কর্ম্ম ফলে মানুষ সংশয় শূন্য বিশ্বাসী হয়। কিছু না শুনিয়া, না জানিয়া বা না দেখিয়া বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হওয়া একটা রোগ বিশেষ। এটা জন্মে পাঁচজনে যাহাকে ভাল বলে তিনি যাহা করিতে বলেন আর অনেকে যাহা করে—তাই দেখিয়া হুজুগে মানুষ কর্ম্ম করে। ইহার ভিতরেও একটা ক্ষীণ বিশ্বাস থাকে তাহা কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই অবিশ্বাসে পরিসমাপ্ত হয় যখন মানুষ একটু বিচার করে বা বিচারের কথা শ্রবণ করে।

যিনি ভাল হইতে চান—যিনি সত্য সত্যই ভাল বুঝিয়া ভাল করিতে চান তিনি যখন হুজুগে মত্ত হন না। এইরূপ স্থলের বিশ্বাসই খাঁটি বিশ্বাস—ইহা হইতেই শ্রদ্ধা জন্মে—শ্রদ্ধা জন্মিলে ইহাই কর্ম্ম করায়, কর্ম্ম হইতে ভক্তি জন্মে, পরে চিত্তশুদ্ধি, অনুরাগ, ও জ্ঞান জন্মিয়া মানুষকে সংসার সাগর পার করিয়া দেয়।

তুমি কখন আমেরিকা দেখ নাই কিন্তু যাঁহারা ঐ দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়া তুমি বিশ্বাস কর আমেরিকা আছে। যাইবার ইচ্ছা হইলে তথায় যাওয়াও যায়। এইরূপ যাহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের চরিত্র, তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া মানুষ এই সমস্ত আপ্ত পুরুষকে বিশ্বাস করে, কাজেই তাঁহারা যাহা করিতে বলেন বিশ্বাস করিয়া তাহাই করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন।

ঋষিগণ এই আপ্তপুরুষ—ইঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ইঁহারাই শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা ভিতরে অনুভব করিয়াছেন তাহাই স্মরণ করিয়া বাহিরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্য বিশ্বাসী সাধক শাস্ত্রমত কার্য্য করিয়া আপ্তপুরুষের

বাক্যে ভিতরের অনেক কিছু অনুভব করেন। ইহাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যাহাদের বিশ্বাস সংশয় দোলায় দোদুল্যমান তাহাদেরও বিশ্বাসও জন্মাইতে পারা যায়।

তবেইত হইল শাস্ত্র বাক্য মত কার্য্য করিয়া যখন শাস্ত্রোক্ত ফল কিছু কিছু অনুভূত হয় তখন শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। মনে কর শাস্ত্রে পাওয়া যায়—"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ" অর্থাৎ মন্ত্রজপে সিদ্ধ হইলে যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার দর্শন হয়। দেবতা ঋষি সিদ্ধ পুরুষের দর্শন হয়!

"সমাধি সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ" অষ্টাঙ্গ যোগের মত ঈশ্বর প্রণিধানে সমাধি সিদ্ধি হয়। নাভিচক্রে, হৃদ্‌পদ্মে মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিতে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে কোন একস্থানে চিত্ত ধারণা কর—ইহাদের কোনস্থানে চিত্তকে কোন সুন্দর মূর্ত্তিতে একাগ্র কর, সেই মূর্ত্তির ধ্যান কর, পরে সমাধি কর অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধিরূপ সংযম কর কিছু অপূর্ব্ব দেখিবেই। নাসাগ্রে চিত্ত সংযম কর দিব্য-গন্ধ অনুভূত হইবে—সকলেই কিছুদিন ধরিয়া ইহা অভ্যাস করিলে ফল পাইবেনই। সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান হয়, নাভিচক্রে সংযম করিলে দেহের সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয়, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষের দর্শন হয়, আত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক এই জ্ঞানে সমাধি করিলে সাধক সর্ব্বজ্ঞ হন এবং সর্ব্বনিয়ামক হন। কোন এক প্রকার অবস্থা অনুভবে আসিলে শাস্ত্র বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যায়।

শাস্ত্র দেখিয়া এবং সৎসঙ্গ করিয়া বিশ্বাস করিতে হয় ঈশ্বর কি এবং তাঁহার কার্য্যই বা কি? ঈশ্বর হইতেছেন চৈতন্য। যখন তিনি আপনি আপনি থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। পরে ঈশ্বর বিশ্বরূপ ধারণ করেন এবং প্রতিবস্তুতে আত্মারূপে থাকেন এবং অবতারও গ্রহণ করেন। ঈশ্বর সমকালে নির্গুণ, স্বগুণ, অবতার। ইনিই আত্মা। আত্মা আছেন বা আমি আছি সকলেই ইহা অনুভব করেন। ক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলেই এই আত্মাই যে অবতার, ইনিই যে নির্গুণ, সগুণ এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তখন ইঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। সকলে করিতে পারে এইরূপ সাধনা হইতেছে সর্ব্বদা নাম করা। অধিষ্ঠান চৈতন্যের ভাবটি দৃঢ়রূপে ধারণা করিয়া নাম করিতে করিতে ঐ নামের সাহায্যে সকল বস্তুতেই যে চৈতন্য আছেন এই অনুভব আসিবে। বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া নাম করিতে করিতে নামীর কৃপা লাভ হইবেই।

তাই বলিতেছি আমকে জীবনে মরণে সাথী যিনি করিয়াছেন তিনি কৃপা

লাভের জন্যই সর্ব্বদা জপ করেন—শ্বাসে শ্বাসে জপ করেন। "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি" ইহাই সিদ্ধান্ত। আর তিনি নিত্য কর্ম্ম যাহা করেন তাহাও কৃপা-লাভের জন্য, স্বাধ্যায়াদি যাহা করেন তাহাও কৃপালাভের জন্য। নাম-সাধনার উপর শাস্ত্র বিশেষ জোর দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন—

নামেব তব গোবিন্দ ! কলৌ ত্বত্তঃ শতাধিকং।
দদাত্যুচ্চারণাৎ মুক্তিং বিনা চাষ্টাঙ্গ যোগতঃ॥

হে গোবিন্দ! তোমার নামই এই কলিকালে তোমা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। অষ্টাঙ্গযোগ ত মানুষ এই কালে করিতে পারে না কিন্তু অষ্টাঙ্গযোগ বিনাও এই কালে গোবিন্দ নাম সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতে করিতেই সংসার মুক্তি হইবেই।

সকল নাম সম্বন্ধেই এই একই কথা। ভগবানই যে বিশ্বরূপে—ভূর্ভুবঃস্বঃ-রূপে দাঁড়াইয়া আছেন ইহা ভাবনা করিয়া নাম করিলে না পাওয়া যায় এমন কিছুই নাই। রুদ্রজামলে পাওয়া যায়—

আরোগ্যস্য চ সম্পত্তে র্জ্ঞানস্য চ মহোদয়ে।
নামেদং পরমে হেতুর্মুক্তয়ে ভব সঙ্গিনাম্॥

যাহারা ভবসঙ্গী—যাহারা বড় দুঃখী—যাহারা সংসারী তাহাদের দুঃখমুক্তির বা সংসার মুক্তির হেতু হইতেছে এই নাম এই দুর্গা নাম, সর্ব্বদা জপ—ইহাতে আরোগ্য লাভ হয়, ইহা দ্বারা ধন সম্পত্তি আগমন করে—জ্ঞানের উদয় হয়। কি না হয়?

কলিকালে বিশেষেণ মহাপাতকিনামপি।
নিস্তার বীজং বিজ্ঞেয়ং নামং সংস্মরণং প্রিয়ে॥ রুদ্রজামল

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন হে প্রিয়ে! বিশেষ এই কলিকালে সম্যক্ রূপে নামস্মরণই নিস্তার বীজ—মহাপাতকী যাহারা তাহাদেরও নিস্তার কর্ত্তা এই নাম। রুদ্রজামল আরও বলিতেছেন—

পরদাররতোঽপি স্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকঃ।
সোঽপি পাপাৎ প্রমুচ্যেত যদি স্যাদতিপাতকী॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বাঙ্গনাগমঃ।
এতেভ্যোপি বিমুচ্যেত যদি নাম স্মরেৎ সুধী॥

পরদার রতও যদি হইয়া থাকে, ব্রহ্মস্যাপহরণাদিও যদি করিয়া থাকে, যদি অতি পাতকীও হয়—এমন লোকও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চুরীকরা, গুরুস্ত্রীগমন—যদি পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য উত্তম বুদ্ধি কাহারও হয় তবে নাম স্মরণেই—সর্ব্বদা নাম জপ করিব এই ব্রত ধারণ করিলে এই সমস্ত পাপ হইতে মানুষ মুক্তি লাভ করিবেই। জপের সম্বন্ধে তন্ত্র আরও বলিতেছেন—

অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যত্র কুত্রস্থলেঽপি বা।
গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্ বাপি যদ্বা তদ্বা বরাননে।
কুর্য্যাচ্চ মানসং ধর্ম্মং ন দোষোমানসে ক্বচিৎ॥
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠো জপযজ্ঞোমহেশ্বরি।
জপযজ্ঞে হি তিষ্ঠেদ্ যো বাহ্যে বা চান্তরেঽপি বা।
সর্ব্বদা পরমেশানি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

অশুচিই থাকুক বা শুচিই থাকুক—যেখানে সেখানে গমন সময়ে, বসিয়া থাকার সময়ে, নিদ্রাকালে বা যাহাতে তাহাতে মনে মনে জপ কর্ম্ম করুক—মানস ধর্ম্মে কোন দোষ হয় না। মহেশ্বরি! সকল কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জপ-যজ্ঞ। ভিতরে বা বাহিরে যে এই জপযজ্ঞ লইয়া সর্ব্বদা থাকে, পরমেশ্বরি! সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত—ইহাতে সংশয় নাই। মুণ্ডমালা তন্ত্রে পাওয়া যায়—

রুদ্রস্য চিন্তনাৎ রুদ্রো বিষ্ণুঃস্যাৎ বিষ্ণু চিন্তনাৎ।
দুর্গায়াশ্চিন্তনাৎ দুর্গা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মূঢ় দুর্ম্মতি॥
দেবী বিষ্ণু শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥

রুদ্র চিন্তায় রুদ্র হওয়া যায় বিষ্ণু চিন্তায় বিষ্ণু হয়, দুর্গা চিন্তায় দুর্গা হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই। যিনি শিব তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই বিষ্ণু—এখানে যে ভেদ ভাবে সে মানুষ মোহাচ্ছন্ন—সে মানুষ মন্দ বুদ্ধি। দেবীই বল বিষ্ণুই বল, শিবঃ রাম কৃষ্ণ ইত্যাদিকে একই ভাবিবে—যে ভেদ ভাবে সে রৌরব নরকে যাইবেই—ইহাতে সংশয় নাই।

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গা নাম পরং মন্ত্রম্।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি। জীবন্মুক্ত স মানবঃ॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা—এই পরম মন্ত্র যে সর্ব্বদা জপ করে—হে চণ্ডি! সেই মানুষ জীবন্মুক্ত—ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিচারেও দেখা যায় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। শক্তিও শক্তিমান্ একই। কাজেই যে নামেই তাঁহাকে ডাক মুক্ত হইবেই। নামী এক, নাম বহু।

কলিকালে নাম অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। নামের প্রতাপ কিরূপ ইহা আদি পুরাণে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন -

নামৈব শরণং জন্তো নামৈব জগতাং গুরুঃ।
নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাবনং পরম্॥
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশো জপঃ।
ন নাম সদৃশ ত্যাগো ন নাম সদৃশী গতিঃ॥
শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাপি গায়ন্তি নাম মঙ্গলং।
তেষাং মধ্যে পরংনাম বসেন্নিত্যং ন সংশয়ঃ।
যেন কেন প্রকারেণ নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ॥
শ্রমং বিনৈব গচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ॥

পরমধামে বড় আদরের সহিত বিনা শ্রমে নামই তোমাকে লইয়া যাইবেন। হেলায় শ্রদ্ধায় তুমি শ্রবণ মঙ্গল নাম গান কর—যেমন তেমন করিয়া নাম কর—তুমি সহজেই ভবসংসারসাগরের পরপারে সেই চিদানন্দ ধামে চলিয়া যাইবে।

এস এস—অর্জ্জুনের মত আমরাও বলি—

নমোঽস্তু নামরূপায় নমোঽস্তু নামজল্পিনে।
নমোঽস্তু নাম শুদ্ধায় নমো নামময়ায়চ॥

নাম জপ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গান এখানে সন্নিবেশিত করা হইল।

আমি সাগর সেচিয়া পেয়েছি অমিয়া অমূল্য পরশ মণি।
প্রাণের—অতুল আরাম প্রাণারাম নাম অতুল সুখের খনি।
এ নাম ক'রে কণ্ঠহার কণ্ঠেতে আমার রেখেছি কতনা করে।
আমি কতনা যতনে বুকভরা ধনে রাখিয়াছি বুকে ধরে॥
এ নাম রেখেছি শ্রবণে নয়নে নয়নে কতনা আদর করে।
এ নাম প্রণাম করেছি শিরেতে ধরেছি বার বার ভক্তিভরে॥

আমি সেবানন্দে মাতি, প্রেমানন্দে ভাসি কতকি বলিয়া ফেলি।
আমার হৃদি কুঞ্জবনে, পেয়ে প্রেম ধনে করি কত সুখে কেলি॥
সে যে সকল ভরিয়া উঠেছে ফুটিয়া জীবনের সব ভাগে।
এখন উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে সেইত পরাণে জাগে॥
সে যে কত সুখ দিতে আসিয়াছে চিতে এত কে জানিত আগে।
আমি যত সুধা খাই তত ম'জে যাই নব প্রেম অনুরাগে॥
এখন যায় যাক্ প্রাণ, নাহি জানি আন, নাম—কেবল নাম।
এবার নাম বুকে ধ'রে, অনায়াসে তরে, যাব সে আনন্দ ধাম॥

আহা! তুমি যে সর্ব্বদা আমায় দেখিতেছ—আকাশ হইয়া, বায়ু হইয়া, পর্ব্বত হইয়া, সাগর হইয়া, পৃথিবী হইয়া, সূর্য্য হইয়া, চন্দ্র হইয়া, নক্ষত্র হইয়া ফুল হইয়া, বৃক্ষলতা হইয়া, জীব জন্তু হইয়া—কি হইয়া নয় কিরূপে বলিব—বালক বালিকা, যুবক যুবতী, শত্রু মিত্র, ধনী দরিদ্র, গো মহিষ, কুকুর গর্দ্দভ—সব হইয়া তুমি যে "আমায় দেখিতেছ" চক্ষুর মধ্যেই তোমার প্রকাশ অত্যন্ত অধিক—তা মানুষের চক্ষুই হউক আর পশু বা পক্ষীর চক্ষুই হউক। যাহার চ'ক্ষে যখন দৃষ্টি পড়িবে তখনই বিশেষ ভাবে মনে করনা—তুমি দেখিতেছ।

একবার বলিয়াছি আবার বলি—পশু তুমি, পক্ষী তুমি, বৃক্ষ তুমি, লতা তুমি, ফুল তুমি, তারা তুমি, আকাশ তুমি, বায়ু তুমি—এ ভাবে তুমিকে ধরা ঠিক ধরা, হয় না—সকল সময়ে ইহাতে তোমাকে মনে রাখা যাইবে না—গল্পগুজবের সময়ে রাগ দ্বেষের সময়ে ইহা হারাইয়া যাইবে—দুই চারি দিন বহু চেষ্টায় মনে রাখিলেও এই রীতিতে সর্ব্বদা স্মরণ হইবে না—যেমন এটি চৈতন্য, সেটি চৈতন্য, ওটি চৈতন্য এই ভাবে জগতের সমস্ত বস্তুই সেই চৈতন্য—এই দরিদ্রটি নারায়ণ, ঐ দরিদ্রটি নারায়ণ, সে দরিদ্রটি নারায়ণ এই ভাবে দরিদ্র নারায়ণ ভাবনা,—বিচারের রীতি নহে সেইরূপ।

চিন্মাত্রং চেতনং বিশ্বমিতি যজ্জ্ঞাতবানসি।
ন কিঞ্চিদেব বিজ্ঞাতং ভবতা ভবনাশম্॥

এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের সকল বস্তুকেই যদি চিন্মাত্র চৈতন্য বলিয়া অবগত হইয়া থাক—যদি এই ভাবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবনা করিতে যাও তাহা হইলে তুমি ভবনাশের উপায় কিছুমাত্রও জানিতে পার নাই। যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে—ইহা ভিতরে কৃষ্ণ ভাবনা সর্ব্বদা যিনি না করিয়াছেন

তাঁহার যেমন হয় না সেইরূপ ভিতরে চিৎকে ধরিয়া তাহাতে তন্ময় হইতে না পারিলে সব তুমি সব তুমি শুধু বলায় হইবে না। ভিতরে সর্ব্বদা না ভাবিতে পারিলে "তোমায় আমায় দুটো মুখের কথায় হবে কি গো পরিচয়"—এ পরিচয় হইবে না। পরিচয় না হইলে তুমি যে কৃপা করিতেছ তাহার অনুভবও হইবে না আর 'নামে রুচি'তে ডুবিয়াও থাকিতে পারিবে না।

শ্রীরামগীতা আলোচনায় রাম নামের কথা এখন বলিতে হয়।

বলিতেছি সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে রাম কি ইহাও জানিয়া লইতে হয়—জানিয়া লইতে হয়—

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ—
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণাম হীনো
মায়ানুগতো হি তথা বিভাতি॥

জগতের যত কিছু কার্য্য প্রকৃতিস্বরূপিণী সীতাই করেন—আর সমস্তই রামে আরোপিত হয় "এবমাদীনি কর্ম্মাণি ময়ৈব চারিতান্যপি—আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্ নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি" অজ্ঞ ব্যক্তি নির্ব্বিকার সর্ব্বজগদাত্মা রামে সমস্ত আরোপ করে কিন্তু বাস্তব পক্ষে রাম কোথাও গমন করেন না—কোথাও বসিয়া নাই—কোন কিছুই শোক করেন না কোন কিছুই পাইবার আকাঙ্ক্ষাও করেন না, কোন কিছুই ত্যাগও ইহার নাই কোন কিছুই ইনি করেন না। ইনি আনন্দমূর্ত্তি, অচল, সর্ব্ববিকার শূন্য বলিয়া ইহার পরিণাম নাই—তবে যে ইহাকে চলিতে ফিরিতে দেখা যায় ইহা কি? রামের শক্তি—মায়া রামে ভাসিয়া রাম চৈতন্যে দীপ্তা হইয়া রামকেই যেন লইয়া কতকি করেন আর মনে হয় যেন মায়ার বহু আকারে রামই আকারিত হইয়াছেন। ভগবান্ অত্রি আরও বিশদরূপে বলিতেছেন—

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুর মানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্ত্বত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া॥

রাম তুমিই সব লোক সৃষ্টি করিয়া—ঐ লোক সকল রক্ষা করিবার জন্য দেবতা মনুষ্য তির্য্যগ দেহ ধারণ করিয়াছ—তোমার সুর দেহ বামনাদি, মনুষ্য দেহ রাম কৃষ্ণাদি, তির্য্যগ দেহ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি আর আত্মারূপেও তুমি সর্ব্বদেহধারী—এই সমস্ত দেহ তুমিই ধারণ করিয়াছ। কিন্তু কোন দেহের গুণে তুমি লিপ্ত নও। সকলের মোহ উৎপাদন করেন যে মায়া সেই মায়া তোমার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত—কারণ তোমার জ্ঞানে মায়ার অজ্ঞান সর্ব্বদাই প্রতিহত। রজ্জুর জ্ঞানে যেমন সর্প ভাসা থাকে না সেইরূপ।

১-১৯] স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন ॥১৯

স ঘোষো নভশ্চ=সঃ+ঘোষঃ+নভঃ+চ ॥ চৈব=চ+এব ॥ তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্=তুমুলঃ+অভ্যনুনাদয়ন্ ॥

চ—এবং
সঃ—সেই
তুমুলঃ ঘোষঃ—অতি ভৈরবঃ—শঙ্খনাদঃ
অতি ভয়ঙ্কর শঙ্খশব্দ
নভঃ—অন্তরীক্ষং আকাশ
চ—ও
পৃথিবীম্—পৃথিবীকে

এব—ও
অভ্যনুনাদয়ন—প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্
ধ্বনিত করিয়া
ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্—ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের
হৃদয়ানি—অন্তকরণানি, বক্ষাংসি চ
হৃদয় সকল
ব্যদারয়ং—বিভেদ ;
হৃদয়বিদারণ তুল্যম্ ব্যথাংজনিতবান্; বিদার্ণ করিয়াছিল।

আকাশ ও পৃথিবীকে তুমুলরূপে ধ্বনিত করিয়া সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥১৯

১-২০] অথব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তেশাস্ত্রসম্পাতেধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

ধনুরুদ্যম্য=ধনুঃ+উদ্যম্য ॥ বাক্যমিদমাহ=বাক্যম্+ইদম্+আহ ॥

মহীপতে—হে রাজন্
অথ—অনন্তরং
অনন্তর
কপিধ্বজঃ—কপিধ্বজ
পাণ্ডবঃ—অর্জ্জুন
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে
ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা—সমরার্থে অবস্থিতান্ সমরার্থ অবস্থিত দেখিয়া
শাস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে—শস্ত্রনিক্ষেপপ্রারম্ভকালে
অস্ত্রপাত অভিপ্রায়ে

ধনুঃ—গাণ্ডীব
গাণ্ডীব
উদ্যম্য—উত্তোল্য
উত্তোলন করিয়া
তদা—তৎকালে
সেই সময়ে
হৃষীকেশম্—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে
ইদম্—এই
বাক্যম্—বাক্য
আহ—উক্তবান্
বলিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর দুর্যোধনাদি রাজন্যবর্গকে সমরার্থ অবস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্রপাত অভিপ্রায়ে ধনু উত্তোলন পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥ ২০

১-২১-২৩] অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যেরথংস্থাপয়মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহংযোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধে যুদ্ধে প্রিয় চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে= সেনয়োঃ+উভয়োঃ+মধ্যে ॥ যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং= যাবৎ+এতান্+নিরীক্ষে+অহম্ ॥ যোদ্ধুকামানবস্থিতান্=যোদ্ধুকামান্+অবস্থিতান্ ॥ কৈর্ম্ময়া=কৈঃ+ময়া ॥ যোদ্ধব্যমস্মিন্=যোদ্ধব্যম্+অস্মিন ॥ যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহংয=যোৎস্যমানান্+অবেক্ষে+অহম্+যে ॥ এতেঽত্র=এতে+অত্র ॥ দুর্ব্বুর্দ্ধেযুদ্ধে=দুর্ব্বুদ্ধেঃ+যুদ্ধে।

অচ্যুত—হে অচ্যুত!
মে—মম
আমার
রথম্—রথ
উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে—উভয় সেনার মধ্যে
স্থাপয়—স্থাপন করুন
যাবৎ—যতক্ষণ
অহম্—আমি
এতান্—এই
যোদ্ধব্যম্—যুদ্ধ করিতে হইবে
দুর্ব্বুদ্ধেঃ—কুধিয়ঃ দুর্ব্বুদ্ধি
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য—দুর্য্যোধনের
যুদ্ধে—যুদ্ধে
প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছবঃ কল্যাণেচ্ছু
যে—যে যে
এতে—এই সকল রাজগণ

অবস্থিতান্—অবস্থিত
যোদ্ধুকামান্—যুদ্ধকামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে
নিরীক্ষে—উত্তমরূপে দেখিয়া লই
অস্মিন্—এই
রণসমুদ্যমে—যুদ্ধোদ্যোগে যুদ্ধরূপ ব্যাপারে
ময়া—আমাকে
কৈঃ—কাহার কাহার সহিত
অত্র—এই সেনাতে
সমাগতাঃ—সমাগত হইয়াছে
[তান]—ঐ
যোৎস্যমানান্—নতুশান্তিকামান্ যুদ্ধকারীগণকে
অহম্—আমি
অবেক্ষে—দ্রক্ষামি
দেখি

হে অচ্যুত! এই রণোদ্যমে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে? যে পর্য্যন্ত আমি যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ না করি, তাবৎ উভয় সেনামধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। কুবুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে সমস্ত রাজা এই কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত, সেই সকল যুদ্ধকামী দিগকে যতক্ষণ না দেখি, তাবৎ উভয় সেনামধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।

১-২৪-২৫ । সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনায়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫

সঞ্জয় উবাচ = সঞ্জয়ঃ + উবাচ॥ এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন = এবম্ + উক্তঃ + হৃষীকেশঃ + গুড়াকেশেন॥ সেনায়োরুভয়োর্ম্মধ্যে = সেনয়োঃ + উভয়োঃ + মধ্যে॥ সর্ব্বেষাঞ্চ = সর্ব্বেষাম্ + চ॥ পশ্যৈতান্ = পশ্য + এতান্॥ কুরূনিতি = কুরূন্ + ইতি॥

ভারত—হে ধৃতরাষ্ট্র
গুড়াকেশেন—জিতনিদ্রেন সর্ব্বদা অপ্রমত্তেন অর্জ্জুনেন
জিতনিদ্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক
এবম্—এইপ্রকার
উক্তঃ—আদিষ্টঃ
কথিত হইয়া
হৃষীকেশঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ামকঃ
ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

রথোত্তমম্—অগ্নিদত্তং দিব্যং রথং
উত্তমরথ
স্থাপয়িত্বা— স্থাপন করিয়া
ইতি—এইরূপ
উবাচ—কহিলেন
পার্থ—হে পার্থ,
এতান্—এই
সমবেতান্—ভবদ্ভিঃ সার্দ্ধং— যুদ্ধার্থ মিলিতান্
সমবেত

উভয়োঃ—উভয়

সেনয়োঃ—সেনার

মধ্যে—মধ্যস্থলে

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ—ভীষ্ম
দ্রোণয়োঃ সম্মুখে
ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে

চ—এবং

সর্ব্বেষাম্—সকল

মহীক্ষিতাম্—রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ
রাজগণের সম্মুখে

সন্মিলিত

কুরূন্—কুরুবংশ প্রসূতান্
কুরুগণকে

পশ্য—দেখ।

সঞ্জয় কহিলেন—হে রাজন্! গুড়াকেশ হৃষীকেশকে এইরূপ বলিলে তিনি উভয় সেনামধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ এবং সমুদায় রাজন্যবর্গের সম্মুখে মহারথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ! এই সমবেত কুরুদিগকে অবলোকন কর॥ ২৪॥২৫

১-২৬] তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২৬

তত্রাপশ্যৎ=তত্র+অপশ্যত॥ পিতৄনথ=পিতৄন্+অথ॥ সখীংস্তথা=সখীন্+তথা॥ সুহৃদশ্চৈব=সুহৃদঃ+চ—এব॥ সেনয়োরুভয়োরপি=সেনয়োঃ+উভয়োঃ+অপি॥

অথ—অনন্তরং
অনন্তর

পার্থ—পৃথাপুত্র অর্জ্জুন

তত্র—সেই সৈন্য দর্শনে

উভয়োঃ অপি সেনয়োঃ—উভয়
পক্ষেরই সেনাতে

মাতুলান্—মাতুলগণকে

ভ্রাতৄন্—ভ্রাতাগণকে

পুত্রান্—পুত্রগণকে

পৌত্রান্—পৌত্রগণকে

তথা—এবং

সখীন্—বয়স্যান্
মিত্রগণকে

স্থিতান্—স্থিত
পিতৄন্—পিতৃব্যান্
পিতৃব্যগণকে
পিতামহান্—পিতামহগণকে
আচার্য্যান্—আচার্য্যগণকে
শ্বশুরান্—শ্বশুরগণকে
চ—আর
সুহৃদঃ—কৃতোপকারান্
সুহৃদগণকে
এব—ও
অপশ্যৎ—দেখিলেন।

পার্থ সেই স্থানে উভয় সেনামধ্যে অবস্থিত পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, এবং সুহৃদগণকে অবলোকন করিলেন ॥ ২৬

১-২৭] তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

স কৌন্তেয়ঃ—সঃ+কৌন্তেয়ঃ। বন্ধূনবস্থিতান্=
বন্ধূন+অবস্থিতান্॥ পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ=
পরয়া+আবিষ্টঃ+বিষীদন্+ইদম্+অব্রবীৎ॥

সঃ কৌন্তেয়ঃ—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন
অবস্থিতান্—সেনাদ্বয়ে ব্যবস্থিতান্
রণস্থলে অবস্থিত
তান্ সর্ব্বান্—সেই সকল
বন্ধূন্—বন্ধুগণকে
সমীক্ষ্য—অবলোক্য দেখিয়া
পরয়াকৃপয়া আবিষ্টঃ—পরম কৃপা-
পরবশঃ সন্
অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া
বিষীদন্—বিষাদং—
প্রাপ্নুবন্
কর্ম্ম করিতে করিতে।
ইদম্—এই কথা
অব্রবীৎ—বলিলেন।

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন রণস্থলে অবস্থিত সেই সমস্ত সুহৃদ্বর্গকে অবলোকন করিয়া অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া শোক করতঃ এইকথা বলিলেন ॥২৭

অর্জ্জুন উবাচ—

১—২৮] দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮

দৃষ্ট্বেমান = দৃষ্ট্বা + ইমান্ = সমবস্থিতান্ ॥ সম্যগ্ + অবস্থিতান্ ॥

কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ	মম—মদীয়ানি
ইমান্—এই	গাত্রানি—কর চরণাদীনি অঙ্গ সকল
যুযুৎসূন্ স্বজনান্—যোদ্ধুমিচ্ছবঃ	সীদন্তি—নিশ্চেষ্টানি ভবন্তি
স্বজনান্ যুদ্ধেচ্ছু স্বজনগণকে	শিথিল হইতেছে।
সমবস্থিতান্—পুরতঃসম্যগ	চ—আর
অবস্থিতান সম্মুখে অবস্থিত।	মুখম্—মুখ [ও]
দৃষ্ট্বা—দেখিয়া	পরিশুষ্যতি—শুষ্ক হইতেছে।

অর্জ্জুন বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! যুদ্ধে এই স্বজনগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥২৮

১—২৯] বেপথুশ্চশরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯

বেপথুশ্চ = বেপথুঃ + চ ॥ রোমহর্ষশ্চ = রোমহর্ষঃ + চ ॥ ত্বক্‌চৈব + ত্বক্ + চ + এব ॥

চ—এবং	হস্তাৎ—হাত হইতে
মে—মম আমার	গাণ্ডীবম্—গাণ্ডীবধনু
শরীরে—শরীরে	স্রংসতে—নিপতি পড়িয়া যাইতেছে
বেপথুঃ—কম্পঃ কম্প	চ—আর
চ—আর	ত্বক্—ত্বগিন্দ্রিয়
রোমহর্ষঃ—রোমাং গাত্রেষু পুলকিতত্বম্ রোমঞ্চঃ—রোমাঞ্চ	এব—ও
জায়তে—হইতেছে	পরিদহ্যতে—সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে অত্যন্ত জ্বলিতেছে।

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্মও দগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

১—৩০] ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০

শক্নোম্যবস্থাতুং—শক্নোমি+অবস্থাতুম্ ॥ ভ্রমতীব=ভ্রমতি+ইব ॥

মে—আমার

মনঃ—মন

চ—ও

ন শক্নোমি—সমর্থ হইতেছিনা

কেশব—হে কেশব

নিমিত্তানি—দুর্লক্ষণগুলি

চ—ও

বিপরীতানি—অনিষ্ট সূচকানি বিপরীত

পশ্যামি—অনুভবামি দেখিতেছি।

হে কেশব! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার মন ও যেন ঘুরিতেছে, আমি বিপরীত দুর্লক্ষণ সকল দেখিতেছি ॥৩০॥

১—৩১ ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১

শ্রেয়োঽনুপশ্যামি শ্রেয়ঃ+অনুপশ্যামি ॥ স্বজনমাহবে=স্বজনম্+আহবে ॥

আহবে—যুদ্ধে

স্বজনম্—নিজজনকে

হত্বা—বধ করিয়া

শ্রেয়ঃ—পুরুষার্থং কল্যাণ

চ—ও

ন অনুপশ্যামি—দেখিতেছিনা।

কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ (আমি)

বিজয়ম্—বিজয়

ন কাঙ্ক্ষে—চাহিনা

চ—এবং

রাজ্যম্—রাজ্য

চ—আর

সুখানি—সুখ (ও)

(নকাঙ্ক্ষে)—চাহিনা

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শুভ ও দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় চাহিনা ॥৩১

১—৩২—৩৫ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩২
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ স্যালাঃ সম্বন্ধিন স্তথা।
এতান্নহন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪
অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতি স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫

ভোগৈর্জীবিতেন=ভোগৈঃ+জীবিতেন ॥ যেষামর্থে=যেষাম্+অর্থে ॥ নো রাজ্যং=নঃ+রাজ্যম্ ॥ ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে=তে+ইমে+অবস্থিতাঃ+যুদ্ধে ॥ প্রাণাংস্তক্ত্বা=প্রাণান্+ত্যক্ত্বা ॥ পুত্রাস্তথৈবচ=পুত্রঃ+তথা+এবচ ॥ সম্বন্ধিন স্তথা=সম্বন্ধিনঃ+তথা ॥ এতান্নহন্তুমিচ্ছামি=এতান্+ন+হন্তুম্ ইচ্ছামি ॥ ঘ্নতোঽপি=ঘ্নত+অপি ॥ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ=ধার্ত্তরাষ্ট্রন্+নঃ ॥ স্যাজ্জনার্দ্দন=স্যাৎ+জনার্দ্দন ॥

গোবিন্দ—হে গোবিন্দ
নঃ—অস্মাকং
আমাদিগের
রাজ্যেন—রাজ্যে
কিম্—কি [প্রয়োজন]
বা—অথবা

ভোগৈঃ—সুখৈঃ
ভোগে [ও]
জীবিতেন—জীবিত সাধনেন
জীবনে [ইবা]
কিম্—কি [প্রয়োজন]
যেষাম্—বন্ধূনাম্
যাহাদের

অসুরাধীশ ত্রিভুবনের রাজত্ব করিতেছিলেন কিছু কাল পরে বসন্তে পুষ্পলতা উঙ্কুর উদ্গমনের ন্যায় তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মিল। সহস্র সূর্য্যের ন্যায় অতি তেজস্বী বালকগণ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—তাহারাও বিক্রমে সুরলোক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল। মহামূল্য মণি সকলের মধ্যে কৌস্তুভ মণি যেমন, সেইরূপ দশ ভ্রাতার মধ্যে প্রহ্লাদ বলে ও সাধু স্বভাবে সর্ব্বপ্রথম হইয়া উঠিলেন। প্রহ্লাদকে যুবরাজ করিয়া হিরণ্য কশিপু বসন্তকালে সমগ্র বৎসর যেরূপ শোভাপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইলেন।

পুত্র সহায় সম্পন্ন, বল কোশ সমন্বিত দৈত্যরাজ ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক গণ্ড-স্থলে ত্রিধা মদক্ষরণকারী মাতঙ্গের ন্যায় মদমত্ত হইয়াছিল। ত্রিজগৎ বিজৃম্ভমাণ তাঁহার প্রতাপে—তাঁহার পীড়নে এবং কল্পান্ত সূর্য্যগণ যেমন তাঁহাদের নিত্য অভিনব করশ্রীতে—কিরণ কান্তিতে পৃথিবী শোষণ করেন সেইরূপ কর গ্রহণে সূর্য্য ইন্দু প্রমুখ দেবতাগণ নিতান্ত তাপিত হইতে লাগিলেন, যেমন দুর্দ্দান্ত বালকের উৎপীড়নে তদীয় বন্ধুবর্গ সাতিশয় উদ্বেগ প্রাপ্ত হন সেইরূপ। তখন দেবতাগণ সেই দৈত্যেন্দ্র ইভপতি—দৈত্যেন্দ্রগজরাজের বিনাশের জন্য নারায়ণের সকাশে প্রার্থনা করিলেন "ন ক্ষমন্তে মহান্তোপি পৌনঃ পুন্যেন দুষ্ক্রিয়াম্। ১২।" মহৎব্যক্তিও দুর্জ্জনগণের পুনঃ পুনঃ দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করেন না। তদনন্তর মাধব সেই মহাসুর "হিরণ্যকশিপুং অহন্ হতবান" হিরণ্য কশিপুকে বধ করিলেন। বধ করিবার জন্য তাহাকে ভয়ানক নারসিংহ বপু ধারণ করিতে হইল। প্রলয় বিধ্বস্ত জগন্মণ্ডলে যেমন ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত হয় সেইরূপ ঘোর ঘর্ঘরধ্বনি করিয়া তিনি জৃম্ভন করিতে লাগিলেন। দিগ্গজের দন্ত সদৃশ নখসমূহের শব্দে যেন বজ্রনিষ্পেষ উত্থিত হইল। তাঁহার স্থির বিদ্যুল্লতা জালের ন্যায় উজ্জ্বল দন্ত পঙ্ক্তি। তাঁহার কর্ণকুণ্ডল দশদিক্ কোটর উজ্জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। ইহাঁর উদর সমস্ত কুলাচলকে পিণ্ডীকৃত করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ বিশাল। ইঁহার বাহু বৃক্ষের বিধূননে ব্রহ্মাণ্ডখর্পর যেন বিদীর্ণ হইতে ছিল। তাঁহার বদন হইতে উদর নিষ্ক্রান্ত শ্বাসবায়ু যেন পর্ব্বতসমূহকে স্থানভ্রষ্ট

করিতে লাগিল। ত্রিজগৎ দহনক্ষম কল্পাগ্নি সদৃশ কোপাগ্নি দ্বারা তিনি মহাগর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিলেন, বিকট জটামণ্ডিত তাঁহার স্থূল স্কন্ধ দেশের স্পন্দন সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত কম্পিত করিতেছিল। তাঁহার লোমকূপ নির্গত বহ্নিকণা পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হইল। তিনি যেন কুলাচল সকল উৎখাত করিয়া মহাকুড্য দিকসমূহে রচনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত অবয়ব হইতে পট্টীশ পাশ তোমরাদি আয়ুধ সকল নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল।

এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবান্ বিকটরবে হস্তীর তুরঙ্গ বধের ন্যায় সেই মহাসুরকে বধ করিলেন। কল্পান্তকালে প্রলয়াগ্নি যেমন জগৎদগ্ধ করে সেইরূপ সেই নরসিংহ বিষ্ণুর নেত্রানলে পুরবাসী দৈত্যগণ দগ্ধ হইয়া গেল। এই নৃসিংহ মারুত অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইলে জগৎ একার্ণবাকুল জগতের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে পুর্ণ হইল—দানবগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহু দৈত্য দিকদাহ জ্বালায় মশকের ন্যায় অদৃশ্য হইল—হতপ্রভ দীপ যেরূপ হয় সেইরূপ। দৈত্যগণ পলায়ন করিতেছে—অন্তঃপুর মণ্ডল দগ্ধ হইতেছে আর তখন পাতাল তল কল্পক্ষুণ্ণ জগতের মত হইয়া উঠিল। অকাল মহাপ্রলয়ের ন্যায় সেই ভীষণ মহাযুদ্ধে দৈত্য কুল বিনাশ করিয়া, দৈত্যবধে আশ্বস্ত দেবত গণ দ্বারা পূজিত হইয়া শ্রীহরি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রহ্লাদ পরিপালিত দিতিপুত্রগণ শুস্ক সরোবরে পক্ষী আগমনের ন্যায় সেই দগ্ধ পুরীতে ফিরিয়া আসিল। তাহারা বান্ধবগণের জন্য বিলাপ করিয়া মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক সৎকার করিল। যাহাদের বন্ধুবান্ধবসমূহ অগ্নি দগ্ধ হইয়াছিল ও যুদ্ধে হত হইয়াছিল. হতাবশিষ্ট সেই আত্মীয় স্বজনকে অপর সকলে আসিয়া ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করিল। নিশ্চেষ্ট অতএব চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত প্রহ্লাদাদি অসুরনায়কগণ শোকতপ্তমনে দগ্ধপত্রশাখ দ্রুমের ন্যায় এবং হিমক্লিষ্ট পঙ্কজের ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইল।

উপশম ৩১

প্রহ্লাদের বিষাদযোগে আপন শরীরকে নারায়ণ শরীর ভাবনা।

বশিষ্ঠ—শ্রীহরি প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলেন, প্রহ্লাদ দুঃখে নিতান্ত কাতর। তিনি মৌনী। যেখানে দানব নিহত হইয়াছে সেই পাতাল কোটরে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়! আমাদের কি উপায় হইবে? অসুর বৃক্ষের যে অঙ্কুর যখন যখন তীক্ষ্ণাগ্র হয়—যখন যখন সম্পদ পল্লবোদ্গম ক্ষম হয় তখন তখনই হরি রূপ শাখামৃগ উহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। পাতালে কখনই দোর্দ্দণ্ড অসুরেরা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না—যেমন উদ্ভিন্ন অর্থাৎ অঙ্কুরিত বীর্য্য বিকসিত পদ্ম হিমাচলে স্থায়ী হয় না সেইরূপ। ভাস্বরাকারে—উজ্জ্বল আকারে ঘোর গর্জ্জনে দৈত্যগণ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু পরাক্রম প্রকাশের সময়েই সাগরতরঙ্গের মত সমুদ্রবক্ষে উঠিয়াই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কষ্টং ইতি খেদে—হা কষ্ট! রাজ্যাদি বাহ্য সম্পদরূপ আলোক এবং উৎসাহ হর্ষ প্রসাদসুখ ও বিশ্রান্তিরূপ আভ্যন্তর আলোক বিশেষরূপে প্রকাশ হইতে না হইতেই সমগ্র আলোক অপহরণশীল অপূর্ব্ব তিমির ভ্রমররূপী রিপু সকল অর্থাৎ দেবগণ প্রোঢ়িতা অর্থাৎ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। নিশীথকালে কমলের আকর—অর্থাৎ পদ্মবন সকল খেদ প্রাপ্ত হয়—কমলগণের হৃদয় অন্ধকারে পূর্ণ হয়, তাহাদের পত্র সম্পদ—পাপড়া সকল সঙ্কুচিত হয়—আমাদেরও সুহৃদ্গণেরও এই অবস্থা। প্রণাম কালে পিতার পাদপীঠ মর্দ্দক দেবতাগণ দ্বেষ কলুষিত হৃদয়ে পিতার অধিকৃত দেশ সকল আক্রমণ করিতেছে, মৃগ যেমন সিংহের বন আক্রমণ করে সেইরূপ উদ্যমহীন, শ্রীহীন, দীন, হৃদয়ের দুঃখ যাহাদের মুখে প্রকাশিত সেইরূপ বান্ধবগণ, প্লুষ্টদল অর্থাৎ গ্রীষ্ম দগ্ধপত্র পদ্মের ন্যায় অশোভনীয়। অবিরত অনিলদ্বারা উৎপাৎ বায়ুদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভস্মরূপ নীহার

দ্বারা অসুরগণের গৃহ ধূপধূম ভরিত হইয়া আর শোভা পাইতেছে না। দ্বার কপাট শূন্য দৈত্যগণের অন্তঃপুর ভিত্তিতে নব নব যবাঙ্কুর জন্মিয়া যেন পূর্ব্বকার মরকত প্রভা ছড়াইতেছে। সুমেরু পর্ব্বতরূপ নলিনী মর্দ্দনক্ষম মদমত্ত মাতঙ্গ মত দানবগণও আজ পূর্ব্বের দেবতাগণের ন্যায় দীন হীন হইল। অহো! বিধির অসাধ্য ত কিছুই নাই। শুষ্কপত্র শব্দেও মনে মনে শত্রু আসিতেছে এই ভয়ে ভীত হইয়া অসুর বধূগণ ভীতা চকিতা ত্রস্তা হইতেছে—বনের মৃগ দৈবাৎ গ্রামে আসিয়া পড়িলে যেরূপ হয় সেইরূপ।১২।

যে সকল বৃক্ষ অসুর রমণীগণের কর্ণালঙ্কারের জন্য রত্নগুলুচ্ছকা-রত্নগুচ্ছ-রত্নস্তবক প্রসব করিত আজ সেই সকল বৃক্ষ নরসিংহ কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থানুর মত দাঁড়াইয়া আছে। যে সকল কল্পতরু শাখা পত্রে অলৌকিক বস্ত্রাদি প্রসব করিত, রত্নস্তবকশালী সেই সকল উন্নত বৃক্ষ পুনরায় নন্দন বনে রোপিত হইতেছে। পূর্ব্বে অসুরেরা বন্দীকৃত দেবতাগণের স্ত্রীদিগের মুখ দেখিয়া প্রশংসা করিত আজ দেবতাগণ বন্দিনী অসুর রমণীগণের উজ্জ্বল মুখ দেখিতেছে। আমার মনে হইতেছে সুর হস্তীদিগের গণ্ড হইতে মদস্রাব শৈলসানু হইতে নদী নিস্রাবের ন্যায় নির্গত হইতে আরম্ভ করিবে আর আমাদের মত্ত হস্তীর গণ্ডস্থ মদ শুষ্ক হইয়া শুষ্ক মরুখণ্ডের ধূলিপটলের ন্যায় উত্থিত হইবে। বিকসিত শুভ্র-বর্ণ পারিজাত কুসুমের সপরাগ মকরন্দ রঞ্জিত সুখস্পর্শ বায়ু যাহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিত সেই মেরুশিখর তুল্য দানবগণ আজ কোথায়? দানবান্তঃপুরবাসযোগ্যা সুর গন্ধর্ব্ব সুন্দরীসকল অদ্য সুমেরু পর্ব্বতে অর্থাৎ স্বর্গে লতার মঞ্জরী না হইয়া পাদপ মঞ্জরীর মত অশোভন হইয়াছে। অহো! কি কষ্ট! পিতার পুরন্ধ্রী সকলের বিলাস অঙ্গভঙ্গী—আজ শুষ্ক কমলিনীর ন্যায় নীরস হইয়াছে আর তাহা সুর-নারী সকলের লাস্যলীলার নিকটে নৃত্য লীলার নিকটে উপহাস প্রাপ্ত হইতেছে। হায় কষ্ট! পূর্ব্বে যাহাদিগের যে চামরে আমার পিতা উপবীজিত হইতেন সেই চামর লইয়া আজ তাহারাই স্বর্গে সহস্র নয়ন ইন্দ্রকে বীজন করিতেছে। মহাপ্রভাব সম্পন্ন আমাদের এই যে দৈত্য-

দায়িনী আপদ আগমন করিল তাহা সেই একমাত্র হরির দুষ্পৌরুষ প্রভাবেই হইয়াছে। দেবতাগণ সেই হরির ভুজচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করতঃ হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশের মত কোন তাপ পাইতেছে না। হরির পরাক্রম রূপ বৃক্ষের উচ্চশাখার আশ্রয় গ্রহণে প্রাপ্ত সম্পদ দেবতা সকল অত্যন্ত বলবান কুক্কুরদিগকে বানরগণ যেমন বিতাড়িত করে সেইরূপ আমাদিগকে পাতাল প্রদেশে তাড়াইয়া দিতেছে অসুর পুরন্ধ্রী সকলের অলঙ্কারের অলঙ্কার স্বরূপ মুখপদ্মে অজস্র বাষ্পরাশি,পদ্মে হিমবর্ষণের ন্যায় সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে। অসুর বিক্রমে শীর্ণ বিদারিত লুণ্ঠিত এই ত্রৈলোক্যরূপ জীর্ণমণ্ডপ যাহাতে না হইতে পারে সেই জন্য হরি নীলমণি সদৃশ নিজ ভুজস্তম্ভ দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন। বিপদ অর্ণবে মজ্জমান সুরসৈন্যের ধারয়িতা এই হরি—ক্ষীরোদ সাগর মগ্ন মন্দরের ধারয়িতা কচ্ছপাবতার যেমন সেইরূপ। হরি পিতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অসুরসমূহকে, প্রলয় কালে বিক্ষুব্ধ প্রবল বায়ু যেমন কুলাচল সমূহকে পাতিত করে সেইরূপে পাতিত করিয়াছেন। সেই হরির বাহুবহ্নি একমাত্র অসুরবল সংহারের দাবানল, ইনিই দেবতাগণের কার্য্যগুরু, শ্রীমান মধুসূদনকে আক্রমণ করিতে কেহই সমর্থ নহে বলিয়া তিনি বিষম। দৈত্য দোর্দ্দণ্ড খণ্ডনে কুঠার স্বরূপ এই হরির বীর্য্যে বীর্য্যবান হইয়া বানরগণ যেমন বালকগণকে উৎপীড়ন করে ইন্দ্রও সেইরূপ দানবগণকে উৎপীড়ন করিতেছে। পুণ্ডরীকাক্ষ হরি—অস্ত্র শস্ত্র না থাকিলেও দুর্জ্জয়। ইঁহার শরীর এরূপ বজ্রসার---বজ্রের মত কঠিন যে ইহাকে অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা বদীর্ণ করা যায় না। পর্ব্বত ক্ষেপনাদি নানাবিধ ভীষণ যুদ্ধ কৌশল বিশেষে পুনঃ পুনঃ আমার পিতা পিতামহগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইনি শিক্ষিত হইয়া গিয়াছেন। সেই সেই ঘোর মহারণে যে ভীত হয় নাই সে এখন আর কিসে ভয় পাইবে ?

হরিকে বশীভূত করিবার একটি মাত্র উপায় আমার মনে প্রতিভাত হইতেছে, সেই উপায় ভিন্ন হরির উৎপাতের প্রতীকার আর নাই।

সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংস্তুরংহসা।
স এব শরণং দেবো গতিরস্তীহ নান্যথা॥ ৩৫

এই জগতে সর্ব্বাত্মা দ্বারা—সর্ব্ব বস্তু স্বভাব দ্বারা—সকল প্রকার বুদ্ধি দ্বারা—সমস্ত ক্রিয়ার উদ্যোগ দ্বারা তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে ইহা ভিন্ন আর অন্য গতি নাই।

ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিদস্তি লোকত্রয়ান্তরে।
প্রলয়স্থিতি সর্গাণাং হরিঃ কারণতাং গতঃ। ৩৬
অস্মান্নিমেষাদারভ্য নারায়ণমজং সদা।
সম্প্রপন্নোস্মি সর্ব্বত্র নারায়ণময়োহ্যহম্॥ ৩৭
নমোনারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
নাপৈতি মম হৃৎকোশাদাকাশাদিব মারুতঃ॥ ৩৮

লোকত্রয়মধ্যে হরি অপেক্ষা শ্রেষ্ট আর কেহ নাই, হরিই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ। এই মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আমি জন্মরহিত নারায়ণের সদা শরণাপন্ন হইলাম। আমি সর্ব্বত্র—সমস্ত দেশে, সকল সময়ে সকল বস্তুতে নারায়ণময় হইলাম।

'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আমার হৃদয় কোশ হইতে এই মন্ত্র একক্ষণ কালের জন্যও অপগত হইবে না—যেমন আকাশ হইতে বায়ু একক্ষণও অপগত হয়না সেইরূপ।

সকল সময়ে, সকল বস্তুতে, সকল দেশে হরি দেখিতে থাকিব, সেই জন্য সর্ব্বদা নাম জপ করিবইহাই আমার ইচ্ছা—আমার মধ্যে যখন যাহা দেখিব তাহাও হরিরূপে দেখিব—ইহাই আমি চাই। এই জন্যই আমি সর্ব্বদা—নিরন্তর নাম জপ করিব। সর্ব্বদা নাম জপ না করিলে, সকল বস্তুকে হরি দেখিয়া নাম না জপ করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।

হরিরাশা হরির্ব্যোম হরিরুর্ব্বী হরির্জ্জগৎ।
অহং হরিরমেয়াত্মা জাতো বিষ্ণুময়োহ্যহম্॥ ৩৯

সর্ব্বত্র নারায়ণময় আমি কিরূপে?

আশাদিক্ সকল হরি, আকাশ হরি, পৃথিবী হরি, জগৎ ও হরি, প্রমাণের অতীত হইয়া আমি হরিরূপে জন্মিয়াছি, আমি বিষ্ণুময়—বিষ্ণুময়ভাবনায় বিষ্ণুপ্রায়।

অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বা যজেৎ বিষ্ণুময়ং বিষ্ণুরহং স্থিতঃ ॥৪০

আমি আমাকে বিষ্ণুময় কল্পনা করি কেন ? কারণ আপনাকে বিষ্ণু ভাবনা না করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে পূজার ফল যে সংসার মুক্তি তাহা পাওয়া যায় না। "নাবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং, নাশিবঃ পূজয়েচ্ছিবমিতি"- শাস্ত্রে এই বিধিও পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায় "দেবোভূত্বা যজেদ্দেবং"। দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিতে হয়। এই জন্য নিজে বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুপূজা করি—আর এই জন্যই আমি বিষ্ণু হইয়া রহিয়াছি।

এই ভাবনা কিরূপে করিতে হইবে ?

হরিঃ প্রহ্লাদ নামা যো মত্তোনান্যো হরিঃ পৃথক্।
ইতি নিশ্চয়বানন্তর্ব্যাপকোহঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥৪১

যে হরি তিনিই প্রহ্লাদ নামা। আমা হইতে পৃথক্ অন্য হরি নাই। আমি অন্তরে ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি। আমি সকল বস্তুর অন্তর ব্যাপিয়া আছি।

অনন্ত এই আকাশ আপূরণ করিয়া বিনতাসুত সুবর্ণবর্ণ গরুড় আমার আসন। শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি আয়ুধ রূপ বিহঙ্গ আমার হস্ত-রূপ শাখায় বিশ্রাম করিতেছে—ইহারা আমার নাম কান্তি রূপ মঞ্জরী দ্বারা সুশোভিত—এইজন্য ইহা মহামরকত দ্রুম স্বরূপ। আমার এই ভুজ চতুষ্টয়ের মূল প্রদেশ মৃদুমন্দার মালা দ্বারা সুশোভিত এবং সমুদ্রমন্থন কালে মন্দর পর্ব্বত দ্বারা ইহার কেয়ূর ঘর্ষিত হইয়াছিল। এই আমার পার্শ্বে ক্ষীরোদ সাগরোত্থিত লক্ষ্মী চঞ্চল চন্দ্রকলার ন্যায় সুন্দর চামর লইয়া বাজন করিতেছেন। এই আমার অপর পার্শ্বে অচলা নির্ম্মলা কীর্ত্তি শোভমানা। ইনি হেলায়—অনায়াসে ত্রিভুবন জনগণের শ্রবণ লোভ উৎপাদন কারিণী অতএব ইনি ত্রৈলোক্যরূপ পাদপের মঞ্জরী স্বরূপিণী। এই আমার পাশ্ববর্ত্তিনী—আমার মায়া কতই ইন্দ্রজাল তুলিয়া বিলাস করেন আর অনবরত নূতন নূতন জগৎ নির্ম্মাণদক্ষা ইনি। কল্পতরুর পাশে যেমন লতা শোভা পায় সেইরূপ আমার লক্ষ্মীর সখী এই জয়াও

আমার পার্শ্বে শোভা পাইতেছে ; ইনি অবহেলে ত্রৈলোক্য তরুগণ্ডকে পরাজয় করিয়া থাকেন। নিত্য শীতল ও নিত্য উষ্ণ এই চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদ্বয় আমার দুই চক্ষু—ইহারা স্বীয় মুখ মধ্যে সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই আমার দেহকান্তি নীলোৎপল শ্যাম ঘন মেঘের মত সুন্দর—ইহা দিকচক্র শ্যামলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে স্ফুরিত হইতেছে। এই আমার হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে—শব্দময় মূর্ত্তিমান আকাশের মত ইহা এবং শুভ্রতায় ক্ষীরোদ সাগরের মত বিরাজমান। এই আমার নাভিকমলে ভ্রমরের ন্যায় ব্রহ্মা নিলীন হইয়া রহিয়াছে—আমার নাভিসমদ্ভূত পদ্ম আমার করতলে শোভা পাইতেছে। এই আমার রত্নচিত্রাঙ্গী—সুমেরু শিখরোপমা—হেম পিনদ্ধা দৈত্যদানব-মর্দ্দিনীগুর্ব্বী গদা। এই আমার সুদর্শন চক্র উজ্জ্বল কিরণমালায় ইহা সূর্য্যের ন্যায়। ইহার জ্বালামালায় চতুর্দ্দিক পাটলবর্ণ হইতেছে—ইহাতে ইহার অসুর রুধিরাক্ততা জানাইয়া দিতেছে।

এই আমার নন্দক নামক ভগবৎ খড়্গ। ইহা কেতুমান—ধূমরেখা-বান বহ্নির মত সুন্দর অতএব উজ্জ্বল অতিক্ষুর ধার—ইহা শ্যামবর্ণ দৈত্যরূপ যে বৃক্ষ তাহার কুঠার—এই খড়্গ আমার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া এই আমার সম্মুখে। এই আমার শার্ঙ্গধনু—ইহা শরধারা বর্ষণে পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের মত—ইহা সর্পশ্রেষ্ঠ বাসুকীর মত—আর ইন্দ্রধনুর মত সুন্দর। আমি এইসকল অনন্ত জগৎ জঠর মধ্যে ধারণ করিতেছি—ইহারা সম্প্রতি জন্মিয়াছে চিরদিন নষ্ট হয়—আবার হয়। এই পৃথিবী আমার চরণদ্বয়, এই আকাশ আমার মস্তক, এই ত্রিজগৎ আমার দেহ, এই দিকসকল আমার কুক্ষি। এই আমি সাক্ষাৎ নীল মঘোদরদ্যুতি বিষ্ণু, আমি গরুড়পর্ব্বতারূঢ়—শঙ্খচক্রগদাধর এই সকল দুষ্ট চত্ত জনগণ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে, শুষ্ক তৃণরাশি যেমন পবন-সঞ্চারে বিতাড়িত হয় সেইরূপ। এই আমি নীলোৎপল শ্যাম, পীতবাস গদাধর হইয়াছি—আমি লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ারূঢ় রহিয়াছি—আমি স্বয়ং অচ্যুত হইয়াছি। কে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিবে—আমি তিনলোক দগ্ধ করিতে সমর্থ—বিক্ষুব্ধ প্রলয় অগ্নিতে পতঙ্গ

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪৷৷০ টাকা, মোট ১৩৷৷০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৷৵০ আবাধা ১।০।

ভদ্রা ২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১।০ বাধাই ১৷৵০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ--এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। বাঁধা ৩৲টাকা। সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

দৈববাণী।

কাহার না শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ। যাহারা জীবনটীকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে চাহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ যাহা খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার ভাষা এত সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার পাঠেও সাধনা হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্প্রদায়েরই সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনার অনেক রহস্যই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মজগতে ইহা অতুলনীয়। মূল্য ।৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান :—"আর্যবিদ্যা নিকেতন"

২৭।৫৫ তিল ভাণ্ডেশ্বর। ৺কাশীধাম।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যায়, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধুপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

Registered No. C. 583

২৬শ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল। [১১ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা "শ্রীরাম প্রেস" হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

১৩৩৮ সাল প্রায় শেষ হইল। "উৎসবের" চাঁদা এখনো অনেকের নিকট বাকী আছে। আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন দয়া করিয়া চৈত্র মাসের মধ্যেই তাঁহাদের দেয় চাঁদা পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত এবং বাধিত করেন নতুবা আমরা আগামী বর্ষের কাগজ পাঠাইতে অক্ষম হইব। ইহার জন্য কেহ যেন আমাদের অপরাধ গ্রহণ না করেন।

বিনীত—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৬ বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

করিবে গীতার আশ্রয় ?

প্রথম প্রবন্ধ।

করিলে কি হইবে ?

করিলে এমন স্থানে যাইতে পারিবে যেখানে আর তোমার কোন উপদ্রব থাকিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ না কেন উপদ্রব শূন্য অবস্থা কেমন ? যেখানে ক্লেশ দিবার বা ক্লেশ পাইবার কোন কিছুই নাই, যেখানে দেহ কোন উদ্বেগ জন্মায় না, পরিবার, সমাজ, জাতি কোন অশান্তি জন্মায় না, যেখানে আনন্দকাননে পাখী আনন্দের গান গায়, আনন্দের ফল ফুলে সবাই আনন্দ পায়, যেখানে সত্য সত্য অন্য কিছুই দেখা যায় না, অন্য কিছুই শুনিবার নাই, অন্য কিছুই জানিবার নাই, শ্রুতি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়া দেন "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি" যেখানে দেখিবার, শুনিবার, জানিবার, লইবার, পাইবার এক সীমাশূন্য বস্তুই আছে, যে যত পার গ্রহণ কর, কোথাও বিবাদ নাই, কোথাও মন কশাকশি নাই, একের সুখে অন্যের বক্ষে আঘাত লাগে না, একজনের আনন্দে অন্যে বিপদ গনে না, এক কথায় যেখানে ভূমাই সুখের বস্তু, যেখানে অল্প বলিয়া কোন কিছুই নাই যাইবে সেখানে ? পাইবে সেই বস্তু ? সত্য সত্য যদি পাও তবেত তোমার ভাগ্যের সীমা নাই—সত্য

সত্য যদি সেখানে নাও যাইতে পার—ভাবনায় সেই দেশের কথা একবার মনের মধ্যে কল্পনা করিয়া দেখ—দেখ কল্পনাতেও তুমি জুড়াইয়া যাও কি না?

গীতা আশ্রয় করিলে সেই দেশে যাওয়া যায়, সেই ভূমাকে পাওয়া যায়। করিবে গীতার আশ্রয়? কিন্তু ভগবতী গীতা কৃপা না করিলে তাঁহার আশ্রয় পাইবার সাধ্য কার বা আছে? আবার কৃপাও পায় সেই ব্যক্তি যে গীতা বড় উপকার করেন তাহাতে শ্রদ্ধা করিয়া গীতাকে ভালবাসিয়া গীতায় ভালবাসা অনুভব করিয়া গীতার উপদেশে কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি তিনিত বেদকেই আশ্রয় করিতে বলিতেছেন। বেদের উপরেই এই জাতির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, এই জাতির সমস্ত কর্ম্মের ভিত্তি ত বেদই—বেদ ভিন্ন এই জাতির গতি ত আর কোথাও নাই। যে যেমন অবস্থার মানুষ কেন না হউক—সকল মানুষের কর্ম্ম বেদের অনুশাসনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকলকেই বেদের স্মারকগণ বেদশিক্ষা মত কর্ম্ম ধরাইয়া জাতি গঠন করিয়া দিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনেও যাহারা আর্য্যশিক্ষা মত চলিতে চান তাঁহাদিগকে কি বৈদিক কি লৌকিক সকল কর্ম্মই বেদের শিক্ষা ধরিয়া চলিতে হয়। বেদ শিক্ষা দিতেছেন "পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্য দেবো ভব, অতিথি দেবো ভব"—সেই ভূমাই—সেই পরমেশ্বরই পিতা সাজিয়া আসিয়াছেন, সেই জগজ্জননীই তোমার গর্ভধারিণী মাতা হইয়া আসিয়াছেন, সেই তিনি আচার্য্য হইয়া তোমার ভিতরের সেই অপূর্ব্ব বস্তুর কলঙ্কের কালিমা সরাইয়া তোমাকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলেন, সেই পরম পুরুষই অতিথি সাজিয়া তোমার পাপক্ষয়ের জন্য দরিদ্র নারায়ণ হইয়া তোমার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করেন ইহা অপেক্ষা সুন্দর কোন কিছু কি আছে যদ্দ্বারা তুমি ব্যক্তি বা সমাজকে সুন্দর ভাবে গঠন করিতে পার? আবার মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা তাহাও বেদ শিক্ষা দিতেছেন। এখানে অধিকারী অনধিকারীর ভেদ রাখেন নাই। সকল জাতির সকল মানুষের জন্য একই উপাসনা দিয়াছেন—তবে যে যেমন পারিবে তাহার জন্য ব্যবস্থাও সেইরূপ করিয়াছেন পূর্ণটিকে পাইবার জন্য। মূল উপাসনা হইতেছে গায়ত্রীর উপাসনা।

সকলকেই এই গায়ত্রীর উপসনা করিতে হয়। কেহবা গায়ত্রীকে জানিয়া—গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন—কেহবা গায়ত্রীকে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রার্থনা করেন—মা আমাদিগকে তোমার কাছে লইয়া চল—এই জন্য প্রচোদয়াৎ সকল উপাসনাতেই আছে।

গায়ত্রীই বেদ মাতা। যাঁহারা পারেন তাঁহাদিগকে বেদ বলিতেছেন এই বেদমাতাকে চিন্তা করিতে; আর যাঁহারা সে চিন্তা করিতে পারেন না তাঁহাদিগকে বেদ বলিতেছেন বিশ্বাস কর—দৃঢ় বিশ্বাস কর গায়ত্রীই তোমাকে সকলদিকে বাঁচাইয়া রাখেন, সকল দিকেই বাঁচাইতেছেন, সকল দিকেই বাঁচাইবেন—তুমি সংসারের দুঃখে দুঃখী হইয়াছ—মাতার কাছে কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর মা আমাদিগকে তোমার কাছে লইয়া চল—যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন তোমার জন্যই কর্ম্ম করাইয়া লও—তোমার জন্যই বাক্য বলাও—তোমার জন্যই ভাবনা করাও। যাঁহারা উচ্চ ভাবনা করিতে পারেন তাঁহাদের জন্য বলিতেছেন—

গায়ত্রী সৎরূপা—তোমার উপরেই জগৎ লীন ছিল। গায়ত্রী চিৎরূপা তুমিই নিখিল জীব চৈতন্যরূপিণী—তুমি চেতন বলিয়া জগৎ চেতন। তুমি চেতন রূপে আছ বলিয়া জীব সকল—দেখে, শুনে, ভাবে, কথা কয়, কার্য্য করে। আনন্দরূপিণীও তুমি—জীব যখন আনন্দই চায় তখন তোমাকেই চায়। অল্প আধারের মধ্যে তোমার অল্প আভাসে জীবের তৃপ্তি হয় না। বহির্ম্মুখে না আসিয়া অন্তর্মুখী হইতে পারিলেই তোমাকে ভূমারূপেই পায়। আরও বলেন গায়ত্রী ওঁকার নির্দ্দেশ্যা—ইনিই ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্গলোক ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার স্বভাবই হইতেছে—যখন মানুষ তাঁহার উপাসনা করে তখন সকল নরনারীকে তিনি তাঁহাদিগকে টানিয়া লয়েন। গায়ত্রীই জগৎ কারণ, এই জগৎটা তাঁহারই কার্য্যাবস্থা—গায়ত্রীর মহিমা কতই না পাওয়া যায়।

অষ্টাদশসু বিদ্যাসু মীমাংসাতিগরীয়সী।
ততোঽপি তর্কশাস্ত্রাণি পুরাণং তেভ্য এব চ ॥
ততোঽপি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেভ্যো গুর্ব্বী শ্রুতির্নৃপ।
ততোহ্যপনিষদ্ শ্রেষ্ঠা গায়ত্রী চ ততোঽধিকা ॥ পদ্মপুরাণে

ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন "ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ" ইত্যাদি। তবে বেদ ছাড়িয়া গীতা আশ্রয় করিতে বল কেন?

'বেদ বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। ভাগবতে পাওয়া যায় "যত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ" যে বেদ বুঝিতে গিয়া জ্ঞানবান্ লোকেও মোহ প্রাপ্ত হয়। বেদে যাহা আছে গীতাতেও তাহাই আছে। তবে সরল ভাবে আছে। বেদকে বিশদ করিবার জন্যই এই গীতা। করিবে এই বেদের আশ্রয় বা গীতার আশ্রয়?

কিন্তু বেদ বুঝিবে কে? যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ব্রহ্মচারী হন নাই, তিনি বেদের ধার দিয়াও যাইতে পারিবেন না। ৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য কি—ব্রহ্মচারী হওয়া যায় কিরূপে যদি কেহ ইহার অনুষ্ঠানের জন্য ইহা জানিতে আগ্রহ জাগাইতে পারেন তিনি যোগাত্রয়ানন্দ মহাপুরুষের উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন। আমরা এখানে তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুঃ শক্নোতি তত্ত্বতঃ।
নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ কশ্চিদ্ ক্রিয়া ফলমুপাশ্নুতে॥

অধ্যাত্মবিদ্ যিনি নহেন তিনি যথার্থরূপে বেদ বুঝিতে সমর্থ নহেন। কোন অনধ্যাত্মবিদ্ ক্রিয়ার ফল যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা পান্ না।

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়োন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা॥

যদ্দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় পদার্থ জানা যায় তাহা বেদ।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্। যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নেষদুঃ।
যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি। য ইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ওঁ সত্যমিত্যুপনিষদ্॥

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে বিচার চন্দ্রোদয়ে ২২ পৃষ্ঠায় কতক বলা হইয়াছে। সেখানে উদ্ধৃত মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে—

বর্ণজ্ঞানং বাগ্বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে। সোঽয়মক্ষর সমাম্নায়ো বাক্ সমাম্নায়ঃ। পুষ্পিত ফলিতশ্চন্দ্রতারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ। চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্‌সমাম্নায়ই বেদ"।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে বেদ সম্বন্ধে যৎসামান্য আভাস দিলাম মাত্র। এখন বেদের বিষয় ও গীতার বিষয় যে এক এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। গীতা ত অনেকে পড়েন। কিন্তু পুস্তক পড়িয়া যদি কেহ কোনরূপে গীতার ভাব হৃদয়ে বহাইতে পারেন তবে তিনি যে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা এই জীবনেই লাভ করিবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আর ভগবান যে তাঁহার সন্নিহিত তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিবেন।

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসন বোধনম্।
সাধনং কাণ্ডযুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্॥ মন্ত্রমহোদধি।

বেদে তিনটি কাণ্ড উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড এবং বোধন বা জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মেও উপাসনা হইতেছে সাধন কাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড হইতেছে সাধ্য কাণ্ড।

বেদ প্রদর্শিত কর্ম্মকাণ্ডানুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে, বেদ প্রদর্শিত উপাসনা কাণ্ড অনুসারে ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতে হইবে। এই কর্ম্ম ও উপাসনা না করিলে কখনই চিত্তশুদ্ধ হইবে না—চিত্ত হইতে রাগ দ্বেষ বিগলিত হইবে না। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে বিচার কিছুতেই প্রবাহক্রমে চলিবে না এবং বিচার স্বভাবতঃ না জাগিলে জ্ঞান জাগিবে না, জ্ঞান স্থায়ী হইবে না। জ্ঞানের গল্প করিতে শিখিলে কখন শোক অতিক্রম করা যাইবে না। কাজেই মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়া কিছুতেই হইবে না। তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রমহোদধি বলিতেছেন—

মনুষ্যদেহং সংপ্রাপ্য উপাসীত চ দেবতাঃ।
যো ন মুচ্যেত সংসারান্মহাপাপযুতোহিসঃ॥

মনুষ্য দেহ পাইয়া এবং দেবতার উপাসনা করিয়া যে মানুষ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না সে মানুষ মহাপাপ যুক্ত।

ব্রহ্মচর্য্য নাই, বেদ পাঠ নাই—বেদ কোন্ কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন, বেদ কোন্ উপাসনা করিতে বলিতেছেন—ইহা ধরা যাইবে কিরূপে? জ্ঞানই বা হইবে কিরূপে? "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ,"—বিনা ব্রহ্মচর্য্যে শুধু বেদ পড়িতে গেলে—বেদত ধরা দিবেন না। পণ্ডিতগণও যখন বেদের সর্ব্ব স্থানের সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া মোহপ্রাপ্ত হয়েন তখন অশুদ্ধান্তঃকরণ মানুষের পক্ষে বেদের শিক্ষামত চলিতে যাওয়াই ত বিষম বিড়ম্বনা। এই জন্য শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্র

প্রচার করিয়াছেন। বেদের শিক্ষা সহজ করিয়া ধরাইয়া দিবার জন্তই গীতা। বেদের মত গীতাতেও কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই কাণ্ডত্রয় আছে। প্রথম ষট্‌ককে কর্ম্মকাণ্ড, মধ্য ষট্‌ককে উপাসনা কাণ্ড এবং শেষ ষট্‌ককে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়াছে। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী গীতাকে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যখ্যা বলিয়াছেন। আমরা গীতার কর্ম্মকাণ্ড উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড যত সহজ ভাবে পারা যায় বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

এখানে এক প্রকার সাংঘাতিক ভ্রমের কথার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সত্য যাহা তাহার প্রচারও যেমন আবশ্যক অসত্যও সেইরূপ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

বেদের মত গীতাশাস্ত্রও কর্ম্ম ও উপাসনা বিনা জ্ঞান হইতেই পারে না ইহা প্রচার করিতেছেন। কিন্তু আজকাল এমন কতকগুলি লোক আছেন—এরূপ লোকের সংখ্যাও বড় কম নহে—যাঁহারা বলেন আমরা শাস্ত্রমুখে যখন শুনিলাম আমি আত্মা—আমি দেহ নই—আমি মনও নই—আত্মার সম্বন্ধে আমি সমস্তই যখন জানিলাম তখন আমার জ্ঞান হইয়া গিয়াছে। আমি জ্ঞানী। আমি যে আত্মা এ বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। এই সমস্ত লোককে যদি বলা যায় তোমারও সুখ দুঃখের বোধ আছে, শীত উষ্ণের বোধ আছে—সকল বিষয়ের বোধ তোমার আছে—বিষয়ের জ্ঞান যাহার রহিল—বিষয় লইয়া থাকিতেও যাহাকে দেখা গেল তাহার আত্মা ভাবে থাকা হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে ইঁহারা বলেন—মন, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ করিল ইহাতে আমি আত্মা—আমার কি হইল, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করুক না কেন তাহাতে আমি আত্মা আমি নির্লিপ্তই চিরদিন আছি, ছিলাম, ও থাকিব। আত্মজ্ঞান লাভে আর কষ্ট কি? যোগবাশিষ্ট বলেন একটি পুষ্পের পাপড়ী মর্দ্দন করিতেও ক্লেশ আছে কিন্তু আত্মজ্ঞানের লাভে কোন আয়াস নাই।

এই সব সুলভ আত্মজ্ঞানী বহু বিষয়ে আত্মপ্রতারক এবং লোক প্রতারকও বটে। অথচ এমনও হইতে যে পারে বহু ক্ষেত্রে ইঁহারা এই প্রতারণা ধরিতে না পারিয়াই লোকমধ্যে আত্মার জ্ঞানের কথা প্রচার করেন।

কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত যদি শুদ্ধ হয় তবে না জ্ঞান হয়—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রই বলিতেছেন। ইহার উত্তরে এই সব জ্ঞানী বলেন পূর্ব্বজন্মে আমরা কর্ম্ম ও উপাসনা সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছি তাই আমাদের এই জন্মে শুধু জ্ঞানেই রুচি, কর্ম্ম ও উপাসনায় রুচি নাই। প্রত্যুত্তরে আমরা বলি—

তুমি জ্ঞানী—ইহার অর্থ এই যে তোমাতে অজ্ঞান নাই। অজ্ঞানের প্রসার কতদুর তাহা তুমি জানিয়াছ ত ? আলো ও আঁধার যেমন এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী তিনি তত্ত্বদর্শী। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী জানেন সৎ আত্মার অভাব কখনও হয় না এবং অসৎ অনাত্মার বিদ্যমানতাও নাই। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ এই সব অসৎ—ইহাদের বিদ্যমানতাই নাই। জ্ঞানী যখন আত্মস্থ থাকেন তখন এক আত্মা ভিন্ন দেহ বা জগৎ, শীত উষ্ণ বা সুখদুঃখ কিছুই তাঁহার অনুভবে আসে না। জ্ঞানী আত্মস্থ অবস্থা হইতে যখন ব্যুত্থিত হয়েন তখন তাঁহার দেহ, জগৎ, শীত, উষ্ণ সমস্তই বোধ হইতে পারে, কিন্তু তিনি ইচ্ছামাত্র ব্যুত্থিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ অবস্থায় যাইতে পারেন। ইহা যিনি না পারেন তিনি জ্ঞানের কথা কোটি কল্প ধরিয়া শুনিলেও কখনই তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। এইরূপ সৎ কি অসৎ কি ইহা কোটিকল্প শুনিলেও বচন-জ্ঞানী সত্য আত্মা লইয়া থাকেন না এবং মিথ্যা অনাত্মাও ত্যাগ করেন নাই। এইরূপ বচন জ্ঞানীর চিত্তশুদ্ধ হয় নাই—ইহাঁরা বচনে যে বচনে যে আত্মার কথা কহেন তাহাও যেমন তাঁহার আস্বাদন হয় নাই সেইরূপ বচনে যে মায়া মায়া করেন তাহাতেও মিথ্যা মায়ার প্রতারণা হইতে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। তিনি যে বলেন পূর্ব্বজন্মে আমি কর্ম্ম ও উপাসনা করিয়া আসিয়াছি সেইজন্য কর্ম্ম ও উপাসনায় আমার রুচি নাই কেবল জ্ঞানেই রুচি ইহার মধ্যে সাংঘাতিক আত্ম প্রতারণা আছে। কিরূপে আছে বলিতেছি।

যদি কর্ম্মও উপাসনা তুমি সারিয়াই আসিয়া থাক তবে তাহার লক্ষণ ত তোমার মধ্যে থাকিবেই। উপাসনা যাঁহার হইয়া গিয়াছে তিনি যখন মনে করিবেন তখনই মনকে আত্মপুরুষে বা ইষ্টদেবতায় একাগ্র করিতে পারিবেন এবং একাগ্র সমাধির পরে মনকে নিরোধ করিয়া আত্মপুরুষে মনকে ডুবাইয়া লয় করিতে পারিবেন। ইহা যদি তোমার না হইয়া থাকে তবে তোমার বচনে জ্ঞান হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমার অজ্ঞান যায় নাই। যদি অজ্ঞান যাইত তবে তুমি ইচ্ছা করিলেই ষড়ূর্ম্মি পর্য্যন্ত মিথ্যা জানিয়া মিথ্যা ত্যাগ করিতে পারিতে। জরা মরণ, ক্ষুধা পিপাসা এবং শোক মোহ এ সমস্তই মিথ্যা। আত্মপ্রতারণা না করিয়া বল দেখি ক্ষুধা পিপাসা, বা শোক মোহকে তুমি মিথ্যা বলিয়া মিথ্যার হাত হইতে এড়াইতে পারিয়াছ কি ? না শুধু মুখে বল দেহ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ক্ষুধা তৃষ্ণা মায়া, মায়া মিথ্যা ? সত্য

মিথ্যার কথা বল, মুখে কিন্তু মিথ্যা ত্যাগ করিতেও পার না, মায়া ছাড়িতেও পার না। সেইজন্য ভগবান বলিতেছেন যতদিন তোমার দেহ বোধ আছে ততদিন তুমি জ্ঞান লইয়া থাকিতে পারিবে না। চিত্তশুদ্ধি করিয়া যখন আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে পারিবে—যখন ইচ্ছামাত্র দেহ ভুলিতে পারিবে, জগৎ ভুলিতে পারিবে তখন জানিও জ্ঞান হইয়াছে। তোমার উপাসনাও হয় নাই কর্ম্ম বা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম কি ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য করিতে পারিয়াছ যে বলিবে পূর্ব্ব জন্মে নিষ্কাম কর্ম্মকরিয়া আসিয়াছি? এরূপ আত্ম প্রতারণা করিয়া আর আপনিও মজিও না অন্যকেও মজাইও না। করিবে গীতার আশ্রয় ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভুল সংশোধনের কথা ও আবার আসিবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

গীতার ভাবনা প্রবাহ হৃদয়ে বহাইতে হইবে। তাহা হইলে বেদের কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানে পৌঁছিতে পারা যাইবে। প্রথম প্রবন্ধে ইহাই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে কিরূপে গীতার ভাবনা—প্রবাহ হৃদয়ে প্রবাহিত করা যায় সেই বিষয়েরই আলোচনা করা হইতেছে।

গীতার উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে। তবে কি সমস্ত প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয়ের দশম শ্লোক পর্য্যন্ত অনাবশ্যক? আদৌ নহে। অর্জ্জুনের হৃদয় কি ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যাহাতে অর্জ্জুন গীতার উপদেশ ধারণার পাত্র হইয়াছিলেন তাহাই প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। হৃদয় প্রস্তুত না হইলে উপদেশ দেওয়ায় কোন কার্য্য হয় না।

প্রথমেই হৃদয়কে কাতর করিতে হইবে। যিনি আর্ত্ত নন, জিজ্ঞাসু নন, অর্থার্থী নহেন বা জ্ঞানী নহেন তাঁহার কর্ণে উপদেশ ঢালিয়া দিলেও কার্য্য হইবে না। নিজের অবস্থা দেখিয়া, সংসারের অশান্তি দেখিয়া, মৃত্যুর উন্মত্ত ক্রীড়া দেখিয়া—প্রাণকে কাতর করিতে হইবে ইহাই প্রথম কথা। হতাশ হইলে চলিবে না—শাস্ত্র সংসার জ্বালার যে প্রতীকার দেখাইয়াছেন, ধীরে ধীরে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। আজ ভারতের যে দশা দাঁড়াইয়াছে তাহাতেও যদি কাহারও হৃদয় না নড়ে তবে তাঁহার হৃদয়ই

নাই বলিতে হইবে। হৃদয় দগ্ধ হইলে হায় হায় করার কোন ফল নাই—ফলে হৃদয়ের যাতনা হৃদয়েশ্বরকে জানাইতে হইবে। এখন তাঁহাকে নালিশ করিবার সময়।

যিনি যাহাতে পারেন হৃদয়কে কাতর করিয়া গীতা মহারাণীর উপদেশ শুনিতে হইবে।

শ্রীভগবদগীতা যাহা মন্ত্রের বীজ হইতেছে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"। ২।১১

অশোচ্য বিষয়ে শোকও করিবে, আবার বচনে জ্ঞানের কথাও বলিবে, প্রথমে এই দুইটী দোষ ত্যাগ কর। গীতার যাহা বীজ—যাহার ভিতর হইতে গীতা বৃক্ষ উঠিয়াছে তাহাতে অনেক কিছু বুঝিবার আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি "আমার জ্ঞান হইয়া গিয়াছে" কত লোককেই ইহা বলিতে শুনা যায় অথচ এই সব লোকের শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সমস্ত বোধই থাকে।—এই বোধ থাকে কেন ? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলেই শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ হইবেই। এই সব যখন থাকিল তখন তোমার জ্ঞান আবৃত থাকিল। যদি তোমার মন জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ আত্মাতে লাগিয়া থাকে তখন আর বিষয়ের অনুভব করে কে ? যুদ্ধে যাহার মন মাতিয়া উঠে তাহার অঙ্গুলী কর্ত্তিত হইলেও সে সময়ে তাহার তাহা বোধ থাকে না। কেহ মনে করাইয়া দিলে মানুষ মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়ে দেখা যায়।

কোন প্রকার বিষয়ের অনুভব, কামনা না থাকিলে হইতেই পারে না। জ্ঞানের প্রবল শত্রু হইতেছে এই কাম। ইহাই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবের শোকের কারণ হয়। যিনি জ্ঞানী তাঁহার শোক হয় না। শ্রুতি তাই বলিতেছেন "তরতি শোক আত্মবিৎ"। আত্মাকে জানাই আত্মা হইয়া স্থিতি লাভ করা। আত্মাকে যিনি আস্বাদন করেন তাঁহার বিষয় আস্বাদন হইতেই পারে না। দুই প্রকার আস্বাদন যে একসঙ্গে চলে না ইহা একজন অতিমূর্খও অনুভব করিতে পারে। যখন শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি বিষয়ানুভব চলিল তখন আত্মা হইতে মন সরিয়া আসিল। তখন তোমার জ্ঞানের আবরণ পড়িল বলিয়াই তুমি দুঃখী হইয়া গেলে।

কাম বা কামনাই পাপ। জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি ইহার বিনাশক এই পাপ। এই পাপ মানুষের

ইন্দ্রিয় সকলে, ইন্দ্রিয়ের রাজা মনে এবং মনের চালক বুদ্ধি বা বিচারে দুর্গ স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে।

"এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্"। ৩।৪০

জ্ঞান আবৃত হইলেই মানুষের মোহ আসিবে আর যেখানে মোহ সেইখানে শোক। তাই বলা হইয়াছে

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্‌মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্॥ ৩।৪১

যেহেতু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন বিষয় লাভ হয়, তখনই মন অতিদ্রুত গতিতে সঙ্কল্প করে—এই দ্রুত সঙ্কল্প এত শীঘ্র হয় যে মানুষ তাহা ধরিতেও পারে না—মানুষ তখন মনে করে আমি এই বিষয় ভোগ করিব—বলিতেছি মন বিষয়ে গিয়া পড়িলেই যখন বিষয়ের অনুভব হইল তখনই ভোগেচ্ছা তাহার পশ্চাতে থাকিবেই—নতুবা অনুভবই হইত না। ভোগেচ্ছা জাগিলেই—ভোগ অধ্যবসায় গলিত বিবেক মোহপ্রাপ্ত হইবেই। বুঝিতেছ তুমি যে বল আমি নিশ্চয় করিয়াছি আমি:আত্মা—মন বিষয় লইয়া সুখী দুঃখী হউক তাহাতে আমি আত্মা আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি—ইহাই বলিয়া দিতেছে তোমার আত্মজ্ঞান হয় নাই। বলিতে পার আত্মজ্ঞ কি কিছুই অনুভব করেন না—আত্মা হইতে সরিয়া আসিয়া বিষয় বা অনাত্মার অনুভব হয় সত্য কিন্তু যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি এক মুহূর্ত্তেই মনকে আত্মাতে লাগাইয়া সমস্তই বিস্মৃত হইতে পারেন। তুমি তাহা পার কি? যখন ইচ্ছা তুমি কি তোমার মনকে আত্মাতে লাগাইতে পার? যদি পারিতে তবে তোমাকে জ্ঞানী বলা যাইত। যখন পার না তখন তুমি জ্ঞানী নও—জ্ঞানের বচন শুনিয়া জ্ঞানী এই অভিমান করিয়া বসিয়া আছ। ইহাই তোমার মনের চাতুরী, এই চাতুরীও তুমি ধরিতে পার না—তুমি এতই অজ্ঞানী—অথচ জ্ঞানী সাজিয়া আত্ম প্রতারণায় আছ।

বৃথা তর্ক করিয়া আত্ম-প্রতারণা সমর্থন করিও না। যাঁহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা প্রথমে চিত্তশুদ্ধ করিয়াছেন, পরে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন। যদিও প্রারব্ধ কর্ম্ম জন্য জ্ঞানীকে বিষয়ে পড়িতে হয় তথাপি তিনি ইচ্ছা মাত্র আত্মস্থ হইতে পারেন। যেমন মানুষ একক্ষণেই দেখা শুনা সব

ছাড়িয়া নিদ্রাতে অভিভূত হয় সেইরূপ জ্ঞানীও এককক্ষণেই সব ছাড়িয়া মনকে আত্মাতে ডুবাইতে পারেন। আত্মস্থ হওয়াই জ্ঞানীর প্রধান চিহ্ন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আবার বলি আর তুমি যে বল যখন তোমার জ্ঞানের রুচি এত প্রবল তখন তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম ও উপাসনা করিয়া আসিয়াছ —ইহাতেও আত্মপ্রতারণা আছে কি নাই তাহাও দেখ। পূর্ব্ব জন্মে যদি তোমার সাধনা থাকিত তবে ত তুমি স্বভাবতঃ আত্মপুরুষে একাগ্র হইতে এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তিকেও নিরোধ করিয়া আত্মপুরুষে এককক্ষণেই ডুবিয়া যাইতে পারিতে। ইহা কি তোমার স্বভাবতঃ হয় ? ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া তোমার সকল কর্ম্ম হয় কি ? না তোমার মন ইষ্টপুরুষে স্বভাবতঃ একাগ্র হয় ? যখন হয় না তখন জানিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও তুমি কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া আইস নাই।

কর্ম্ম ও উপাসনা কর পরে জ্ঞানের অনুষ্ঠান কর তবে জ্ঞান হইবে। প্রজ্ঞাবাদ ভাষণ করিয়া অর্থাৎ মুর্খ হইয়াও জ্ঞানের অভিনয় করিবে আবার অশোচ্য বিষয়েও শোক করিবে ইহা প্রথমেই ত্যাগ কর। যতদিন তোমার দেহে অভিমান আছে ততদিন তুমি জ্ঞানী হও নাই নিশ্চয়। দেহাভিমান নাশ করিবার জন্য কর্ম্মও উপাসনা দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ কর ইহাই তোমার কার্য্য।

কিরূপে ইহা হইবে গীতা সেই উপদেশ দিতেছেন। বেদের উপদেশও ইহা। প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম কর, পরে যোগ দ্বারা আত্মস্থ হইতে প্রাণপণ কর, পরে ভক্তি দ্বারা আত্মস্থ ভাব স্থায়ী কর তবে জ্ঞান হইবে। দেখ গীতা ইহার সাধনা কিরূপ—তাহা কেমন সুন্দর ভাবে দেখাইতেছেন।

বেদের মুখ্য কথা হইতেছে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" আত্মাকে দেখিতে হইবে, তজ্জন্য আত্মার কথা শুনিতে হইবে, যাহা শুনা হইল তাহাই নিরন্তর মনন করিতে হইবে, যখন মন নিঃসংশয়ে ইহার মনন করিতে পারিল তখন হইবে নিদিধ্যাসন বা আমিই এই আত্মা এই ধ্যান। এই ধ্যান গাঢ় হইলেই হইবে আত্মদর্শন।

বেদের শিক্ষা মত গীতাও ব্যাকুল হৃদয় পাত্রকে আত্মা কি তাহাই শুনাইতেছেন। তজ্জন্য প্রথমেই গীতা-মহামালা মন্ত্রের বীজ যাহা তাহাই বলিলেন, প্রথমেই জানিয়া রাখ মানুষ মরে না, তুমিও মরিবে না আর কোন মানুষই মরিবে না এই জন্মের পূর্ব্বেও তুমি ছিলে, সকল মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ

—সকল প্রাণীই ছিল আবার মৃত্যুর পরেও সকলে থাকিবে। যদি তাই হইল তবে মৃত্যুটা কি ?

মৃত্যুটা দেহান্তর প্রাপ্তি। কৌমার, যৌবন, জরা যেমন দেহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, মৃত্যুটাও সেইরূপ অবস্থা মাত্র।

কৌমার যৌবন এমন কি জরাতে ত সেরূপ ক্লেশ হয় না, যেরূপ ক্লেশ হয় দেহান্তর প্রাপ্তিতে বা মৃত্যুতে।

ক্লেশের কথা যদি বলিলে তবে ক্লেশ কিরূপে হয় তাহাই প্রথমে দেখ এবং ক্লেশ হইলে কি করিতে হইবে তাহাও দেখ।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ শব্দাদি বিষয়ের যোগ হইলে কোথাও সুখ কোথাও দুঃখ হইবেই। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ হইবে তখন যখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হয়। ইন্দ্রিয় সমূহকে এবং ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন তাহাকে যদি আত্মার দিকে, আত্মপুরুষের দিকে ফিরান আয়ত্ত করিতে পার তবে শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ কিছুই অনুভব আসিবে না। সাধনা না করিলে ত ইহা হয় না—যতদিন না হইতেছে ততদিন সহ্য করিতে অভ্যাস কর। "তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত"।

কিরূপে সহ্য করিব ?

শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি এই আছে এই নাই—একবার আসে আবার যায়। এই সমস্তই অনিত্য বস্তু। এই ভাবে ইহাদের স্বভাব দেখিলেই এবং বিষয় নানা দোষের আকর এই জানিয়া বৈরাগ্য আনিতে পারিলেই সব সহ্য করা যায়।

সহ্য করিলে কি হয় ?

এমন ভাবে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি অগ্রাহ্য করা যায়—যাহাতে ব্যথা আদৌ লাগে না। যে এই ভাবে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদিতে ব্যথা বোধ করেন। অর্থাৎ যে সহিষ্ণু ধীর পুরুষের নিকট দুঃখ ও সুখ সমান হইয়া যায় তিনি কিন্তু অমরত্ব লাভ করেন।

কে সব সহ্য করিতে পারেন ?

তত্ত্বদর্শন যাঁহার হয় তিনি। জ্ঞানী সাজিলেই কি আর জ্ঞান হয় ? সাজা জ্ঞানী সাজাই পান। তত্ত্বজ্ঞ যিনি তিনি সৎ ও অসৎ কি ইহা জানিয়াছেন—এই জন্য জ্ঞানীর প্রথম কার্য্য হইতেছে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। এই বিবেক কাহার হয় ? যিনি অনুভব করিতেছেন একমাত্র আত্মাই নিত্য বস্তু আর অনাত্মা যাহা তাহা অনিত্য তাঁহার হয়।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ২।১৬

অসৎ যে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ, দেহ, মন, জগৎ ইত্যাদি ইহাদের সত্তাই নাই—ইহাদের বিদ্যমানতাই নাই। যাহা বিকারী—যাহা পরিণামধর্ম্মী—ইহারা আদৌ নাই। তথাপি যে ইহাদের অনুভব হয় তাহা অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা মায়ার ছলনাতেই হয়। যাহা সৎ অর্থাৎ নিত্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—সকল কালেই সমভাবে—বিকার রহিত ভাবে আছেন—যাহা পরমার্থতঃ সৎ—অর্থাৎ যিনি আত্মা তাঁহার অভাব কখনও হয় না—অবিদ্যমানতা কখনও নাই। জ্ঞানী যিনি—তত্ত্বদর্শী যিনি নিত্য কি অনিত্য কি ইহার স্বরূপ তিনি অনুভব করিয়াছেন, করিয়া সৎ আত্মা লইয়াই থাকেন আর অসৎ দেহ বোধ জগৎ বোধ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ—ইহারা মিথ্যা—ইহারা বাস্তবিকই নাই—ইহা জানিয়া—এই মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া, মিথ্যাকে ত্যাগ করিয়া সত্য লইয়াই থাকেন। তুমি যদি জ্ঞানী হইতে তবে অশোচ্য বিষয়ে কখন শোক করিতে নাই—আর প্রজ্ঞাবান ভাষণ করিয়া সব হইয়া গিয়াছে কখন বলিতে না।

অতএব জান যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি অবিনাশী তিনি অব্যয়—অব্যয়ের ব্যয় করা—অব্যয়কে বিনাশ করা কাহারও সাধ্য নয়।

এখন আত্মার কথা ভগবান অর্জ্জুনকে বিশেষ ভাবে শুনাইতেছেন "আত্মা বা অরে শ্রোতব্য" বেদের এই প্রথম শিক্ষাই গীতার প্রথমেই দিতেছেন।

দেহটা থাকিবে না—আত্মা কিন্তু চির দিন ছিলেন, আছেন, থাকিবেন।

আত্মা সদা একরূপ—সদা জ্ঞানস্বরূপ—সদা আনন্দস্বরূপ এইজন্য আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা কোন কিছু দ্বারা—দেশ কাল বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্নও নহেন।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"

পুনঃ পুনঃ বিচার কর—করিয়া স্মরণ কর—তুমি আত্মা—তুমি দেহ নও, মনও নও। বিচার করিয়া একবারও ভুলিও না—সর্ব্বদা স্মরণ কর তুমি কখন জন্মাও নাই তোমার মৃত্যুও নাই। এই শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় না। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত আত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ করেন মাত্র। আদিতে সব প্রাণী অব্যক্ত ছিল—মধ্যে উপাধি ধরিয়া আত্মা যেন ব্যক্ত হয়েন—আত্মা দেহ কঞ্চুক ত্যাগ করিলেন তাহাতে শোক কেন হইবে?

আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন করা যায় না; ইহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারেন না,

তাপ দিয়া ইহাকে আর্দ্র করা যায় না, বায়ু ইহাকে রসহীন করিয়া শুষ্ক করিতে পারে না।

এই ভাবে প্রত্যহ আত্মার কথা স্মরণ কর—বিচার কর—একবারও বিস্মৃত হইও না। যখনই বিস্মৃত হইবে তখনই যদি বিচার কর দেখিবে তোমার অজ্ঞান যায় নাই বলিয়াই এই অজ্ঞান, এই অবিদ্যা এই মায়া তোমাকে ভুলাইয়া দিতেছে। তোমাকে ভুলাইয়া দিয়া কাম লইয়া থাকিতে বলিতেছে—কামের বস্তু দেখাইয়া দিতেছে—তাহাই ভোগ করিয়া সুখী হইতে বলিতেছে—ভুলাইয়া দিয়া বলিতেছে উপস্থিত সুখ ভোগ করিয়া যাও—তাহার সঙ্গে একটু দুঃখ থাকে তা থাক্—তথাপি উপস্থিত সুখ ছাড়িও না। ইহাই অজ্ঞানের ছলনা।

কতদিন এই ছলনা থাকিবে জান? যতদিন তোমার চিত্ত রাগদ্বেষাদিতে কলুষিত থাকিবে ততদিন। এই রাগদ্বেষ বা ভালবাসা মন্দ লাগা ইহাই হইতেছে চিত্তের মলিনতা। এই মলিনতা ধৌত করিবার জন্য তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে, তোমাকে উপাসনা করিতে হইবে।

এই কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তকে পরিষ্কার—নির্ম্মল করিতে পারিলে তবে সর্ব্বদা আত্মাকে লইয়া থাকিতে পারিবে—শেষে যোগদ্বারা আত্মস্থ হওয়া কি হইয়া বুঝিতে পারিয়া—উপাসনা দ্বারা কর্ম্মে বাক্যে ভাবনায় সর্ব্বদা ভগবান লইয়া—জ্ঞানী হইয়া মৃত্যু সংসারসাগর পার হইয়া সেই সুখের রাজ্যে সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে।

যোগিয়া × মিশ্র।

কবে তোমারে দেখিয়া নয়ন ভরিয়া প্রাণেরি পিয়াসা মিটাব।
কবে তোমারি নামেতে মিশিয়া গলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিব॥
কবে আসিবে সেদিন জানি না,
আমার সাধনা ভজনা কামনা,

কি বলে ডাকিলে দিবে তুমি সাড়া কি ফুলে তোমারে পূজিব।
যা কিছু সবই বিলায়ে,
তোমারি চরণে লুটিব;
ওহে পুণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়েরি স্মৃতি পটতে আঁকিয়া রাখিব।
তোমারি চরণে লভিয়া স্থান,
তোমাতেই সপিব এ মন প্রাণ;
অন্তরযামী বলনা গো শুনি কি বলে ডাকিলে পাইব।

শ্রীমতী লীলারাণী; মধুপুর, নবীনালয়।

শ্রীশবরীর আত্মনিবেদন।

ভক্তিযোগের পরিপাকে পরমজ্ঞানের উদয়ে জীবের ভাগ্যে চরমে কৃত কৃত্যতা আসিবেই—"এবং প্রসন্ন মনসো ভগবত ভক্তি যোগতঃ। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্ত সঙ্গস্য জায়তে, (ভাগবত ১।২।২০) বেদ রামায়ণে শ্রীশবরী বৃত্তান্তে এই তত্ত্ব অতি বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুধী সাধক তাহা দেখিবেন। আমার গতি কি হইবে এখন তাহাই ভাবিতেছি; আর ত সময় নাই—"আয়ুর্ন্যাতি প্রতিদিনম্"। তাই প্রভুর এই লীলারহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। দয়মান দীর্ঘনেত্র পতিতপাবন শ্রীরাম শ্রীশবরীর প্রতি যে ভক্তি যোগের উপদেশ করিয়াছেন তাহা আমার মত অকিঞ্চনের প্রতিই প্রদত্ত হইয়াছে, কারণ ভক্তিমার্গ বিশারদা শ্রীশবরী ত তাঁহাকে পাইয়া কৃত কৃত্যই হইয়াছিলেন, "শবরী মোক্ষমাপ সা"। সুতরাং তাঁহার প্রতি আর উপদেশের প্রয়োজন কি?

শ্রীভগবানের সেই উপদেশ বাণীর সার এই যে—"সাধুসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্ববিচার পর্য্যন্ত নবধা সাধনভক্তির যাজনদ্বারা প্রেমলক্ষণা সাধ্যভক্তির উদয় হইবেই, এই ভক্তির উদয়ে "মত্তত্ত্বানুভবস্তথা" হইবেই।" সুতরাং আমি কর্ম্ম বিপাকে যে কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন ঐ দৃঢ় অভ্যস্ত ভক্তিযোগ আমার অনুসরণ করিবেই—"প্রদীপশিখার সঙ্গে সঙ্গে অনল যেমন ধায়। তেমনিতর পাপপুণ্য পরলোকে যায়।" "স্ত্রিয়ো বা পুরুষ্যাপি তির্য্যগ্-যোনিগতস্যবা। ভক্তি সঞ্চয়েতে প্রেম লক্ষণা শুভলক্ষণে।" ইহাই তাঁহার শ্রীমুখের অভয় বাণী। আহা! এমন ভরসার কথা থাকিতেও আজ আমি ভীত চকিত! শ্রীশবরী গুরুবাক্যে সুদৃঢ়বিশ্বাস ফলে 'নামৈক শরণ' হইয়াছিলেন, আমিও যাহাতে তাঁহার মত গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করত "নামৈকশরণ" হইতে পারি সেই আশায় এই লীলা স্মরণ করিতেছি—

(১)

গুরুবাক্য সফলতা! পূর্ণমনস্কাম!
আসিয়াছ অভিরাম! প্রাণারাম! রাম! ১
বলিয়ে গেছেন গুরু এ আশ্রমে বসি।
"রাম" "রাম" "রাম" "রাম" জপ দিবানিশি ॥ ২
তারক এ ব্রহ্মনাম অন্তিম সম্বল।
সর্ব্বরোগ মহৌষধ সর্ব্ব বল বল ॥ ৩
যে ভাবেই বল নাম কভু ব্যর্থ নয়।
কোটিজন্ম অপরাধ মুহূর্ত্তে খণ্ডয় ॥ ৪
নাম সূক্ষ্ম, নামী স্থূল, অদ্বৈত হইয়ে।
জপফলে উঠিবেন হৃদয় ভরিয়ে ॥ ৫
অবশ্যই আসিবেন এ আশ্রমে রাম।
লক্ষ্মণ-সহিত প্রভু দূর্ব্বাদল শ্যাম ॥ ৬
যতদিন না আসেন দয়াময় হরি।
তাঁহারই ভজনে দেহ রাখ যত্ন করি ॥ ৭
ধ্যানে ডুবাইয়া মন সদা জপ "রাম"।
আসিবেন আসিবেন আসিবেন "রাম" ॥ ৮

(২)

(তাই) গুরুবাক্যে তব নাম সম্বল করিয়া।
বসে আছি, শ্রীচরণ পাইব বলিয়া ॥ ১
(আহা) কতকাল কেটে গেছে "রাম" "রাম" করি!
মনে কি পড়েছে প্রভো! রামরূপ হরি! ২
কতযুগ চলে গেছে পথপানে চেয়ে!
আসিলে কি উদ্ধারিবে ভবসিন্ধু নেয়ে! ৩
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু! আসিবে বলিয়ে।
কত ফুল ফল আমি রেখেছি সাজায়ে ॥ ৪
চরণকমলে তাহা করি নিবেদন।
আর কি বলিব প্রভো! অকিঞ্চন ধন। ৫

(৩)

অবলা অধমা আমি জ্ঞানহীনা নারী।
অতিশয় নীচকুলে জনম হামারি। ১
তুমি অপ্রমেয় আত্মা জগদ্ আধার।
তোমার দাসেরও দাস্যে নাহি অধিকার ॥ ২
মনোবাক্য অগোচর! কোন পুণ্যফলে।
পতিতা-শবরী-নেত্র-অতিথি হইলে? ৩
অতি মূঢ় নীচ জাতি অকিঞ্চন আমি।
তোমার স্তবন পূজা কিছুই না জানি ॥ ৪
গুরুদত্ত তব নাম সম্বল করিয়া।
চরণশরণ করি আছি গো পড়িয়া ॥ ৫
হে দেবেশ! দয়ানিধে! পতিতপাবন!
পতিতা শ্রীপদে করে আত্মনিবেদন ॥ ৬
আর কি করিব আমি দীনবন্ধো! রাম!
"হও তুমি সুপ্রসন্ন" এই মনস্কাম ॥ ৭

শ্রীশরৎকমল ভট্টাচার্য্য।

তবু ভয় ?

(এক)

তুমি যা কর আমি সব দেখি আর তুমি যা ভাব আমি সব শুনি। "বিনা নেত্রঞ্চ বীক্ষিতঃ—কর্ণহীনঃ শ্রুতংসর্ব্বং" চক্ষু নাই তবুও সব দেখি—কর্ণ নাই তবুও সব শুনি। আবার "ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি" শুননা তবুও যেন শোন; দেখনা তবুও যেন দেখ। এখন যা ভাব তাও ত শুনি, এখন যা কর তাও দেখি—আর—আর—পূর্ব্বে যাহা করিয়াছ—যাহা ভাবিয়াছ তাহাও সবই আমি দেখিয়াছিলাম—সবই আমি শুনিয়াছিলাম।

তখন তুমি ভাল ছিলে না এখন ভাল হইতে চেষ্টা করিতেছ। আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। যে নিজের অপরাধ স্বীকার করে—তার কোন দোষ আর আমি গ্রহণ করি না। ধীরে ধীরে তাকে আমার দিকেই টানিয়া আনি। হউক না কেন তার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম জনিত বিঘ্ন—হউকনা তার পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য মন্দ ভাবনার বিঘ্ন। আমি ধীরে ধীরে তাকে ভাল করিয়া দিতেছি নিশ্চয়ই।

আমি তোমার নাম করি—তা কি তুমি শোন? তুমি যেমন শোন আমি সেইরূপেই শুনি। সমনস্ক হইয়াই ডাক আর অমনস্ক হইয়াই ডাক—আমি শুনি না এমন কোন শব্দ জগতে উঠে না।

তুমি এই টুকু মাত্র মনে রাখ যে আমি শুনিতেছি আর মনে রাখ—তোমার যত কিছু বিঘ্ন,—যত কিছু বিপদ আপদ যত কিছু চিন্তা ভাবনা—সকল অবস্থাতে তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য—ডাকা আর আমি শুনিতেছি মনে রাখা।

মৃত্যুর জন্য ভয় কি? তখনও আমি আছি উদ্ধার করিতে। যতক্ষণ পার—সব যাতনা আমাকে জানাইতে থাক—নাম ছাড়িয়া দিও না—যতক্ষণ পার আমি শুনিতেছি মনে রাখিয়া নাম করা—এই টুকু কর আর নিশ্চিন্ত হও—আর সকল ভার আমার। আমি ত দেখি তুমি আর কিছু ভোগ করিতে চাও না—দেখি তুমি কাহারও প্রাণে ব্যথা দিতে চাও না—কাহাকেও কোন

গোলমালে ফেলিতে চাও না—কাহাকেও কোন কষ্ট দিতে চাও না। তুমি ডাকিতেই চাও—কিন্তু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মে তোমাকে নানা গোলমালে ফেলে—আলস্য অনিচ্ছা—অনভিলষিত লোকসঙ্গ—তা হউক—তুমি যা পার ডাকিয়া যাও—আর শুনিতেছি মনে রাখ—সব ভাল হইবে।

সময়ে সময়ে ভুলিবে সত্য কিন্তু কতক্ষণ ভুলিয়া থাকিবে? ডাকাই যে তোমার জীবনের ব্রত। তুমি আমার জন্য এই ব্রত গ্রহণকর—আমিও ব্রত তোমার জন্য ধারণ করিয়াই এই জগতে মূর্ত্তি ধরি জানিও। শুধু যাজ্ঞা কর আমি তোমার—"ভবাস্মীতি চ যাচতে"—আর সব ভার আমার। আমি সব করিয়া দিব। ভয় পাইও না। ডাকিয়া যাও আর মনে রাখ—তোমার ডাক তুমি যেমন শোন আমি তদপেক্ষাও ভাল শুনি।

নিজের কাছে খাঁটি হইয়া ডাক—খাঁটি হইয়া ভাব আমি শুনিতেছি—আর সব আমি করিয়া দিব।

নিত্য কর্ম্ম করিও—সে সময়েও মনে ভাবিও তোমার সব মন্ত্র উচ্চারণ আমি শুনিতেছি।

নিত্যকর্ম্ম বাদ দিতে আমি কোথাও বলি নাই। তোমার নিজের খেয়ালে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না, যেমন তেমন ভাবেও করিয়া যাও কিন্তু বাদ দিয়া নিজের মাথা নিজে খাইও না।

(দুই)

সৎ সঙ্গ যা করি—স্বাধ্যায় যা করি তাও ত করিব? আমার আজ্ঞা—সৎসঙ্গ করা—স্বাধ্যায় করা—এসব যা কর করিও—কিন্তু সর্ব্বদার কাজ রাখিও ডাকা—আর আমি শুনিতেছি ভাবনা করা।

তুমি যে বলিয়াছ—তত্ত্বচিন্তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রচিন্তা মধ্যম, মন্ত্রচিন্তা ও তীর্থ-চিন্তা আরও নিম্নস্তরের—আমি যে অতি মূর্খ—আমি করি সব কিন্তু কিছুই যে অনুভবে আনিতে পারি না।

তাহাতে ভীত হইও না। যতটুকু পার করিয়া যাও কিন্তু সর্ব্বদার কাজে জোর দিও বেশী। প্রতি লৌকিক কার্য্যের বিরাম কালে—তাহা যত অল্প সময়ের জন্য হউক আমি শুনিতেছি মনে রাখিয়া যতটুকু পার ডাকিয়া যাও।

তত্ত্ব চিন্তা ত "আমি কি আর জগৎ কি" এর বিচার?

আমি চেতন—জগৎটা মায়িক হইয়া যেন চেতনকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু আমি না থাকিলে এই অসৎ সমস্তও সৎ মত প্রতিভাত হইত না। সেই জন্য সকল অসতের মূলে সৎ আমি আছি—ইহা ভাবনা করিয়া চিত্ত-বিনোদন করিও—কিন্তু আমার কৃপা না হইলে ইহা অনুভবে আনিতে পারিবে না। সর্ব্বদার কর্ম্ম কর, আমিই যথা সময়ে অনুভব করাইয়া দিব। তোমার কর্ম্মের জন্য ব্যস্ত হও—আমি যাহা করিয়া দিব তাহা শীঘ্র শীঘ্র করিয়া দিতেছি না কেন সেজন্য ব্যস্ত হইও না—সহিষ্ণু হও, নিজের সর্ব্বদার কর্ম্মের জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক আর বিশ্বাস রাখ—দৃঢ় বিশ্বাস রাখ—তোমার আর সব আমি করিয়া দিব।

আর শাস্ত্র চিন্তা?

লিখিয়া লিখিয়া শাস্ত্র যেমন গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, চণ্ডী, মহাভারত—অধ্যাত্ম রামায়ণ চিন্তা কর—তুমি যাহা পার তাহা পুনঃ পুনঃ পারায়ণও কর। একবার ত পড়িয়াছি বলিয়া ছাড়িয়া দিও না। যতটুকু পার—লিখিয়া লিখিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর।

মন্ত্র চিন্তা?

মন্ত্র আমারই সূক্ষ্ম মূর্ত্তি জানিও। আমার সব মূর্ত্তিই কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি। সৎকে অনুভব জন্য, চিৎ ও আনন্দকে অনুভব জন্য যা করিতে শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছি তাহা যা পার করিয়া যাও—যথাকালে আমিই অনুভব করাইয়া দিব।

মন্ত্রদ্বারা যে উপাসনা কর—তাহাতে ধ্যানের মূর্ত্তিটিই যে সচ্চিদানন্দ তাহা মনে রাখিয়া সেই মূর্ত্তিটিই যে বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছে তাহার চিন্তা দ্বারা চিত্তবিনোদন করিও।

তোমার হৃদয়ে যে মূর্ত্তি তাহাই ঊর্দ্ধে, অধে আশেপাশে—বিশ্বমূর্ত্তিতে ছাইয়া আছে—এইটিই সেই—ইহার দ্বারা উপাসনা করিতে হয় মনে রাখিও। যেমন একটা কাঁচের শিশিতে অর্দ্ধেক জল রাখিয়া—সেই জলের সঙ্গে বাহিরের জলরাশির সীমা এক করিলে দেখা যায় ক্ষুদ্র শিশির জল বৃহৎ জলরাশির জল একই—কেবল কাঁচের ব্যবধানটার জন্য এক হইয়া যাইতেছে না—সেইরূপ অহং অভিমানের ব্যবধানে তুমি তার সঙ্গে মিশিতে পার না। উপাসনা কর—আমিই মিশাইয়া দিব। তার পরে সকল রকম কর্ম্মদ্বারা আমার সেবা করিতেছ মনে রাখিয়া কর্ম্ম করা। ভয় কি?

তুমি ছাড়া কেহ নয়—শেষ পরিচয়ে

একটী একটী করি চলি গেল দিন গুলি,
বৃথায় কাটানু মোর অমূল্য জীবন ;
পারিতাম যাহা আমি করিবারে, করি নাই—
ভেবেছিনু এজীবন সোণার স্বপন।
মনে মনে রচিয়াছি কত যে সুখের-নীড়
দুঃখই হয়েছে যার শেষ
ভাবি নাই সে ভাবনা, যে ভাবনা ভাবিলে গো,
বৃথায় জীবন মোর হ'তোনা নিঃশেষ।
হৃষিকেশ পাদ-পদ্মে রাখিতাম চিত্ত যদি
এই চিত্ত-বারি কভু হ'তো না চঞ্চল,
এ সংসার-মায়া-জলে, স্নেহ-কোকনদে রাখি
চিত্ত মোর করে টলমল।
পারি নাই বলিবারে, হে ভবেশ, হে শঙ্কর
ঘর দ্বার কিছু নাহি চাই
যাহা ভেবেছিনু মোর আপন আপন শুধু
শেষ দিনে তারা কেহ নাই।
এই কি সে আর্য্যভূমি, যেখানে মানব—
অতুল ঐশ্বর্য্য পদে ঠেলি ঘৃণা ভরে,
শ্রেষ্ঠ যাহা সে ঐশ্বর্য্য হরি-পাদ-পদ্ম কণা
নিয়েছিলো মহানন্দে মস্তক উপরে।
আর্য্য বংশধর আমি, একথা হইলে মনে,
সঙ্কোচে রহি চুপে চুপে,
সত্য লাগি কি সে ত্যাগ, আমি হয়ে বীতরাগ
তাঁহাদের বংশধর বলিব কিরূপে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে আমি ছিনু মত্ত চিরদিন,
রচিয়া সুখেরনীড় স্বামী পুত্র লয়ে
আজ তারা কেহ নাই, তাই অখিলের স্বামী—
(বুঝায়েছ), তুমি ছাড়া কেহ নয়—শেষ পরিচয়ে।

আন্নাকালী দেবী,
গঙ্গাটিকুরী
বৰ্দ্ধমান।

‘পারের-কড়ি’

আর কতদিন দোকানদারী
করবিরে মন ভবের হাটে,
বুঝিয়ে দিয়ে হিসাব নিকাশ
চল্, চলে যাই পারের ঘাটে।
ভূতের বেগার খাট্‌লি কেবল
তোর পারের কড়ি কই
শুধু দেনার দায়ে ডুবলি কেবল
তবে, কেমনে পার হই।
শেষের দিনে ডাক দেখি মন
সেই ভব-নদীর কাণ্ডারী
একটু খানি ঠাঁই হবেরে,
লাগ্‌বে নাকো পারের কড়ি।
অনেক দিনের পুরোণো নাবিক,
তোর সাথে তাঁর আছে চিনা
পারের পয়সা লাগ্‌বে নাকো
(শুধু একবার), তারা ব্রহ্মময়ী বলে ডাক্‌না।

আন্নাকালী দেবী,
গঙ্গাটিকুরী,
বৰ্দ্ধমান।

ক্ষেপার ঝুলি।

নর মুণ্ড।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরাণতীর্থ মহাশয় লিখিত।

ক্ষেপা একদিন দেখিল গঙ্গাতীরে একটা নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে, সে যেমন তাহার কাছে গিয়াছে তৎক্ষনাৎ নরমুণ্ড তাহার শুভ্র দশন পঙ্‌ক্তি বিস্তার করতঃ হাস্য করিতে লাগিল।

ক্ষেপা—জিজ্ঞাসা করিল, ও মড়ার মাথা তুমি হাস কেন?

মুণ্ড—অল্পক্ষণ হাসিয়া বলিল—ও জ্যান্ত মানুষ; তুমি হাস কেন?

ক্ষেপা—আমরা হাসি আনন্দ হ'লে তুমি কেন হাস্‌ছো?

মুণ্ড—আমি হাস্‌ছি তোমার কুটীরে অনুরাগ দেখে।

ক্ষেপা—অনুরাগ আর কি? যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ তো একটা থাকবার জায়গা চাই।

মুণ্ড—কতক্ষণ তোমার দেহ আছে বন্ধু?

ক্ষেপা—তাতো জানি না।

মুণ্ড—তবে তোমার কুঁড়েতে দরকার কি? তুমি এই গঙ্গাতীরে বসে রাম রাম কর, আর ছাপ মের না বন্ধু। যখন ত্যাগের পথ ধ'রেছো তখন আর মমতার ছাপ মেরো না। যে জিনিষে আমার ছাপ মারবে, নিশ্চয় জেনো বন্ধু তার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হবে। কিছুই—কিছু নয় বন্ধু সব ফাঁকি। আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো আমার কি না ছিল! অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, সুন্দর নীরোগ শরীর, পতিপ্রাণা ভার্য্যা, পিতৃভক্ত পুত্র, জগতের সুখের উপাদান যা কিছু সবই ছিল। একদিন আমার আদেশে শত শত লোক উঠ্‌তো, ব'স্‌তো আমার একটা আজ্ঞা পালন কর্ত্তে পেলে কত লোক কৃতার্থ হ'য়ে যেত্তো। একদিন আমার প্রতাপে দেশবাসী কম্পিত হ'ত। আমার নাম শুন্‌লে দস্যুদল পলায়ণ কর্ত্তো। আমার রাজ্য সম্পদ ঐশ্বর্য্য আমাকে ভুলিয়ে রেখে ছিল। উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ কর্‌তাম, পালঙ্কের উপর দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন কর্‌তাম্। ইন্দ্রিয় বিলাস ছাড়া সংসারে আর কিছু আছে তা জান্‌তাম না। আমার দেহ যাবে সে কথা ক্ষণেকের জন্য মানসে

উদয় হ'ত না। ভাবতাম্ অনন্ত অনন্ত কাল ধ'রে এ সুখ ভোগ কর্‌বো, তাওকি কখন হয়; শরীরে রোগ এলো, ভার্য্যা ও পুত্র গে'ল, তারপর আমার দেহও গেল। যেখানকার গৃহ দ্বার ঐশ্বর্য্য সেখানে পড়ে থাক্‌লো। আজ আমি এই গঙ্গাতীরে কত কাল পড়ে আছি আমার মাংস গুলো কুক্কুর শৃগালে ভোজন কর্‌লো। তার পরদিন আমার মাংস গুলো তাদের বিষ্ঠা হয়ে গে'ল। আমি শরীরটা হতে বিচ্যুত হ'য়ে কত দিন এখানে প'ড়ে আছি, কত রৌদ্র, বর্ষা, কত প্লাবন কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত বজ্র আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, আমি স্থির হয়ে এখানে প ড়ে পড়ে আমার পুরাতন কথাগুলি ভাবি আর হাসি। আর আমার কাছ দিয়ে যারা যায় তাদের—বলি ওরে তোদেরও দশা একদিন আমার মত হবে এখন থেকে ডাক্‌তে আরম্ভ কর, আমার কথা কেউ শুন্‌তে পায় না, কেহ দেখে না, কেহ হয় তো দেখে বলে এ একটা মড়ার মাথা এখানে পড়ে রয়েছে। আমি বলি, ওরে উন্মাদ মানুষ? একদিন এ মড়ার মাথাটা তোদের মত জীবিত মানুষেরই ছিল, এটা চিরদিন মড়ার মাথা নয়। কে কার কথা শুনে, আপনার তালে সবাই চলে। আমার কথা শুনতে না পেলেও আমাকে দেখে থম্‌কে দাড়ায় আমার দিকে চেয়ে সংসারের অসারত্ব ক্ষনেকের তরে চিন্তা করে—এ স্থান হতে চলে যায়। তারপর—তরঙ্গের উপর তরঙ্গেরমত বিষয় চিন্তা তার ক্ষণিক বৈরাগ্যকে ভাসিয়ে দেয়। আমি কিন্তু এক ভাবেই চীৎকার ক'রে বলি সব্ ফাঁকি, সব ফাঁকি। কেবা আমার কথা শুনে।

ক্ষেপা—আচ্ছা বন্ধু! তুমি যে এখানে পড়ে আছ, এর কি কোন উদ্দেশ্য নাই?

মুণ্ড—উদ্দেশ্য আছে বই কি। অকারণ একটা তৃণ পর্য্যন্ত থাক্‌তে পারে না।

ক্ষেপা—তুমি এখানে পড়ে পড়ে জগতের কি কাজ কর্‌ছো?

মুণ্ড—খুব বড় কাজে ঠাকুরটী আমায় নিযুক্ত রেখেছেন; আমি লোককে বৈরাগ্য দান কর্‌বার জন্য এখানে পড়ে আছি।

ক্ষেপা—এই তো বল্লে, তোমার কথা কেউ শুন্‌তে পায় না।

মুণ্ড—অনেকে না পেলেও তোমার মতন দুচারজন বন্ধু এসে আলাপ করে বই কি।

ক্ষেপা—আচ্ছা বন্ধু তুমি কি বলতে চা'ও যে, বৈরাগ্য ভিন্ন সাধনা হয় না? এক অভ্যাসের দ্বারাই তো সবকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

মুণ্ড—না, তা হয় না। অভ্যাস বৈরাগ্য দুই-ই চাই—গীতায় ঠাকুর বলেছেন—

"অভ্যাসে ন তু কৌন্তেয়
বৈরাগ্যে ন চ গৃহ্যতে" ॥

আবার সাংখ্য-দর্শনেও বলেছেন—

"অভ্যাসাৎ বৈরাগ্যাচ্চ"।

পাতঞ্জলে বলে ছন—

"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"।

যদি বৈরাগ্য না থাকে তাহলে অভ্যাস কেহ রাখ্‌তে পারে না। সাধন ভজন স্থায়ী হয় না।

"কৌপিনকা ওয়াস্তে মেরা-এসা হাল হোয়া"।

এই রকম ত্যাগের পথে গিয়াও ভোগী হয়ে পড়ে।

ক্ষেপা—তবে উপায়! কি প্রকারে সাধক হওয়া যায়?

মুণ্ড—তিনিই যথার্থ সাধক যিনি মৃত্যুকে সুমুখে রেখে সাধনা করেন। প্রাণে প্রাণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতীত মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে পারে না। এই ধর তোমার সাধনার ব্যাঘাতক কে? এই স্থূল দেহ, এবং দেহ সম্বন্ধীয় যে সকল জিনিষ। যদি দেহটার উপর আস্থা না থাকে, সর্ব্বদা স্মরণ থাকে এ মাংসপিণ্ড নশ্বর, তাহলে আর সাধনার ব্যাঘাত কে ক'র্‌বে? স্থূলটাই তো গোলমাল ঘটায়। কি জান বন্ধু এ দেহটাকে ভুলেও ভুলতে পারা যায় না। নাম কর্ত্তে কর্ত্তে একটা ভাব এলো দেহ ভুল হয়ে গেল, আবার কিছু পরে ভাব ভঙ্গি দেহ বোধ ফিরে এলো, রূপ রসের আকাঙ্ক্ষা মনে জেগে উঠলো, এই সময় তাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়া দরকার। তাহলে সে আপনার অভ্যাসে গিয়া 'রাম রাম' কর্ত্তে থাক্‌বে। আবার শ্রীভগবানের সরস পরশ লাভে আপনাকে হারাবে।

ক্ষেপা—আচ্ছা বন্ধু! পরশ তো পাওয়া যায়; কিন্তু সে পরশে চিরদিনের মত ডুবে থাক্‌তে পারা যায় না কেন, তার কারণ বল্‌তে পার?

মুণ্ড—চেষ্টা যে করে সে পারে।

ক্ষেপা—চেষ্টাটা কিরূপ?

মুণ্ড—পরশ লাভের কারণ অনুসন্ধান কর্‌লে দেখা যায় জপই পরশ লাভের মুখ্য কারণ, যে যত জপ করে সে ততক্ষণ তাতে ডুবে থাক্‌তে পারে। পরশ লাভের কারণই জপ, বাড়াও জপ, তুমি বেশীক্ষণ পরশ পাবে জপ ত্যাগ ক'র না তুমি শ্রীভগবানেই ডুবে থাক্‌বে।

ক্ষেপা—এমন দেখা যায় জপ করলাম মন পরশ পেলে না।

মুণ্ড—সেই সময় চীৎকার করে ডাক্‌তে সাধুগণ বলেন। ঠাকুরটী তখন দূরে সরে গেছেন ডাক্‌তে কাছে আসেন। জপই এ যুগের একমাত্র উপায়, জপ কর্‌তে কর্‌তে ঠাকুরটীতে ডুবে যাও। নির্গুণ সগুণ যে ভাবে তাঁকে চাও 'রাম রাম' জপ কর্‌লে সেই ভাবেই পাবে। জপরূপ ভিত্তির উপর ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ প্রাসাদ অবস্থিত। যদি ভিত্তি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর না করে জ্ঞানের প্রাসাদ তুল্‌তে চেষ্টা কর দেখ্‌বে তুমি মুখে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছ। চালাও জপ দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি নাম কর্‌তে কর্‌তে অতিবাহিত হ'ক, আসন স্থির হ'য়ে যাক্।

"আসন জয়াৎ প্রাণ জয়"

আসন জয় হলে প্রাণ জয় হবে। তারপর দেখ্‌বে ঠাকুর স্বয়ং এসে তোমায় দেখা দিবেন। ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের নাম বড়, নাম কর নির্গুণ সগুণ যে রূপে চাও সে রূপেই তাঁকে লাভ কর্‌বে।

অগুণ সগুণ দোউ ব্রহ্মস্বরূপা।
অকথ অনাদি অগাধ অনূপা॥
মেরে মত বড় নাম দুহুঁতে।
কিয়ে যে যুগ বশ নিজ বুতে॥

ক্ষেপা—আচ্ছা বন্ধু অন্য মনে ডাক্‌লে কি তিনি কৃপা করেন। ধর আমি তাঁকে মনে প্রাণে ডাক্‌তে চাই কিন্তু ডাকৃছি, মন সরে গেছে ইহা মিথ্যাচার নয়ত?

মুণ্ড—না মিথ্যাচার নয়, লোক বঞ্চনার জন্য সাধু সাজিয়া সাধনার ভাণের নাম মিথ্যাচার ; মনকে জয় করবার জন্য যে চেষ্টা তাহা মিথ্যাচার হতে পারে না। লয় বিক্ষেপ জয় করবার জন্যই ত সাধনা। সাধক অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য থাকবে বৈ কি, একভাবে অবস্থানের নামই সিদ্ধাবস্থা। আর কৃপার কথা ব'লছ নিশ্চয়ই কৃপা করেন, আমার নাম গোবিন্দ তুমি অন্যমনস্ক ভাবে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলে ডাকছ, আমি উত্তর দিব না না তোমার কাছে যাবনা আমি তোমার কাছে গিয়াও যদি দেখি তুমি অন্য মনে আছ, তাহলে আমি বল্‌ব,ও বন্ধু আমি এসেছি, সেইরূপ অন্য মনে ডাকলেও তিনি হাসতে হাসতে এসে বলেন ওরে আমি এসেছি একথা ত জান।

ক্ষেপা—খুব জানি।

মুণ্ড—ভাইরে রত্নাকর 'মরা মরা' জপ করেছিলেন, অজামিল পুত্রকে নারায়ণ বলে ডেকে ছিলেন তাতেই তাঁরা কৃতার্থ হয়ে গেছেন, তবে অন্য মনে ডাকলে কেন কৃপা পাওয়া যাবে না।

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্ট যথানল কণোদহেৎ।
তথোষ্ঠ পুট সংস্পৃষ্ট হরিনাম দহেদঘম্॥ (ব্রহ্মপুরান)

শাস্ত্রে তিনি অতি পতিত জীবকেও খুব আশা দিয়াছেন ! কি জান বন্ধু নাম হ'ল সরিষা পড়া সাপ যেখানে থাকুক না কেন সরিষা পড়া যেমন তাকে টেনে আনে সেইরূপ মন যেখানে থাকুক না কেন, নাম তাকে টেনে আনবেই। যে যত আসক্ত হ'ক পাপী হ'ক তথাপি তার ভয় নাই সে যদি আশ্রয় লয় যদি কাতর কণ্ঠে বলে ঠাকুর আমি বড় পাপী বড় গতিহীন আমায় তুমি নিজগুণে কৃপাকর, তা হলে তিনি তাকে বুকে করে তুলে নেন ভাইরে তাঁর নাম পতিত-পাবন তাঁরনাম অধমতারণ অতি পাতকীও তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হয় না।

ক্ষেপা বন্ধু তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, তোমার এই উৎসাহপূর্ণ বাণীতে নিরাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়, আজ তোমার সঙ্গলাভে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে; তোমার সহিত দিবারাত্র কথা কইতে ইচ্ছা করছে।

মুণ্ড—মহাপুরুষ বলেন কথা কওয়া বড় সাধনা, ঠাকুরটীর সঙ্গে কথা কহিলে উন্মত্ত চিন্তাগুলাকে দূর করে দিতে পারা যায়, কথা কওয়াও হয় এবং ভবপারের উপায়ও হয়।

ক্ষেপা—বন্ধু তোমার কাছেই থাক্‌ব, তোমার সঙ্গেই কথা কব।

মুণ্ড—বেশ দেখ বন্ধু মানুষ কিছুতেই সুখী হইতে পারে না যতদিন পর্য্যন্ত সে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্মরণ অভ্যাস না করে।

ক্ষেপা—আচ্ছা বন্ধু সকলেই কি ঈশ্বর বিশ্বাস করে—সকল জাতিই কি ঈশ্বরকে ডাকে।

মুণ্ড—হাঁ তবে নাম ভেদ আছে যেমন দেখ্‌তে পাওয়া যায় বৈদান্তিক ঈশ্বরকে "ব্রহ্ম" বলেন, যোগী "পরমাত্মা" বলেন, ভক্ত "ভগবান্" বলেন, শৈব "শিব" শাক্ত "শক্তি", গাণপত্য "গণেশ," সৌর "সূর্য্য" বৈষ্ণব "বিষ্ণু" বলেন, সাংখ্য বলেন "আদি বিদ্বান্ সিদ্ধ কপিল" পাতঞ্জল মতে "ক্লেশাদি সম্পর্করহিত শ্রুতিসম্প্রদায়ের উপদেশক ও অনুগ্রহকারী পুরুষবিশেষ" মহাপাশুপত মতে "লৌকিক বৈদিক বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও নির্লিপ্ত জগৎ কর্ত্তা" পৌরানিক মতে "পিতামহ" যাজ্ঞিক বলেন "যজ্ঞপুরুষ" দিগম্বর মতে "নিরাবরণ" অর্থাৎ "অজ্ঞান অদৃষ্ট দেহাদিরহিত" মীমাংসক মতে "উপাস্যভাবে কল্পিত মন্ত্রাদি" নৈয়ায়িক মতে "প্রমাণদ্বারা যতদূর সম্ভব ধর্ম্ম যুক্ত" চার্ব্বাক মতে "লোক ব্যবহারসিদ্ধ রাজা প্রভৃতি" এই ত আর্য্যজাতির—তারপর অনার্য্যজাতির হিসাব শুন,ইংরাজের "গড" মুসলমানের "আল্লা" পার্শীদের "ব্র হ্ম" গ্রীকের "জুপিটার" নিগ্রোর "কঙ্কুলুঙ্কুলু" বেকুয়ানা ও বসুটো দিগের "নিয়ামো" বা "নিয়াম্বো" নব হেব্রিডিস দ্বীপবাসীর "সুকী" টরি দ্বীপ বাসীর ও উত্তর আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানদের "মনিতু" পলিনে শিয়াদের "আতুয়া" বা "অতু" ব্যাঙ্কদ্বীপের "কাৎ" সলেমান দ্বীপের "ডেনী" গিলবার্ট দ্বীপের "তাবুজারিক" বাতায়াদের "ঐইমী" হুয়াহীনদের "তানে" বোলবোলাদের "তাও" মানরুয়াদের "তু" টাহায়াদের "ওরো" নবজীলাণ্ডের "রাঙ্গী" শুন্‌লে একজনকে কতলোকে কত নামে ডাকে সকলে একজনকেই ডাকে একটী ছাড়া দুইটী নাই বন্ধু "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

একেই ভেসেছে বিশাল বিশ্ব
একেতেই হবে লয়।
অথবা বিশ্ব ভাসে নাই কভু
নির্ব্বিকার সে চিন্ময়॥

ক্ষেপা—বন্ধু বন্ধু নীরব হওনা আরও বলো।

মুণ্ড—ডুবে যারে ক্ষেপা আমার মাঝারে
আছি শুধু আমি হেথা।
মড়ার মাথা চুপ করে থাকে
কহেনাক কোন কথা॥

ক্ষেপা—বটে তোমার কীর্ত্তি কথা কও—যখন পাগল করেছ তখন ভাল করেই কর—বল কি করে দিনগুলা কাটাব?

মুণ্ড—আত্মাম্ভোধেস্তরঙ্গোহস্ম্যহমিতি গমনে ভাবয়ন্নাসমস্থঃ
সংবিৎসূত্রানুবিদ্ধো মণিরহমিতি বা চেন্দ্রিয়ার্থ প্রতীতৌ।
দৃষ্টোস্ম্যাত্যাবলোকাদিতি শয়নবিধৌ মগ্ন আনন্দ সিন্ধৌ
অন্তর্নিষ্ঠো মুমুক্ষুঃ স খলুতনুভৃতাং যোনয়ত্যেব মায়ুঃ॥

আত্মাসাগরে তরঙ্গ আমি
ভাবিস্‌রে তুই গমনে।
(আমি) জ্ঞান সূত্রেতে গ্রথিত মণি
মনে রেখো উপবেশনে॥
বিষয় দেখে আত্মা দেখিনু
ভাবিয়া হইও হৃষ্ট।
শয়নে মগ্ন আনন্দনীরে
ভেবে থেকো সদা তুষ্ট॥
এমনি ভাবে দিবস গুলা
হউক তোর অবসান্‌।
নামটী মোর জিহ্বায় রেখে
যথেচ্ছ কর অবস্থান্‌।

ক্ষেপা—বড় মধুর—বড় মধুর
রাম রাম সীতারাম।

স্থূল দেহের দার্শনিক চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পরে)

এই পরিমাণের অল্পাধিক ভাবকে ঔষধের দ্বারা নিয়মিত অংশে আনয়ন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ রক্তের জলীয় অংশ ৭৯৬ অংশের স্থলে যদি ৫০০ অংশে পরিণত হয় বা লবণাংশের ২৭ অংশের স্থলে যদি ১৫ অংশে পরিণত হয়, সোডার ভাগের ১ অংশের স্থলে যদি ৪ অংশ পরিণত হয়, ম্যাগনিসিয়মের ভাগের ১ অংশের স্থলে যদি ৩ অংশে পরিণত হয় তাহা হইলে এ প্রকার ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে উহারা নিয়মিত অংশে আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমানকালে রোগ নিরূপণ জন্য তাহার রক্ত পরীক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা যে অতি যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু অংশগুলিকে নিয়মিত ভাগে পরিণত করিবার জন্য কোন ঔষধ ও কিপ্রকার পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তাহা ভিষকগণের পক্ষে অতি দুষ্কর ব্যাপার। ঔষধের ও পথ্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করা বহু জ্ঞানের ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন। যেমন রোগীর রক্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম, রোগীর দেহস্থিত শুক্রাংশ, জলীয়াংশ, লবণাংশ ইত্যাদির সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। রক্তাংশ যদি কোন কারণে কমিয়া যায় উহা পূরণ করিবার জন্য বা সুস্থ দেহ হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া উহা রোগীর দেহে প্রবেশ করাইলে অনেক উপকার হয়।

নাড়ী বিজ্ঞানে পারদর্শী ভিষকগণের এই ভারতক্ষেত্র বিশেষতঃ বঙ্গভূমি এককালে বহু গৌরবান্বিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিজ্ঞানের প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছে। নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগীর দেহে কি রোগ জন্মিয়াছে, রোগী কতদিনে আরোগ্য হইবে, এমন কি কত দিবস পরে তাহার দেহত্যাগ হইবে, ভিষকগণ তাহা পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেন। সুতরাং প্রবন্ধের এই স্থলে নাড়ী বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা উল্লেখযোগ্য মনে করি।

সর্ব্বদেহির পাঁচটি নাড়ী আছে। ঐ পাঁচটিরই বেগ হস্তে ও পদদেশে সহজে অনুভূত হয়। পুরুষগণের দক্ষিণ হস্তে ও পদে নাড়ীগণের প্রাবল্য অনুভূত হয় ও স্ত্রীগণের বাম হাতে ও বাম পদে নাড়ীগণের প্রাবল্য অনুভূত হয়। আর নপুংসকগণের বাম দক্ষিণ ভাগ বিচার না করিয়া কেবল মাত্র সাধারণ লক্ষণ দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণে ভাগ য়োঃ।
বাম ভাগে স্ত্রিয়ো যোজ্যা নাড়ী পুংসস্তু দক্ষিণে;
ইতি প্রোক্তা ময়া দেবি সর্ব্বদেহেস্থ দেহিনাং॥

ভিষকের, তাঁহার বাম হস্তে রোগীর কুনুই দেশ হইতে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগ-স্থিত নাড়ী তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী মাত্র অঙ্গুলীর দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির দেহে তৈল মর্দ্দনের পরে বা আহারের অব্যবহিত পরে বা নিদ্রিতাবস্থায় বা দারুণ শ্রমের পরে নাড়ী পরীক্ষা করিলে ফল প্রাপ্তি হয় না বা রোগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না। সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী সাধারণতঃ প্রাতঃকালে স্নিগ্ধভাবে, মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে ও সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ দ্রুতগতিতে বহন করিয়া থাকে।

প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে চোষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরাদ্রোগ বিবর্জ্জিতা॥

এ দিকে বায়ু প্রধান ব্যক্তির নাড়ীর গতি বক্রভাব, পিত্তপ্রধান ব্যক্তির নাড়ীর গতি চপলা ভাব এবং শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তির নাড়ীর গতি স্থির ভাব অবলম্বন করে এবং দুইএর বা সকলের যখন মিশ্রভাব দেখা যায় তখন বুঝিতে হইবে, নাড়ীতে তিনের মিশ্রভাব আছে।

বাত্তাৎবক্রগতা নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থিরা শ্লেষ্মা জ্ঞেয়া মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ॥

ইহার বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমরা বলিব বায়ু প্রধান ধমনীর গতি সর্পের বা জলৌকার গতির ন্যায়। পিত্তপ্রধান ধমনীর গতি কাকের বা ভেকের ন্যায় গতি এবং শ্লেষ্মা প্রধান ধমনীর গতি রাজহংসের, ময়ূরের বা কপোতের ন্যায়।

সর্প জলৌকাদি গতিং বদন্তি বিবুধাঃ প্রভঞ্জনেন নাড়ী।
পিত্তেন কাক-লাবক ভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ॥
রাজহংস ময়ূরানাং পারাবত কপোতয়োঃ।
কুক্কুটস্য গতিং ধত্তে ধমনী কফসংবৃতা॥

প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দেহের নাড়ী স্নিগ্ধভাবে, উষ্ণভাবে ও দ্রুতগতিতে যথাযথরূপে বহন করিলে তথা কথিত রোগী শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

যদা যং ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথাগতিঃ।
তদাহি সুখাসাধ্যত্বং নাড়ী জ্ঞানেন গম্যতে॥

আর যদি রোগীর নাড়ীর মধ্যে মধ্যে মন্দ গতি হয়, মধ্যে মধ্যে শিথিল গতি হয় ও মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল গতি হয় ও সূক্ষ্ম বা অনুভব বিহীন হয় ও স্থানান্তরিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রোগীর রোগ অসাধ্য।

মন্দং মন্দং শিথিল-শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলম্বা,
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা।
নিত্যং স্থানা স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলীং সংস্পৃশেদ্বা,
ভাবৈরেবং বহুবিধবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা॥

ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী,
৭৭।১ হরি ঘোষষ্ট্রীট কলিকাতা।

ব্রাহ্মণ থাকিবার উপায়।

(১)

দ্বিজ বংশে জন্মিয়া সকলেই যদি ব্রাহ্মণ থাকিবার কার্য্য করে—

তাহা হইলে কি হয়?

তবে এই প্রাচীন জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়—জাতির ভণ্ডামি নষ্টামি দূর হয়, কলির ব্যভিচার দূর হয়—আবার সকলে নূতন উৎসাহে শুভপথে চলিয়া সকলের উপকার করে—জগতেরও কল্যাণ সাধিত হয়।

তাহা কি একালে সম্ভব বলিয়া তোমার মনে হয়?

না। একালে ইহা হইবে না।

কেন হইবে না?

যাহা চারিদিকে দেখিতেছি তাহাতে ব্রাহ্মণ থাকিবার কোন কার্য্যই প্রায় সকল স্থানেই করা হইতেছেনা বলিয়া মনে হয়।

কিরূপ?

এই ভারতে এখনও কত স্থানে কত মঠ রহিয়াছে, কত মঠ নূতন হইতেছে —কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় উঠিতেছে—এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাও নিতান্ত কম নহে। এই সমস্ত স্থানে সকল জাতির বালক যুবক স্থান পাইতেছে, ইহারা কি ব্রাহ্মণের কার্য্য করিবার শিক্ষা পায়? না কোনরূপ একটা অনুষ্ঠান করিয়াই মনে করে ধর্ম্ম করিতেছি? তার পরে স্কুলে কলেজে যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষা পাইতেছে যাহারা মেসে হোষ্টেলে বাস করিতেছে তাহারা কি কোন কালে শিক্ষা পাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া ব্রাহ্মণের মত কার্য্য না করিলে স্বধর্ম্মে থাকা হয় না—আর "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" স্বধর্ম্মে মরাও ভাল কিন্তু পরধর্ম্মে চলিয়া সমাজ মধ্যে সমস্ত ভয় আনয়ন করাই হইতেছে অতি দ্রুত পথে যমরাজের ভবনে প্রবেশ করা। সেই জন্য ভগবান্‌ই উপদেশ করিতেছেন "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—বৈশ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং শূদ্র শূদ্রের ধর্ম্ম বলিতে কি সধবা বিধবা ও আপন আপন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম যদি মন্দভাবে পালন করিয়া যায় তাহাও ভাল কিন্তু শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় সকলে যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সুন্দর রূপে

অনুষ্ঠান করে, অথবা ব্রহ্মচারী—গৃহস্থ—বানপ্রস্থের কর্ম্ম ছাড়িয়া যদি সন্ন্যাসের কর্ম্ম সুন্দররূপেও অনুষ্ঠান করে—তবে যাহারা ইহা করে তাহারা নিজের অনিষ্টত করেই এবং সমাজের ও জগতের অকল্যাণও সাধিত করে।

তবে কি মঠ, বিদ্যালয়—এই সমস্ত তুলিয়া দেওয়া উচিত?

না তাহা বলিতেছি না—যাহাতে সকলে স্বধর্ম্ম পালনের শিক্ষা পায় তাহাই করা উচিত। সত্য কথা সমস্ত আশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারীর মত থাকেনা—গৃহস্থ গৃহস্থের মত থাকেনা বনি ও সন্ন্যাসী বনি সন্ন্যাসীর মত থাকেনা এমন কি সধবা ও বিধবাও আপন আপন ধর্ম্মে থাকে না তথাপি আশ্রমের ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া স্বেচ্ছামত বা সুবিধা মত আশ্রম খুজিয়া পরধর্ম্ম আচরণ করা আর নিজে এবং সমাজকে বা জাতিকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস করার দিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেওয়া—ইহাকেই ভগবান্ ভয়াবহ বলিতে-ছেন। ভগবানের প্রিয় কার্য্য করাই ত মানুষের কর্ত্তব্য কিন্তু যদি পরধর্ম্ম আচরণ করিতে ভগবান নিষেধ করেন তবে মন্দ ভাবেও পিতা মাতার প্রভৃতির সেবা রূপ সংসার ধর্ম্ম করা বরং ভাল কিন্তু সংসার ধর্ম্মকে অথবা ঈশ্বর বোধে পিতা মাতা স্বামী প্রভৃতির সেবা না করিয়া পিতা মাতা ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া মঠের সংসার করা কি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য? সন্ন্যাসীর মত বেশ ভূষা করিয়া "আনন্দ" নাম লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ বা দরিদ্রনারায়ণ সেবা যদি ঈশ্বরের প্রিয় কায্য হয় তবে এক-প্রকারের প্রিয় কার্য্য করিতে গিয়া "পিতৃদেবো ভব—মাতৃদেবো ভব—আচার্য্য দেবো ভব—অতিথি দেবো ভব" প্রভৃতি বেদের আজ্ঞা ত্যাগ কি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য লঙ্ঘন করা হয় না? এই উভয়ের সামঞ্জস্য কি হয় না? ইহার বিচার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই করিবেন।

(২)

লোকে বলে আজকাল বহু লোকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছে। কথাটা কি ঠিক? মনে হয়—নহে। ব্রাহ্মণ যথার্থ যাহা, জগতের কোন ব্যক্তি তাহার বিদ্বেষী হইতেই পারে না। ব্রাহ্মণ ব্যভিচারী হইয়া যাহা দাঁড়ায় সকলেই তাহার নিন্দা করে। বিকৃত ব্রাহ্মণ ও তাঁহার কার্য্যকেই লোকে নিন্দা করে। লোকনিন্দা মৃত্যুর অতি নিকট। ব্রাহ্মণের যখন এত নিন্দা তখন কি বলিতে হইবে ব্রাহ্মণ মরিয়াছে? এ কথার উত্তর ব্রাহ্মণ

নিন্দুকেরা করিবেন। আমরা এখানে এই বলি যে যদি ব্রাহ্মণ এই বঙ্গদেশেও মরিয়াই থাকেন তবে নমঃশূদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ হইতে চাহেন কেন? এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলাই ভাল—অন্য কথা গুপ্ত।

ব্রাহ্মণ যথার্থ যাহা তাহা বলিবে কে? যিনি বলিতে পারেন তিনি বলুন। আমরা বলি—এখনও যাঁহারা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়াছেন, জাতি ব্রাহ্মণ যাঁহারা এখনও আছেন তাঁহারা যথার্থ ব্রাহ্মণ কিরূপে থাকিবেন? আর ব্রাহ্মণ থাকিতে হইলে কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে—অথবা কোন্ কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণ থাকা যায়—আমরা সেই কথাই বলিতে যাইতেছি।

(৩)

লোকে এই লেখককে যাহাই বলুন—লেখক আপনাকে যতটুকু জানিয়াছেন তাহাতে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় ইনি নিজের মনে যাহা উদয় হয় তাহা আদৌ বিশ্বাস করিতে চান্ না। মানুষের মন যদি ঠিক মত গঠিত না হয় তবে সেরূপ মনের কথা কি বিশ্বাস যোগ্য? বোধ হয় নয়। কোন্ ব্যক্তি নিজের মনে যাহা উঠিবে তাহাকেই সত্য বলিতে পারেন? যাঁহার মন, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ ব্যক্তিই নিজের মনকে বিশ্বাস করিতে পারেন। যাঁহার কথা সত্য হয় না, যিনি ধর্ম্মপথে চলিতে পারেন না, যিনি মুখে ধর্ম্ম কথা বলিলেও কার্য্যে নিন্দনীয় ব্যাপার করিয়া ফেলেন, যাঁহার উপদেশ—যথার্থ সাধুর উপদেশের সঙ্গে মিলেনা—যিনি এক বয়সে যাহা সত্য বলিয়া প্রচার করেন, পরিণত বয়সে তাহা সত্য নহে বলেন—সেরূপ ব্যক্তির কখনই নিজের মনকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। ফলে যাঁহাদের মন ঠিক গঠিত হয় নাই তাঁহারা কখনই নিজের মনকে বিশ্বাস করিতে পারেন না—যদি তাঁহারা যথার্থ ভাল লোক হয়েন, যদি তাঁহারা আত্মম্ভরী না হয়েন।

আমি আমাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এই বলি যে আমার মন ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্ম করিতে, সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করি সত্য—কিন্তু যেরূপ চেষ্টা করিলে যথার্থ ধার্ম্মিক হওয়া যায়, যথার্থ সত্য পরায়ণ হওয়া যায়, যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক হওয়া যায়, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, ঈশ্বরের জন্য—অন্য সমস্ত ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠা হয় না—সেরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা আমি কখনও করিতে পারি নাই—শুধু ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে—ইচ্ছা

যদি কার্য্যে পরিণত না হয় তবে ঠিক ঠিক কিছুই হইয়াছে বলিয়া বলা বাতুলতা মাত্র। কর্ম্ম শূন্য ইচ্ছা বন্ধ্যা। যে ইচ্ছা কিছুই প্রসব করে না—সে ইচ্ছা কোন কাজের নহে।

যখন নিজে এইরূপ তখন ব্রাহ্মণ থাকিবার কথা আমি বলিতে যাই কিরূপে? আমি আমার মনে যাহা উঠে তাহা আদৌ বলিতে চাইনা। যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত সাধু তাঁহারা যাহা উপদেশ দিয়াছেন আমি তাঁহাদের কথা নিজের এবং অপরের বোধগম্য করিয়া বলিতে চাই। নিজে যদি ভুল বুঝিয়া ফেলি আর সেরূপ কথা প্রচার করি—তবে কেহ অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিলে আমি প্রণত হইয়া সংশোধিত হইতে চেষ্টা করিব—ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ভগবান্ আমায় কৃপা করুন—ইহাই আমার সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

(৪)

ব্রাহ্মণ থাকা যায় কিরূপে—ইহার উত্তরে আমরা বলি ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম্ম হইতেছে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা। তখনকার নিয়ম ছিল উপনীত হইবার পরে ব্রাহ্মণকে বেদ পাঠ করিতে হইত। তজ্জন্য গুরুগৃহে থাকিতে হইত। বেদাধ্যয়ন জন্য যে সমস্ত ব্রত নিয়ম অবশ্য আচরণীয় তাহা পালন করিয়া যিনি বেদাধ্যয়ন করিতেন তিনিই হইতেন ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর ব্রত নিয়ম যাহা তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। ৺ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর মহাত্মা অথর্ব্ব বেদ ভাষ্য হইতে দেখাইতেছেন :—

ব্রহ্মচারী ব্রহ্মাণি বেদাত্মকে অধ্যেতব্যে চরিতুং আচরণীয়ং সমিদাধানে ভৈক্ষচর্য্যোর্দ্ধ রেতস্কত্বাদিকং ব্রহ্মচারিভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যম্। ব্রহ্মচারীকে সমিদাহরণ, ভৈক্ষচর্য্য, ঊর্দ্ধরেতস্ক (শুক্র ধারণ-উপস্থ সংযম) ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে হইত। ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠিত ঐ সমস্ত কর্ম্মকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইত। ব্রহ্ম অর্থে এখানে বেদ। অন্ততঃ এই বঙ্গদেশে বেদাধ্যয়ন কতদিন লুপ্ত হইয়াছে তাহা জানি না। যখন বেদাধ্যয়নই লুপ্ত তখন ব্রহ্মচর্য্য থাকিবে কোথায়?

তবে কি ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি কিছুই করিবে না? যদিও ব্রহ্মচর্য্য নাই তথাপি সন্ধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে—কোন শাস্ত্রে ইহা পাওয়া যায় না। বরং ইহা পাওয়া যায় যে, যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করেন না তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেও আর

ব্রাহ্মণ থাকেন না—তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার দৈব কার্য্যের বা পিতৃ-কার্য্যের অধিকারী থাকেন না। সন্ধ্যা করি নাই অথচ তর্পণ পক্ষে তর্পণ করিব বা শ্রাদ্ধ করিব—ইহা ব্রাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধতর্পণ নহে। তথাপি ইহা ব্রাহ্মণেতর ভাবে ইঁহারা করেন। শাস্ত্র এরূপ উদার যে এরূপ স্থলেও বলেন "অকরণাৎ মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ" আর যিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন তাঁহার পূজাই ভগবান্ বা দেবলোক বা পিতৃলোক প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করেন—এবং ঐরূপ ব্রাহ্মণের উপরে পিতৃলোক বা দেবলোক বা স্বয়ং ভগবান্ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় যে, যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না তিনি হরি নাম করিবারও অধিকারী থাকেন না। শাস্ত্রে ভগবান বলিতেছেন—

"শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

শ্রুতি স্মৃতি আমারই আজ্ঞা—যে শ্রুতি স্মৃতি রূপ আমার আজ্ঞা না মানিয়া নিজের মনে যাহা চায় তাহার মত কার্য্য করে সেরূপ ব্যক্তি আমার আজ্ঞার উচ্ছেদ করে, সেরূপ ব্যক্তি আমি—ভগবান্ আমারও দ্বেষ করে। এরূপ ব্যক্তি যদি ভাবের মানুষও হয়, আমার জন্য চক্ষের জলও ফেলে—এরূপ ব্যক্তি যদি আমার ভক্তও হয় তথাপি সে কখন বৈষ্ণব নয়।

কাজেই বৈষ্ণব হও বা শাক্ত হও—শৈব হও—বৈদিক সন্ধ্যা, তান্ত্রিক সন্ধ্যা সকলেরই অবশ্য করণীয়। স্বয়ং ভাগবত ও বৈদিক সন্ধ্যা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া করিবার ব্যবস্থাও দেন না। উপাসনাকে কিছুতেই স্বকপোলকল্পিত করিতে নাই। ভগবান ভাগবতে উদ্ধবকে বলিছেন—

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদি কর্ম্মাণি বেদেনাচোদিবানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পায়ৎ সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপারনীম্॥

সন্ধ্যা উপাসনাদি কর্ম্ম বেদে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপে তাহা দ্বারা যিনি আমার পূজা করেন তাহা তাঁহাকে কর্ম্মপবিত্র করে—তাহাতেই উহার চিত্তশুদ্ধি হয় ও শেষে জীবই যে পরমাত্মা এই জ্ঞান উৎপন্ন করে।

সন্ধ্যা যে অবশ্যকরণীয় তাহা শ্রুতিই বলিতেছেন।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" প্রতি দিনই সন্ধ্যা করিবে।

"শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ"—শুচি হইয়া এবং যথাকালে সন্ধ্যা

করিবে। এমন কি জননাশৌচ ও মরণাশৌচে গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা দেখা যায়।

"ব্রহ্মবিদ্যা চ অত্যাজ্যা গায়ত্রী মৃতসূতকে"—গায়ত্রী তন্ত্র

"আপন্নশ্চাশুচৌ কালে তিষ্ঠন্নপি জপদ্দশ"—আপৎকালে ও অশৌচে দশবার মাত্র গায়ত্রী জপ করিবে। আশ্বলায়ন স্মৃতি। আর সন্ধ্যা না করিলে কি হয় তাহাও বহুস্থানে দেখা যায়।

"অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃস্মৃতঃ"—ছান্দোগ পরিশিষ্ট। সন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারী হয় না। ভগবান্ দক্ষ বলেন—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যাৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহীন সে নিয়ত অশুচি—কোন ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। আর যাহা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম সন্ধ্যাহীন দ্বিজ করে তাহারও ফল পায় না।

সোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥ শাতাতপ।

ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করে না সেও অব্রাহ্মণ। অগ্নিপুরাণে আছে—যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করে না—এবং সন্ধ্যার অর্থ জানে না সে ব্রাহ্মণ "জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে"—জীবন থাকিতে থাকিতেই সেই সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যায় এবং মৃত্যুর পরে কুক্কুর হইয়া জন্মে।

সন্ধ্যা না করিলে কি হয় বলা হইল এবং সন্ধ্যা করিলে কি হয় তাহার কথা বলিয়া আমরা এই অংশ শেষ করিতেছি।

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যাত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুর বাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেবচ—মনু।

ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করিয়া দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, যশ, কীর্ত্তি আর ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন।

সন্ধ্যামুপাসতে যেতুনিয়তং সংশিত ব্রতাঃ।
বিধুত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ যম ইত্যাদি।

জ্ঞান প্রবেশিকা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বটব্যাল।)

সর্ব্বাঙ্গবর্ত্তীস্থিত "ধ্যান"। তাহার ধর্ম্ম সমস্ত শরীরে ভুক্ত অন্ন পানাদির সার রস সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহার পোষণ। এই বায়ু পঞ্চকের মধ্যে কোন একটীর বিকারপ্রাপ্ত হইলেই শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি স্থূল শরীর পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চিকৃত অবস্থা হইতে শরীরে নানা প্রকার উপাদান গঠিত হইয়াছে যথা :—

পৃথিবীর অংশ হইতে উৎপন্ন—অস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ী ও রোম।

জলের অংশ হইতে উৎপন্ন—শুক্র, রক্ত, পিত্ত, স্বেদ ও লালা।

তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি।

বায়ুর অংশ হইতে উৎপন্ন—গমন, ধাবন, উৎক্রমন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ।

আকাশের অংশ হইতে উৎপন্ন—শিরঃ, কণ্ঠ, হৃদয়, উদর ও কোটি।

এই পঞ্চভূতের সমষ্টি অর্থাৎ মিলিত সত্বগুণ হইতে সঞ্জাত এক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার সেই অন্তঃকরণ বৃত্তি ভেদে চারি প্রকারে, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারে বিভক্ত হইয়াছে।

মনের বৃত্তি সঙ্কল্পাত্মিকা অর্থাৎ ভাবের উৎপাদক।

বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়াত্মিকা অর্থাৎ স্থিতিকরণ ক্রিয়া।

চিত্তের বৃত্তি অনুসন্ধানাত্মিকা অর্থাৎ অনুসন্ধান তৎপর।

অহঙ্কারের বৃত্তি—অভিমানাত্মিকা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান—আমি কর্ত্তা। এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন :—

অন্তঃকরণমেকং তচ্চতুর্ব্বৃত্তি সমন্বিতম্।
মনঃ সঙ্কল্প রূপং বৈ বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা॥
অনুসন্ধানবচ্চিত্ত মহঙ্কারোঽভিমানকঃ।
পঞ্চভূতাংশ সম্ভূতো বিকারী দৃশ্য চঞ্চলঃ॥

পঞ্চমহাভূতের সর্ব্বদাই চেষ্টা তাহাদের স্ব স্ব ভূতে লয় প্রাপ্ত হওয়া। অর্থাৎ পঞ্চীকৃত বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করাই তাহাদের ধর্ম্ম। এই জন্যই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জীবনের চঞ্চলতা সম্বন্ধে সুন্দর উপমার দ্বারা বলিয়াছেন যথা :—

নলিনী-দল-গত জলমতি তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।

অর্থাৎ পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতিশয় চঞ্চল।

অভিমানি জীব যে স্থূল শরীর ধারণ করে তাহার পাঁচপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণ।

জাগ্রত অবস্থা যথা ;—ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের ব্যবহার যোগ্য সময়কে জাগ্রত অবস্থা বলে।

স্বপ্নাবস্থা যথা,—ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইয়া জাগ্রত অবস্থার সংস্কার জন্য অন্তঃকরণে যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে।

সুষুপ্তি অবস্থা যথা—কর্ম্মভোগের দ্বারা অক্লান্ত হইয়া জীব বিশ্রাম-সুখ লাভের জন্য যখন স্বীয় কারণরূপ অজ্ঞানে অবস্থান করে তখন তাহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে, অথবা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক ভাবাপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হয়—সেই অবস্থাকে সুষুপ্তি বলা যাইতে পারে।

মূর্চ্ছাবস্থা যথা—আঘাৎ ঘটিত পীড়ায় অভিভূত অথবা বায়ু বিকৃতির জন্য জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব এমত অবস্থাকে মূর্চ্ছাবস্থা বলা যায়।

মরণাবস্থা যথা—শরীরে ভোগপ্রদ প্রারব্ধ কর্ম্ম নিঃশেষ হইলে এবং বর্ত্তমান স্থূল শরীর নাশ হইলে ভাবী শরীর প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে মধ্যবর্ত্তী সময় তাহাকে মরণাবস্থা বলে। এই পাঁচ প্রকার অবস্থার মধ্যে সুষুপ্তি অবস্থা পরম রমণীয়। জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইলে যে কি আনন্দ তাহাই স্থূল দেহে উপলব্ধি হয়। জীব সকল এ সময় সকল রকম চিন্তা, ভয়, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। কেবল তাহাই নহে। ইহা ভগবানের প্রদত্ত জীবের "রক্ষা কবচ" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও চিন্তার দ্বারা জীবের যে শক্তির অপচয় ঘটে তাহা এই সুষুপ্তি অবস্থাতে পূরণ হয়। এই ভাবে

ক্ষয় ও পূরণ হইয়া জীবসকল তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। সুষুপ্তি কালে জীব কিছুই জানিতে পারে না, সকল ইন্দ্রিয়ই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহারা কোন প্রকার কার্য্য করে না। সুষুপ্তি অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া জীব জানিতে পারে আমি কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত সুষুপ্ত ছিলাম। তাহার অতিরিক্ত কিছুই ধারনা করিতে পারে না। তবে কে জীবকে জানায় যে তুমি এত সময় সুষুপ্ত ছিলে? সে এক সাক্ষীরূপী চৈতন্য। সকল ইন্দ্রিয়ই ক্ষণকালের জন্য লয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু চৈতন্য বর্ত্তমান থাকিয়া সাক্ষীস্বরূপে বলিয়াছেন তুমি সুষুপ্ত ছিলে, এই চৈতন্যই আত্মা, তিনিই 'সৎ' তাঁহারই উপর এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মানব কর্ম্মবীজ আশ্রয় করিয়া জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করে। অতএব কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া চলা বিধেয়। কর্ম্মও পাঁচপ্রকার যথা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ।

নিত্যকর্ম্ম যেমন—সন্ধ্যা বন্দনাদি যাহা চিত্ত শুদ্ধির জন্য বেদে অবশ্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম—অর্থাৎ নিমিত্ত জন্য যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহাকে নৈমিত্তিক বলা যায়, যেমন পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ও চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহণোপলক্ষে দান এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ারদ্বারা পিতৃলোকের সন্তোষ সাধনার্থে যে কর্ম্ম তৎ সমুদায়কে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। এই নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল কেবল মাত্র চিত্ত শুদ্ধি।

কাম্য কর্ম্ম, যথা,—কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্ভোগ রূপ ফলাকাঙ্খাকে কাম্য কর্ম্ম বলে, কাম্যকর্ম্মে আসক্তি জন্মে।

স্বাভাবিক কর্ম্ম, যথা—পান, ভোজন, অটন মল মুত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি দৈহিক কার্য্য সমূহকে জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম যথা,—বেদ যে সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহাদিগকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে। স্থূল কথায় বলা যাইতে পারে যে, যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মন গ্লানি প্রাপ্ত হয় ও ইন্দ্রিয়াদি ধ্বংশ বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং যে কর্ম্ম অপ্রকাশ রাখিবার জন্য সতত চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন হয় এতাদৃশ কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে।

নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত ঐহিক ও পারলৌকিক দুঃখ ভোগ

রূপ যে ফল তাহাই প্রকৃত কর্ম্মফলরূপে উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্ম ফলের ভোগাভোগের জন্য জীবসকলকে নিয়ত জনম মরণরূপ সংসার মার্গে ভ্রমন করিতে হয়। সংসারের প্রবর্ত্তক বলিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মকে "প্রবৃত্ত কর্ম্ম" বলে। মোক্ষ সাধন যে জ্ঞান তাহা "শ্রেয়"। আর প্রিয় সাধন যে জ্ঞান তাহা "প্রেয়"। এই শ্রেয় ও প্রেয় ইহারা বিভিন্ন এবং ইহারা পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন কর্ম্ম অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। এই দুই এর মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যান হয় আর যে ব্যক্তি কামনা সাধনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, অতএব কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

কাম্য কর্ম্মকে বাসনা যুক্ত কর্ম্ম বলা যায়। বাসনা দ্বিবিধ যথা শুদ্ধা ও মলিনা। শুদ্ধা বাসনা জন্মবিনাশিনী; মলিনা বাসনা জীবের জন্মের হেতু, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্ভোগাদির বাসনাকে মলিনা বাসনা কহে। আর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ দ্বারা যে মুক্তি বাসনা তাহাকে শুদ্ধা বাসনা অর্থাৎ তাহা জীবের জন্ম বিনাশিনী বলিয়া উক্ত হয়।

আবার কর্ম্মের ফলানুসারে ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় যথা সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। শাস্ত্রে কথিত হয় যে আশি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহণের পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। এতাদৃশ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে প্রত্যেক জন্মগ্রহণে অসীম ও নানা প্রকার কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, এবং সেই সমস্ত কর্ম্মফল অসীম ও অনন্তরূপে সঞ্চিত হয়। তাহাদিগকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে সমুদায় কর্ম্ম ফলোন্মুখী হয় এবং সেই দেহে উন্মুক্ত-কর্ম্ম-ফল যাহা ভোগ করা যায় তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ হইলে দেহের অবসান হয়। নূতন জন্ম পরিগ্রহের দ্বারা আবার শুভাশুভ কর্ম্মফল অর্জ্জিত হয় এবং সেগুলিও পরজন্মের জন্য সঞ্চিত থাকে, ইহজন্মে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ কেহ নিবারণ করিতে পারে না, তাহার ভোগ হইবেই হইবে।

ক্রিয়মান কর্ম্ম কি? যে কর্ম্ম আরব্ধ করা যায় তাহা সৎই হউক আর অসৎই হউক তাহার গতিরোধ করা যায় না। হস্তস্থিত তীর নিক্ষেপ করিলে অর্থাৎ তীর একবার হস্তচ্যুত হইলে তাহার যেমন গতিরোধ করা

যায় না, সে যেখানে যাইবার যাইবেই, তদ্রূপ আরব্ধিত কর্ম্মের গতি রোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ইহাকে ক্রিয়মান কর্ম্ম বলে। তবে কি কর্ম্মফলের শেষ হইবার উপায় নাই? শাস্ত্র তাহারও উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষয় কর কিন্তু অধীর না হইয়া ভোগ জনিত দুঃখ ক্লেশ অনুতাপের দ্বারা দগ্ধ করিতে থাক্, পাপের প্রায়শ্চিত্তই "অনুতাপ", অনুতাপানলে কর্ম্মফল ভস্মীভূত হইবে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপযুক্ত হয় তাহার পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে ৩৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা—

প্রাতর্নিশি তথাসন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরণ।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ॥

অর্থাৎ প্রাতঃকালে, রজনীতে, সন্ধ্যাকালে বা মধ্যাহ্নে অথবা যে কোন সময় যদি মনুষ্য অনুতপ্ত হৃদয়ে নারায়ণকে স্মরণ করে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব বুঝা গেল যে সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ ও অনুতাপ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আবার ক্রিয়মান কর্ম্মেরও ফলোৎপত্তি হইবে না তাহাও শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩০।৩১ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন, যথা—

ময়ি সর্ব্বানি কর্ম্মানি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমোভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥

অর্থাৎ আমি দাস, প্রভুর ইচ্ছায় আমি কর্ম্ম করি এই ভাবে ভগবানকে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম নির্ম্মম চিত্তেও শোক পরিহার করিয়া কর্ম্ম কর, যাঁহারা অসূয়া বিহীন ও শ্রদ্ধাবান হইয়া এই ভাবে কর্ম্ম করেন তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম পাশ হইতে মুক্ত হন। অতএব ঐ মত ভাবে কর্ম্ম করিলে "ক্রিয়মান" কর্ম্মের আর ফলোৎপত্তি হইবে না এবং কর্ম্মের ফলোৎপত্তি না হইলে আর জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে না ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মায়াই জগৎ উৎপত্তির কারণ। মায়া অনাদি, ইহার উৎপত্তি

নাই। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে "তমঃ" শব্দবাচ্য পরমাত্ম শক্তিরূপ মায়া ছিল, "সৎ" বস্তু পরব্রহ্মের সত্ত্বা হইতে তাহার সত্ত্বা পৃথক নহে। তথাপি মায়াশক্তিকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কার্য্যের দ্বারাই বস্তুর শক্তি প্রতীয়মান হইয়া থাকে নতুবা বস্তুতে তাহা লক্ষিত হয় না। যেমন বীজের মধ্যে অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা মৃত্তিকাতে প্রথিত না হইলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। জগৎ বস্তুবিশেষ, কার্য্যদ্বারা পরমাত্মশক্তি **মায়া** অনুভূতা হয়। তাহা বলিয়া মায়া ও জগৎ পৃথক ধারণা করা বিধেয় নহে। যেমন অগ্নিও তাহার দাহিকা-শক্তি। অগ্নির আশ্রয় অঙ্গার, অঙ্গারের দাহিকাশক্তি পৃথকরূপে অনুভূত হয় কিন্তু বস্তুত উভয়ই এক। তেমনি জগৎ ও মায়া উভয়ই এক, জগৎ পরব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি, মায়া তাহার শক্তি, **আশ্রয়** ও **কার্য্য** উভয় হইতে **শক্তিকে** ভেদাভেদ নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়া **শক্তিকে** অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপত্তি। ঘট—কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটোৎপাদিকা শক্তি মৃত্তিকাতে আশ্রয় করিয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

(জ্ঞানতত্ত্ব ও ইন্দ্রিয় সংযম)

জগৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে জীবতত্ত্ব ও ভূতাদি ও ইন্দ্রিয়াদির অনুশীলনের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে এই জগৎ কল্পনামূলক ও বিনাশশীল এবং ইহার কার্য্যও তদ্রূপ। অতএব ইহা অনাদি অনন্ত উৎপত্তিহীন অবিনাশী চৈতন্য হইতে পৃথক। মায়াকল্পিত অনিত্য বস্তুতে আত্মজ্ঞান করা মূঢ়তা মাত্র। তবে যদ্যপি সকলি মিথ্যা হইল কি নিয়া সংসারে থাকিব? জীবন লাভেরই বা উদ্দেশ্য কি? তুমি নিত্য বস্তুকে অবলম্বন কর। নিত্যবস্তু লাভের জন্য কর্ম্ম কর। জীবনধারণের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ করা। মোক্ষলাভ করিতে পারিলে আর সংসারে আসিয়া শোক দুঃখাদির তাড়নায় বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে না। নিত্য বস্তু লাভ করিতে হইলে ও দুঃখময় সংসারের যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে কর্ম্মের ও সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কর্ম্মের কথা বলিয়াছি। ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মের গড়ে ফেলিয়া পেষণ করিতে পারিলে,

যেমন ধানকে ছাঁটিয়া চাউল প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ পরিমার্জ্জিত হইয়া আমাদের সৎ অনুষ্ঠানের উত্তর সাধক হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কর্ম্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন, যথা—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং
ন করোত্যঙ্গ পোষনম্।
নিঃসৃতং কর্ম্ম সংযুক্তং
পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং সহি শরীরস্থঃ
সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরঃ
বিনা চোপাসনা দেব
ন করোতি হিতং নৃষু॥

অর্থাৎ গাভীগণের শরীর মধ্যে দুগ্ধ থাকে কিন্তু তাহাদের তাহাতে শরীর পুষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ দুগ্ধ দোহন করিয়া মন্থনাদি ক্রিয়া দ্বারা ঘৃত প্রস্তুত করতঃ সেই ঘৃতই আবার গাভীগণের ঔষধের স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্রূপ জানিবে পরমেশ্বর ঘৃতবৎ আমাদের সকলের শরীরে অবস্থিত আছেন কিন্তু বিনা উপাসনায় তাহা আমাদের কল্যাণ সাধন করেন না। উপাসনা দুগ্ধমন্থনের স্বরূপ। উপাসনা ব্যতিরেকে আমাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে পৃথকভাবে জানিতে পারি না। অতএব উপাসনা আমাদের নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অবগত হও।

কর্ম্ম হিত ও অহিত উভয়বিধ ফলের উৎপাদক। যেমন অগ্নি আমাদের পরম হিতকারক তেমনি উহাই আবার পরম অপকারক। অগ্নিকে সংরক্ষণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ও উহার সাহায্যে বাষ্পীয় যানাদির গতিশক্তি উৎপন্ন হয় এবং তৎদ্বারা আমাদের কত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। আবার সেই অগ্নির অসংরক্ষণের ফলে সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। তদ্রূপ সংরক্ষণ অর্থাৎ সংযমাদির দ্বারা আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করে। আর অসংরক্ষিত অর্থাৎ অসংযমিত কর্ম্ম আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। অতএব কর্ম্মই আমাদের শুভাশুভ ফলোৎপত্তির একমাত্র উপায় বলিয়া অবগত হইবে।

আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রবিশেষ। উহাদের আশ্রয় দেহ।

ইন্দ্রিয়গণের ভোগোৎপত্তিতে সুখ দুঃখ অনুভব হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের চালক অর্থাৎ মনের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োগ করে। অতএব দুষ্কর্ম্মের জন্য ইন্দ্রিয়গণ দায়ী নহে। সৎ অসৎ কর্ম্মের ভেদদ্যোতক জ্ঞানের দ্বারা মন যদ্যপি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে নিয়োগ করে তদ্দারা আমাদের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনের বৃত্তি সঙ্কল্পাত্মিকা অর্থাৎ ভাবের উৎপাদিকা এই ভাবই বাসনা। বাসনা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। আবার কর্ম্ম হইতে পুন বাসনার সৃজন। এইরূপে বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ। বাসনা এবং কর্ম্মসূত্রে জীব সকল আবদ্ধ হইয়া জন্মমরণরূপ সংসারমার্গে নিয়ত ভ্রমন করিতেছে।

এক অন্তঃকরণ হইতে বৃত্তিভেদে "মনের" উৎপত্তি হইয়াছে। অন্তঃকরণ কেন্দ্রস্থান। এই অন্তঃকরণ হইতে চারি প্রকার বৃত্তি অনুসারে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। মন হইতে যখন ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে তখন মন শুদ্ধ হইলে মনের ভাবও শুদ্ধ হইবে, আর মন যদি অশুদ্ধ হয় মনের ভাবও অশুদ্ধ হইবে। অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে মন শুদ্ধ হয় তাহা জানিতে হইবে। মনশুদ্ধির উপায় প্রথম "সাধনা" দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা "সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান"।

প্রথম সাধনা কি তাহা অগ্রে বুঝিতে হইবে। সাধনা চারি প্রকার যথা—

১ম। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক।

২য়। ফলভোগ বিরাগ।

৩। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান ইহাদিগকে "শমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি" বলে।

৪র্থ। মুমুক্ষুত্ব।

এই সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যথা—

১। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই নিশ্চয়জ্ঞানকে "নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক" বলে।

২। দেহাদি অনিত্য, ভোগ্যবস্তু সমূহে অনিচ্ছা ও তাহাদের দোষ দর্শন করাকে "ফলভোগ বিরাগ" বলে।

৩। শমাদি ষট্‌ক।

(ক) সর্ব্বপ্রকার বাসনা ত্যাগের নাম "শম"।

(খ) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্তি করিয়া স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত রাখার নাম "দম"।

(গ) বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্তি করিয়া নিশ্চল ভাবে রাখাকে "উপরতি" বলে।

(ঘ) চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখকে সহ্য করার নাম "তিতিক্ষা" বলে।

(ঙ) শাস্ত্র বাক্যে ও গুরুবাক্যে যে বিশ্বাস সেই জ্ঞানকে "শ্রদ্ধা" বলে।

(চ) লক্ষবস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাকে "সমাধান" বলে।

৪। অজ্ঞানকল্পিত সংসাররূপ বন্ধন হইতে স্ব-স্বরূপ বোধের দ্বারা কিরূপে আমি মুক্ত হইব এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছাকে "মুমুক্ষুত্ব" বলে।

মনকে সাধনমার্গে আনিয়া উপরোক্ত ভাবে চালনা করিতে পারিলে মন হইতে বিশুদ্ধভাবের স্ফুরণ হইবে এবং কর্ম্মসাধক ইন্দ্রিয়গণকে মন বিশুদ্ধ ভাবের কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর করিবে। আর যদি মনকে অসংযত ও বিশৃঙ্খল ভাবে চালিত কর মনের বাসনাও মলিন তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ আন্দোলিত হইতে থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়াসাধনের নিমিত্ত অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিবে। অনিত্য বস্তুকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়া জড়ে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া যতই কেন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর অনিত্যের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়া যাইবে, পরমাত্মার সন্ধান করিতে পারিবে না।

তত্ত্ববিদ পুরুষ সাধনা চতুষ্টয়ের আশ্রয় লইয়া কার্য্য করেন। তাঁহারা বাহ্য লোক দৃষ্টিতে শরীরধারী হইয়াও নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীয় আত্মাতে স্থিতিলাভ করেন এবং কোন কিছুতে অভাবযুক্ত না হইয়া পূর্ণ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও পরম শান্তিতে কাল যাপন করিতে থাকেন। ভগবানের কৃপা না হইলে হৃদয়ে বল, শান্তি ও প্রসন্নতা জন্মায় না। কৃপা হয় কাহার প্রতি? যিনি অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, ভক্ত, অনুগত, ও সকল কর্ম্মকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিজেকে তাঁহার দাস মনে করিয়া কর্ম্ম করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জীবসকল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারগুলি ফলোন্মুখী অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেই ফলভোগের নিমিত্ত স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়। অতএব স্থূল শরীর লাভ করিয়া যে সকল পার্থিব বস্তু ও যশোপার্জ্জন ইত্যাদি ভোগ করা যায় তাহা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দান নহে। ইহজন্মে যাহা লাভ করা যায় তাহা বুঝিতে হইবে জন্মান্তরীন

সঞ্চিত কর্ম্মফল। ঈশ্বর আমাদিগকে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে পরোক্ষে সাহার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি বলেন "স্বাধীন হইয়া আমি প্রকৃতি-অধীন, জগৎপালক বটে, তবু উদাসীন"। আবার বলেন—

দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি তেজস্তেজস্বিনাম্ অহম্।

জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতাম্ অহম্॥ ১০।৩৬।

অর্থাৎ বঞ্চকগণের দূত স্বরূপ আমিই, উদ্যোগী পুরুষের উদ্যমই আমিই, তেজস্বী পুরুষের তেজ আমিই, বিজয়ীর জয় আমিই, এবং সাত্ত্বিকের সত্ত্বগুণ আমিই।

ইহা হইতে বুঝা যায় পুরুষাকার স্বরূপে তিনি আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে সহায়তা করেন কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্মে উদাসীন,—নির্লিপ্ত। তবে ঈশ্বরের কৃপা কোথায়? তাঁহার কৃপা আমাদের হৃদয়ে। জ্ঞানরূপে তিনি আপনার স্বরূপ আপনি প্রকাশ করেন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ জ্ঞানোদয় হয় তখনি কোন ভয়, ভাবনা, সুখ দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভাব, অভাব, ভাল, মন্দ কোন কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না শ্রীগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭—১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। তখন মানব সদানন্দরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরব্রহ্মে সর্ব্বক্ষণ স্থিতিলাভ করতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে পার্থিব বস্তু ও মান-সম্মান যাহা লাভ বা অলাভ করা যায় তাহা আমাদের পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল মাত্র। আর হৃদয়ের বিমল শান্তিও প্রসন্নতা লাভ পরমেশ্বরের দান বলিয়া জানিও। সকল প্রকার বস্তু পুরুষাকার দ্বারা অর্জ্জন করা যায় কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূপও লাভ কিছুতেই করা যায় না। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সংসারের আর্ত্তনাদ ও কোলাহলপূর্ণ স্থানে বাস করিয়াও তাঁহার মনকে একমাত্র চৈতন্যময় পরব্রহ্মে নিযুক্ত রাখিয়া ঔদাসিন্যভাবে সংসারের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। নর্ত্তকী যেমন মস্তকোপরি কলসের উপর কলস দিয়া পাঁচ সাতটি কলস সমেত অঙ্গভঙ্গির দ্বারা নৃত্য করিতে থাকিলে বহুসংখ্যক দর্শক তাহা দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া করতালি দ্বারা ধন্যবাদ দিতে থাকিলেও সে তাহার মনকে একমাত্র সেই কলস-গুলিতেই নিযুক্ত রাখিয়া নৃত্য করিতে থাকে, করতালি বা ধন্যবাদের দিকে মনকে আদৌ যাইতে দেয় না, তদ্রূপ তত্ত্ববিদ্ সাধুপুরুষ সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও নিরন্তর চৈতন্যময় ব্রহ্মে তাঁহার মনকে সংযুক্ত রাখেন। ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারিলে মনের মলিনতা দূর হয় এবং বিশুদ্ধ মনে শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবের উদয় হয়।

জীবনে কোন কোন মনুষ্যের ধনধান্যে রুচি দেখা যায় না—স্বপ্নেও ইহাঁদের বিত্তৈষণা থাকে না তথাপি ইহাঁরা সংসারে লোকের দুঃখ দেখিয়া অতিশয় ক্লেশ অনুভব করেন। দুর্ব্বল বালক বালিকার উপরে ক্রোধোন্মত্তা মাতা যখন অত্যাচার করেন—যখন অসহায় বালক বালিকাকে প্রহার করেন, আর অসহায় বালক বালিকা ব্যাকুল হইয়া চিৎকার করিতে থাকে, যখন কেহ অন্য লোককে অত্যন্ত কঠিন কথা বলিয়া মর্ম্মে আঘাত করেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। আবার সমাজে লোকের, ক্লেশে দেখিয়া—মানব জাতিতে সমস্ত সাধু কার্য্যের ব্যভিচার দেখিয়া ইহাঁরা মর্ম্ম পীড়িত হয়েন। বিষয়ে বৈরাগ্য থাকিলেও জীবের দুঃখে ইহাঁরা ক্লেশ বোধ করেন।

প্রশ্ন—ক্ষুধিতের জন্য, পীড়িতের জন্য, ব্যভিচারীর জন্য দুঃখী হওয়াও কি দোষের ?

উত্তর—যে কারণেই হউক চিত্ত যদি অশান্ত হয় তবে ইহা ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শুভ পথে চলিবে না। জীবের উপকার করাকে কেহই মন্দ বলে না—বরং উপকার করাই ধর্ম্ম কিন্তু নিজের চিত্তকে শ্রীভগবানে একাগ্র করিয়া—জীবের দুঃখ দূর করিতে হইবে—তাঁহার প্রীতির জন্য জীব সেবা করিতে হইবে। ইহা যেখানে অনুভবে আইসেনা সেখানে পরোপকারে কিছু সুকৃতি উপার্জ্জিত হয় সত্য কিন্তু ইহাতে বহু বিলম্বে জীবন সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির পথ পাইতে পারে। আর ভগবানের সেবা করিতেছি ইহার অনুভব যদি না হয় তবে মানুষ শান্ত না হইয়া অশান্ত হয় ও অকালে প্রাণ হারাইয়া রাজার গৃহে বা ধনবানের গৃহে জন্মিয়া যে কার্য্য করিয়া এই অবস্থা পাইয়াছিল সেই কার্য্যই পায়—যদি পরোপকারে ঈশ্বর সেবায় চিত্তকে শান্ত করিবার শিক্ষা পায় তবেই সংসার কারাগার হইতে জ্ঞান লাভে মুক্ত হয়—মুক্ত পুরুষ যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইয়া জীবের যথার্থ উপকার করিতে সমর্থ।

প্রশ্ন—আপনি ভগবানের নিকটে থাকিয়া—কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া জীবের জন্য কার্য্য করাকেই উপকার বলিতেছেন—উপকার

করিতে গিয়া নিজের চিত্তকে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দূষিত করিলে যথার্থ উপকার হয় না। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বোধে ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া ভগবানের প্রীতি অনুভব জন্য কর্ম্ম না করিতে পারিলে নিজের ত শুভ হয়ই না অন্যের ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও জীবের দুঃখ থাকিয়াই যায়। বল তুমি জগতের কয়টি মানুষের শোক মোহ দূর করিবে? কয়জন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিবে? কয়জন পীড়াগ্রস্থকে নিরোগ করিবে? আজ আরোগ্য করিলে কাল আবার তাহারা ব্যভিচার করিয়া পীড়া আনয়ন করিবে। এই জন্য যথাসাধ্য জীবের জন্য অন্ন বস্ত্র দিবার চেষ্টা কর, সঙ্গে সঙ্গে জীবকে ঈশ্বরের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আপনি আচরন করিয়া অন্যকে আচরণ করিতে শিক্ষা দাও—ইহাইত আপনি বলিতেছেন?

উত্তর—ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। নিজের মনকে বা চিত্তকে এইরূপ করিতে হইবে যাহাতে নিজের মন যাহা বলে তাহাই ধর্ম্ম হয়, নিজের চিত্ত যাহা বলে তাহাই সত্য হয়। রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত এইরূপে গঠিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন—রাজার বিষয়াশক্তি ছিল—আর বৈশ্যের ও জীবের জন্য প্রাণ কাতর হইত বলিয়া মোহ ছিল। ইঁহারা দুইজনেইত উপাসনা করিয়া জগদম্বার দর্শন পাইয়াছিলেন! উভয়েইত ভক্ত ছিলেন। বিষয়াসক্তি থাকিলেও—মোহ থাকিলেও কি ভগবানের উপাসনা হয়?

উত্তর—হয়। যাহার স্বভাব যেরূপ তাহার ভক্তিও সেইরূপ হইয়া থাকে। "তামস ভক্ত", "রাজস ভক্ত" ও "সাত্ত্বিক ভক্ত" গুণ ভেদে ভক্তির ভেদ এই তিন প্রকার।

(১) তামস ভক্ত—যে ভক্ত মহা আড়ম্বরে শত্রু, মিত্র—উত্তম অধম ভেদ দর্শনে হিংসা, অহঙ্কার, দম্ভ, এবং অন্যের গুণ সহ্য না করা রূপ মাৎসর্য্য লইয়া ভগবান্‌কে ভক্তি করে তাহার ভক্তি তামসী।

(২) রাজস ভক্ত—ইহাঁরা ভগবানের কাছে সদাই প্রার্থনা

করেন—আমাকে ধন দাও, যশ দাও, ঐশ্বর্য্য দাও, সমস্ত ভোগ দাও—এই সমস্ত কামনা সিদ্ধি জন্য যে ভগবানে ভক্তি তাহা রাজসী ভক্তি।

(৩) সাত্ত্বিক ভক্ত—এই ভক্তিতে সর্ব্বদা নিজের উপর দৃষ্টি থাকে—নিজের পাপক্ষয় জন্য প্রার্থনা থাকে—তজ্জন্য ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মার্পন অভ্যাস করা থাকে। সব তুমি, সব তুমি—ইহা বুঝিয়া ইহাঁরা সকল বস্তুতে ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া নমোনমঃ অভ্যাস করেন। সাত্ত্বিক ভক্ত কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিয়া যান,—তুমি আজ্ঞা করিয়াছ—তোমার অনুগ্রহ মূর্ত্তি গুরুদেব করিতে বলিয়াছেন বলিয়া তোমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করি। সাত্ত্বিক ভক্ত ভগবানের সত্ত্বগুণ আশ্রয় করেন—সকল দুঃখ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া ইহাঁরা উপাসনাতে অনলস। উপাসনা করিতে করিতে সমুদ্রে গঙ্গা জলের ন্যায়—অনন্ত গুণালয় ঈশ্বরে ইহাঁদের মনোবৃত্তি যখন অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিতে থাকে তখন তাঁহাদের নির্গুণা ভক্তি বা পরাভক্তির উদয় হয়।

শাস্ত্রে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক ভক্তির—অধম তামস, মধ্যম তামস এবং উত্তম তামস—এইরূপ অধম, মধ্যম ও উত্তম, রাজস ও সাত্ত্বিক ভেদও দেখা যায়। অধম তামস—শত্রুর প্রাণ বিনাশের জন্য উপাসনা করেন; মধ্যম তামস স্বৈরিণীর কপট স্বামী ভক্তিরমত উপাসনা করেন, উত্তম তামস—অন্যে আড়ম্বরে পূজা করিতেছে আমি উহা অপেক্ষা আড়ম্বরে করিব—এইরূপে উপাসনা করেন।

অধম রাজস ধনের জন্য, মধ্যম রাজস যশের জন্য এবং উত্তম রাজস সালোক্যাদি মুক্তির জন্য উপাসনা করেন।

অধম সাত্ত্বিক স্বকৃত পাপক্ষয়জন্য, মধ্যম সাত্ত্বিক—ঈশ্বরের প্রীতি জন্য এবং উত্তম সাত্ত্বিক দাস বোধে—কর্ত্তব্য করেন।

নারায়ণের মহিমা শ্রবণে যিনি তন্ময় হয়েন, তিনি উত্তম ভক্ত। এতদ্ভিন্ন নির্গুণা ভক্তিতে—তুমি আমার এবং তুমি আমি এক—এইভাবে উপাসনা চলে। ইহাঁরা সেবা ভিন্ন অন্য মুক্তি দিলেও গ্রহণ করেন না।

"দদাত্যপি ন গৃহ্নন্তি ভক্তা মৎ সেবনং বিনা"।

যখন "মদ্‌গুণাশ্রয়ণাদেব মথ্যনন্ত গুণা লয়ে।
অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তি র্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুবৌ ॥"

এইরূপ হয় তখন নিগুর্ণ ভক্তি—অহৈতুকী ভক্তি—অব্যবহিতা ভক্তির উদয় হয়। এখন বুঝিলে—স্বভাব যেরূপ হউক না কেন—বিশ্বাসী সকল মানুষেই উপাসনা করিতে পারে। রাজাও বৈশ্যের স্বভাবের বিভিন্নতা বশতঃ ভক্তির শেষ ফলেও বৈষম্য হইয়াছিল।

এখন রাজা ও বৈশ্য—আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য মেধা ঋষির নিকটে উপস্থিত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন এবং ঋষি যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ কর।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥৩৫॥

তন্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ॥৩৬॥
সমাধির্ণাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিব সত্তমঃ ॥

বেশিষ্য
বিপ্র! হে বিপ্র ভাগুরি
ততঃ=বৈশ্য বচনান্তর অসৌ
সমাধির্ণাম বৈশ্যঃ=
পার্থিব সত্তমঃ=পার্থিবেযু রাজসু
সত্তমঃ সাধুতমঃ=রাজশ্রেষ্ঠঃ
সঃ চ=সুরথশ্চ
তৌ=দ্বৌ, উভৌ, রাজ বৈশ্যৌ
সহিতৌ=মিলি তৌ, মিত্রত্বেন
সঙ্গতৌ সন্তৌ।

তং=প্রসিদ্ধং
মুনিং=সুমেধসং নাম মুনিং
সমুপস্থিতৌ=সম্যক উপজন্মতু
সমূপ সন্নৌ ॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন হে বিপ্র—হে শিষ্য ভাগুরি! অনন্তর সমাধি-নামা সেই বৈশ্য এবং সেই রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ উভয়ে মিলিয়া সেই মেধা মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন—রাজা কি বৈশ্যের প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেন না ?

উত্তর—মুখে সংসার কিছুই নয় বলিলেও—মুখে দেহ মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা বলিলেও আমি আমার রূপ মায়া ত্যাগ করা অতিকঠিন। এই আমি আমার করারূপ মায়া তাঁহারও যায়না কেন, সেই জন্য রাজা মেধা ঋষির নিকটে সদুত্তরের জন্য উপস্থিত হইলেন। সংসার ত সকলের উপর সৎ ব্যবহার করে না, দেহও সর্ব্বদা নানা রোগ জন্মাইতেছে তথাপি— সংসারের উপর অনুরাগ যায় না কেন, দেহের উপর অনুরাগ থাকে কেন—ইহাই ত জীবন সমস্যা।

কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।৩৭
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু বৈশ্য পার্থিবৌ ॥৩৮

যথান্যায়ং = যথাশাস্ত্রং, শশ্বৎ-বর্ণোক্ত বিধিমন তিক্রম্য
যথার্হং = যথা যোগ্যং, অর্হং পূজ্যং
বৃদ্ধং অনতিক্রম্যৈব—যথা মহৎ সুযোগ্যং
তেন = মুনিনা সহ (তেনেতি কর্ত্তৃরি তৃতীয়া)
সংবিদমকৃত্বা =সংভাষণাদিকং কৃত্বাবধারণে

উপবিষ্টৌ = তেনাপি পূজিতৌ তদনুমত্যা উপবিষ্টো সন্তৌ
তৌ বৈশ্য পার্থিবৌ = তু
তুস্যাৎ ভেদেহবধারণে
কাশ্চিৎস্বপর বিষয়াঃ
বন—আগমনাদি বৃত্তান্ত রূপাঃ
কথাঃ—উক্তীঃ
চক্রতুঃ = বিদধতুঃ

মুনির সহিত যথাশাস্ত্র যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া সেই বৈশ্য ও রাজা আসন গ্রহণ করতঃ স্বস্ব বিষয়ক কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রশ্ন—যথা ন্যায় কথা কিরূপ ?

উত্তর—শাস্ত্র যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শাস্ত্র বিহিত বিধি অতিক্রম না করিয়া।

প্রশ্ন—যথাহ কি ?

উত্তর—পূজনীয় বৃদ্ধের সহিত যেরূপ কথা কওয়া শাস্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতিক্রম না করিয়া।

রাজোবাচ ॥৩৯॥

ভগবং স্ত্বামহং প্রষ্টু মিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ॥৪০।

দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্ব চিত্তায় ত্ততাং বিনা ॥

মমত্বং মম রাজ্যস্ব রাজ্যাঙ্গেস্বখিলে স্বপি ॥৪১॥

জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতম্মুনি সত্তম ॥

ভগবান্ = হে ভগবন্, হে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হে মুনে !

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানাম-গতিং গতিম্।

বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ সবাচ্যো ভগবানিতি।

বিষ্ণুপুরাণে

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়।

বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাংভগ ইতীরণা

ত্বাম্ অহং একং কিঞ্চিৎ প্রষ্টুং ইচ্ছামি।

তৎ বদস্ব = সপ্রকাশং বদ। অধ্যে ষণায়াং শৌঠে।

প্রষ্টব্যং আহ !

যৎ মে = মম

স্বচিত্তায় ত্ততাং বিনা = স্বচিত্তস্যআয়ত্ততাং বশীভূততাং বিনা

মনসঃ দুঃখায় = দুঃখনিমিত্তং যত্তবতি—এতৎ কিমিতি উত্তরে নাস্বয়

সঙ্কল্প বিকল্পাত্মকাস্তঃ করণং মনং বিশেষগ্রহণাত্মকোঽস্তঃ করণ বিশেষ শ্চিত্ত মিতি ভেদঃ

—বিন্নগোতি—

হে মুনিসত্তম =
জানতঃ অপি = জ্ঞানবতোহপি
মম রাজ্যস্য = শত্রুহস্তগত সত্রা-
জ্যস্য
অখিলেষু অপি রাজ্যাঙ্গেষু =
সমস্তেষু সাম্যমাত্য সুহৃৎ
কোশ রাষ্ট্রদুর্গবলেষু সপ্তষু
যথা অজ্ঞস্য = যথা মূর্খস্যতথা
মমত্বং = মমতা বর্ত্ততে

কিমেতৎ = এতৎকিম—কিং
নিবন্ধনমিত্যর্থঃ।
বিনষ্ট রাজস্য হংসঃ
রাজ্যাঙ্গেষু কিং মমত্বেন
কৃত্তংস্যাদিতি ভাবঃ।

রাজা বলিলেন। হে ভগবন্ আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমার চিত্ত আমার বশে নয় বলিয়া আমার যে মনের দুঃখ হইতেছে—এরূপ হয় কেন? হে মুনি সত্তম! জানিয়া শুনিয়াও আমার রাজ্যে—আমার নিখিল রাজত্বোপকরণ যে অমাত্যাদি তাহাতে মূর্খের মত যে মমত্ব হইতেছে ইহা কেন হইতেছে?

প্রঃ—ভগবান্ পদের বাচ্য কে?

উঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ এই ছয়টিকে ভগ বলে। ইহা যাঁহার আছে তিনিই ভগবান্। উৎপত্তি, প্রলয়, ভূতগণের অগতি এবং গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা ভগবান্ এ সমস্ত জানেন।

প্রঃ—"দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা" আপন চিত্তকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না বলিয়া মনের এই দুঃখ। চিত্ত আর মন—এখানে দুইই পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের কি কিছু প্রার্থক্য আছে?

উঃ—চিত্ত ও মনে প্রার্থক্য আছে। মন সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক। ইদং মে স্যাদিত্যাদিঃ সংকল্পঃ। ইদমনিদং নেত্যাদি বিকল্পঃ। এই হউক ইহা সংকল্প, এটা না ওটা ইহা বিকল্প।

সংকল্প বিকল্পাত্মকান্তঃ করণং মনস কিন্তু মনটা শুধু জল্পনা কল্পনা

করে আর চিত্ত নিশ্চয় করিয়া ফেলে। বিশেষ গ্রহণাত্মকোঽন্তঃকরণ বিশেষ শ্চিত্তমিতি। এখানে যদি বলা যায় মন আমার বশে নাই বলিয়া মনটা বড় দুঃখী—ইহাতে কোন দোষ হয় না। মন ও চিত্ত এখানে এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রঃ—রাজা বলিতেছেন জানিয়া শুনিয়াও যে মূর্খের মত আমার আমার করিতেছি ইহা কেন হইতেছে—রাজার প্রশ্ন হইাই। বহু লোকে কি এইরূপ করে?

বহুলোকে কেন—প্রায় লোকেই জানে আমার আমার করা বড় দোষের কিন্তু আমার আমার করিতেও ছাড়ে না। রাজাও জানেন যে চিত্ত তাঁহার বশে নাই বলিয়া মনটা দুঃখ পইতেছে। চিত্ত যদি স্ববশে থাকিত তবে রাজা এক মুহূর্ত্তেই চিত্তকে অন্যদিকে ফিরাইয়া রাজ্য বা স্বজন কাহারও জন্য দুঃখ করিতেন না। মানুষ সেই লইয়া কতই বিব্রত হয় কিন্তু মানুষ যদি মনকে আত্মাতে বা ভগবানে একাগ্র করিতে পারিত তবে একক্ষণেই দেহকে অগ্রাহ্য করিতে পারিত। মন আপন বশে নয় বলিয়াই মানুষের যত দুঃখ। আজ জগতের প্রায় লোকই যে দুঃখী।

তাহার মূল কারণই হইতেছে চিত্তকে বশীভূত করিতে না পারা।

প্রঃ—কিরূপে চিত্তকে আয়ত্ত করা যায়?

উঃ—জগন্মাতার স্বভাবে, মাতার লীলায় যদি রতি জন্মে তবে মানুষ এক মুহূর্ত্তেই চিত্তকে মায়েব কথায় মগ্ন করিতে পারে। একাগ্র করা ও নিরোধ করা—এই দুইটাই হইতেছে চিত্ত আয়ত্ব করার উপায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে একাগ্রও নিরোধের উপায় দেখান হইয়াছে। ইহাই সংসার পার হইবার এক মাত্র উপায়।

প্রঃ—চিত্তকে আয়ত্ত করার সহজ উপায় কি কিছু আছে?

উঃ—বলিতেছি ত চণ্ডীই এই সহজ উপায়।

প্রঃ—কতকটা বুঝিতেছি আরও বলুন কিরূপে চণ্ডী সহজ উপায়?

উঃ—চিত্ত যদি সর্ব্বদা রাজ্য, ধন, অমাত্য, দেহ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির চিন্তা লইয়া থাকে তবে ত চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির থাকিবে, অশান্ত হইবে। মুখে জ্ঞানের কথা কহিবে কিন্তু বিপদ আপদে হায় হায় করিবে। পাখী দাঁড়ে বসিয়া ছোলা ছাতু খাইয়া বেশ রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ করে কিন্তু বিড়াল দেখিলেই করিবে ট্যাঁ ট্যাঁ। বিপদ আসিলে চিত্ত শত চিন্তায় ছট্‌ফট্ করে—কীট আগুণে পড়িলে

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪৷৷০ টাকা, মোট ১৩৷৷০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৸০ আবাধা ১।০।

ভদ্রা ২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১।০ বাধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য।০ আনা

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবা-মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। বাঁধা ৩৲টাকা। সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

দৈববাণী।

কাহার না শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ। যাহারা জীবনটীকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে চাহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ যাহা খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার ভাষা এত সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার পাঠেও সাধনা হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্প্রদায়েরই সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনার অনেক রহস্যই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মজগতে ইহা অতুলনীয়। মূল্য ।৷৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান :—"আর্ষবিদ্যা নিকেতন"
২৭।৫৫ তিল ভাণ্ডেশ্বর। ৺কাশীধাম।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই আচারনিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার। সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল বাবু এই যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, তুলসী দাসী, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান-ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্নিবেশ মাত্র। গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ। এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্যাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতন্ত্রের উপন্যাসের আমলে—যে আমলে শুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার দোহাইএ ঐ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্য্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে—শ্রীরাম সীতা লক্ষণ প্রভৃতির পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় এই ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধের আদর হইবে কি? তবে আশা, দেশে এখনও প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' গ্রন্থের আদর হইবে নিশ্চয়। তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারম্ভে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ে

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় তাঁহারই প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এম এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন) কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া, ভারতে ও ভারতের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদের বিপুল প্রচার করিতেছে।

আচার্য্য রায় এই ঔষধালয়ের কারখানার চারিদিকে ঘুরিয়া যে সকল ঔষধ তৈয়ারি হইতেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে অধ্যক্ষকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন, এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রণালী যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিয়া ঔষধগুলি প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। আফিসের কাগজপত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য অর্ডারের চিঠি দেখিয়া, বিশেষ ভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে এই কারখানার ঔষধের জন্য অর্ডার আসিতেছে দেখিয়া, তিনি অধ্যক্ষকে অভিনন্দিত করেন।

ফটোচিত্র।

সাধক প্রবর, মহাপ্রবীণ, আচার্য্যদেব শ্রীরামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আধুনিক ফটো চিত্র (রঙ্গিন ও আসনোপবিষ্ট) উৎসবের পাঠকবর্গকে চারি আনার ডাক টিকিট পাইলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

নং ৪।১।২এ রাধাপ্রসাদ লেন, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরল ধর্ম্মতত্ত্ব।

পূজ্যপাদ আচার্য্য দেব শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অতি সরল ও সহজ ভাষায় যে সকল তত্ত্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহারই কিয়দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। একনিষ্ঠ সাধক আচার্য্য দেবের উপদেশামৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বর্ত্তিকা এবং সংসার তাপ ক্লিষ্ট নরনারীর শান্তি বিধায়ক। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক রাখা বিশেষ আবশ্যক। বঙ্গবাসী, বসুমতী ও প্রবাসী পত্রে এই পুস্তক বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টাদ্বয়ের একখানি সুন্দর ছবি আছে। পুস্তকের মূল্য ৸০ আনা ও স্বতন্ত্র ছবির মূল্য ৶০ আনা। প্রাপ্তি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভাই ও ভগিনী।

উপন্যাস

মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত

"ভাই ও ভগিনী" সম্বন্ধে বঙ্গীয়-কায়স্থ—সমাজের মুখপত্র **"কায়স্থ সমাজের"** সমালোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—প্রকাশক।

"এই উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, আধুনিক উপন্যাসে সামাজিক বিপ্লব সমর্থক বা দূষিত চরিত্রের বর্ণনাই অধিক দেখা যায়। এই উপন্যাসে তাহা কিছুই নাই, অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। নায়ক ও নায়িকায় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। ছাপান ও বাঁধান সুন্দর, দাম অল্পই। ভাষাও বেশ ব্যাকরণ-সম্মত বঙ্কিম যুগের। *** পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আফিস।

অনুরাগ।

শ্রীমতি মৃণালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুন্দর ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

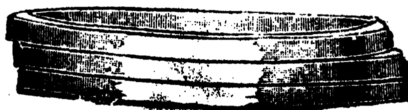
বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

সি, সরকার

বি, সরকারের পুত্র।

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।





একমাত্র গিনি সোনার গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, বালা ও নেকলেস ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের গহনার পান মরা হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন।

ভারতসমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত। মহাভারতের চরিত্র গুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন।

মূল্য আবাঁধা ২ বাঁধাই—২॥০

আলাপন।

সংসার দাবদাহ প্রজ্বলিতের পবিত্র শান্তিসুধা।

"ভাই-ও-ভগিনী" এবং "নির্ম্মাল্য" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসীর" সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

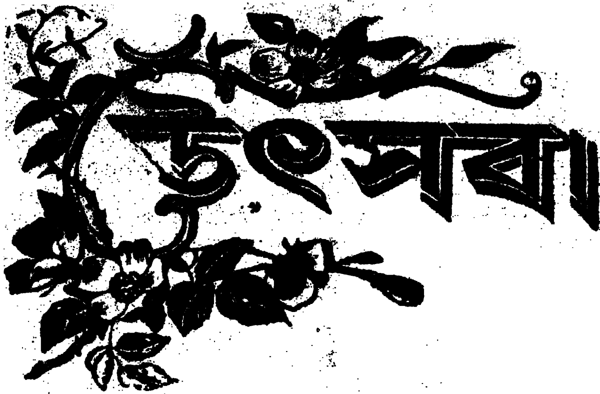
এই "আলাপন" অনর্থক গাল গল্পমূলক সংসার সর্ব্বস্ব বিষয়ী ব্যক্তির আলাপন নহে,—ইহা পরমার্থ প্রেমিক মুমুক্ষু সাধকের প্রাণারাম "আলাপন' ইহা অনিত্য সুখলিপ্সুর "আলাপন" নহে—ইহা সুধান্বেষী নিত্যানন্দধাম শান্তিসুধা মুক্তিত আলাপন। "কে জানে কাহাকে" "সাবধান" "অন্তিমে অবসর" "জীবন মরণ" "রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী" এবং "যদি নির্ম্মম হইতে" ইত্যাদি আঠারটী অতীব সুমধুর "আলাপন" এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লিখিবার প্রণালী কথোপকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া আঘাত দিতে থাকে। সব ক'টী "আলাপনেই" গ্রন্থকারের পবিত্র অন্তঃকরণের পবিত্র ভাবপ্রবাহ যেন স্বতএব উচ্ছসিত হইতেছে। সংসারের নিদারুণ ক্লেশে প্রাণ যখন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, প্রাণ যখন বিষম দাবদাহে প্রজ্বলিত হইয়া শান্তি অন্বেষণে কাতর হইয়া উঠিবে তখন এই 'আলাপন', তাহার প্রিয় সুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে। ইদানীং এত অশ্লীল সাহিত্য-পরিপ্লাবিতকালে এরূপ সুপবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল ভাবে পঠন পাঠন সবিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইহা পারিতোষিক পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর মূল্য মাত্র এক টাকা চারি আনা—১।০

প্রাপ্তিস্থান—১৩৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "উৎসব" অফিস।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

Registered No. C. 583

২৬শ বর্ষ।] চৈত্র, ১৩৩[illegible] সাল। [১২ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
[illegible]নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা "শ্রীরাম প্রেস" হইতে
শ্রী[illegible]চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

"উৎসবের" নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্ত ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই "উৎসব" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে।

২৬ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩৩৮ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

হিন্দুর উপাসনা—গায়ত্রী মন্ত্র।

আর্য্য জাতি বা আর্য্যজাতির বংশধর আধুনিক হিন্দুজাতি কি বহু ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন বা করেন?

না—ইহাঁরা এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন।

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য—ইহাঁরা কিরূপে এক ঈশ্বরই ভজনা করেন?

পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য। ইনি আপনি-আপনি পূর্ণ। যিনি পূর্ণ তাঁহারই উপাসনা হয়। অপূর্ণ বা ক্ষুদ্রের উপাসনা হয় না। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন তাঁহার উপাসনা দ্বারা পূর্ণ হওয়া যায় না। শুধু এই জাতি কেন জগতে যিনি যেখানে উপাসনা করেন তিনি এই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই ভজনা করেন।

তবে এত ভাবে উপাসনা হয় কেন?

আপনি-আপনি পূর্ণ যিনি তিনি আপন শক্তি লইয়া অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন। পরমাত্মাতে শক্তির স্ফুরণ স্বভাবতঃ হয়। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্ম ও সৃষ্টিরূপে ভাসিয়া থাকেন। সৃষ্টি না হইলে জগৎশ্রেষ্ঠা কাহার কাছে প্রকাশিত হইবেন? সৃষ্টিই তাঁহার

আদিরূপ। সৃষ্টির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন জন্য তি নি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপেও আপনাকে প্রকাশ করেন। পুত্রকে আদর করিবার সময় পিতার যে রূপ প্রকাশ পায় বন্ধুর সহিত আপ্যায়ণে ঠিক সেরূপ থাকে না আবার প্রণয়ের ব্যাপারে তাঁহার অন্যরূপ হইয়া থাকে—ইহাও যেরূপ পরমাত্মারও সেইরূপ। সেই জন্য নানা সম্প্রদায় এক পরমাত্মারই উপাসনা করেন।

উপাসনা করিতে হয় কেন?

অপূর্ণ যাহা তাহা পূর্ণ করিবার জন্যই উপাসনা করিতে হয়। অজ্ঞানটা চিরদিন অপূর্ণ, জ্ঞান পূর্ণ। জীবভাব চির দিন অপূর্ণ, পরমাত্মভাব চির দিন পূর্ণ। জীব যখন পরমাত্মার দিকে ফিরিতে পারে তখন তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার ভাবনা করে। ক্রমে বোধ করিতে থাকে আহা! আমিই এই! কি এক অজ্ঞান আমি মনে করিতাম আমি তোমা হইতে ভিন্ন—তাই অপূর্ণ হইয়াছিলাম। তোমাকে পশ্চাতে রাখিয়া যখন দেহ হইয়া থাকি তখন দাস ভাবে তোমার উপাসনা করি, তোমাকে না বুঝিয়া যখন আপনাকে খণ্ড চিৎ মনে করি তখন আপনাকে তোমার অংশ মনে করি, পরে এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে যখন তোমার অনুগ্রহে পূর্ণ ভাবে তোমার দিকে ফিরিতে পারি তখন দেখি অজ্ঞানেই এই দাস ভাব, অজ্ঞানেই এই অংশভাব, কিন্তু তোমার কৃপায় অজ্ঞান সরিয়া গেলেই দেখি আমি তুমি হইয়া গিয়াছি তখন আমিই তুমি।

আচ্ছা প্রকৃষ্টভাবে উপাসনার জন্য কি করিতে হয়?

পরমাত্মার কথা প্রথমে শ্রবণ কর। ইহার জন্য গুরুমুখে শাস্ত্র কথা শুনিতে হইবে। তাহার পরে তোমাকে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বদা যাহা শুনিয়াছ তাহারই মনন করিতে হইবে। এই মনন ব্যাপারে যাহা শুনিয়াছ তাহাতে আর কোন সন্দেহ যাহাতে না থাকে সেইরূপ করিতে হইবে তখন ধ্যান হইবে। পূর্ণ ধ্যান হইতেছে আমিই এই।

বুঝিতেছি শ্রবণটীর জন্য গুরুও শাস্ত্রের আবশ্যক। পরে মনন ও নিদিধ্যাসন জন্য ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে করিতে আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। এখন পরমাত্মার কথা শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ কর।

শ্রবণ কর।

পরমাত্মা ভিন্ন জগতে কোন বস্তু চিরদিন একভাবে থাকে না। ইনি ভিন্ন কোন বস্তুই নিত্য নহে। পরমাত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই পূর্ণ নহে, তাই সকল বস্তুই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়। সমস্তই অস্থির একমাত্র পরমাত্মাই স্থির,

শান্ত, পরিপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার উপরেই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভাসিয়া পরমাত্মাকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রজ্জুই পড়িয়া আছে কিন্তু রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া একটা সর্প ভাসিয়াছে। রজ্জু দেখা যাইতেছেনা—রজ্জুই সর্পরূপে দেখা যাইতেছে। শুক্তিকাকে রজত্রূপে দেখা যাইতেছে। রজ্জুকে জানা নাই বলিয়া রজ্জুটাই অন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহার সম্বন্ধেই অজ্ঞান ভাসে। অজ্ঞান ভাসিলেই জ্ঞান অন্যরূপে প্রকাশ পায়। পরমাত্মাকে জান নাই বলিয়া পরমাত্মাই এই জগৎরূপে যেন দেখা যাইতেছে। অজ্ঞানের আবরণ সরাইতে পারিলে জ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং জ্ঞানের প্রকাশেও অজ্ঞান আর আক্রমণ করিতে পারেনা।

জ্ঞানকে ধরিবার চেষ্টা এবং অজ্ঞানকে দূর করিবার চেষ্টা সমকালেই করিতে হইবে। ইহার নাম সাধনা।

অজ্ঞান দূর হইলে নিত্য বস্তুর প্রকাশ হয় সাধকের কাছে। এই নিত্য-বস্তু জ্ঞানরূপেই প্রকাশ পান। অজ্ঞান কালিমা শূন্য যে জ্ঞান তাহাই আনন্দ। অন্য আনন্দ খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন কিন্তু পরমানন্দ পরমাত্মা নিরতিশয় আনন্দ।

পরমাত্মার কথা যাহা বলা হইল তাহাতে পরমাত্মাকে সৎ চিৎ আনন্দ বলা হইল। আর বলা হইল পরমাত্মাকে আবরণ করিয়া যে জগৎ ভাসিয়াছে তাহা অসৎ, অজ্ঞান এবং তাহাই অনানন্দ।

মানুষের মধ্যে কি সৎ চিৎ আনন্দ পরমাত্মা আছেন? কিরূপে আছেন?

শুধু মানুষ কেন—জগতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বা বৃহত্তর বা বৃহত্তম এমন কোন বস্তুই নাই যাহা পরমাত্মাকে আশ্রয় না করিয়া ভাসিয়াছে। কাজেই মানুষও পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াই ভাসিয়াছে। রজ্জুকে যেমন ভ্রমে সর্পরূপে দেখা যায় সেইরূপই এইখানে। মানুষের কর্ম্ম, বাক্য, ভাবনা, দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি যদি পুঁছিয়া ফেলিতে পারা যায় তবে যিনি থাকেন তিনিই পরমাত্মা। শূন্য হইয়া গেলে যিনি থাকেন—তিনি অতি সূক্ষ্ম পরিপূর্ণ চৈতন্য। ইনি শূন্যের শূন্য, ইনি শুধু ব্যোম নহেন পরম ব্যোম। ইনিই পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

কিন্তু সত্য বস্তুকে অসত্য বস্তু দিয়া ঢাকিল কে? পরমাত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়া ইহাঁকেই জগৎরূপে দেখাইতেছে কে?

"সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ"

সকলেই জানেন বা জানিতে পারেন সুষুপ্তি অবস্থাটাই স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্মই বা পরমাত্মাই সৃষ্টিবৎ প্রকাশ পান।

কেন প্রকাশ পান—ইহার উত্তর হইতেছে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মাই শক্তির প্রকাশে যেন শক্তি দ্বারা আবৃত মত বোধ হয়েন। এই শক্তিই মহামায়া। এই মহামায়া পরমাত্মার সহিত এক হইয়াও থাকেন, আবার তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া জগদাকার ধারণ করেন। যিনি এক হইয়া থাকেন, তিনি গায়ত্রী। এই গায়ত্রীই আবার গায়ত্রী থাকিয়াই মহামায়ারূপে জগতের মোহ উৎপাদন করেন। তবেই হইল যিনি মোহ উৎপাদন করেন তিনিই আবার উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন হইলে মোহ কাটাইয়া দিয়া স্বরূপ দেখাইয়া দিয়া থাকেন। আরও লক্ষ্য কর জীবভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পরমাত্মাতে জগৎভ্রম হয় না। কেমন করিয়া হয় দেখ। আকাশ নীল নহে তথাপি সকলে ইহাকে নীল দেখে। কারণ মানুষের দৃষ্টি সসীম। কতদূর দৃষ্টি চলে তারপরে চক্ষের নালিমা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশকে নীল দেখায়। সেইরূপ জীবের অজ্ঞান পরমাত্মাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরমাত্মাকে নানারূপ বিশিষ্ট জগৎরূপে দেখায়। উপাসনা দ্বারা ইনি প্রসন্ন হন। এই উপাসনা করে কে? এবং কিরূপেই বা করিতে হয়?

আত্মাই পরমাত্মার উপাসনা করেন। আত্মাই পরমাত্মা। কিন্তু আত্মা বা জীবাত্মা প্রকৃতির বশে আসিয়া অহংকার বিমূঢ় হইয়া যান্। অহংটা প্রকৃতির অংশ। জীব, প্রকৃতির অধীনে আসিয়াই দেহ ধারণ করেন। দেহে অহং বুদ্ধি আসিলেই কর্ম্ম চলিতে থাকে। মানুষের দুঃখের মূল হইতেছে দেহ। দেহ কর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রকৃতি যেমন অনাদি অহংকারও সেইরূপ অনাদি। অহংকার জন্মে অবিদ্যা হইতে বা প্রকৃতি হইতে। অহংটা প্রকৃতি বা অবিদ্যার মত জড়। চিৎ ছায়া দেহে পড়িলে ইহা তপ্ত হয়। লৌহ পিণ্ড অগ্নি তেজে যেমন অগ্নিবৎ হইয়া যায় সেইরূপ দেহে চিৎএর ছায়া পড়লে দেহের সঙ্গে চিতের একটা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ঘটে, তাহাতে দেহটা চেতনবান্ হয়। জীবাত্মা অহংকারের বলে আমিই দেহ এই বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়েন। ইহা হইতেই সংসার, ইহাতেই সুখ দুঃখের উৎপত্তি। আত্মা কিন্তু স্বরূপে পরমাত্মার মত নির্ব্বিকার দেহের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যতা ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তথাপি এই মিথ্যা দ্বারাই আমি দেহ, আমি কর্ম্মের কর্ত্তা—জীবাত্মা সর্ব্বদা এই সঙ্কল্পেই বদ্ধ হয়েন। এই বদ্ধ আত্মাই পরমাত্মার উপাসনা করিয়া আপনাকে পরমাত্মারূপে দেখিতে পাইলেই মিথ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

ধরি ধরি করিতেছি তথাপি যেন ধরিতে পারিতেছি না। পরমাত্মাই ত তোমার আমার, সমস্ত দেহের, সমস্ত জগতের, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ।

পরমাত্মা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এই অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মাকে এই মহাব্যোমকে এমন ভাবে বুঝাইয়া দাও যাহাতে ইহার একটা ধারণা কথঞ্চিতও হইতে পারে।

শ্রবণ কর। চৈতন্যই পরমাত্মা। অতিসূক্ষ্ম এই চৈতন্যের অংশই হয় না। এই জন্য সকল চৈতন্যই সদা পূর্ণ। "আমি" চৈতন্যই; এই জন্য আমিই পূর্ণ চৈতন্য। আমি স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার কোনরূপ ধারণা করাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনোযোগ কর।

আকাশকে ত সূক্ষ্ম বল। কিন্তু আকাশকে ধারণা করিতে কি পার?

এই যে এত বড় নীল আকাশ দেখিতেছি যেখানে যাই সেইখানেই আকাশ আছে দেখিতে পাই। এইজন্য আকাশকে সর্ব্বব্যাপী বলি। ইহাই আমার আকাশের ধারণা।

আকাশের ধারণা ঠিক করিতে পার নাই। আকাশ নীল নহে। আকাশের কোন রূপ নাই। আকাশ চক্ষু দ্বারাও দেখা যায় না। তোমার এই গৃহের মধ্যে আকাশ আছে কিন্তু ইহাতে কি নীলিমা দেখ?

তাত দেখি না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আবার বলি আকাশে যে নীলিমা দেখ ইহা ভ্রান্তি মাত্র। চক্ষের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। এই দৃষ্টি কতকদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহার পরে চক্ষের নীলিমা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শূন্যকে নীল দেখায়।

বড়ই ত বিস্ময়ের কথা। শূন্যের ধারণা কিরূপে হয়? মনে কর তোমার হস্তের মুষ্টিতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া হস্তমুষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। পরে একটি একটি করিয়া প্রস্তরখণ্ডগুলি মুষ্টি নিম্নের ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া দিলে। বদ্ধমুষ্টির ভিতর হইতে সব প্রস্তর খণ্ডগুলি পড়িয়া গেল। বল দেখি এখন মুষ্টির ভিতরে কি রহিল?

কিছুই ত রহিল না।

না ইহা বলিতে পার না। রহিল শূন্য। সব বাহির করিয়া দিলে যাহা থাকে তাহা আকাশ—তাহা শূন্য, তাহা ব্যোম। এইরূপে এই গৃহ হইতে সমস্ত বাহির করিয়া দাও, থাকিবে শূন্য, থাকিবে আকাশ। এইরূপে জগৎ হইতে সব বাহির করিয়া দাও—সকল দেহ, সকল মন, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—যা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা বা মন দ্বারা দেখিতেছি সব বাহির করিয়া—সব শূন্য করিয়া দিলে

যিনি থাকেন তিনিই আকাশ তিনিই শূন্য তিনিই ব্যোম। শূন্যের ধারণা কি করিতে পারিতেছ?

আহা! এতদিন এইরূপ করিয়াত শূন্যকে বুঝি নাই।

আচ্ছা এখন চৈতন্যকে ধারণা করিতে চেষ্টা কর। আকাশ সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলেন তাহাও একবার শুনিয়া রাখ। জনক রাজসভাতে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রাহ্মণগণের বিবাদ হয়। সেই সময়ে গার্গি—গর্গ কন্যা বাচক্নবী—যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন—যিনি সকলকে ব্যাপিয়া আছেন তিনি কে? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন গার্গি! ইহা আকাশ। ঊর্দ্ধে স্বর্গেরও উপরে, পৃথিবীর অধে অর্থাৎ পৃথিবী যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছে, স্বর্গ ও পৃথিবীর অধের মধ্যে এই যে দৃশ্যমান্ দ্যাবা পৃথিবী—আর যাহা গত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে, যাহা ভবিষ্যতে আসিবে তাহা কাহাতে ওত প্রোত ভাবে অবস্থিত—তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছি আকাশই সমস্তকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছে।

পুনরায় গার্গী জিজ্ঞাসা করেন "কস্মিন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি?"

আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনিই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরব্যোম। পূর্ব্বে বলা হইল সব শূন্য হইলে যিনি থাকেন তিনি পরমাত্মা, পরব্যোম, পরমেশ্বর। ইনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, ইহার কোন বর্ণ নাই, কোন মূর্ত্তি নাই, ইহাতে কোন অজ্ঞান নাই, ইনি বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, ইহাতে কোন স্পর্শ নাই, কোন ইন্দ্রিয় নাই, তেজও ইনি নন, প্রাণ ও নহেন, নাম গোত্র নাই, ইনি জরা মরণ শূন্য, অভয়, নিত্য মুক্ত স্বভাব (অমৃত), বিবর্ত্ত নাই, অপূর্ব্ব, ইহার ভিতর বাহির নাই; ইনি অরজ—গুণাতীত এবং লোকাতীত। ইনি শব্দেরও অগোচর। ইহাতে কোন অবচ্ছেদ নাই। অন্য কোন কিছুই ইহাকে ব্যাপিয়া নাই। ইনি শূন্য নহেন, ইনি পূর্ণ। ইনিই সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়াও—সকলের অন্তর্যামী চৈতন্য আত্মা, সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। ইনিই অবিনাশী চৈতন্য।

চৈতন্যের যখন অংশ নাই তখন যে চৈতন্যের ভিতরে বাহিরে তুমি আমি জগৎ আর যে চৈতন্যকে তুমি "আমি আমি" কর সেই চৈতন্যই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, জগদাত্মা, তোমারও আত্মা।

মানুষ একটা অনাদি ভ্রমে অজ্ঞানে মায়ায় ইহাকেই খণ্ড আত্মা—খণ্ড চৈতন্য মনে করে। এই অজ্ঞান সরাইবার জন্যই উপাসনা—এই উপাসনা

হইতেছে খণ্ডকে অখণ্ড দেখান, অহংকার বিমূঢ় আত্মাকে ইহার স্বরূপ দেখান। বল—কতকটা ধারণা করিলে কি ?

কিছু কিছু করিলাম। আহা! ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র যে বলিতেছেন—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাহা কিছু তাহাই এই পরম ব্যোমে ভাসিয়া মানুষের চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষ একমাত্র বিচার দ্বারাই সমস্তই চৈতন্য ইহা দেখিতে পারে—মানুষ একমাত্র বিচার দ্বারা শূন্য হইয়া গিয়া পরমাত্মা ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে।

বুঝিলাম কে কাহার উপাসনা করে। পূর্ব্বে ও শুনিলাম উপাসনা করিতে হয় কেন। এখন উপাসনা—বা নিকটে উপবেশন করিতে হইলে কি করিতে হয় তাহাই শুনিতে হইবে।

আচ্ছা শ্রবণ কর। যাঁহার নিকটে বসিতে যাইতেছ অর্থাৎ যাঁহার উপাসনা করিতে যাইতেছ তাঁহার দিকে বিচার চক্ষে চাহিয়া দেখিতে হইবে—দেখিতে হইবে তিনি কোন্ বস্তু—তিনি কি প্রকার—তাঁহার কোন্ শক্তি আছে—তিনি কি আমার মধ্যে আছেন—তিনি কি সকলের মধ্যে আছেন—তিনি কি সর্ব্বব্যাপী—তিনি কি আমাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাতে মগ্ন করিয়া রাখেন অথবা তিনি আমার কোন্ উপকার করিতে পারেন ? আরও দেখিতে হইবে তাঁহাকে দেখিলে কি আমি জুড়াইয়া যাইব—আমার আর কোনও দুঃখ থাকিবে না—কোনও অভাব থাকিবে না ? তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে কি আমি পূর্ণ হইয়া যাইব—আমি অখণ্ড নিরতিশয় আনন্দে স্থিতি লাভ করিব ?

এই সমস্ত কারণে পরমাত্মার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব ততদূর জানা চাই। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যপন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়" শ্রুতি পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা—বা অমর হওয়া। খণ্ডভাব বা জীবভাব যে মৃত্যু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অখণ্ড ভাবে যাওয়া বা অপূর্ণ হইতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নাই।

কিন্তু পরমাত্মাকে জানিব কিরূপে ? যাঁহার কোন আকার অবয়ব নাই, যাঁহাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা, শুনা, স্পর্শকরা, কিছুই যায় না—যাঁহাকে মন ও চিন্তা করিতে পারে না তাঁহাকে জানা যাইবে কিরূপে ? বিশেষতঃ তিনি যে আছেন—আমার মধ্যে আছেন—সকলের মধ্যে আছেন—ইহা বলিয়া দিবে কে ?

এই পরমাত্মা আপনি আপনি কি তাহা তিনি না জানাইয়া দিলে জানিবার অন্য উপায় নাই। তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি।

পরমাত্মা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছেন সর্ব্বত্র। আমাদের আত্মা যে আছেন তাহা আমরা জানি। প্রমাণ করিতে না পারিলেও "আমি আছি" এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই। "আমি" যাহাই হইনা কেন—যে বস্তু হইনা কেন তাহা দেখিতে না পাইলেও "আমি" যে আছি সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। সেইরূপ সৃষ্টিও আছে তাহা আমরা জানি। সৃষ্টিস্থিতি লয় ও আমরা দেখিতেছি। আমার মধ্যে আমার চিন্তার সৃষ্টিস্থিতি লয় ও যে হইতেছে তাহাও আমি জানিতেছি। সৃষ্টিস্থিতি লয় ব্যাপার যাহাই হউক না কেন আমি তাহার দ্রষ্টা ইহা আমি জানি। আর আমি ইহাও জানি চেতনা না থাকিলে দ্রষ্টা হওয়া যায় না। আমি যখন অচেতন হইয়া যাই তখন দ্রষ্টা থাকি না। যিনি চৈতন্যরূপে আমার মধ্যে দ্রষ্টাভাবে আছেন তিনি আমার আত্মা। আত্মা চেতন, আত্মা দ্রষ্টা, আত্মা বিজ্ঞাতা। মানুষ যে কোন কিছু অনুভব করে তাহা এই চেতন আত্মা আছেন বলিয়া। কোন কিছু দিয়া এই শরীরের যে কোন স্থান স্পর্শ করা যায় তাহাই আমার অনুভব হয়। তবেই বলা যায় চৈতন্য বস্তুটি আমার সর্ব্ব দেহব্যাপী।

সর্ব্ব দেহব্যাপী হইলেও চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় ইহাঁকে ধরিতে পারে না। চৈতন্য অতি সূক্ষ্ম বস্তু। আকাশকে আমরা সূক্ষ্ম বলি। আকাশ কিন্তু দেখা যায় না। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া আকাশকেই যখন খণ্ড করা যায় না তখন আকাশ অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া চৈতন্যকে খণ্ড বিখণ্ড করা যাইতেই পারে না। চৈতন্যের অংশ হয় না।

আমার চৈতন্য যেমন আমার সর্ব্ব-দেহ-ব্যাপী, সকল মানুষের চৈতন্যও সেইরূপে সকলের দেহ ব্যাপিয়া আছেন। কাজেই বলিতে হইতেছে যে চৈতন্যের যখন অংশ হয় না তখন সকল চৈতন্য একই বস্তু। চৈতন্য তবে এক। একই চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী। শুধু মানুষে পশুতে পক্ষীতে অর্থাৎ জীবে জীবে যে চৈতন্য আছেন তাহাই নহে, জঙ্গমের মত স্থাবরেও চৈতন্য আছেন। কারণ চৈতন্য না থাকিলে কোন বস্তুতে বৃদ্ধি ক্ষয় ইত্যাদি হইতে পারে না—চৈতন্য না থাকিলে সৃষ্টিস্থিতি লয় ব্যাপারও ঘটে না।

শরণাগতের প্রতি কৃপা।

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে, পরমানন্দ মাধবং॥

প্রভো! বাঞ্ছাকল্পতরু! অনাথনাথ! দীনশরণ! তোমার ইচ্ছায় কি না সম্ভবে। তুমি ইচ্ছা করিলে মূককেও বাচাল করিতে পার, পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করাইতে পার। তোমার ইচ্ছায় সকলই সম্ভবপর হয়। তবে "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। ভক্ত ও বিশ্বাসী ভাগ্যবান জীবের পক্ষেই ইহা সম্ভবপর। অবিশ্বাসী ও ভক্তিহীনের পক্ষে ইহা বাতুলের প্রলাপোক্তির মত প্রতীয়মান হইবে।

মনে পড়ে, জনৈক বিখ্যাত বক্তা একদিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"অনেকে মনে করেন "মূকং করোতি বাচালং" ইত্যাদি বাক্য, বাক্য মাত্রেই পর্য্যবসিত, বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা জলন্ত সত্য। তাহার প্রধান সাক্ষী এ অধম বক্তা। এ অধম জন্মাবধি মূক ছিল তদ্দর্শনে আমার দুঃখিনী জননী আকুল প্রাণে কত ব্রত, উপবাস এবং দেবমন্দিরে হত্যা ও সর্ব্বশক্তি শ্রীভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার ফলে সর্ব্বশক্তিমানের আসন টলিয়া গেল, এবং ৬ বৎসর বয়সের সময় আজন্ম বাকৃশক্তি হীন আমি বাকৃশক্তি ফিরিয়া পাইলাম। সেই অধম আজন্ম বাকৃশক্তি হীন আমি, আজ ১০ হাজার শ্রোতার সম্মুখেও বক্তৃতা দিতে সমর্থ, আজ আমার সেই দুঃখিনী গর্ভধারিণী জননী কোথায়?" এই বলিতে বলিতে মাতৃভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ বক্তা আবেগভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহা দৃষ্টে ভাবুক শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য এখনও মনে আছে ও আজীবন মনে থাকিবে।

প্রভো! তোমার করুণা ধারা কাহার উপর কখন কি ভাবে বর্ষিত হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।

জনশ্রুতি, প্রবল প্রতাপান্বিত বাদসাহের সেনাপতি দরাপ খাঁ জলপথে ভ্রমণ কালে একদা পতিত পাবনী সুরধুনীর তীরে নিবিড় বনের নিকট

বজরায় রাত্রিযাপন করার সময় গভীর রাত্রিতে উক্ত বনে বিকট কোলাহল শুনিয়া কারণ অনুসন্ধান করার জন্য নির্ভীক্ সেনাপতি একাকী তথায় গিয়া দেখিলেন কতকগুলি বিকটাকার জীব নানারূপ হাস্য পরিহাস করিতেছে। তদ্দর্শনে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে?" তাহা শুনিয়া তাহারা বলিল "আমরা কর্ম্মবশে নীচগামী হইয়া ভূত যোনি প্রাপ্তে এই দশাপন্ন হইয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছি। কতদিনে যে আমাদের এই দুর্ভাগ্য জন্মের অবসান হইবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই।" সেনাপতি বলিলেন—"তোমাদের আজ এত আনন্দোৎসব কেন?" তাহারা একটি মেয়েকে দেখাইয়া বলিল, আগামী কল্য ইহার বিবাহ হইবে তজ্জন্য আনন্দোৎসব করিতেছি।" সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে?" তাহারা নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের জনৈক রাখাল বালককে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"আগামী কল্য তাহার পালিত এক ষাঁড়ের শৃঙ্গাঘাতে ইহার অপমৃত্যু হইবে এবং প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এখানে আসিবে, তাহার সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে।" সেনাপতি কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে বজরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং পরের দিন উক্ত গ্রামের কথিত রাখাল বালকের পালককে আনাইয়া আদেশ করিলেন—"অদ্য তোমার ষাড়কে বাঁধিয়া রাখিবে; কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না এবং রাখাল বালককে তাহার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবে, তাহাকে অদ্য তোমার বাড়ী আসিতে দিবে না। তাহার অন্যথায় তোমার কঠোর দণ্ড হইবে।" সেনাপতির আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইল। দৈবের বিধান অনিবার্য্য। বেলা দুই প্রহর সময় ষণ্ড কঠিন রজ্জু ছিঁড়িয়া উদ্দাম ভাবে ছুটিল, সকলে প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল এবং ষাঁড়ের মালিক তাহাকে কিছুতেই ধরিতে না পারিয়া গোপনে উক্ত রাখাল বালককে আনাইলেন। তখন ষণ্ড গঙ্গাতীরে উদ্দামভাবে শৃঙ্গাঘাতে মাটী খুঁড়িতে ছিল। রাখাল বালককে উক্ত ষণ্ড বিশেষ ভালবাসার চক্ষে দেখিত সে সেই সাহসে নিঃশঙ্ক চিত্তে ষণ্ডের নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র, ষণ্ড তাহাকে শৃঙ্গাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিল। সেনাপতির কর্ণে ঐ সংবাদ পৌছিবামাত্র তাঁহার দৈবের উপর পুরুষকারের গর্ব্বের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। সেই দিন রাত্রিতে বিবাহোৎসব দেখিবার জন্য সেনাপতি কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত বনে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং সকলেই বিষাদ পূর্ণ বদনে ক্রন্দনে রত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তোমাদের বিবহোৎ-

সং্গের পরিবর্ত্তে এরূপ ক্রন্দনের কারণ কি ?" তাহারা বলিল "আজ যে ছেলের সঙ্গে এই মেয়ের বিবাহ ঠিক ছিল, বিধির নির্ব্বন্ধে উক্ত ছেলের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে বটে কিন্তু ছেলের সৌভাগ্য বশতঃ ষণ্ড যে শৃঙ্গাঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহাতে পতিত পাবনী গঙ্গা মৃত্তিকা সংলগ্ন ছিল, তজ্জন্য তাহার অপঘাত মৃত্যুতেও অধোগতি না হইয়া উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া উর্দ্ধলোকে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার সঙ্গে এ মেয়ের বিবাহ সম্ভবপর না হওয়ায় আমাদের বিষাদের কারণ হইয়াছে।

জানিনা কি শুভক্ষণে ভাগ্যবান সেনাপতির কর্ণে এই কাহিনী শ্রুতিগোচর হইল, তিনি পতিত পাবনীর অদ্ভুত মহিমায় মোহিত হইয়া গেলেন। যে সময় বাদসাহের অসীম ক্ষমতা ও স্ত্রী পুত্রাদির অদম্য ভালবাসা, রাশি রাশি অর্থ, নিজের অসাধারণ বীরত্ব, কিছুই কার্য্যকরী হইবে না কেবল মাত্র—"করম্ সঙ্গি চলি যায়," সেই অবস্থায় *কেবলমাত্র পতিত পাবনী সুরধুনীর কৃপাতেই রাখাল বালক উর্দ্ধলোকে চলিয়া গেল। হায়! আমি অধম, এমন মায়ের কোল ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। সেনাপতি নশ্বর ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব দুদিনের খেলা স্ত্রী পুত্রাদির মোহ, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পতিত পাবনীর তীরে এক কুটীর নির্ম্মান করিয়া অহর্নিশি তথায় যাপন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা অনন্যমনে পতিত পাবনীর ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন—ক্রমে মায়ের অপার কৃপায় সেই সেনাপতি দরাপখাঁর মুখ হইতে বাহির হইল—

"সুরধুনি মুনি-কন্যে তারয়েৎ পূণ্যবন্তং,
সত্তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিংতে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতি বিহীনং তারয়েৎ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥"

"মা! তুমি পুন্যবানকে ত্রাণ কর তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য সূচিত হয় না, কারণ সে নিজ পুণ্যবলেই ত্রাণ লাভ করিয়া থাকে যদি গতি বিহীন, পাপী, আমাকে ত্রাণ করিতে পার তবে বুঝিব তোমার মাহাত্ম্য।"

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত মিত রমণী-সমাজে।

---

*অমূল্য প্রেমধনে ধনী বিদ্যাপতি ঠাকুর জীবের সেই অসহায় অবস্থার কি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

তোঁহে বিসরি মন, তাহে সমাপিনু,
অবমঝু হ'ব কোন কাজে ॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিসোয়াশা ॥
আধ জনম হাম, নীদে গোঙাইনু,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধু বনে রমনী, রসরঙ্গে মাতিনু,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
না তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে মিলাওত
সাগর লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়া বিনা গতি নাই আরা।
আদি অনাদিক, জগতে কহায়সি,
অবতারণ ভার তোহারা ॥

বাস্তবিকই পতিতপাবনী মা, তাঁহাকে ত্রাণ করিলেন। আজ সেই বাদসাহের সেনাপতি দরাপ খাঁ ঋষি স্থানীয় হইয়াছেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত গঙ্গাস্তোত্র কত সাধুসজ্জনের মুখে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে।

মহামতি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব "যোগবাশিষ্ঠ" নামক অধ্যাত্ম-তত্ত্বপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থে মানবের কল্যাণার্থ যে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশবাণী কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঠক পাঠিকাগণ মাদৃশ অযোগ্য লেখকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও ৬ষ্ঠ সর্গের দৈবনিরাকরণ অধ্যায় হইতে ঐ অমূল্য উপদেশবাণী কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :—

"ঈশ্বর কাহাকেও স্বর্গেও প্রেরণ করেন না—নরকেও পাঠান না। যে পুরুষকার করে, মহাপুরুষকাররূপী শ্রীভগবান্ তাহারই সহায়। শক্তি প্রয়োগে প্রাণপন কর নিশ্চয়ই মহাশক্তির সাহায্য পাইবে। ঈশ্বর অলসের সহায় কদাপি হন্ না।

যে ব্যক্তি যত্নশীল, সদাচাররত, উদ্যমশীল, সেই ব্যক্তি মহামোহ অতিক্রম করিতে পারে। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" ইহা এই পরম পুরুষার্থেরই আশ্রয় গ্রহণ করা। প্রথমে আপনাকে খণ্ড চৈতন্য ধারণা করিয়া শাস্ত্রমত কার্য্য দ্বারা অখণ্ড চৈতন্যের শরণাপন্ন হইতে প্রাণপণ কর, যতক্ষণ না হয় কর, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইবে। "সময় হইলেই হইবে" যে অধম নিশ্চেষ্ট পুরুষ ইহা বলিয়া অলস হইয়া থাকে তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবে।

শাস্ত্রবিহিত সুখ দুঃখ নিবৃত্তিজনক অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি যে যত্ন তাহাই পুরুষকার।"

শরণাগত বৎসল! যে মনে প্রাণে তোমার শরণাগত হইয়া তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে সে প্রকৃতই তোমার অভয়বাণী পাইয়া কৃত কৃতার্থ হয়।

রাবণ সহোদর বিভীষণ ভ্রাতাকে হিতজনক বাক্য বলিয়া অকারণে অবমানিত হইয়া, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন। মহাশত্রু রাবণের ভ্রাতা বলিয়া সকলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীভগবান সকলকে নিরস্ত করিয়া শ্রীমুখে বলিলেন—

"সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম।"

"যে একবারও **তবাস্মি** (আমি তোমার) বলিয়া আমার শরণাগত হয়, তাহাকেই আমি অভয় দিয়া থাকি ইহাই আমার ব্রত।"

আহা! এমন দয়াল কোথায় আছে, এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর কাহার নিকট সম্ভবে।

প্রভো! তোমার নিকট ধনী, দরিদ্র ভেদ নাই, তুমি কেবল অনুরাগেরই ভিখারী।

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা
প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ
তোমারে কি যায় জানা?"

অনুরাগে সাধনার প্রথম অবস্থা "**আমি তোমার**" হইতে ক্রমে "**তুমি আমার**" হয় শেষে "**তুমি আমি এক**" হইয়া সাধক চরম ফল লাভে কৃতার্থ হইয়া যায়।

অনুরাগ শূন্য ভক্তিভজন হীন, অধমের পক্ষে কেবলমাত্র এই ভরসা—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শিমুলজানি পোঃ বাঙ্গালা (ময়মনসিংহ)।

স্বপ্নদর্শন।

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—হটাৎ জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া উঠিয়াই বুঝিলাম যে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। স্বপ্নে কত কি যেন দেখিলাম। কই এখন ত ভাল স্মরণও হইতেছে না। শুধু মনে আছে—যে কখন সুখে হাসিতেছিলাম আবার কখন দুঃখে 'আহা' 'উহু' করিতেছিলাম; আবার কখনও ভয়ে জড়সড় হইতেছিলাম। জাগরণে বুঝিলাম—ইহা সকলই সংস্কার মাত্র সকলই কল্পনা মাত্র। তাই স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় স্মৃতিতে ভাসিলেও মিথ্যার প্রহসন মনে করিয়া শান্তি পাইতেছি আর ভাবিতেছি ইহা কি?

সংসার স্বপ্নও তাই। ইহা জাগিয়া স্বপ্ন দেখা—অথবা এই জাগরণের মধ্যেই স্বপ্নের প্রলেপ আছে। অতএব দৃশ্য দর্শনাত্মক জগতের মধ্যে যে বিচরণ—তাহা স্বপ্নমাত্র—ইহা বাস্তব নহে। ইহাতে বাস্তবের আভাস আছে। তবে বাস্তব বলিয়া যে প্রতীতি এবং আমার সম্মুখেই ত এই সকল হইয়াছে—অতএব অসত্যই বা বলি কি প্রকারে—এই যে বোধ ইহাই ইহার বিশেষত্ব। সম্যক বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে—ইহাও স্বপ্নই—জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন। এইযে গৃহ পরিজন—এই যে বন্ধু বান্ধব—এই যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য—বলিয়া মনের দারুণ উদ্বেগ এবং তার মধ্যে কত রঙ্গের অভিনয়—কখন হাসি—কখনও কান্না—কখন উল্লাস—কখন অবসাদ—ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্বপ্ন ভিন্ন আর কি? এই শোক মোহের প্রহসন কতদিন—না যতদিন ঠিকঠিক আত্মস্বরূপের আভাস পাওয়া না যায় এবং তাহাতে স্থিতির জন্য একটা ব্যাকুল আগ্রহে মন ভরিয়া না উঠে। এই শোক মোহের বিরাট ও প্রশস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র—এই দৃশ্য দর্শনের—নামরূপাত্মক দ্বৈত জগতের উন্মেষ নিমেষ ততদিন প্রসারতা লাভ করে—যতদিন না সৎসঙ্গ সৎশাস্ত্র ও গুরু কৃপাবলে ইহাদের অনিত্যতা ও অসারতা প্রতীতি হয়। এই যে বিষয়ের নানারূপ উন্মেষ নিমেষ ইহা অলীক। 'ইহা নাই' বলা যায় না—আবার 'আছে' ইহাও বলা যায় না; এই জন্য ইহার নাম ইন্দ্রজাল বা মায়া। এই মায়াজালে 'আমি' ভাবে যে খেলা তাহাই অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। 'আমার' ও আমি'র নিবৃত্তিই স্বপ্ন দর্শনের অবসান।

কিরূপে দৃশ্য দর্শনের দোষ নিবৃত্তি হয়?

দীর্ঘ সংসার রোগের বিচারই মহৌষধ। ভগবান বশিষ্ঠদেব বলেন যে বিচারে

তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত বা পরমপদ দর্শন করে। যাহা আদিতে ও নাই—অন্তে ও নাই-- বর্ত্তমানেও তাহা তাই—অর্থাৎ বর্ত্তমান তাহার সত্তা অলীক বা ভ্রান্তিপূর্ণ।

দৃশ্য মাত্রই অসৎ। "যৎ কিং চ দৃশ্যতেশ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা"—যাহা কিছু দেখা যায় শুনা যায় বা স্মরণ করা যায়—তাহাই অনিত্য। তাহারা আসে যায়, কেবল কিছু ক্ষণের জন্য খেলা করে মাত্র—কিন্তু বস্তুতঃ অসত্য। খেলা অসত্য—কিন্তু যাহার আশ্রয়ে এই খেলা এই সংসার প্রপঞ্চ উঠিতেছে পড়িতেছে—তাহা অধিষ্ঠান চৈতন্য। চৈতন্যের আভাস লইয়াই এই জগৎ নড়ে চড়ে—উঠে পড়ে—নামরূপের মুখোষ পরিয়াই চৈতন্য ইন্দ্রজালবৎ মনোহর জীব-জগৎরূপে ভাসিয়াছেন—। মুখোস অসত্য কিন্তু মুখোসের অন্তরালে যিনি আছেন তিনি সত্য। তাঁহার সহিত এই মুখোসটীর, এই আবরণটীর কোন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ নাই। শ্রীগীতা বলিতেছেন—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিণা।
মৎস্থানি সর্ব্বভুতাণি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥

আমি অব্যক্তরূপে এই নিখিলজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। ভূতগণ আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি (আকাশের ন্যায় নিঃসঙ্গ বলিয়া) সে সকলে অবস্থিত নাই।

ইহারা এইভাবে চলে ফিরে—ইহাই ইহাদের স্বভাব। জলে যেমন তরঙ্গ উঠা স্বভাব, আলোকের প্রকাশশীলতা স্বভাব, বায়ুর স্পন্দনশীলতা স্বভাব, তেমনি চৈতন্য স্বভাব বশতঃই নামরূপের মধ্যে প্রকাশ হন। এই স্বভাবটীর দিকে লক্ষ্য না করিয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য কর। তোমার মনোবৃত্তি শান্ত হইবে—তুমি যে রূপ ও রস—স্পর্শ ও গন্ধ—ইত্যাদি বাহিরে আছে বলিয়া তাহার অন্বেষণে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া বেড়াইতে তাহা আত্ম-চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি বশতঃ—বালকের ক্রীড়া বলিয়া মনে করিবে। আপনার ব্যবহারে আপনার অজ্ঞতা দেখিয়া আপনি হাসিবে—এবং বলিবে—তাইত এটা কি? এইরূপ সম্যক দৃষ্টিতে দৃশ্য দর্শনে সত্যতা বোধ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। তখন এই নামরূপাত্মক জগৎ—এই সংসার আড়ম্বর—এই দিক কালে পরিব্যাপ্ত সুন্দর জগৎ অধিষ্ঠান চৈতন্য ভিন্ন আর কিছু নাই—এই বোধ উদয় হইবে। সর্ব্বত্রই সেই "প্রপঞ্চোপনং শান্তং শিবং অদ্বৈতং" চলন রহিত—দ্বৈত রহিত—চিৎ সমুদ্র। আর 'আমি' 'আমি' বলিয়া যে সত্তা অন্তরের মধ্যে নানা ভাবের উত্থান পতন সৃষ্টি করিতেছে তাহাও সম্যক দৃষ্টিতে চেত্যতা শূন্যচিৎ ভিন্ন আর কিছু

নহে। স্বপ্ন সুষুপ্তি ও জাগরণের সাক্ষীরূপ 'সৎ'ই এই আমির আশ্রয় ও গতি। দেহ মন চিত্ত অহংকার ইত্যাদি 'আমির' ভ্রান্তি বিলাস। স্বপ্নের বিচারে মোহ প্রাপ্ত মনই 'আমি'র জননী। বিষয়ে জাগরণেই এই বিষয় গন্ধী 'আমি'র প্রসার। বিষয়ের উপশমেই ইহার উপশান্তি।

শ্রীআদিত্য নাথ মৈত্র বি, এ।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষর মব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ = অর্জ্জুনঃ + উবাচ ॥ সততযুক্তা যে = সততযুক্তাঃ + যে ॥ ভক্তাস্ত্বাং = ভক্তাঃ + ত্বাং ॥ চাপ্যক্ষরমব্যক্তং = চ + অপি + অক্ষরং + অব্যক্তম্ ॥

অর্জ্জন উবাচ = অর্জ্জুন বলিলেন

এবং = (অব্যয়) মৎকর্ম্ম কৃদিত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ—এই প্রকারে

সতত যুক্তাঃ = সততং যথা স্যাৎতথা যুক্তাঃ—নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎ কর্ম্মাদৌ সাবধানতয়া প্রবৃত্তাঃ

নিরন্তর ভগবৎ কর্ম্ম, ভগবৎ বাক্য ও ভগবৎ ভাবনাতে সাবধানে নিযুক্ত

যে ভক্তাঃ = যে অনন্যশরণাঃ

যে সকল ভক্ত

ত্বাং = অনন্ত গুণসাগরং—যথাদর্শিত বিশ্বরূপং

অনন্ত গুণসাগর বিশ্বরূপ তোমাকে

পর্য্যুপাসতে = সততং চিন্তয়ন্তি সতত চিন্তা করেন।

যে চাপি = এবং যাহারা

অক্ষরং = সর্ব্বোপাধিরহিতং নির্গুণ ব্রহ্মকে

অব্যয়ং = সর্ব্বেন্দ্রিয়া গোচরং নিরাকারং ত্বাং পর্য্যুপাসতে

সর্ব্বেন্দ্রিয় অগোচর নিরাকার তোমাকে উপাসনা করেন

তেষাং কে = উভয়েষাং মধ্যে কে

এই উভয়ের মধ্যে কে

যোগবিত্তমাঃ = অতিশয়েনযোগবিদঃ

তোমাতে যুক্ত হওয়া রূপ ব্যাপারকে ভাল জানেন।

এইরূপে সতত (তোমাতে) যুক্ত যে সকল ভক্ত তোমাকে সর্ব্বদা উপাসনা করেন এবং যাঁহারা সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এই উভয়ের মধ্যে কে যোগের ব্যাপার ভাল জানেন?

অর্জ্জুন—"এবং" এই প্রকারে। কোন্ প্রকারে?

ভগবান্—পূর্ব্বে একাদশের শেষে ইহা বলিয়াছি। সতত যুক্ত হইয়া কি প্রকারে ভক্ত আমার উপাসনা করেন তাহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছি মনে আছে?

অর্জ্জুন—আছে। বলিব?

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—একাদশে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তুমি শেষে বলিতেছ "দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ" দেবতারাও এই রূপকে নিত্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন আমার এইরূপ এত দুল্লভদর্শন। বিশ্বরূপাত্মক আমাকে বেদ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ ইহার কিছুতেই দেখা যায় না। কিরূপে তবে দেখা যায়?

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া বাক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপঃ॥ ৫৪

আমার প্রতি অনন্য ভক্তি যদি জন্মায়—অবিচলিত ভক্তি যদি থাকে তবে এই বিশ্বরূপবিশিষ্ট আমাকে শাস্ত্র সাহায্যে জানিতে, প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে আর স্বরূপ জ্ঞানে আমিই এই—এইরূপে সব আমায় লয় করিয়া শুধু নির্ম্মল আমি হইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারা যায়। ভক্তি দ্বারা জানা দেখা প্রবেশ করা হয় এইত?

ভগবান্—এখন বুঝিতেছ কি সততযুক্ত ভক্ত হওয়া যায় কিরূপে?

অর্জ্জুন—একাদশের শেষ শ্লোকে বলিয়াছ—

মৎ কর্ম্মকৃৎ—মৎপরমো—মদ্ভক্তঃ—সঙ্গবর্জ্জিত ঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

এই শ্লোকে যাহা হইতে বলিতেছ তাহা হইতে পারিলে তোমার সততযুক্ত ভক্ত হওয়া যায়। তুমি আর একবার বল ভক্তকে সর্ব্বদা কোন কর্ম্ম লইয়া থাকিতে হইবে। অর্থাৎ কি করিলে তোমার ভক্ত হওয়া যায়?

ভগবান্—আমার ভক্ত ও আমার সততযুক্ত ভক্ত উভয়েই আমার উপাসনা করেন সত্য কিন্তু সততযুক্ত আমার ভক্তের আমার কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম

থাকে না। সততযুক্ত ভক্ত সুন্দর ফুল দেখিলে সুন্দর দিয়াই সুন্দরের পূজা করেন, সুন্দর সুমিষ্ট ফল দেখিলে তাহা দিয়াই আমার ভোগ দেন, আমার মন্দির মার্জ্জনা করেন, আমায় সাজাইতে মালা গাঁথেন, আমার কর্ম্ম ভিন্ন তিনি নিজের জন্য বা পুত্র কন্যা প্রভৃতির জন্য কিছুই করেন না—অর্থাৎ তিনি সংসার সমাজ,সব ছাড়িয়া আমার কর্ম্ম লইয়াই থাকেন। তিনি কথা কন আমারই সঙ্গে, ভাবনা করেন আমাকেই। ইহারাই মৎ কর্ম্মকৃৎ। যাঁহারা এতদূর পারেন না তাঁহারাও আমার ভক্ত হইতে পারেন। ভক্তের সংসার পুত্রকন্যাও থাকে। সংসারের সেবাতেও ভক্ত আমার জন্যই করিয়াছেন ভাবনা করিয়া করেন। আমার তৃপ্তির জন্য সকল কর্ম্ম করিলেও এমন কর্ম্মও তাঁহাকে করিতে হয় যাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকারে সেই সময়ে আমাতে মন রাখিতে পারেন না। কিন্তু সততযুক্ত আমার ভক্তকে এমন কর্ম্ম করিতে হয় না যাহাতে তাঁহার মন ক্ষণকালের জন্যও আমাকে ছাড়িয়া থাকে। বুঝিলে আমার সততযুক্ত ভক্তের প্রধান কার্য্য হইতেছে মৎকর্ম্মকৃৎ হওয়া। পূর্ব্বেও বলিয়াছি—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম॥ ৯।২৭

লৌকিক কর্ম্ম যাহা কর, যাহা খাও এবং বৈদিক কর্ম্ম যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা সমস্ত লৌকিক ও সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম আমাতেই অর্পণ কর। তত্ত্বকথা বুঝিলে ইহা আপনা হইতেই হইয়া যায়। যদি সত্য কথা বুঝিয়া থাক তবে দেখিবে কর্ম্ম যাহা হয় তাহা প্রকৃতিই করেন—প্রকৃতি আমারই—তবে প্রকৃতির কর্ম্মে তুমি করিতেছ এই অভিমান করাই সমস্ত দুঃখের কারণ। ভক্ত সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন ভগবান ও তাঁহার প্রকৃতি খেলা করিতেছেন এখানে আমার অভিমানের কি আছে? ভক্ত শুধু কর্ম্ম কেন দেহ মন প্রাণ সমস্তই ভগবানের জানেন, কাজেই সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পিত হয়।

অর্জ্জুন—কেহ কেহত স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞাদি করেন।

ভগবান—সতত ভক্তের প্রাপ্তির বিষয় স্বর্গাদি নহে, আমিই ভক্তের প্রাপ্তির বস্তু। এই জন্য বলিতেছি—সতত যুক্ত ভক্তকে মৎপরম হইতে হইবে।

অর্জ্জুন—সততযুক্ত ভক্ত আর কি করেন?

ভগবান—তিনি মদ্ভক্ত—আমারই ভজন করেন—আমি ভিন্ন অন্য কোন কিছুকেই ভজন করেন না। কামিনীকাঞ্চন তাঁহার ভজনের বস্তু নহে।

আরও তিনি সঙ্গবর্জ্জিতঃ অর্থাৎ ধন, মিত্র, পুত্র, কলত্র, বন্ধুবর্গ—ইহাদের কাহাতেও তাঁহার আশক্তি নাই—আমি ভিন্ন তাঁহার স্পৃহার আর কোন কিছুই নাই।

অর্জ্জুন—যদি কেহ তাঁহার শত্রুতা করে?

ভগবান—শত্রু তাঁহার উপর বৈরিতা করিলেও তিনি সর্ব্বত্র আমাকে দেখেন বলিয়া কাহাকেও শত্রু বলিয়া দেখিতে পান না। আমার সতত যুক্ত ভক্ত যাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য কি তাহাই বলিলাম। এইরূপ ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুন—সততযুক্ত ভক্ত হইয়া কিরূপে তোমার উপাসনা করিতে হয় বুঝিলাম। এখানে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। "ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে" এই "ত্বাং" কথাতে তুমি তোমার কোনরূপকে উপাসনা করিতে বলিতেছ? তুমি কি এই গীতার কোন স্থানে তোমার নরাকার মূর্ত্তির উপাসনার কথা বলিয়াছ?

ভগবান্—অর্জ্জুন এই মাত্র আমি তোমাকে যে বিশ্বরূপ দেখাইলাম তাহা কোথায় দেখাইলাম তাই বল? আমার এই নরাকার মূর্ত্তিই যে বিশ্বরূপ তাহাই দেখাইলাম। ইহা দেখিয়া তোমার মত বীরপুরুষও ত সহ্য করিতে পারিল না। তুমি বলিলে,—

দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ১১।২০

তুমি আমার মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলে—হে মহাত্মন্ একমাত্র তুমিই স্বর্গলোক ও পৃথিবীলোকের এই অন্তর এই অন্তরীক্ষ এবং দিক সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ—তোমার এই অপূর্ব্ব ভয়াবহ রূপ দর্শনে লোকত্রয়কে ক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল দেখিতেছি।

নভঃস্পর্শং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ১১।২৪

ঠাকুর! আমি যে কেবল ভীত হইয়াছি তাহাই নহে, কিন্তু হে বিষ্ণো! হে বিশ্বব্যাপিন্ আকাশস্পর্শী তেজোময়, নানাবর্ণ বিশিষ্ট, অতি বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট

এবং অত্যুজ্জ্বল বিশাল নেত্রবিশিষ্ট তোমায় দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা অতি মাত্র ব্যথিত হইতেছে, আমি ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। তুমি বড় ভয় পাইলে আর আমাকে সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিতে বলিলে—আমি তাহাই করিলাম। তখন তুমি বলিলে—

দৃষ্ট্বেদং মানুষংরূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ১১।৫১

হে জনার্দ্দন্! তোমার এই প্রশান্ত মানুষমূর্ত্তি দেখিয়া আমি এখন সুস্থ-চিত্ত হইলাম এবং আমার ভয় ব্যথা দূর হইল আমি প্রকৃতিস্থতা লাভ করিলাম। তবেই দেখ বিশ্বরূপধারী আমিই। আমার এই নরাকার মূর্ত্তিকে বিশ্বরূপে চিন্তা করাই উপাসনা। শ্রেষ্ঠ উপাসনা যে গায়ত্রী সেখানেও মূর্ত্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপ চিন্তা করিতে হয়। এই অবলম্বন না থাকিলে ভক্তের উপাসনা শূন্যে শূন্যে হয় না। এখন বুঝিলে ত ভক্ত—সততযুক্ত ভক্ত আমাকে কি ভাবে উপাসনা করেন?

অর্জ্জুন—আহা! উপাসনার সুন্দর রূপ আমি দেখিতেছি। ভক্ত তোমার এই শিরসি পদ নখাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্যসার আর সর্ব্বাঙ্গে সুমনোহর মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়া প্রথমেই মানসে পূজা করেন—সেবা করেন আবার এই মূর্ত্তিকে বাহিরে আনিয়া "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" দিয়া বাহিরেও তোমার পূজা করেন —এই উভয় পূজাতেই তিনি ভাবনা করেন এই শ্যামসুন্দর তুমি, তুমিই বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছ—তুমিই বিশ্ব, আর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গ তোমারই লীলা, আবার এই বিরাট বিশ্বরূপধারী তুমিই ভক্তের হৃদয়ের পূজা লইবার জন্যই সকল মানুষের অন্তর্যামী—ভক্ত হৃদয়ের অতি সুন্দর হৃদয়বিহারী তুমিই। আমি কি ধরিতে পারিয়াছি? ভগবান—অতি সুন্দর ভাবে ধারণা করিয়াছ।

অর্জ্জুন—সাকার উপাসনার কথা বুঝিলাম কিন্তু যাঁহারা নিরাকারের উপাসনা করেন তাঁহারা কি করেন? প্রথমে ইহাই বল ইহার পরে আমার শেষ প্রশ্ন উঠিবে। ভগবান—সাকার উপাসক যাঁহারা তাঁহারা আমার ভক্ত। ইঁহারা হৃদয়বিহারীকে বিশ্বরূপে ভাবনা করেন, আবার আমার বিশ্বমূর্ত্তিই যে সর্ব্বহৃদয়স্থ ইষ্টদেবতা ইহা জানিয়া, ভাবনা করিয়া আমাকেই নিজের হৃদয়ে এবং সকল নরনারীর, সকল বস্তুর হৃদয়ে স্মরণ করিয়া করিয়া ভজনা করেন।

যাঁহারা নিরাকার অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্ম উপাসনা করেন তাঁহাদের কথা এখন

শ্রবণ কর। আমি যেমন সগুণ সেইরূপ আমিই আবার নির্গুণ। নির্গুণ বলিলে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে দেখ। জগতে যত প্রকার কার্য্য দেখিতেছ তাহা সত্ত্বরজস্তম গুণেরই কার্য্য। সত্ত্বরজস্তম গুণ যাঁহার তিনিই আমার প্রকৃতি। আমিই পুরুষ—আমি কিন্তু আমার প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। আমি যখন প্রকৃতিকে স্বীকার করি, করিয়া প্রকৃতির গুণে আপনাকে গুণময় করি তখন আমি সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ আমিই ঈশ্বর এবং জীব। ঈশ্বর ভাবে ব্রহ্মচৈতন্যই মায়াধীশ—আর জীবভাবে ব্রহ্মচৈতন্যই মায়াধীন। কিরূপে ইহা হয় তাহাই দেখ। প্রকৃতি আমার শক্তি—আমার মায়া। আমি সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান চৈতন্য। আমার শক্তির ধারাও দুই প্রকার। আনন্দ শক্তি সর্ব্বদা আমার দিকেই মুখ ফিরাইয়া আমার সহিত মিশিয়া থাকিতে ভাল বাসেন। কিন্তু আমার স্পন্দশক্তি বাহিরে আসিয়া নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন। এই শক্তি কিন্তু সর্ব্বব্যাপি চৈতন্য লইয়াই স্পন্দিত হয়েন। শিবের বক্ষ ভিন্ন কালীর আর নৃত্য করিবার স্থান নাই। প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বহু খণ্ডে আপনাকে বিভক্ত করিতেছেন। প্রকৃতি বহু বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়েন বলিয়া চৈতন্যও যেন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়েন। ইহাই অসংখ্য জীব। এই জীব প্রকৃতির বশ কিন্তু আমি অখণ্ড অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্ম, আবার সমষ্টি প্রকৃতির সম্বন্ধে আমি ঈশ্বর।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥

ব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সৃষ্টবস্তু যাহা দেখা যায় যাহা শুনা যায় তাহাই প্রকৃতি তাহাই মায়া। জগৎ বৃক্ষের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ এই প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই সত্ত্বরজস্তমঃ গুণে শুভ্র লোহিত কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রজা সর্ব্বদা সৃষ্টি করিতেছেন। কাম ক্রোধাদি ইহারই পুত্র—হিংসা-তৃষ্ণাদি ইহারই কন্যকা। এই প্রকৃতিই আপন গুণে আপনার আধার এই দেবতাকে এই বিভুকে দিবানিশি মোহিত করিতেছেন।

প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব গুণরাশি প্রকৃতি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া এই চৈতন্যকে স্ববশে আনিয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন। পুরুষ নির্গুণ অবস্থায় কিছুই করেন না, কার্য্য করেন প্রকৃতি আর আপনার কর্ম্ম পুরুষে আরোপ করিয়া বলেন পুরুষ করিতেছে।

কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে।
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা॥

অতি শুদ্ধ অতি নির্ম্মল আত্মা এই প্রকৃতিতে যুক্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত বাহিরে দৃষ্টিপাত যখন করেন তখন ইনি মায়াগুণে বিমোহিত হইয়া আপনার সদানন্দ স্বরূপ যেন বিস্মৃত হয়েন। জীবরূপে মোহিত হইলেও যখন ইনি বোধ-রূপি সদ্‌গুরু দ্বারা বোধিত হয়েন তখন বহির্ম্মুখতা ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। যিনি দেহী সাজিয়াছিলেন তিনি প্রকৃতির গুণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া জীবন্মুক্ত হয়েন।

ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
প্রকৃতেরন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি॥

তুমিও ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া এইরূপে আত্মা যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহা সর্ব্বদা বিচার কর—বিচার করিয়া যখন নিশ্চয় করিবে তুমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তখন তুমি জীবভাব হইতে মুক্ত হইবে। নিয়তেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত না হইলে বিচারের গল্প করিতে পারিবে কিন্তু যথার্থ বিচার আসিবে না।

প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যিনি তিনিই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। এই নির্গুণের উপাসক যাঁহারা তাঁহারাই নিরাকার উপাসনা করেন।

রাগদ্বেষ না যাওয়া পর্য্যন্ত—ইহা ভাল ইহা মন্দ এই বোধ দূর হইয়া সর্ব্বত্র একে দৃষ্টি না পড়া পর্য্যন্ত নির্গুণের উপাসনা হইতেই পারে না।

যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মকে গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে জানিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অপরোক্ষানুভূতির জন্য নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতি লাভ জন্য উপাসনা করেন তাঁহারাই নির্গুণ উপাসক।

নির্গুণ উপাসক বা জ্ঞানী জানেন—
দ্বেরূপে বাসুদেবস্য ব্যক্তং চাব্যক্ত মেব চ।
অব্যক্ত ব্রহ্মণোরূপং ব্যক্ত মেতচ্চরাচরম্॥

বিশ্বাধার যিনি তাঁহার দুই মূর্ত্তি। একটি অব্যক্ত মূর্ত্তি অন্যটি ব্যক্ত মূর্ত্তি। শ্রুতিও বলেন "সগুণ নির্গুণ স্বরূপং ব্রহ্ম"। এই গীতাতে আমিও বলিতেছি "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" ॥৯॥৪

যে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরমপুরুষ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন তিনিই অধিষ্ঠান চৈতন্য। ইনিই পরমপুরুষ। ইহারই এক অতি ক্ষুদ্র অংশে এই অনন্ত

কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অন্য ত্রিপাদ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। এই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত বহু স্থানে এই অব্যক্ত অক্ষর পরব্রহ্মের বিশেষণ সমূহের কথা বলিয়াছি।

পরব্রহ্মের সমস্ত যোগৈশ্বর্য্য, সমস্ত জ্ঞান শক্তি জানিয়া ইহার অনুসন্ধান করাই সগুণ উপাসনা। কিন্তু যিনি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক তিনি আপনার মনকে যখন ইচ্ছা আত্মার দিকে ফিরাইয়া—মনকে আত্মাতে ডুবাইয়া—মনকে লয় করিয়া—সমস্ত সঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন এবং ব্যুত্থিত অবস্থার ভিতরে নিঃসঙ্গ থাকিয়াও বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া কর্ম্ম করিতেও পারেন।

কিন্তু দেহাত্ম বোধ থাকিতে থাকিতে আত্মাভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না। এই জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অত্যন্ত কঠিন। মন্দ মধ্যম অধিকারীর জন্য সগুণ উপাসনা আর উত্তম অধিকারীর জন্য নির্গুণ উপাসনা।

নির্গুণ উপাসনার নিকৃষ্ট স্তরে শুধু বিশ্বাসী হইয়া প্রার্থনা করা হয়। ইহাতে স্বরূপের অনুভূতির কোন কিছুই নাই। ধ্যানের আবশ্যকতা—জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। শুধু বিশ্বাস লইয়া ভালভাবে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য প্রার্থনা মাত্র আছে। কিন্তু যে নিরাকার উপাসনাতে জরামরণসঙ্কুল সংসার অতিক্রম করা যায় তাহার উপাসনা সহজ নহে। নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে দেহশুদ্ধি জন্য শুভ জলে স্নান করিয়া নিত্য কর্ম্ম করা চাই। পরে একান্তে সুখাসনে উপবেশন করিয়া

বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়।
প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ॥

নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া একান্তে উপবেশন করিবে; করিয়া প্রবল বৈরাগ্য জাগাইয়া বাহিরের সকল বিষয়ের আসক্তি দূর করিবে; পরে ধীরে ধীরে চক্ষু কর্ণ মন ইত্যাদি দ্বারা আত্মাকেই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে আত্মার একটি প্রবাহ হৃদয়ে বহাইবে। পরে বিচার করিবে সমস্ত প্রকৃতি ও তৎকার্য্য হইতে আত্মা ভিন্ন। জ্ঞানীর উপাসনা ইহাই।

অর্জ্জুন—নির্গুণ উপাসকের কার্য্য অত্যন্ত কঠিন। সগুণ উপাসক তোমার উপর নির্ভর করেন—যাহা তিনি করিতে পারেন না তাহা তুমি তাঁহার হইয়া

করিয়া দাও—শেষে ইহাও আশ্বাস দাও "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ" মৃত্যু সংসার সাগর হইতে আমিই আমার ভক্তকে উদ্ধার করি—কিন্তু নিগুর্ণ উপাসক ইহারও উপরে। সগুণ উপাসক ক্রমে মুক্তি লাভ করেন আর নিগুর্ণ উপাসক সদ্যোমুক্তি লাভ করেন—শ্রুতিও বলেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ইহৈব সমবলীয়ন্তে"—নিগুর্ণ উপাসক যখন সিদ্ধি লাভ করেন তখন তাঁহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—এইখানেই তিনি ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করেন। এখন আমার শেষ প্রশ্ন হইতেছে এই দুয়ের মধ্যে যোগবিত্তম কে?

ভগবান—"যোগবিত্তম" কথার অর্থত বুঝিয়াছ?

অর্জ্জুন—এই উভয়ের মধ্যে যুক্ত হওয়ার ব্যাপার যে যোগ তাহা উত্তমরূপে জানেন কে?

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥

ময্যাবেশ্য মনো যে = ময়ি + আবেশ্য + মনঃ + যে॥ নিত্যযুক্তা উপাসতে = নিত্যযুক্তাঃ + উপাসতে॥ পরয়োপেতাস্তে = পরয়া + উপেতাঃ + তে॥ যুক্ততমামতাঃ = যুক্ততমাঃ + মতাঃ॥

ময়ি = পরমেশ্বরে বিশ্বরূপে সগুণে ব্রহ্মণি
আমাতে

মনঃআবেশ্য = একাগ্রং কৃত্বা
মন একাগ্র করিয়া

যে মাং = সমস্ত কল্যাণগুণনিলয়ং সর্ব্বশক্তিং সর্ব্বজ্ঞং সাকারং
যাহারা আমাকে

নিত্যযুক্তাঃ = সততযুক্তাঃ [সন্তঃ]
সততযুক্ত ভাবে

পরয়া = শ্রেষ্ঠয়া
পরম

শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ = শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ
শ্রদ্ধা সহকারে

উপাসতে = সদা চিন্তয়ন্তি, আরাধয়ন্তি
উপাসনা করে

তে = ভক্তাঃ
তাঁহারা

যুক্ততমাঃ = যোগবিত্তমাঃ. বিষয়ান্তরশ্চিত্ততয়া অহোরাত্রাণ্য তিবাহন্তি।
যুক্ততম, যোগবিত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যুক্ত

মে = মম
আমার

মতাঃ = অভিপ্রেতাঃ
আমার মতে।

শ্রীভগবান বলিলেন আমাতে মন একাগ্র করিয়া যাঁহারা আমাকে সতত যুক্ত-ভাবে শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা করেন তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমযুক্ত ইহাই আমার অভিমত।

অর্জ্জুন—ভক্তকেই তুমি যুক্ততম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমযুক্ত বলিতেছ ?

ভগবান—যে ভক্তকে সংসারের কর্ত্তব্যও করিতে হয়—এমন অনেক কর্ম্ম আছে যাহাতে সর্ব্বদা আমাতেই মন রাখা যায় না সেই সমস্ত সাধারণ ভক্তকে যুক্ততম বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা আমাতে মন একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা আমাতে মনকে রাখিয়া সর্ব্বদা আমারই উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই করেন না—ইহাদিগকে যুক্ততম বলিতেছি।

বিভীষণ-মিলন।

রাবণের বাক্যবাণে বিকল হৃদয়
বিভীষণ লভিবারে রাম-পদাশ্রয়
করে যাত্রা ল'য়ে চারি মন্ত্রী বিচক্ষণ
বৈরাগ্য পূরিত হৃদে সেবক সুজন ॥
শত সাধ জাগে হৃদে সেবার কারণ
বিকল মানসে করে রামের ধিয়ান ॥
যেই পদ লভিবারে কমলা কাতর
বিধি বিষ্ণু-মহাদেব ধ্যায় নিরন্তর।
সেই পদ তরে যোগী কানন কান্তারে
যোগ ধ্যানে বঞ্চে কাল সদাই অন্তরে ॥
নারদাদি ভক্তবৃন্দ যাঁর গুণ গায়
সনকাদি মুনিগণ যাঁহারে চিন্তয় ॥
কত ভাগ্যোদয় মোর ভাবিয়া অন্তরে।
উল্লাসেতে বিভীষণ উঠে ব্যোমপুরে ॥
ভক্ত হৃদয়েতে যবে তরঙ্গ উদয়।
উথলে অমৃত সিন্ধু প্রেমিক হৃদয় ॥

বিন্দু যদি সিন্ধু তরে শির বাঁধে মতি
সিন্ধুর হৃদয়ে উঠে অপূর্ব্ব পিরীতি
বীণার নিক্কণে পশে মধুর ঝঙ্কারে।
প্রেমের হিল্লোলে পূর্ণ প্রেমিক অন্তরে॥
কমলিনী হৃদে ধরি মধুর সম্ভারে।
সদাই আকুল থাকে মধুপের তরে॥
মধুলুব্ধ অলি যবে কমলেতে বশে।
কমলের কিবা সুখ উপজে আবেশে॥
চকোরিণী পান করে চন্দ্রিমা মাধুরী।
পানে তৃপ্তি ঢালে হৃদে সুধার লহরী॥
সুধাকর সুধাসার প্রদানিয়া তারে।
তৃপ্তির বিরাম লভে আপন অন্তরে॥
তেমতি শ্রীরাম হৃদে আসি এ সময়ে।
সঙ্গীতের সুধাধার—পশিল হৃদয়ে॥
পরম বৈষ্ণব কোন ভকত সুজন।
আসিছেন ব্যগ্র হ'য়ে আমার কারণ॥
বামেতর স্পন্দনেতে বুঝিলেন চিতে।
পরম মঙ্গল বার্ত্তা আগত নিকটে॥
ব্যোমপথে হইলেন উড্ডীন পঞ্চজন
শ্রীরাম দরশ পথে আলোকের সম।
ভক্তের মুখছবি সুখ তারা সম
ভাতিল নয়ন পথে নয়ন মোহন॥
প্রেম-সুধা হৃদে যার ভক্তিভরা প্রাণ।
প্রেমিকের হৃদে ঢালে অমিয়া সুতান॥
উচ্চৈস্বরে "জয়রাম" গান উথলিল।
ভক্তকণ্ঠ-সুধাধার (রাম) হৃদে প্রবেশিল
তুমি মম প্রাণ-স্বামী তুমি দয়াধার।
কমললোচন রাম (কর) অধমে উদ্ধার॥
—বড়ই বিপন্ন আজি পতিতপাবন।
রক্ষ মোরে এবে ওহে জানকী জীবন॥

বিভীষণ কথা শুনি সুগ্রীব সুমতি।
অতি কোপান্বিত হ'ন রাক্ষসের প্রতি॥
রাক্ষস মায়াবী অতি প্রত্যয় না হয়।
ইহারে আশ্রয় দিলে সব পণ্ড হয়॥
সংহারিবে কৌশলেতে বানর বাহিনী।
ইহারে দেখিয়ে মোরা এই ভয় গণি॥
বিচারিয়া ভাল মন্দ আজ্ঞা দেহ মোরে।
যথা আজ্ঞা তাহা মোরা পালিব সত্বরে॥
সুগ্রীব বচন শুনি বলেন শ্রীরাম।
অযথা ভয়েতে ভীত হ'তেছ এমন॥
ইচ্ছা যদি করি তবে নিমেষ মধ্যেতে।
সংহারিয়া পুনঃ সৃষ্টি করি বিধি মতে॥
বৃথাভয়ে কাজ কিবা আনহ রাক্ষসে।
আমার সকাশে এলে বুঝিব বিশেষে॥
শরণাগতের রক্ষা শাস্ত্রের প্রমাণ।
—কপোতের তরে (শিবি) রাজা করে দেহ দান॥
আর এক আছে গুপ্ত ইহার কারণ।
তাহাও শুনহ সবে হ'য়ে একমন॥
চারি যুগে প্রথিত আছে চরাচরে।
মহাব্রত পালি আমি সর্ব্বজীব তরে॥
কাতর হৃদয়ে কেহ মাগিলে আশ্রয়।
আকুলিত মনে মোরে প্রার্থনা জানায়॥
কেবা আছ দয়াময় কৃপার আধার।
দুষ্ট দুরাচারী আমি পাষণ্ড দুর্ব্বার॥
কাঙ্গাল হইয়া আমি তব পদ ছায়।
তুমি বিনা গতি নাই রাখ গো আমায়॥
শুনহ সকলে মোর অপরূপ বিধি।
নাহি গণি দোষগুণ পূর্ব্বাপর আদি॥
অবিচারে লই তারে অঙ্ক'পরে মোর।
মুছি সুশীতল হস্তে নয়নের লোর॥

সর্ব্বভয় হতে তারে পরিত্রাণ করি।
আমার আপন ব'লে তাহারে আচরি॥
এই ব্রত ল'য়ে করি ত্রিলোক শাসন।
দুষ্কৃতের নাশ আর সাধুর রক্ষণ॥
শুনিয়া শ্রীরাম বাণী সুগ্রীব সুজন।
রাক্ষসে আনেন যথা কমললোচন॥
বিভীষণ প্রণমিয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীরামে।
গদ্‌গদ কণ্ঠে ভাষে বহু স্তুতি গানে॥
ভক্তিভরা চিতে ভাসে যে প্রেমকমল।
তাহা দিয়া পূজিলেন চরণ যুগল॥
রাবণ অনুজ আমি বিভীষণ নাম।
ভ্রাতৃ হস্তে বিতাড়িত, দাওগো শরণ॥
জানকীরে তব পাশে প্রত্যর্পণ তরে।
কতই যুকতি নাথ! নিবেদি তাহারে॥
দগ্ধ অন্তর, পাপে পূর্ণ কলেবর।
না শুনিল মোর হিত বাক্য সুবিস্তর॥
ধাইয়া আইল যবে আমারে বধিতে।
আইনু তোমার পদে শরণ লভিতে॥
ভবের কাণ্ডারী তুমি অনাথের গতি।
রাখ মোরে রাঙ্গা পায় দীন হীন অতি॥
লঙ্কার রাজত্ব সুখ বিসর্জ্জিয়া মনে।
আসিয়াছি ত্বরা করি তোমার শরণে॥

শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র, বি-এ

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

শ্রীরামায়ণে বেদ-ব্যাখ্যা।

দেবীসূক্ত মন্ত্র এবং শ্রীসীতা।

(১)

মাতা সীতা যে ঋগ্‌বেদীয় দেবীসূক্ত বর্ণিত বাগ্‌দেবতা ইহা পূর্ব্বসন্দর্ভে বুঝা হইয়াছে; ঐ প্রসঙ্গে ইহাও বুঝা হইয়াছে যে ইনিই ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী, রাজর্ষি জনক তাদৃশী মাতার কুমারী মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। তত্ত্বদর্শী ঋষি বিশ্বামিত্র এ রহস্য অবগত ছিলেন, সেইজন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমূল ব্রহ্মশক্তি সীতার সঙ্গে পরব্রহ্ম রামকে মিলাইবার আশায় জনকযজ্ঞে রামকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি যাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, মহর্ষি বেদব্যাস তাহা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"রামো ন মানুষো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃপুরা॥
যোগমায়েতি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
বিশ্বামিত্রোঽপি রামায় তাং যোজয়িতুমাগতঃ॥
অধ্যাত্মরামায়ণ—আদিকাণ্ড—৪র্থ অধ্যায়—বশিষ্ঠবাক্য দ্রষ্টব্য।

আহা! সনাতন পরমাত্মা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূভার হরণের জন্য "মায়ামানুষবিগ্রহ" রাম সাজিয়াছেন! প্রভুর সেই কার্য্যের সহায়ের জন্য সনাতনী দেবী যোগমায়াও আজ জনকনন্দিনী সীতারূপে অবতীর্ণা। শক্তি ভিন্ন শক্তিমান্ কার্য্য করিতেই পারেন না। মাতা নিজেই বলিয়াছেন—

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তু বা উ।"
ঋগ্‌বেদীয় দেবীসূক্ত মন্ত্র ৬।

"আমিই বেদ ব্রাহ্মণ দ্বেষিগণের ছলনের জন্য রুদ্রের হস্তে শরাসনকে জ্যাযুক্ত করিয়াছি"। তাই ত সর্ব্বশক্তিময়ী মাতার বিবাহের পণ "হরধনুর্ভঙ্গ"। তাই আমরা দেখিতেছি যে শিবধনুতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক প্রভুরাম যখন "রুদ্র"

সাজিলেন, তখনই সর্ব্বশক্তিময়ী মহাশক্তি মাতা আমার মৃদুহাস্যপূর্ব্বক রাম কণ্ঠে স্বর্ণমাল্য অর্পণ করতঃ আনন্দসন্দোহে নিমগ্না হইলেন, শিবশক্তির যুগলমিলন হইল; এস সাধক! আমরা ঋষির সঙ্গে মিলিত হইয়া এই যুগলমিলন দর্শন করিয়া ধন্য হই।

"দ্বিধা ভগ্নং ধনুর্দৃষ্ট্বা..................—
সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
স্মিতবক্ত্রা স্বর্ণবর্ণা সর্ব্বাভরণ ভূষিতা।
"রামস্যোপরি নিক্ষিপ্যাস্ময়মণো মুদং যযৌ॥"

অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৯—৩১।

শিবশক্তির মিলন হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাধ পূর্ণ হইল, তিনি তাঁহার চির-প্রার্থিত এই যুগল ধনকে হৃদয়ে গাঁথিবার জন্যই নিজের যজ্ঞ রক্ষার ছলে মহারাজ দশরথের নিকটে প্রভু রামকে চাহিয়াছিলেন। ঋষির সে অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার কার্য্য শেষ হইল, তাই তিনি ঐ যুগলমূর্ত্তিকে হৃদয়ে গাঁথিয়া লইয়া, নীরবে নির্জ্জনে সমাধি দ্বারা সতত দর্শন করিবার জন্য "জগাম উত্তর পর্ব্বতন্" হিমালয়ে প্রস্থিত হইলেন।

পিতার "রুদ্র"বেশ না দেখিয়া মাতা তাঁহার সঙ্গে মিলিলেন না, কারণ তাঁহাকে

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্ম দ্বিষে শরবে হন্তবা উ"

এই কথা জগৎবাসিগণকে বুঝাইতে হইবে। তাই মাতা সীতা অযোধ্যার রাজ-সংসারে বধূ জীবনযাপন না করিয়া প্রভুর সঙ্গে বনবাসে গিয়াছিলেন। রুদ্রাণী সঙ্গে না থাকিলে ব্রহ্মদ্বেষিগণের শাসন হইবে কেন? কালী সহচরী না হইলে মহাকালের রুদ্রতাণ্ডবের মুণ্ডমালা কে গাঁথিয়া দিবে? তাই ঋষি বলিতেছেন—

"কালো রাঘবরূপেণ জাতো দশরথালয়ে।
কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী॥"

এই কালীর ইঙ্গিতেই "শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদ. খরদূষণাদি সেনাপতি সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার, "দেবদানবগন্ধর্ব্বকণ্টক" প্রচণ্ড দশাননের "দশ যোজন বিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্ যোজন মায়তা" স্বর্ণলঙ্কাপুরী বিরাট ভস্মস্তূপে এবং মহা

শ্মশানে পরিণত হইল, রাক্ষসরাজ রাবণ সমগ্র রাক্ষসকুলের মুণ্ডের সহিত স্বীয় দশমুণ্ডও এই মুণ্ডমালিনীর পদতলে আহুতি দান করিলেন। জগজ্জীব বুঝিল—যে

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তু বা উ"

এই মাতৃবাণী সর্ব্বথা সফল হইল। এইস্থানে আরও একটি কথা প্রণিধান করা আবশ্যক—দেবীসূক্ত মন্ত্রের আদ্যা দেবী দেবতা ইহাও অনেক গ্রন্থে দেখা যায়, মায়ের দশমহাবিদ্যামূর্ত্তির প্রথমাই আদ্যা, ইনিই কালী, ইনিই "জাতা জনক-নন্দিনী"। বঙ্গকবি ভালই গাহিয়াছেন,—

"ওমা বিদেহনন্দিনি! আমি সকলি জানি।
রক্তবীজবধে তুমি আরক্তবরণী"
(আবার) রামায়ণ রক্ষা হেতু রঘুনাথের রাণী॥

মায়ের এই রক্তমাখা মূর্ত্তির প্রথম বিকাশ আরণ্যকাণ্ডে, পরিসমাপ্তি লঙ্কাকাণ্ডে, তাহা যথাস্থানে বক্তব্য। *

(২)

পূর্ব্ব কথিত আলোচনা দ্বারা মাতা সীতায় ঋগ্‌বেদীয় দেবীসূক্ত মন্ত্রার্থ কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মায়ের মানবী-লীলায় অধম জীবের প্রতি সাধনার কিছু ইঙ্গিত আছে কি না তাহাই যথামতি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কন্যা কুমারী সীতা।

হরধনুর্ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এখন সীতারামের বিবাহ হইবে, সভায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শতানন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ এবং অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ যথোপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট, রাম বরবেশে সজ্জিত, সীতা বধূবেশে অলঙ্কৃতা, পিতা জনক কন্যা

---

* বেদভাষ্যকার আরণ্যপর্ব্ব বলেন যে "দেবীসূক্ত মন্ত্রের দেবতা পরমাত্মা"। প্রচলিত গ্রন্থে "আদ্যা দেবীকে দেবতা" বলা হইয়াছে। এই উভয় উক্তির ফলতঃ কোনই বিরোধ নাই, কারণ পরমাত্মা এবং আদ্যাদেবী তত্ত্বতঃ একই বস্তু। ভাষ্যকারের মতের সঙ্গে প্রচলিত মতের ঋষি বিষয়ে মতভেদ আছে। ভাষ্যকারের মতে দেবীসূক্ত মন্ত্র দ্রষ্ট্রী (ঋষি) অম্ভৃণ ঋষিকন্যা বাক্, প্রচলিত মতে "ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়ঃ," সুধীগণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য চিন্তা করিবেন। পরন্তু

এস্থানে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও প্রতিপাদ্য দেবতা বিষয়েও প্রণিধান করা আবশ্যক॥ বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্কের মতে" মন্ত্র তিন প্রকার—পরোক্ষমন্ত্র, প্রত্যক্ষমন্ত্র এবং আধ্যাত্মিকমন্ত্র, যেখানে আখ্যাতপদে নামপুরুষ তাহা পরোক্ষমন্ত্র, যেখানে যুষ্মৎ পুরুষ সেখানে প্রত্যক্ষমন্ত্র,যেখানে আখ্যাতপদে অস্মৎপুরুষ সেখানে আধ্যাত্মিকমন্ত্র," সুতরাংসেখানে দেবীসূক্ত মন্ত্র আধ্যাত্মিক ইহাই যাস্কের সিদ্ধান্ত। দেবীসূক্ত মন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া মাতা সীতাকে বুঝিতে উক্ত সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এইভাবে মাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে আরও রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। সীতাকে রামকরে মন্ত্রদান করিতেছেন, এবং রামকে বলিতেছেন যে,—

"ইয়ং মে দুহিতা সীতা সহধর্ম্মচরী তব
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রংতে পাণিং গৃহ্নীষ পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানু গতা সদা।"

বাল্মীকি রামায়ণ আদিকাণ্ড—৭৩ সর্গ—২৬।২৭।

"রাম! তোমার কল্যাণ হউক, আমার এই তনয়া সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হউক, তুমি ইহার হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ কর। এই মহাভাগ্যবতী সীতা অতিশয় পতিব্রতা হইবেন এবং সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগতা থাকিবেন।"

পিতা কন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া রামকে যাহা বলিলেন সীতা যে সমগ্র জীবন দ্বারা বর্ণে বর্ণে তাহা পালন করিয়াছিলেন, ইহা সীতারামের দেশের লোক্ কে না জানে? কন্যা পতির সহধর্ম্মচরী পতিব্রতা ও ছায়ার ন্যায় অনুগতা হইলে যে, সে মহাভাগা (মহাভাগ্যবতী) হয় ইহাও নিঃসন্দেহ, ঈদৃশী বধূ যে সংসারে থাকেন তাহা যে স্বর্গ অপেক্ষাও সুখের স্থান ইহাও অতি স্বাভাবিক কথা। কিন্তু এই স্বাভাবিক কথা যেন আজ সীতারামের দেশের লোক ভুলিতে চাহিতেছে! জগদম্বা যে জন্য সীতা হইয়াছিলেন তাহা সফল হউক, আবার এ দেশের প্রতি সংসার সীতারামে ভরিয়া উঠুক, ইহাই প্রাণের পরম আকাঙ্ক্ষা।

জনক বাক্যে উপনিষৎ সিদ্ধান্ত এবং মহর্ষিযাস্কের দেবতাতত্ত্ব।

পূর্ব্বোক্ত জনকবাক্য প্রনিধান করা আবশ্যক রাজর্ষির অভিপ্রায় এই যে—"আমি জানি সীতা আমার মেয়ে হইলেও "অযোনিজা"—নিত্যা ব্রহ্মরূপা, তুমিও রাম! পরব্রহ্ম, তোমরা উভয়েই যখন একবস্তু, তখন তোমাদের ধর্ম্ম কখনই কখনই পৃথক হইতে পারে না, সেইজন্যই যাহা আমার সতত প্রত্যক্ষ তাহাই বলিয়াছি—"ইয়ংমে দুহিতা সীতা সহধর্ম্মচরীতব"। আমি যে দেখিতেছি—

সূর্য্যের প্রভার ন্যায় চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায়, অগ্নির শিক্ষার ন্যায়, আমার মেয়েকে তুমি স্বীয় বরণীয় ভর্গো জ্যোতীরূপ আত্মায় মিশাইতেই আসিয়াছ সুতরাং "সীতা সহধর্ম্মচরী তব"—ইহা নূতন কথা নহে, সনাতনী বাণী। রাম তুমিই জগতের পতি তুমিই জগতের ব্রত ইহাও আমার সতত অনুভূত, সুতরাং জগদ্রূপিনী আমার মেয়ে "পতিব্রতা"—ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। রাম! তোমার বিরাট কায়াতেই এই বিচিত্র বিশাল ভুবন ছায়া ভাসিয়াছে, সুতরাং জগচ্ছায়া প্রতিকৃতি সীতা সতী তোমার "ছায়েবানু গতা সদা"—না হইবেন কেন? রাম! যিনি তোমার সমান ধর্ম্মবিশিষ্টা তাদৃশ পতিব্রতা এবং তোমার "ছায়েবানু গতা সদা"—তিনি যে "মহাভাগা"—মহাভাগ্যবতী মহান্ আশয় যুক্তা ইহাও স্বাভাবিক। অথবা যিনি "সহ ধর্ম্মচরী তব" (১) পতিব্রতা (২) "ছায়েবানু গতা সদা" তিনি "মহাভাগা" মহা ঐশ্বর্য্যশালিনী দেবতারূপিনী সেইজন্যই আমি মাতাকে গৃহে স্থাপিত করিয়াছিলাম "স্থাপিতেয়ম যোনিজা" তোমার স্বরূপ আমি জানি, সীতার স্বরূপও প্রকাশ করিলাম। এ কথা আমি এমন ভাষায় বলিলাম—যাহাতে তোমাদের মানব লীলা ও ঐশ্বর লীলা উভয় পক্ষেই বুঝা যায়, যাঁহারা তোমার লীলা আস্বাদনকারী তাঁহারাও বুঝিবেন, আবার যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারও বুঝিবেন—

"ইয়ং মে দুহিতা সীতা সহধর্ম্মচরী তব।
পতিব্রতা মহাভাগা চ্ছায়েবানু গতা সদা।

তত্ত্বান্বেষী অভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে উপরি আলোচিত রাজর্ষি জনক বাক্যের "সহধর্ম্মচরী"—শব্দ দ্বারা

(১) "স.........একাকী ন রমতে দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ......স ইমমেব
আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ......পতিশ্চ—পত্নী চাহ ভবতাম্"
শুভযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।১।৪।৩

এই উপনিষৎ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে কিনা? "পতিব্রতা—শব্দদ্বারা

(২) "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং
ভূতানা মধিপতিঃ".........
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।২।৫।১৫

(৩) "এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে
এতা বগ্নাবধার্য্যবঃ এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ।"
ঐতেরেয় আরণ্যক।৩।২।৩।১২

ইত্যাদি বেদসিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে কি না? "চ্ছায়েবানুগতা"—এই কথায়

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি
মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

শ্বেতাশ্বতের উপনিষৎ।৪।১০

এই উপনিষৎ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য আছে কি না এবং "মহাভাগা" এই শব্দদ্বারা বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক কথিত।

"মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা
বহুধা স্তূয়তে।"

নিরুক্ত দৈবত কাণ্ড

এই দেবতা রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিনা তাহাও সুধীগণ প্রণিধান করিবেন। নিরুক্ত ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য "ভাগ" শব্দের "ঐশ্বর্য্য" ব্যাখ্যা করতঃ দেবতাগণ পরমাত্মরূপে এক, বিভূতিরূপে বহু, এবং তাঁহারা অণিমা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যশালী ইত্যাদি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। * এখানে মূলকথা এই যে—যিনি পরমেশ্বর সহধর্ম্মচরী, পরমেশ্বরেরই মাতৃমূর্ত্তি মাহেশ্বরী মহামায়া, তিনি যে "মহাভাগা" মহা ঐশ্বর্য্যশালিনী ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ; তাই তত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষি জনক মাতা সীতাকে "মহাভাগা" বলিয়াছেন। রাজর্ষি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সীতাকে বলিলেন না যে—"তুমি পতির সহধর্ম্মচরী, পতিব্রতা ছায়ার মত অনুগতা হইবে, তাদৃশী নারীই মহাভাগা, তুমি তেমনি হও।" সীতা যাহা, তাহাই স্বরূপতঃ বলিয়া দিলেন "ইয়ং মে দুহিতা সীতা" ইত্যাদি সুতরাং সীতারাম তত্ত্ব তাঁহারা প্রত্যক্ষ; অতএব রাজর্ষি জনকের এই বাক্য বাহ্যতঃ উপদেশ গর্ভ হইলেও ফলতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর উপন্যাস ইহা প্রণিধান যোগ্য সন্দেহ নাই।

---

* ভজ্যতে ইতিভাগঃ সেব্যতে ইত্যর্থঃ। তৎপুনরৈশ্বর্য্যং মহৎ। "অণিমা লঘিমা চৈব প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্য মেবচ। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা" ইত্যেবমনেন মহতা ঐশ্বর্য্যেণ ভজ্যতে। মহদেতদৈশ্বর্য্যং ভজতে ইতি বা মহাভাগা দেবতা তদ্ভাবো মহাভাগ্যম্, তস্মাৎ মহাভাগ্যাৎ হেতোঃ একোহপি সন্ দেবতাত্মা বহুধা স্তূয়তে।

নিরুক্ত ভাষ্য দৈবতকাণ্ড।

মহাভাগা সীতার মূর্ত্তিত্রয়।

"ব্রহ্ম দেবতা বৃক্ষস্য মূলম্" (নিরুক্তভাষ্য, দৈবতকাণ্ড, দেবতাতত্ত্ব নিরূপণ প্রকরণ দ্রষ্টব্য) ইহাই সনাতন বেদ সিদ্ধান্ত, সুতরাং দেবতারা যে "মহাভাগা" সর্ব্ববিধ ঐশ্বরভাব সম্পন্ন এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজর্ষি জনক জানিতেন তাঁহার সীতা দুহিতা হইলেও তাদৃশী পরমেশ্বরী; "মহাভাগা" কথা দ্বারাই ঐ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মাতা সীতার এই "মহাভাগা" অর্থাৎ ঐশ্বরভাব তাঁহার আবির্ভাব (১) অগ্নিপ্রবেশ (২) এবং তিরোভাব লীলায় সুব্যক্তই আছে—

"বেদ্যামগ্নি শিখাইব·······
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা।"
বাল্মীকি রামায়ণ আদিকাণ্ড ৬৬ সর্গ।১৪।

মায়ের এই এক মূর্ত্তি!

ইহাই মায়ের আবির্ভাব আদ্যলীলা! ভূতল হইতে তাদৃশী জ্যোতির্ম্ময়ীর আবির্ভাব ইচ্ছাময়ীতেই সম্ভব। অগ্নিপ্রবেশরূপ মধ্যলীলা মাতা—

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং রাঘবান্নাপসর্পতি।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥"
বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১১৮ সর্গ, ২৫।

এই বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরেই অগ্নিদেবতা সেই চিতা অপসারিত করিয়া "বাল সূর্য্য সদৃশী, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, রক্তাম্বর ধারিণী, নীল-কুঞ্চিত কেশা, অম্লানমাল্য শোভিতা, অবিকৃতরূপা, অনিন্দিতা, মাতা সীতাকে— ক্রোড়ে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন!

"অঙ্কেনাদায় বৈদেহী মুৎপপাতে বিভাবসুঃ।
... ...
... ...
তরুণাদিত্য সঙ্কাশাং তপ্তকাঞ্চন ভূষণাম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজাম্।
অক্লিষ্ট মাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্॥"
বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১২০ সর্গ।১—৪

ভাবুক ভক্ত! অগ্নিক্রোড়ে মাতার এই মূর্ত্তি ভাবনাকর, বুঝিতে পারিবে মা তোমার "মহাভাগা" পরমৈশ্বর্য্যশালিনী কি না?

"মহাভাগা" মাতা সীতার আদি মধ্যলীলার মূৰ্ত্তি দেখিলাম, এখন তাঁহার অন্ত্যলীলার মূৰ্ত্তি দেখিতে হইবে। মহাভাগা মাতা মানবীলীলা অপ্রকট করিবার কালে বলিতেছেন যে—"আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখনও মনে স্থান দেই নাই, এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে সতত কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি, সেই সত্য বলেই ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি দয়িত রামচন্দ্র ব্যতীত আমি আর কাহাকেও জানি না, এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎপরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥"

বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ১১০ সর্গ। ১৪-১৬।

সত্যস্বরূপা মহাভাগা মাতা সীতার বদন হইতে তাদৃশ সত্যবাণী উচ্চারিত হওয়া মাত্র সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল! "ভূতল হইতে এক অতি উত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল! অমিতবিক্রম উৎকৃষ্ট রত্ন বিভূষিত দিব্যদেহী নাগগণ ঐ সিংহাসন মাথায় লইয়া উঠিলেন। বসুন্ধরা দেবী দুই হস্ত দ্বারা সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া লইয়া, স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং অভিনন্দন করতঃ আসনে বসাইলেন। সীতাদেবী এই ভাবে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক রসাতল গমনে উদ্যতা হইলে, স্বর্গ হইতে তাঁহার উপরে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল—

"তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসন মনুত্তমম্॥
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ॥
তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতে নাভিনন্দ্যৈনা মাসনে চোপবেশয়ৎ॥

তামাসনগতাং দৃষ্টা প্রবেশন্তীং রসাতলম্।
পুষ্পবৃষ্টি রবিচ্ছন্না দিব্যা সীতা মবাকিরৎ॥"

বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১১০ সর্গ। ১৭—২০

এই কাহিনী ভাবনা পূর্ব্বক—ভূতধাত্রী-দেবী-বসুন্ধরা-আলিঙ্গিতা, দিব্যদেহী-নাগশিরোধৃতা, স্বর্গীয়পুষ্পবৃষ্টিসমাকীর্ণা, রসাতলপ্রবেশোদ্যতা মাতা সীতার এই মূর্ত্তি ধ্যান করিলেই ভাবগ্রাহি ভক্তগণ বুঝিতে পারিবেন—মা আমার মহাভাগা পরমেশ্বরী কিনা?

তবে ইহাও সত্য যে "অচিন্ত্যরূপ চরিতা" মাতা সীতার এই মূর্ত্তিত্রয়ী সকলের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না, তাই মহর্ষিও স্বয়ং দেখিয়াছেন যে "মাতা সীতা অগ্নি-প্রবেশ করিলে তাঁহার ঐ ঐশ্বরভাব সকলে না বুঝিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল"—

"সা তপ্তনরহেমাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
পপাত জ্বলনং দীপ্তং সর্ব্বলোকস্য সন্নিধেই॥
... ...
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তাং দৃষ্টা হব্যবাহনে।
... ...
তস্যামগ্নিং বিশন্ত্যাস্তু "হাহেতি" বিপুলঃ স্বনঃ।
রক্ষমাং বাণরাণা সম্বভূবোদ্ভুতোপমঃ॥"

বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। ১১৮ সর্গ। ২৯—৩৪।

"সুতরাং এই মাতৃলীলা অল্পজ্ঞের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই। মাতার ধরাতল প্রবেশলীলাতেও অদ্ভুতকাণ্ড হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্বয়ং দেখিয়াছেন যে—যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত মহর্ষিগণ এবং নরবীর রাজগণ বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইলেন! আকাশস্থিত স্থাবর জঙ্গম ও ভীমকায় দানবগণ এবং পাতালবাসী নাগগণের মধ্যে কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ মুদিতনেত্রে চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল, এবং কেহ বা নিশ্চল-ভাবে সীতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অধিক কি সীতার সেই পাতাল প্রবেশ দেখিয়া, সেই সময়ে সকলেরই মনের ভাব অদ্ভুত হইয়াছিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ মোহিত হইয়া গিয়াছিল"—

"যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্রাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে।

অন্তরিক্ষেচ ভূমৈচ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ॥
কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ ধ্যান পরায়ণাঃ।
কেচিদ্ রামং নিরীক্ষন্তে কেচিদ্ সীতামচেতসঃ॥
সীতা প্রবেশনং দৃষ্টা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মূহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥"

উত্তরকাণ্ড। ১১০ সর্গ, ২৩—২৬।

"মহাভাগা" মাহেশ্বরী মহামায়া ভিন্ন এই ভাবে জগতের মোহ উৎপাদন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। তাই মায়ের কথায় ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিসা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। ১।৫৫।

মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে মায়ের এই মূর্ত্তিত্রয়ী হৃদয়ে ধারণা করা কঠিন হইলেও অতি আবশ্যক। রাজর্ষি জনক জ্ঞানী ছিলেন, তিনি মাকে বুঝিতেন, আবার মায়ের মায়ায় মাতাকে দুহিতাও বলিতেন, তাই যাঁহার শক্তি তাঁহাকে দান করিয়া সরলতা সহকারে সহজ ভাষায় বলিয়া দিলেন—

"ইয়ং মে দুহিতা সীতা সহধর্ম্মচরী তব।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবাণু গতা সদা॥

পাঠক! তোমার আমারও এই মমতা মায়াময়ী মেয়ে আছে, তাহার মধ্যে মায়ের এই লীলামূর্ত্তি ভাবনা করিলে মন্দ হয় না। মা কিন্তু মেয়ে হইয়া মানব লীলাও দেখাইয়াছেন। সুতরাং আমার মেয়েও তিনি বিরাজমানা সন্দেহ নাই।

কন্যাকুমারী সীতার ঐশ্বরলীলার ইঙ্গিত ও তত্ত্ব বুঝিলাম, ইহার পরে মায়ের মানবীলীলায় জীবের প্রতি সাধনার ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরৎ কমল ভট্টাচার্য্য।

অর্দ্ধ নারীশ্বর।

(কৃষ্ণকালী)

নবীন যুগল মুরতি ধরিয়া।
উদয় হইলে হৃদয়ে আসিয়া॥
সুনীল উজল বরণ মাধুরী।
শ্যাম শ্যামা রূপে নিলে মনকাড়ি॥
পুরুষ প্রকৃতি মিলিত আকৃতি।
হেরি শ্যাম শ্যামা জড়িত মুরতি॥
একটী চরণ কমল উপর।
অপরটী রহে হর হৃদি পর॥
অধরে মধুর মৃদু মৃদু হাস।
দশনে মুকুতা হতেছে প্রকাশ॥
রুণু ঝুণু রুণু নূপুর পাঁজর।
বাজিছে চরণে মধুর মধুর॥
কুঞ্চিত কেশে আধ চূড়া বাঁধা।
এলাইত কেশ দোলে পিঠে আধা॥
শিখিপুচ্ছ আর রতনে রচিত।
একটী মুকুট শিরে সুশোভিত॥
আধ বর্ণমালা আধ ফুল হার।
সুন্দর ভুষণ নেহারি গলার॥
এক কানে দোলে শিশু আভরণ।
অপরে কুণ্ডল করয়ে ধারণ॥
এক করে কিবা বংশী শোভা পায়।
অপর দ্বিকরে দানে বরাভয়॥
নর কর বাস অর্দ্ধ কটি ঘেরা।
আর কটি পরে পিতবাস পরা॥
এক আঁখি সুধা পানে ঢল ঢল।
প্রেম মধুপানে অপর চঞ্চল॥

আধা হৃদি রহে রাধা মন্ত্রে ভরা।
অর্দ্ধে অকুরন্ত ঝরে স্নেহধারা॥
অতুলন হেরি মিলন মাধুরী।
লুটিতেছে কাম চরণ উপরি॥
না আছে শকতি গাহি তব গান।
ক্ষম নিজগুণে তুমিত মহান্॥
শুষ্ক এ হৃদে গুরু কৃপা বীজে,
ফুটেছে যতেক ফুল।
ইচ্ছা সাজাইতে যুগল চরণ,
কর কৃপা সর্ব্ব মূল॥

জনৈক ভদ্র মহিলা।

হোরিখেলা।

ওহে শ্যামধন তব নিমন্ত্রণ
করি সব সখী মেলি।
যেও যেও তুমি কুঞ্জকাননে
রাধিকার সনে খেলিবে হোলি॥
একই আসনে তোমা রাধা সনে
বসাইব সবে মেলি।
দোঁহার অঙ্গে ছিটায়ে আবীর
করিব আনন্দে কেলি॥

জনৈক ভদ্র মহিলা।

জ্ঞান প্রবেশিকা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(রায় সাহেব শ্রীযুক্তমহিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা বটব্যাল)

পূর্ব্ব জনমান্তরিণ কর্ম্মফলের দরুণ মন পাপপূর্ণ হইয়া থাকে। তজ্জন্য মনে ভয়, উদ্বেগ, শোক, দুঃখ, মরণ ইত্যাদি ভাব উদয় হয়। সেই পাপক্ষয় করিতে হইলে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক। মনের মধ্যে যে সকল ভাবের লয়, বিক্ষেপ, রাগ, দ্বেষ, শোক, দুঃখ উৎপন্ন হয় তৎ-সমুদায়ই পাপ হইতে সঞ্জাত। নিত্য কর্ম্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সর্ব্বকর্ম্মে ভগবৎ-স্মরণ, সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা অভ্যাসের মধ্যে আনিতে পারিলে ঐ সকল পাপ ক্ষয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়।

যজ্ঞ বলিলে সাধারণতঃ অগ্নিসংস্কারের দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকে বুঝায়। বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রায় লোপ পাইয়াছে। যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ প্রধান এবং সহজ সাধ্য। সর্ব্বদা ভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে জপ করিলে তাহাকে জপযজ্ঞ বলে এবং ঐপ্রকার জপের দ্বারা মনের বিশুদ্ধতা জন্মে।

দান কলিযুগের মনশুদ্ধির একটি প্রধান উপায়। দানে অভিমান শূন্যতা এবং তাহা ঈশ্বর প্রীতির জন্য করা হইতেছে, এই বিশুদ্ধভাবের যে দান তাহাতে মন শুদ্ধ হইয়া থাকে। দানের বিনিময়ে কোন প্রকার আশু বা ভাবি ফল প্রত্যাশা থাকিলে তাহাকে দান বলা যায় না।

তপস্যা বলিলে আমরা সচরাচর মনে করি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা কোন প্রান্তর নির্জ্জন দেশে গিয়া উপাসনা না করিলে হয় না, কিন্তু সংসারে থাকিয়াও তপস্যা হয়। তপস্যা তিন প্রকার করা যায়, যেমন শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা।

শরীরের দ্বারা তপস্যা—যেমন দেব গুরু, দ্বিজ প্রভৃতিকে প্রণাম, হস্তপদাদির দ্বারা কাহাকেও পীড়া না দেওয়া ইত্যাদি।

বাক্যের দ্বারা তপস্যা—যেমন বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, মনোহর স্তোত্র পাঠ করা, উদ্বেগযুক্ত বাক্য প্রয়োগ না করা ইত্যাদি।

মনের দ্বারা তপস্যা—যেমন জপে মনকে সর্ব্বদা একাগ্র করা, হিতকর চিন্তা করা ইত্যাদি।

মনের মধ্যে ভাবের লয় ও বিক্ষেপ হয়। লয় অর্থে নিদ্রা ও বিক্ষেপ অর্থে পুনঃ পুনঃ বিষয়ের অনুসন্ধানকে বুঝায়।

মনের সংযম করিতে না পারিলে মন শুদ্ধ হয় না। মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্পাত্মিকা, অর্থাৎ ভাবের নিত্য উৎপাদক। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে নিরন্তর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কারণ মন সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণাশ্রিত। মনকে কোন বিষয়ে একাগ্র করিতে গেলে ঐ গুণত্রয় সঞ্জাত চিন্তাতরঙ্গ মনকে আন্দোলিত করে! অবশেষে নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য জৃম্ভণ প্রভৃতি আসিয়া শরীরে আশ্রয় লইয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। অতএব মনশুদ্ধির উপায় মনঃসংযম এবং মনঃসংযমের উপায় প্রাণায়াম সাধন। প্রাণায়ামের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। তদ্রূপ বিষয়ের সহিত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিয়োগ এবং ঈশ্বরের সহিত অন্তরিন্দ্রিয়ের যোগ দ্বারা মনের শুদ্ধতা জন্মে। অন্তরিন্দ্রিয় বলিলে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনকে বুঝায়।

আবার নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় দিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া মনকে ঈশ্বর পরায়ণ করিতে পারিলে মনের শুদ্ধতা জন্মাইয়া থাকে।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরমাত্মজ্ঞান—তাহা লাভের উপায় কর্ম্ম। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রধান বাক্ পানি ও পাদকে জানিবে। ইহাদিগকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিষয়ে নিযুক্ত করিতে পারিলে মন শুদ্ধ হয়। স্তোত্র পাঠ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ, পুষ্পচয়ণ, চন্দন ঘর্ষণ, দেব দর্শন, তীর্থপর্য্যটন, ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গনের বিষয় মনে করিয়া উহাদিগকে ঐ সকল কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলে মনের প্রশন্নতা জন্মে।

সৎসঙ্গ ও সৎ উপদেশ বাক্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা মন শুদ্ধ হয়। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনকে অন্তরেন্দ্রিয় বলে।

বেদান্ত শাস্ত্র গুরুমুখে বা উপদেষ্টা বা সাধুকর্ত্তৃক পঠিত হইলে তাঁহাদের মুখ নিসৃত উপদেশ বাক্য যাহা শুনা যায় তাহাকে "শ্রবণ" বলে।

যাহা শ্রবণ করা যায় তাহা যুক্তির দ্বারা সর্ব্বদা চিন্তা করাকে মনন বলে।

যুক্তির সহিত অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরিকৃত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে নিদিধ্যাসন কহে।

ইহা ব্যতিত মনশুদ্ধির আর একটি উপায় মনোহর দৃশ্য দর্শন, সুললিত ও মধুর স্তোত্র শ্রবণ, সুমিষ্ট আঘ্রান, পরনিন্দা পরচর্চ্চাত্যাগ, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সাত্ত্বিক আহার।

আহার ত্রিবিধ—যথা সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস্। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্ত্বতম ও রজোগুণ বিশিষ্ট মানব তাহাদের গুণধর্ম্ম প্রাধান্যে যে যে প্রকার আহারে আনন্দ ও প্রীতি জন্মে তিনি শ্রীগীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ৮।৯।১০ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় তাঁহার স্বকৃত টীকায় কোন্ বস্তু আহারে কি ফল হয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিবেন। মোট কথায় বুঝিতে হইবে যে আহারে আয়ুদীর্ঘ হয় এবং প্রীতিবর্দ্ধক তাহাকে সাত্ত্বিক আহার বলে। যে খাদ্য ভোজনকালে পীড়াদায়ক যেমন কটুতিক্ত ইত্যাদিও তাহাদের পরেও মন অপ্রসন্ন থাকে তাহাকে রাজস আহার বলে। আর অর্দ্ধপক্ক কি অপক্ক, দুর্গন্ধপূর্ণ ও বাসি খাদ্যকে তামস আহার বলে। মানুষের সত্ত্ব রজঃ তম গুণানুসারে বিভিন্ন প্রকার আহারে তাহাদের রুচি জন্মাইয়া থাকে। আহারের মধ্যে আবার কোন আহার্য্য বার অনুসারে গ্রহণ করিলে তাহার কি ফল হয় শাস্ত্রমুনি তৎসম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন যথা—

আমিষ্যং মধুপানঞ্চ যঃ করোতি রবের্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা॥ ১॥
স্ত্রী-তৈল-মধু মাংসানি যস্ত্যজেত্তু রবেদিনে।
ন ব্যাধিঃ শোক-দারিদ্র্যং সূর্য্যলোকং সগচ্ছতি॥ ২॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রবিবারে মৎস্য, মাংস ও মদ্য পান করে সেই মানব সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত রোগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপরেও প্রতিজন্মে দরিদ্রতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। ১॥

যে ব্যক্তি রবিবারে স্ত্রী-তৈল, মদ্য ও মাংস সম্ভোগ না করে, তাহার ব্যাধি, শোক ও দরিদ্রতা হয় না এবং মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি সূর্য্যলোকে গমন করে॥২॥

অতএব আহারের দোষঘটিত আমরা যে মহাকষ্ট পাইয়া থাকি তাহার সন্দেহ নাই এবং বিচার করিয়া আহার করিলে অন্তরে উৎসাহ, সামর্থ, আয়ুবৃদ্ধি, আনন্দ ও প্রীতি জন্মে।

উপাসনা, ধ্যান ও ধারনা এ সকলকেও মনশুদ্ধির উপায় জানিবে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মনোহর স্তোত্রের দ্বারা ঈশ্বর আরাধনার নাম উপাসনা। বেদ ঐ

উপাসনার প্রবর্ত্তক। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় হইতে ব্রহ্মা সারবাক্য "ওঁ" আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তিন বেদের মধ্য হইতে তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ইত্যাদি সাবিত্রী মন্ত্রের এক একটি পাদ ক্রমে উদ্ধৃত, করিয়াছেন। এই গায়ত্রীমন্ত্র মানবের প্রধান নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা। পরে এই ওঙ্কার রহস্য ও ত্রিপদী গায়ত্রী সম্বন্ধে আলোচিত হইবে।

ধ্যান কাহাকে বলে? সৎবৃত্তির দ্বারা কোন বিষয় কি কোন বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া কেবল আমিই ব্রহ্ম এই ভাবে অবস্থান থাকার নাম ধ্যান। ধ্যান শব্দে পরমানন্দ প্রদায়িনী চিন্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ধারনা কি? মনের গতি সর্ব্বত্র ধাবিত হইয়া থাকে। মন যেখানেই যাউক না কেন সেই স্থানেই ব্রহ্ম দর্শন দ্বারা মনকে স্থির করিয়া রাখার নাম ধারণা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মনের স্থিরতা ও বিশুদ্ধতা জন্মান নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধনের উপায় প্রাণায়াম জপ। প্রাণায়াম সাধন সম্বন্ধে নিম্নে বিবৃত হইল যথা—

বায়ুর গমনাগমন ও উহাকে ধারণ করাকে যোগীগণ প্রাণায়াম কহিয়া থাকেন। মনোবৃত্তি সমূহের উদয় একমাত্র প্রাণ স্পন্দনের অধীন। তজ্জন্য প্রাণায়ামের দ্বারা চলিত প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিলে মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের প্রভু মন। কারণ মনঃসংযোগ ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না। মন শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণবায়ুর অধীন। অতএব শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ না হইলে মনের স্থিরতা হয় না। যেমন দীপশিখা বায়ু কর্ত্তৃক চঞ্চল হইয়া থাকে—তেমনি মনরূপ দীপ প্রাণরূপবায়ুর দ্বারা সর্ব্বদা চঞ্চল। এই বায়ুরোধ করিতে পারিলে দীপশিখার ন্যায় মনও স্থির ভাবাপন্ন হইবে। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ু বশীভূত হইলে মন লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

পবনোবধ্যতে যেন মনস্তেনৈব বধ্যতে।
মনশ্চ বধ্যত যেন পবনস্তেন বধ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি প্রাণ বায়ুকে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনি মনকেও বদ্ধ করিয়াছেন। আর যিনি মনকে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনি প্রাণকেও বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। প্রাণ ও মন এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বদ্ধ করিতে পারিলেই উভয়েই বদ্ধ হইয়া থাকে। মন ও প্রাণ উভয়েই সংজড়িত।

একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। প্রাণায়ামের দ্বারা মন ও প্রাণকে লয় বা স্থির করিলে সেই লয় একমাত্র অনাহত ধ্বনিরূপ নাদের আশ্রিত বা অভ্যন্তরে অবস্থিত করে। নাদের সম্বন্ধে পরে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বশিষ্ট ঋষি বলিয়াছেন যথা—

অভ্যাসেন পরিস্পন্দে প্রাণানাং ক্ষয় মাগতে।
মনঃ প্রশমমায়াতি নির্ব্বানম্ বশিষ্যতঃ॥

অর্থাৎ প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা প্রাণক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ স্থিরতালাভ করিলে মনও প্রশমিত হয়, আর তাহাতেই নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিলে ইহ সংসারের জন্ম মৃত্যুর অধিন হইয়া জীবকে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

প্রাণায়াম বিধি যথা—পূরক কুম্ভক ও রেচক এই তিন প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বহির্দ্দেশ হইতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদরে তাহা পূরণ করাকে পূরক বলে। ঐ পূরককে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করাকে কুম্ভক বলে, এবং ঐ উদরস্থ বায়ুকে বহির্দ্দেশে ত্যাগ করাকে রেচক বলে।

বেদান্তসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

রেচক-পূরক-কুম্ভক-লক্ষণাঃ।
প্রাণ নিগ্রহোপায়াঃ—প্রাণায়ামঃ।

দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকাতে অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিবে, তাহার পর দক্ষিণ ও বাম নাসিকা উভয়কে বন্ধ করিয়া বায়ু ধারণ করিবে, তদান্তর বাম নাসিকা ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে; ইহাকে একটি পূর্ণ প্রাণায়াম বলে।

ইহার ক্রম বা সংখ্যা যথা—পূরণে ৪ বার নাম বা একাক্ষর ওঁ জপ—ধারণে ১৬ বার, রেচাক ৮ বার এবং সাধ্যানুসারে প্রত্যেক সংখ্যার চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করা যায় যেমন ৪ × ৪ = ১৬, ১৬ × ৪, = ৬৪, ৮ × ৪ = ৩২ ইত্যাদি যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন তাহার মূল মন্ত্র অথবা একাক্ষর ওঙ্কার জপ ঐরূপ নিয়মে করিলে জপের ফলপ্রাপ্তি লাভ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়! ওঙ্কার রহস্য পরে আলোচিত হইবে।

যে যে অঙ্গুলিদ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয় ত্রিপুরসার তন্ত্রে উক্ত আছে যথা:—

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈনাসাপুট বিধারণম্।
প্রাণায়ামং প্রকুর্ব্বতী তর্জ্জনী-মধ্যমা বিনা॥

অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধ এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসা রোধ করিতে হইবে। তর্জ্জনী ও মধ্যমা আগ্নী রাখিবে, উহাদের দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে না।

সংযমাদির দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। যোগ কি বুঝিতে হইবে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার লয় অর্থাৎ একতাভাবকে যোগ বলে। এই একতা ভাব আনিতে গেলে বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তি হইতে সরাইয়া লইয়া মনস্ত লীন করিতে হইবে। এব্যাপারটি সহজে সম্পন্ন হয় না ইহাই ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ অনুভূতি হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা অধিক বলশালী। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ বা ফটো-গ্রাফের ক্যামেরার ন্যায় বাহ্য বস্তু ইহাদের সান্নিধ্যে আসিবা মাত্র মনলগ্ন ইন্দ্রিয়গণ তৎক্ষণাৎ তাহাতে লয়প্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে তাহাদের আকারে আকারিত হইয়া পড়ে। বাহ্য বিষয় রূপরসাদির মধ্যে শব্দই যোগসাধনের প্রধান অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্ন উৎপাদন করে। প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে অন্যান্য বিষয় হইতে স্থির করা যায়, কিন্তু শব্দকে রোধ করা যায় না। তজ্জন্য যোগীগণ শব্দকেও রোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধক দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণ বিবর চাপিয়া ধরিবেন। তাহাতে অনাহুত ধ্বনি উঠিবে, সেই শব্দ শুনিয়া চিত্ত স্থির করিবেন। ইহাও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে প্রাণায়াম-কালে বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন সময়ে সমুদ্র, মেঘ, ভেরী ইত্যাদি শব্দ তুলিবে তাহা হইলে মন তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া স্থিতি লাভ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরম শান্ত তুরীয় নাদ পদ প্রাপ্ত না হওয়া যায় অর্থাৎ চিৎ অভিব্যঞ্জক নাদ অনুভব না হয় ততক্ষণ এইরূপ করিতে থাকিবেন। ইহাকে নাদানুসন্ধান কহে। নাদানুসন্ধানে বায়ু স্থির হইবে এবং অনিমাদি সিদ্ধ আসিবে। নাদের আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে শব্দ আর শ্রবণে আসিবে না। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা অর্দ্ধ মাসের মধ্যে সমস্ত চিত্তচাঞ্চল্য নিবারিত হইবে। ব্রহ্ম-রন্ধ্রে বায়ু স্থিতি লাভ করিলে যোগী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি শুনিতে থাকিবেন এবং তাহাতে চিত্ত সমাসক্ত হইয়া স্থির ভাবাপন্ন হইবে অর্থাৎ মনলয় প্রাপ্ত হইবে। মধুপান করিতে থাকা অবস্থায় ভ্রমর যেমন আর গন্ধের অনুসন্ধান করে না, সে মধুপানেই মগ্ন হইয়া পড়ে তেমনি নাদাকৃষ্ট যোগীর নাদেই মন সমাকৃষ্ট

হইয়া থাকে অন্য কোনদিকে আর আকৃষ্ট হইতে পারে না। মন উন্মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদা রূপ রসাদি বিষয়ভোগে মত্ত। সেই মত্ত গজেন্দ্রের অঙ্কুশ স্বরূপ হইতেছে নাদ। এই নাদরূপ অঙ্কুশের দ্বারা মনরূপ গজেন্দ্রের বিষয় গ্রহণ ও প্রত্যাহার রূপ চপলতার দমন হইয়া থাকে। পক্ষীর পক্ষ ছিন্ন করিয়া দিলে সে পক্ষী যেমন আর উড়িতে পারে না সেইরূপ মন নাদাহত হইলে আর তাহার চপলতা থাকে না। নাদ আপন শক্তির দ্বারা মনের চাঞ্চল্য হরণ করিতে সমর্থ। এই নাদ সম্বন্ধে আরো অনেক জানিবার ও চিন্তা করিবার আছে যাহা গুরুমুখে জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

স্তব, জপ, ধ্যান ও নাদের সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল তৎসম্বন্ধে কুলার্ণবে কথিত হইয়াছে যথা—

পূজা কোটি সমং স্তোত্রং স্তোত্র কোটিসমো জপঃ।
জপকোটি সমং ধ্যানং ধ্যান কোটিসমো লয়ঃ॥
নহিনাদাৎ পরোমন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মানঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরাপূজা নহি তৃপ্তেঃ পরম ফলম॥

অর্থাৎ

স্তব পাঠ করিলে কোটি পূজার সমান ফল হয়।
জপ করিলে কোটি স্তোত্র পাঠের সমান ফল হয়।
ধ্যান কোটি জপের সমান ফল দান করে।
আর মনোলয় হইতেই কোটি ধ্যানের ফল।
নাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নাই।
নাদের অনুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ পূজা। তৃপ্তি অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ফল আর নাই।

ওঙ্কার রহস্য কি? এ সম্বন্ধে এত কথা জানিবার আছে যে তাহা সবিস্তার বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে জানিতে হইলে প্রাচীন ঋষিগণ অদ্বিতীয়, নিত্য, অব্যয় পরব্রহ্মকে "ওঁ" এই নাম দিয়াছেন। এই ওঙ্কারকেও ব্রহ্ম বলা যায়, কেননা এই ওঙ্কার হইতেই বৃহৎ বেদের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। সেই ওঙ্কারে ভূ ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ ভূলোক ভুবলোক ও স্বঃ লোক অবস্থিত করিতেছে। ওঙ্কারই ঋক, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব বেদের স্বরূপ। ওঙ্কার শব্দ ব্রহ্ম বাচ্য। এইজন্য ভগবান ওঁ নামে সম্বোধিত হইলে প্রীত হয়েন।

'ওঁ' বাক্য অ-উ-ম এই তিনটি অক্ষরের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ওঙ্কারের সমষ্টি অর্থে 'অ' বিরাট, 'উ' হিরণ্যগর্ভ, 'ম' ঈশ্বর কে বুঝায়।

ওঙ্কারের ব্যষ্টি অর্থে 'অ' বিশ্ব, 'উ' তৈজস, 'ম' প্রাজ্ঞ কে বুঝায়। অতএব 'ঈশ্বর' ও 'প্রাজ্ঞ' উভয় বাক্যের চরম অবস্থা পূর্ণ-পরব্রহ্ম কে বুঝায়।

"বিরাট" শব্দে—পৃথিবীস্থ সমুদায় দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক একত্রিভূত পদার্থ কে বুঝায়।

"হিরণ্যগর্ভ" শব্দে বাহ্য দৃষ্টির বহির্ভূত সূক্ষ্ম শরীর সম্পন্ন যাবতীয় একত্রিত বস্তু কে বুঝায়।

"ঈশ্বর" শব্দে বিরাট ও হিরণ্যগর্ভ রূপী যাবতীয় বস্তুর চরম অবস্থা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম কে বুঝায়।

ওঙ্কারের ব্যষ্টি অর্থে "বিশ্ব"। বিশ্ব শব্দে স্থূল শরীর বিশিষ্ট চৈতন্যকে বুঝায়। 'তৈজস' শব্দে একটি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট চৈতন্যকে বুঝায়। আর 'প্রাজ্ঞ' শব্দে একটি অজ্ঞান শরীর বিশিষ্ট চৈতন্যকে বুঝায়। অজ্ঞান শব্দে কারণ বুঝায়।

শরীর ত্রিবিধ যথা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। শরীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ওঙ্কারের অপর একটি নাম প্রণব। প্রণব ব্রহ্ম স্তুতি বাক্যে অর্থাৎ উক্ত বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের আরাধনা করা হয়। এই জন্য ব্রাহ্মণ বেদোচ্চারণের আরম্ভে ও শেষে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারের উচ্চারণ করিবেন। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যথা—

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদ আদাবন্তে চ সর্ব্বদা"

ওঙ্কারের মহাত্ম সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতার ৮ম অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুদ্ধ চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণ মাস্থিতো যোগ ধারণাম্॥১২
ওম্ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মাম্ অনুস্মরণ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥১৩

অর্থাৎ সর্ব্বদ্বার বন্ধ করিয়া ও মনকে হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে ভ্রূমধ্যে ধারন করিয়া আত্মসমাধিরূপ যোগে নিযুক্ত থাকিয়া 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ

বঙ্গানুবাদ] স্ত্রীর প্রতারণায় বঞ্চিত হইয়া আমি সুদীর্ঘকাল সেই কদাকার দাসীর সঙ্গম করিয়াছি—ভূতলে আমার অপেক্ষা মূঢ়তম আর কে হইতে পারে? যে আমি (অস্থানে) বিশ্বাস করিয়া এই স্ত্রীর নিকট দীর্ঘকাল বঞ্চিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য, এই চাকরটা—যাহার আকৃতি সর্ব্বাঙ্গে অতি বিকৃত, ইহার মধ্যে আমার স্ত্রী কি সর্ব্বাধিক সৌন্দর্য্য দেখিল? যাহার সৌন্দর্য্যে সকল লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এমন আমি অনুরক্ত জানিয়াও আমাকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া এই চাকরটার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। রাজপুত্র এই প্রকার বহু প্রলাপোক্তি করিয়া অতি বিরক্ত মনে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। অতএব রাজকুমার, স্ত্রী-দেহের সৌন্দর্য্য মনের কল্পনায় উদিত হইয়া থাকে॥ ৬১—৬৫॥

যথা ত্বং ময়িচাত্যন্ত সৌভগেক্ষণ পূর্ব্বকম্।
রতিং বিন্দস্যতিতরাং তথা বা তদ্ বিশেষতঃ॥ ৬৬
বিন্দন্তি রতিমত্যন্তং যোষিৎসুবিকৃতাস্বপি।
অত্রতে প্রত্যয়ং বক্ষ্যে শৃণুপ্রিয় সমাহিতঃ॥ ৬৭
বিলোক্যতে যাহি যোষিৎ সা বহিঃ সুব্যবস্থিতা।
যাচ তৎপ্রতি বিশ্বাত্মরূপিণী চিত্ত-সংশ্রয়া॥ ৬৮
সংকল্পরূপিণী তস্যাঃ সৌষ্ঠবং মনসোল্লিখন্।
পৌনঃ পুণ্যেন তদনু বাঞ্ছা মুপসমাগতঃ॥ ৬৯
ক্ষুব্ধেন্দ্রিয়ো নরস্তস্যাং রতিমাপ্নোতি সর্ব্বতঃ।
অক্ষুব্ধে ত্বিন্দ্রিয়ে নস্যাং সুন্দর্য্যামপি বৈ রতিঃ॥ ৭০

টীকা] এতদেব দৃষ্টান্তেন দ্রঢয়তি যথেতি। তদ্‌বিশেষত স্ততোঽপ্যধিক-রূপেণ॥৬৬॥ অত্র সৌন্দর্য্যস্য মানসত্বে প্রত্যয়ং নিশ্চয়ানুকূলাং প্রক্রিয়াম্॥৬৭॥ বহিঃ চিত্তাদন্যত্র॥৬৮॥ তস্যাঃ সৌষ্ঠবং সৌন্দর্য্যং পৌনঃ পুণ্যেনোল্লিখন্ তদনু সম্যগুল্লেখানন্তরম্। তদ্ বিষয় বাঞ্ছাম্॥৬৯॥ ক্ষুব্ধম্ উপস্থেন্দ্রিয়ং যস্য। সর্ব্বতোঽন্য বাঞ্ছাভ্যো নিবৃত্ত ইতিশেষঃ। পুরুষস্য বাঞ্ছা সহস্র-সমাক্রান্তস্য স্ত্রী সৌন্দর্য্যাদ্যুল্লেখনেন দৃঢ়তরাঃ স্ত্রী-রতি-বাঞ্ছাদয়ো যদা, তদাঽন্যবাঞ্ছান্বয়া ভবতীতি ভাবঃ। এবং ক্ষোভাভাবেন কচিদ্ রতিরিত্যাহ অক্ষুব্ধেতি॥৭০॥

বঙ্গানুবাদ] আমাতে অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তুমি যেমন অতিমাত্র রতি লাভ কর, সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতররূপে অন্যপুরুষ কুরূপা স্ত্রীতেও অত্যন্ত রতি অনুভব করিয়া থাকে। প্রিয়তম, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ

কর, কি প্রকারে ইহা হয়, তাহা বলিতেছি ॥৬৭॥ যে স্ত্রীলোকটীকে দর্শন করা যাইতেছে, সে বাহিরে সুব্যবস্থিত রহিয়াছে। চিত্তদর্পণের আশ্রয়ে বাহিরের স্ত্রীলোকটীর যে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্পরূপিণী এই স্ত্রীলোকটীর সৌন্দর্য্য মনে মনে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া বাহিরের স্ত্রীলোকটীকে লাভ করিবার অভিলাষ উদ্রিক্ত হয় ॥৬৮-৬৯॥ পরিশেষে লোক ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য-নিবন্ধন বাহিরের স্ত্রীতে সর্ব্বতোভাবে রতি অনুভব করে। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য না হইলে সুন্দরী রমণীতেও রতি হয় না ॥৭০॥

তত্র মূলং সমুল্লেখঃ সৌষ্ঠবস্য পুনঃ পুনঃ।
অতঃ ক্ষোভো নৈব দৃষ্টো বালানাং যোগিনামপি ॥ ৭১
তথা চ যো যো যস্যাস্তু রতিং বিন্দতি মানবঃ।
সুন্দর্য্যাং বাপি চাণ্ডস্যাং তত্র সৌষ্ঠবমুল্লিখেৎ ॥ ৭২
দৃশ্যন্তে যোষিতোঽত্যন্ত বীভৎসাকার-বিগ্রহাঃ।
তরুণৈঃ সঙ্গতাস্তাশ্চ দৃশ্যন্তেঽপত্যহেতুতঃ ॥ ৭৩
বিরূপতোল্লেখনং বাপ্যনুল্লেখস্তু সৌষ্ঠবে।
যদিস্যাৎ তৎ কথং নৃণাং রতিস্তাসু হি সম্ভবেৎ ॥ ৭৪

টীকা] তত্র ক্ষোভো এতদ্ ব্যতিরেক মুখেন প্রয়েতি অত ইতি ॥৭১॥ সৌন্দর্য্যোল্লেখ এব ক্ষোভ হেতুন্ সৌন্দর্য্যমিত্যাহ তথাচেতি। সৌষ্ঠবং স্থিত মস্থিতং বা ॥৭২॥ অত্র নিদর্শন মাহ দৃশ্যন্ত ইতি। বীভৎসাকারো বিগ্রহোঽবয়ব সংস্থানং যাসাং তাঃ। এবং বিধা জগতি যা দৃশ্যন্তে, তাস্তরুণৈঃ সঙ্গতাশ্চ দৃশ্যন্তে। ননু সঙ্গতেঃ রহসি সম্ভবাৎ কথমন্যৈঃ সঙ্গতা দৃশ্যন্তে ইতি চে দাহ অপত্য হেতু ত ইতি ॥৭৩॥ ননু তত্র সৌষ্ঠবোল্লেখনং বিনাপি সঙ্গতিঃ স্যাদিতি চেদাহ বিরূপেতি, সৌষ্ঠবে অনুল্লেখঃ. সৌষ্ঠব বিষয়কা মুল্লেখঃ। তাসু বিরূপাসু ॥৭৪॥

বঙ্গানুবাদ] ইহার কারণ পুনঃ পুনঃ সৌন্দর্য্যের উল্লেখ বা স্মরণ। অতএব বালক ও যোগিগণের চাঞ্চল্য কখনই পরিলক্ষিত হয় না ॥৭১॥ অতএব দেখ যে যে মানব যে যে নারীতে রতি লাভ করে, সে নারী সুরূপাই হউক অথবা কুরূপাই হউক, তথায় তাহার সৌন্দর্য্য স্মরণ করে ॥৭২॥ অতি বীভৎস-রূপা নারীরাও তরুণ পুরুষগণের সহিত সঙ্গত হয়; পুত্র উৎপত্তিতে তাহা সূচিত হইয়া থাকে। তথায় বিরূপতার উল্লেখ বা সৌন্দর্য্যের অনুল্লেখ যদি

থাকিত, তাহা হইলে কি প্রকারে কুরূপা নারীতে ঐ পুরুষগণের রতি সম্ভব হইত ॥৭৪॥

কিং বক্তব্য মহোনৃণাংকামিনাং ক্ষিপ্ত-চেতসাম্।
জঘন্যাঙ্গেঽপি সৌন্দর্য্যং ভাসতে সর্ব্বতোঽধিকম্॥ ৭৫
মলমূত্র পরিক্লিন্নং যদঙ্গং তত্র সৌভগম্।
পশ্যেচ্চেৎ কুত্র নো পশ্যেৎ সৌন্দর্য্যং তন্মমেরয় ॥ ৭৬
তস্মাৎ সৌন্দর্য্য মেতদ্বৈ রাজপুত্র নিশাময়।
ৎভিমান মৃতে নৈষ সুখ-হেতুর্ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ৭৭
ক্ষৌদ্রমাধুর্য্যবদ্ দেহে সৌন্দর্য্যং সহজঃ যদি।
তদ্ বালানাং কুমারাণাং কুতোনোভাতি তদ্ বদ্ ॥ ৭৮
দেশভেদেষু দৃশ্যন্তে বিবিধাকৃতয়ো নরাঃ।
একপাদৈক নয়না লম্ব-কর্ণা হয়াননাঃ ॥ ৭৯

টীকা] নমু বিরূসায়াং কথং সৌন্দর্য্যোল্লেখন মিত্যাশঙ্ক্য নৈতৎ কামিনাং চিত্ত মিত্যাহ কিমিতি ক্ষিপ্তং বিক্ষিপ্তং চেতো যেষাম্। জঘন্যে নিকৃষ্টে অপানো দ্গার ধূপিতে মূত্রাদি ক্লিন্নে। ক্লিন্ন নাড়ী ব্রণ শুষির তুল্যে যোন্যন্থঘেঽপি, সর্ব্বতো মুখাদিভ্যোঽধিকন্ ॥৭৫-৭৬॥ তস্মাৎ সৌন্দর্য্যস্য মনঃ কল্পিতমাত্রত্বাৎ ॥৭৭॥ নক্ষৌদ্র মাধুর্য্যবৎ সৌন্দর্য্যং স্বাভাবিক মিতি প্রকারান্তরেণ সৌন্দর্য্যস্য মানসত্বং সাধয়তি ক্ষৌদ্রেতি ॥৭৮॥ নাস্তি বিরূপাসু কামিনাং, রতিঃ। কচিদ্ দৃশ্য মানাপি ন পূর্ণ সুখাব হেত্যাশঙ্ক্য দেশান্তর স্থিত্যা খ্যানেন পরিহরতি- দেশেতি ॥৭৯॥

বঙ্গানুবাদ] আশ্চর্য্যের কথা আর কি বলিব—বিক্ষিপ্তচেতা কামুকগণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট অঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য ভাল মনে হয় ॥৭৫॥ যে অঙ্গ মল মূত্র পরিক্লিন্ন, তাহাতেই যদি সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা হইলে কোথায় সৌন্দর্য্য দেখিবেনা, তাহা আমাকে বল ॥৭৬॥ অতএব রাজ পুত্র! এই সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য কর, মোহভিন্ন ইহা কোনরূপেই কোথাও সুখের হেতু হইতে পারে না ॥৭৭॥ আর মধুতে যেমন স্বাভাবিক মাধুর্য্য থাকে, এইরূপ দেহে যদি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য থাকিত, তাহা হইলে বালক বা কুমারগণের নিকট যুবতী দেহের সে সৌন্দর্য্য কেন প্রতিভাত হয় না তাহা বল ॥৭৮॥ দেশ বিশেষে বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট মানব দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ একপাদ, কেহ এক নয়ন, কেহ লম্বিত কর্ণ, কাহারও বদন অশ্বের ন্যায় ॥৭৯-৮১॥

কর্ণ প্রাবরণাঃ কালবক্ত্রা নির্গত দংষ্ট্রকাঃ।
চিনসা দীর্ঘ নাসাশ্চ লোমচ্ছন্না বিলোমকাঃ ॥৮০
পিঙ্গ কেশাঃ শ্বেত কেশা বিকেশাঃ স্থূল কেশকাঃ।
চিত্রবর্ণাঃ কাক-বর্ণাঃ পিঙ্গলা লোহিতাঙ্গকাঃ ॥৮১
এবং বহুবিধা মর্ত্ত্যাঃ সজাতি বনিতাসুতে।
রতিং বিন্দন্তি ত্বমিব রাজ—পুত্র নিশাময় ॥৮২
সুখ-সাধন ভূতেষু মুখ্যং যৎ স্ত্রী বপুঃ স্থিতম্।
সর্ব্ব-প্রিয়ং যত্র সর্ব্বে মুহ্যন্তি বিবুধা অপি ॥৮৩
পুং সাং বপুস্তথা স্ত্রীণাং প্রিয়মত্যন্ত-সুন্দরম্।
বিমর্শয় সুবুদ্ধ্যাত্বং রাজ-পুত্র যথাস্থিতম্ ॥৮৪
মাংস-লিপ্তমসৃক্ ক্লিন্নং শিরাবদ্ধংত্বগাগতম্।
অস্থি পঞ্জরকং লোমপুন্নং পিত্ত কফাহিতম্ ॥৮৫

টীকা] নিশাময়-পশ্য ॥৮২॥ শরীর প্রকৃতিং বর্ণয়িতুমাহ সুখেতি ॥৮৩-৮৪॥ পিত্ত কফাভ্যা মাহিতম্ যুক্তম্ ॥৮৫॥

বঙ্গানুবাদ] কোন দেশের লোক সমূহের বৃহৎ কর্ণ দ্বারা গ্রীবাদি অবয়ব আবৃত, কোন স্থানের অধিবাসীগণের বদন কালের ন্যায়, কোথাও অধিবাসীগণের মুখ হইতে দংষ্ট্রা নির্গত হইয়াছে। কোথাও নাসাহীন, কোথাও দীর্ঘনাসা বিশিষ্ট, কোথাও লোমশ, কোথাও লোমহীন অধিবাসী দেখা যায়। কোথাও পিঙ্গল কেশ, কোথাও শ্বেত কেশ বিশিষ্ট, কোথাও কেশ-হীন ও কোথাও স্থূল কেশ বিশিষ্ট মানব পরিলক্ষিত হয়। কোন স্থানের অধিবাসী বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট, কোথাও কাকবর্ণ-যুক্ত, কোথাও পিঙ্গলবর্ণ, কোথাও লোহিতাঙ্গ অধিবাসী দেখা যায়। এইরূপে বহুপ্রকারের মানব এই ভূতলে পরিলক্ষিত হয়, রাজপুত্র দেখ, তাহারা সকলেই সজাতীয় বণিতা কুলে রতি লাভ করে।

তুমি যেমন আমাতে রতি অনুভব কর ঠিক সেইরূপ॥ সুখ-সাধন বস্তুসমূহের মধ্যে মুখ্য যে স্ত্রী-শরীর রহিয়াছে যাহা সকলেরই প্রিয়, যাহাতে সকলেই, এমন কি দেবগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন ॥৮০—৮৩॥ এইরূপ স্ত্রী-জনের নিকট পুরুষগণের দেহ অতি সুন্দরবোধে প্রিয় হইয়া থাকে, রাজপুত্র, এই শরীরসমূহ যেরূপ রহিয়াছে, তুমি সুবুদ্ধির সাহায্যে তাহা বিচার কর॥ ইহা মাংস লিপ্ত, রক্তাক্ত শিরাবদ্ধ—চর্ম্ম দ্বারা আবৃত, ইহা অস্থি পঞ্জর, লোমদ্বারা আচ্ছাদিত পিত্ত ও কফের আধার ॥৮৪-৮৭

বর্ষ সূচী।

(১৩৩৮ সন)

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

"উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাধাই ১৸০ আবাধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাধা ১।০ বাধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখাসম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য।০ আন

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবা-মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ--এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। বাঁধা ৩৲টাকা। সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

ভারত সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত। মহাভারতের চরিত্র গুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন।

মূল্য আবাঁধা ২৲ বাঁধাই—২॥০